কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়ী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক—

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—

১৩৬১ সাল

মুদ্রাকর—

শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার

বি. পি. এম'স প্রেস

ভূমিকা

ভগবৎকৃপায়কাল পরে আজ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইলশ্বেতাশ্বতরোপনিষৎখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যপাদ শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেরবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রেও বিচবিষয়রূপে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাপর প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ হইতেতাশ্বতরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদের কথা যেমন আছে, দ্বৈতবা কথাও তেমনই আছে। কাজেই দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈ আচার্য্যগণ ইহা দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন।তঃ ইহার মধ্যে এরূপ অনেক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকলের প্রকৃতাৎপর্য্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। উদাহরণরূপে দুই একটি বাক্যচ করিতেছি—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ"

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইত্যাদি।

এই সপড়িলে হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না যে, শ্রুতি দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেছেঅথবা অদ্বৈতবাদ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আচার্য্য রামানুজ এইজাতীয় শ্রুতির সবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পক্ষই শ্রুতির অভিমত বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেঅন্যান্য দ্বৈতবাদীরাও এই সকল শ্রুতি দ্বৈতবাদের পক্ষে নিয়োজিত করিয়াছে অবশ্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর আবার এই সমস্ত শ্রুতিকেই এমন নৈপুর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈতবাদের অনুকূলে আনিয়াছেন, তাহা দেখিলে সহজেই হয় যে, ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন অর্থেই ঐ সকল শ্রুতির পর্য্য হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা— "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।"

শ্রুতি অবলম্বনে প্রকৃতিবাদ স্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন, এই 'অজা'-শ্রুতি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই অন্তর্গত।

আচার্য্য শঙ্কর সে কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি এই শ্রুতিকথিত "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" কথায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ অর্থ গ্রহণ না করিয়া তেজ, জল ও পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না, তেজের বর্ণ লোহিত, জলের বর্ণ শুক্ল ও পৃথিবীর বর্ণ কৃষ্ণ। এই কারণে তাহার মতে ঐ ভূতত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি "লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং" বলা হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নহে। বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের "রূপকোপকল্পিশ্চ" এই সূত্র হইতেই প্রধানতঃ ঐ প্রকার ব্যাখ্যার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাহার পর সাংখ্যবাদীরা "ঋষিংপ্রসূতং কপিলং" ইত্যাদি যে শ্রুতিবচনেতাহাদের প্রণেতা কপিলের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানমহিমা কীর্ত্তন করেন, সেই শ্রুতিও এই তরেরই কুক্ষিগত। ভাষ্যকার এ শ্রুতিরও অন্যপ্রকার করিয়া সাংখ্য-দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিষয়সূচী—

ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিষয়সূচী সমাপ্তা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যোপেতা

——:০:০:০:——

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(ভাষ্যভূমিকা)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ইদং বিবরণমল্পগ্রন্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসূনাং সুখাববোধায়ারভ্যতে। চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোঽপ্যাত্মা স্বাশ্রয়য়া স্ববিষয়য়া অবিদ্যয়া স্বানুভবগম্যয়া সাভাসয়া প্রতিবদ্ধ-স্বাভাবিকাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থোঽবিদ্যাপরিকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তিঞ্চাপুরুষার্থং পুরুষার্থং মন্যমানো

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের নাতি বৃহৎ এই বিবরণ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। আত্মা (জীব) স্বভাবতঃ এক অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও স্বাশ্রিত অবিদ্যার বিষয়ীভূত (কবলিত) হয়। (১) অবিদ্যা পদার্থটা সকলেরই 'অহমজ্ঞঃ' ইত্যাকার অনুভবগম্য, এবং চিদাভাসের সহিত সংবদ্ধ; আত্মা সেই অবিদ্যার আবরণে পতিত হইয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত পুরুষার্থে বঞ্চিত হয়, এবং সর্ব্ববিধ অনর্থ বা দুঃখরাশি প্রাপ্ত হয়। তখন যাহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, তাহাকেই আপনার অভীষ্ট পুরুষার্থ

(১) অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞান। অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি চিরদিনই শক্তিমানে অবস্থান করে; সুতরাং ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যাও ব্রহ্মাশ্রিত। অবিদ্যা যেমন ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তেমনই আবার ব্রহ্মকে নিজের বিষয়ীভূতও করে, ব্রহ্মকে সকলের নিকট প্রকাশ পাইতে দেয় না; তাহার ফলেই অজ্ঞ জনেরা "ব্রহ্ম নাস্তি, ন ভাতি"—ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছে না, বলিয়া ব্রহ্মের অপলাপ করিয়া থাকে। ঐরূপ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়াই অখণ্ড অনন্ত নিত্য চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অবশভাবে বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখময় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জীব যে, অজ্ঞানে আবৃত, তদ্বিষয়ে "অহমজ্ঞঃ মামহং ন জানামি"—আমি অজ্ঞ—আমি আমাকে জানি না, ইত্যাদি অনুভবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোক্ষার্থমলভমানঃ মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতস্ততঃ সমাকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদ-ভেদিত-নানাযোনিষু সঞ্চরন্ কেনাপি সুকৃত-কর্ম্মণা ব্রাহ্মণাদ্যধিকারিশরীরং প্রাপ্য ঈশ্বরার্থ-কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলোঽনিত্যাদিদর্শনেনোৎপন্নেহামুত্রার্থভোগবিরাগ উপেত্যাচার্য্যমাচার্য্যাল্লেন বেদান্তপ্রকাশিনা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবগম্য নিবৃত্তাজ্ঞান-তৎকার্য্যো বীতশোকো ভবতি। অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণস্য মোক্ষস্য বিদ্যাধীনত্বাৎ যুজ্যতে চ তদর্থোপনিষদারম্ভঃ। ১

তথা, তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বম্—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"। "ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ"। "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ"। "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন", "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। "নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"।

বলিয়া মনে করে, এবং পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া—সংসার-সাগরে মকর-কুম্ভীরাদিসদৃশ রাগদ্বেষাদি দোষে ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া সুর-নর-পশু-পক্ষি প্রভৃতিভেদে নানাবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করিতে থাকে। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখনও বিশেষ পুণ্য কর্ম্মের ফলে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের উপযুক্ত অধিকারী ব্রাহ্মণাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে (নিষ্কাম ভাবে) কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা রাগদ্বেষাদি দোষরাশি দূরীকৃত করতঃ চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে, এবং ব্রহ্মের নিত্যতা ও ঐহিক বা পারলৌকিক বিষয়-ভোগের অনিত্যতা ও ক্ষয়াদি দোষ দর্শন করিতে করিতে তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করে। অনন্তর উপযুক্ত আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণ, তৎপরে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব অবগত হন। সেই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানে অজ্ঞান ও অজ্ঞানফল (সুখদুঃখাদিভোগ) সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন জীব বীতশোক (ত্রিবিধ * দুঃখের কবল হইতে মুক্ত) হন। অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি আর মুক্তি ফলতঃ একই কথা। বিদ্যা (স্বরূপ জ্ঞান) ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না; এই কারণে—বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা-নিরাসের জন্য উপনিষদের আরম্ভ করা সঙ্গতই হইতেছে। ১

বিশেষতঃ আত্মবিজ্ঞানেই যে, অমৃতত্বলাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহা নি[…]ক্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ হইতেও অবধারিত হয়। যথা—(শ্রুতি প্রমাণ-'তাহাকে (আত্মাকে) যথোক্ত প্রকারে অবগত হইলে জীব এই দেহেই অমৃ[…] লাভ করে (মুক্ত হয়)।' 'মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই', 'এই[…] আত্মাকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষতি (অধোগতি) 'যাহারা ইহাকে (ব্রহ্মকে) জানে, তাহারা মরণভয় অতিক্রম করে', '[স্বরূপাবগত জীব] কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় শরীরানুগত হইয়া ভয় করিবে?' 'তাহাকে জানিলে পর আর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না,

* আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

"এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্,
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।"
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বমবৈতি", "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" "অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি।" "তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ", "তদাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য

বা পাপকর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না'। 'আত্মবিদ্ পুরুষ শোকাতীত হয়', 'সেই আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হয়'। 'যে লোক গুহানিহিত এই আত্মাকে জানে, হে সোম্য, সে লোক অবিদ্যা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করে,' 'সেই পরাবর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও উত্তম পরমাত্মাকে অবগত হইলে, হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি ও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়'। 'নদীসমূহ যেমন চলিতে চলিতে সমুদ্রে যাইয়া অস্তমিত হয়, সমুদ্রে মিলিয়া এক হইয়া যায়, এক হইবার পূর্ব্বেই তাহারা নিজ নিজ নাম—গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি সংজ্ঞা ও রূপভেদ বিসর্জ্জন দেয়, ঠিক তেমনই আত্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নামরূপাদি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।' 'যে কোন লোক ব্রহ্মকে জানে, সেই লোকই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়'। 'যে ব্যক্তি অরূপ (অচ্ছায়ং) অশরীর ও শোণিত-সম্পর্কশূন্য শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর ব্রহ্মকে জানেন, হে সোম্য, তিনি সমস্ত জগৎই অবগত হন', 'সেই বেদ্য—অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্রহ্মপুরুষকে অবগত হও, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে পীড়াদানে সমর্থ হইবে না', 'যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব দর্শন করেন, তদবস্থায় তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? সে সব তাহার চলিয়া যায়'। 'বিদ্যার (উপাসনার) দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়'। 'বুধগণ জাগতিক সমস্ত রূপ (বস্তু) অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ নিত্যানিত্য ও সত্য মিথ্যার বিবেক করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার পর অমৃত (মুক্ত) হন'। 'জ্ঞানী পুরুষ পাপপুণ্য প্রতিহত করিয়া সর্ব্বোত্তম অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হয়'। 'যাঁহারা তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহারা অমৃত হইয়াছেন'। 'যে কোন দেহী সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া শোকাতীত কৃতার্থ হয়, সেখানেই তাহার সর্ব্ব প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয়, আর কিছু পাইবার

দেহী, একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ।" "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" "ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি। তদেবোপয়ন্তি।"

"নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।"

"তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।"

"যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তং বিদুস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম।"

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।"

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।"

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

"এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥"

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্॥"

"তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

বা চাহিবার থাকে না'। 'যাহারা ইহা জানে, তাহারাই অমৃত (মুক্ত) হয়'। "সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া অমৃত হয়, তাহারা তাহাকেই প্রাপ্ত হয়'। 'ইহাকে অবগত হইয়া আত্যন্তিক শান্তি প্রাপ্ত হয়'। 'সেই আত্মাকে যথোক্তপ্রকার জানিয়া মৃত্যু-বন্ধন ছেদন করে, অর্থাৎ আর মৃত্যুর অধীন হয় না'। 'পূর্ব্বে যে সকল দেবতা ও ঋষি তাঁহাকে অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরই শাশ্বত শান্তি, অপর সকলের নহে'।

[স্মৃতি প্রমাণ যথা—]

'বুদ্ধিযুক্ত (জ্ঞানী) পুরুষ ইহলোকেই পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করেন'। 'বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মলভ্য শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় (নিত্য) পদ প্রাপ্ত হন'। '[হে অর্জ্জুন, তুমি] একমাত্র জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সমস্ত পাপসাগর সমুত্তীর্ণ হইবে।' 'হে অর্জ্জুন, [অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে], সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে'। 'হে ভরতবংশসম্ভূত, মানুষ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে এবং কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হয়'। 'তাহার পর যথাযথরূপে মদীয় তত্ত্ব জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্তি-লাভ করে'। 'সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যেহেতু উহা হইতেই অমৃত বা মুক্তিফল লব্ধ হয়'।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্॥
সম্যগ্‌দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চয়দর্শিনঃ।
তস্মাজ্‌জ্ঞানেন শুদ্ধেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥"

"এবং মৃত্যুঞ্জায়মানং বিদিত্বা জ্ঞানেন বিদ্বাংস্তেজ অভ্যেতি নিত্যম্।
ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থাস্তং মত্বা কবিরাস্তে প্রসন্নঃ॥"

"ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥
আত্মজ্ঞঃ শোকসন্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন।
মৃত্যোঃ সকাশান্মরণাদথবান্যকৃতাদ্ভয়াৎ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন বধ্যো ন চ ঘাতকঃ।
ন বধ্যো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ।
পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোঽন্যদসচ্চ তৎ॥"

দ্বিজাতি ইহার লাভেই কৃতকৃত্য হন, অন্য প্রকারে নহে'। 'যে ব্যক্তি এইরূপ নিজ বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি প্রথমে সর্ব্বসাম্য লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ করেন, পরে শাশ্বত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন'। 'আত্মদর্শনসম্পন্ন পুরুষ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হন না, কিন্তু আত্মদর্শন-বিহীন পুরুষ সংসারে প্রবেশ করে'। 'মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে, এই কারণেই জ্ঞানের পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন। স্থিরবুদ্ধি প্রাচীনগণ জ্ঞানকে মুক্তিসাধন বলিয়া থাকেন, অতএব বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন'। 'বিদ্বান্ পুরুষ এইরূপে মৃত্যুর প্রভাব অবগত হইয়া জ্ঞানবলে অবিনাশী তেজঃ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। কবি (ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ জ্ঞানী) তাহা অবগত হইয়া প্রসন্ন (নিশ্চিন্ত) থাকেন'। 'পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে জীবের যে শুদ্ধি (স্বরূপপ্রকাশ), তাহাই পরম শুদ্ধি। আর যোগবলে যে আত্মদর্শন, তাহাই তাহার পরম ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকোত্তীর্ণ হন, এবং মৃত্যু (মরণের কারণ যম), মরণ, অথবা অন্য কোন প্রকারে উদ্ভূত ভয়েও ভীত হন না। আত্মা জন্মে না, মরে না, বধ্য নয়, বধের কারণও নয়, এবং নিজে বধ্য নয়, অপরের বন্ধনকারীও নয়, মুক্তও নয়, মুক্তিদাতাও নয়, পুরুষ (জীব) স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে, তদতিরিক্ত যাহা কিছু, সে সমস্তই অসৎ'।

এবং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিষু জ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বাবগমাদ্ যুজ্যত এবোপনি-
ষদারম্ভঃ। ২

কিঞ্চ, উপনিষৎসমাখ্যয়ৈব জ্ঞানস্যৈব পরমপুরুষার্থসাধনত্বমবগম্যতে। তথা হি—উপনিষদিতি উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদের্ব্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য রূপমাচক্ষতে। উপনিষচ্ছব্দেন ব্যাচিখ্যাসিত-গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে, তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষৎ। যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্ত উপনিষচ্ছব্দিত-বিদ্যাং তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্বিনাশাৎ পরব্রহ্মগময়িতৃত্বাদ্ গর্ভজন্মজরামরণাদ্যুপদ্রবাবসাদয়িতৃত্বাৎ উপনিষৎসমাখ্যয়াপ্যন্যুক্তাৎ পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যোপনিষদুচ্যতে। ৩

ননু ভবেদেবমুপনিষদারম্ভঃ, যদি বিজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বং ভবেৎ; ন চৈতদস্তি; কর্ম্মণামপি মোক্ষসাধনত্বাবগমাৎ—"অপাম সোমমমৃতা অভূম।" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদিনা। ন ত্বেতদস্তি;

এই জাতীয় শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে জানা যায় যে, জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন; সুতরাং জ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষৎ শাস্ত্রের আরম্ভ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। ২

আরও এক কথা, 'উপনিষদ্' এই নামকরণ হইতেও জানা যায় যে, জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ মোক্ষের একমাত্র সাধন। দেখ, উপ+নি+সদ্ ধাতু হইতে 'উপনিষদ্' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ-নি-পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ), গতি ও অবসাদন (অসামর্থ্য সম্পাদন)। আমরা যে গ্রন্থের (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের) ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু-বিষয়ক বিদ্যা উপনিষদ্ শব্দে বুঝাইয়া থাকে। উক্ত বিদ্যার প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এই কারণে গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

[এখন পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্ অর্থের বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে।] যে সকল মুমুক্ষু পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে তৃষ্ণারহিত হইয়া তন্ময়তা সহকারে নিশ্চয় বুদ্ধিতে উপনিষৎ-শব্দবাচ্য বিদ্যার অনুশীলন করে, নিরন্তর চিন্তা করে, তাহাদের সংসারবীজ অবিদ্যা প্রভৃতি দোষনিচয় বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায় এবং গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি সকল উপদ্রবের অবসান ঘটায় বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত হয়। পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থেই 'উপনিষদ্' নামের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ৩

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক উপনিষদের আরম্ভ অবশ্যই সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহাত হয় নাই; বরং শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, কর্ম্মসমূহও মোক্ষের সাধন। [যথা দেবতারা বলিতেছেন] "আমরা সোমরস পান করিয়াছি, সেইজন্য অমর হইয়াছি', 'যাহারা চাতুর্ম্মাস্যযাজী, তাহাদের অক্ষয় পুণ্য হয়'

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ ন্যায়বিরোধাচ্চ। শ্রুতিবিরোধস্তাবৎ—"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।" 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।" "এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।" "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।"

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
অজ্ঞানমলপূর্ণত্বাৎ পুরাণো মলিনঃ স্মৃতঃ।
তৎক্ষয়াদ্ধি ভবেন্মুক্তির্নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ॥
প্রজয়া কর্ম্মণা মুক্তির্ধনেন চ সতাং ন হি।
ত্যাগেনৈকেন মুক্তিঃ স্যাত্তদভাবে ভ্রমন্ত্যহো॥
কর্ম্মোদয়ে কর্ম্মফলানুরাগাস্তথানুযন্তি ন তরন্তি মৃত্যুম্।
জ্ঞানেন বিদ্বাংস্তেজ অভ্যেতি নিত্যং ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থাঃ॥"

ইত্যাদি। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তোমার আপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। প্রথমতঃ শ্রুতিবিরোধ [প্রদর্শিত হইতেছে—] 'ইহকালে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত লোক অর্থাৎ ভোগ্য শস্যাদি যেমন [ভোগের দ্বারা] ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরকালেও তেমনই পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক [ভোগ-দ্বারা] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়'। 'সেই এই আত্মাকে জানিয়া ইহলোকেই বিমুক্ত হয়, মোক্ষরাজ্যে যাইবার আর অন্য পথ নাই'। 'প্রধান ঋষিগণ কর্ম্ম দ্বারা নয়, সন্তান দ্বারা নয়, এবং ধনের দ্বারাও নয় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন'। 'এই সকল যজ্ঞরূপ ভেলা অজ্ঞান-সাগর উত্তরণের পক্ষে সুদৃঢ় নহে, যাহাতে অধমকল্পে অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য * কর্ম্মের বিধি উক্ত হইয়াছে।' 'যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই কর্ম্মকেই শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই পুনরায় জরা-মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়'। 'কৃত কর্ম্মদ্বারা অকৃত (অ-জন্য) মোক্ষ হয় না।'

[এখন স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে—] 'মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হয়, সেই কারণে পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। অজ্ঞান-মলে পরিপূর্ণ বিধায় পুরাণসংসার মলিন বলিয়া বিজ্ঞাত। সেই মলক্ষয়ে মুক্তিলাভ হয়, নচেৎ কোটি কোটি কর্ম্ম দ্বারাও মুক্তি হয় না। সন্তান, ধনলাভ, কিংবা কর্ম্মানুষ্ঠান, এ সকলের দ্বারা মুক্তি হয় না। একমাত্র কর্ম্মত্যাগেই মুক্তি হয়, অন্যথা কেবল সংসারে পরিভ্রমণ হয় মাত্র। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মফলে সেইরূপ অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞানময় নিত্যজ্যোতি ব্রহ্ম লাভ করেন, তাঁহাকে পাইবার আর দ্বিতীয় পথ

* শ্রৌত যজ্ঞ সাধারণতঃ ষোলজন ঋত্বিক্ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অথর্ব্ববেদে আঠারজন ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞের কথাও উক্ত আছে।

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।"
শ্রমার্থমাশ্রমাশ্চাপি বর্ণানাং পরমার্থতঃ।
আশ্রমৈর্ন চ বেদৈশ্চ যজ্ঞৈঃ সাঙ্খ্যৈর্ব্রতৈস্তথা।
উগ্রৈস্তপোভির্বিবিধৈর্দ্দানৈর্নানাবিধৈরপি।
ন লভন্তে তথাত্মানং লভন্তে জ্ঞানিনঃ স্বয়ম্॥
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মার্থং কিংপাকফলসন্নিভম্।
নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে॥
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী।
অজ্ঞানপাশবদ্ধত্বাদমুক্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
জ্ঞানাত্তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রকাশাত্তমসো যথা।
তস্মাজ্‌জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাদজ্ঞানস্য পরিক্ষয়াৎ॥
ব্রতানি দানানি তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ তীর্থাশ্রমকর্ম্মযোগাঃ
স্বর্গার্থমেবাশুভমধ্রুবঞ্চ জ্ঞানং ধ্রুবং শান্তিকরং মহার্থম্॥

নাই। 'ভোগাভিলাষী সুকবিরা এইরূপে বেদোক্ত কর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া সংসারে যাতায়াত লাভ করে অর্থাৎ জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া থাকে।' 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সম্বন্ধে বিহিত আশ্রমসমূহ প্রকৃতপক্ষে কেবল ক্লেশপ্রদ মাত্র।' 'ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, বেদপাঠ, যজ্ঞসমূহ, সাংখ্যযোগ, ব্রতপালন, বিবিধপ্রকার উগ্র তপস্যা, নানাবিধ দান, এ সকলের দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, কিন্তু জ্ঞানীরা নিজেই (অর্থাৎ কর্ম্মাদির সাহায্য না লইয়াই) লাভ করিয়া থাকেন।'

'হে তাত, অধর্ম্মকর ত্রয়ীধর্ম্ম কিংপাক (মহাকাল) ফলের তুল্য। (১) দুঃখশতসঙ্কুল সেই কর্ম্মে কিছুমাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব মোক্ষের জন্য যত্নপরায়ণ আমি কিরূপে সেই ত্রয়ীধর্ম্মের সেবা করিব? পুরুষ অজ্ঞানপাশে আবদ্ধ বলিয়া 'অমুক্ত' নামে কথিত হয়, অতএব জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে তাহার মুক্তি সিদ্ধ হয়।' 'নানাবিধ ব্রত, দান, তপস্যা, যজ্ঞ,' সত্যনিষ্ঠা,

---

(১) তাৎপর্য্য—কিংপাক (মাকাল ফল) যেমন বাহিরে অতি সুন্দর, দর্শন মাত্রই মন আকর্ষণ করে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরটা অতীব কুরূপ, দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তেমনি বেদোক্ত সকাম কর্ম্মগুলিও অভীষ্ট ফল প্রদান করে বলিয়া আপাত-মনোহর, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মের ফল যত বড়ই হউক না কেন, সমস্তই পরিমিত সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ভোগ করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্মফলই ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তখন বড়ই ক্লেশদায়ক হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানফল মুক্তি। মুক্তিতে তারতম্য দোষ নাই, এবং ক্ষয়ের ভয়ও নাই। এইজন্য বিবেকী পুরুষেরা কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন, এবং জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। জ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তির আর অন্য পথ নাই, ইহা যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধ।

যজ্ঞৈর্দ্দেবত্বমাপ্নোতি তপোভির্ব্রহ্মণঃ পদম্।
দানেন বিবিধান্ ভোগান্ জ্ঞানেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজেদধঃ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা বিদেহঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥

এবং শ্রুতিস্মৃতিবিরোধান্ন কর্ম্মসাধনমমৃতত্বম্। ন্যায়বিরোধাচ্চ—কর্ম্মসাধনত্বে মোক্ষস্য চতুর্ব্বিধক্রিয়ান্তর্ভাবাদনিত্যত্বং স্যাৎ। "যৎ কৃতকং, তদনিত্যং" ইতি কর্ম্মসাধ্যস্য নিত্যত্বাদর্শনাৎ। নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্ববাদিভিরভ্যুপগম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ চাতুর্ম্মাস্যপ্রকরণে—"প্রজামনু প্রজায়সে তদু তে মর্ত্ত্যামৃতম্" ইতি। কিঞ্চ, সুকৃতমিতি সুকৃতস্যাক্ষয়ত্বমুচ্যতে। সুকৃতশব্দশ্চ কর্ম্মণি। নন্বেবং

তীর্থ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম, এ সমস্তই স্বর্গফলপ্রদ; সে ফল অশুভ (দুঃখ-মিশ্রিত) ও অধ্রুব (অনিত্য)। জ্ঞানফল ধ্রুব (সুনিশ্চিত), শান্তিপ্রদ ও মহৎ।' 'যজ্ঞের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, এবং দানের ফলে বিবিধ ভোগপ্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।' 'জীব ধর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, পাপ-রজ্জুতে নিবদ্ধ হইয়া অধে (নিম্ন যোনিতে) গমন করে, (অতএব) জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ঐ পুণ্য-পাপময় রজ্জুদ্বয় ছেদন করিয়া এবং দেহাভিমানরহিত করিয়া শান্তি (মুক্তি) লাভ করে।' 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ত্যাগ কর, সত্য মিথ্যা উভয়ই ত্যাগ কর, এবং সত্য মিথ্যা উভয় ত্যাগ করিয়া যাহা দ্বারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাও (বিবেকসাধনও) ত্যাগ কর।' এই জাতীয় শ্রুতি-স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া কর্ম্মকে মোক্ষসাধন বলিতে পারা যায় না।

যুক্তিবিরোধও ইহার অপর কারণ। মুক্তি যদি কর্ম্মসাধ্য অর্থাৎ কর্ম্মের ফল হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই উহা নির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম * ফলের অন্তর্গত হইবে; সুতরাং মুক্তির অনিত্যত্ব দোষ ঘটিতে পারে (২)। কেন না, যাহাই কৃতক—ক্রিয়ানিষ্পন্ন, তাহাই অনিত্য, এই অব্যভিচারী নিয়মানুসারে ক্রিয়াসম্পাদ্য পদার্থ-মাত্রেরই অনিত্যতা দেখা যায়। অথচ সকল বাদীরাই মোক্ষের নিত্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপ্রকরণে ঐ প্রকার শ্রুতিও রহিয়াছে। যথা—'হে মর্ত্ত্য (মানব), তুমি যে, সন্তানরূপে পুনরায় জন্মধারণ কর, তাহাই তোমার

---

* কর্ম্ম-শব্দ কর্ম্ম ও ক্রিয়া, এই উভয়কে বুঝাইয়া থাকে।

(২) ক্রিয়াফল চারি প্রকার—১। উৎপাদ্য, ২। বিকার্য্য, ৩। সংস্কার্য্য, ৪। প্রাপ্য। অবিদ্যমান বস্তু ক্রিয়া দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে, তাহা হয় উৎপাদ্য। যেমন ঘটপটাদি কার্য্য। এক বস্তুকে অন্য আকারে পরিণত করাকে বলে বিকার্য্য। যেমন দুগ্ধকে বলয় করা অথবা সুবর্ণ হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত করা। দোষা-পনয়ন বা গুণাধান দ্বারা হয় সংস্কার্য্য, যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা উজ্জ্বল করা। ক্রিয়াদ্বারা অপ্রাপ্তকে পাওয়ার নাম প্রাপ্য। যেমন গমন ক্রিয়া দ্বারা গ্রামান্তর বা পর্ব্বত প্রাপ্য হয়।

তর্হি কর্ম্মণাং দেবাদিপ্রাপ্তিহেতুত্বেন বন্ধহেতুত্বমেব। সত্যম্ ; স্বতো বন্ধহেতুত্বমেব। তথা চ শ্রুতিঃ "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ।" "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।"

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥
এবং কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।
বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ॥"
"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে" ইতি। ৪

যদা পুনঃ ফলনিরপেক্ষমীশ্বরার্থং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি, তদা মোক্ষসাধন-জ্ঞান-সাধনান্তঃকরণশুদ্ধিসাধনপারম্পর্য্যেণ মোক্ষসাধনং ভবতি। তথাহ ভগবান্—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

অমৃতত্ব ? ইত্যাদি। আরও এক কথা, ["অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি"—এই শ্রুতিতে] সুকৃতের অক্ষয়ত্ব কথিত হইয়াছে। 'সুকৃত' শব্দের অর্থ কর্ম্ম। [কর্ম্ম কথনই নিত্যফলপ্রদ হইতে পারে না]। জিজ্ঞাসা করি, তবে কর্ম্মসকল কি দেবাদিভাব প্রাপ্তি করায় বলিয়া কেবল বন্ধেরই কারণ ? হ্যাঁ, কর্ম্মসকল স্বভাবতঃ বন্ধেরই কারণ। সেইরূপ শ্রুতি এই—'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, ইহারা সকলেই পুণ্যলোকভাগী হয়।' 'অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্টাপূর্ত্তকেই * সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, এতদপেক্ষা অন্য কিছু শ্রেয়ঃসাধন আছে বলিয়া জানে না। তাহারা স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া শেষে এই মনুষ্যলোকে কিংবা এতদপেক্ষা হীনতর লোকে (ভোগভূমিতে) প্রবেশ করে।' 'যে কোনও পারদর্শী পুরুষ এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্তিশূন্য হইয়া থাকেন।' 'পুরুষ (জীব) বিদ্যাময় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে।' বেদনিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত সকাম পুরুষগণ এই প্রকারে গতাগত লাভ করে, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে কেবল যাতায়াত করিয়া থাকে, কথনও শান্তি লাভ করে না' ইত্যাদি। ৪

কিন্তু যখন ফল-নিরপেক্ষভাবে কেবল পরমেশ্বর-তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই সকল কর্ম্মই সাধকের চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। শুদ্ধচিত্তে মোক্ষোপযোগী তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয় ; সুতরাং সেই সকল নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষসিদ্ধির উপায় হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সে কথা বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও পাপে লিপ্ত হয় না। [এখানে পাপশব্দে পাপ পুণ্য দুইই বুঝিতে হইবে।] যোগিগণ ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল

* অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকে ইষ্ট এবং বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন, দেবতায়তন নির্ম্মাণ, বাগান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকে পূর্ত্তকার্য্য বলে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥" ইতি॥

তথাচ মোক্ষে ক্রমং শুদ্ধ্যভাবে মোক্ষাভাবং কর্ম্মভিশ্চ তচ্ছুদ্ধিং দর্শয়তি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

"অনূচানস্ততো যজ্বা কর্ম্মন্যাসী ততঃ পরম্।
ততো জ্ঞানিত্বমভ্যেতি যোগী মুক্তিং ক্রমাল্লভেৎ॥
অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
পাপকর্ম্মাশয়ো হ্যত্র মহামুক্তিবিরোধকৃৎ।
তস্যৈব শমনে যত্নঃ কার্য্যঃ সংসারভীরুণা॥
সুবর্ণাদিমহাদান-পুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ।
শারীরৈশ্চ মহাক্লেশৈঃ শাস্ত্রোক্তৈস্তচ্ছমো ভবেৎ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হে কুন্তিনন্দন, তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যাহা তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে (পরমেশ্বরে) সমর্পণ কর।' এইরূপ করিলে, শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্ম্মময় বন্ধন হইতে তুমি বিমুক্ত হইবে, এবং ফল সন্ন্যাস-হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

বিষ্ণুধর্ম্মেও এই ভাবেই মোক্ষের পারম্পর্য্যক্রম, চিত্তশুদ্ধির অভাবে মুক্তির অভাব এবং কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে।—

প্রথমে বেদাধ্যায়ী, পরে যাজ্ঞিক, তাহার পর কর্ম্মসন্ন্যাসী (কর্ম্মফলত্যাগী) হইবে, অনন্তর জ্ঞানলাভে অধিকারী হইবে, এই প্রকার ক্রমানুসারে যোগী পুরুষ মুক্তিলাভ করেন। অনেক জন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষীণ না হইলে জীবগণের গোবিন্দাভিমুখী মতি জন্মে না। সহস্র সহস্র জন্মার্জ্জিত তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি-যোগানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ-ক্ষয় হয়, সেই সকল মনুষ্যেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয়। জগতে পাপ-বাসনাই পরা মুক্তি লাভের প্রবল প্রতিপক্ষ; অতএব সংসারভীরু লোকদিগের পক্ষে সেই পাপবাসনা ক্ষয়ের জন্য সমধিক যত্ন করা আবশ্যক। সুবর্ণাদি-দানরূপ মহাদান*, পবিত্রতীর্থে অবগাহন, এবং শরীরসাধ্য শাস্ত্রোক্ত কঠোর ক্লেশ স্বীকার, এ সকলের দ্বারা পাপ-বাসনার প্রশমন হয়।

---

* মহাদান পারিভাষিক শব্দ। তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দানকে মহাদান বলে।

দেবতাশ্রুতিসচ্ছাস্ত্রশ্রবণৈঃ পুণ্যদর্শনৈঃ।
গুরুশুশ্রূষণৈশ্চৈব পাপবন্ধঃ প্রশাম্যতি॥”
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি শুদ্ধ্যপেক্ষাং তৎসাধনঞ্চ দর্শয়তি—
“কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বতন্ত্রীকরণায় চ॥
মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাঽবিপক্ককরণ আত্মজ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ॥
আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থস্য বিবেকিতা।
সৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্।
শরীরপরিসঙ্খ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্॥
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধ-সত্ত্বযোগ্যমৃতী ভবেৎ॥
যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চান্যদ্বাঙ্ময়ং ক্বচিৎ॥

দেবতার আরাধন, শ্রুতি ও সৎশাস্ত্র শ্রবণ, পুণ্যতীর্থাদিদর্শন এবং গুরুশুশ্রূষা, এ সকলের দ্বারাও পাপময় প্রতিবন্ধক প্রশমিত হয়।’

যাজ্ঞবল্ক্যও মুক্তিলাভে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা ও তদুপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—‘চিত্তশুদ্ধি সকলেরই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ভিক্ষুকের (সন্ন্যাসীর)। কারণ, চিত্তশুদ্ধি বা বাসনাক্ষয়ই জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, এবং তাহাতেই জীবের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। মলিন দর্পণ যেমন রূপ গ্রহণে অক্ষম, তেমনি অন্তঃকরণ পক্ক না হইলে, সেই অন্তঃকরণও আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। আচার্য্যোপাসনা, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রার্থবিচার, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, সৎকথা শ্রবণ, স্ত্রীমূর্ত্তির দর্শন ও স্পর্শন ত্যাগ, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, পরকীয় দ্রব্য স্বীকার না করা, জীর্ণ গৈরিক বস্ত্রপরিধান, বিষয়-সেবা হইতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ, তন্দ্রা ও আলস্য ত্যাগ, দেহতত্ত্ব নিরূপণ এবং সকাম কর্ম্মে দোষদর্শন, রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক, নিস্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এ সকলের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যোগী বিমুক্ত হন। কেন না, বেদ, পুরাণ, জ্ঞানপ্রকাশক উপনিষৎ, শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বেদবাক্য), সূত্র (১) (সংক্ষিপ্তাকার বাক্য), ভাষ্য (২), যে কোন প্রকার

---

(১) সূত্রের লক্ষণ—“অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥”

(২) ভাষ্য একপ্রকার ব্যাখ্যা। তাহার লক্ষণ—“সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।”

বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ॥”
তথাচাথর্ব্বণে বিশুদ্ধ্যপেক্ষমাত্মজ্ঞানং দর্শয়তি—
“জন্মান্তরসহস্রেষু যদা ক্ষীণাস্তু কিল্বিষাঃ।
তদা পশ্যতি যোগেন সংসারচ্ছেদনং মহৎ॥”

“যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিরজে চ চিত্তে য আত্মবৎ পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।” “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি বৃহদারণ্যকে বিবিদিষাহেতুত্বং যজ্ঞাদীনাং দর্শয়তি। ৫

নমু—“বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।”
“তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্”।

ইত্যাদিনা কর্ম্মণামপ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্বমবগম্যতে। সত্যমবগম্যত এব তদপেক্ষিতশুদ্ধিদ্বারেণ, ন চ সাক্ষাৎ। তথাহি “বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ” “তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্” ইত্যাদিনা জ্ঞানকর্ম্মণোর্নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমভিধায়,

---

বাঙ্ময় (শাস্ত্র), এবং বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, উপবাস ও স্বাতন্ত্র্য (অপরের অপেক্ষারাহিত্য), এ সমুদয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায়।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও আত্মজ্ঞানে চিত্তবিশুদ্ধির কথা উক্ত আছে—

‘সহস্র সহস্র জন্মের পর যখন পাপরাশি ক্ষীণ হয়, তখনই সংসারচ্ছেদকারী উত্তম উপায় দর্শনগোচর হয়।’ ‘দোষক্ষয়ের পর শুদ্ধচিত্ত যে সকল যতি সর্ব্বভূতে আত্মতুল্য দৃষ্টি লাভ করেন।’ ‘ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগত্যাগের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন বা জানিবেন।’ এই বৃহদারণ্যকবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিবিদিষা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কারণ। ৫

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কে যিনি জানেন’, এবং ‘তপস্যা ও বিদ্যা (উপাসনা), এ উভয়ই ব্রাহ্মণের সর্ব্বোত্তম মুক্তিসাধন’ ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মও যে মুক্তিসাধন, তাহা বেশ জানা যাইতেছে। এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, কর্ম্ম যে, মুক্তিলাভের উপায়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির সাধন নহে, পরন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা আছে, কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির উপায়, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, “বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ” ইত্যাদি শ্রুতিতে, এবং “বিদ্যা কর্ম্ম চ বিপ্রস্য” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে প্রথমতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মকে মুক্তিসাধন বলা হইয়াছে, অনন্তর শ্রোতার জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম কি প্রকারে মুক্তি-সম্পাদক হয়? সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির

কথমনয়োস্তদ্ধেতুত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি বাক্যশেষেণ কর্ম্মণঃ কল্মষক্ষয়হেতুত্বং বিদ্যায়া অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্বং প্রদর্শিতম্। যত্র তু শুদ্ধ্যাদ্যবান্তরকার্য্যানুপদেশঃ, তত্রাপি শাখান্তরোপসংহারন্যায়েনোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ। নন্থ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি যাবজ্জীবকর্ম্মানুষ্ঠাননিয়মে সতি কথং বিদ্যায়া মোক্ষসাধনত্বম্? উচ্যতে—কর্ম্মণ্যধিকৃতস্যায়ং নিয়মো নানধিকৃতস্যানিযোজ্যস্য ব্রহ্মবাদিনঃ। তথাচ বিদুষঃ কর্ম্মানধিকারং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—

"নৈতদ্বিদ্বানৃষিণা বিধেয়ো ন রুধ্যতে বিধিনা শব্দচারঃ।"

"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে।" "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ

উদ্দেশ্যে—ঐ দুই বাক্যের শেষভাগে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম তপস্যা (কর্ম্ম) দ্বারা দুরিত-ক্ষয় করে, পশ্চাৎ বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করে, আর অবিদ্যা-মূলক কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা-দ্বারা মুক্তিলাভ করে। উক্ত বাক্যের শেষাংশে কর্ম্মের পাপধ্বংসকারিতা, আর বিদ্যার মুক্তিহেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর যে সকল কর্ম্মোপদেশস্থলে কর্ম্মের অবান্তর ফল চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ নাই, সে সকল স্থলেও 'শাখান্তরোপসংহার' ন্যায়ানুসারে (৩) উক্ত অবান্তর ফলের উপসংহার (সংগ্রহ) করা আবশ্যক। প্রশ্ন হইতেছে যে, 'কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বৎসর জীবিত থাকিবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালব্যাপী কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে' এই শ্রুতিতে যখন যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়মিত হইয়াছে, তখন কর্ম্মবিরহিত বিদ্যা (জ্ঞান) কিরূপে মোক্ষহেতু হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী, তাহাদের পক্ষেই ঐরূপ ব্যবস্থা নিয়মিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা অধিকারবিমুক্ত ব্রহ্মবাদী, তাহারা ত নিয়োগের অযোগ্য (অনিযোজ্য), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই পারে না। দেখ, শ্রুতিও কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর অনধিকার প্রদর্শন করিতেছে,—'বিদ্বান্ পুরুষ ঋষিগণকর্ত্তৃক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযোজ্য নহেন, এবং শাস্ত্র-শাসিত হইয়া কোন বিধি দ্বারাও অবরুদ্ধ হন না। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানি-গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই।' 'ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সেই এই আত্মাকে অব-গত হইয়া পুত্রৈষণা (সন্তান কামনা), বিত্তৈষণা (ধনকামনা) ও লোকৈষণা (স্বর্গাদিলোক কামনা) হইতে বিশেষভাবে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ

(৩) বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'শাখান্তরোপসংহার' ন্যায় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহার সার মর্ম্ম এই—এক জাতীয় কোন উপাসনা বা কর্ম্ম যদি বেদের বিভিন্ন শাখায় বিহিত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফল ও অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি শাখাভেদে ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্য শাখোক্ত অধিক অংশগুলি আহরণ করিয়া ন্যূনতা পরিহার করিতে হয়। ইহার বিশেষ কথা সেখানে দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ ঋষয়ঃ 'কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে, স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্, যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবেতি।' যথাহ ভগবান—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥"

তথাচাহ ভগবান্ পরমেশ্বরো লৈঙ্গে কালকূটোপাখ্যানে—

"তেন তেনৈব বিপ্রস্য ত্যক্তসঙ্গস্য দেহিনঃ।
কর্ত্তব্যং নাস্তি বিপ্রেন্দ্রা অস্তি চেত্তত্ত্ববিন্ন চ॥
ইহ লোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ।
জীবন্মুক্তো যতস্তু স্যাদ্ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ॥
জ্ঞানাভ্যাসরতো যস্তু সর্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ স্বয়ম্।*
কর্ত্তব্যাভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞানমেবাধিগচ্ছতি॥

কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করেন'। (৪)। বিদ্বান্ কাবষেয় (কবষবংশীয়) ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন—'আমরা কিসের জন্য অধ্যয়ন করিব ? কিসের উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করিব ? সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কি প্রকার হইবেন ? তিনি যে প্রকার হইবেন, তাহাতে এই প্রকারই হইবেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইবেন।' স্বয়ং ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—'যে মানব আত্মাতে রমণ করেন, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহার পক্ষে আর করণীয় কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং অননুষ্ঠানেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতের কোথাও তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা নাই।'

ভগবান্ পরমেশ্বরও লিঙ্গপুরাণে কালকূট উপাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—'হে বিপ্রবরগণ, যে ব্রাহ্মণ এবংবিধ জ্ঞানপ্রভাবে দেহধারী হইয়াও আসক্তিরহিত হন, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আর যদি কর্ত্তব্যবোধই থাকে, তাহা হইলে সে লোক তত্ত্ববিদ্ নয়। যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত হন, সেই হেতু ইহলোক বা পরলোকের জন্য তাঁহার আর কিছু করণীয় থাকে না। নিত্য জ্ঞানানুশীলনে রত ও বৈরাগ্যসম্পন্ন পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তব্য-

(৪) এষণা অর্থ কামনা। সাধারণতঃ লোকের কামনা পুত্র, বিত্ত ও লোক, এই তিন বিষয়েই নিবদ্ধ। কেহ পুত্র চায়, কেহ বা ধনসম্পদ্ চায়, কেহ বা স্বর্গাদি উত্তম লোক পাইতে ইচ্ছা করে, অথবা ইহলোকেই যশঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করে, কিন্তু মুমুক্ষু পুরুষ এই তিন প্রকার কামনাই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

* জ্ঞানাভ্যাসরতো নিত্যং বিরক্তোহর্থবিৎ স্বয়মিতি পাঠান্তরম্।

বর্ণাশ্রমাভিমানী যস্তক্তা জ্ঞানং দ্বিজোত্তমাঃ।
অন্যত্র রমতে মূঢ়ঃ সোঽজ্ঞানী নাত্র সংশয়ঃ ॥"
ক্রোধো ভয়ং তথা লোভো মোহো ভেদো মদস্তমঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তেষাং হি তদ্বশাচ্চ তনুগ্রহঃ॥
শরীরে সতি বৈ ক্লেশঃ সোঽবিদ্যাং সংত্যজেৎ ততঃ।
অবিদ্যাং বিদ্যয়া হিত্বা স্থিতস্যৈবেহ যোগিনঃ॥
ক্রোধাদ্যা নাশমায়ান্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ দেহজৌ।*
তৎক্ষয়াচ্চ শরীরেণ ন পুনঃ সংপ্রযুজ্যতে।
স এব মুক্তঃ সংসারাদ্দুঃখত্রয়বিবর্জ্জিতঃ॥"

তথা শিবধর্ম্মোত্তরে—"জ্ঞানামৃতস্য তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥
লোকদ্বয়েন কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
ইহৈব স বিমুক্তঃ স্যাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ॥"

তস্মাদ্বিদুষঃ কর্ত্তব্যাভাবাদবিদ্যাবদ্বিষয় এবায়ং কুর্ব্বন্নেবেত্যাদিকর্ম্মনিয়মঃ।৬ কুর্ব্বন্নেবেতি চ নায়ং কর্ম্মনিয়মঃ, কিন্তু বিদ্যামাহাত্ম্যং দর্শয়িতুং যথাকামং

চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, যে মূঢ় লোক বর্ণাশ্রমাভিমানী হইয়া জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র রতি অনুভব করে, সে ব্যক্তি যে অজ্ঞানী, ইহাতে সংশয় নাই। সেই সকল অজ্ঞানান্ধ লোকের সর্ব্বদা ক্রোধ, ভয়, লোভ, মোহ, ভেদবুদ্ধি, মদ, তমঃ ও ধর্ম্মাধর্ম্মচিন্তা প্রবল থাকে, তদনুসারে তাহাদের পুনরায় শরীর-পরিগ্রহ বা জন্মধারণ হইয়া থাকে। শরীর থাকিলেই ক্লেশ থাকে, এইজন্য যোগী পুরুষ অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বর্জ্জন করিবে। বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া এই দেহে অবস্থানকালেই তাহার ক্রোধাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সে সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর শরীর-সংযোগ ঘটে না। তখন সেই পুরুষই সাংসারিক ত্রিবিধ দুঃখরহিত হইয়া মুক্তনামে উক্ত হয়।' শিবধর্ম্মোত্তরেও সেইরূপ উক্তি আছে—"জ্ঞানময় অমৃতলাভে তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য যোগীর কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; যদি থাকে, তবে সে তত্ত্ববিদ্ নহে। তাহার ইহলোকের বা পরলোকের জন্য কিছুমাত্র করণীয় নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী পরিপূর্ণ (অন্যাপেক্ষা বর্জ্জিত) সেই পুরুষ ইহলোকেই বিমুক্ত হন।" অতএব জ্ঞানীর কর্ত্তব্য না থাকায় বলিতে হইবে যে, "কুর্ব্বন্নেবেহ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়ম কেবল অবিদ্বানের পক্ষেই প্রযোজ্য, জ্ঞানীর পক্ষে নহে।৬

বিশেষতঃ "কুর্ব্বন্নেব" (কর্ম্ম করিতে করিতেই) এটা নিয়মবিধি নহে, অর্থাৎ মনুষ্যকে যে সারাজীবন কর্ম্ম করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম এখানে উপদিষ্ট হয়

---

* পঞ্চতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

কর্ম্মানুষ্ঠানমেব দ্রষ্টব্যম্। এতদুক্তম্ভবতি—যাবজ্জীবং যথাকামং পুণ্যপাপাদিকং কুর্ব্বত্যপি বিদুষি ন কর্ম্মলেপো ভবতি বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। তথাহি—"ঈশা-বাস্যমিদম্ সর্ব্বম্" ইত্যারভ্য "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ইতি বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগেনাত্মপালনমুক্ত্বা অনিযোজ্যে ব্রহ্মবিদি ত্যাগকর্ত্তব্যতোক্তিরপ্যযুক্তৈবোক্তেতি মত্বা চকিতঃ সন্ বেদো বিদুষস্ত্যাগকর্ত্তব্যত্বমপি নোক্তবান্। কুর্ব্বন্নেবেহ লোকে বিদ্যমানং পুণ্যপাপাদিকং কর্ম্ম যাবজ্জীবং জিজীবিষেৎ, ন পুণ্যাদিবন্ধভয়াৎ পুণ্যাদিকং ত্যক্ত্বা তুষ্ণীমবতিষ্ঠেৎ। এবং তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বত্যপি বিদুষি ত্বয়ি যতো যাবজ্জীবানুষ্ঠানাদন্যথাভাবঃ—স্বরূপাৎ প্রচ্যুতিঃ পুণ্যাদিনিমিত্তসংসারান্বয়ো নাস্তি, অথবা ইতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানোত্তরকালভাব্যন্যথাভাবঃ সংসারান্বয়ো নাস্তি। যস্মাৎত্বয়ি

নাই; পরন্তু বিদ্যার মহিমা প্রদর্শনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর স্বেচ্ছাতন্ত্রতাই কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা করিলে যাবজ্জীবন পুণ্যপাপাদি করিলেও বিদ্যাপ্রভাবে তাহাতে কর্ম্মলেপ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। দেখ, ঈশোপনিষদে প্রথমতঃ 'ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ সমস্ত জগতে ব্রহ্মভাব দর্শন করিবে', এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন—'কর্ম্ম-ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা আত্ম-রক্ষা করিবে।' এখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-পালনের উপদেশ করিয়া, নিয়োগের অযোগ্য সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেই যে, পুনরায় কর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ করা, তাহা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে, ইহা মনে করিয়াই যেন বেদ ভয়ে ভয়ে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগের কর্ত্তব্যতা-উপদেশ পর্য্যন্ত করেন নাই (৫)। অভিপ্রায় এই যে, ইহলোকে পুণ্যপাপাদিরূপ যে সকল কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, যাবজ্জীবন সে সকল কর্ম্ম করিয়াই জীবিত থাকিবে, কিন্তু পুণ্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে বন্ধনের ভয় আছে, মনে করিয়া পুণ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না। এই প্রকারে কর্ম্ম সকল করিলেও, বিদ্যাসম্পন্ন তোমার এই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বরূপভ্রংশ হইবে না। ঐ সকল পুণ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাননিবন্ধন সংসারসম্ভাবনার ভয় নাই। অথবা ঐ কথার অর্থ এই যে, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে সংসারসম্বন্ধ হবে না। কেননা, ঈশ্বর-সমর্পিত কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না।

---

(৫) যিনি ব্রহ্মের অদ্বয়ভাব ও জগতের অসারতা অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাকে আর কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ করিতে হয় না। উপনিষদ্ও সাক্ষাৎভাবে তাহা করে নাই। পরন্তু জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এইমাত্র বলিয়াছে যে, জ্ঞানী লোক সম্পূর্ণ স্বাধীন, কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য নহে, তথাপি সে যদি ইচ্ছা করে, তবে যাবজ্জীবনও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। সে সকল কর্ম্মে তাহার পুণ্য বা পাপ কিছুই হইবে না। আর ইচ্ছা না করিলে কর্ম্ম না করিতেও পারে; তাহাতেও তাহার পাপ হইবে না।

বিদ্বাংসং ন কর্ম্ম লিপ্যতে। তথাচ শ্রুত্যন্তরং, "ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।" "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে"। "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।" "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।"

লৈঙ্গে—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

"জ্ঞানিনঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি জীর্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত পাপৈর্নানাবিধৈরপি॥"

শিবধর্ম্মোত্তরেঽপি—"তস্মাজ্জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কর্ম্মবন্ধনম্।

কামাকামকৃতং ছিত্ত্বা শুদ্ধশ্চাত্মনি তিষ্ঠতি॥
যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দ্দহেৎ।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দ্দহতে ক্ষণাৎ॥
পদ্মপত্রং যথা তোয়ৈঃ স্বস্থৈরপি ন লিপ্যতে।
শব্দাদিবিষয়াম্ভোভিস্তদ্বজ্জ্ঞানী ন লিপ্যতে॥
যদ্বন্মন্ত্রবলোপেতঃ ক্রীড়ন্ সর্পৈর্ন দশ্যতে।
ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত তদ্বদিন্দ্রিয়পন্নগৈঃ॥
মন্ত্রৌষধবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্।
তদ্বৎ সর্ব্বাণি পাপানি জীর্য্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ॥" ৭

এতদনুরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—(জ্ঞানী পুরুষ) পাপ কর্ম্ম দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। এই প্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না।' 'কৃত বা অকৃত কর্ম্ম ইহাকে (জ্ঞানীকে) তাপ দেয় না।' 'ইহার সমস্ত পাপকর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়'।

লিঙ্গপুরাণে আছে—'সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম যে জীর্ণ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। জ্ঞানী নানাবিধ পাপ লইয়া ক্রীড়া করিলেও তাহা দ্বারা লিপ্ত হন না।'

শিবধর্ম্মোত্তরেও আছে—'সেই হেতু জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত কর্ম্ম-বন্ধন নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া বিশুদ্ধভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে। প্রদীপ্ত বিপুল হুতাশন যেমন শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তেমনি জ্ঞানাগ্নিও শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করে। পদ্মপত্র যেমন স্বগত জলের দ্বারা লিপ্ত (আর্দ্র) হয় না, জ্ঞানীও তেমন শব্দাদি * বিষয়রূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হন না। মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যেমন সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও তদ্দ্বারা দষ্ট হয় না, তেমনি জ্ঞানী পুরুষও ইন্দ্রিয়-সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না। ভক্ষিত বিষও যেমন মন্ত্র ও ঔষধবলে জীর্ণ হয়, তেমন জ্ঞানীরও সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ৭

---

* আদি শব্দের দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

তথা চ সূত্রকারঃ, "পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" ইতি জ্ঞানস্যৈব পরম-পুরুষার্থহেতুত্বমভিধায় "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" ইত্যাদিনা কর্ম্মাপেক্ষিত-কর্ত্তৃ-প্রতিপাদকত্বেন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বমাশঙ্ক্য "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্য" ইত্যাদিনা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতাপহতপাপ্মাদিরূপব্রহ্মোপদেশাৎ তদ্বিজ্ঞানপূর্ব্বিকাস্ত কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং স্বাশাসানস্য কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দদর্শনাৎ কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিপ্রসঙ্গাদ্ ভিন্নপ্রকরণত্বাদ্ভিন্নকার্য্যত্বাচ্চ পরস্পরবিকল্পঃ সমুচ্চয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবো

সূত্রকার বেদব্যাসও 'পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ"—এই সূত্রে (৬) প্রথমতঃ জ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির (মুক্তিলাভের) হেতু বলিয়াছেন, পরে "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" ইত্যাদি (৭) সূত্রে কর্ম্মে অপেক্ষিত অর্থাৎ কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ কর্ত্তার স্বরূপ প্রতিপাদন করায় বিদ্যা বা উপাসনা কর্ম্মেরই অঙ্গ, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তৎপরিহার স্থলে "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্য" ইত্যাদি সূত্রে (৮) বলিয়াছেন—ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মরহিত ও অপহতপাপ, তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ব্বক অধিকার পাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ক্রিয়াকারক-ফলাত্মক অবিদ্যাকৃত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই সেই কর্ম্মাধিকারের সম্পাদক। বিদ্যাপ্রভাবে সে সমস্তই বিমর্দ্দিত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মাধিকারেরও উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়। বিশেষতঃ কর্ম্ম ও বিদ্যা ভিন্ন-প্রকরণে পঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং তদুভয়ের কার্য্য বা ফলও পৃথক্—একরূপ নহে, (কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি ভোগ, আর বিদ্যার ফল মুক্তি বা ভোগনিবৃত্তি); অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিকল্প, সমুচ্চয় (সহানুষ্ঠান) বা অঙ্গাঙ্গি ভাব নাই (৯), ইহা প্রতিপাদন করিয়া, "অতএব অগ্নীন্ধ-

(৬) সূত্রের অর্থ—এখানে পুরুষার্থ অর্থ—মুক্তি। মুক্তিলাভের উপায় কি?—কর্ম্ম? না—জ্ঞান? তদুত্তরে বলা হইল—"অতঃ" এই জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ হয়। কারণ? যেহেতু শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য ঐরূপ বলিয়াছে।

(৭) এটী আশঙ্কাসূত্র। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মমাত্রই কর্ত্তা ও দেবতা প্রভৃতি সহায়-সাপেক্ষ; সুতরাং কর্ত্তা দেবতা প্রভৃতি সেই সেই কর্ম্মের শেষ বা অঙ্গ। বেদান্তশাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই জ্ঞানপর-শাস্ত্র পুরুষের উপযোগী, স্বরূপতঃ নহে।

(৮) জীবে সাধারণতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত থাকে; ব্রহ্মে সে সকল ধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু লোকদিগের পক্ষে ক্রিয়া কারকাদি ধর্ম্মও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৯) বিকল্প অর্থ—হয় এটা, না হয় অন্যটা। হয় বিদ্যা অবলম্বন করিবে, না হয় কর্ম্মের আশ্রয় লইবে—এইরূপ। সমুচ্চয় অর্থ—সহানুষ্ঠান একত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান। অঙ্গাঙ্গি ভাব—হয় জ্ঞান প্রধান, কর্ম্ম তাহার অঙ্গ, না হয়, কর্ম্মই প্রধান, জ্ঞান তাহার অধীন, এইরূপ কল্পনা।

বা নাস্তীতি প্রতিপাদ্য, "অত এবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" ইতি বিদ্যায়া এব পরম-পুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীন্ধনাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি পূর্ব্বোক্তস্যাধিকরণস্য ফলমুপসংহৃত্য, অত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়াং "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ইতি নাত্যন্তমনপেক্ষা। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে, উৎপত্তিং প্রত্যপেক্ষত এব। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইতি শ্রুতেরিতি বিবিদিষা-সাধনত্বেন কর্ম্মণামুপযোগং দর্শিতবান্। তথা চ "নাবিশেষাৎ।" "স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা" ইতি সূত্রদ্বয়েন কুর্ব্বন্নেবেতি পদদ্বয়স্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন বিদ্যাস্তুতিত্বেন চার্থদ্বয়ং দর্শিতবান্। অত উক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানস্যৈব মোক্ষ-সাধনত্বাদ্যুক্তঃ পরোপনিষদারম্ভঃ। ৮

ননু বন্ধস্য মিথ্যাত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন জ্ঞানাদমৃতত্বং স্যাৎ, নত্বেতদস্তি।

নাদ্যনপেক্ষা" সূত্রে বলিয়াছেন—বিদ্যাই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু; অতএব বিদ্যার স্বকার্য্যসাধনে অগ্নি ও কাষ্ঠাদিসাধ্য আশ্রমবিহিত কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের সাহায্য না লইয়াই বিদ্যা স্বীয় কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ,—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অধিকরণের (১০) ফলোপসংহার করিয়া—বিদ্যাফলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ অনাবশ্যকতা সম্ভাবনা হওয়ায় পুনরায় "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" সূত্রে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের একেবারেই যে অনপেক্ষা, তাহা নহে; পরন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া আপনার ফল-সাধনের জন্য কাহারো অপেক্ষা করে না, কিন্তু আপনার উৎপত্তির জন্য নিশ্চয়ই কর্ম্মের অপেক্ষা করে। কারণ, 'যজ্ঞদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন' এই শ্রুতি বিবিদিষা সাধনের জন্য কর্ম্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার পর, "ন অবিশেষাৎ।" এবং "স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা"—এই দুইটী সূত্রে "কুর্ব্বন্নেব" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের এইরূপ অর্থদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই উপদেশ অজ্ঞজনদিগের জন্য, অধিকন্তু ইহা দ্বারা ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসাও সাধিত হইল। অতএব যথোক্ত যুক্তিপ্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞানই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। জ্ঞান যখন মুক্তির প্রধান সাধন, তখন তদুপদেশক এই উপনিষদের আরম্ভ বা অবতারণা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৮

এখন প্রশ্ন হইতেছে—জীবনের বন্ধন যদি মিথ্যা হয়, তবেই উহা জ্ঞান দ্বারা নিবারিত বা বাধিত হইতে পারে; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভও

---

(১০) অধিকরণ অর্থ—পঞ্চাঙ্গ ন্যায়।

'বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

১। বিষয়—প্রতিপাদ্য বিষয়। ২। বিশয়—সংশয়। ৩। পূর্ব্বপক্ষ—আপত্তি উত্থাপন। ৪। উত্তর—আপত্তির খণ্ডন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। ৫। নির্ণয়—সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা স্থাপন। এইরূপ অধিকরণ লইয়া এক বা ততোঽধিক সূত্র রচিত হয়।

---

* মদ্যত ইতি পাঠান্তরম্।

প্রতিপন্নত্বাবাধাভাবাৎ, যুষ্মদাদিস্বরূপত্বেনাত্মনো বিলক্ষণত্বে সাদৃশ্যাভাবাদধ্যাসাসম্ভবাচ্চ। উচ্যতে—ন তাবৎ প্রতিপন্নত্বেন সত্যত্বং বক্তুং শক্যতে। প্রতিপত্তেঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমানত্বাৎ। নাপি বাধাভাবাৎ সত্যত্বম্। বিধিমুখেন কারণমুখেন চ বাধসম্ভবাৎ। তথাহি শ্রুতিঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং মায়াকারণত্বঞ্চ দর্শয়তি—"ন তু দ্বিতীয়মস্তি।" একত্বম্। নাস্তি দ্বৈতম্। কুতো বিদিতে বেদ্যং নাস্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" "একমেব সন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্।" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(মুক্তিলাভও) সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু বন্ধের মিথ্যাত্বই ত অসিদ্ধ। কারণ, বন্ধন বা জগৎপ্রপঞ্চ সকলেরই প্রতীতিসিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ইহা বাধিত বা মিথ্যা (অসত্য) বলিয়াও নির্ণীত হয় নাই, তৃতীয়তঃ আত্মার প্রতীতি হয় 'যুষ্মদ্ অস্মৎ' (তুমি আমি) ইত্যাদিরূপে। যুষ্মদাদি প্রতীতি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; কাজেই সর্ব্ববিলক্ষণ আত্মার সাদৃশ্য অন্য কোথাও নাই; সাদৃশ্যই অধ্যাস বা আরোপের নিদান; সেই সাদৃশ্যের অভাব নিবন্ধন অপর কোন বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করাও সম্ভবপর হয় না, হয় না বলিয়াই বন্ধের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, সত্য মিথ্যা উভয়ই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। প্রতীতির বিষয় বা প্রতিপন্ন হওয়া যখন সত্য মিথ্যা সকলের পক্ষেই সমান, তখন প্রতিপন্নত্ব নিবন্ধন বন্ধকে সত্য বলিতে পারা যায় না। আর বাধাভাব নিবন্ধনও সত্য হইতে পারে না। কেননা, সাক্ষাৎরূপে এবং কারণ মুখেও ইহার বাধ (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) সিদ্ধ হইতে পারে। দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং মায়ামূলক বলিয়াও মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মায়া নিজে মিথ্যা, তাহা হইতে যে কিছু, সমস্তই মিথ্যা—অসত্য; সুতরাং মায়ামূলক বন্ধনও অসত্য বা মিথ্যা, একথা শ্রুতি বিভিন্ন বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—'তাহার দ্বিতীয় কিছু নাই' 'একত্বই সত্য, দ্বৈত নাই, কেননা, [একত্ব] বিদিত হইলে অপর কিছু বেদ্য থাকে না', 'একই অদ্বিতীয়' 'বিকার বা উৎপন্ন পদার্থ সকল কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র'। 'একই সত্য, জগতে নানা কিছু নাই', 'এক প্রকারেই দর্শন করিবে' 'মায়াকে প্রকৃতি (জগদুপাদান) বলিয়া জানিবে', 'মায়ী (মায়ার অধীশ্বর পরমেশ্বর) এই জগৎ সৃষ্টি করেন', 'ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হন' ইত্যাদি বাক্যে [বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে]। তাহার পর, অব্যয়াত্মা (নির্ব্বিকাররূপ) আমি জন্মরহিত হইয়াও, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হইয়াও আত্ম-মায়াপ্রভাবে স্বীয় প্রকৃতিকে

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।"

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জন্মমৃত্যু সুখদুঃখেষু কল্পনা ।
বর্ণাশ্রমাস্তথা বাসঃ স্বর্গে নরক এব চ ॥
পুরুষস্য ন সন্ত্যেতে পরমার্থস্য কুত্রচিৎ ।
দৃশ্যতে চ জগদ্রূপমসত্যং সত্যবন্মৃষা ॥
তোয়বন্মৃগতৃষ্ণা তু যথা মরুমরীচিকা ।
রৌপ্যবৎ কীকসং ভূতং কীকসং শুক্তিরেব চ ।
সর্পবদ্রজ্জুখণ্ডশ্চ নিশায়াং বেশ্মমধ্যগঃ ॥
এক এবেন্দুবদ্ব্যোম্নি তিমিরাহতচক্ষুষঃ ।
আকাশস্য ঘনীভাবো নীলত্বং স্নিগ্ধতা তথা ॥
একশ্চ সূর্য্যো বহুধা জলাধারেষু দৃশ্যতে ।
আভাতি পরমাত্মাপি সর্ব্বোপাধিষু সংস্থিতঃ ॥
দ্বৈতভ্রান্তিরবিদ্যাখ্যা বিকল্পো ন চ তত্তথা
পরত্র বন্ধাগারঃ স্যাৎ তেষামাত্মাভিমানিনাম্ ॥
আত্মভাবনয়া ভ্রান্ত্যা দেহং ভাবয়তঃ সদা ।
অপ্রজ্ঞৈরাদিমধ্যান্তৈর্জন্মভূতৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥

অবলম্বন করিয়া প্রাদুর্ভূত হই', অবিভক্ত (বিভাগ রহিত) হইয়াও আমি বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত আছি । ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপ আছে—

ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্ম মরণ, সুখ দুঃখ কল্পনা, বর্ণাশ্রমবিভাগ, এবং স্বর্গ-নরক-বাস এ সমস্ত পরমার্থ সত্য পুরুষে নাই । মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা দর্শন হয়, এবং মৃগতৃষ্ণায় যেমন জল দর্শন হয়, শুক্তি শুক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও যেমন রৌপ্যাকারে প্রতীত হয়, এবং গৃহমধ্যগত রজ্জুখণ্ড যেমন রাত্রিকালে সর্পাকারে প্রকাশ পায় ; তেমনি অসত্য জগৎও সত্যবৎ প্রতীত হয় । তিমির রোগে বিকৃতচক্ষু ব্যক্তি যেমন আকাশে এক চন্দ্রকেও দুই দেখে, এবং আকাশের যেমন ঘনীভাব (নিবিড়তা), নীলতা ও স্নিগ্ধতা (মসৃণভাব) দৃষ্ট হয়, [জগৎ-প্রতীতিও তেমনই অসত্য] । একই সূর্য্য যেরূপ জলাধারভেদে বহু আকারে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্মাও বিভিন্ন উপাধিতে নানাকারে প্রতিভাত হয় । দ্বৈতবুদ্ধি কেবল অবিদ্যাজনিত বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ উহা সত্য নহে (১১) । যাহারা ভ্রান্তিবশে দেহকে আত্মবুদ্ধিতে ভাবনা করে, সেই সকল দেহাত্মাভিমানীর পরকালে বন্ধনাগার হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্ম হয় । অজ্ঞ জীবের তিনটী

(১১) অর্থহীন শব্দ হইতে যে, একরকম প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্প । যেমন—অশ্বডিম্ব, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যৈস্তু ছাদিতং বিশ্বতৈজসম্ ।
স্বমায়য়া স্বমাত্মানম্মোহয়েদ্ দ্বৈতরূপয়া ॥
গুহাগতং স্বমাত্মানং লভতে চ স্বয়ং হরিম্ ।
ব্যোম্নি বজ্রানলজ্বালাকলাপো বিবিধাকৃতিঃ ।
আভাতি বিষ্ণোঃ সৃষ্টিশ্চ স্বভাবো দ্বৈতবিস্তরঃ ।
শান্তে মনসি শান্তশ্চ ঘোরে মূঢ়ে চ তাদৃশঃ ॥
ঈশ্বরো দৃশ্যতে নিত্যং সর্ব্বত্র ন তু তত্ত্বতঃ ।
লোহমৃৎপিণ্ডহেমাঞ্চ বিকারো নৈব বিদ্যতে ॥ *
চরাচরাণাং ভূতানাং দ্বৈততা ন চ সত্যতঃ ।
সর্ব্বগে তু নিরাধারে চৈতন্যাত্মনি সংস্থিতা ॥
অবিদ্যা দ্বিগুণাং সৃষ্টিং করোত্যস্পর্শয়ংশ্চ তম্ । *
সর্পস্য রজ্জুতা নাস্তি নাস্তি রজ্জৌ ভুজঙ্গতা ।
উৎপত্তিনাশয়োর্নাস্তি কারণং জগতোঽপি চ ।
লোকানাং ব্যবহারার্থমবিদ্যেয়ং বিনির্ম্মিতা ॥

অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থা প্রথম, স্বপ্নাবস্থা দ্বিতীয়, সুষুপ্তি অবস্থা তৃতীয়। এই অবস্থাত্রয়ই ভ্রান্তিময়, এবং এই অবস্থাত্রয়ের দ্বারাই এই জগৎ আচ্ছাদিত বা ব্যাপ্ত। তিনি নিজেই আপনাকে দ্বৈতরূপ নিজ মায়া দ্বারা বিমোহিত করেন, এবং নিজেই আবার হৃদয়-গুহাগত স্বস্বরূপ হরিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করেন। আকাশে যেরূপ বজ্রাগ্নি ও তাহার শিখা প্রভৃতি নানাকারে প্রকাশ পায়, বিষ্ণুর স্বভাবপ্রসূত দ্বৈতসৃষ্টিও তেমনই প্রকটিত হয়! এই দ্বৈত জগতের স্বভাব এই যে, মন শান্ত ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে ঈশ্বরও তাহার নিকট শান্তরূপে প্রকাশ পান, আবার মন ঘোর (রজোগুণসম্পন্ন) হইলে অথবা তমোগুণসম্পন্ন হইলে, পরমেশ্বরও তাহার নিকট ঘোর ও মূঢ়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু কখনই প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশ পান না। স্থাবর জঙ্গম কোন ভূতের পক্ষেই দ্বৈতভাব পরমার্থ সত্য নহে। জগৎ সর্ব্বব্যাপী নিরাধার চৈতন্যরূপী পরমাত্মাতে অবস্থিত। অবিদ্যা (মায়াশক্তি) আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে। সর্পে যেমন রজ্জুতা (রজ্জুধর্ম্ম) নাই, এবং রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গভাব নাই, তেমনই জগতেও উৎপত্তি ও বিনা-

---

* পাত্রভাজনভেদতঃ ইত্যপি পাঠঃ।

(১২) যাহা সত্য, তাহারই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। অসত্য পদার্থের যখন কোন অস্তিত্বই নাই, তখন তাহার আবার জন্ম মরণ কি? রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞানে সেই ভ্রম বিনষ্ট হয়। সেই মিথ্যা সর্পের জন্ম মৃত্যু শুদ্ধ

করোত্যাত্মাবলম্বনাদিতি পাঠান্তরম্।

এষা বিমোহিনীত্যুক্তা দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণী।
অদ্বৈতং ভাবয়েদ্‌ব্রহ্ম সকলং নিষ্কলং সদা॥
আত্মজ্ঞঃ শোকসন্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন।
মৃত্যোঃ সকাশান্মরণাদথবাঙ্গকৃতাদ্ভয়াৎ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন বধ্যো ন চ ঘাতকঃ।
ন বদ্ধো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ।
পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোঽন্যদসচ্চ তৎ।
এবং বুদ্ধা জগদ্রূপং বিষ্ণোর্মায়াময়ং মৃষা॥
ভোগাসঙ্গাদ্ ভবেন্মুক্তস্ত্যক্ত্বা সর্ব্ববিকল্পনাম্।
ত্যক্তসর্ব্ববিকল্পশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ॥
কৃত্বা শান্তো ভবেদ্‌যোগী দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ।
এষা চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না মায়া পরা প্রকৃতিস্তৎসমুত্থৌ।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ ভয়ঞ্চ বিষাদশোকৌ চ বিকল্পজালম্॥

শের কোন কারণ নাই (১২)। লোকব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্ত এই অবিদ্যা নির্ম্মিত হইয়াছে, দ্বৈতাদ্বৈতরূপা এই মায়া বিশ্ববিমোহিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ণ ব্রহ্মকে সদা নিরবয়ব অদ্বৈতরূপে ভাবনা করিবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকাতীত, তিনি মৃত্যুর নিকটে ভয় পান না, এবং মরণ (দেহ-ত্যাগ) বা অন্য কোন প্রকার আগন্তুক ভয়েও ভীত হন না। আত্মা জন্মে না, মরে না, অপরের বধ্য বা ঘাতকও হয় না। আত্মা বদ্ধ নহে, বন্ধনকর্ত্তাও নহে, এবং মুক্ত বা মুক্তিপ্রদও নহে। পুরুষ (জীবাত্মা) বস্তুতঃ পরমাত্মাই; তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই অসৎ (মিথ্যা), এইরূপে জগৎকে বিষ্ণুর মায়াময় মিথ্যা ভাবনা করিয়া সমস্ত বিকল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভোগাসক্তি হইতে বিরত হইবে। যোগী পুরুষ সমস্ত কল্পনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনকে নিশ্চলভাবে আত্মস্থ করিয়া দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় শান্ত হইবেন। জগতের মূলপ্রকৃতি এই মায়া চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত (১৩)। সেই মায়া হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, বিষাদ, শোক ও অপরাপর বিকল্পরাশি

কল্পনামাত্র, বাস্তবিক নহে। মিথ্যা জগতের জন্ম-নাশব্যবহারও কেবল কল্পনা-মাত্র—অসত্য, সুতরাং তাহার কারণ থাকাও সম্ভবপর হয় না।

(১৩) প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি ভেদ যথা—১। সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি। ২। মহত্তত্ত্ব (ইহার অপর নাম বুদ্ধি)। ৩। অহঙ্কার (অভিমান), ৪। পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র। ৫। একাদশ ইন্দ্রিয়—মন, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ (নাসিকা) এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। ৬। পঞ্চভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী। প্রকৃতি এই চব্বিশ প্রকারে জগৎ রচনা করিয়া থাকে।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখে চ সৃষ্টিবিনাশপাকৌ নরকে গতিশ্চ।
বাসঃ স্বর্গে জাতয়শ্চাশ্রমাশ্চ রাগদ্বেষৌ বিবিধা ব্যাধয়শ্চ॥
কৌমারতারুণ্যজরাবিয়োগ-সংযোগ-ভোগানশন-ব্রতানি।
ইতীদমীদৃগ্বিদয়ং নিধায় তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিশ্চ বিদ্বান্॥*

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ষড়ধ্যায্যাম্—

"অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া।
যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্ম তত্ত্বাত্মনি স্থিতম্॥"
পশ্যত্যাত্মানমন্যচ্চ যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ সম্ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা॥
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥
অবিদ্যা চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভিন্ন উচ্যতে।
পশুতির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যং তথৈব নৃপ নারকম্॥
চতুর্ব্বিধোঽপি ভেদোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ।
অহমন্যোঽপরশ্চায়মমী চাত্র তথা পরে॥

প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, সৃষ্টি, বিনাশ, নরকে গতি, স্বর্গবাস, নানাপ্রকার জন্ম, আশ্রমভেদ, রাগ, দ্বেষ, বিবিধ ব্যাধি, কৌমার, যৌবন, জরা, সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, অভোগ ও ব্রতসমূহ নিষ্পন্ন হয়, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ সমস্ত ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন।"

ষড়ধ্যায়ী বিষ্ণুধর্ম্মেও এইরূপ আছে—"ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীব অনাদি মায়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মে ভেদদর্শন করিয়া থাকে। প্রাণী যে পর্য্যন্ত পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধিতে আপনাকে ও অপর সকলকে দর্শন করে, সেই পর্য্যন্ত বিমূঢ় জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যাহার কর্ম্মসকল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন করেন, এবং শুদ্ধ বলিয়াই অক্ষয় হন।

সমস্ত ক্রিয়াকেই অবিদ্যা বলে, আর বিদ্যাকেই জ্ঞান বলে। মানুষ ক্রিয়া (কর্ম্ম) দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হয়। অদ্বৈতই পরমার্থ (সত্য), দ্বৈত তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অপরমার্থ। পশু, তির্য্যক্, মনুষ্য ও নারকী, এই চতুর্ব্বিধ ভেদই মিথ্যাজ্ঞান-জনিত। আমি অন্য, অপরে আমা হইতে অন্য, এবং ইহারা অপর, এ সমস্ত দ্বৈত বা ভেদপ্রতীতিই অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের

---

* বিবিদ্বি ইতি পাঠান্তরম্।

অজ্ঞানমেতদদ্বৈতাখ্যমদ্বৈতং শ্রূয়তাং পরম্ ।
মম ত্বহমিতি প্রজ্ঞাবিযুক্তমবিকল্পবৎ
অবিকার্য্যমনাখ্যেয়মদ্বৈতমনুভূয়তে ।
মনোবৃত্তিময়ং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥
মনসো বৃত্তয়স্তস্মাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ ।
নিরোদ্ধব্যাস্তন্নিরোধে দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে ॥
মনোদৃষ্টমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবং তদাপ্নুয়াৎ ॥
কর্ম্মণো ভাবনা যেয়ং সা ব্রহ্মপরিপন্থিনী ।
কর্ম্মভাবনয়া তুল্যং বিজ্ঞানমুপজায়তে ॥
তাদৃগ্ভবতি বিজ্ঞপ্তির্যাদৃশী খলু ভাবনা ।
ক্ষয়ে তস্যাঃ পরং ব্রহ্ম স্বয়মেব প্রকাশতে ॥
পরাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগোঽজ্ঞানকল্পিতঃ ।
ক্ষয়ে তস্যাত্মপরয়োরবিভাগোঽত এব হি ॥

ফল। অতঃপর অদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ কর। অদ্বৈতে আমি আমার ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে না, বিকল্পজ্ঞানও স্থান পায় না, উহা বিকাররহিত ও বর্ণনার অযোগ্য; উহা এইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বৈতপ্রপঞ্চ কেবলই মনোময় অর্থাৎ মনের কল্পনামাত্র, অদ্বৈতই পরমার্থ। এই জন্যই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশে মনের যে নানাবিধ বৃত্তি (চিন্তা), সে সকল বৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক। মনোবৃত্তির নিরোধ হইলে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না। এই চরাচর সমস্ত জগৎই মনোদৃষ্ট অর্থাৎ মনের কল্পিত; মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ মনের সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব বিরত হইলে, অদ্বৈতভাব উপলব্ধি-গোচর হয় (১৪)। এই যে, কর্ম্মভাবনা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানচিন্তা, ইহা ব্রহ্মলাভের পরিপন্থী; কেন না, [কর্ম্মাসক্ত লোকের জ্ঞানও ঠিক কর্ম্মভাবনারই অনুরূপ হইয়া থাকে। যে প্রকার ভাবনা হয়, বিজ্ঞানও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মভাবনার ক্ষয় হইলে পর ব্রহ্ম আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে মানবেন্দ্র, জীব ও

---

(১৪) দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি দুই প্রকার—এক ঈশ্বর-সৃষ্টি, অপর জীব-সৃষ্টি। ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ সকলের পক্ষেই সমান বা একরূপ। জীব স্বীয় প্রাক্তন সংস্কারবশে সেই ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের উপর নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার ফলে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন আকারে ভোগ করিতে বাধ্য হয়। মানসিক সংকল্পভেদে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকমে দেখে ও ভোগ করে। মনের সেই সংকল্পশক্তি নিরুদ্ধ হইলে আর ভোগ-বৈচিত্র্য আসিতে পারে না।

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞো হি সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে ॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"পরমাত্মা ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে। *
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥
যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পারমেশ্বরম্ ॥
অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো নান্যত্ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তদেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসাবশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥

পরমাত্মার বিভাগ অজ্ঞান-কল্পিত, সেই অজ্ঞান অপনীত হইলে তাহাতেই জীব ও পরমাত্মার অবিভাগ সিদ্ধ হয়। আত্মা প্রকৃতিসম্ভূত গুণে সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নাম লাভ করে; সেই ক্ষেত্রজ্ঞই যখন সেই সকল গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হয়, তখন পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ কথা আছে—'হে জগৎপতে, পরমাত্মা তুমিই একমাত্র সত্য, অপর কিছুই নাই—অসত্য। তোমারই এই মহিমা, যাহা চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই যে স্থূল জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, অসৎ যোগিগণ তোমার সম্বন্ধে ভ্রান্তিবশতই ইহা দর্শন করে। অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভ্রমবশতঃ জ্ঞানস্বরূপ এই জগৎকে বস্তুভূত মনে করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যাহারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা দেখেন এই সমস্ত জগৎই জ্ঞানময় তোমার পারমেশ্বর রূপ। আমি হরি—এই সমস্তই জনার্দ্দন, কার্য্যকারণজাত কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে,—এই-রূপ যাঁহার মনে হয় তাঁহার জন্মাদি হয় না ও শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিজনিত পীড়াও তাঁহার হয় না। অত্যন্ত নির্ম্মল পরমার্থসত্য যে জ্ঞান (ব্রহ্ম), তাহাই ভ্রান্তিদর্শনের ফলে বিষয়াকারে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। অনন্তমূর্ত্তি এই ভগবান্ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কোনও জড় বস্তু নহেন। জানিবে, তাঁহা হইতেই শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি

* পরঃ ইতি পাঠান্তরম্।

বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তত্তথা তত্র কুতোহি তত্ত্বম্॥
মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা কপালিকাচূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥
তস্মিন্ ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদবিভিন্নচিত্তৈর্ব্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন সতোঽন্যদস্তি॥
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে॥

অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু।
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ ন স্ত একস্যাখিলজন্তুষু।
যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ॥
পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্।
যস্যান্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম॥

বিভাগ সকল বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে। কোথাও এমন বস্তু আছে কি যাহা আদি মধ্য ও অন্ত বর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা একরূপ? হে দ্বিজ, পৃথিবীতে যাহা অন্যথাত্ব (রূপান্তর) প্রাপ্ত হয়, তাহাত সেরূপ নহে; সুতরাং তাহাতে বস্তুত্বও থাকে না। যে সকল লোক স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আত্মার স্বরূপজ্ঞান নিঃসংশয়রূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন—প্রথমে পৃথিবী, পরে ঘটভাব, ঘটের পরে আবার কপালিকা (ঘটের পৃথক্ দুইটী অংশ), অনন্তর, ক্রমশঃ চূর্ণ (খোলা) ধূলি ও অণু (অতি সূক্ষ্ম ভাব)। বল দেখি, ইহার মধ্যে কোন্ বস্তুটি অবিকারী? অতএব হে দ্বিজ, বিজ্ঞান বা মানস সংকল্প ব্যতীত কোথাও কোনও বস্তু নাই। প্রাক্তন নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন মনুষ্যেরা একমাত্র বিজ্ঞানকেই বহুপ্রকারে গ্রহণ করিতেছে। রাগ-দ্বেষাদি মলরহিত, শোকসম্পর্কশূন্য, সদাই একরূপ একমাত্র জ্ঞানই সেই সর্ব্বোত্তম পরমেশ্বর বাসুদেব, যাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই। আমি তোমাকে এই প্রকারে জগতের সদ্ভাব বা স্থিতির নিয়ম বলিলাম, এবং জ্ঞানই যে, একমাত্র সত্য, অপর সকলই অসত্য, একথাও বলিয়াছি। আর এই যে জাগতিক লোকব্যবহার—তদ্বিষয়েও বক্তব্য বলিয়াছি। কর্ম্ম মাত্রই অজ্ঞানপ্রসূত; তাহা সকল প্রাণীতেই আছে। আত্মা কিন্তু স্বভাবতই শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, নির্গুণ শান্ত ও প্রকৃতির অতীত। সর্ব্ব প্রাণীতে বিরাজমান আত্মা এক, তাহার বৃদ্ধি ও

তদেবোঽহমযং চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে।
যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ॥
তদা হি কো ভবান্ সোঽহমিত্যেতদ্বিপ্রলম্ভনম্।
ত্বং রাজা শিবিকা চেয়ং বয়ং বাহাঃ পুরঃসরাঃ।
অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতৎ ত্বয়োচ্যতে।
বস্তু রাজেতি যল্লোকে যচ্চ রাজভটাত্মকম্॥
তথাঽন্যে চ নৃপত্বঞ্চ তত্তৎসঙ্কল্পনাময়ম্।
অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে॥
পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম।
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
পরো জ্ঞানময়ঃ সদ্ভির্নামজাত্যাদিভিঃ প্রভুঃ॥
ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতি।
তস্যাত্মপরদেহেষু সংযোগো হ্যেক এব যৎ॥
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ।
এবমেকমিদং বিদ্ধ্যভেদি সকলং জগৎ॥

অপচয় নাই। হে রাজন্, যাহা কোন কালেও পরিণামাদি অবস্থাভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই যথার্থ বস্তু; সে বস্তুটী কি? হে পার্থিবসত্তম, যদি আমার অতিরিক্ত আরও কিছু থাকিত, তাহা হইলেই ইনি, আমি, অমুক, অন্য—ইত্যাদি কথা বলিলেও বলা যাইত। যখন সমস্ত জগতে একই পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন আপনি, তিনি বা আমি কে? এবংবিধ ব্যবহার কেবল প্রতারণামাত্র অর্থাৎ ঐরূপ ব্যবহার অর্থহীন শব্দমাত্র। তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা (পাল্কী), আমরা অগ্রগামী বাহক, আর তোমার এই পরিজন, এ সমস্ত অসত্য বলা হইয়াছে। ব্যবহার ক্ষেত্রে যে, রাজা, রাজভট (ভট অর্থ—বীর), নৃপত্ব, এবং আরও যে সকল বস্তু বলা হয়, সে সমস্তই অসৎ—কেবল সংকল্পময়। হে ভূপাল, প্রাজ্ঞ জনেরা যাহাকে অবিনাশী পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই পরমার্থ বস্তু বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সমান, শুদ্ধ নির্গুণ, জন্ম ও বৃদ্ধিরহিত এবং প্রকৃতির অতীত সর্ব্বগত অব্যয় আত্মা এক। হে পার্থিব, সেই আত্মা সর্ব্বাতিশায়ী, মহান্, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞান স্বরূপ। তিনি নাম ও জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত কখনও সংযুক্ত হন নাই, বর্ত্তমানেও নাই, এবং ভবিষ্যতেও যুক্ত হইবেন না। নিজের এবং পরের দেহে তাঁহার একই সংযোগ, (নূতন নূতন সংযোগ হয় না), এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, দ্বৈতবাদীরা অসত্যদর্শী অর্থাৎ ভ্রান্তিবশে ভেদ দর্শন করিয়া

বাসুদেবাভিধেয়স্ত স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ॥
সর্ব্বভূতাস্বভেদেন স দদর্শ তদাত্মনঃ।
তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজ॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিত্তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্॥
ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যস্তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।
স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ॥

তথা লৈঙ্গে—

"তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
পরতন্ত্রে স্বতন্ত্রে চ ভিদাভাবাদ্বিচারতঃ॥
একত্বমপি নাস্ত্যেব দ্বৈতং তত্র কুতোঽস্ত্যহো॥
একং নাস্ত্যথ মর্ত্ত্যঞ্চ কুতো মৃতসমুদ্ভবঃ।
নান্তঃপ্রজ্ঞো বহিঃপ্রজ্ঞো ন চোভয়ত এব চ॥

থাকে। এইরূপ অর্থাৎ কেবল সংকল্পময় অসত্য বলিয়াই এই সমস্ত জগৎ ভেদশূন্য ও এক, এবং ইহা বাসুদেবনামক পরমাত্মার স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে। হে দ্বিজ, সাধক নিদাঘও অদ্বৈতোপদেশের ফলে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অভিন্নভাবে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়াছিলেন; এবং অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়া পরা মুক্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রান্তদৃষ্টি লোকেরা একই আকাশকে যেমন সিত নীলাদিভেদে নানাকার দর্শন করে, ঠিক তেমন আত্মা এক হইলেও, তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। এ জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এক অচ্যুত (ভগবান্), তদতিরিক্ত আর কিছু নাই। আমি তৎস্বরূপ, তুমিও তৎস্বরূপ এবং এ সকলই সেই আত্মস্বরূপ, অতএব ভেদবুদ্ধিকৃত মোহ ত্যাগ কর। সেই নৃপবর এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থদৃষ্টি লাভ করত ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও পূর্ব্বজন্ম স্মরণের ফলে তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।"

লিঙ্গপুরাণেও সেইরূপ আছে—'সেই হেতু সমস্ত দেহীরই এই সংসার অজ্ঞানসম্ভূত; কারণ, বিচার করিলে দেখা যায় যে, মায়া-পরতন্ত্র জীব ও স্বতন্ত্র পরমাত্মার কোনই প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই স্বরূপতঃ এক বস্তু। বস্তুতঃ একত্ব বলিয়াও তাহার কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাতে দ্বৈতসত্তার আর সম্ভাবনা কি? একও নাই, মর্ত্ত্যও (মরণশীলও) নাই; সুতরাং মৃত্যুর সম্ভাবনাই বা কোথায়। (১৫) [শ্রুতি বলিয়াছেন] পরমেশ্বরের অন্তরেও প্রজ্ঞা (জ্ঞান)

ন প্রজ্ঞানঘনস্ত্বেবং ন প্রজ্ঞোঽপ্রজ্ঞ এব সঃ।
বিদিতে নাস্তি বেদ্যঞ্চ নির্ব্বাণং পরমার্থতঃ॥
অজ্ঞানতিমিরাৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
জ্ঞানঞ্চ বন্ধনঞ্চৈব মোক্ষো নাপ্যাত্মনো দ্বিজাঃ॥
ন হ্যেষা প্রকৃতির্জীবো বিকৃতিশ্চ বিকারতঃ।
বিকারো নৈব মায়ৈষা সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতা॥"

তথাহ ভগবান্ পরাশরঃ—

"অস্মাদ্ধি জায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে।
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥
ন চাত্রৈবং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ পরম্।
ন কর্ত্তা নৈব ভোক্তা চ নচ প্রকৃতিপুরুষৌ॥
ন মায়া নৈব চ প্রাণাশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ।
তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥

নাই, বাহিরেও প্রজ্ঞা নাই, এবং ভিতর বাহির উভয়ত্রও প্রজ্ঞা নাই। তিনি প্রজ্ঞানের পরিণতি নহেন, এবং তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নও নহেন, অথবা প্রজ্ঞাহীন জড় পদার্থও নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে অনির্ব্বচনীয়। তিনি বিদিত হইলে আর কিছু জানিবার থাকে না, তখন প্রকৃত নির্ব্বাণ (মুক্তি) হয়। তিমির এক প্রকার চক্ষুরোগ। তিমির রোগ হইলে লোকে ভুল দেখে, যাহা যেরূপ নয় তাহাকেও সেরূপ দেখে। অজ্ঞানও ঠিক তিমির রোগের মত এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া দর্শন করায়, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাপ্রকার বিভেদ দর্শন করায়. এ বিষয়ে আর বিতর্ক নাই। হে দ্বিজগণ, আত্মার প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান, বন্ধন, মুক্তি, এ সব কিছুই নাই। এই প্রকৃতি, বিকৃতি, বিকৃতির বিকার বা জীব কিছুই নাই, এ সমস্তই সদসদাত্মকরূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য।'

ভগবান্ পরাশরও এইরূপই বলিয়াছেন—'এই পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহাতেই আবার বিলীন হয়। মায়াধীশ্বর তিনিই মায়া দ্বারা আবদ্ধ (বশীভূত) হইয়া নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন, অর্থাৎ জীবভাবে নানা দেহ ধারণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিজেও সংসারী হন না, এবং অপরকেও সংসারে প্রেরণ করেন না। তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তা নহেন, প্রকৃতি বা পুরুষও নহেন, মায়া কিংবা প্রাণও নহেন ; পরমার্থতঃ তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই কারণে সমস্ত দেহীর সংসারই (জন্ম মরণাদি) কেবল অজ্ঞানমূলক, সত্য নহে।

---

(১৫) ব্রহ্ম স্বভাবতই গুণক্রিয়াদিরহিত নির্ব্বিশেষ, সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম বা বিশেষণ থাকা সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, যাহার সত্তা আছে, তাহারই জন্ম মৃত্যু সম্ভবপর হয়, ব্রহ্ম যখন সৎ বা অসৎ কোনরূপেই নির্ব্বচনীয় নহে, তখন তাহার জন্ম-মৃত্যু ব্যবহারও হইতে পারে না।

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥
তস্মাদদ্বৈতমেবাহুর্ম্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ।
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জ্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ॥
অর্থস্বরূপমজ্ঞানাঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ।
কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ॥
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈর্ভ্রান্তদৃষ্টিভিঃ।
যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ॥
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ।
তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংসৃতিঃ॥"

এবং শ্রুত্যাদিনা নামাদিকারণস্যোপন্যাসমুখেন স্বরূপেণ চ বাধিতত্বাৎ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে। অস্থূলাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মণস্তদ্বিপরীতস্থূলাকারো মিথ্যা ভবিতুমর্হতি। যথৈকস্য চন্দ্রমসস্তদ্বিপরীতদ্বিতীয়াকারস্তদ্বৎ॥ ৯

তথাচ সূত্রকারেণ—"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি" ইতি স্বরূপত আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ * (নির্ব্বিকার) এবং সর্ব্বদোষবর্জ্জিত। তিনি এক হইয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হন, ঐ সকল তাঁহার স্বাভাবিক রূপ নহে। সেই অদ্বৈতকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া থাকেন, এবং বিবেকিগণ এই জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহারা মুনি বা বিচক্ষণ নহে, অসদ্বুদ্ধি সেই সকল লোকই অজ্ঞানবশতঃ ভোগ্যবস্তু দর্শন করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ নির্গুণ নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপী আত্মাকেই (ব্রহ্মকেই) অসদ্বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরা বিষয়াকারে দর্শন করে। যখন আত্মাকে বস্তুতঃ কেবল অর্থাৎ নির্ব্বিশেষভাবে দর্শন করে এবং এই দ্বৈত জগৎকেও কেবল মায়ারূপে নিরীক্ষণ করে, পুরুষ তখনই নির্ব্বৃত হয় অর্থাৎ শান্তিময় মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব একমাত্র বিজ্ঞান বা চৈতন্যরূপী ব্রহ্মই আছে—সত্য, প্রপঞ্চ (জগৎ) ও সংসার নাই—অর্থাৎ অসৎ॥" ৯

এই জাতীয় শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নামরূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়—'বাচারম্ভণমাত্র,' সুতরাং বাধিত। মায়াপ্রসূত দৃশ্যমাত্রই যে, মিথ্যা অসত্য, ইহা অবধারিত। এই জগৎপ্রপঞ্চও যখন প্রতিক্ষণেই রূপান্তরিত হয়—একরূপে থাকে না, তখন ইহা স্বরূপতও বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মে স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম নাই, নাই বলিয়াই ব্রহ্ম নিত্য সত্য। প্রপঞ্চ যখন তদ্বিপরীত—স্থূলত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, তখন তাহা সত্যেরও বিপরীত—মিথ্যা বা অসত্য হওয়াই সঙ্গত। যেমন এক চন্দ্রের দ্বিতীয় আকার অর্থাৎ

* কর্ম্মকারের নেহাইকে কূট বলে। কূটের উপর স্থাপিত ধাতু হইতে নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয় কিন্তু কূটের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ সত্য ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্ট ও দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিকারই থাকে।

উপাধিতশ্চ বিরুদ্ধরূপদ্বয়াসম্ভবান্নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য, "ন ভেদাৎ" ইতি শ্রুতিবলাৎ কিমিতি সবিশেষমপি ব্রহ্ম নাভ্যুপগম্যতে—ইত্যাশঙ্ক্য, "ন প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ" ইত্যুপাধিভেদস্য শ্রুত্যৈব বাধিতত্বাদভেদশ্রুতিবলাৎ সবিশেষস্য গ্রহণাযোগান্নির্ব্বিশেষমেবেত্যুপপাদ্য "অপি চৈবমেকে" ইতি ভেদনিন্দাপূর্ব্বকং অভেদমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" ইতি সর্ব্বভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতা অভিধীয়ত ইতি পুনরপি নির্ব্বিশেষপক্ষে দৃঢ়ীকৃতে কিমিত্যেকস্বরূপস্যোভয়স্বরূপাসম্ভবেঽনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে, ন পুনর্ব্বিপরীতম্—ইত্যাশঙ্ক্য "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" ইতি রূপাদ্যাকাররহিতমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ।

দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা, ইহাও ঠিক তেমনই। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও (বেদব্যাসও) 'স্থান বা উপাধিসম্পর্কবশতও যে, পরমাত্মার উভয় ভাব (সগুণ-নির্গুণ ভাব) হয় না, শ্রুতির সর্ব্বত্রই এ কথা আছে,' এই সূত্রে প্রথমতঃ 'বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের (সগুণ-নির্গুণত্বের) অসম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ', এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে 'ন ভেদাৎ' এই সূত্রে ভেদবোধক শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বা স্বীকার করা হয় না কেন—এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া "ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপাধিকৃত বিভাগ যখন শ্রুতি দ্বারাই বাধিত অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন উপাধিজনিত বিভাগকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তখন শ্রুতি অনুসারে আর ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ নহে—নির্ব্বিশেষ, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় "অভেদ-মেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি" (কোন কোন শাখী* অভেদই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন), এই সূত্রে 'মনের দ্বারাই তাহাকে লাভ করিতে হইবে,' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ; যিনি ইহাতে ভেদের মত দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুগ্রস্ত হন', 'একরূপেই তাহাকে দেখিতে হইবে,' ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতাকে (নিয়ন্তাকে) জানিয়া, এই তিনকেই এক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে—' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিন্দাপূর্ব্বক অভেদপক্ষই পরমার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে, এই বলিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবই দৃঢ় করা হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হইল যে, একরূপ ব্রহ্মের উভয়াকারবাদ শ্রুতিবাধিত বলিয়া অস্বীকৃত হয় হউক, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের নিরাকারতা নিশ্চয় হয় কিরূপে? তদ্বিপরীত অনেকাকারতাও হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার পর, "অরূপব-দেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে তাহাকে অরূপ (নিরাকার) বলিয়াই অবধারণ করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল স্থলে ব্রহ্মই প্রধান ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। [যথা—] '[ব্রহ্ম]

---

* বেদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা অধীত বেদভাগকে বেদের বিভিন্ন শাখা বলে। এইসকল শাখাধ্যায়ীরা বিভিন্ন শাখী নামে প্রসিদ্ধ।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমরূপমব্যয়ম্।" "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম।" "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ, ইত্যেতদনুশাসনম্"—ইত্যেবমাদীনি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি। ইতরাণি কারণব্রহ্মবিষয়াণি, ন তৎপ্রধানানি। তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তি। অতস্তৎপরশ্রুতিপ্রতিপন্নত্বাৎ নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মাবগন্তব্যং, ন পুনঃ সবিশেষম্, ইতি নির্ব্বিশেষপক্ষমুপপাদ্য, কা তর্হ্যাকারবিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" ইতি—চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং জলাদ্যুপাধিকৃতনানাত্ববচ্চ ব্রহ্মণোঽপ্যুপাধিকৃতনানাত্বরূপস্য বিদ্যমানত্বাৎ তদাকারবতো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যং নানাকারব্রহ্মবিষয়াণাং বাক্যানামিতি ভেদশ্রুতীনামৌপাধিকব্রহ্মবিষয়ত্বেনাবৈয়র্থ্যমুক্ত্বা, পুনরপি নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেতি দ্রঢ়য়িতুম্ "আহ চ তন্মাত্রম্" ইতি। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব। এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্ত-

স্থূল নয়, অণু নয়, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়, এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-রহিত,' 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহা ব্রহ্ম।' 'সেই ব্রহ্ম কারণ নহে, কার্য্য নহে, এবং তাহার অন্তর ও বাহ্য নাই, অর্থাৎ তাহার ভিতর বাহির কিছু নাই।' 'এই আত্মা সকল বস্তুর অনুভবিতা, ইহাই অনুশাসন বা বেদের আদেশ,' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই প্রধান; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই এই সকল বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য। অপরাপর শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের কারণতা-বোধকমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মের কারণতা প্রতিপাদনেই ঐ সকল বাক্যের প্রধান তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে নহে। যে বাক্যের যে অর্থ প্রধান বা তাৎপর্য্যের বিষয়, অতৎপর বাক্য অপেক্ষা সেই সকল তৎপর বাক্যই বলবান্। এই নিয়মানুসারে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা ব্রহ্ম-কারণতা প্রতিপাদক বাক্যগুলি ব্রহ্মনিরূপণ বিষয়ে দুর্ব্বল। দুর্ব্বল চিরকালই প্রবলের নিকট পরাজিত হয়, অতএব বলবৎ শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই অবগত হইতে হইবে, কিন্তু সবিশেষ নহে। শ্রুতি এইরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। পরে সাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলির গতি কি হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ আলোকের ন্যায় সার্থকতা), এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রকাশস্বভাব চন্দ্র-সূর্য্যাদির যেমন জলাদি উপাধিতে প্রতিবিম্বাকারে অনেকত্ব হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ নানাত্ব সংঘটিত হয়। ঐরূপ সাকার ব্রহ্ম উপাসনা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী; উপযোগী বলিয়াই শ্রুতিতে উপাসনার্থ সাকার ব্রহ্মের উপদেশ বিরুদ্ধ নহে। নানাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক ভেদশ্রুতি সমূহের এইরূপে অবৈয়র্থ্য (সার্থকতা) প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষপক্ষ দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে "আহ চ তন্মাত্রম্" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রে "সৈন্ধব

রোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি শ্রুত্যুপন্যাসেন বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত-রূপান্তরা-ভাবমুপন্যস্য "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে" ইতি। "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রগোচরং। বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যুপন্যাসমুখেন প্রত্যস্তমিতভেদমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" ইতি। যতএব চৈতন্যমাত্ররূপো নেতি নেত্যাত্মকো বিদিতা-বিদিতাভ্যামন্যো বাচামগোচরঃ প্রত্যস্তমিতভেদো বিশ্বস্বরূপবিলক্ষণরূপঃ পরমাত্মা অবিদ্যোপাধিকো ভেদঃ। অতএব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষ-বত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাদিরিবেত্যুপমা দীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু। ১০

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ পৃথক্।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥"

লবণপিণ্ড যেমন কেবলই লবণ-রসময়—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একরস, ঠিক তেমনই এই আত্মাও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, ইহার অন্তরে ও বাহিরে জ্ঞানাতিরিক্ত আর কিছুই নাই"—এই প্রকার শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক ব্রহ্মের বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে, কোন রূপ নাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়া "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এখানেও—'অতঃপর শ্রুতির আদেশ' এই যে, 'ব্রহ্ম ইহা নহে ইহা নহে,' 'তিনি বিদিত (বিজ্ঞাত বস্তু) হইতে অন্য, এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ তিনি বিদিত বা অবিদিত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ।' 'বাক্যসমূহ না পাইয়া যাহা হইতে মনের সহিত ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ যাহাকে বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ধারণা করা সম্ভব হয় না।' 'যাহা সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত, বাক্যের অগোচর শুদ্ধ সত্তামাত্র (অস্তিত্বমাত্র), বুদ্ধিমাত্রগম্য সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। বিশ্বরূপের বৈপরীত্যই পরমাত্মার (ব্রহ্মের) লক্ষণ বা স্বরূপ'—ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা যেহেতু শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ 'নেতি নেতি' নিষেধা-ত্মক, এবং বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত ও জগৎ প্রপঞ্চের ঠিক বিপরীতলক্ষণ এবং যেহেতু তাহার ভেদ বা বিভাগ অবিদ্যা-উপাধিকৃত, সেই হেতুই পরমাত্মার ঔপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আকারবত্তা জ্ঞাপনের জন্য মোক্ষশাস্ত্রে জলসূর্য্যাদি (জল প্রতিবিম্বাদি) দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়া থাকে। ১০

'বিভিন্ন ঘটে একই আকাশ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, এবং একই সূর্য্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই আত্মাও বিভিন্ন উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হয়।' 'সর্ব্বভূতের আত্মা

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"
যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানাপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

ইতি দৃষ্টান্তবলেনাপি নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য "অম্বুবদগ্রহণাৎ" ইত্যাত্মনোঽমূর্ত্তত্বেন সর্ব্বগতত্বেন জলসূর্য্যাদিবৎ মূর্ত্তসংভিন্নদেশস্থিতত্বাভাবাদ্দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাদৃশ্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্য "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্" ইতি। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বিবক্ষিতাংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমত্র বিবক্ষিতম্। জলগতসূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে চ হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তত্ত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সদ্‌ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্ত-

---

এক হইয়াও বিভিন্ন ভূতে (প্রাণিদেহে) অবস্থান করায় জল-প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় কখনও একরূপে, কখনও অনেকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।' 'এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলের অনুগত হইয়া অর্থাৎ বিভিন্ন জল-ভাজনে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি দ্বারা বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, জন্মরহিত প্রকাশমান এই আত্মাও তেমনই দেহভেদে বিভিন্নাকারে প্রকটিত হয়,' '[তাহাতে তাহার একত্বের হানি হয় না]।' এই জাতীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব সমর্থন করিয়া "অম্বুবদগ্রহণাৎ" সূত্রে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, আত্মা যখন অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত) এবং সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তখন জলসূর্য্যাদির ন্যায় মূর্ত্ত বা সাবয়বরূপে দেহবিশেষে স্থিতি ও প্রতিবিম্বন কিছুই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে সাদৃশ্য নাই; অতএব উক্ত জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং" বলা হইয়াছে। উহার অভিপ্রায় এই যে, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক (যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়), এতদুভয়ের মধ্যে যে যে অংশ সমান—অনুরূপ, সেই সেই অংশে তুলনা প্রদর্শন করাই বক্তার অভিপ্রেত (বিবক্ষিত), সেই বিবক্ষিত অংশ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। কারণ, সর্ব্বাংশে সমান হইলে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবই চলিয়া যায়, ঐ দুইটী একই হওয়া উচিত হয়।

জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে বৃদ্ধি-হ্রাসভাগিত্ব প্রদর্শনই বিবক্ষিত, অর্থাৎ জলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন জলের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায়, আবার জলের হ্রাসে হ্রাস পায় (কমিয়া যায়), এবং জলের চলনে (স্পন্দনে) স্পন্দিত হয় ও জলের বিভাগে বিভক্ত হয়, সূর্য্য ঐ সকল জলধর্ম্মের অনুকরণ করে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। সূর্য্যের ঐ সকল অবস্থা যেরূপ বাস্তবিক নহে, এইরূপ নিত্য ব্রহ্মও বস্তুতঃ অবিকৃত একরূপ থাকিয়াও দেহাদি উপাধি-সম্পর্কবশতঃ

ভাবাৎ ভজত এবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্—ইতি বিবক্ষিতাংশপ্রতিপাদনেন দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যমুক্তা "দর্শনাচ্চ" ইতি—

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, "মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ॥" "এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।" "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ॥"

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদিনা পরস্যৈব ব্রহ্মণ উপাধিযোগং দর্শয়িত্বা নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্ম, ভেদস্তু জলসূর্য্যাদিবদৌপাধিকো মায়ানিবন্ধন ইত্যুপসংহৃতবান্। ১১

কিঞ্চ, ব্রহ্মবিদামনুভবোঽপি প্রপঞ্চবাধকঃ। তেষাং নিষ্প্রপঞ্চাত্মদর্শনস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথাহি তেষামনুভবং দর্শয়তি "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" "বিদিতে বেদ্যং

উপাধিগত বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্মসকল (অবস্থাসমূহ) যেন ভজনাই করে, এইভাব প্রদর্শন করাই এ স্থলে শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, এবং এই বিবক্ষিত অংশেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। সূত্রকার এইভাবে শ্রুতিপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সাদৃশ্যবিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, পরে "দর্শনাচ্চ"—এই সূত্রাংশে 'পরম পুরুষ প্রথমে দ্বিপাদ, চতুষ্পাদ দেহ-গৃহ রচনা করিলেন; তিনি পক্ষী হইয়া সেই দেহে প্রবেশ করিলেন,' 'মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর মায়াধীশ্বরকে মহেশ্বর (পরমেশ্বর) বলিয়া জানিবে।' 'মায়াধীশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন।' 'সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ব্রহ্মও বিভিন্ন ঔপাধিক রূপের অনুরূপ হইয়াছেন।' "একই দেব সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আছেন।" 'সেই পরমেশ্বর এই সীমা (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া সেই পথেই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।' 'তিনি এই দেহে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেন।' 'আকাশাদি ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মেরই দেহাদি উপাধিসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপত নির্ব্বিশেষই সত্য, তাহার ভেদ কেবল জলসূর্য্যাদির ন্যায় মায়ারূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সংঘটিত হয়, ইহাই ঐ প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন। ১১

অপিচ, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনুভবও জগৎপ্রপঞ্চের বাধক অর্থাৎ মিথ্যাত্বে প্রমাণ। কারণ, আত্মা যে, নিষ্প্রপঞ্চ (নির্ব্বিশেষ), তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষীকৃত রহিয়াছে। শ্রুতি তাহাদের ঐরূপ অনুভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন—'যে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষের সমস্ত ভূতই আত্মা হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়। সেই একত্বদর্শীর তদবস্থায় মোহই বা কি, শোকই বা কি? একত্বদর্শীর নিকট ভেদসাপেক্ষ শোক মোহ স্থান

নাস্তীতি।" "এবং নির্ব্বাণমনুশাসনম্।" "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ॥" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥"

"যদেতদদৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি তদ্রূপং পারমেশ্বরম্॥
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ।
সর্ব্বভূতান্যশেষেণ দদর্শ স তদাত্মনঃ।
তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজ।
অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি।
ব্রহ্মভূতঃ স এবেহ বেদশাস্ত্র উদাহৃতঃ॥"

ইত্যেবং শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিতোঽনুভবতশ্চ প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাদত্যন্তবিলক্ষণাঃ নামসদৃশরূপাণাং মধুরতিক্তশ্বেতপীতানামপি পরস্পরাধ্যাসদর্শনাদ্ অমূর্ত্তেঽপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যাসদর্শনাদ্ আত্মানাত্মনোরত্যন্তবিলক্ষণয়োর্মূর্ত্তা-

পায় না।' 'আত্মাকে জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।' 'নির্ব্বাণের এইরূপ উপদেশ।' 'যখন অন্যের মত থাকে, অর্থাৎ ভেদ দর্শন থাকে, তখনই অন্যে অন্যকে দেখে। আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? তখন দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। [স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছে—]। 'হে ভগবন্, এই যে, মূর্ত্ত (আকারসম্পন্ন) জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল জ্ঞানময় যে তুমি, তোমাকে না জানার ফল। যোগজ জ্ঞানবিহীন পুরুষেরা ভ্রান্তিজ্ঞানের বশে তোমাকে না দেখিয়া জগৎ দেখে। কিন্তু যাহারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা সমস্ত জগৎকে সেই জ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া দর্শন করেন। নিদাঘও (তন্নামক ব্যক্তিও) সেই উপদেশের ফলে অদ্বৈত-পরায়ণ হইয়াছিলেন। হে দ্বিজবর, তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাহার পর পরামুক্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করেন। যে ব্যক্তি জগতে আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু দর্শন না করে, বেদশাস্ত্রে তিনি ব্রহ্মভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।' এই জাতীয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও অনুভব অনুসারে যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত, যেহেতু অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ-স্বভাব মধুর তিক্তাদি রসের এবং শ্বেতপীতাদি বর্ণের পরস্পর অভেদাধ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যেহেতু নিরাকার আকাশেও তল-মলিনত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস বা আরোপ দৃষ্ট হয়, সেই হেতুই মূর্ত্তামূর্ত্তরূপে (সাকার ও নিরাকার ভাবে) অত্যন্ত বিলক্ষণরূপ আত্মা ও অনাত্মা দেহাদিরও অধ্যাস সম্ভবপর হয়, এইজন্য এবং

মূর্ত্তয়োরপি তথা সম্ভবাৎ, স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিতি দেহাত্মনোরধ্যাসা-নুভবাৎ—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥"

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিদর্শনাৎ "য এনং বেত্তি হন্তারম্।" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" ইতি স্মৃতিদর্শনাচ্চ অধ্যাসস্য প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে উপনিষদা-রভ্যতে ॥ ১২

'আমি স্থূল আমি কৃশ' ইত্যাদিরূপে ঐ উভয়ের অধ্যাস অনুভবসিদ্ধ বলিয়া,—আর 'হন্তা যদি আপনাকে বধ করিতে ইচ্ছুক মনে করে এবং হত পুরুষও যদি আপনাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা উভয়েই আত্মাকে জানে না, কারণ আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তাও নহে, এবং কর্ম্মও নহে,' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে এবং 'যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে,' 'প্রকৃতিকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ' ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ অনুসারেও জানা যায় যে, আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাস অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই অধ্যাস অপনয়নের জন্য এবং আত্মার একত্ববিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এই উপনিষৎ শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। ১২

শান্তিপাঠঃ।

ওঁম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
ওঁম্ হরিঃ ওঁম্॥
॥ ওঁম্ পরমাত্মনে নমঃ॥

ওঁম্ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ।

সরলার্থঃ। প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্। শ্বেতাশ্বতর-মন্ত্রাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥ [ব্রহ্মবাদিন ঋষয়ঃ মিলিতাঃ সন্তঃ অন্যোঽন্যং প্রপচ্ছুঃ। প্রশ্নপ্রকরানাহ—ব্রহ্মবাদিনঃ ইত্যাদি।] ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবদনশীলা ঋষয়ঃ) বদন্তি (মিলিতাঃ সন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি—) হে ব্রহ্মবিদঃ, কারণং (কারণতয়া প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম কিং? (কিংলক্ষণম্?) অথবা ব্রহ্ম কিং কারণম্? (নিমিত্তং, উপাদানং, উভয়াত্মকং বা?) [ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ]। কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ) [বয়ং] জাতাঃ (উৎপন্নাঃ) স্ম (ভবেম)? [উৎপন্নাশ্চ] কেন (কারণবিশেষেণ) জীবাম (জীবনং ধারয়াম)? [অন্তকালে] ক্ক (কুত্র) চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ (স্থিতিং লভেমহি)? কেন (শক্তিবিশেষেণ) অধিষ্ঠিতাঃ (পরিচালিতাঃ সন্তঃ) সুখেতরেষু (দুঃখেষু, যদ্বা সুখেষু ইতরেষু দুঃখেষু চ) ব্যবস্থাং (নিয়মং) বর্ত্তামহে (অনুসরাম)? [ইত্যপরে চত্বারঃ প্রশ্না বিচারবিষয়াঃ]।

মূলানুবাদ।—[ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একদা একত্রিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে ব্রহ্মবাদিগণ, জগৎকারণ ব্রহ্ম কি প্রকার? অথবা ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ?—নিমিত্ত কারণ? উপাদান কারণ? অথবা নিমিত্ত-উপাদান উভয় কারণ? [এই একটি প্রশ্ন]। আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? জন্মের পর কাহার সাহায্যে জীবিত আছি? বিনাশের পর কোথায় যাইয়া স্থিতি লাভ করিব? এবং কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখ-দুঃখভোগের নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছি? [এই চারিটি অপর প্রশ্ন] ॥১।১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি শ্বেতাশ্বতরাণাম্ মন্ত্রোপনিষৎ। তস্য অল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি। ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রহ্মবদনশীলাঃ সর্ব্বে সম্ভূয় বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম। কিমিতি স্বরূপবিষয়োঽয়ং প্রশ্নঃ। অথবা কারণং ব্রহ্ম?—আহোস্বিৎ কালাদি—কালস্বভাব ইতি বক্ষ্যমাণম্? অথবা কিং কারণং ব্রহ্ম—সিদ্ধিরূপমুপাদানভূতং কিমিত্যর্থঃ? অথবা বৃংহতি বৃংহয়তি

জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।

তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যৈব নির্ব্বচনান্নিমিত্তোপাদানয়োরুভয়োর্ব্বা প্রশ্নঃ—কিং কারণং ব্রহ্মেতি। কিং ব্রহ্ম কারণম্? আহোস্বিৎ কালাদি? অথবা অকারণমেব? কারণত্বেঽপি কিং নিমিত্তম্? উতোপাদানম্? অথবোভয়ম্? তদ্বা কিংলক্ষণমিতি বক্ষ্যমাণপরিহারানুরূপেণ তন্ত্রেণাবৃত্ত্যা বা প্রশ্নেষ্বপি সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, প্রশ্নাপেক্ষত্বাৎ পরিহারস্য। কুতঃ স্ম জাতাঃ—কুতো বয়ং কার্য্যকরণ-

ভাষ্যানুবাদ। "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" ইত্যাদি উপনিষদ্ হইতেছে শ্বেতাশ্বতরশাখীয় মন্ত্রোপনিষদ্ (১)। আমরা তাহার অনতিবিস্তীর্ণ বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আরম্ভ করিতেছি—

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি। ব্রহ্মবাদিগণ—যাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় তৎপর, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, [আপনারা বলুন,] জগৎকারণ ব্রহ্ম কিরূপ? অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? এটী ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন। অথবা, জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? কিংবা কাল প্রভৃতি? যাহা "কালঃ স্বভাবঃ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে। অথবা, ব্রহ্ম কোন্ কারণ?—স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান কারণ? অথবা, যেহেতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং [অপরকেও] বর্দ্ধিত করেন, সেই হেতু পর ব্রহ্ম (নিরতিশয় বৃহৎ ও সকলের বৃদ্ধির কারণ) বলা হয়, স্বয়ং শ্রুতিই এইরূপ নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ক প্রশ্ন, অথবা তদুভয় সম্বন্ধেই প্রশ্ন। প্রশ্নের আকার এইরূপ—ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? অথবা উপাদান কারণ? কিংবা নিমিত্ত ও উপাদান উভয় প্রকার কারণ? [উক্ত বিভিন্ন পক্ষানুসারে "কিং কারণং ব্রহ্ম"—এই বাক্যোক্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণ এইরূপ—] জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? অথবা কাল ও স্বভাব প্রভৃতি? অথবা ব্রহ্ম আদৌ কারণই নয়? আর কারণ হইলেও নিমিত্ত কারণ? কিংবা উপাদান কারণ? অথবা উভয় কারণই? এবং তাহার লক্ষণই বা কি? পরে এই সকল প্রশ্নের যেরূপ পরিহার করা হইবে, তদনুসারে প্রশ্নের মধ্যেও একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে [কতক বিষয়গুলি] সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, কারণ, প্রশ্ন ও পরিহার একরূপ হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ প্রশ্নের অনুরূপই উত্তর হইয়া থাকে। ১

(১) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের বহু শাখা আছে। তন্মধ্যে একটী শাখার নাম 'কঠ'। কঠ শাখার মন্ত্রভাগেও কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, ব্রাহ্মণভাগেও আছে। আলোচ্য উপনিষদ্‌খানা যে, কঠশাখীয় মন্ত্রভাগের অন্তর্গত, তাহাই এখানে ভাষ্যকার 'মন্ত্রোপনিষদ্' কথায় বলিয়া দিয়াছেন।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১।১॥

বয়ং জাতাঃ? স্বরূপেণ জীবানামুৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।" "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি, "জরামৃত্যু শরীরস্য", "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইতি। তথা চ স্মৃতিঃ—"অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে" ইতি। কিঞ্চ, জীবাম কেন—কেন বা বয়ং সৃষ্টাঃ সন্তো জীবাম? ইতি স্থিতিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ। ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ প্রলয়কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতা নিয়মিতাঃ কেন সুখেতরেষু সুখদুঃখেষু—বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্—হে ব্রহ্মবিদঃ, সুখদুঃখেষু ব্যবস্থাং কেনাধিষ্ঠিতাঃ সন্তোঽনুবর্ত্তামহ ইতি সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়নিয়মহেতুঃ কিমিতি প্রশ্নসংগ্রহঃ ॥ ১ । ১ ॥

[দ্বিতীয় প্রশ্ন—"কুতঃ স্ম জাতাঃ"—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? নিত্য জীবাত্মার স্বরূপতঃ (স্বাভাবিক ভাবে) উৎপত্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় না, এইজন্য ['বয়ং' অর্থে দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন—দেহী বুঝিতে হইবে।] সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'বিশেষদর্শী পুরুষ জন্মেও না, মরেও না।' 'জীব-পরিত্যক্ত এই শরীর মরে, কিন্তু জীব মরে না।' 'জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম।' 'অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা অবিনাশী ও অনুচ্ছেদ্য অর্থাৎ বিনষ্ট না হওয়াই ইহার স্বভাব।' সেইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে- 'জন্মরহিত আত্মাই শরীরগ্রহণ বশতঃ 'জাত' বলিয়া উক্ত হয়।'

আরও এক প্রশ্ন—আমরা সৃষ্ট হইয়া কাহার দ্বারা জীবন ধারণ করি? এটী স্থিতিবিষয়ক প্রশ্ন। তাহার পর, প্রলয়কালে আমরা কোথায় স্থিতি লাভ করি? এবং কাহার দ্বারা নিয়মিত (পরিচালিত) হইয়া আমরা সুখদুঃখ-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া থাকি? (২) ॥ ১।১ ॥

(২) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে সুখ ও দুঃখের বিভাগ চিরপ্রসিদ্ধ। সুখ সকলেরই প্রিয়, এবং দুঃখ সকলেরই অপ্রিয়। সুখ চায় না, বা দুঃখ চায়, এমন জীব জগতে নাই। তথাপি লোক যে, দুঃখকর পথে পদার্পণ করে, নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে কোন এক মহাশক্তির ইঙ্গিত বা প্রেরণা আছে। জিজ্ঞাসা হইল—সেই মহাশক্তিটী কে?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্ ।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥১।২॥

সরলার্থঃ । [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদং দ্রঢ়য়িতুং তৎপ্রতিপক্ষভূতান্ বাগাদীন্ নিরাকরোতি কাল ইত্যাদিনা ।]

কালঃ (সর্ব্বভূতানাং পরিণামহেতুঃ) যোনিঃ (কারণং)? তথা স্বভাবঃ (পদার্থানাং কার্য্যনিয়ামিকা শক্তিঃ) যোনিঃ? নিয়তিঃ (পুণ্যপাপাত্মকং প্রাক্তনং কর্ম্ম) [যোনিঃ]? অথবা যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি), পুরুষঃ (বিজ্ঞানাত্মা—জীবঃ), [এতেষামন্যতমং প্রত্যেকং বা] যোনিঃ (কারণম্)? ইতি চিন্ত্যম্ (চিন্তনীয়ং, নৈব কারণমিতি ভাবঃ)। তথা এষাং (কালাদীনাং) সংযোগঃ (সংঘাতঃ সম্মেলনং) তু (অপি) ন [যোনিঃ]; [কুতঃ ?] আত্মভাবাৎ (এতদধ্যক্ষস্য চেতনস্যাত্মনো বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ)। [তর্হি আত্মৈব কারণমস্তু ? নেত্যাহ] সুখদুঃখহেতোঃ (পুণ্যপাপাত্মকস্য কর্ম্মণঃ) অনীশঃ (অপ্রভুঃ—কর্ম্মপরতন্ত্রঃ) আত্মা (জীবঃ) অপি [ন যোনিঃ]। [কালাদীনামচেতনত্বাৎ অচেতনপ্রবৃত্তেশ্চ চেতনাধীনত্বাৎ এতদন্যতমস্য তৎসংযোগস্য বা নৈব মূলকারণত্বম্, তথা কর্ম্মাধীনতয়া চেতনস্যাপি জীবাত্মনঃ নৈব মূলকারণত্বসম্ভব ইত্যাশয়ঃ]॥ ১।২ ॥

মূলানুবাদ । [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদ দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে কাল প্রভৃতির কারণতাবাদ খণ্ডন করিতেছেন—] সর্ব্ববস্তুর বিকারকারী কাল, স্বভাব (নিয়মিত বস্তুশক্তি), নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ ও পুরুষ (জীবাত্মা), ইহাদের প্রত্যেকটী বা কোন একটী মূল কারণ কি না, তাহা চিন্তনীয় অর্থাৎ ইহারা মূল কারণ নহে। ইহাদের পরস্পর সংযোগও কারণ নহে; কেন না, ইহাদের কার্য্যে চেতন আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত। এইরূপ চেতন আত্মাও যখন স্বীয় সুখদুঃখের হেতুভূত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের অধীন, তখন সেও মূল কারণ হইতে পারে না॥১।২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । ইদানীং কালাদীনি ব্রহ্মকারণবাদ-প্রতিপক্ষভূতানি বিচারবিষয়ত্বেন দর্শয়তি—কালঃ স্বভাব ইতি। যোনিশব্দঃ সম্বধ্যতে। কালো যোনিঃ কারণং স্যাৎ। কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ স্বভাবঃ— স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ—অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিঃ অবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম, তদ্বা কারণম্? যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ। ভূতানি

ভাষ্যানুবাদ । এখন [তৃতীয় শ্রুতিতে] ব্রহ্মকারণবাদের অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, এই সিদ্ধান্তের বিরোধী বাদসকল বিচার্য্য বিষয়রূপে

আকাশাদীনি বা যোনিঃ। পুরুষো বা বিজ্ঞানাত্মা যোনিঃ। ইতি ইত্থমুক্তপ্রকারেণ কিং যোনিরিতি চিন্ত্যা চিন্ত্যং নিরূপণীয়ম্। কেচিদ্ যোনিশব্দং প্রকৃতিং বর্ণয়ন্তি। তস্মিন্ পক্ষে কিংকারণং ব্রহ্মেতি পূর্ব্বোক্তং কারণপদমত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্।

প্রদর্শন করিতেছেন—'কালঃ স্বভাব' ইত্যাদি। মূলে উক্ত 'যোনি' শব্দটী প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে। [যোনি অর্থ—কারণ।] জগতের মূল কারণ কি কাল? অথবা স্বভাব? কিংবা নিয়তি? অথবা যদৃচ্ছা? না, আকাশাদি ভূতবর্গ? কিংবা পুরুষ? এই বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে, বিচার দ্বারা সত্য নিরূপণ করিতে হইবে। এখানে যাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের বিপরিণাম বা রূপান্তর সংঘটিত হয়, তাহার নাম কাল। স্বভাব অর্থ—পদার্থগত নির্দ্দিষ্ট শক্তি, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। নিয়তি অর্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম। যদৃচ্ছা অর্থ—আকস্মিক সংঘটন। ভূত—আকাশাদি পঞ্চভূত। পুরুষ অর্থ—বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা। কেহ কেহ এখানে যোনিশব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা অব্যক্ত অর্থ বর্ণনা করেন। সে পক্ষে প্রথমোক্ত 'কারণ' শব্দটী আকর্ষণ করিয়া 'যোনি' শব্দের সহিত মিলিত করিতে হইবে, [যোনি—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, তাহা কারণ কি?]

অতঃপর কাল ও স্বভাব প্রভৃতির অকারণভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"সংযোগ এষাম্" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, [প্রথমে প্রশ্ন হইল যে,] কাল ও স্বভাব প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ? অথবা উহাদের সমূহ বা সমষ্টি কারণ? কাল প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ হইতে পারে না, কেন না, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশকাল প্রভৃতি সংহত (মিলিত) হইয়াই কার্য্যকরণে সমর্থ হয়, অসংহত ভাবে নহে; এবং কাল প্রভৃতির সংযোগও কারণ নহে, অর্থাৎ কাল প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই যে, কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, সমূহ বা সংহতিমাত্রই পরার্থ—পরের উপকার সাধনই সম্মিলিত ভাবের প্রধান প্রয়োজন; কাজেই সংযোগ বা সংহতি হয়—সেই প্রধানের শেষ (অঙ্গ), আর যাহার উদ্দেশ্যে সংহত হয়, সে হয় শেষী (অঙ্গী বা প্রধান)। আত্মাই ঐ সংযোগের শেষীরূপে যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অস্বতন্ত্র (পরাধীন) জড়সংযোগ কখনই নিয়মিতভাবে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়রূপ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতে পারে না (৩)। ভাল, তাহা হইলে আত্মা ত

---

(৩) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কিছু সংহত—পরস্পরের সংযোগ-সমন্বিত, সে সমস্তই পরার্থ—পরের উপকার বা অপকার সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। গৃহ প্রভৃতি বস্তুগুলি সংহত—কতকগুলি অবয়বের সম্মিলনে সম্ভূত; অথচ সে সমস্তই চেতন মনুষ্যাদির উপকারে পরিসমাপ্ত, নিজের কোন প্রকার উপকারের অপেক্ষা রাখে না। এইরূপ কাল প্রভৃতির সংযোগজ সংঘাতও নিশ্চয়ই পরার্থ হইবে, সেই পর বস্তুটী অসংহত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অনবস্থাদোষ ঘটে। সেই অসংহত বস্তুই আত্মা। আত্মার উপকারার্থই জড়ের সংঘাত হইয়া থাকে। এই কারণে পরাধীন সংযোগকে মূল কারণ বলা অসঙ্গত হয়।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

তত্র কালাদীনামকারণত্বং দর্শয়তি—সংযোগ এষামিত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—কিং কালাদীনি প্রত্যেকং কারণম্? উত তেষাং সমূহঃ? ন চ প্রত্যেকং কালাদীনাং কারণত্বং সম্ভবতি, দৃষ্টবিরুদ্ধত্বাৎ। দেশকালনিমিত্তানাং সংহতানামেব লোকে কার্য্যকরত্বদর্শনাৎ। ন চাপ্যেষাং কালাদীনাং সংযোগঃ সমূহঃ কারণম্। সমূহস্য সংহতেঃ পরার্থত্বেন শেষত্বেন শেষিণ আত্মনো বিদ্যমানত্বাদস্বাতন্ত্র্যাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়নিয়মলক্ষণ-কার্য্যকরণত্বাযোগাৎ। আত্মা তর্হি কারণং স্যাদেব, অত আহ—আত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোরিতি। আত্মা জীবোঽপ্যনীশঃ অস্বতন্ত্রো ন কারণম্। অস্বাতন্ত্র্যাদেব চাত্মনোঽপি সৃষ্ট্যাদিহেতুত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কথমনীশত্বম্? সুখদুঃখহেতোঃ সুখদুঃখহেতুভূতস্য পুণ্যাপুণ্যলক্ষণস্য কর্ম্মণো বিদ্যমানত্বাৎ, কর্ম্মপরবশত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাচ্চ। ত্রৈলোক্যসৃষ্টিস্থিতিনিয়মে সামর্থ্যং ন বিদ্যত এবেত্যর্থঃ। অথবা সুখদুঃখাদিহেতুভূতস্যাধ্যাত্মিকাদিভেদভিন্নস্য জগতোঽনীশো ন কারণম্॥ ১।২॥

নিশ্চয়ই কারণ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মাঽনীশ ইত্যাদি। অস্বাধীন (অনীশঃ) আত্মা—জীবাত্মাও কারণ নহে। অস্বাতন্ত্র্যনিবন্ধনই জীবাত্মার পক্ষেও সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কারণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। জীবাত্মার অস্বাতন্ত্র্য কেন? যেহেতু সুখদুঃখের কারণ—পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই হেতুই জীব কর্ম্মপরবশ; কর্ম্মপরবশ বলিয়াই স্বতন্ত্র নহে; সেই কারণেই যথানিয়মে ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংরক্ষণাদি কার্য্যে তাহার সামর্থ্য নাই। অথবা, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জগৎই জীবের সুখদুঃখ-হেতু। অস্বাধীন জীব কখনই আপনার সুখদুঃখপ্রদ জগতের কারণ হইতে পারে না। [জীব কারণ হইলে আপনার সুখপ্রদ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিত, দুঃখপ্রদ করিত না]॥১।২॥

সরলার্থঃ। [তে চৈবং কালাদীনাং কারণত্বং নিরাকৃত্যাপি মূলকারণং নিরূপয়িতুমপারয়ন্তঃ ধ্যানযোগেন তদ্ বুবুধিরে ইত্যাহ—তে ধ্যানেত্যাদি]।

তে (ব্রহ্মবাদিনঃ) ধ্যানযোগানুগতাঃ (ধ্যানমেব যোগঃ, তম অনুগতাঃ তত্র নিরতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ), স্বগুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ, তৎকার্য্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভির্ব্বা) নিগূঢ়াম্ (আবৃতাং—ততো বিবেকেন গ্রহীতুমশক্যাং); দেবাত্মশক্তিং (দেবস্য স্বয়ং প্রকাশমানস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) শক্তিং (কার্য্যকারিণীং মায়াং ঈশ্বরাধীনামিতি ভাবঃ), অপশ্যন্ (কারণমিতি বিজ্ঞাতবন্তঃ)। যঃ একঃ তানি (উক্তানি) কালাত্মযুক্তানি (কালাদি-পুরুষপর্য্যন্তানি) নিখিলানি কারণানি (কারণরূপেণ বিতর্কিতানি) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালয়তি), [তস্য শক্তিমিত্যাশয়ঃ]॥১।৩॥

মূলানুবাদ। সেই সকল ব্রহ্মবাদী [তর্ক দ্বারা মূলকারণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া] ধ্যানস্থ হইলেন। সেই ধ্যানযোগের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার স্বগুণাবৃত শক্তিকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্তু (পরমাত্মা) কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহকে পরিচালিত করেন, [তাঁহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন]॥ ১।৩॥

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং পক্ষান্তরাণি নিরাকৃত্য প্রমাণান্তরাগোচরে বস্তুনি প্রকারান্তরমপশ্যন্তো ধ্যানযোগানুগমেন পরমমূলকারণং স্বয়মেব প্রতিপেদিরে— ইত্যাহ—তে ধ্যানযোগেতি। ধ্যানং নাম চিত্তৈকাগ্র্যং, তদেব যোগঃ;— যুজ্যতেঽনেনেতি ধ্যাতব্যস্বীকারোপায়ঃ, তমনুগতাঃ সমাহিতা অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ দেবাত্মশক্তিমিতি। পূর্ব্বোক্তমেব প্রশ্নসমুদায়পরিহারাণাং সূত্রম্ উত্তরত্র প্রত্যেকং প্রপঞ্চয়িষ্যতে। তত্রায়ং প্রশ্নসংগ্রহঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? আহোস্বিৎ কালাদি? তথা কিং কারণং ব্রহ্ম? আহোস্বিৎ কার্য্যকারণবিলক্ষণম্? অথবা কারণং বা অকারণং বা? কারণত্বেঽপি কিমুপাদানম্? উত নিমিত্তম্? অথবোভয়কারণং? ব্রহ্ম কিংলক্ষণম্? অকারণং বা ব্রহ্ম কিংলক্ষণমিতি। তত্রায়ং পরিহারঃ—ন কারণং, নাপ্যকারণং, ন চোভয়ং, নাপ্যনুভয়ং, ন চ নিমিত্তং, ন চোপাদানং, ন চোভয়ম্। এতদুক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনো ন স্বতঃ কারণত্বম্ উপাদানত্বং নিমিত্তত্বঞ্চ। ১

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহারা সম্ভাবিত পক্ষসমূহ এইরূপে খণ্ডন করিয়া অন্য কোনও প্রমাণের অবিষয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণে যাহাকে জানিতে পারা যায় না, সেই মূল কারণ বস্তুটী জানিবার আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ধ্যানযোগের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তে ধ্যান-যোগেতি।

ধ্যান অর্থ চিত্তের একাগ্রতা (একই বিষয়ে চিত্ত-প্রবণতা), তাহাই যোগ অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু আয়ত্ত করিবার উপায়। যাহা দ্বারা চিত্তসংযোজন করা যায়, তাহাই যোগশব্দের অর্থ ; [সুতরাং ধ্যানও যোগমধ্যে পরিগণ্য]। তাঁহারা সেই ধ্যানযোগের অনুগত—সমাহিত (সমাধিযুক্ত) হইয়া [জগতের মূল কারণরূপে] দেবাত্ম-শক্তিকে দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে কথিত প্রশ্ন-পরিহারের সূত্ররূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, ইতঃপর তাহাই এক একটী করিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। সেই উক্তিগুলির সংক্ষেপার্থ এইরূপ—প্রথম প্রশ্ন—ব্রহ্মই কারণ অথবা কাল প্রভৃতি কারণ? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ? না—কার্য্য-কারণভাব-রহিত? তৃতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ? না—অকারণ? চতুর্থ প্রশ্ন—কারণ হইলেও, উপাদান কারণ? কিংবা নিমিত্ত কারণ? অথবা উভয় কারণ? পঞ্চম প্রশ্ন—ব্রহ্ম কারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ (স্বরূপ) কিরূপ? আর অকারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ কিরূপ? এই সকল প্রশ্নের পরিহার বা সমাধান এইরূপ—ব্রহ্ম কারণ নয়, অকারণও নয়, উভয়রূপও নয়, অনুভয়রূপও নয়, এবং তিনি নিমিত্ত নয়, উপাদানও নয়, অথবা উভয়াত্মকও নয়। এই কথা বলা হইতেছে যে, অদ্বিতীয় পরমাত্মার (পর ব্রহ্মের) স্বরূপতঃ কারণতা বা উপাদান-নিমিত্তভাব কিছুই নাই। সে সমস্তই ঔপাধিক। ১

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

যদুপাধিকমস্য কারণত্বাদি, তদেব কারণং নিমিত্তমুপপাদ্য তদেব প্রযোজকং নিষ্কৃষ্য দর্শয়তি—দেবাত্মশক্তিমিতি। দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং—ন সাঙ্খ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্। দর্শয়িষ্যতি চ—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥" ইতি

তথা ব্রাহ্মে—"এষা চতুর্বিংশতিভেদভিন্না মায়া পরাপ্রকৃতিস্তৎসমুত্থা।"

তথা চ— "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" ইতি

স্বগুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভিশ্চ নিগূঢ়াং সংবৃতাম্, কার্য্যাকারেণ কারণাকারস্যাভিভূতত্বাৎ কার্য্যাৎ পৃথক্স্বরূপেণোপলব্ধমযোগ্যামিত্যর্থঃ। তথা চ প্রকৃতিকার্য্যত্বং গুণানাং দর্শয়তি ব্যাসঃ—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ" ইতি। কোঽসৌ দেবঃ? যস্যেয়ং বিশ্বজননী শক্তিরভ্যুপগম্যতে? ইত্যত্রাহ—যঃ কারণানীতি। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি পূর্ব্বোক্তানি কালাত্মযুক্তানি কালাত্মভ্যাং যুক্তানি কালপুরুষসংযুক্তানি স্বভাবাদীনি 'কালঃ

যে উপাধিসহযোগে ব্রহ্মের কারণত্বাদি ঘটে, বস্তুতঃ তাহাই নিমিত্ত কারণ; একথা সমর্থনপূর্ব্বক তাহার প্রযোজকতা পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন—"দেবাত্মশক্তিম্" ইত্যাদি। স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মার আত্মভূতা—অস্বতন্ত্রা, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতির ন্যায় স্বতন্ত্রা নহে, পরন্তু পরমেশ্বরের অধীনা শক্তিকে (মায়াকে) তাঁহারা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। [এই দৃষ্টা শক্তি যে মায়া, তাহা] 'মায়াকে প্রকৃতি (জগৎকারণ) বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে (মায়াযুক্তকে) মহেশ্বর বলিয়া জানিবে'—এই বাক্যে প্রদর্শিত হইবে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে—"মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি ভাগে বিভক্ত। এই মায়াই পরা প্রকৃতি।" এবং [ভগবান্ও বলিয়াছেন—] 'প্রকৃতি (মায়া) আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণার ফলে) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।' [সেই শক্তিটী] স্বগুণে সত্ত্বরজস্তমোনামক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য্য (প্রকৃতিজাত) পৃথিব্যাদি দ্বারা নিগূঢ়া অর্থাৎ আবৃতা বা আচ্ছাদিতা। কারণমাত্রই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, কারণের আকারটী কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে; সেই কারণে কার্য্যবস্তু হইতে কারণ বস্তুটীকে পৃথক্ করিয়া ধরিতে পারা যায় না। গুণসমূহ যে, প্রকৃতিজাত, তাহা বেদব্যাস দেখাইয়াছেন—'সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত' ইত্যাদি।

[পূর্ব্বে যে 'দেবাত্মশক্তি' বলা হইয়াছে,] এই দেবতাটী কে? যাঁহার এই বিশ্ব-জননী শক্তি স্বীকার করা হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যঃ কারণানি" ইত্যাদি। যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত কালাত্মযুক্ত—কাল ও আত্মসহকৃত অর্থাৎ কাল ও পুরুষসমন্বিত "কালঃ স্বভাবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত সমস্ত

স্বভাবঃ’ ইতিমন্ত্রোক্তান্যধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, তস্য শক্তিং কারণমপশ্যন্নিতি বাক্যার্থঃ। ২

অথবা দেবাত্মশক্তিং দেবতাত্মনা ঈশ্বররূপেণাবস্থিতাং শক্তিম্। তথা চ—

"সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ পরেশ্বর॥
যাঽতীতাঽগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা।
জ্ঞানধ্যানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে দেবতাং পরাম্॥" ইতি

প্রপঞ্চয়িষ্যতি স্বভাবাদীনামকারণত্বমজ্ঞানস্যৈব কারণত্বং "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি" ইত্যাদি। "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে।" "একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদি। স্বগুণৈরীশ্বরগুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্ব্বা সত্ত্বাদিভির্নিগূঢ়াং কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্তপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনৈবানুপলভ্যমানাম্। কোঽসৌ দেবঃ? যঃ কারণানীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অথবা দেবস্য পরমেশ্বরস্যাত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তম্—

"শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।" ইতি।
"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ।" ইতি চ।

স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ। সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ।

কারণের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ঐ সকল কারণকে যিনি যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তাঁহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা হইল উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ। ২

উক্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ এইরূপ—[দেবাত্মশক্তিং—] দেবাত্মা—প্রকাশময় আত্মা—পরমেশ্বর, তদ্রূপে অবস্থিতা শক্তিকে [দর্শন করিলেন]। এ বিষয়ে প্রমাণ এই—‘হে সর্ব্বাত্মন্ (সর্ব্বময়) পরমেশ্বর, তোমার যে, সর্ব্বভূতে অবস্থিত গুণাশ্রিত অপরা শক্তি, সেই চিরন্তন শক্তির উদ্দেশে নমস্কার। যাহা বাক্যের অতীত, এবং মনের অগোচর, এবং জ্ঞান ও ধ্যানগম্য নির্ব্বিশেষে পরাদেবতা, তাঁহাকে বন্দনা করি।’ ইত্যাদি। আর স্বভাবাদি যে, কারণ নহে, অজ্ঞানই মূল কারণ, তাহা শ্রুতিই ‘কোন কোন কবি স্বভাবকে কারণ বলেন,’ ‘মায়ী (পরমেশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন,’ ‘এক রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয়ের অপেক্ষা করেন না।’ ‘এক বর্ণ [যেমন] শক্তিবলে অনেক বর্ণ সৃষ্টি করেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করিবেন। [স্বগুণৈঃ] ঈশ্বরীয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সত্ত্বধর্ম্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ কার্য্য-কারণ ভাব রহিত পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে যাহার উপলব্ধি হয় না, [এমন শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন]। এই দেব কে? [উত্তর—] যিনি কারণ সমূহকে ইত্যাদি। ইহার অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। অথবা দেবশব্দবাচ্য পরমেশ্বরের আত্মভূতা এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের হেতুভূতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা শক্তিকে।—সেইরূপ উক্তিও আছে—‘ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে দেবের শক্তি।’ ‘হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁহার শক্তি’ ইত্যাদি। স্বগুণ অর্থ—সত্ত্বাদি গুণ, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজোগুণে ব্রহ্মা এবং তমোগুণে মহেশ্বর (শিব), ইঁহারা সত্ত্বাদিগুণ সম্বদ্ধ

সত্ত্বাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ স্বরূপেণ নিরুপাধিকপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনৈবামুপলভ্যমানাঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যং কুর্ব্বন্তোঽবস্থাভেদমাশ্রিত্য—শক্তিভেদব্যবহারঃ, ন পুনস্তত্ত্বভেদমাশ্রিত্য। তথা চোক্তম্—

"সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"

ইতি প্রথমমীশ্বরাত্মনা মায়িরূপেণাবতিষ্ঠতে ব্রহ্ম। স পুনর্ম্মূর্ত্তিরূপেণ ত্রিধা ব্যবতিষ্ঠতে। তেন চ রূপেণ সৃষ্টিস্থিতিসংহারনিয়মনাদি কার্য্যং করোতি। তথা চ শ্রুতিঃ পরস্য শক্তিদ্বারেণ নিয়মনাদিকার্য্যং দর্শয়তি—"লোকানীশত ঈশনীভিঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপ, অন্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ" ইতি। "ঈশনীভির্জননীভিঃ পরমশক্তিভিরিতি বিশেষণাৎ। "ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ।" ইতি স্মৃতেঃ পরমশক্তিভিরিতি পরদেবতানাং গ্রহণম্। ৪

অথবা দেবাত্মশক্তিমিতি—দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽবস্থাভেদাঃ, তাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাণাং স্বরূপভূতাং ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতাং পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণমপশ্যন্নিতি। তথাচ ত্রয়াণাং স্বরূপভূতং প্রদর্শয়িষ্যতি—

বশতই উপলব্ধির বিষয় হন, কিন্তু স্বরূপতঃ উপাধিশূন্য পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধিগোচর হন না, না হইয়া পরব্রহ্মেরই করণীয় সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার অবস্থাভেদেই ইহাদের ভেদব্যবহার, কিন্তু তত্ত্বভেদ (বস্তুভেদ) অনুসারে নহে। সেইরূপই উক্তি আছে—'সেই একই ভগবান্ জনার্দ্দন সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।' ব্রহ্ম প্রথমতঃ মায়াসম্বন্ধবশে ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন। তিনিই পুনরায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিন প্রকারে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে) অবস্থান করেন। সেই মূর্ত্তরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার ও পরিচালনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রুতিও—ব্রহ্মের শক্তি দ্বারা নিয়মনাদি (পরিচালনাদি) কার্য্য প্রদর্শন করিতেছে—'পরমেশ্বর জননানুকূল পরাশক্তির সাহায্যে সমস্ত জগৎ শাসন করেন, রক্ষা করেন এবং অন্তকালে সংহার করেন', এখানে ঈশনী অর্থ—জন্ম হেতু পরমা শক্তি; সেই শক্তি দ্বারা—বিশেষিত করায় [বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিত করিয়া থাকেন]।

'হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ইহারা ব্রহ্মের প্রধান শক্তি'—এই স্মৃতি বাক্যানুসারে বুঝা যায় যে, শ্রুতিকথিত 'পরমা শক্তি' শব্দে পর দেবতার (পরমাত্মারই) গ্রহণ, [অন্যের নহে]। ৪

অথবা ['দেবাত্মশক্তিং' কথার অর্থ এইরূপ—] দেব, আত্মা ও শক্তি যে পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা, অথচ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা পরাৎপরতরা (সর্ব্বোত্তম), সেই শক্তিকে কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, প্রকৃতি, পুরুষ (আত্মা) ও ঈশ্বর—এই তিনের স্বরূপভূত, তাহা প্রদর্শন করিবেন

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" "ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ" ইতি। স্বগুণৈর্ব্রহ্মপরতন্ত্রৈঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষণৈরুপাধিভি-র্নিগূঢ়াম্। তথা চ দর্শয়িষ্যতি "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি। "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্।" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্।" "ইহৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরম্। যঃ কারণানীতি পূর্ব্ববৎ। ৫

অথবা দেবাত্মনো দ্যোতনাত্মনঃ প্রকাশস্বরূপস্য জ্যোতিষাং জ্যোতীরূপস্য প্রজ্ঞানঘনস্বরূপস্য পরমাত্মনো জগদুদয়স্থিতিলয়নিয়মনবিষয়াং শক্তিং সামর্থ্যমপশ্য-ন্নিতি, স্বগুণৈঃ স্বব্যষ্টিভূতৈঃ সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশিতৃত্বাদিভির্নিগূঢ়াং তত্তদ্বিশেষরূপেণা-বস্থিতত্বাৎ স্বরূপেণ শক্তিমাত্রেণানুপলভ্যমানাম্। তথা চ মানান্তরবেদ্যাং শক্তিং দর্শয়িষ্যতি—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি

সমানমন্যৎ। কারণং দেবাত্মশক্তিমিতি প্রশ্নে পরিহারে চ যে যে পক্ষভেদাঃ

'ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা—এই ত্রিতয়াত্মক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে মনন করিয়া, যখন এই তিনকে ব্রহ্মরূপে লাভ করে, ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিবেন। [এ পক্ষে] স্বগুণৈঃ অর্থ—ব্রহ্ম-পরতন্ত্রপ্রকৃতিপুরুষ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিগূঢ়া। সেইরূপ প্রদর্শনও করিবেন। যথা—'একই দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে গূঢ় (আবৃত আছেন)' ইতি। অন্য শ্রুতিও আছে 'সর্ব্বভূতে অনুস্যূত হৃদয়-গুহানিহিত (প্রচ্ছন্ন), অতএব দুর্দ্দর্শ (সহজ দৃশ্য নয়, এমন) তাহাকে যিনি জানেন। এখানেই (দেহেই) বিদ্যমান ব্রহ্মকে দেবতাগণ জানেন না।' "যঃ কারণানি"—ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ। ৫

অথবা (দেবাত্মশক্তি শব্দের অন্য প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে—) [দেব অর্থ প্রকাশমান, আত্মা অর্থ স্বরূপ, সুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] দেবাত্মা দ্যোতনাত্মা অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, যিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিয়ামিকা শক্তি অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ সামর্থ্য দর্শন করিয়াছিলেন। স্বগুণসমষ্টি শক্তিময় পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি 'ব্যষ্টি ধর্ম্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ভাবে প্রকটিত হওয়ায় শুদ্ধ শক্তিরূপে যাহার উপলব্ধি হয় না, [সেই শক্তিকে]। দেখ, পারমেশ্বরশক্তি যে একমাত্র শব্দগম্য, তাহা নিজেই প্রদর্শন করিবেন? যথা—'তাহার (পরমাত্মার) কার্য্য (দেহ), করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, তাহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না। তাহার নানাপ্রকার পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবের কার্য্য শ্রবণ-গোচর হয় মাত্র, অর্থাৎ শ্রবণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না।' এ পক্ষে অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের মত। 'কারণ' ও 'দেবাত্মশক্তি' ঘটিত প্রশ্ন ও পরিহার উপলক্ষে যতগুলি পক্ষ (অর্থ ভেদ) সম্ভাবিত হয়, সে সমস্তই সংক্ষেপে

কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ১।৩ ॥

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ১।৪ ॥

প্রদর্শিতাস্তে সর্ব্বে সংগৃহীতাঃ। উত্তরত্র সর্ব্বেষাং প্রপঞ্চনাৎ, অপ্রস্তুতস্য প্রপঞ্চনা-যোগাৎ প্রশ্নোত্তরদর্শনাচ্চ, সমাসব্যাসধারণস্য চ বিদুষামিষ্টত্বাৎ। তথাচোক্তম্ "ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্" ইতি। তথা চ শ্রুত্যন্তরে সকৃৎশ্রুতস্য গোপামিতি পদস্য ব্যাখ্যাভেদঃ শ্রুত্যৈব প্রদর্শিতঃ—"অপশ্যং গোপামিত্যাহ। প্রাণা বৈ গোপা ইতি। অপশ্যং গোপামিত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যো গোপা ইতি।" "অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যারভ্য "বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইতি সকৃৎশ্রুতস্য ব্রহ্মপদস্য নিমিত্তোপাদানরূপেণার্থভেদঃ শ্রুত্যৈব দর্শিতঃ ॥ ১।৩ ॥

সংগ্রহ করা হইল। [এ সকল অর্থ কপোলকল্পিত নহে, কারণ,] পরে এ সমস্ত কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অথচ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বিস্তৃতি বিধান যখন হইতেই পারে না, [তখন বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত পক্ষগুলি শ্রুতির অভিপ্রেত, আমাদের কল্পিত নহে]। 'জগতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে অবধারণ করা, অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া পরে তাহারই সবিস্তারে বর্ণনা করা বিদ্বান্ লোকদিগের অভিমত', এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, সংক্ষেপ-বিস্তারে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা জ্ঞানিগণের অভি-প্রেত। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ আছে। সেখানে একবারমাত্র উক্ত একই 'গোপা' কথার বহুপ্রকার অর্থ স্বয়ং শ্রুতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"অপশ্যং গোপামিত্যাহ"—এ কথার অর্থ একবার বলিলেন—"প্রাণা বৈ গোপা"—প্রাণ সমূহই গোপা। পুনরায় "অপশ্যং গোপাং"—এই কথারই অর্থ করিলেন—'এই আদিত্যই গোপা' ইতি। অন্যত্র আবার "কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম ইতি?" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—যেহেতু নিজে বৃদ্ধি পান, এবং অপরের বৃদ্ধি কারক, সেই হেতু ব্রহ্মকে 'পর ব্রহ্ম' সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলা হইয়া থাকে ইতি। এখানেও শ্রুতি নিজেই একবার মাত্র শ্রুত 'ব্রহ্ম' শব্দের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। [এখানে বৃদ্ধি পান (বৃংহতি) পক্ষে নিমিত্ত কারণ, আর বৃদ্ধি করান (বৃংহয়তি) পক্ষে উপাদান কারণ বলা হইয়াছে] ॥ ১।৩ ॥

সরলার্থঃ।—[বস্তুত একরূপমপি তৎ মায়য়া প্রাপ্তানেকরূপতয়া সংসার-চক্ররূপেণ নিরূপয়িতুমাহ—] তমেকনেমিমিত্যাদি। একনেমিং—[নেমিঃ রথচক্রস্য প্রান্তভাগঃ, স এব সর্ব্বাধারঃ।] একা (সংসারবীজরূপা মায়া নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্য, তৎ), ত্রিবৃতং (ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মভির্ব্বা) আবৃতং (ব্যাপ্তং), ষোড়শান্তং (একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি চেতি ষোড়শ বিকারাঃ, ষোড়শ কলা বা অন্তঃ অবসানং বিস্তারসমাপ্তিঃ স্বরূপং বা যস্য, তৎ), শতার্দ্ধারং—(শতার্দ্ধং—পঞ্চাশৎ ; পঞ্চাশৎ বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিসংজ্ঞকাঃ প্রত্যয়ভেদাঃ অরাঃ চক্রশলাকা যস্য, তৎ), বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ—(ইন্দ্রিয়াণি দশ, তেষাং বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়শ্চ দশ ইতি বিংশতিঃ প্রত্যরাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায় স্থাপিতাঃ কীলকাঃ, তাভিঃ—ইতঃ) (যুক্তং)। ষড়্ভিঃ (ষট্প্রকারৈঃ) অষ্টকৈঃ (প্রকৃত্যষ্টকং, ধাত্বষ্টকং, অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকং, ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাবাষ্টকং, ব্রহ্মপ্রজা-পত্যাদি দেবাষ্টকং, দয়াদ্যাত্মগুণাষ্টকং, (এতৈঃ) [যুক্তং], বিশ্বরূপৈকপাশং—(বিশ্বরূপঃ কাম্যবিষয়ভেদাৎ নানারূপঃ) কামঃ একঃ মুখ্যঃ পাশঃ—বন্ধনরজ্জুঃ যস্য, তৎ), ত্রিমার্গভেদং (ত্রয়ঃ মার্গভেদাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানরূপাঃ, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-রূপা বা যস্য, তৎ) দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—(দ্বয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ নিমিত্তং—কারণভূতঃ একঃ মুখ্যঃ মোহঃ অনাত্মসু দেহেন্দ্রিয়াদিষু অভিমানরূপঃ যস্য, তৎ) তৎ (কারণং) [অপশ্যন্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অথবা 'অধীম' ইত্যুত্তরমন্ত্রস্থ-ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ। বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিপ্রভৃতীনাং স্বরূপভেদা ভাষ্যতো জ্ঞাতব্যাঃ।] ॥ ১।৪ ॥

মূলানুবাদ।—[তাঁহারা ধ্যানযোগে যে কারণটি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও মায়া দ্বারা অনেকরূপে প্রকটিত হয়, এই জন্য সংসার-চক্ররূপে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন—] একনেমি, ত্রিবৃত ষোড়শান্ত, পঞ্চাশটি অরযুক্ত (চক্রশলাকাযুক্ত), বিংশতিপ্রকার প্রত্যর ও ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত, এবং বিশ্বরূপ (জগৎবৈচিত্র্য) যাহার পাশ বা বন্ধনরজ্জু, যাহাকে পাইবার পথ তিন প্রকার, এবং সুখ-দুঃখের নিমিত্ত যেখানে মোহের বিকাশ, এবম্ভূত সেই কারণ বস্তু তাঁহারা [দর্শন করিয়াছিলেন, অথবা পর শ্লোকোক্ত 'অধীম' (জানি) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ]। [মূলস্থ নেমি অর্থ—রথচক্রের প্রান্তভাগ, যাহা মাটী স্পর্শ করে। ত্রিবৃত অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, অথবা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ষোড়শান্ত—অন্ত অর্থ এখানে নাভিচক্রের বাহিরের অংশ। অর অর্থ—চক্রের শলাকা। প্রত্যর অর্থ—চক্রশলাকার দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য যে সকল খিল দেওয়া হয়, তাহা। এতদতিরিক্ত ষোড়শ, পঞ্চাশৎ (শতার্দ্ধ), অষ্টক প্রভৃতির বিভাগ ও সেই সকলের প্রকৃত স্বরূপ ভাষ্যানুবাদে দ্রষ্টব্য] ॥ ১।৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবংতাবৎ "দেবাত্মশক্তিং" "যঃ কারণানি নিখিলানি কালাত্মনা যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ইতি একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ স্বরূপেণ শক্তি-রূপেণ চ নিমিত্তকারণোপাদানকারণত্বং মায়িত্বেনেশ্বররূপত্বং দেবতাত্মত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-

রূপত্বং, অমায়িত্বেন সত্যজ্ঞানানন্দাদ্বিতীয়রূপত্বঞ্চ সমাসেন শ্রুত্যর্থাভ্যামভিহিতম্। ইদানীং তমেব সর্ব্বাত্মানং দর্শয়তি কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বপ্রতিপাদনেন। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি নিদর্শনেনাদ্বিতীয়া-পূর্ব্বানপর - নেতিনেত্যাত্মকবাগগোচরাশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টপ্রত্যস্তমিতভেদ - চিৎসদানন্দ-ব্রহ্মাত্মত্বং প্রদর্শয়িতুমনাঃ প্রকৃত্যৈব প্রপঞ্চভ্রান্তামবস্থাং প্রাপ্তস্য পরব্রহ্মণ ঈশ্বরা-ত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাপহতপাপ্মাদিরূপেণ দেবতাত্মনা ব্রহ্মাদিরূপেণ কার্য্যাদিরূপেণ বৈশ্বানরাদিরূপেণ চ মোক্ষাপেক্ষিতশুদ্ধ্যর্থাং "স যদি পিতৃলোককামঃ" ইতি বিশ্বৈশ্বর্য্যার্থাং "মাং বা নিত্যং শঙ্করং বা প্রয়াতি।" ইত্যাদি দেবতা-সাযুজ্যপ্রাপ্ত্যর্থাং বৈশ্বানরপ্রাপ্ত্যর্থাঞ্চোপাসনার্থামশেষলৌকিকবৈদিককর্ম্মপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি চ। যদি কার্য্যকারণরূপেণ স্বরূপেণ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা চ ব্যব-স্থিতং ন স্যাৎ, তদা ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃভাবে সংসার-মোক্ষয়োরভাব এব স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম মন্ত্রোক্ত "দেবাত্মশক্তিং" ও "যঃ কারণানি নিখিলানি কালাত্মনা যুক্তানি অধিতিষ্ঠতি একঃ"—এই দুইটী শ্রুতিবাক্যের যথোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা সংক্ষেপতঃ বলা হইল যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই স্বরূপে (চৈতন্যরূপে) নিমিত্ত কারণ, এবং শক্তিরূপে (মায়াপ্রাধান্যে) উপাদান কারণ। তিনিই আবার মায়িকরূপে (মায়া দ্বারা উপহিত ভাবে) ঈশ্বর, দেবতা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শব্দবাচ্য হন, আর অমায়িকরূপে (মায়াসম্বন্ধশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যরূপে) এক অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান আনন্দরূপে প্রতিভাত হন। এখন কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মারই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন। 'বিকার (কার্য্য বস্তু) ঘটপটাদি কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য' এই উত্তম উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত যে, পর ব্রহ্মের অদ্বিতীয় (দ্বিতীয়রহিত—এক), কার্য্য-কারণভাবশূন্য 'নেতি নেতি' রূপে সর্ব্বনিষেধাত্মক, এবং বাক্যের অগোচর, ক্ষুধাতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মভাব (ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ), তাহা প্রতিপাদন করিতে অভিলাষী হইয়া—প্রকৃতি দ্বারা ভ্রান্তিময় অবস্থা প্রাপ্ত পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য যত প্রকার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মপদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বিশেষ এই যে, মোক্ষোপযোগী চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব নিষ্পাপত্বাদিগুণযুক্ত ঈশ্বর ভাবে, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য (ভোগসম্পদ্) পাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে দেবতাভাবে ব্রহ্মারূপে কিংবা ইন্দ্রচন্দ্রাদিরূপে, অথবা 'আমাকে বা শঙ্করকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি প্রমাণানুসারে দেবতার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্তির আশায়, অথবা বৈশ্বানরত্ব লাভের জন্য বৈশ্বানররূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে। পরমাত্মা কার্য্যাকারে অবস্থানকালেও যদি স্বরূপে—অদ্বিতীয় সৎচিদ্-আনন্দ ব্রহ্মভাবে বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের অভাব হয়, অর্থাৎ

অধিকারিণোঽভাবেন সাধনভূতস্য প্রপঞ্চস্যাভাবাৎ। তৎফলদাতুশ্চেশ্বরস্যাভাবাৎ। তথা সংসারাদিভূতমীশ্বরং দর্শয়তি—সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুরিতি। তথা চ সংসারমোক্ষয়োরভাব এব স্যাৎ, তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চাত্মবস্থানং দর্শয়তি—

"একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
স চেদবিন্দদানন্দং ন সত্যং নানৃতং ভবেৎ॥"

সনৎসুজাতেঽপি "একং পাদং নোৎক্ষিপতি"—ইত্যাদি। তথা চ শ্রুতিঃ "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি। ১

তত্র প্রথমেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাত্মানং ব্রহ্মচক্রং দর্শয়তি, দ্বিতীয়েন নদীরূপেণ। তমেকেতি। য একঃ কারণানি নিখিলানি অধিতিষ্ঠতি, তমেকনেমিং—যোনিঃ কারণম্ অব্যাকৃতমাকাশং পরমব্যোম মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিঃ তমোঽবিদ্যা ছায়া অজ্ঞানং অনৃতম্ অব্যক্তমিত্যেবমাদিশব্দৈরভিলপ্যমানা একা কারণাবস্থা নেমিরিব

কে কোন্ বিষয় ভোগ করিবে, ইহার নিয়ামক থাকে না, নিয়ামক না থাকিলে সংসার ও মুক্তি উভয়েরই অভাব হইতে পারে। আর অধিকারের নিয়ম না থাকায় অধিকারীরও অভাব হইতে পারে। অধিকারীর অভাবে সাধন জগতেরও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা; কারণ, সাধনোচিত ফলদাতা ঈশ্বরের অভাবে, কে সে ফলের ব্যবস্থা করিবে? ঈশ্বরই যে, সংসারাদি লাভের হেতু, তাহা 'ঈশ্বরই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধের হেতু'—এই শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বরের অভাবে সংসার ও মোক্ষ উভয়েরই অভাব হইতে পারে। সংসার ও মোক্ষ সিদ্ধির জন্যই জগৎপ্রপঞ্চের স্থিতি, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যও প্রদর্শন করিতেছে—'হংস যখন জল হইতে উড্ডয়ন করে, তখন একটী মাত্র চরণ উপরে উঠায় না, অর্থাৎ উভয় পা-ই উৎক্ষেপণ করে, এইরূপ সেই সাধক যদি আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সত্য মিথ্যা দুই থাকে না।' সনৎসুজাত পর্ব্বেও "একং পাদং নোৎক্ষিপতি" ইত্যাদি বচনটী পঠিত আছে। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'তাহার (ব্রহ্মের) একপাদ হইতেছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, আর তাহার তিন পাদ (অংশ) অমৃতময় স্বপ্রকাশরূপে রহিয়াছে, অর্থাৎ জগতের বাহিরে আছে'। ১

পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচক্ররূপে (ব্রহ্মাণ্ডচক্র-রূপে), আর দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাকেই নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—"তম্ একনেমিং" ইত্যাদি। যে এক পরমাত্মা সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, তিনিই একনেমি। যোনি, কারণ, অব্যাকৃত, আকাশ, পরম ব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা, ছায়া, অজ্ঞান, অনৃত ও অব্যক্ত ইত্যাদি শব্দে যাহার উল্লেখ করা হয়, তাহাই জগতের কারণাবস্থা বা বীজভাবাপন্ন তাহাই একনেমি—(রথ-

নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্যাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ, তমেকনেমিম্। ত্রিবৃতং—ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈর্বৃতম্। ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চ ভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি অন্তোঽবসানং বিস্তারসমাপ্তির্যস্যাত্মনঃ তং ষোড়শান্তম্। অথবা প্রশ্নোপনিষদি "যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি" ইত্যারভ্য "স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" ইত্যাদিনা প্রোক্তা নামান্তাঃ ষোড়শকলা অবসানং যস্যেতি। অথবা একনেমিমিতি কারণভূতাব্যাকৃতাবস্থাঽভিহিতা। তৎকার্য্যসমষ্টিভূতবিরাট্সূত্রদ্বয়ং, তদ্ব্যষ্টি-ভূত-ভূরাদিচতুর্দ্দশভুবনানি অন্তোঽবসানং যস্য প্রপঞ্চাত্মনাঽবস্থিতস্য, তং ষোড়শান্তম্। শতার্দ্ধারং—পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যা অরা ইব যস্য, তং শতার্দ্ধারম্। ২

চক্রের প্রান্তভাগ নেমি) নেমির ন্যায় সকলের আশ্রয়স্বরূপ যাহার—যে অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) পরমাত্মার, তিনিই একনেমি। ত্রিবৃতং—প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের দ্বারা আবৃত (দর্শনের অযোগ্য)। ষোড়শান্তম্—পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু যে পরমাত্মার অন্ত—অবসান অর্থাৎ বিস্তারের পরিসমাপ্তিস্থান, তিনি ষোড়শান্ত। অথবা 'যাহাতে এই ষোড়শ কলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদিরূপে প্রশ্নোপনিষদে উক্ত প্রাণ হইতে নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলা (৪)। যাহার অন্ত—অবসান-স্থান, [তিনি ষোড়শান্ত]। অথবা এখানে 'একনেমি' কথায় জগতের মূলকারণ অব্যক্তাবস্থা অভিহিত হইয়াছে। অব্যক্তাবস্থা অব্যাকৃতাবস্থা ও বীজাবস্থা একই অর্থ। অব্যাকৃত বীজাবস্থা হইতে উৎপন্ন—তাহারই ব্যক্তাবস্থা—সমষ্টিভূত বিরাট ও সূত্রাত্মা এই দুই, এবং ইহারই ব্যষ্টিভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, প্রপঞ্চরূপে বিদ্যমান এই সমস্ত যে-পরমাত্মার অন্ত—অবসান, তিনি ষোড়শান্ত।

শতার্দ্ধারং—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি নামক পঞ্চাশটী (শতের অর্দ্ধ) প্রত্যয়ভেদ (বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান) অরের ন্যায় যাহার, তিনি শতার্দ্ধার। [রথচক্রের শলাকার নাম 'অর']। [পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়ভেদ যথা—] বিপর্য্যয় জ্ঞান পাঁচ প্রকার—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অষ্টাবিংশতি রকম অশক্তি, নয় প্রকার তুষ্টি, আট প্রকার সিদ্ধি, এ সকলের সমষ্টিতে প্রত্যয়ভেদ বা বুদ্ধিবিভাগ পঞ্চাশ প্রকার। ২

(৪) প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলার কথা আছে। সেখানে—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্য বস্তু), বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোক প্রভৃতি) ও নাম—এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে 'কলা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'কলা' অর্থ—কং—ব্রহ্ম লীয়তে আচ্ছাদ্যতে যয়া, সা কলা। ক=ব্রহ্ম, যাহা দ্বারা লীন (আচ্ছাদিত হয়) তাহার নাম কলা।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ—তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধতামিস্র ইতি। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তুষ্টির্নবধা। অষ্টধা সিদ্ধিঃ। এতে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ। তত্র তমসো। ভেদোঽষ্টবিধঃ। অষ্টসু প্রকৃতিষ্বনাত্মসু আত্মপ্রতিপত্তিবিষয়-ভেদেনাষ্টবিধত্বপ্রতিপত্তেঃ। মোহস্য চাষ্টবিধো ভেদঃ। অণিমাদিশক্তির্মোহঃ। দশবিধো মহামোহঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকশব্দাদিবিষয়েষু পঞ্চসু পঞ্চসু অভিনিবেশো মহামোহঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকভেদেন তেষাং দশবিধত্বম্। তামিস্রোঽষ্টাদশবিধঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকেষু দশসু বিষয়েষ্বষ্টবিধৈরৈশ্বর্য্যৈঃ প্রযতমানস্য তদসিদ্ধৌ যঃ ক্রোধঃ, স তামিস্রোঽভিধীয়তে। অন্ধতামিস্রোঽপ্যষ্টাদশবিধঃ। অষ্টবিধৈশ্বর্য্যে দশসু বিষয়েষু ভোগ্যত্বেনোপস্থিতেষু অর্দ্ধভুক্তেষু মৃত্যুনা হ্রিয়মাণস্য যঃ শোকো জায়তে—মহতা ক্লেশেনৈতে প্রাপ্তাঃ, ন চৈতে ময়োপভুক্তাঃ, প্রত্যাসন্নশ্চায়ং মরণকাল ইতি,

পূর্ব্বোক্ত-তমঃ আবার আট প্রকার। অনাত্মা (জড়) প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত, সেই অনাত্মা আট প্রকার প্রকৃতিতে লোকের আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, [ইহা তমঃ ভ্রমঃ]। তমের বিষয় আট প্রকার হওয়ায় মোহকেও আট প্রকার ধরা হয়। মোহও আট প্রকার। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আট প্রকার, সুতরাং তজ্জনিত মোহও আট প্রকার (৫)। মহামোহ দশ প্রকার। কারণ, ঐহিক ও পারলৌকিক যে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়, তদ্বিষয়ে যে অভিনিবেশ (আসক্তিবিশেষ), বিষয়-ভেদানুসারে তাহাও দশ প্রকার। তামিস্র অষ্টাদশ প্রকার। কেন না, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য দ্বারা দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক শব্দাদি দশ প্রকার বিষয় আয়ত্ত করিতে যত্নশীল ব্যক্তির সিদ্ধি লাভে বাধা ঘটিলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়, সেই ক্রোধই তামিস্র নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্রও অষ্টাদশ প্রকার। অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দশ প্রকার বিষয় (শব্দাদি ভোগ্যরূপে উপস্থিত হইবার পর পর, কিংবা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার মত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে যে শোক উপস্থিত হয়—আমি বহু ক্লেশে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ এ সকল বিষয় আমি ভোগ করিতে পারিলাম না, আমার মরণ

---

(৫) অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য এই—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা॥"

অণিমা অর্থ—পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া। লঘিমা—তুলার মত লঘু হওয়া। প্রাপ্তি—হস্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারা। প্রাকাম্য—ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—পর্ব্বতের ন্যায় মহত্ত্ব লাভ করা। ঈশিত্ব—প্রভুত্ব। বশিত্ব—সকলকে বশে রাখিতে পারা। যত্র কামাবসায়িতা—কোন প্রকারেও ইহার ব্যাঘাত না হওয়া।

সোঽন্ধতামিস্র ইত্যুচ্যতে। বিপর্য্যয়ভেদা ব্যাখ্যাতাঃ। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধোচ্যতে। একাদশেন্দ্রিয়াণাং অশক্তয়ঃ মূকত্ববধিরত্বপ্রভৃতয়ো বাহ্যাঃ। অন্তঃকরণস্য পুরুষার্থযোগ্যতাতুষ্টীনাং বিপর্য্যয়েণ নবধা অশক্তিঃ। সিদ্ধীনাং বিপর্য্যয়েণাষ্টধা অশক্তিঃ। ৩

তুষ্টির্নবধা। প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাশ্চতস্রঃ, বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ। কশ্চিৎ প্রকৃতিপরিজ্ঞানাৎ কৃতার্থোঽস্মীতি মন্যতে। অন্যঃ পুনঃ পারিব্রাজ্য-লিঙ্গং গৃহীত্বা কৃতার্থোঽস্মীতি মন্যতে। অপরঃ পুনঃ প্রকৃতিপরিজ্ঞানেন কিম্? আশ্রমাদ্যুপাদানেন বা কিং? বহুনা কালেনাবশ্যং মুক্তির্ভবতীতি মত্বা পরিতুষ্যতি। কশ্চিৎ পুনর্মন্যতে—বিনা ভাগ্যেন ন কিঞ্চিদপি প্রাপ্যতে, যদি মমাস্তি ভাগ্যং, ততো ভবত্যেবাত্রৈব মোক্ষ ইতি পরিতুষ্যতি। বিষয়াণাম্ অর্জনমশক্যমিতি উপরম্য তুষ্যতি। শক্যতে দ্রষ্টুমার্জিতুমর্জিতস্য রক্ষণমশক্য-

কাল নিকটবর্ত্তী, এইরূপে যে পরিদেবনা, তাহার নাম অন্ধতামিস্র। এই পর্য্যন্ত বিপর্য্যয়ভেদ ব্যাখ্যাত হইল। এখন আটাশ প্রকার অশক্তিভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—[অশক্তি দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর, [তন্মধ্যে] পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের যে মূকত্ব, বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রভৃতি অশক্তি, তাহা বাহ্য, আর অন্তঃকরণের যে পুরুষার্থ লাভের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির) যোগ্যতারূপ তুষ্টি, তাহার বৈপরীত্যে আন্তর অশক্তি নয় প্রকার। আবার সিদ্ধির বৈপরীত্যেও অশক্তি আট প্রকার [সমষ্টিতে অশক্তি—২৮]। ৩

তুষ্টি নয় প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য, এই চারি প্রকার, আর বিষয়ের ভোগনিবৃত্তিতে পাঁচ প্রকার। যথা—১। কেহ মনে করে—প্রকৃতি-তত্ত্ব যখন জানিয়াছি, তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর কিছুই করণীয় নাই। [ইহা প্রকৃতি-নামক তুষ্টি]। ২। অন্যে আবার সন্ন্যাস-চিহ্ন (দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াই, আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে করে। ইহা উপাদান-নামক তুষ্টি। ৩। অপরে আবার—প্রকৃতি-তত্ত্ব জানিলেই বা কি হইবে, আর আশ্রমাদি (সন্ন্যাসাদি) গ্রহণেই বা কি হইবে, কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই মুক্তি হইবে—ইহা মনে করিয়া পরিতুষ্ট থাকে। ইহা কাল-নামক তুষ্টি। ৪। কেহ মনে করে—ভাগ্য ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে আমার ইহ জন্মেই মুক্তি হইবে। ইহা ভাবিয়াই তুষ্ট থাকে। [ইহা ভাগ্য-নামক তুষ্টি]। অভিমত বিষয় উপার্জ্জন করা বড় দুষ্কর, এই মনে করিয়া কেহ বিরত হইয়া সন্তুষ্ট থাকে। কেহ বা বিষয় অর্জ্জন করা ও পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইলেও উহা রক্ষা করা দুষ্কর, এই মনে করিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিতুষ্ট

মিতি উপরম্য পরিতুষ্যতি। সাতিশয়ত্বাদিদোষদর্শনেনোপরম্যাপরস্তুষ্যতি। বিষয়াঃ সুতরামেবাভিলাষং জনয়ন্তি, ন চ তদ্ভোগাভ্যাসে তৃপ্তিরুপজায়তে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি।

তস্মাদলমনেন পুনঃপুনরসন্তোষকারণেনোপভোগেন, ইত্যেবং সঙ্গদোষদর্শনাত্নপরম্য কশ্চিৎ তুষ্যতি। নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি। ভূতোপঘাতভোগাচ্চাধর্ম্মঃ। অধর্ম্মান্নরকাদিপ্রাপ্তিরিতি হিংসাদোষদর্শনাৎ কশ্চিত্নপরম্য তুষ্যতি। প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাশ্চতস্রঃ, বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণবিষয়দোষসঙ্গহিংসাদোষাৎ পঞ্চ তুষ্টয়ঃ, ইতি নব তুষ্টয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। ৪

সিদ্ধয়োঽভিধীয়ন্তে—উহঃ শব্দোঽধ্যয়নমিতি তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। দুঃখবিঘাতাস্তিস্রঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তির্দানমিতি সিদ্ধিদ্বয়ম্। উহঃ—তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানস্য উপদেশমন্তরেণ জন্মান্তরসংস্কারবশাৎ প্রকৃত্যাদিবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সেয়মূহো নাম প্রথমা সিদ্ধিঃ। শব্দো নাম অভ্যাসমন্তরেণ শ্রবণমাত্রাদ্ যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ। অধ্যয়নং নাম শাস্ত্রাভ্যাসাদ্ যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সা

হয়। অপরে আবার বিষয়ভোগে সাতিশয়ত্ব দোষ (ন্যূনাধিক্য দোষ) দর্শন করিয়া, তাহা হইতে বিরত হইয়া পরিতোষ লাভ করে। কেহ কেহ বা, বিষয় সকল কেবলই ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগেও তৃপ্তি জন্মে না; কেন না—'কাম্য বিষয় সংভোগে কখনও কাম (ভোগতৃষ্ণা) প্রশমিত হয় না, বরং ঘৃত সংযোগে অগ্নির ন্যায় [বিষয় ভোগের কামনা] আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।' অতএব বারংবার অসন্তোষজনক বিষয়ভোগে প্রয়োজন নাই—এইরূপে আসক্তি দোষ দর্শনের ফলে বিষয়বিরতি মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কেহ আবার, কোন ভূতের (প্রাণীর) পীড়া না দিয়া উপভোগ সম্ভব হয় না; প্রাণিপীড়নপূর্ব্বক ভোগে অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্মে নরক প্রাপ্তি ঘটে, এই ভাবে হিংসাদোষ দর্শন করত ভোগ হইতে বিরত হইয়া সন্তোষ লাভ করে। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য-নামক পূর্ব্বোক্ত চার, আর বিষয়ের অর্জ্জনে, রক্ষণে, বিষয়-দোষ-দর্শনে, সঙ্গ ও ভূতহিংসায় দোষ দর্শনের ফলে পাঁচ, সমষ্টিতে নয় প্রকার তুষ্টি ব্যাখ্যাত হইল। ৪

এখন সিদ্ধি বলা হইতেছে—উহ, শব্দ ও অধ্যয়ন এই তিন, দুঃখবিঘাত অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের হানি তিন, এবং সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান এই দুই, [সমষ্টিতে আট প্রকার সিদ্ধি]। তন্মধ্যে উহ—তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যে গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা উহ-নামক প্রথম সিদ্ধি। শব্দ অর্থ—বিনা অভ্যাসেও—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ব্যতিরেকেও কেবল শব্দশ্রবণমাত্রে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ-নামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। অধ্যয়ন অর্থ শাস্ত্রানুশীলনের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

তৃতীয়া সিদ্ধিঃ। আধ্যাত্মিকস্যাঽধিভৌতিকস্যাধিদৈবিকস্য ত্রিবিধদুঃখস্য ব্যুদাসাৎ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-দুঃখসহিষ্ণোস্তিতিক্ষোর্যজ্‌ জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তস্যাধ্যাত্মিকাদিভেদাৎ সিদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যম্‌। সুহৃদং প্রাপ্য যা সিদ্ধির্জ্ঞানস্য, সা সুহৃৎপ্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ। আচার্য্য-হিতবস্তুপ্রদানেন যা সিদ্ধির্বিদ্যায়াঃ, সা দানং নাম সিদ্ধিঃ। এবমষ্টবিধা সিদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। এবং বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যাঃ পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা ব্যাখ্যাতাঃ। এবং ব্রাহ্মপুরাণে কল্পোপনিষদ্ব্যাখ্যানপ্রদেশে ষষ্টিতন্ত্রাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ প্রতিপাদিতাঃ।

অথবা "পঞ্চাশচ্ছক্তিরূপিণঃ" ইতি পরস্য যা শক্তয়ঃ পুরাণে স্বরূপত্বেনাভিমতাঃ, পঞ্চাশচ্ছক্তয় অরা ইব যস্য, তং শতার্দ্ধারম্‌। বিংশতিপ্রত্যরাঃ—দশেন্দ্রিয়াণি, তেষাঞ্চ বিষয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ। পূর্ব্বোক্তানামরাণাং প্রত্যরা যে প্রতিবিধীয়ন্তে কীলকাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায়, তে প্রত্যরা উচ্যন্তে, তৈঃ প্রত্যরৈর্যুক্তং। অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্যুক্তমিতি যোজনীয়ম্‌।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

তাহা অধ্যয়ন-নামক তৃতীয় সিদ্ধি। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখ উপেক্ষা করিতে পারিলে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজ দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা—তিতিক্ষা উপস্থিত হয়, তদবস্থায় তাহার যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিকাদি-বিভাগ হইতে জাত বলিয়া দুঃখ-বিঘাতাখ্য সিদ্ধিও তিন প্রকার। সুহৃদ্‌ অর্থাৎ সমধর্ম্মী লোকপ্রাপ্তির ফলে যে জ্ঞান সিদ্ধি (জ্ঞানোৎপত্তি) হয়, তাহা সুহৃৎপ্রাপ্তি-নামক সিদ্ধি। আচার্য্যকে (জ্ঞান-দাতাকে) তাহার প্রিয় বস্তু দান করিয়া যে বিদ্যাসিদ্ধি (বিদ্যালাভ), তাহা দান-নামক সিদ্ধি। এইরূপে আট প্রকার সিদ্ধি বর্ণিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে কল্প-উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে এই প্রকারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির কথিতপ্রকার বিভাগানুসারে পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

অথবা (পক্ষান্তরে 'শতার্দ্ধার' কথার অর্থ এইরূপ)। "পঞ্চাশৎ-শক্তিরূপিণঃ।" এই পুরাণ-বচনে যে পঞ্চাশটী শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই পঞ্চাশটী শক্তি যাহার অরস্থানীয়, তিনি শতার্দ্ধার; (তাহাকে—)। পূর্ব্বোক্ত অর বা চক্রশলাকাসমূহের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য যে সমস্ত কীলক বা খিল সংযোজিত হয়, সে সকলকে 'প্রত্যর' বলা হয়। এস্থলে দশ ইন্দ্রিয়, এবং উহাদের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, গ্রহণ, বিচরণ (চলা-ফেরা), মলত্যাগ ও আনন্দ, এই দশ—সমষ্টিতে এই বিংশতিপ্রকার প্রত্যরযুক্ত। আর ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত। তন্মধ্যে ১। ভূমি, জল, অনল (তেজঃ), বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চ[illegible]ম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রকৃত্যষ্টকম্। ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাত্বষ্টকম্। অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকম্। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাখ্য-ভাবাষ্টকম্। ব্রহ্মপ্রজাপতিদেবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিতৃপিশাচা দেবাষ্টকম্। অষ্টাবাত্ম-গুণা জ্ঞেয়াঃ,—দয়া সর্ব্বভূতেষু, ক্ষান্তিরনসূয়া, শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্য-মস্পৃহেতি গুণাষ্টকং ষষ্ঠম্। এতৈঃ ষড়্‌ভির্যুক্তং। বিশ্বরূপৈকপাশং—স্বর্গপুত্রান্না-দ্যাদিবিষয়ভেদাৎ বিশ্বরূপং, বিশ্বরূপো নানারূপঃ একঃ কামাখ্যঃ পাশোঽস্যেতি বিশ্বরূপৈকপাশং। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অস্যেতি ত্রিমার্গভেদম্। দ্বয়োঃ পুণ্য-পাপয়োর্নিমিত্তৈকমোহো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিজাত্যাদিষনাত্মস্বাত্মাভিমানোঽস্যেতি দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্। অপশ্যন্নিতি ক্রিয়াপদমনুবর্ত্ততে। অধীম ইত্যুত্তরমন্ত্রসিদ্ধং বা ক্রিয়াপদম্ ॥ ১৪ ॥

ও অহংকার, এই আটটী প্রকৃত্যষ্টক। ২। ত্বক্‌, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই আটটী ধাতু-অষ্টক। ৩। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাষ্টক এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই আট প্রকার ভাবাষ্টক। ৪। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য। ৫। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ, এই সকল দেবতাষ্টক। ৬। আত্মার আট প্রকার গুণ—সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (পরের সুখে দ্বেষ না করা), শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা, এই সকল গুণাষ্টক, এই ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত। বিশ্বরূপৈকপাশং—স্বর্গ, পুত্র ও অন্নাদি বিষয়-ভেদে কামের বিশ্বরূপভাব বুঝিতে হইবে। বিশ্বরূপ—নানারূপ অর্থাৎ বিচিত্রাকার কাম যাহার এক (অদ্বিতীয়) পাশ (বন্ধনরজ্জু), তিনি বিশ্বরূপৈকপাশ। ত্রিমার্গভেদং—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান, এই তিনটি যাহার পথভেদ অর্থাৎ বিচরণ-ক্ষেত্র। দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—সুখ ও দুঃখ, এই দু'য়ের নিমিত্তই যাহার মোহ, তিনি দ্বিনিমিত্তৈকমোহ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, ও জাতি প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থে যে 'আত্মাভিমান (আত্মভ্রম), তাহাই মোহ। [একনেমি প্রভৃতি বিশেষণান্বিত সেই শক্তিকে] 'দর্শন করিয়াছিলেন', এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ, অথবা পরবর্ত্তী শ্রুতিতে যে 'অধীম' ক্রিয়াপদ আছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ ॥ ১৪ ॥

সন্মলার্থঃ ।—[অথেদানীং তমেব নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চেতি]। পঞ্চস্রোতোঽম্বুং (পঞ্চস্রোতাংসি চক্ষুঃপ্রভৃতীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বূনি (অম্বুতুল্যানি যস্যাঃ নদ্যাঃ, তাং), পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চভিঃ যোনিভিঃ

পঞ্চভূতৈঃ উগ্রাং দুস্তরাং, বক্রাং কুটিলাং চ পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং (পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বা উর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ যস্যাঃ, তাং), পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং (পঞ্চানাং বুদ্ধীনাং চাক্ষুষাদিজ্ঞানানাং আদিঃ কারণং মনঃ, তদেব মূলং যস্যাঃ, তাং), পঞ্চাবর্ত্তাং [পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ আবর্ত্তাঃ (জলভ্রমিরূপাঃ) যস্যাঃ, তাং], পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং (পঞ্চ দুঃখানি গর্ভ-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণজানি দুঃখানি ওঘবেগঃ স্রোতোবেগঃ যস্যাঃ, তাং), পঞ্চপর্ব্বাং (পঞ্চ—অবিদ্যাস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ পর্ব্বাণি যস্যাঃ, তাম্) এবং পঞ্চাশদ্ভেদাং (যথোক্ত-প্রকারপঞ্চাশদ্ভেদযুক্তাম্, অথবা হৃৎপদ্মস্থ-পঞ্চাশদ্দলমধ্যবর্ত্তিনীং তাম্) অধীমঃ (বয়ং স্মরাম ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর সেই কারণ বস্তুকে নদীরূপে বর্ণনা করিতে-ছেন—] চাক্ষুষাদি পাঁচ প্রকার জ্ঞানধারাযুক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় যাহার জল, পঞ্চভূতরূপ যোনি দ্বারা যাহা উগ্রা (ভীষণা—দুস্তরা) ও বক্রা, পঞ্চ প্রাণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গরাশি, পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ মন যাহার মূল, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমিস্থানীয়), গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণজনিত দুঃখ যাহার স্রোতোবেগ, এবং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার পর্ব্ব, এইরূপে পঞ্চাশ প্রকার ভেদসম্পন্ন তাহাকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতম্, ইদানীং নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্ ইতি। পঞ্চ স্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বুস্থানানি যস্যাস্তাং নদীং পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্—অধীম ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ পঞ্চভূতৈরুগ্রাং বক্রাঞ্চ পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং। পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদয়ো বা উর্ম্ময়ো যস্যাস্তাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং। পঞ্চবুদ্ধীনাং চক্ষুরাদিজন্যানাং জ্ঞানানামাদিঃ কারণং মনঃ, মনোবৃত্তিরূপত্বাং সর্ব্বজ্ঞানানাং। মনো মূলং কারণং যস্যাঃ সংসারসরিতস্তাম্। তথাচ মনসঃ সর্ব্বহেতুত্বং দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্ব মন্ত্রে যাহাকে চক্ররূপে দেখান হইয়াছে, এখন তাহাকেই আবার নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—পঞ্চস্রোতোঽম্বুমিতি। চক্ষুঃ-প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার অম্বুস্থান (জলীয় স্রোতঃ), সেই পঞ্চস্রোতোঽম্বু নদীকে [আমরা স্মরণ করি (জানি)]। 'অধীমঃ' (স্মরণ করি)—এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পাঁচটি যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ পঞ্চভূত দ্বারা উগ্রা (ভীষণা) ও বক্রা। পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং—পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ অপানাদি), অথবা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্‌পাণি প্রভৃতি যাহার উর্ম্মি (ঢেউ), পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাং—চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আদি—কারণ হইতেছে মনঃ; কারণ, সমস্ত জ্ঞানই মনোবৃত্তির অধীন ; অতএব সেই মন যাহার—যে সংসার-নদীর মূল কারণ, তাহাকে। মনই যে সকলের মূল, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ১৬ ॥

"মনোবিজৃম্ভিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥" ইতি।

পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়া আবর্ত্তস্থানীয়াঃ তেষু বিষয়েষু প্রাণিনো নিমজ্জন্তীতি যস্যাস্তাং পঞ্চাবর্ত্তাম্। পঞ্চ গর্ভদুঃখ-জন্মদুঃখ-জরাদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-মরণদুঃখানি এব ওঘবেগো যস্যাস্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাম্। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশভেদাঃ পঞ্চ পর্ব্বাণ্যস্যাস্তাং পঞ্চপর্ব্বাম্ ইতি ॥ ১৫ ॥

'চরাচর যাহা কিছু, সে সমস্তই মনের কার্য্য (মন হইতে প্রকটিত হয়)। মনের যদি অমনীভাব হয়, অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পস্বভাব নষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দ্বৈত জগতের উপলব্ধি রহিত হয়।' পঞ্চাবর্ত্তাং—শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমিস্থানীয়), পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং—গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ, এ সকল হইতে যে পাঁচ প্রকার দুঃখ হয়, তাহাই যাহার ওঘবেগ (স্রোতোবেগ), পঞ্চপর্ব্বাং—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার ভাব যাহার পর্ব্ব (বৃদ্ধিকারণ), সেই সংসারনদীকে আমরা স্মরণ করিতেছি, অর্থাৎ আমরা তাহা অবগত আছি ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জীবস্য সংসারমোক্ষোপায়ৌ দর্শয়িতুমাহ—সর্ব্বাজীবে ইত্যাদি]। হংসঃ (হন্তি—সংসারং গচ্ছতীতি হংসঃ জীবঃ) আত্মানং (জীবাত্মানং) প্রেরিতারং (সর্ব্বনিয়ন্তারং পরমাত্মানং) চ পৃথক্ (ভিন্নং) মত্বা (অন্যোঽসৌ, অন্যোঽহমস্মীতি জ্ঞাত্বা) সর্ব্বাজীবে (সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবনোপায়ে) সর্ব্বসংস্থে (সর্ব্বেষাং সংস্থা স্থিতিঃ প্রলয়ো বা যত্র, তস্মিন্), বৃহন্তে (বৃহতি, অনাদিকালপ্রবৃত্তে মহতি) অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে (ব্রহ্মণো বিবর্ত্তে সংসারচক্রে শরীরে বা) [অনাদিত্বাৎ চক্রত্বমিত্যাশয়ঃ।] ভ্রাম্যতে (অবিদ্যা-বশাৎ সুরনরাদিভাবেন বিপরিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ।) [অথবা যথোক্তবিশেষণে ব্রহ্মচক্রে, (ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্থানে শরীরে) ভ্রাম্যতে ইত্যর্থঃ।] [মোক্ষোপায়-মাহ—] তেন (ঈশ্বরেণ) জুষ্টঃ (সেবিতঃ—ঈশ্বরাত্মনা আত্মানং জ্ঞাত্বা প্রীয়মাণঃ সন্) ততঃ (তস্মাৎ প্রীণনাৎ) অমৃতত্বং (মোক্ষম্) এতি (প্রাপ্নোতি) [হংস ইতি শেষঃ।] [অথবা মোক্ষোপায়মাহ পৃথগিতি]। পৃথক্ (সংসারচক্রাৎ অসংলগ্নং) আত্মানং (জীবাত্মানং) চ (এব—আত্মানমেব) প্রেরিতারং (সংসার-

প্রবর্ত্তকং পরমেশ্বরং) মত্বা (অভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য) ততঃ (তস্মাৎ সাক্ষাৎ-কারাৎ হেতোঃ) তেন (পরমেশ্বরেণ) জুষ্টঃ (পরাং প্রীতিং প্রাপিতঃ) অমৃতত্ব-মেতি ইতি পূর্ব্ববৎ] ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—] হংস (সংসারপথে গমন করে বলিয়া জীবাত্মার নাম হংস)। আপনাকে ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ মনে করায়, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পর-মাত্মায় ভেদদর্শন করার ফলে—সর্ব্বভূতের জীবননির্ব্বাহক (ভোগভূমি) ও সকলের আশ্রয়স্থান বা প্রলয়স্থান এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে—অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত এই সংসারচক্রে, অথবা স্থুল দেহে কেবলই ভ্রাম্যমাণ হয়। সেই হংসই আবার সেই পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে সেবিত অর্থাৎ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে (মুক্ত হয়)। [শ্রুতির শেষার্দ্ধের অন্যপ্রকার অর্থ এইরূপ—] উক্ত ব্রহ্মচক্র হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আত্মাকেই প্রেরিতারূপে [পরমেশ্বরভাবে মনন করিয়া অর্থাৎ উভয়ের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই প্রত্যক্ষেরই ফলে অমৃতত্ব লাভ করে] ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্য ।—এবং তাবন্নদীরূপেণ ব্রহ্মচক্ররূপেণ চ কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্ম স প্রপঞ্চমিহাভিহিতম্, ইদানীমস্মিন্ কার্য্যকারণাত্মকব্রহ্মচক্রে কেন বা সংসরতি, কেন বা মুচ্যত ইতি সংসারমোক্ষহেতুপ্রদর্শনায়াহ—সর্ব্বাজীব ইতি। সর্ব্বেষামাজীব-নমস্মিন্নিতি সর্ব্বাজীবে। সর্ব্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ো যস্মিন্নিতি সর্ব্বসংস্থে। বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো জীবঃ। হন্তি গচ্ছত্যধ্বানমিতি হংসঃ। ভ্রাম্যতে অনাত্ম-ভূতদেহাদিমাত্মানং মন্যমানঃ সুরনরতির্য্যগাদিভেদভিন্ন-নানাযোনিষু। এবং ভ্রাম্যমাণঃ পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কেন হেতুনা নানাযোনিষু পরিবর্ত্তত ইতি, তত্রাহ—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বেতি। আত্মানং জীবাত্মানং প্রেরিতার-

ভাষ্যানুবাদ ।—কার্য্যকারণভাবাপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নদীরূপে ও ব্রহ্মচক্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই ব্রহ্মচক্রে জীব কি কারণে সংসারী হয়, আর কি উপায়েই বা মুক্ত হয়,—সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"সর্ব্বাজীবে" ইতি। যাঁহাতে সকল জীবের আজীব জীবনধারণ (উৎপত্তি) হয়, এবং যাঁহাতে সকল জীবের সংস্থা—সমাপ্তি অর্থাৎ বিলয় হয়, এমন বৃহৎ এই সংসারচক্রে হংস—সংসারপথে গমনশীল জীব দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া সুর, নর, তির্য্যক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি) নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে। কি কারণে নানা যোনিতে ভ্রমণ করে, তদুত্তরে বলিতেছেন—"পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা।" অর্থাৎ জীবাত্মাকে ও প্রেরিতা পরমেশ্বরকে পৃথক্‌ভাবে—'আমি অন্য,

শ্চেশ্বরং পৃথগ্ ভেদেন মত্বা জ্ঞাত্বা—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি জীবেশ্বরভেদদর্শনেন সংসারে পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১

কেন মুচ্যত ইত্যাহ—জুষ্টঃ সেবিতস্তেন ঈশ্বরেণ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সমাধানং কৃত্বেত্যর্থঃ। তেনেশ্বরসেবনাদমৃতত্বমেতি। যস্তু পূর্ণানন্দব্রহ্মরূপেণাত্মানমবগচ্ছতি, স মুচ্যতে। যস্তু পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং জানাতি, স বধ্যত ইতি। তথা চ বৃহদারণ্যকে ভেদদর্শনস্য সংসারহেতুত্বং প্রদর্শিতম্—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতীতি, তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্" ইতি।

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

"পশ্যত্যাত্মানমন্যস্তু যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা॥
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্ব্যদক্ষয়ো ভবেৎ॥" ইতি॥ ১।৬॥

আর তিনি অন্য' এই প্রকার ভিন্নভাবে মনে করিয়া—জানিয়া, অর্থাৎ জীবে ও ঈশ্বরে ঐরূপ ভেদ দর্শন করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। ১

কি কারণে মুক্ত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—অদ্বিতীয় সৎচিৎ আনন্দস্বভাব ব্রহ্মই আমি, এইরূপে সেবিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ভাবে সমাধি করিয়া, সেই ঈশ্বরসেবনের ফলে অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। অভিপ্রায় এই যে, যে জীব পূর্ণ আনন্দঘন ব্রহ্মরূপে আপনাকে অবগত হয়, সে মুক্ত হয়, কিন্তু যে জীব আপনাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বলিয়া জানে, সে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। দেখ, বৃহদারণ্যকোপনিষদে ভেদদর্শনই সংসারের কারণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—'যে এইরূপ জানে যে আমিই ব্রহ্ম, সে এই সর্ব্বময় হয়। দেবগণও তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। কেননা, সে তাহাদেরও আত্মস্বরূপ হয়, [আত্মার অনিষ্টে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না]। আর যে লোক আমি অন্য, আর আমার উপাস্য দেবতা অন্য, এই ভাবে অন্য দেবতার অর্থাৎ পৃথক্ বুদ্ধিতে দেবতার উপাসনা করে, সে জানে না—সে অজ্ঞ, গৃহস্থের যেমন পশু, সেও দেবতাগণের নিকট তেমনই—পশুতুল্য।' বিষ্ণুধর্ম্মেও সেইরূপ উক্তি রহিয়াছে—'জন্তু (অজ্ঞ লোক) যে পর্য্যন্ত আপনাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বা পৃথক্ দর্শন করে, সে পর্য্যন্ত সে নিজ কর্ম্মফলে বিমোহিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যে লোক নিঃশেষরূপ কর্ম্মক্ষয় করত আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম দর্শন করে, সে নিজেও শুদ্ধ হয়, এবং তাহার মরণভয়ও চলিয়া যায়'॥ ১।৬॥

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—এতৎ (পূর্ব্বোক্তং) তু (পুনঃ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) উদ্গীতং (সকারণাৎ প্রপঞ্চাৎ উদ্ধৃত্য—পৃথক্কৃত্য কথিতং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টমেবেত্যর্থঃ) অক্ষরং চ (অবিনাশি চ)। তস্মিন্ (ব্রহ্মণি) ত্রয়ং [সুপ্রতিষ্ঠং], [তথা প্রপঞ্চস্যাপি] সুপ্রতিষ্ঠা (শোভনা প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ)। [অথবা, তস্মিন্ ত্রয়ং (সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপং, ঋগাদিবেদত্রয়ং বা), তথা সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং (সর্ব্ববেদবীজভূতং—অক্ষরং প্রণবশ্চ) আশ্রিতমিতি শেষঃ]। ব্রহ্মবিদঃ অত্র (দেহে) অন্তরং (অন্নময়াদিকোষেভ্যঃ ভেদং), অথবা অত্র (ব্রহ্মণি) অন্তরং (প্রবেশদ্বারং) বিদিত্বা (জ্ঞানোপায়ং লব্ধ্বা) তৎপরাঃ (ব্রহ্মসাধনপরাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ব্রহ্মীভূতাঃ, অতএব) যোনিমুক্তাঃ (পুনর্জ্জন্মরহিতাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১॥৭ ॥

মূলানুবাদ।—এই ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ ও তৎকারণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরম ও অক্ষর (অবিকারী) বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। তাঁহাতে ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিন, অথবা ঋক্, যজুঃ, সাম, এই বেদত্রয় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ, এই দেহে তাহার ভেদ অথাৎ তিনি দেহ হইতে ভিন্ন—ইহা অবগত হইয়া, অথবা এই ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারভূত উপযুক্ত সাধন উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বিলীন হন, এবং জন্মযাতনা হইতে মুক্ত হন ॥ ১॥৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ননু তমেকনেমিমিত্যাদিনা সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্। তথা চ সতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তাবপি সপ্রপঞ্চস্যৈব ব্রহ্মণ আত্মত্বেনাবগমাৎ "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি সপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ। ততশ্চ প্রপঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ।—আপত্তি হইতেছে যে, "তম্ একনেমিম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চসমন্বিত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য প্রতীতিস্থলেও প্রপঞ্চযুক্ত ব্রহ্মকেই আত্মারূপে অনুভব করা হয়। তাহা হইলে, 'তাহাকে যে-যে ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়'—এই শ্রুতি অনুসারে তাহাদের পক্ষে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইতে পারে। তাহা হইলে,

স্যাপরিত্যাগান্ন মোক্ষসিদ্ধিঃ। ততশ্চ জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীতি মোক্ষোপ-দেশোঽনুপপন্ন এব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীতমিতি। সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম যদি স্যাৎ, ততো ভবত্যেব মোক্ষাভাবঃ। ন ত্বেতদস্তি। কস্মাৎ? যত উদ্গীতং উদ্ধৃত্য গীত-মুপদিষ্টং কার্য্যকারণলক্ষণাৎ প্রপঞ্চাদ্বেদান্তৈঃ। ১

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" "অস্থূলমশব্দমস্পর্শং" "স এব নেতি নেতীতি" "ততো যদুত্তর-তরম্।" "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ।" "ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" "তমসঃ পরঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা।" "যোঽ-শনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরামত্যেতি।" "অপ্রাণো, হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্।" ইত্যেবমাদিষু প্রপঞ্চাস্পৃষ্টমেব ব্রহ্মাব-গম্যত ইত্যর্থঃ। যত এবং প্রপঞ্চধর্ম্মরহিতং ব্রহ্ম, অতএব পরমস্তু ব্রহ্ম। তু শব্দো-

তাহারা যখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের পক্ষে প্রকৃত মোক্ষলাভও সিদ্ধ হইতে পারে না; অতএব "জুষ্টস্ততস্তেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপদেশ নিশ্চয়ই অনুপপন্ন হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"উদ্গীতম্" ইতি। [আপত্তির খণ্ডন—] ব্রহ্ম যদি প্রকৃতপক্ষেই সপ্রপঞ্চ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষের অভাব বা অনুপপত্তি ঘটিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কারণ? যেহেতু [ব্রহ্ম] উদ্গীত—যেহেতু বেদান্তশাস্ত্রে (উপনিষদে) কার্য্যকারণভাবাপন্ন প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধৃত করিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। ১

যথা—'তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিতেরও বাহিরে', 'তুমি তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং' বলিয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যভাবে উপাসনা করে, তাহাকে নহে।' 'তিনি স্থূল নহেন, তিনি শব্দস্পর্শবিহীন।' 'সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে—সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত' 'যাহা তাহারও পরবর্ত্তী', 'যাহা ধর্ম্মের অন্যত্র', 'যাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, কেবলই মঙ্গলময়', 'তমোগুণের বা মায়ার অতীত', 'যাহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে।' 'যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না, অন্য কিছু জ্ঞাত হয় না, তাহাই ভূমা (পরম মহৎ), যিনি ক্ষুধা পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় ও জরা অতিক্রম করেন', 'প্রাণ ও মন রহিত শুভ্র (বিশুদ্ধ) এবং অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।' 'এক অদ্বিতীয়।' 'বিকার অর্থাৎ জন্মশীল পদার্থসমূহ কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র', 'এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা—ভেদ নাই', 'একরূপেই দেখিতে হইবে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চ-সংস্পর্শরহিত বলিয়াই জানা যায়। যেহেতু ব্রহ্ম এই প্রকারে প্রপঞ্চধর্ম্মরহিত, অতএব ব্রহ্ম পরম। মূলের 'তু' শব্দটী 'এব' অর্থে প্রযুক্ত;

হবধারণে। পরমমেব উৎকৃষ্টমেব, সংসারধর্ম্মানাক্রান্তত্বাৎ। উদ্গীতত্বেন ব্রহ্মণ উৎকৃষ্টত্বাৎ। "তং কথা যথোপাসতে" ইতি ন্যায়েন উৎকৃষ্টব্রহ্মোপাসনাৎ উৎকৃষ্টমেব ফলং মোক্ষাখ্যং ভবত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ। ২

নন্বেবং তর্হি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টত্বে প্রপঞ্চস্যাপি ব্রহ্মাসংসর্গাৎ সাঙ্খ্যবাদ ইব প্রপঞ্চস্যাপি পৃথক্ সিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রত্বাৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি পারতন্ত্র্যাভ্যুপগমেন মিথ্যাত্বোপদেশপূর্ব্বকমদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদেশোঽনুপপন্ন-শ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মিংস্ত্রয়মিতি। যদ্যপি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টং স্বতন্ত্রঞ্চ, তথাপি প্রপঞ্চো ন স্বতন্ত্রঃ, অপি তু তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতং—ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারমিতি বক্ষ্যমাণং ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃলক্ষণম্। অজা হ্যেকা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তেতি—বক্ষ্যমাণং ভোক্তৃভোগ্যার্থরূপং চ, অন্যদেবং শ্রুতিসিদ্ধং বিরাট্সূত্রাভ্যাং কৃতনামরূপকর্ম্ম-বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ-জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপস্বরূপং প্রতিষ্ঠিতং রজ্জ্বামিব সর্পঃ। যত এতস্মিন্ সর্ব্বং ভোক্ত্রাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং

সুতরাং অর্থ হইতেছে—ব্রহ্ম পরমই সর্ব্বোৎকৃষ্টই; কারণ, তিনি কোনপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্মে আক্রান্ত নহেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উদ্গীত বলিয়াই ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট বলিয়াই তাহার উপাসনার ফলও উৎকৃষ্ট—মুক্তি। ২

ভাল, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট—সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত, তখন প্রপঞ্চও নিশ্চয়ই ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য। ফলে সাংখ্যসিদ্ধান্তের ন্যায় প্রপঞ্চকে স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র বলিতে হইবে, তাহা হইলে বাচারম্ভণ শ্রুতি অনুসারে প্রপঞ্চের পরতন্ত্রতা (ঈশ্বরাধীনতা) স্বীকারপূর্ব্বক যে মিথ্যাত্বোপদেশ, এবং তদনুসারে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জীবাভিন্নত্বের উপদেশ, তাহা উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানের জন্য বলিতেছেন—তস্মিন্ ত্রয়মিতি। অভিপ্রায় এই যে, যদিও ব্রহ্ম প্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র, তথাপি জগৎপ্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে। পরন্তু, ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (প্রপঞ্চ) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর), এই বলিয়া পরে যাহাদের নির্দ্দেশ করা হইবে, সেই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা তিনই সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান রহিয়াছে), [কাজেই প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে]। অথবা, পরবর্ত্তী 'ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থ-যুক্তা' বাক্যোক্ত ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ—এই তিন, কিংবা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ বিরাট্পুরুষ ও সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) যাহা রচনা করিয়াছেন, সেই তিন—নাম, রূপ ও কর্ম্ম, অথবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, কিংবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন [সেই ব্রহ্মে] রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (৬)।

(৬) সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ। স্থূল শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম বিরাট্ ও বৈশ্বানর। সূক্ষ্ম শরীরের

প্রতিষ্ঠিতম্, যত এতস্মিন্ সর্ব্বং ভোক্ত্রাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং প্রতিষ্ঠিতং, অতএবাস্য ভোক্ত্রাদিত্রয়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্ম সুপ্রতিষ্ঠা' শোভন-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মণোঽন্যস্য চলনাত্মকত্বাৎ চলপ্রতিষ্ঠাঽন্যত্র। ব্রহ্মণোঽচলত্বাদত্রাচল-প্রতিষ্ঠা। নন্বেবং তর্হি বিকারভূতপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বেন পরিণামিত্বাৎ দধ্যাদিবদনিত্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অক্ষরঞ্চেতি। যদ্যপি বিকারঃ প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ, তথাপি অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরম্। চ শব্দোঽবধারণে, অবিনাশ্যেব ব্রহ্ম। মায়াত্মকত্বাদ্বিকারস্য, বিকারাশ্রয়ত্বেঽপ্যবিনাশ্যেব কূটস্থং ব্রহ্মাবতিষ্ঠত ইত্যভিপ্রায়ঃ। মায়াত্মকত্বঞ্চ প্রপঞ্চস্য পূর্ব্বমেব প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্ম-কত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংসর্গাৎ পূর্ণানন্দব্রহ্মাত্মানং পশ্যতো মোক্ষাখ্যঃ পরম-পুরুষার্থো ভবতীত্যর্থঃ। ৩

যেহেতু ভোক্তা প্রভৃতি সমস্ত প্রপঞ্চ এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা—এই ত্রিতয়সমন্বিত প্রপঞ্চের ব্রহ্মই উত্তম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই চলনাত্মক (অ-স্থিরস্বভাব), সুতরাং সে সকলে যে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহাও চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্ম অচল, সুতরাং তাহাতে প্রতিষ্ঠাও অচল। ভাল, এরূপই যদি হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন বিকারাত্মক প্রপঞ্চের আশ্রয়, তখন ব্রহ্মেরও পরিণাম হওয়া সম্ভব; সুতরাং পরিণামস্বভাব দধি প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মও অনিত্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"অক্ষরং চ" ইতি। যদিও প্রপঞ্চ বিকারস্বভাব হউক, তথাপি তিনি অক্ষর—যাহা স্বভাবচ্যুত হয় না। মূলের চ-শব্দটী 'এব' অর্থে; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ব্রহ্ম অক্ষরই—নিশ্চয়ই অবিনাশী। কেননা, বিকার জিনিষটা মায়াত্মক; যাহা মায়ার পরিণাম, তাহাই বিকার-সম্পন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত বিকার পদার্থের আশ্রয় হইয়াও অবিনাশী—কূটস্থরূপেই (নির্ব্বিকার ভাবেই) অবস্থান করেন। ইহাই ঐ কথার অভিপ্রায়। প্রপঞ্চ যে, মায়াময়, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বাশ্রয় হইলেও, প্রপঞ্চ মিথ্যা—মায়াময় বলিয়াই তাহার সহিত ব্রহ্মের অ-সংসর্গ বা অসম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, এবং তন্নিবন্ধনই এক অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদদর্শী পুরুষের মোক্ষনামক পরম পুরুষার্থ লাভ সিদ্ধ হয়। ৩

ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। স্থূল শরীরের ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম বিশ্ব। অজ্ঞানসমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম—ঈশ্বর (জগৎকারণ) ও অন্তর্যামী। আর অজ্ঞান-ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম—প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় লোকপ্রসিদ্ধ।

কথং তদ্দর্শাত্মানং পশ্যতো মোক্ষসিদ্ধিরিত্যত আহ—অত্রাস্মিন্ অন্নময়াদ্যা-নন্দময়ান্তে দেহে বিরাড়াদ্যব্যাকৃতান্তে বা প্রপঞ্চে পূর্ব্বপূর্ব্বোপাধিপ্রবিলয়েনোত্ত-রোত্তরমপি অশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং বাচামগোচরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা, লীনা ব্রহ্মণি বিশ্বাদ্যুপসংহারমুখেন লয়ং গতাঃ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মরূপেণৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ। তৎপরাঃ সমাধিপরাঃ, কিং কুর্ব্বন্তি? যোনিমুক্তা ভবন্তি—গর্ভজন্মজরামরণ-সংসারভয়ান্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মাত্মনৈবাবস্থিতং সমাধিং দর্শয়তি—

"যদর্থমিদমদ্বৈতমরূপং সর্ব্বকারণম্।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
তদেবানন্যধীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা।
তস্মিন্ প্রলীয়তে হ্যাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যমাদিগুণসংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাদাত্মানং পরমাত্মনি॥

সেই আত্মদর্শীর মোক্ষসিদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছেন—অন্নময় কোষ যাহার আদি, আর আনন্দময় কোষ যাহার অন্ত, (৭) সেই পঞ্চকোষাত্মক এই দেহে—অথবা বিরাট্ (স্থূল সৃষ্টি) হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত (অনভি-ব্যক্ত প্রকৃতি) পর্য্যন্ত স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক প্রপঞ্চে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাধিসকল পর পর কারণে বিলীন করিয়া অশনায়াদি দ্বারা (ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম দ্বারা) অসংস্পৃষ্ট, বাক্যের অগোচর ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ ব্রহ্মে লীন—বিশ্বতৈজসাদি বিভাগ সংকোচপূর্ব্বক লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম—এইভাবে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া তৎপর হন। ব্রহ্মাত্মবিষয়ে সমাধিসম্পন্ন হইয়া কি করেন? না, যোনিমুক্ত হন, অর্থাৎ গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মরণ ও সংসার-ভয় হইতে বিমুক্ত হন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও সেইরূপে ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতিরূপ সমাধি প্রদর্শন করিতেছেন—

"জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বকারণ নিত্যানন্দ অমৃতরূপ এই অদ্বৈত যাহার জন্য সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অনন্যচিত্ত ব্যক্তি সেই সমাধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও সেই পরমাত্মাতে বিলীন হয়, সেই লয়ই সমাধি নামে উক্ত। যমনিয়মাদি যোগাদিসম্পন্ন পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া মনকে আত্মাতে স্থাপন করিবে, সেই জীবাত্মাকে আবার পরমাত্মাতে স্থাপন করিবে। তখন নিজেই

---

(৭) পঞ্চকোষ এইরূপ—স্থূলদেহ অন্নময় কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকৃত পঞ্চপ্রাণ প্রাণময় কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকৃত মনঃ মনোময় কোষ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকৃত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ, আর কারণশরীরে (অজ্ঞানে) প্রিয় মোদ প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত সত্ত্বগুণ আনন্দময় কোষ।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১ ॥ ৮ ॥

সন্বয়ার্থঃ।—[অথেদানীং জীবেশ্বরয়োরৌপাধিকং বিভাগং দর্শয়িত্বা পরমাত্মবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং দর্শয়তি—সংযুক্তমিতি।] সংযুক্তং (পরস্পরং সম্বদ্ধং) ক্ষরং (বিনাশি), অক্ষরং (অবিনাশি) চ ব্যক্তাব্যক্তং (বিকারজাতং), [ব্যক্তং ক্ষরং, অব্যক্তং অক্ষরমিতি সম্বন্ধঃ]। এতৎ (ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং) বিশ্বং (জগৎ) ঈশঃ (পরমেশ্বরঃ) ভরতে (বিভর্ত্তি ধারয়তীত্যর্থঃ)। অনীশঃ (অবিদ্যাপরবশঃ) আত্মা (জীবঃ) ভোক্তৃভাবাৎ (ভোক্তৃত্বাভিমানাৎ) বধ্যতে (সংসারবন্ধনং প্রাপ্নোতি)। দেবং (স্বপ্রকাশং নিরুপাধিকং) ব্রহ্ম (অভিন্নতয়া) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) সর্ব্বপাশৈঃ (সর্ব্বৈঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিভিঃ পাশৈঃ বন্ধনহেতুভিঃ) মুচ্যতে (বন্ধনমুক্তো ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ১॥৮ ॥

মূলানুবাদ।—পরস্পর সম্বদ্ধভাবে বর্ত্তমান ক্ষর ও অক্ষর (বিনাশী ও চিরস্থায়ী) ব্যক্তাব্যক্তময় অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্বকে পরমেশ্বর পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। মায়ার অধীন জীবাত্মা ভোক্তৃভাব (ভোগকর্ত্তৃত্ব) আরোপ করিয়া আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ (নিরুপাধিক) ব্রহ্মকে জানিয়া কাম কর্ম্মাদি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১॥৮ ॥

পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েত্ততঃ।
তদা তু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মন্যখণ্ডিতে।
প্রত্যগাত্মা স এব স্যাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥” ইতি ॥ ১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নম্বদ্বিতীয়ে পরমাত্মন্যভ্যুপগম্যমানে জীবেশ্বরয়োরপি বিভাগাভাবাৎ লীনা ব্রহ্মণি ইতি জীবানাং ব্রহ্মৈকত্বপরা লয়শ্রুতিরনুপপন্নৈবেত্যা-

পরমাত্মভাব লাভ করিয়া তাহার পর আর কিছু চিন্তা করিবে না। তখন আত্মা (জীবাত্মা) অখণ্ড (নিরবয়ব) প্রত্যক্ আত্মাতে (পরমাত্মাতে) লীন হয়, এবং সে নিজেই প্রত্যক্ আত্মা হইয়া যায়, একথা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন।” ইতি ॥ ১॥৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন আপত্তি এই যে, পরমাত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবেশ্বর-বিভাগই ত থাকে না। জীবেশ্বর বিভাগ না থাকিলে জীবগণের ব্রহ্মৈকত্ববোধক 'লীনা ব্রহ্মণি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিশ্চয়ই অনুপপন্ন

শঙ্ক্য ব্যবহারাবস্থায়াং জীবেশ্বরয়োরৌপাধিকো বিভাগং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—সংযুক্তমেতদিতি। ব্যক্তং বিকারজাতং, অব্যক্তং কারণং, তদুভয়ং ক্ষরমক্ষরঞ্চ। ব্যক্তং ক্ষরং বিনাশি, অব্যক্তমক্ষরমবিনাশি, তদুভয়ং পরস্পরসংযুক্তং কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভরতে বিভর্ত্তি ঈশঃ ঈশ্বরঃ। তথাচাহ ভগবান্—

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ইতি।

ন কেবলমীশ্বরো ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে, অনীশশ্চ। অনীশ্বরশ্চ স আত্মা অবিদ্যা-তৎকার্য্যভূত-দেহেন্দ্রিয়াদিভির্ব্বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—পরস্পর-সংযুক্তব্যষ্টিসমষ্টিরূপ ঈশ্বরঃ। তদ্ব্যষ্টিভূতদেহেন্দ্রিয়াত্মকোঽনীশো জীবঃ। এবং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকত্বেন জীবপরয়োরৌপাধিকস্য ভেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ, তদুপাধ্যুপাসন-দ্বারেণ নিরুপাধিকমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি ভোক্ত্রাত্মৈক্যবাদে নানুপপন্নং কিঞ্চিদ্বিদ্যত ইতি। তথাচোপাধিকমেব ভেদং দর্শয়তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

বা অনর্থক হইয়া পরে। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া [তৎপরিহারার্থ] জীবেশ্বর-বিভাগের ঔপাধিকত্ব কথনপূর্ব্বক পরমাত্মবিজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ প্রদর্শন করিতেছেন—"সংযুক্তমেতৎ" ইতি।

ব্যক্ত অর্থ প্রকৃতির বিকার বা কার্য্যবর্গ, অব্যক্ত অর্থ—কারণ (বিকারের উপাদান), এতদুভয় ক্ষর ও অক্ষর, তন্মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে ক্ষর—বিনাশী, আর অব্যক্ত হইতেছে অক্ষর—অবিনাশী। এই উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত, (কার্য্য-কারণভাবশূন্য হইয়া উহারা থাকে না) ঈশ্বর (পরমেশ্বর) কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই বিশ্বকে (জগৎ) ভরণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন—

'সমস্ত ভূতকে বলে ক্ষর, আর কূটস্থ ব্রহ্মকে বলে অক্ষর। এতদতিরিক্ত হইতেছেন উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম), যিনি ঈশ্বররূপে ত্রিলোকের অন্তরে থাকিয়া তাহা ধারণ ও পোষণ করিতেছেন।' তিনি যে, ঈশ্বররূপে কেবল ভরণই করেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি অনীশ—অনীশ্বরভাবাপন্ন জীবাত্মারূপে অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোক্তৃভাব অবলম্বন করিয়া সংসারে বদ্ধও হন। এই কথা বলা হইতেছে যে, পরস্পরসংযুক্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি যাহার উপাধি, তিনি ঈশ্বর, আর কেবল ব্যষ্টি যাহার উপাধি, তিনি অনীশ্বর জীব। এইরূপে দেখা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ কেবল সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ উপাধিকৃত। এই প্রকার ঔপাধিক ভেদ বিদ্যমান থাকায়, প্রথমে ঐ উপাধিযোগে উপাসনা করিতে হয়, এইরূপ সোপাধিক উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভের পর নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়; সুতরাং জীবও পরমাত্মার একত্ব সিদ্ধান্ত পক্ষে কিছুই অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ ঔপাধিক ভেদই প্রদর্শন করিতেছেন—

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—"পরাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগোঽজ্ঞানকল্পিতঃ।
ক্ষয়ে তস্যাত্মপরয়োর্ব্বিভাগাভাব এব হি॥
আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞোঽয়ং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে॥
অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া।
যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্ম ত্বাত্মনি সংস্থিতম্॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥"

তথা চ বাশিষ্ঠে যোগশাস্ত্রে প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শিতম্—
"যদ্যাত্মা নির্গুণঃ শুদ্ধঃ সদানন্দোঽজরোঽমরঃ।
সংসৃতিঃ কস্য তাত স্যান্মোক্ষো বাঽবিদ্যয়া বিভো॥
ক্ষেত্রনাশঃ কথং তস্য জ্ঞায়তে ভগবন্, যতঃ।
যথাবৎ সর্ব্বমেতন্মে বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্॥"

'একই আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেরূপ [বিভিন্নাকারে প্রকাশ পায়,] সেইরূপ একই আত্মা [উপাধিভেদে] অনেক হয়।' বিষ্ণুধর্ম্মেও সেইরূপ আছে—'হে মানবেন্দ্র, পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিভাগ কেবল অজ্ঞানকল্পিত, সেই অজ্ঞানের ক্ষয় হইলে পর জীব ও পরমাত্মার বিভাগও বিলুপ্ত হয়। আত্মা প্রকৃতিজাত গুণের (ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির) সহিত সংযুক্ত হইয়া এই ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় সেই সকল গুণের সহিত বিমুক্ত হইলে শুদ্ধ নির্গুণ পরমাত্মা নামে কথিত হয়। এই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধবতী অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মস্থ ব্রহ্মকেও ভিন্ন (জীব হইতে পৃথক্) দর্শন করে।' বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজনক অজ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে যে অসত্য ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা আর কে জন্মাইবে? কেহই নহে।'

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। [রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—] 'হে বিভো, আত্মা যদি নির্গুণ ও জরামরণবর্জ্জিত শুদ্ধ সদানন্দস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসার (জন্মমরণাদিভোগ) হয় কাহার? বিদ্যা দ্বারা মোক্ষই বা হয় কাহার? হে ভগবন্, প্রয়াণোন্মুখ জ্ঞানীর আত্যন্তিক দেহ নাশই বা কি প্রকারে জানা যায়? আপনি আমাকে ইহা যথাযথভাবে বলিতে সমর্থ, অর্থাৎ বলুন।'

বশিষ্ঠঃ— "তস্যৈব নিত্যশুদ্ধস্য সদানন্দময়াত্মনঃ।
অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য সংসৃতিঃ কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
ভ্রান্ত্যারূঢ়ঃ স এবাত্মা জীবসংজ্ঞঃ সদা ভবেৎ॥"

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে পরস্যৈবৌপাধিকং জীবাদিভেদং দর্শয়তি—কথং তর্হৌপাধিকভেদেন বন্ধমুক্ত্যাদিব্যবস্থেত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং ব্যবস্থাং দর্শয়তি—

"একস্তু সূর্য্যো বহুধা জলাধারেষু দৃশ্যতে।
আভাতি পরমাত্মা চ সর্ব্বোপাধিষু সংস্থিতঃ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু বাহ্যে চাভ্যন্তরে স্থিতম্।
আকাশমিব ভূতেষু বুদ্ধাবাত্মা ন চান্যথা॥
এবং সতি যয়া বুদ্ধ্যা দেহোঽহমিতি মন্যতে।
অনাত্মন্যাত্মতা ভ্রান্ত্যা সা স্যাৎ সংসারবন্ধিনী॥
সর্ব্বৈর্ব্বিকল্পৈর্হীনস্তু শুদ্ধো বুদ্ধোঽজরোঽমরঃ।
প্রশান্তো ব্যোমবদ্ব্যাপী চৈতন্যাত্মা সকৃৎপ্রভঃ॥

তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—'সেই নিত্যশুদ্ধ (সর্ব্বদা নির্দ্দোষ) সদানন্দময় আত্মাই যখন অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন (আবৃত) হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারই সংসার হয়, এ কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। একই ভূতাত্মা (সত্য আত্মা—ব্রহ্ম) প্রত্যেক ভূতে অবস্থান করায় জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয়। সেই পরমাত্মাই ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।' ব্রহ্মপুরাণেও পরব্রহ্মেরই উপাধিকল্পিত জীবাদি বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—তাহা হইলে, ঔপাধিক ভেদানুসারেই বা বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা (বিভাগনিয়ম) হয় কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহু-প্রকার দৃষ্ট হয়, পরমাত্মাও তেমন সমস্ত উপাধিতে অবস্থান করত [বিভিন্না-কারে] প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মই সর্ব্ব শরীরে ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আকাশ যেরূপ পঞ্চ ভূতের মধ্যে অবস্থান করে, আত্মাও তেমন বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়, অন্যথা নহে। বুদ্ধিতে আত্ম-বিকাশই যখন সত্য সিদ্ধান্ত, তখন অনাত্মাতে আত্মভ্রান্তিরূপ যে বুদ্ধি দ্বারা দেহকে 'অহং' (আমি) মনে করে, সেই বুদ্ধিই সংসার-বন্ধের কারণ। সর্ব্বপ্রকার বিকল্পরহিত আত্মা কিন্তু শুদ্ধ, বুদ্ধ, অজর, অমর, প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিত্য প্রকাশমান্ চৈতন্য-

ধূমাভ্রধূলিভির্ব্যোম যথা ন মলিনীয়তে।
প্রাকৃতৈরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা॥
যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে জলৈর্ধূমাদিভির্যুতে।
নান্যে মলিনতাং যান্তি দূরস্থাঃ কুত্রচিৎ কচিৎ॥
তথা দ্বন্দ্বৈরনেকৈস্তু জীবে চ মলিনীকৃতে।
একস্মিন্নাপরে জীবা মলিনাঃ সন্তি কুত্রচিৎ॥"

তথা চ শুকশিষ্যো গৌড়পাদাচার্য্যঃ—

"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" ইতি।

তস্মাদদ্বিতীয়ে পরমাত্মন্যুপাধিতো জীবেশ্বরয়োর্জীবানাঞ্চ ভেদব্যবস্থায়াঃ সিদ্ধত্বান্ন বিশুদ্ধসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্যাবিশুদ্ধোপাধি-জীবগতা সুখদুঃখমোহাজ্ঞানাদয়ঃ।

তথা চ ভগবান্ পরাশরঃ—

"জ্ঞানাত্মকস্যাঽমলসত্ত্বরাশেরপেতদোষস্য সদা স্ফুটস্য।
কিং বা জগত্যস্তি সমস্তপুংসামজ্ঞাতমস্যাস্তি হৃদি স্থিতস্য" ॥ ইতি।

নাপি জীবান্তরগতসুখদুঃখমোহাদিনা জীবান্তরস্য বদ্ধস্য মুক্তস্য বা সম্বন্ধঃ।

স্বরূপ। আকাশ যেরূপ ধূম, মেঘ ও ধূলিরাশি দ্বারা মলিনীকৃত হয় না, সেইরূপ পুরুষও (আত্মাও) প্রাকৃত বিকারে সংস্পৃষ্ট হয় না। একটী ঘটাকাশ জল ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলেও দূরবর্ত্তী অপর ঘটাকাশ সকল যেমন কোথাও কখনও মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি এক জীব সুখদুঃখাদি বহু দ্বন্দ্বভাব দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও অপর জীবগণ কখনও মলিন হয় না।'

শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদ আচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—একটী ঘটাকাশ যেমন ধূলি ও ধূমরাশিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে, অপর ঘটাকাশ সকল তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না, ঠিক সেইরূপ সকল জীবও সুখাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।' অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে উপাধিদ্বারা জীবেশ্বর-বিভাগ এবং জীবসমূহের ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ ঔপাধিক ভেদব্যবহার থাকাতেই অশুদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যো-পাধিক জীবগত সুখ দুঃখ মোহ ও অজ্ঞান প্রভৃতি দোষনিচয় বিশুদ্ধ সত্ত্বো-পাধিসম্পন্ন পরমেশ্বরে সংক্রামিত হয় না। ভগবান্ পরাশরও সেইরূপ বলিয়াছেন—'নির্ম্মল সত্ত্বগুণের আকর, নিত্য নির্দোষ, সদা প্রকাশস্বভাব এবং সমস্ত পুরুষের হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ এই পরমাত্মার জগতে অবিজ্ঞাত কি আছে?' [যেমন জীবগত সুখদুঃখাদির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ হয় না, তেমনি] এক জীবের সুখদুঃখাদির সহিত বদ্ধ বা মুক্ত অপর কোন জীবের সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ এক জীবের সুখদুঃখে অপর কোন জীবই সুখী বা দুঃখী হয়

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-*
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।**
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১ ॥ ৯

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জীবেশ্বরয়োঃ সারূপ্য-বৈরূপ্যে তাবদাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ ইতি।] দ্বৌ (জীবেশ্বরৌ) জ্ঞাজ্ঞৌ (ঈশ্বরঃ জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, জীবঃ অজ্ঞঃ অল্পজ্ঞঃ ইত্যাশয়ঃ), অজৌ (জন্মরহিতৌ), ঈশনীশৌ (ঈশঃ—প্রভুঃ ঈশ্বরঃ, অনীশঃ জীবঃ)। একা (অজা মায়া) ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তুঃ জীবস্য ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা)। আত্মা (জীবঃ স্বরূপতঃ) অনন্তঃ (দেশ-কালাদিপরিচ্ছেদশূন্যঃ) বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং রূপং যস্য, সঃ) অকর্ত্তা হি (ভোগাদি-কর্ত্তৃত্বরহিত এব)। যদা ত্রয়ং (জীবেশ্বরপ্রকৃতিতত্ত্বং) ব্রহ্মং (ব্রহ্ম) ইতি বিন্দতে (লভতে, বিজানাতি), [তদা বীতশোকঃ ভবতীতি শেষঃ।] ॥ ১॥৯ ॥

মূলানুবাদ।—[এখন জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ ও সাম্য প্রদর্শন করিতেছেন।] ঈশ্বর ও জীব, ইহারা উভয়ে জ্ঞ ও অজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আর জীব অল্পজ্ঞ, উভয়েই অজ জন্মরহিত, ঈশ্বর ঈশ—সকলের প্রভু, আর জীব অনীশ অর্থাৎ নিজের উপরেও প্রভুত্বহীন। একমাত্র অজা প্রকৃতি বা মায়া ভোক্তার ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা, অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতিই জীবের ভোগসম্পাদনের জন্য ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। নানাদেহে নানাপ্রকার নামে পরিচিত (বিশ্বরূপ) আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত ও অকর্ত্তাই, যখন সে ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ এই তিনকে, অথবা জীব ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করে, [তখন সর্ব্ব পাশ হইতে বিমুক্ত হয়।] ॥ ১॥৯ ॥

উপাধিতো ব্যবস্থায়াঃ সম্ভবাৎ। অত একমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিরিতি ভবদুক্তস্য চোদ্যস্যানবকাশঃ ॥ ১॥৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চেদমপরং বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবিতি। ন কেবলং ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে ঈশঃ, নাপ্যনীশঃ সন্ বধ্যতে জীবঃ, অপি তু জ্ঞাজ্ঞৌ—

না। কেন না, উপাধি দ্বারাই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। এই কারণেই তুমি যে আপত্তি করিয়াছিলে, একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হয় না কেন—সে আপত্তিরও অবকাশ হয় না ॥ ১॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জীবে ও ঈশ্বরে আরও যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" ইতি। ঈশ্বর যে কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের পোষণ করেন, আর জীব যে অনীশ অর্থাৎ মায়ার অধীন হইয়া কেবলই

* ঈশানীশৌ—ইতি পাঠান্তরম্।
** ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা—ইতি পাঠান্তরম্।

জ্ঞ ঈশ্বরঃ, অজ্ঞো জীবঃ, তৌ অজৌ জন্মাদিরহিতৌ, ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্ত জীবেশ্বরাত্মনাবস্থানাৎ।

তথা চ শ্রুতিঃ।—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুনশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥" ইতি।

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" ইতি চ।

ঈশনীশৌ ছান্দসং হ্রস্বত্বম্। ১

নম্বদ্বৈতবাদিনো যদি ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণপ্রপঞ্চসিদ্ধিঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বেশঃ পরমেশ্বরঃ। অনীশো জীবঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বজ্ঞো জীবঃ। সর্ব্বকৃৎ পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বকৃৎ জীবঃ। সর্ব্বভৃৎ পরমেশ্বরঃ। দেহাদিভৃজ্জীবঃ। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বাত্মা জীবঃ। বিশ্বৈশ্বর্য্য আপ্তকামঃ পরমেশ্বরঃ। অল্পৈ-শ্বর্য্যোঽনাপ্তকামো জীবঃ। সর্ব্বতঃ পাণিঃ, সহস্রশীর্ষা, নিত্যোঽনিত্যানাম্ ইত্যাদিনা জীবেশ্বরয়োর্ব্বিলক্ষণব্যবহারসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ন তু ভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চসিদ্ধিরস্তি, স্বতঃ কূটস্থাপরিণাম্যদ্বিতীয়স্য বস্তুনো ভোক্ত্রাদিরূপত্বাভাবাৎ। নাপি পরতঃ, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য ভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চহেতুভূতস্য বস্ত্বন্তরা ভাবাৎ। বস্ত্বন্তরসত্তাবেঽ-

---

সংসারে আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে, পরন্তু উহারা উভয়ে যথাক্রমে জ্ঞ ও অজ্ঞ—ঈশ্বর জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ), আর জীব অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ), তাহারা উভয়েই অজ জন্মাদিরহিত। কেন না, অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন। সেইরূপ শ্রুতি এই—'প্রথমে তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পুর (বাসগৃহ) নির্ম্মাণ করিলেন। তিনিই পক্ষী হইয়া অর্থাৎ পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনই, তিনি পুরুষরূপে দেহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।' 'সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক পরমেশ্বরও প্রত্যেক রূপানুসারে বিভিন্ন রূপ (আকার বা ভাব) প্রাপ্ত হইয়াও যেমন তাহা হইতে ভিন্ন।' বৈদিক নিয়মানুসারে 'ঈশানীশৌ' পদের আকার হ্রস্ব হইয়া 'ঈশনীশৌ' হইয়াছে। ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর মতে যদি ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক প্রপঞ্চের অস্তিত্বসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই—পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, আর জীব অনীশ (অপ্রভু), পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আর জীব অসর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, আর জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সকলের ভরণকারী, জীব কেবল দেহপোষক, পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা, জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও আপ্তকাম, আর জীব অল্প ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও অনাপ্তকাম, এবং "সর্ব্বতঃ পাণিঃ" "সহস্রশীর্ষাঃ" "নিত্যোঽনিত্যানাং" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু ভোক্তৃভোগ্যাদিরূপ প্রপঞ্চের অস্তিত্বই ত অসিদ্ধ; কারণ, স্বভাবতই যাহা কূটস্থ অপরিণামী (নির্ব্বিকার) অদ্বিতীয় বস্তু (ব্রহ্ম), তাহার ত ভোক্তৃভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। অপর বস্তুর সহযোগেও যে ব্রহ্মের ভোক্তৃত্বাদি

দ্বৈতহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তেতি। ভবেদয়মীশ্বরাদ্য-বিভাগঃ, যদি প্রপঞ্চাসিদ্ধিরেব স্যাৎ, সিধ্যত্যেব প্রপঞ্চঃ। হি যস্মাদর্থে। যস্মাদজা প্রকৃতির্ন জায়তে ইত্যজা সিদ্ধা প্রসবধর্ম্মিণী। "অজামেকাম্" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" "মায়া পরা প্রকৃতিঃ।" "সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া।" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা বিশ্বজননী দেবাত্মশক্তিরূপৈকা স্ববিকারভূত-ভোক্তৃভোগভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ঈশ্বরনিকটবর্ত্তিনী কিংকুর্ব্বাণাঽবতিষ্ঠতে। তস্মাৎ সোঽপি মায়ী পরমেশ্বরো মায়োপাধিসন্নিধেস্তদ্বানিব কার্য্যভূতৈ-র্দ্দেহাদিভিস্তদ্বদেব, বিভক্তৈর্ব্বা বিভক্ত ঈশ্বরাদিরূপেণাবতিষ্ঠতে। তস্মাদেক-স্মিন্নেকরসে পরমেঽভ্যুপগম্যমানেঽপি জীবেশ্বরাদিসর্ব্বলৌকিক-বৈদিকসর্ব্বভেদ-ব্যবহারসিদ্ধিঃ। ২

ন চ তয়োর্ব্বস্তন্তরস্য সদ্ভাবাদ্ দ্বৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায়া অনির্ব্বাচ্যত্বেন বস্তুত্বাযোগাৎ। তথাহ—

হইবে, তাহাও নহে; কারণ, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জন্মাইতে পারে, জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোন বস্তুই নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু থাকিলেও অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত ঘটে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অজা হ্যেকা' ইত্যাদি। একথার অভিপ্রায় এই যে, এই ঈশ্বরাদি বিভাগের অভাব অবশ্যই হইত, যদি প্রপঞ্চ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইত। বাস্তবিক ত তাহা নহে; কারণ, প্রপঞ্চসিদ্ধি সুনিশ্চিত। মূলের 'হি' শব্দটী হেতু অর্থে প্রযুক্ত। যেহেতু জগৎপ্রসবিনী অজা—জন্মরহিত প্রকৃতি প্রমাণসিদ্ধ, অর্থাৎ "অজামেকাং" "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" "মায়া পরা প্রকৃতিঃ" "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ-সিদ্ধা জগজ্জননী দেবাত্মশক্তিরূপা এক অজা নিজেরই বিকার বা পরিণামাত্মক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগসম্পাদনরূপ প্রয়োজন সাধনে ব্যাপৃতা এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কিংকরীরূপে (দাসীভাবে) অবস্থান করে, সেইহেতু মায়ো-পাধিযুক্ত সেই ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধির সান্নিধ্যবশতঃ নিজেও যেন সেই রকমই হন, মায়াকার্য্য দেহাদির সান্নিধ্যবশতঃ যেন দেহের মতই এবং বিভক্ত পদার্থের সহযোগ থাকায় নিজেও বিভক্ত প্রপঞ্চের ন্যায় পৃথক্ হইয়াই যেন ঈশ্বর প্রভৃতি ভাবে অবস্থান করেন। সেই কারণেই পরমাত্মাকে অনেকাংশরহিত অখণ্ড বলিয়া স্বীকার করিলেও, লোকবেদপ্রসিদ্ধ জীবেশ্বরাদি ভেদব্যবহার সমস্তই সিদ্ধ হয়। ২

পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র বস্তুর স্বীকার করায় যে দ্বৈতবাদ সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মায়া সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য; সুতরাং তাহার বস্তুত্ব (সত্যতা) নাই (৭)। একথা অন্যেও বলিয়াছে, 'হে ভগবন্,

(৭) সদসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা সৎ, তাহা

“এষা হি ভগবন্মায়া সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতা” ইতি। যস্মাদজৈব ভোক্ত্রাদিরূপা, তস্মাৎ তৎস্বীকৃতস্য মিথ্যাসিদ্ধবস্তুত্বাসম্ভবাৎ অনন্তশ্চাত্মা। চশব্দোঽবধারণে, অনন্ত এবাত্মা। অন্তান্তঃ পরিচ্ছেদঃ দেশতঃ কালতো বস্তুতোঽপি ন বিদ্যত ইতি। বিশ্বরূপো বিশ্বমস্যৈব রূপমিতি, পরস্যাবিশ্বরূপত্বাৎ। “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্” ইতি। রূপস্য রূপিব্যতিরেকেণাভাবাৎ বিশ্বরূপত্বাদপ্যানন্ত্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। হি শব্দো যস্মাদর্থে। যস্মাৎ বিশ্বরূপবৈশ্বরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ” ইত্যেবমাদিভিরাত্মনো বিশ্বরূপত্বমিত্যর্থঃ। যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা, অতএব অকর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। কদৈবমনন্তো বিশ্বরূপঃ কর্ত্তৃত্বাদিসকলসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতো মুক্তঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণৈবাবতিষ্ঠতে, ইত্যত্রাহ—ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতদিতি। ত্রয়ং ভোক্তৃ-ভোগ-ভোগ্যরূপম্।

এই মায়া সদসৎ-ব্যক্তিবর্জ্জিত, অর্থাৎ মায়া সৎ-পদার্থরূপেও ব্যক্ত নয়, এবং অসৎ-রূপেও ব্যক্ত নয়,—সদসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য। যেহেতু অজাই (মায়াই) ভোক্তা ও ভোগ্যাদিরূপে অবস্থিত, সেই হেতুতেই অজাকল্পিত বস্তুমাত্রই মিথ্যা —অসত্য, কাজেই আত্মা অদ্বিতীয় অখণ্ড। ‘চ’ অর্থ অবধারণ। যেহেতু দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা ইহার অন্ত—পরিচ্ছেদ (সীমা) হয় না, সেইহেতু আত্মা অনন্তই। [সেই আত্মাও] বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব (জগৎ) তাঁহারই রূপ বা বিকাশ ; কারণ, পরমাত্মা কখনই বিশ্বরূপ নহে (বিশ্বাকারে পরিণত নহে)। পরমাত্মার বিকার মাত্রই যখন বাক্যারব্ধ নামমাত্র—সত্য নহে, এবং রূপ বা আকৃতি যখন রূপী (আকৃতিমান্) হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে, তখন বিশ্বরূপ বলিয়াই আত্মা অনন্ত (অসীম)। মূলের হি শব্দটী ‘যস্মাৎ’ অর্থে। যেহেতু বিশ্বরূপ-বৈশ্বরূপ্যই পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, সেই হেতুই পরমাত্মার বিশ্বরূপত্বও সিদ্ধ হয়। যেহেতু বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত, সেই হেতুই অকর্ত্তা—সংসারসুলভ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মরহিত। আত্মা কোন সময়ে অনন্ত বিশ্বরূপ এবং কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত মুক্ত ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—“ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ” ইতি। ত্রয়—ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ—এই তিন। উক্ত তিনই মায়াময়, সেই

কখনও বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না, সৎ বস্তু চিরকাল একই রূপে থাকে। প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে অসতের যখন কোনরূপ কার্য্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশ-কুসুমের ন্যায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন ঐ প্রকৃতিরই ফল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পারা যায় না। এইজন্যই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। অনির্ব্বাচ্য মাত্রই অবস্তু অসত্য।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১ ॥ ১০

সন্বলার্থঃ।—ইদানীং প্রকৃতিপরমেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যমুক্ত্বা, তদ্বিজ্ঞানাদ-মৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—ক্ষরমিত্যাদি। ক্ষরং (বিকারশীলং সর্ব্বং জগৎ) প্রধানং (প্রকৃতিঃ, তৎপরিণামরূপত্বাৎ জগতঃ)। অক্ষরম্ (অবিনাশি, আত্মা জীবঃ) অমৃতং (মরণরহিতং ব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ)। হরঃ (অবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য হরণাৎ হরঃ) একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) ক্ষরাত্মানৌ (প্রকৃতি-পুরুষৌ) ঈশতে (ঈষ্টে—শাসনেন নিয়ময়তি)। তস্য (দেবস্য) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) অভিধ্যানাৎ (সম্যক্ চিন্তনাৎ), যোজনাৎ (মনোনিবেশনাৎ), তত্ত্বভাবাৎ (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রতিবোধাৎ) অন্তে (প্রারব্ধভোগাবসানে, যদ্বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানবেলায়াং) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (সুখদুঃখ-মোহাত্মকসর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ ভবতি—মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ১॥১০ ॥

মূলানুবাদ।—প্রধান অর্থাৎ জগৎপ্রকৃতি ক্ষর বিনাশশীল, আর মরণ-রহিত (জীবাত্মা) অক্ষর (পরব্রহ্মস্বরূপ)। সংসারের বীজভূত অবিদ্যাদিদোষ-হরণকারী এক (অদ্বিতীয়) দেব পরমাত্মা উক্ত ক্ষর ও আত্মাকে নিয়মিত করেন। সেই পরমাত্মার পুনঃ পুনঃ অভিধ্যান, তাহাতে চিত্তসংযোজন এবং আমি ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইলে বিশ্বমায়ার—সুখদুঃখমোহময় সংসারপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় ॥ ১॥১০ ॥

মায়াত্মকত্বাদধিষ্ঠানভূত-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ নাস্তি, কিন্তু ব্রহ্মৈবেতি যদা বিন্দতে, তদা নিবৃত্তনিখিলবিকল্প-পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মভাক্ কর্তৃত্বাদিসকলসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতো বীতশোকঃ কৃতকৃত্যোঽবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। অথবা জ্ঞাজ্ঞাজাত্মক-জীবেশ্বর-প্রকৃতিরূপত্রয়ং ব্রহ্ম যদা বিন্দতে লভতে, তদা মুচ্যত ইতি। ব্রহ্মমিতি মকারান্তম্। "ব্রহ্মমেতু মাং মধুমেতু মাম্" ইতিবৎ ছান্দসম্ ॥ ১ ॥ ৯ ॥

কারণে আশ্রয়ভূত ব্রহ্মব্যতিরেকে উহাদের সত্তা নাই, উহারা অসৎ, একমাত্র সৎ, ইহা যখন জানে, সেই সময় সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত, পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়, এবং তখন কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত, শোকশূন্য ও কৃতকৃত্যভাবে অবস্থান করে। অথবা জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা, কিংবা জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি, এই তিনকে যখন ব্রহ্মভাবে লাভ করে, তখন মুক্ত হয়। মূলে 'ব্রহ্মম্' শব্দটী মকারান্ত (ব্রহ্ম-শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্মম্'-শব্দও আছে)। 'ব্রহ্মম্ আমাকে প্রাপ্ত হউন, মধুম্ আমাকে প্রাপ্ত হউক,' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় ইহাও বেদপ্রসিদ্ধ শব্দ ॥ ১॥৯ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাঽভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—জীবেশ্বরয়োর্বিভাগং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শিতং, ইদানীং প্রধানেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হর ইতি। অবিদ্যাদেহঁরণাৎ পরমেশ্বরো হরঃ। অমৃতঞ্চ তদক্ষরং চ অমৃতাক্ষরম্, অমৃতং ব্রহ্মৈব ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। স ঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মানৌ প্রধান-পুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টে, দেব একশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। তস্য পরমাত্মনোঽভিধ্যানাৎ, কথং? যোজনাৎ—জীবানাং পরমাত্মসংযোজনাৎ, তত্ত্বভাবাদহং ব্রহ্মাস্মীতি, ভূয়শ্চাসকৃৎ অন্তে প্রারব্ধকর্ম্মান্তে, যদ্বা স্বাত্মজ্ঞাননিষ্পত্তিরন্তঃ, তস্মিন্ স্বাত্মজ্ঞানোদয়বেলায়াং, বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখমোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপ-মায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১॥১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এ পর্য্যন্ত জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি প্রদর্শিত (বর্ণিত) হইয়াছে। এখন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন ও তদ্বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ"। পরমেশ্বর অবিদ্যাদি হরণ করেন বলিয়া হর-শব্দ-বাচ্য। যাহা অমৃত, তাহাই অক্ষর, [উভয়ের মিলনে হইল—অমৃতাক্ষর)। অর্থ এই যে, অমৃতময় ব্রহ্মই ঈশ্বর। চিৎসদানন্দ অদ্বিতীয় সেই এক দেবতা—পরমাত্মা পরমেশ্বর ক্ষরস্বভাব প্রধান ও পুরুষকে শাসন করেন অর্থাৎ যথাযথ-ভাবে নিয়মিত করেন। সেই পরমাত্মার অভিধ্যানে (চিন্তার ফলে), [অভিধ্যান] কি প্রকারে? না, যোজনে, অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করায় এবং আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ তত্ত্ববোধ উপস্থিত হইলে, পুনঃ পুনঃ এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, অন্তে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে পর, অথবা অন্ত অর্থ—আত্ম-জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, তাহা হইলে অর্থাৎ যে সময় আত্মজ্ঞান সমুদিত হয়, ঠিক সেই সময়েই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক সমস্ত সংসার-রূপ মায়ার নিবৃত্তি হয় ॥ ১॥১০ ॥

সরলার্থঃ ।—ইদানীং ব্রহ্মবিষয়কয়োঃ জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদং দর্শয়তি—জ্ঞাত্বেতি। দেবং (প্রকাশময়ং পরমাত্মানং) জ্ঞাত্বা (অয়মহমস্মীতি সাক্ষাদনুভূয় স্থিতস্য সাধকস্য) সর্ব্বপাশাপহানিঃ (সর্ব্বেষাং পাশানাং অবিদ্যাদীনাং) অপহানিঃ (বিনাশঃ), তথা ক্লেশৈঃ (অবিদ্যাদিভিঃ) ক্ষীণৈঃ (ক্ষয়ংগতৈঃ সদ্ভিঃ)

জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ (অবিদ্যামূলকয়োঃ জননমরণয়োঃ প্রকর্ষেণ বিনাশঃ) [ভবতীতি শেষঃ। ইদং তাবৎ জ্ঞানফলমুক্তম্। অথ ধ্যানফলমুচ্যতে—] তস্য (পরমাত্মনঃ) অভিধ্যানাৎ (অনুচিন্তনাৎ) দেহভেদে (স্থূলদেহপাতে সতি) তৃতীয়ং (বিশ্ব-বৈরাজাপেক্ষয়া তৃতীয়ং) বিশ্বৈশ্বর্য্যং (সবিশেষকার্য্যব্রহ্মরূপং) [অনুভূয়, ক্রমেণ] আপ্তকামঃ (সর্ব্বকামপরিসমাপ্তিং প্রাপ্তঃ সন্) কেবলঃ (নির্ব্বিশেষব্রহ্মভাবং প্রাপ্তো ভবতি, মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ।) [অয়ং ভাবঃ—পরমাত্মানম্ অহমিতি বিজানতঃ পুরুষস্য প্রথমম্ অবিদ্যারূপ-পাশক্ষয়ো ভবতি, তৎক্ষয়ে চ কারণক্ষয়াৎ জন্মমরণয়োঃ সাক্ষাৎ নিবৃত্তিঃ জীবন্মুক্তির্ভবতীতি। ধ্যায়িনাং পুনঃ—তদভিধ্যানাৎ প্রথমং প্রারব্ধভোগসমাপ্তৌ দেহপাতঃ, অনন্তরং বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণকার্য্যব্রহ্ম-লোকে গমনং, তদনন্তরং সর্ব্বকামসমাপ্তিপূর্ব্বকং কৈবল্যং—মুক্তির্ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাৎ সাক্ষাৎ কৈবল্যলাভঃ, ধ্যানাৎ পুনঃ ক্রমেণেতি জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদ ইত্যাশয়ঃ।] ॥ ১॥১১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—[অতঃপর জ্ঞান ও ধ্যানের ফলভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সেই পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানিলে সাধকের সমস্ত বন্ধনপাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যাদি দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে জন্ম ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জন্মমরণের প্রধান কারণ অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার ক্ষয়ে পুনরায় আর জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুক্তি—জীবন্মুক্তি হয়। আর যাহারা তাহার অভিধ্যান বা অনুচিন্তন করে, তাহারা [প্রারব্ধভোগ শেষ হইলে পর] প্রথম সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক লাভ করে, পরে আপ্তকাম হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে] ॥ ১॥১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—ইদানীং তদ্বিদস্তদ্ধ্যায়িনশ্চ তস্য জ্ঞানধ্যানকৃতং ফল-ভেদং দর্শয়তি—জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্বা দেবমরমহমস্মীতি। সর্ব্বপাশাপহানিঃ। পাশরূপাণাং সর্ব্বেষামবিদ্যাদীনামপহানিঃ। ক্ষীণৈরবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈস্তৎ-

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যাহারা তাহাকে চিন্তা করে—জানে, আর যাহারা তাহাকে ধ্যান করে, এখন তাহাদের উভয়ের জ্ঞান ও ধ্যানকৃত ফলভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—জ্ঞাত্বেতি। আমিই এই দেব, এইরূপে দেবকে (পরমাত্মাকে) জানিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে জানিলে, সর্ব্বপাশের হানি হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে বন্ধন ঘটে, সেই অবিদ্যা প্রভৃতি জীবের পাশ-স্বরূপ, জ্ঞানোদয়ে সে সমস্ত পাশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশরাশি (৮) ক্ষীণ হইলে পর, অবিদ্যামূলক জন্ম-মৃত্যুর প্রহাণি হয়,—দুঃখের

(৮) ক্লেশ পাতঞ্জলের মতে পাঁচ প্রকার—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অবিদ্যা—অনাত্মা-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। অস্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া মনে করা। রাগ—সুখাভিলাষ। দ্বেষ—দুঃখ-বিষয়ে অনিচ্ছা। অভিনিবেশ—মরণত্রাস।

কার্য্যভূত জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জননমরণাদিদুঃখহেতুবিনাশঃ। জ্ঞানফলং প্রদর্শিতম্। ১

ধ্যানে কিঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিরূপং বিশেষমাহ—তস্য পরমেশ্বরস্যাভিধ্যানাদ্ দেহভেদে শরীরপাতোত্তরকালমর্চ্চিরাদিনা দেবযানপথা গত্বা পরমেশ্বরসাযুজ্যং গতস্য তৃতীয়ং বিরাড়্‌রূপাপেক্ষয়া অব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরাবস্থং বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং ফলং ভবতি। স তদনুভূয় তত্রৈব নির্ব্বিশেষমাত্মানং জ্ঞাত্বা কেবলো নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্য-তদুপাধিসিদ্ধিরব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরাত্মকতৃতীয়াবস্থং বিশ্বৈশ্বর্য্যং হিত্বা আপ্তকাম আত্তকামঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপোঽবতিষ্ঠতে। এতদুক্তং ভবতি—সম্যগ্দর্শনস্য তথাভূতবস্তুবিষয়ত্বেন নির্ব্বিষয়পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ বিজ্ঞানানন্তরমবিদ্যাতৎকার্য্যপ্রহাণেন পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোঽবতিষ্ঠতে। ধ্যানস্য পুনঃ সহসা ন নিরাকারে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি···সবিশেষব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ 'তং যথা যথোপাসতে' ইতি ন্যায়েন সবিশেষবিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিশ্বৈশ্বর্য্যমনুভূয় নির্ব্বিশেষপূর্ণানন্দব্রহ্মাত্মানং জ্ঞাত্বা কেবলাত্মকামোঽবাপ্তাশেষপুমর্থো মুক্তো ভবতি। ২

নিদানভূত জন্ম ও মরণ প্রভৃতি অনর্থগুলির প্রণাশ ঘটে। ইহা জ্ঞানের ফল প্রদর্শিত হইল, [ধ্যানের ফল পরে বলা যাইতেছে]। ১

ধ্যানের ফলে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ধ্যানের ফল ক্রমমুক্তি, তাহা বলিতেছেন। সাধক সেই পরমেশ্বরের অভিধ্যানের ফলে (একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে) দেহপাতের (মরণের) পরক্ষণে অর্চ্চিরাদিক্রমে দেবযান পথে গমন করিয়া পরমেশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন, অনন্তর তৈজস ও বিরাট্ পুরুষ অপেক্ষা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ অপ্রকট কারণরূপী ঈশ্বরত্বরূপ বিশ্বৈশ্বর্য্য (সর্ব্বেশ্বরত্বরূপ) ফল প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে সেই পরমৈশ্বর্য্যপদ উপভোগ করিয়া নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া কেবল হন—তখন সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও তদনুযায়ী ফলসিদ্ধি এবং পূর্ব্বপ্রাপ্ত পরম ব্যোমরূপী ঈশ্বরাত্মক তৃতীয়াবস্থারূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ তখন তাঁর সমস্ত কাম আত্মাতে পরিসমাপ্ত হয় এবং তিনি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। অভিপ্রায় এই যে, যথার্থ বস্তুই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়; অতএব অবিশেষ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কারণেই তত্ত্বদর্শন হইলে পর অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য সকল প্রণষ্ট হইয়া যায়, কাজেই তখন এক অদ্বিতীয় পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মরূপে অবস্থান ঘটে। ধ্যানবুদ্ধি কখনও নিরাকার বিষয়ে সহজে প্রবৃত্ত হয় না, কাজেই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমে ধ্যান করিতে হয়। ঐরূপ ধ্যানে 'তাঁহাকে যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, তেমনই ফল পায়,' এই শ্রুতিকথিত নিয়মানুসারে বিশ্ব-ঐশ্বর্য্যাত্মক সবিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; সেই বিশ্বৈশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পরে নির্ব্বিশেষ পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মাত্মাকে অবগত হয়, তাহার ফলে কেবল—পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২

তথা শিবধর্ম্মোত্তরে জ্ঞানধ্যানয়োর্ব্বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং কেবলাত্মাপ্তকামলক্ষণঞ্চ ফলং দর্শয়তি—

"ধ্যানাদৈশ্বর্য্যমতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সুখমুত্তমম্।
জ্ঞানেন তৎ পরিত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ" ॥ ইতি।

তথা চ দহরাদিসবিশেষ-সগুণোপাসকানাং "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিনা বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং ফলং দর্শয়তি। তথা চ প্রশ্নোপনিষদি—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওঁমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ" ইত্যাদিনা পরমপুরুষমভিধ্যায়তোঽর্চ্চিরাদিমার্গোপদেশপূর্ব্বকম্ "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইতি ব্রহ্মলোকং গতস্য তত্রৈব সম্যগ্‌দর্শনলাভং দর্শয়িত্বা "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্, যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি" ইতি সম্যগ্দর্শনেন মোক্ষ উপদিষ্টঃ—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইতি বিদুষোঽর্চ্চিরাদিগমনং বিনা ইহৈবামৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। "অথাকাময়মানঃ" ইত্যারভ্য "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইত্যাদিনা বিনৈবোৎক্রান্তিং বিদুষো মোক্ষ

শিবধর্ম্মোত্তরেও এইরূপই ধ্যানের ফল বিশ্বৈশ্বর্য্য, আর জ্ঞানের ফল আপ্তকামত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—'ধ্যানের ফল—অতুল ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্যের ফল উত্তম সুখ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্য্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেহ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।' এইরূপ—'সে যদি পিতৃলোকাভিলাষী হয়, তবে ইহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনায় যাহারা রত, তাহাদের বিশ্বৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়। প্রশ্নোপনিষদ্‌ও 'যে লোক ত্রিমাত্রাত্মক ওঁম্ এই প্রণবাক্ষররূপে পরম পুরুষের ধ্যান করে, সে লোক তেজোময় সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়' ইত্যাদি বাক্যে পরম পুরুষের ধ্যানকারী ব্যক্তিদিগের (মৃত্যুর পর গমনের জন্য) অর্চ্চিরাদি পথের উপদেশ করিয়া 'সেই লোকহ হৃদয়স্থ পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করে'—এই বাক্যে আবার ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তির সেখানেই (ব্রহ্মলোকেই) তত্ত্বজ্ঞানলাভের বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের কথা বলিয়াছেন, এবং তৎপরেই আবার 'বিদ্বান্ (জ্ঞানী) পুরুষ এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনের সাহায্যেই—তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, যিনি জরামরণভয়রহিত শান্ত পরম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্ম)।' এই বাক্যে সম্যক্ জ্ঞানে মোক্ষ-ফল-প্রাপ্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র 'তাহাকে (আত্মাকে) এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহেই অমৃতত্ব লাভ করে'—এই বাক্যে অর্চ্চিরাদিপথে গমন ব্যতিরেকেও ইহলোকেই জ্ঞানীর মুক্তিলাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'পক্ষান্তরে, যিনি কামনারহিত নিষ্কাম', এইরূপে বাক্যারম্ভের পর 'তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ এই দেহ হইতে আর লোকান্তরে প্রস্থান করে না, তিনি ব্রহ্মভাবে উদ্বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন'

উপদিষ্টঃ। "উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকমুৎক্রান্ত্যভাবো দর্শিতঃ। তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে জীবন্মুক্তিং গত্যভাবং চ দর্শয়তি—

"যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্।
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবেদসৌ॥
মোক্ষস্য নৈব কিঞ্চিৎ স্যাদন্যত্র গমনং ক্বচিৎ।
স্থানং পরার্দ্ধমপরং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥
অজ্ঞানবন্ধভেদস্তু মোক্ষো ব্রহ্মলয়স্থিতি॥"

তথা লৈঙ্গে বিদুষো জীবন্মুক্তিং দর্শয়তি—

"ইহ লোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ।
জীবন্মুক্তো যতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ॥"

শিবধর্ম্মোত্তরে—"বাঞ্ছাত্যয়েঽপি কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
ইহৈব স বিমুক্তঃ স্যাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ॥"

তস্মাদুপাসকো দেহাদুৎক্রম্যাঽর্চ্চিরাদিনা দেবযানেন বিশ্বৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম প্রাপ্য বিশ্বৈশ্বর্য্যমনুভূয় তত্রৈব কেবলং প্রত্যস্তমিতভেদ-পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মানং জ্ঞাত্বা

ইত্যাদি বাক্যেও জ্ঞানীর পক্ষে উৎক্রমণ ব্যতিরেকেই মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। 'ইহার (জ্ঞানীর) দেহ হইতে প্রাণ সকল কি উৎক্রমণ করে? অথবা করে না?' [এতদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'না—উৎক্রমণ করে না,' এই স্থানেও প্রশ্নপূর্ব্বক উৎক্রমণের অভাব দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপেই জীবন্মুক্তি ও লোকান্তরগতির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন—

যোগী যে সময়ে আপন আত্মাকে কেবল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রবৃত্তির সম্পর্করহিত শুদ্ধস্বরূপ জানিতে পারে, সেই সময় হইতেই তিনি জীবন্মুক্ত হন। ধ্যানযোগীরা যে সকল উত্তম স্থানে গমন করে, মুক্ত পুরুষের সে সকল স্থানের কোথাও গমন হয় না। মোক্ষ অর্থ—অজ্ঞান-বন্ধনের ছেদন ও ব্রহ্মে বিলয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যাওয়া। লিঙ্গপুরাণেও জ্ঞানীর জীবন্মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে 'যিনি পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি জীবন্মুক্ত; ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই।' শিবধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে—'জ্ঞানীর যখন সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী পরিপূর্ণাত্মা সেই ব্যক্তি ইহলোকেই বিমুক্ত হয়।'

অতএব বুঝিতে হইবে, উপাসক পুরুষ (দেহপাতের পর) দেহ হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া দেবযাননামক অর্চ্চিরাদিপথে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ব্রহ্মলোকে গমন করে, সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া সেখানেই সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কেবল আপ্তকাম অর্থাৎ মুক্ত হয়।

কেবলাত্মকামো মুক্তো ভবতি বিদ্বান্। নির্ব্বিশেষপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মবিজ্ঞানাদশেষ-গন্তৃগন্তব্যগমনাদিভেদপ্রত্যস্তময়াদ্বিনৈবোৎক্রান্তিং দেবযানং চ ব্রহ্মজ্ঞানসমনন্তরং জীবন্মুক্তো ব্রহ্মজ্ঞানসমনন্তরং ব্রহ্মানন্দমনুভূয়াত্মরতিরাত্মতৃপ্ত আত্মনৈবান্তঃসুখোঽন্তরারামোঽন্তর্জ্জ্যোতিরাত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মমিথুন আত্মানন্দ ইহৈব স্বারাজ্যে ভূম্নি স্বে মহিম্ন্যমৃতোঽবতিষ্ঠতে। তদ্ধেতুত্বাদ্বাহ্যবিষয়পরিত্যাগেন ব্রহ্মণ্যাধায় বাঙ্মনঃকায়-নিষ্পাদ্যং শ্রৌতস্মার্ত্তলক্ষণং কর্ম্ম কৃত্বা বিশুদ্ধসত্ত্বো যোগারূঢ়ো ভূত্বা শমাদিসাধন-সম্পন্নঃ।

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
এবং যুঞ্জন্ সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥" ইতি স্মৃতেঃ॥ ১॥ ১১॥

নির্ব্বিশেষ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করার ফলে তাহার গন্তা (গমন কর্ত্তা), গন্তব্য ও গমন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই কারণে সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ দেবযানপথে না যাইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার পর, আত্মাতেই তাহার রতি, তৃপ্তি, ক্রীড়া ও সুখের উদয় হয়, আনন্দ, আরাম ও জ্যোতিঃ (প্রকাশ) অন্তরে প্রকটিত হয়, এবং এখানেই স্বমহিমাময় ভূমা স্বারাজ্যে মুক্তভাবে অবস্থান ঘটে। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি লাভপূর্ব্বক যোগারূঢ় হইতে হয়। [এ কথা ভগবান্ও বলিয়াছেন—] 'যোগী পুরুষ দেহ ও মন সংযত করিয়া এবং আশীঃ—(অনাগত প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা) ও পরদ্রব্য-প্রতিগ্রহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে একাকী সর্ব্বদা আত্মযোগ অনুশীলন করিবে। যোগী এই ভাবে নিরন্তর আত্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আত্যন্তিক ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা যোগযুক্ত, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আপনাতে বিদ্যমান দর্শন করেন। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান দর্শন করেন, তিনি নিজে নিজকে হত করেন না, অর্থাৎ আপনার নিত্যত্ব অপলাপ করেন না, তাহার ফলে পরাগতি (মুক্তি) লাভ করেন।' ইত্যাদি স্মৃতিবচনও এ বিষয়ে প্রমাণ॥ ১॥ ১১॥

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং,
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১॥১২ ॥

সরলার্থঃ ।—নিত্যং (সর্ব্বদা) এব (নিশ্চয়ে) আত্মসংস্থং (স্বাত্মনি বর্ত্তমানং স্বাত্মস্বরূপমিত্যর্থঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) জ্ঞেয়ং (বেদিতব্যম্), অতঃ (অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ) পরং (অন্যৎ) কিঞ্চিৎ (কিমপি) হি (নিশ্চয়ে) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্যং) ন (নাস্তি) [পরমাত্মবিজ্ঞানেনৈব সর্ব্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তিরিতি ভাবঃ।] [জ্ঞানপ্রকার উচ্যতে] ভোক্তা (জীবঃ), ভোগ্যং (সর্ব্বং জগৎ), প্রেরিতারং (অন্তর্যামিণং) চ, এতৎ ত্রিবিধং সর্ব্বং ব্রহ্মং প্রোক্তং (কথিতম্)। এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্মৈবেতি বিজ্ঞেয়মিতি ভাবঃ]। [অত্র ব্রহ্মম্ ইতি মকারান্তং পদম্] ॥ ১ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ।—সর্ব্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে, [এই ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য], ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। [কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—] ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও প্রেরিতা—ঈশ্বর, পূর্ব্বোক্ত এই তিনই ব্রহ্ম, এইরূপে জানিতে হইবে।] ॥ ১॥১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যস্মাজ্‌জ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তস্মাৎ * [এতজ্‌জ্ঞেয়মিতি]। এতৎ প্রকৃতং কেবলাত্মাকাশব্রহ্মরূপং, নিত্যং নিয়মেন জ্ঞেয়ম্। কিমত্রান্যসংস্থম্ ? ন—স্বাত্মসংস্থং জ্ঞেয়ং, নানাত্মনি বাহ্যে। শ্রূয়তে চ—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥" ইতি।

তথা চ শিবধর্ম্মোত্তরে যোগিনামাত্মনি স্থিতিঃ—

ভাষ্যানুবাদ ।—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের পরই মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেই হেতু প্রস্তাবিত এই কেবল (বিশুদ্ধ) আত্মাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকে নিত্য—নিয়মপূর্ব্বক জানিবে। ভাল, তাহাকে কি অন্যসংস্থ—অন্যত্র অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে ? না,—আত্মসংস্থ—আত্মস্বরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে, কিন্তু বাহ্য—অনাত্ম পদার্থে অবস্থিতরূপে নহে। এ কথা বেদেও শ্রুত হয়—'যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মসংস্থ তাহাকে (পরমাত্মাকে) নিয়ত দর্শন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত (অবিনশ্বর) শান্তি হয়, অপর সকলের হয় না।' ইতি। শিবধর্ম্মোত্তরেও এইরূপেই যোগিগণের আত্মাতে অবস্থানের কথা বর্ণিত আছে—

* কোন কোন সংস্করণে তৃতীয় বন্ধনীস্থিত অংশ নাই।

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজতে শিবম্।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কূর্পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন পশ্যন্তীহ শঙ্করম্।
জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যং যথোদিতম্।
যঃ পশ্যেৎ সর্ব্বগং শান্তং তস্যাধ্যাত্মস্থিতঃ শিবঃ।
আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্।
আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যো ব্রজেৎ।
করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥" ১

অথবা এতদ্‌যদপরোক্ষং প্রত্যগাত্মরূপং * তন্নিত্যমবিনাশি স্বে মহিম্নি স্থিতং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়ম্। কস্মাৎ? হি শব্দো যস্মাদর্থে। যস্মান্নাতঃপরং বেদিতব্যমস্তি কিঞ্চিদপি। শ্রূয়তে চ বৃহদারণ্যকে—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা" ইতি। কথমেতজ্‌জ্ঞেয়মিত্যাহ—ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যমিতরৎ, সর্ব্বংপ্রেরিতান্তর্যামী পরমেশ্বরঃ। তদেতত্ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈবেতি। ভোক্ত্রাদ্যশেষভেদ-

'যোগিগণ শিবকে (পরমাত্মাকে) আত্মাতে দর্শন করেন, কিন্তু প্রতিমাতে নহে। যে লোক আত্মস্থ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে (প্রতিমা প্রভৃতিতে) শিবের অর্চ্চনা করে, সে লোক হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের হস্ত-মূল লেহন করুক, অর্থাৎ শিবকে আত্মস্বরূপে চিন্তা না করিয়া বাহিরে প্রতিমা প্রভৃতিতে চিন্তা করা, আর হাতের গ্রাস ফেলিয়া শূন্য হস্ত লেহন করা উভয়ই তুল্য। অন্ধ যেমন আকাশে উদিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমনই অজ্ঞ লোকও জ্ঞানচক্ষু না থাকায়, জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান শঙ্করকে দেখিতে পায় না। যিনি শিবকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান প্রশান্তরূপে দেখিতে পান, শিব তাঁহারই আত্মাতে অবস্থিত (প্রকাশমান) হন। স্বশরীরস্থ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে লোক বাহিরের নানা তীর্থে গমন করে, [বুঝিবে,] সে লোক হাতের মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া—কাচের অন্বেষণ করিতেছে। ১'

অথবা (উক্তবাক্যের অন্য প্রকার অর্থ এই) 'এতদ্'—এই যে সাক্ষাৎ অনুভব-গোচর আত্মতত্ত্ব, তাহা নিত্য অর্থাৎ বিনাশরহিত স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে। কারণ? যেহেতু এতদতিরিক্ত আর কিছু বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) নাই। বৃহদারণ্যকেও শ্রুত আছে—'তাহা এই সমস্ত জীবের গন্তব্য স্থান, যাহা আত্মা।' ইহাকে কিরূপে জানিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জীবভিন্ন সমস্ত (জড় পদার্থমাত্র), প্রেরিতা—অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, উক্ত এই তিন পদার্থ ব্রহ্মই। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্যাদি সমস্ত প্রপঞ্চভেদ নিরস্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিবে। কাবষের গীতায়

* প্রত্যগাত্মতত্ত্বমিতি পাঠান্তরম্।

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১॥১৩ ॥

সরলার্থঃ—যথা যোনিগতস্য (স্বকারণভূতকাষ্ঠাশ্রিতস্য) বহ্নেঃ (অগ্নেঃ) মূর্ত্তিঃ (দহনাত্মকং স্থূলং রূপং) ন দৃশ্যতে (চক্ষুর্গ্রাহ্যং ন ভবতি)। তস্য (বহ্নেঃ) লিঙ্গনাশঃ (লিঙ্গস্য রূপস্য দাহোষ্ণাদেঃ বিনাশঃ) চ (অপি) ন এব [ভবতীতি শেষঃ।] সঃ (বহ্নিঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভূয়ঃ (পুনঃ) ইন্ধনযোনি-গৃহ্যঃ (ইন্ধনং—কাষ্ঠং এব যোনিঃ কারণং—আশ্রয়ো যস্য, তেন—মথনেন গৃহ্যঃ, চক্ষুর্গ্রাহ্যঃ) [ভবতি]। তৎ উভয়ং বা (ইব—তদুভয়মিব) [বহ্নিস্থানীয় আত্মা] দেহে (অধরারণিস্থানীয়ে) প্রণবেন (উত্তরারণিস্থানীয়েন) [মথনস্থানীয়েন মননেন গ্রাহ্যঃ ভবতীতি শেষঃ।] ॥ ১॥১৩ ॥

মূলানুবাদ—অগ্নির যোনি বা উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠ। সেই কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ যেমন চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, এবং তাহার লিঙ্গ (অনুমাপক) দাহোষ্ণাদিরও বিনাশ হয় না, অর্থাৎ কাষ্ঠেতে যেমন অগ্নির স্থূল সূক্ষ্ম দুই ভাবই বিদ্যমান থাকে, অথচ চক্ষুর্গ্রাহ্য মাত্র হয় না। সেই অগ্নিই আবার ইন্ধনযোনি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ ঘর্ষণে চক্ষুর্গ্রাহ্য হয়, ঠিক তেমনই বহ্নি ও বহ্নিলিঙ্গের ন্যায় আত্মাও এই দেহে প্রণব দ্বারা মনন করিলে অনুভবগম্য হয়। [এখানে দেহ—অধরারণি, প্রণব—উত্তরারণি, মনন—মথন, আর আত্মা বহ্নিস্থানীয় বুঝিতে হইবে] ॥ ১॥১৩ ॥

প্রপঞ্চবিলাপনেনৈব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাত্মানং জানীয়াদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং কাবষেয়গীতায়াম্—

"ত্যক্ত্বা সর্ব্ববিকল্পাংশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ।
কৃত্বা শান্তো ভবেদ্‌যোগী দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"তস্যৈব কল্পনাহীনস্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥" ইতি ॥ ১॥১২ ॥

সেইরূপই কথিত আছে—'যোগী পুরুষ সমস্ত বিকল্প (ভেদবুদ্ধি) পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে আত্মস্থ করিয়া, কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেরূপ শান্ত হয়, সেইরূপ শান্ত হইবেন, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিকৃত সমস্ত উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত হইবেন।' শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির মনের দ্বারা যে সেই পরমেশ্বরেরই কল্পনা-বিহীন—নির্ব্বিশেষ স্বরূপের গ্রহণ, তাহাই সমাধি নামে কথিত হয়' ॥ ১॥১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ইদানীম্ "ওঁমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরম্পুরুষমভিধ্যায়ীত।" "ওঁমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত।" "ওঁমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত" ইতি শ্রুতেঃ আত্মানমন্বিষ্য পরাভিধ্যানে প্রণবস্ত নিয়মাদভিধ্যানাঙ্গত্বেন প্রণবং দর্শয়তি—বহ্নের্যথেতি। বহ্নের্যথা যোনিগতস্ত অরণিগতস্ত মুর্ত্তিঃ স্বরূপং ন দৃশ্যতে মথনাৎ প্রাক্, নৈব চ লিঙ্গস্ত সূক্ষ্মদেহস্ত বিনাশঃ। স এবারণিগতোঽগ্নির্ভুয়ঃ পুনঃ-পুনরিন্ধনযোনিনা মথনেন গৃহ্যঃ। যোনিশব্দোঽত্র কারণবচনঃ। ইন্ধনেন কারণেন পুনঃপুনর্মথনাদগৃহ্যঃ। তদ্বোভয়ং। ইবার্থো বাশব্দঃ। তচ্চোভয়ং তদুভয়মিব মথনাৎ প্রাক্ ন গৃহ্যতে, মথনেন চ গৃহ্যতে। তদ্বদাত্মা বহ্নিস্থানীয়ঃ প্রণবেনোত্তরারণিস্থানীয়েন মথনাদ্গৃহ্যতে—দেহে অধরারণিস্থানীয়ে ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর, 'ওঁম্'—এই অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে, 'ওঁম্ ইত্যাকার ধ্যান করতঃ আত্মবিষয়ে যোগ করিবে।' 'ওঁম্ ইত্যাকারে আত্মার ধ্যান করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি প্রামাণ্যানুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মার অন্বেষণে ধ্যান করিতে হইলে প্রণবের ধ্যানও একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ ; সেই কারণে এখন অভিধ্যানের অঙ্গরূপে প্রণবের নির্দ্দেশ করিতেছেন—'বহ্নের্যথা' ইত্যাদি।

বহ্নি যতক্ষণ নিজের উৎপত্তিস্থান অরণিতে (কাষ্ঠেতে) অবস্থান করে, ততক্ষণ প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেমন তাহার মুর্ত্তি—স্থূলরূপ (জ্বলনাত্মক ভাব) দেখা যায় না, এবং তাহার লিঙ্গনামক সূক্ষ্মদেহেরও (বহ্নিলিঙ্গ ধুম উষ্মা প্রভৃতিরও) বিনাশ হয় না (কেবল অদৃশ্য থাকে মাত্র)। কেন না, সেই কাষ্ঠগত অগ্নিই আবার পুনঃ পুনঃ স্বোৎপত্তিস্থান ইন্ধন দ্বারা মথন (ঘর্ষণ) করিলে গৃহ্য—গ্রহণযোগ্য—দর্শনযোগ্য হয়। এখানে 'যোনি' শব্দের অর্থ—কারণ, সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ইন্ধনরূপ কারণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ মথনে গ্রহণযোগ্য হয়। "তদ্ বা উভয়ং"—এ স্থলে বা-শব্দটী ইবার্থে (সাদৃশ্যবাচক)। বহ্নি ও তাহার লিঙ্গ এতদুভয়ের ন্যায় [আত্মাও] মথনের পূর্ব্বে অনুভবযোগ্য হয় না, পরন্তু মথনের পর গ্রহণযোগ্য হয়। অভিপ্রায় এই যে, বহ্নিস্থানীয় আত্মাও উত্তরারণিস্থানীয় প্রণব দ্বারা—মনন (মথন) করিলে অধরারণিস্থানীয় এই দেহেই অনুভূত হইয়া থাকে (৯) ॥ ১॥ ১৩॥

(৯) কাষ্ঠ সাধারণতঃ অগ্নির যোনি আশ্রয় ও উৎপত্তিস্থান। যাজ্ঞিকগণ দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন। ঐ দুই খণ্ড কাষ্ঠের উপরের খণ্ডকে বলে উত্তরারণি, আর নীচের খণ্ডকে বলে অধর অরণি। ঐ দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেমন কাষ্ঠগত অদৃশ্য অগ্নিও দৃশ্য হয়, তেমনি প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়া আর দেহকে অধর অরণি করিয়া ধ্যান করিলে এই দেহেই পরমাত্মাও প্রকাশ পায়।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ।
ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১॥১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১॥১৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[দৃষ্টান্তার্থং প্রকৃতার্থে যোজয়িতুমাহ—স্বদেহমিতি ।] স্বদেহং (স্বস্য যোগিনঃ শরীরং) অরণিং (অধরারণিং) তথা প্রণবং চ (অপি) উত্তরারণিং কৃত্বা ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ (ধ্যানং চিন্তনমেব নির্ম্মথনং, তস্য অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যেন সেবনাৎ) দেবং (স্বপ্রকাশং আত্মানং) নিগূঢ়বৎ (পূর্ব্বোক্তং বহ্নিমিব প্রচ্ছন্নং) পশ্যেৎ (সাক্ষাৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ ।—ইদানীং মন্ত্রদ্বয়েন দর্শনপ্রকারমাহ—'তিলেষু' ইত্যাদি । যঃ সত্যেন (সত্যনিষ্ঠয়া) তপসা (তপস্যয়া চ) সর্ব্বব্যাপিনং ক্ষীরে অর্পিতং (সর্ব্বাত্মনা অবস্থিতং) সর্পিঃ (ঘৃতম্) ইব [স্থিতং] আত্মবিদ্যা-তপোমূলং (আত্মবিদ্যা চ তপঃ চ মূলং দর্শনকারণং যস্য, তং) উপনিষৎপরং (উপনিষদাং তাৎপর্য্যবিষয়ং) তৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মাভিন্নতয়া) এনম আত্মানং অনুপশ্যতি (নিরন্তরং চিন্তয়তি) [তেন কর্ত্রা] তিলেষু [পীড়নেন] তৈলং ইব, দধিনি (দধ্নি) সর্পিঃ (ঘৃতমিব) স্রোতঃসু (অন্তঃপ্রবাহেষু) [খননেন] আপঃ (জলানি ইব), অরণীষু (কাষ্ঠেষু) [ঘর্ষণেন] অগ্নিঃ [ইব] এবং (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অসৌ আত্মা আত্মনি

মূলানুবাদ ।—যোগী পুরুষ নিজের দেহকে নিম্ন অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি (উপরের কাষ্ঠখণ্ড) কল্পনা করিয়া পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ মথনের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে [পূর্ব্বোক্ত] নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—আত্মবিদ্যা ও তপস্যাই ব্রহ্মলাভের মূল বা কারণ, এই জন্য ব্রহ্মকে 'আত্মবিদ্যা-তপোমূল' বলা হয় । ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদের রহস্য, এবং দুগ্ধে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা । যিনি এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যাদ্বারা অনুধ্যান করেন, তিনি—[নিষ্পীড়নের

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদেব প্রপঞ্চয়তি স্বদেহেতি । স্বদেহমরণিং কৃত্বা অধরারণিং—ধ্যানমেব নির্ম্মথনং, তস্য নির্ম্মথনস্যাভ্যাসাদ্দেবং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যেন্নিগূঢ়াগ্নিবৎ ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন—স্বদেহম্ ইতি । যোগী আপনার দেহকে অরণি—অধরারণি (নিম্নের কাষ্ঠখণ্ডস্থানীয়) করিয়া, এবং ধ্যানকে নির্ম্মথনস্থলবর্ত্তী করিয়া, সেই ধ্যানরূপ নির্ম্মথনের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করতঃ দেবকে—জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যা-তপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরমিতি ॥ ১॥১৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

(স্বস্বরূপে) [ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাৎ] গৃহ্যতে (প্রত্যক্ষীক্রিয়তে। তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥ ১ ॥ ১৫-১৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বারা] তিলমধ্যগত তৈলের ন্যায়, [মথনের দ্বারা] দধিগত ঘৃতের ন্যায়, [খননের দ্বারা] নদীর ভূগর্ভস্থ স্রোতোজলের ন্যায়, এবং [ঘর্ষণের দ্বারা] অরণিমধ্যগত অগ্নির ন্যায় এই আত্মাকে আত্মাতেই দেখিতে পান। অধ্যায়-সমাপ্তি সূচনার জন্য "তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরং" কথাটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১৫-১৬ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে দৃষ্টান্তান্ বহূন্ দর্শয়তি—তিলেষ্বিতি। তিলেষু যন্ত্রপীড়নেন তৈলং গৃহ্যতে, দধিনি মথনেন সর্পিরিব। আপঃ স্রোতঃসু নদীষু ভূখননেন। অরণিষু চাগ্নির্মথনেন। এবমাত্মাত্মনি স্বাত্মনি গৃহ্যতে অসৌ—মননেনাত্মভূতদেহাদিষু অন্নময়াদ্যশেষোপাধিপ্রবিলাপনেন নির্ব্বিশেষে পূর্ণানন্দে স্বাত্মন্যেবাবগম্যত ইত্যর্থঃ। কেন তর্হি পুরুষেণাত্মা আত্মন্যেব গৃহ্যত ইত্যত আহ—সত্যেন যথাভূতহিতার্থবচনেন ভূতহিতেন। "সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্" ইতি স্মরণাৎ। তপসা ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্র্যলক্ষণেন। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। এনমাত্মানং যোঽনুপশ্যতি ॥ ১॥১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথমেনমনুপশ্যতীত্যত আহ সর্ব্বব্যাপীতি। সর্ব্বং প্রকৃত্যাদিবিশেষান্তং ব্যাপ্যাবস্থিতং, ন দেহেন্দ্রিয়াদ্যধ্যাত্মমাত্রাবস্থিতমাত্মানং। ক্ষীরে সর্পিরিব সারত্বেন, নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন সর্ব্বেষ্বর্পিতম্ আত্মবিদ্যাতপসোর্মূলং কারণম্। শ্রূয়তে চ—"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি। অথবা আত্মবিদ্যা চ তপশ্চ যস্যাত্মলাভে মূলং হেতুরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি চ। ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ উপনিষণ্ণমস্মিন্ পরং শ্রেয় ইতি। যঃ সত্যাদিসাধনসংযুক্ত এনং সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎপরং অনুপশ্যতি, সর্ব্বগতং ব্রহ্মাত্মদর্শিনা আত্মন্যেব গৃহ্যতে, নাসত্যাদিযুক্তেন পরিচ্ছিন্নব্রহ্মান্নময়াদ্যাত্মনা। শ্রূয়তে চ—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।" "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১॥১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—উল্লিখিত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—তিলেষু ইত্যাদি। যেমন তিলের মধ্যস্থ তৈল যন্ত্র-নিষ্পীড়নে গৃহীত হয়—দর্শনযোগ্য হয়, দধিগত সর্পিঃ (ঘৃত) যেমন মথন দ্বারা (গৃহীত হয়), ভূখননে যেমন অন্তঃস্রোতা নদীতে জল দৃষ্ট হয়, এবং মথন দ্বারা যেমন (ঘর্ষণ দ্বারা) অরণিতে (কাষ্ঠেতে) অগ্নি প্রকটিত হয়, তেমনই মননদ্বারা অর্থাৎ আত্মরূপে কল্পিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অন্নময়কোষ প্রভৃতি যে সমস্ত উপাধি আছে, সে সমস্তের বিলয় সাধন করিয়া, নির্ব্বিশেষ পূর্ণানন্দময় স্বীয় আত্মাতে সেই পরমাত্মা গৃহীত (সাক্ষাৎকৃত) হয়। কি রকম পুরুষ কি উপায়ে আত্মাতে আত্মার সাক্ষাৎকার করে? তদুত্তরে বলিতেছেন, সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ প্রাণিগণের হিতকর যথার্থ-ভাষণ, স্মৃতিশাস্ত্রে ভূতহিতকে 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সত্য বচন এবং 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা' এই স্মৃতিবাক্যোক্ত ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা, এতদুভয় উপায়ে যে পুরুষ এই আত্মাকে নিরন্তর দর্শন করে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অনুধ্যান করে। [সেই পুরুষই ঐ ভাবে আত্মাতে আত্মদর্শন করিয়া থাকে] ॥ ১ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) নিরীক্ষণ করে, তাহা বলিতেছেন—"সর্ব্বব্যাপিনম্" ইত্যাদি।

সর্ব্বব্যাপী—প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত, কিন্তু কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম বিষয়ে অবস্থিত নহে, এবং ক্ষীরের মধ্যে ঘৃত (নবনীত) যেমন সার বস্তুরূপে অবস্থান করে, ঠিক তেমনই সকলের সারভূত আত্মারূপে অবস্থিত, আত্মবিদ্যা (আত্মজ্ঞান) ও তপস্যার মূল অর্থাৎ ঐ উভয় পাইবার কারণ, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইনিই উত্তম কর্ম্ম করান,' [ভগবান্ বলিয়াছেন—] 'আমি তাহাকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়' ইতি। অথবা, আত্মবিদ্যা ও তপস্যাই যাহার স্বরূপ জানিবার মূল অর্থাৎ হেতু, তিনিই—আত্মবিদ্যা-তপোমূল। শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা মোক্ষ লাভ করে', 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হও'। আর 'ব্রহ্মোপনিষৎপর, অর্থাৎ ইহাতেই পরমশ্রেয় (মুক্তি) নিষণ্ণ (বিদ্যমান আছে), এমন আত্মাকে (দর্শন করেন)।' [এ বাক্যের সারার্থ এই যে,] যে ব্যক্তির উক্ত সত্যাদি সাধনসমূহ অধিগত হয়, সে ব্যক্তি আত্মবিদ্যা-তপোমূল, ব্রহ্মোপনিষৎপর এই আত্মাকে ক্ষীরে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী রূপে নিরন্তর দর্শন করে। ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষ আত্মাতেই সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অসত্যাদিযুক্ত ও অন্নময়াদিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থ হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সম্যক্জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা এই আত্মাকে সর্ব্বদা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কুটিলতা বা অনার্জ্জব, অনৃত অসত্য ও ছল বিদ্যমান আছে, তাহারা লাভে সমর্থ হয় না ইত্যাদি। অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য "ব্রহ্মোপনিষৎপরং" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ ২॥১ ॥

সন্বয়ার্থঃ ।—[প্রথমেঽধ্যায়ে পরমার্থদর্শনোপায়ত্বেন ধ্যানমুক্তম্ । ইদানীং তদপেক্ষিত-সাধনবিধানায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং সবিতারং প্রার্থয়তে যুঞ্জান ইতি ।] সবিতা (জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যঃ) [ধ্যানযোগে প্রবৃত্তস্য মম] মনঃ (অন্তঃকরণং) প্রথমং যুঞ্জানঃ (পরমাত্মনি সংযোজয়ন্) অগ্নেঃ (চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়ানামনুগ্রাহকানাং দেবানাং) জ্যোতিঃ (বস্তু-প্রকাশনসামর্থ্যং) নিচায্য (বাহ্যবিষয়াদুপাহৃত্য) তত্ত্বায় (আত্মতত্ত্ব-প্রকাশনায়) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তীঃ জ্ঞানানি) পৃথিব্যাঃ অধি (অধিকে পরিণামরূপে অস্মিন্ শরীরে ইত্যর্থঃ) আভরৎ (আহরৎ—আহরতু ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—[যোগী ধ্যানারম্ভকালে সবিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,] সবিতা (ধ্যানে প্রবৃত্ত আমার) মনকে প্রথমে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন, পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রকাশন-সামর্থ্য বিচার করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশনশক্তি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তত্ত্বপ্রকাশনের নিমিত্ত আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পৃথিবীর বাহিরে এই দেহে আহরণ করুন। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে আমার মনকে পরমাত্মবিষয়ে নিয়োজিত করুন। অনন্তর ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণের প্রকাশশক্তি শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন, তাহার পর যাহাতে আত্মতত্ত্ব-চিন্তাসম্পন্ন হইতে পারি, তাহার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকেও পার্থিব চিন্তা হইতে সরাইয়া শরীরমধ্যে আত্মবিষয়ে স্থাপন করুন ॥ ২॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ধ্যানমুক্তং ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদিতি পরমাত্মদর্শনোপায়ত্বেন। ইদানীং তদপেক্ষিতসাধনবিধানার্থং দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং তৎসিদ্ধ্যর্থং সবিতারমাশাস্তে—যুঞ্জান ইতি। যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ—প্রথমং ধ্যানারম্ভে মনঃ পরমাত্মনি সংযোজনীয়ং, ধিয় ইতরানপি প্রাণান্, "প্রাণা বৈ ধিয়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা ধিয়ঃ বাহ্যবিষয়াঃ জ্ঞানানি। কিমর্থম্? তত্ত্বায় তত্ত্বজ্ঞানায় সবিতা ধিয়ো বাহ্যবিষয়জ্ঞানাৎ অগ্নেঃ জ্যোতিঃ প্রকাশং নিচায্য দৃষ্ট্বা পৃথিব্যা অধি অস্মিন্ শরীরে আভরত আহরৎ। এতদুক্তং ভবতি—জ্ঞানে প্রবৃত্তস্য মম মনঃ বাহ্যবিষয়জ্ঞানাদুপসংহৃত্য পরমাত্মন্যেব সংযোজয়িতুমনুগ্রাহকদেবতাত্মনামগ্ন্যাদীনাং যৎ সর্ব্ববস্তুপ্রকাশনসামর্থ্যং, তৎ সর্ব্ব-মস্মদ্বাগাদিষু সম্পাদয়েৎ সবিতা, যৎপ্রসাদাদবাপ্যতে যোগ ইত্যর্থঃ। অগ্নিশব্দ ইতরাসামপ্যনুগ্রাহক-দেবতানামুপলক্ষণার্থঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃ পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে "ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্ম-দর্শনের উপায়রূপে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এখন

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে
স্ববর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২॥২ ॥

সম্বলার্থঃ।—বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে সতি (অনুমত্যাং সত্যাং) যুক্তেন (সবিত্রা পরমাত্মনি সংযোজিতেন) মনসা স্ববর্গেয়ায় (স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যান-কর্ম্মণে) শক্ত্যা (যথাশক্তি) [প্রযত্নং কুর্ম্ম ইতি শেষঃ] ॥২॥২॥

মূলানুবাদ।—আমরা প্রকাশমান সবিতার অনুমতিক্রমে পরমাত্মায় সংযোজিত মনের সাহায্যে পরমাত্মধ্যানের হেতুভূত ধ্যানকার্য্যে যথাশক্তি প্রযত্ন করিতেছি ॥২॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যুক্তেনেতি। যদা তত্ত্বায় মনো যোজয়ন্ননুগ্রাহক-শক্ত্যাধানেন দেহেন্দ্রিয়দার্ঢ্যং করোতি, তদা যুক্তেন সবিত্রা পরমাত্মনি সংযো-জিতেন মনসা বয়ং তস্য দেবস্য সবিতুঃ সবেঽনুজ্ঞায়াং সত্যাং স্ববর্গেয়ায় স্বর্গ-

ধ্যানের উপযোগী সাধনসমূহ নির্দ্দেশের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সেই ধ্যানসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে— "যুঞ্জানঃ" ইত্যাদি।

"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ" অর্থাৎ প্রথমতঃ ধ্যানের প্রারম্ভে মনকে এবং "ধিয়ঃ"— অপরাপর প্রাণকেও (ইন্দ্রিয়কেও) পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে। 'প্রাণসমূহই ধী'—এই শ্রুতিতে প্রাণ অর্থেও 'ধী' শব্দ পঠিত হইয়াছে। অথবা 'ধিয়ঃ' অর্থ বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানসমূহ। কিসের জন্য?—পরমাত্ম-বিষয়ে সংযোজনের উদ্দেশ্য কি? তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য। সবিতা (সূর্য্যদেব) (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের) জ্যোতিঃপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশনসামর্থ্য দর্শন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত উহা বাহ্য বিষয় বিজ্ঞান হইতে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তু এই শরীরে আহরণ করিয়াছেন (সংস্থাপন করুন)। এই কথা বলা হইতেছে যে, আমি জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। [এ সময়ে সবিতা] আমার মনকে বাহ্য বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞান হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুগ্রাহক অগ্নি প্রভৃতি দেবতার যে সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি আমার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে সন্নিবেশিত করুন, যাহার প্রসাদে আমার যোগসিদ্ধি অধিগত হইবে। এখানে অগ্নি-শব্দটী অপরাপর ইন্দ্রিয়দেবতারও উপলক্ষণ (বোধক) (১) ॥ ২ ॥ ১ ॥

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যশক্তি নিয়মিত করিবার জন্য এক-একটী দেবতা আছেন। ঐ সকল দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে। বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা হইতেছেন—অগ্নি। এখানে মূলে কেবল অগ্নির মাত্র নামোল্লেখ আছে, অন্য কোনও দেবতার নাম নাই। অন্যান্য দেবতাকেও ঐ অগ্নি-শব্দে ধরিয়া লইতে হইবে। এই জন্য উপলক্ষণ কথা বলা হইয়াছে।

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ২।৩॥

সরলার্থঃ।—সবিতা যুক্ত্বায় (যোজয়িত্বা) মনসা সুবঃ (স্বঃ—ব্রহ্মানন্দং) যতঃ (গচ্ছতঃ) তান্ (পূর্ব্বোক্তান্) দেবান্ (মনঃপ্রভৃতীনি করণানি, তদধিদৈবতানি চ) ধিয়া (সম্যক্ জ্ঞানেন) বৃহৎ (মহৎ) জ্যোতিঃ (প্রকাশাত্মকং ব্রহ্ম) করিষ্যতঃ (অনুভবিষ্যতঃ তৎসমর্থান্) প্রসুবাতি (অনুজ্ঞানাতু করোতু) ইতিযাবৎ॥ ২॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—সবিতৃদেব [আমার] মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া পরমাত্মাভিগামী সেই দেবগণকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বৃহৎ জ্যোতিঃ (প্রকাশময়) ব্রহ্মানুভবের উপযুক্ত করুন। অভিপ্রায় এই যে, সবিতার অনুগ্রহে আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার স্বরূপপ্রকাশে সমর্থ হউক॥ ২॥ ৩॥

প্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণে যথাসামর্থ্যং প্রযতামহে। পরমাত্মবচনোঽত্র স্বর্গশব্দঃ, তৎপ্রকরণাৎ, তস্যৈব সুখরূপত্বাৎ, তদংশত্বাচ্চেতরস্য সুখস্য। তথা চ শ্রুতিঃ—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি॥ ২।২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যুক্ত্বায়েতি। পুনরপি সোঽপ্যেবং করোত্বিতি প্রার্থনা। যুক্ত্বায় যোজয়িত্বা দেবান্ মন-আদীনি করণানি, তেষাং বিশেষণম্ সুবঃ স্বর্গং সুখং পূর্ণানন্দব্রহ্ম, যত ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্, পূর্ণানন্দব্রহ্ম গচ্ছতঃ, ন শব্দাদিবিষয়ান্। পুনরপি বিশেষণান্তরং ধিয়া সম্যগ্দর্শনেন দিবং দ্যোতনস্বভাবং চৈতন্যৈকরসং বৃহৎ মহদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ পূর্ণানন্দব্রহ্মাবিষ্করিষ্যতঃ। অত্র দ্বিতীয়াবহুবচনম্। সবিতা প্রসুবাতি তান্—তানি করণানি। যথা করণানি বিষয়েভ্যো নিবৃত্তানি আত্মাভিমুখানি আত্মপ্রকাশমেব কুর্য্যুঃ, তথানুজ্ঞানাতু সবিতেত্যর্থঃ॥ ২॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"যুক্তেন" ইতি। সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত মনঃসংযোজনপূর্ব্বক অনুগ্রাহক (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) দেবতাগণের শক্তি-সঞ্চারের ফলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন, তখন পরমাত্মবিষয়ে যুক্ত—সংযোজিত মনের সাহায্যে সেই সবিতৃদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, সুবর্গেয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সুবর্গেয়-পদবাচ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি বিষয়ে উপায়স্বরূপ ধ্যান-কার্য্যে আমরা যথাশক্তি যত্ন করিব। এখানে 'সুবর্গেয়' শব্দের অর্থ পরমাত্মা, কারণ, ইহা পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত, এবং পরমাত্মাই প্রকৃত সুখ, অন্যান্য সুখ তাহারই অংশ মাত্র। শ্রুতি বলিতেছেন—'অন্যান্য প্রাণিসকল এই আনন্দেরই মাত্রা বা অংশ মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইত্যাদি॥ ২॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিম্নোল্লিখিত ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পুনরায় সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। সবিতা [আত্মাকে] মনের সহিত

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ২॥৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[এবমনুজ্ঞানতস্তস্য সবিতুঃ স্তুতিঃ কর্তব্যা ইত্যাহ [যে] বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) মনঃ যুঞ্জতে, ধিয়ঃ (অপরাণ্যপি করণানি) যুঞ্জতে (পরমাত্মনি যোজয়ন্তি), [তৈঃ বিপ্রৈঃ] বায়ুনাবিৎ (প্রজ্ঞানবিৎ, সর্বস্য সাক্ষীভূতইত্যর্থঃ।) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) [যঃ দেবঃ] হোত্রাঃ (হোতৃসাধ্যাঃ ক্রিয়াঃ) বিদধে (বিধত্তে), [তস্য] বিপ্রস্য (ব্যাপকস্য) বৃহতঃ (মহতঃ) বিপশ্চিতঃ (সর্বদর্শিনঃ) দেবস্য (প্রকাশস্বভাবস্য) সবিতুঃ ইৎ (ইত্থং) মহতী পরিষ্টুতিঃ (স্তুতিঃ) [কর্তব্যা ইতি শেষঃ] ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—সবিতৃদেব এই প্রকারে অনুমতি প্রদান করায় বিশেষভাবে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—[যে সকল] বিপ্র মন ও ইন্দ্রিয়গণকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করেন, [তাহাদের] যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষী এবং সমস্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্তক (বিধাতা), সেই ব্যাপক, মহৎ ও সর্বদর্শী সবিতৃদেবের বিশেষভাবে স্তুতি করা আবশ্যক ॥ ২ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যৈবমনুজ্ঞানতো মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্তব্যেত্যাহ—যুঞ্জত ইতি। যুঞ্জতে যোজয়ন্তি যে বিপ্রা মনঃ, উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ—ইতরাণ্যপি করণানি। ধীহেতুত্বাৎ করণেষু ধীশব্দপ্রয়োগঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্ "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ" ইতি। বিপ্রস্য বিশেষেণ ব্যাপ্তস্য বৃহতো মহতো বিপশ্চিতঃ সর্বজ্ঞস্য দেবস্য সবিতুর্মহী মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্তব্যা। কৈঃ? বিপ্রৈঃ। পুনরপি তমেব বিশিনষ্টি—বি হোত্রা দধে। হোত্রাঃ ক্রিয়া যো বিদধে, বয়ুনাবিৎ প্রজ্ঞাবিৎ সর্বজ্ঞানাৎ সাক্ষীভূত এষোঽদ্বিতীয়ঃ। যে বিপ্রা মন আদিকরণানি বিষয়েভ্য উপসংহৃত্যাত্মন্যেব যোজয়ন্তি, তৈর্বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতো মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্তব্যা। হোত্রা বিদধে বয়ুনাবিদেকঃ সবিতা ॥ ২ ॥ ৪ ॥

সংযোজিত করিয়া দেবগণকে অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশময়—একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ স্বর্গ-শব্দবাচ্য সুখরূপী পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মগামী করুন। এবং উহারা যাহাতে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দিকে না যায়, এবং সম্যক্জ্ঞান দ্বারা (তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে) যাহাতে বৃহৎ (মহৎ) প্রকাশাত্মক পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ করুন। ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে শব্দাদি বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করে, সবিতা সেইরূপ করুন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সবিতা এই ভাবে অনুজ্ঞা প্রদান করায় বিশেষরূপে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যুঞ্জতে

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্বিবশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ।*
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥২॥৫॥

সম্বন্ধার্থঃ ।—[হে করণ-তদনুগ্রাহকৌ,] বাং (যুবয়োঃ সম্বন্ধি—প্রকাশ্যং) পূর্ব্ব্যং (পূর্ব্বে ভবং শাশ্বতমিতি যাবৎ) ব্রহ্ম যুজে (অহং সমাদধে সমাধি-বিষয়ং করোমি), নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ) সূরেঃ (পণ্ডিতস্য) পথি এব (সন্মার্গে এব) বিশ্লোকঃ (বিশেষেণ স্তুতিঃ) এতু (ভবতু)। যে দিব্যানি (প্রকাশময়ানি) ধামানি (স্থানানি) আতস্থুঃ (অধিতিষ্ঠন্তি), [তে] বিশ্বে (সর্ব্বে) অমৃতস্য (হিরণ্যগর্ভাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ) পুত্রাঃ শৃণ্বন্তু [মম শ্লোকবচনমিতি শেষঃ] ॥২॥৫॥

মূলানুবাদ ।—[হে করণবর্গ ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ,] তোমাদিগকে শাশ্বত ব্রহ্মের সহিত সংযোজিত বা সমাহিত করিতেছি। নমস্কার দ্বারা আমার শ্লোক বা স্তুতিগান সন্মার্গে বিস্তৃত হউক। যাহারা দিব্যধামসকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সেই বিশ্বেদেবগণ (১) [আমার সেই স্তুতিগান] শ্রবণ করুন ॥২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কিঞ্চ, যুজে বামিতি। যুজে বাং সমাদধে বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধি প্রকাশ্যত্বেন তৎপ্রকাশিতং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অথবা বামিতি বহুবচনার্থে, যুষ্মাকং কারণভূতং ব্রহ্ম, পূর্ব্ব্যং চিরন্তনং যুজে সমাদধে। নমোভির্নমস্কারৈশ্চিত্তপ্রণিধানাদিভিঃ। এষ এবং সমাদধানস্য মম শ্লোকঃ

ইত্যাদি। যে সকল বিষয়ে মনকে সংযোজিত করেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়কেও [ধিয়ঃ] সংযোজিত করেন, সেই বিপ্রের বিপ্র—বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত, বৃহৎ—মহৎ ও বিপশ্চিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ দেবতা সবিতার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক। পুনশ্চ সেই সবিতাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, যিনি বয়ুনাবিৎ—প্রজ্ঞা-ভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতানিবন্ধন সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও অদ্বিতীয়; সেই সবিতাই সমস্ত হোত্র ক্রিয়া অর্থাৎ হোতৃসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিধান করিয়া থাকেন (সম্পাদন করেন)। সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, যে সকল বিপ্র মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিভিন্ন বিষয় হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক আত্মাতে যোজিত করেন, তাঁহাদের সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ বিপশ্চিতের (সর্ব্বজ্ঞ সবিতার) স্তুতি করা উচিত। সর্ব্বজ্ঞানের সাক্ষিরূপী এক—অদ্বিতীয় সবিতা দেবই হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। উপরে যে, 'ধিয়ঃ' শব্দের 'করণানি' (ইন্দ্রিয়গণ) অর্থ করা হইল, তদ্বিষয়ে 'যখন পঞ্চ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক মনের সহিত অবস্থান করে'—এই শ্রুত্যন্তর-বাক্যই প্রমাণ। [এখানে ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও ধী একই বস্তু; সুতরাং 'ধিয়ঃ' কথায় ইন্দ্রিয়রূপ অর্থ করা অন্যায় হয় নাই] ॥২॥৪॥

* বিশ্লোকায়ন্তি পথ্যেব সূরাঃ।—ইতি পাঠান্তরম্।

(১) বেদোক্ত গণদেবতাবিশেষ।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।*
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥২॥৬॥

সরলার্থঃ ;—[সবিতৃপ্রার্থনামন্তরেণ যোগপ্রবৃত্তস্য কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তি-র্দুর্ব্বারা ভবতীত্যত আহ—অগ্নির্যত্রেতি।

যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞাদিরূপে কর্ম্মণি) অগ্নিঃ অভিমথ্যতে (**অরণিমথনেনোৎ-পাদ্যতে**), •যত্র বায়ুঃ (প্রাণবায়ুঃ) অধিরুধ্যতে (প্রাণায়ামেন নিরুধ্যতে), **যত্র** চ সোমঃ অতিরিচ্যতে (আধিক্যেন প্রবর্ত্ততে), **তত্র** (তথাবিধে **কর্ম্মণি**) **মনঃ** সংজায়তে (মনঃপ্রবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥৬॥

মূলানুবাদ ।—[যে ব্যক্তি সবিতার প্রার্থনা না করিয়া—তাঁহার অনুমতি না লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগপ্রবৃত্তি ফলতঃ ভোগজনক **কর্ম্মানুষ্ঠানেই** পরিণত হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—]

যাহাতে অগ্নি মথিত হয়, যাহাতে বায়ু নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়াম করিতে হয়, এবং যাহাতে যজ্ঞীয় সোম অধিকমাত্রায় হয়, সেইরূপ কর্ম্মেতে মন যায় অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানেই তাহার প্রবৃত্তি ঘটে ॥২॥৬॥

কীর্ত্তিতব্য এতু বিবিধমেতু পথ্যেব সূরেঃ পথি সন্মার্গে। অথবা পথ্যা কীর্ত্তি-রিত্যেতদ্বাক্যং প্রার্থনারূপং শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সুরাত্মনো হিরণ্য-গর্ভস্য। কে তে? যে ধামানি দিব্যানি দিবিভবান্যাতস্থুরধিতিষ্ঠন্তি ॥২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যুঞ্জানঃ প্রথমং মন ইত্যাদিনা সবিত্রাদিপ্রার্থনা প্রতি-পাদিতা। যস্তু পুনঃ প্রার্থনামকৃত্বা তৈরননুজ্ঞাতঃ সন্ যোগে প্রবর্ত্ততে, স ভোগ-হেতৌ কর্ম্মণ্যেব প্রবর্ত্তত ইত্যাহ—অগ্নির্যত্রেতি। অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে আধানাদৌ। বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে প্রবর্গ্যাদৌ। সবিত্রা প্রেরিতঃ শব্দমভিব্যক্তং করোতি। সোমো যত্র দশাপবিত্রাৎ পূর্য্যমাণোঽতিরিচ্যতে, তত্র ক্রতৌ সঞ্জায়তে মনঃ।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যত ইত্যত্রাপরা ব্যাখ্যা। অগ্নিঃ পরমাত্মা, অবিদ্যাতৎ-কার্য্যস্য দাহকত্বাৎ। উক্তঞ্চ—"অহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা" ইতি। যত্র যস্মিন্ পুরুষে মথ্যতে স্বদেহমরণিং কৃত্বেত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তধ্যাননির্ম্মথনেন, বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে শব্দমব্যক্তং করোতি, রেচকাদি-করণাৎ। সোমো যত্রাতিরিচ্যতেঽনেকজন্মসেবয়া, তত্র তস্মিন্ যজ্ঞদানতপঃ-প্রাণায়ামসমাধিবিশুদ্ধান্তঃকরণে সঞ্জায়তে পরিপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারং মনঃ সমুৎপদ্যতে, নান্যত্রাঽশুদ্ধান্তঃকরণে। উক্তঞ্চ—

"প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎ পরম্।
তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ॥
অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
তৎক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥

* যত্রাভিযুজ্যতে—ইতি পাঠান্তরম্।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানশমাদিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

তস্মাৎ প্রথমং যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং, ততঃ প্রাণায়ামাদি, ততঃ সমাধিঃ, ততো বাক্যার্থজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ, ততঃ কৃতকৃত্যতেতি ॥২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও; "যুজে বাম্" ইত্যাদি [হে করণবর্গ ও তদনুগ্রাহক দেবতাগণ,] তোমরা যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আমি নমস্কার দ্বারা অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী—চিরন্তন ব্রহ্মে সমাধি করিতেছি, অথবা তোমাদিগকে তাঁহাতে মিলিত করিতেছি। অথবা 'বাং' পদটী দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। তোমাদের—করণবর্গ ও দেবতাগণের কারণস্বরূপ চিরন্তন ব্রহ্মে আমি সমাধি করিতেছি [অভিন্নরূপে চিন্তা করিতেছি]। সৎপথে বর্ত্তমান বিজ্ঞব্যক্তির ন্যায় এইরূপে সমাধিকারী আমার এই শ্লোক—যাহা আমি স্তুতিরূপে কীর্ত্তন করিব, তাহা বিবিধ ভাব (বিস্তৃতি) লাভ করুক। অথবা ব্রহ্ম স্তুতি-প্রকাশক "পথ্যা কীর্ত্তিঃ" অর্থাৎ বাক্য—অমৃতের—মরণ রহিত ব্রহ্মের দেবরূপী হিরণ্যগর্ভের পুত্র বিশ্বদেবগণ—যাহারা দিব্যধাম সমূহ—স্বর্গীয় স্থান সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ॥২॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সবিতৃ প্রভৃতির প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে লোক প্রার্থনা না করিয়া এবং তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, [বুঝিতে হইবে,] সে লোক প্রকৃত পক্ষে ভোগসাধন—যাহা দ্বারা বিষয়-ভোগ পাওয়া যায়, সেই রকম কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়, (যোগে নহে), এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"অগ্নির্যত্র" ইত্যাদি। যাহাতে আধানাদি নিমিত্ত (অগ্নিচয়নের জন্য) অগ্নিকে মথন করিতে হয়, অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ ঘর্ষণ করা হয়, যাহাতে প্রবর্গ্যাদি কার্য্যে [বায়ুর স্তুতি প্রভৃতি কার্য্যে (১)] বায়ুর নিরোধ করা হয়, তেজোময় সবিতার প্রেরণায় শব্দের অভিব্যক্তি (স্পষ্ট উচ্চারণ) হয়, এবং যাহাতে—পবিত্র সোম দশাপবিত্র হইতে অতিরিক্ত হয় (অধিক হইয়া পড়ে), সেই ক্রতুতে—যজ্ঞে তাহার মন যায়। অভিপ্রায় এই যে, সবিতৃপ্রার্থনাহীন ব্যক্তি যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও তাহার মন যোগে নিরত না হইয়া অগ্নি প্রভৃতি-সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই ধাবিত হয়॥

অথবা, "অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে'—এই মন্ত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ—অগ্নি অর্থ—পরমাত্মা; কারণ, অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য পরমাত্মজ্ঞানে দগ্ধ হয়। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে, 'আমিই (পরমাত্মা—ভগবান্) জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত তমঃ (অন্ধকার) বিনাশ করি।' যাহাতে—যে পুরুষে মথিত হয়, অর্থাৎ "স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে উক্ত ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা মথিত হয়, বায়ু যাহাতে অধিরুদ্ধ হয়,

---

(১) সোমযাগ আরম্ভের তিনদিন পূর্ব্বে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্য্য দ্বারা যজ্ঞে যোগ্যতা জন্মে। এই যজ্ঞ ছয়জন ঋত্বিক্-সম্পাদ্য।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে নহি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ ॥২॥৭॥

সরলার্থঃ।—[যস্মাৎ সবিতুরনুজ্ঞামপ্রাপ্তস্য ভোগজনকে কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তস্মাৎ—] প্রসবেন (শস্যাদ্যুৎপত্তি-কারণেন) সবিত্রা (করণেন) পূর্ব্ব্যং (পূর্ব্বতনং, নিত্যং) ব্রহ্ম জুষেত (সেবেত—উপাসীতে-ত্যর্থঃ)। তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) যোনিং (নিষ্ঠাং—সমাধিং) কৃণ্বসে (কুরুষ্ব)। [তৎফলমাহ—] তে (এবং কুর্ব্বতঃ তব) পূর্ত্তং (স্মার্ত্তং কর্ম্ম) নহি (নৈব) অক্ষিপৎ (ক্ষেপণং সংসারবন্ধং মা কার্ষীদিত্যর্থঃ) ॥২॥৭॥

মূলানুবাদ।—[যেহেতু সবিতার আজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির ভোগজনক কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, সেই হেতু—] যোগী জগৎপ্রসবকারী সবিতার সাহায্যে নিত্য ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং সেই ব্রহ্মবিষয়ে সমাধি করিবে। [তাহা হইলে] অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের কারণ হইবে না ॥২॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সবিত্রেতি। যস্মাদননুজ্ঞাতস্য তস্য ভোগহেতোঃ কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তিঃ, তস্মাৎ সবিত্রা প্রসবেন শস্যপ্রসবেনেতি যাবৎ। জুষেত সেবেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং চিরন্তনম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি যোনিং নিষ্ঠাং সমাধিলক্ষণাং কৃণ্বসে কুরুষ্ব। এবং কুর্ব্বতো মম কিং ততো ভবতীত্যাহ নহি ত ইতি। ন হি তে পূর্ত্তং স্মার্ত্তং কর্ম্ম, ইষ্টং শ্রৌতঞ্চ কর্ম্মাক্ষিপন্ ন পুনর্ভোগহেতোর্ব্বপ্নাতি। জ্ঞানাগ্নিনা সবীজস্য দগ্ধত্বাৎ। উক্তঞ্চ—"যথেষিকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি চ ॥২॥৭॥

অর্থাৎ রেচকাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অব্যক্ত শব্দ উৎপাদন করে, এবং বহুজন্মের সাধনায় সোম যেখানে অতিরিক্ত হয় (১) যজ্ঞ দান তপস্যা প্রাণায়াম ও সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধভাবাপন্ন সেই অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে মন সমুৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেইরূপ অন্তঃকরণেই যোগোপযোগী মনসম্পন্ন হয়, কিন্তু অন্যত্র —অশুদ্ধ অন্তঃকরণে নহে। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে—

যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মপদ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'এই প্রাণায়াম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সাধন কিছু নাই। সংসারে অনেক জন্ম-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তবেই পুরুষের গোবিন্দাভিমুখে মতি জন্মে। সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি সাধনা দ্বারা মানুষের পাপক্ষয় হইলে পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মে।' অতএব প্রথমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অনন্তর প্রাণায়ামাদি সাধন, পরে সমাধিসিদ্ধি, তদনন্তর "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যার্থবোধ, তাহার পর কৃতকৃত্যভাব বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু সবিতার অনুমতি ব্যতিরেকে যোগপ্রবৃত্ত পুরুষের ভোগজনক কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, সেই হেতু যোগী, যিনি শস্যসম্পদ্

(১) এই প্রকার যজ্ঞের নাম সোমাতিরেক।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥২॥৮॥

সন্বয়ার্থঃ।—স [ইদানীং "যোনিং কৃণ্বসে" ইত্যত্রোক্তস্য সমাধেঃ প্রকারং দর্শয়তি "ত্রিরুন্নতম্" ইতি।] [বিদ্বান্] শরীরং ত্রিরুন্নতং (ত্রীণি বক্ষো গ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্), (তৎ) সমং (অবক্রং চ) স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা), মনসা (করণেন) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃপ্রভৃতীনি) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবেশ্য (সম্যক্ নিয়ম্য) ব্রহ্মোড়ুপেন (ব্রহ্ম এব উড়ুপঃ প্লবঃ, তেন) ভয়াবহানি (তির্য্যগাদি-যোনি-জন্মহেতুত্বাৎ ভয়ংকরাণি) স্রোতাংসি (পুনরাবৃত্তিলক্ষণানি অবিদ্যাকাম-কর্ম্মাদীনি) প্রতরেত (অতিক্রামেৎ সংসারসরিতঃ পারং গচ্ছেদিত্যাশয়ঃ) ॥২॥৮॥

মূলানুবাদ।—যোগতত্ত্ববিদ্ পুরুষ বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক, এই অংশত্রয় সমুন্নত করিয়া অর্থাৎ কুঞ্চিত বা বক্রভাবাপন্ন না করিয়া শরীরকে সমসূত্রন্যায়ে সরলভাবে স্থাপন করিয়া, এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়মধ্যে সন্নিবেশিত (নিরুদ্ধ) করিয়া ব্রহ্মরূপ উড়ুপ দ্বারা অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে ভয়জনক সমস্ত সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হইবেন ॥২॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্র যোনিং কৃণ্বস ইত্যুক্তং, কথং যোনিকরণমিত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রকারং দর্শয়তি—ত্রিরুন্নতমিতি।

ত্রীণি উরোগ্রীবশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে, তৎ ত্রিরুন্নতং, সংস্থাপ্য সমং শরীরং, হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য সন্নিয়ম্য, ব্রহ্মৈবোড়ুপস্তরণসাধনং, তেন ব্রহ্মোড়ুপেন। ব্রহ্মশব্দং প্রণবং বর্ণয়ন্তি। তেনোড়ুপস্থানীয়েন প্রণবেন, কাকাক্ষিবদুভয়ত্র সম্বধ্যতে। তেনোপসংহৃত্য তেন প্রতরেত অতিক্রমেৎ বিদ্বান্—স্রোতাংসি সংসারসরিতঃ স্বাভাবিকাবিদ্যাকামকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতানি ভয়াবহানি প্রেততির্য্যগ্গৃদ্ধ-প্রাপ্তিকরাণি পুনরাবৃত্তিভাঞ্জি ॥

প্রসব করেন (উৎপাদন করেন) তাহার সাহায্যে সেই চিরন্তন (নিত্য) ব্রহ্মের সেবা করিবে, এবং সেই ব্রহ্ম বিষয়ে সমাধি—চিত্তের একাগ্রতারূপ যোনি অর্থাৎ নিষ্ঠা স্থাপন করিবে। [যদি মনে কর] এরূপ করিলে আমার লাভ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন "নহি তে" ইতি। [এইরূপ করিলে] স্মৃতিবিহিত পূর্ত্ত কর্ম্ম এবং শ্রুতিবিহিত ইষ্ট (যাগ যজ্ঞাদি) কর্ম্ম আর তোমায় ক্ষেপণ করিবে না, অর্থাৎ পুনরায় ভোগের জন্য তোমাকে আর আবদ্ধ করিবে না; কারণ, তখন জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা বীজ অবিদ্যার সহিত সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈষিকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়, এইপ্রকার এই জ্ঞানীরও সমস্ত পাপ-পুণ্য কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় ইতি ॥২॥৭॥

প্রাণায়ামক্ষয়িতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতংভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দ্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্ত্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণনাসিকাপুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজ্যৈবং দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেদ্ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্ব্বরাত্রেঽর্দ্ধরাত্রে চ পক্ষান্ মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি। ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ—রেচকঃ পূরকঃ কুম্ভক ইতি। তদেবাহ—

আসনানি সমভ্যস্য বাঞ্ছিতানি যথাবিধি।
প্রাণায়ামং ততো গার্গি, জিতাসনগতোঽভ্যসেৎ।
মৃদ্বাসনে কুশান্ সম্যগাস্তীর্য্যাম্বতমেব চ।
লম্বোদরঞ্চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ।
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
অতিভুক্তমভুক্তঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
নাড়ীসংশোধনং কুর্য্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশো ভবেৎ তস্য তচ্ছোধনমকুর্ব্বতঃ।
নাসাগ্রে শশভৃদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্।
বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে।
ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহ্যং দ্বাদশমাত্রকৈঃ।
ততোঽগ্নিং পূর্ব্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্জ্বালাবলীযুতম্।
রুষষ্ঠং [রেফং চ] বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য ঘ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ।
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।
ত্রিচতুর্ব্বৎসরঞ্চাপি ত্রিচতুর্ম্মাসমেব বা।
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেবং সমভ্যসেৎ।
প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা ষট্‌কৃত্ব আচরেৎ।
সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেঽপি নিত্যশঃ।
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্।
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জ্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচনম্।
শুধ্যন্তি ন জপৈস্তে চ স্পর্শশুদ্ধেরহেতবঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদ্রেচপূরককুম্ভকৈঃ।
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

প্রণবত্র্যাত্মকং গার্গি, রেচপূরককুম্ভকম্।
তদেতৎ প্রণবং বিদ্ধি তৎস্বরূপং ব্রবীম্যহম্।
যদ্বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
তয়োরন্তং তু যদ্গার্গি, বর্গপঞ্চকপঞ্চমম্।
রেচকং প্রথমং বিদ্ধি দ্বিতীয়ং পূরকং বিদুঃ।
তৃতীয়ং কুম্ভকং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্ত্রিরাত্মকঃ।
ত্রয়াণাং কারণং ব্রহ্ম ভারূপং সর্ব্বকারণম্।
রেচকঃ কুম্ভকো গার্গি, সৃষ্টিস্থিত্যাত্মকাবুভৌ।
কুম্ভ(পূর)কস্তথ সংহারঃ কারণং যোগিনামিহ।
পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ম্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্।
মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ।
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্নিশ্চলং মূর্দ্ধিদেশতঃ।
কুম্ভকং ধারণং গার্গি, চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
ঋষয়স্তু বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
পবিত্রভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ।
তত্রাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্ম্মাত্রৈর্ন্যাসেনৈকেন সুন্দরি।
তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।
প্রাণস্যায়মনস্ত্বেবং বশং কুর্য্যাজ্জয়ী বশঃ।
পঞ্চ প্রাণাঃ সমাখ্যাতা বায়বঃ প্রাণমাশ্রিতাঃ।
প্রাণো মুখ্যতমস্তেষু সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সদা।
ওষ্ঠনাসিকয়োর্ম্মধ্যে হৃদয়ে নাভিমণ্ডলে।
পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতং চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু চ তিষ্ঠতি।
নিত্যং ষোড়শসঙ্খ্যাভিঃ প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ।
মনসা প্রার্থিতং যাতি সর্ব্বপ্রাণজয়ী ভবেৎ।
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।
প্রাণায়ামশতং স্নাত্বা যঃ করোতি দিনে দিনে।
মাতাপিতৃগুরুঘ্নোঽপি ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্ব্যপোহতি ॥২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার কথা বলা হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে, সেই আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রণালী প্রদর্শন করিতেছেন "ত্রিরুন্নতম্" ইত্যাদি।

শরীরের বক্ষঃ (উরঃ) গ্রীবা ও মস্তক, এই তিনটী অংশ যাহাতে উন্নত হয়, এমনভাবে সমসূত্রে শরীর সংস্থাপন করিয়া এবং মনের সাহায্যে মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মই উডুপ—সংসার-সাগর-সমুত্তরণের উপায় (ভেলা), সেই ব্রহ্মোডুপ দ্বারা (আচার্য্যগণ ব্রহ্ম শব্দের প্রণব-অর্থও

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥২॥৯॥

সরলার্থঃ—অথেদানীং প্রাণায়ামপ্রকারো নির্দ্দিশ্যতে "প্রাণান্" ইত্যাদিনা। ইহ (যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ) সংযুক্তচেষ্টঃ (সম্যক্ যুক্তা নিয়মিতা চেষ্টা প্রযত্নো যস্য, তথাবিধঃ), অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) [পঞ্চ] প্রাণান্ প্রপীড্য (পূরক কুম্ভক-রেচকক্রমেণ প্রাণ-সংযমং কৃত্বা) প্রাণে ক্ষীণে (দুর্ব্বলতাং গতে সতি) নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত (শ্বাসং ত্যজেৎ)। তথা দুষ্টাশ্বযুক্তং (অবশীভূতা-শ্বযুক্তং) বাহং (রথ-নিয়ন্তারং) ইব এনং (মনঃ) ধারয়েত (মূর্ত্তিবিশেষে মনসো ধারণাং কুর্য্যাৎ) ॥২॥৯॥

মূলানুবাদ—এই যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বিদ্বান্ পুরুষ সংযুক্তচেষ্ট হইয়া অর্থাৎ যোগশাস্ত্রবিহিত নিয়মে আহারবিহারাদি কার্য্যে নিয়মযুক্ত থাকিয়া, এবং মনোযোগী থাকিয়া প্রাণবায়ু প্রপীড়ন অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক করিয়া প্রাণ (মন) শক্তিক্ষয়ে দুর্ব্বল হইলে পর নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে। অনন্তর দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সারথির ন্যায় [স্বভাবচঞ্চল] এই মনকে ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন এক ধ্যেয়বস্তুতে মনঃ স্থাপন করিবে ॥২॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তদেতদাহ প্রাণানিত্যাদিনা। প্রাণান্ প্রপীড্যেহ যুক্তো নাত্যশ্নত ইতি শ্লোকোক্ত প্রকারেণ সংযুক্তাশ্চেষ্টা যস্য স সংযুক্তচেষ্টঃ। ক্ষীণে শক্তিহান্যা তনুত্বং গতে মনসি নাসিকায়াঃ পুটাভ্যাং শনৈঃ শনৈরুৎসৃজেৎ, ন মুখেন। বায়ুং প্রতিষ্ঠাপ্য শনৈর্নাসিকয়োৎসৃজেদিতি। উদাত্তাশ্বযুতং রথনিয়ন্তা-রমিব মননে মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ প্রণিহিতাত্মা চ ॥২॥৯॥

বর্ণনা করিয়া থাকেন) কাকাক্ষিন্যায়ে* এই একই ব্রহ্ম-শব্দের সন্নিবেশ ও প্রতরণ উভয় স্থলেই সম্বন্ধ হইয়াছে। [তদনুসারে অর্থ হইতেছে] উড়ুপস্থানীয় সেই প্রণবের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিয়া, তাহা দ্বারাই প্রতরণ করিবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিদ্যা ও তন্মূলক কামকর্ম্মাদি-সমুৎপাদিত প্রেত, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) প্রভৃতি উত্তমাধম যোনিতে জন্মের নিদান এবং পুনঃপুনঃ জন্মমরণময় সংসার-নদীর ভয়াবহ স্রোতঃসমূহ অতিক্রম করিবে।

প্রাণায়াম দ্বারা যাহার মনের মল (রাগাদি) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারই মন ব্রহ্মে স্থিরতা লাভ করে, এই কারণে এখন প্রাণায়াম নির্দ্দেশ করা হইতেছে—প্রথমতঃ নাড়ীশোধন করিতে হয়, পরে প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ পুট

* এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কাকের একটিমাত্র মণি উভয় চক্ষুগোলকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্য একটি শব্দ উভয় দিকে সংযুক্ত হইলে তাহাকে কাকাক্ষি-গোলক ন্যায় বলে।

(ভাগ) চাপিয়া ধরিয়া, বাম পুট দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে, অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করিবে। তাহার পর (কুম্ভক করিবার পর) বাম নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া উহা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাম নাসিকাপুটে বায়ু রেচন করিবে। যে লোক চারি সবনে * (চারি সময়ে) শেষ রাত্রে, মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রে (রাত্রির প্রথম ভাগে) ও অর্দ্ধরাত্রে এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তাহার একপক্ষ কালের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়াম তিন প্রকার বা তিনভাগে বিভক্ত—রেচক, পূরক ও কুম্ভক। ঋষিগণ তাহাই বলিয়াছেন—

হে গার্গি, যোগী প্রথমতঃ নিজের অভিমত আসন সকল যথাবিধি অভ্যাস করিয়া অনন্তর আপনার আয়ত্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ ও মৃগচর্ম্ম উত্তমরূপে আস্তরণ করিয়া, ফল ও মোদকময় নৈবেদ্য দ্বারা লম্বোদরের (গণেশের) অর্চ্চনা করিয়া, সেই আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া বাম করের উপর দক্ষিণ কর স্থাপনপূর্ব্বক গ্রীবা ও শির সমোন্নত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিবে, পরে মুখ মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে চক্ষু স্থাপন করিবে, অর্থাৎ নাসাগ্রে স্থিরদৃষ্টি হইবে। অতি ভোজন ও একেবারে অভোজন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। যথোক্ত নিয়মানুসারে যত্নসহকারে নাড়ীশোধন করিবে। যে লোক নাড়ীশোধন না করিয়াই যোগাভ্যাসে রত হয়, তাহার বৃথা পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল চন্দ্রবীজ (ঠঁ) এবং বর্গের সপ্তম ও চতুর্থ বর্ণকে (রঁ ও বঁ) বিন্দু সংযুক্ত করিয়া নাসাগ্রে চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়া ইড়া নাড়ীদ্বারা দ্বাদশমাত্রা ক্রমে বাহ্য বায়ু পূরণ করিবে। তাহার পর উজ্জ্বল শিখাসমূহসমন্বিত অগ্নির ধ্যান করত বিন্দু সংযুক্ত রেফ্ (রঁ) জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পিঙ্গলা নাড়ীপথে নিরুদ্ধ বায়ু বিরেচন করিবে (ত্যাগ করিবে)। পুনরায় পিঙ্গলা নাড়ীপথে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া ইড়ানাড়ীদ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু বিরেচন করিবে। গুরুর উপদেশক্রমে এইভাবে তিন চারি বৎসর বা তিন চার মাস এইরূপ নির্জ্জন স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংসময়ে স্নানের পর ছয়বার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম অগ্রে করিয়া লইবে। মধ্যরাত্রেও প্রত্যহ এইরূপ করিবে, তাহা হইলে নাড়ীশুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। নাড়ীশুদ্ধি হইলে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে শরীরের লঘুতা (জড়তা নাশ), দীপ্তি (উজ্জ্বলতা), জঠরাগ্নি-বৃদ্ধি (ক্ষুধাবোধ), এবং অস্পষ্ট ধ্বনিনামক নাদের দেহমধ্যে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্নই যোগীর নাড়ীশুদ্ধির

* সোমযাগে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যজ্ঞের শেষে একটী করিয়া আহুতি দেওয়া হয়। ইহাদিগকে **সবন** বলে। লক্ষণা দ্বারা সবনকে সময়রূপে ধরা হইয়াছে।

পরিচায়ক। "বহু জপেও নাড়ীশুদ্ধি হয় না; কারণ, উহারা নাড়ীশুদ্ধির কারণ বা উপায় নহে। অতএব রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করিবে। প্রাণ ও অপানের যে সংযোগ, তাহাই প্রাণায়াম নামে কথিত হয়।

হে গার্গি, প্রণবই ত্র্যাত্মক অর্থাৎ রেচক, পূরক ও কুম্ভক, এই তিনই প্রণব স্বরূপ। আমি সেই প্রণবের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা অবধারণ কর। বেদের আদিতে যে স্বরবর্ণ (অকার) উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বেদের অন্তেও যে স্বরবর্ণ (উকার) অবস্থিত আছে, তদুভয়ের অন্তে যে পঞ্চম বর্গের (প বর্গের) পঞ্চম বর্ণ (ম) [এই অ+উ+ম্ এর সমবায়ে প্রণব অক্ষর (ওঁম্) নিষ্পন্ন হইয়াছে]। প্রথমে রেচক (বায়ু ত্যাগ), দ্বিতীয় পূরক এবং তৃতীয় হইতেছে কুম্ভক, এই ত্রিতয়াত্মক (তিনের সমষ্টি) হইতেছে প্রাণায়াম। সর্ব্বকারণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম উক্ত তিনের (রেচক, পূরক ও কুম্ভকের) কারণ। হে গার্গি, রেচক ও কুম্ভক হইতেছে সৃষ্টি ও স্থিতিস্বরূপ, আর পূরক হইতেছে সংহাররূপী ; ইহাই যোগিগণের সিদ্ধির কারণ। হে গার্গি, প্রথমে ষোড়শ (১৬) মাত্রাক্রমে পূরক করিবে, মস্তক হইতে পাদতলপর্য্যন্ত সে বায়ুর স্পর্শানুভূতি হইবে, পরে চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক করিবে, তখন পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় বায়ু নিশ্চল-ভাবে মস্তকভাগে স্থিরতা লাভ করে, তাহার পর দ্বাদশ মাত্রাক্রমে খুব সাবধানে নিরুদ্ধ বায়ুর রেচন করিবে।

হে সুন্দরি, অপর একশ্রেণীর ঋষি আছেন, যাঁহারা প্রাণায়ামে তৎপর, পবিত্রচিত্ত এবং অন্ত্র শুদ্ধি করিয়া বায়ুজয়ে রত, তাহারা, বলিয়া থাকেন, প্রথমে এক নাসাপুটে চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক করিয়া পশ্চাৎ ষোড়শমাত্রায় অপর নাসা-পুটে রেচক করিবে। পুনরায় ষোড়শ মাত্রাক্রমে অল্পে অল্পে ঐ উভয় নাসা-পুটের দ্বারা পূরক করিবে। এইরূপে প্রাণ-সংযমন বশীভূত করিয়া প্রাণজয়ী হইবে।

প্রাণ পাঁচপ্রকার বিখ্যাত, দৈহিক বায়ু এই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রাণই সমস্ত প্রাণিদেহে সর্ব্বপ্রধান। সেই প্রাণ ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যস্থলে, হৃদয়ে ও নাভিমণ্ডলে, এমন কি, পায়ের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে অবস্থান করে। ষোড়শসংখ্যক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। তাহার ফলে মনের প্রার্থনানুযায়ী সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং সমস্ত প্রাণকে জয় করিতে সমর্থ হয়। প্রাণায়ামে রাগদ্বেষাদি দোষ দগ্ধ করিবে। ধারণা দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশ করিবে, এবং প্রত্যাহার দ্বারা সংসর্গজ পাপ দগ্ধ করিবে, আর ধ্যানের (১২) দ্বারা অনীশ্বর-ভাব বিনষ্ট করিবে। যে লোক স্নান করিয়া প্রত্যহ একশত সংখ্যক প্রাণায়াম

(১২) প্রত্যাহার অর্থ—বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করা। ধারণা অর্থ—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"। চিত্তকে কোন এক ধ্যেয় বিষয়ে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখা। ধ্যান অর্থ—একই ধ্যেয় বিষয়ে মনের একাকার চিন্তা-প্রবাহ। "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥ (পাতঞ্জল দর্শন। ২।)

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥২॥১০॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং যোগসিদ্ধ্যনুকূলং স্থানং নির্দ্দিশতি "সমে" ইতি।] সমে (অবিষমে) শুচৌ (পবিত্রে) শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে (শর্করা—পাষাণখণ্ডানি, বহ্নিঃ—অগ্নিঃ, বালুকাঃ—মৃত্তিকাচূর্ণানি, তৈঃ বিবর্জ্জিতে তদ্রহিতে ইত্যর্থঃ), শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (শব্দঃ কোলাহলধ্বনিঃ, জলাশ্রয়ঃ জলাশয়ঃ, [আদি পদেন দংশমশকাদিসংগ্রহঃ], তদাদিভিঃ চ) [বিবর্জ্জিতে] মনোঽনুকূলে (মনঃপ্রসাদকরে), নতু (ন পুনঃ) চক্ষুপীড়নে (চক্ষুষঃ পীড়াকরে) [এবংভূতে] গুহানিবাতাশ্রয়ণে (গুহায়াং যৎ নিবাতং বায়ুরহিতং আশ্রয়ণম্ আশ্রয়স্থানং, তস্মিন্) [স্থিত্বা] প্রযোজয়েৎ (যোগমভ্যসেৎ ইত্যর্থঃ) ॥২॥১০॥

মূলানুবাদ।—[এখন যোগসিদ্ধির অনুকূল স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন] যে স্থান সম অর্থাৎ (নিম্নোন্নতভাবরহিত), পবিত্র, প্রস্তরাদির টুক্‌রা, অগ্নি, বালুকা ও জনকোলাহলধ্বনিরহিত ও জলাশয়াদির অসন্নিহিত, এবং মনের অনুকূল বা প্রসন্নতাকারক ও চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এবং তীব্র বায়ুসঞ্চালনশূন্য এরূপ গুহা প্রভৃতি স্থানে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমইতি। সমে নিম্নোন্নতরহিতে দেশে। শুচৌ শুদ্ধে। শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে। শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ, বালুকাস্তচ্চূর্ণম্। তথা শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। শব্দঃ কলহাদিধ্বনিঃ, জলং সর্ব্বপ্রাণ্যুপভোগ্যম্। মণ্ডপ আশ্রয়ঃ। মনোঽনুকূলে মনোরমে, চক্ষুপীড়নে প্রতিবাদ্যভিমুখে। ছান্দসো বিসর্গলোপঃ। গুহানিবাতাশ্রয়ণে গুহায়ামেকান্তে নিবাতে সমাশ্রিত্য প্রয়োজয়েৎ প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমাত্মনি ॥২॥১০॥

করে, সে লোক যদি পিতৃ-মাতৃ-গুরুহত্যাকারীও হয়, তথাপি তিনবৎসরে পাপমুক্ত হয় ॥২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—"প্রাণান্ প্রপীড্য" ইত্যাদি বাক্য এই কথাই ব্যক্ত করিতেছে—এই যোগমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাণ পীড়ন করিয়া অর্থাৎ প্রাণসংযমন করিয়া [গীতায় উক্ত] "নাত্যশ্নতঃ" (অধিক ভোজনকারীর যোগসিদ্ধি হয় না।] ইত্যাদি নিয়মানুসারে যাহার চেষ্টা (যত্ন) সংযুক্ত অর্থাৎ উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহিত হয়, এরূপ হইয়া, প্রাণ—মন শক্তিক্ষয়ে ক্ষীণতা (দুর্ব্বলতা) প্রাপ্ত হইলে পর, অল্পে অল্পে উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে, কিন্তু মুখ দ্বারা নহে ; অভিপ্রায় এই যে, হৃদয়ে বায়ু নিরোধ করিয়া ঐ বায়ু দুই নাসারন্ধ্রের দ্বারা ত্যাগ করিবে, [কিন্তু কখনও মুখ দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে না]। এবং বিদ্বান্ পুরুষ অপ্রমত্ত ও প্রণিহিতচিত্ত হইয়া দুর্দ্দমনীয় অশ্বযুক্ত রথচালক সারথির ন্যায়

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্ ।*
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥২॥১১॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং যোগাভ্যাসে রতস্য সিদ্ধিসূচকানি যানি চিহ্নানি অভিব্যজ্যন্তে, তানি নির্দ্দিশ্যন্তে—নীহার ইত্যাদিনা।] যোগে [অনুষ্ঠীয়মানে সতি] ব্রহ্মণি (ব্রহ্মবিষয়ে) অভিব্যক্তিকরাণি (ব্রহ্মাভিব্যক্তিসূচকানি) নীহারঃ (তুষারঃ) ধূমঃ, অর্কঃ (সূর্য্যঃ), অনিলঃ (বায়ুঃ), অনলঃ (অগ্নিঃ) চ, [তেষাং তথা] খদ্যোতঃ, বিদ্যুৎ, স্ফটিকঃ, শশী (চন্দ্রঃ) চ [তেষাং] এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি (অগ্রবর্ত্তীনি) [ভবন্তি]। [যোগে প্রবৃত্তো যোগী যদি নীহারধূমাদীনাং রূপাণি সমক্ষং পশ্যতি, তদাত্মনঃ যোগসিদ্ধিং ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কাররূপামদূরবর্ত্তিনীং [জানীয়াদিতি ভাবঃ] ॥ ২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সূচক চিহ্নসকল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে]। যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার সময় উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বে তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত (জোনাকী পোকা) ও বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র, এই সকলের রূপ (স্পর্শ ও জ্যোতিঃ প্রভৃতি) প্রকাশ পাইতে থাকে ॥১॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ইদানীং যোগমভ্যস্যতোঽভিব্যক্তিচিহ্নানি বক্ষ্যন্তে—নীহার ইত্যাদিনা। নীহারস্তুষারঃ, তদ্বৎ প্রাণৈঃ সমা চিত্তবৃত্তিঃ প্রবর্ত্ততে, ততো ধূম ইবাভাতি, ততোঽর্ক ইব, ততো বায়ুরিবাভাতি। ততো বহ্নিরিবাত্যুষ্ণো বায়ুঃ প্রকাশদহনঃ প্রবর্ত্ততে। বাহ্যবায়ুরিব সঙ্ক্ষুভিতো বলবান্ বিজৃম্ভতে। কদাচিৎ খদ্যোতখচিতমিবান্তরীক্ষমালক্ষ্যতে; বিদ্যুদিব রোচিষ্ণুরালক্ষ্যতে, কদাচিৎ স্ফটিকাকৃতিঃ, কদাচিৎ পূর্ণশশিবৎ। এতানি রূপাণি যোগে ক্রিয়মাণে ব্রহ্মণ্যাবি-ষ্ক্রিয়মাণে নিমিত্তে পুরঃসরাণ্যগ্রগামীনি। তদা পরমযোগসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

মনকে মননের (ধ্যানের) দ্বারা ধারণ করিবে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে স্থাপন করিবে ॥২॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[কিরূপ স্থানে আসন করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।] সম—নিম্নোন্নতভাবরহিত, শুচি শুদ্ধ পবিত্র, শর্করাবহ্নিবালুকা-বিবর্জ্জিত—শর্করা ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড প্রভৃতি, বালুকা—ঐ পাষাণচূর্ণ, শব্দ—কলহ (ঝগড়া) প্রভৃতির ধ্বনি, জল—সর্ব্বপ্রাণীর উপভোগের যোগ্য অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই যে জল পান করিবার অধিকারী, এমন সাধারণ জল, আশ্রয় অর্থ—মণ্ডপ (যাহাতে সর্ব্বসাধারণে বাস করিতে পারে, এমন গৃহ), এ সকল যেখানে না থাকে, এবং যাহা মনের অনুকূল অর্থাৎ মনোরম অথচ চক্ষুর

* খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকাশনীনাম্—ইতি পাঠান্তরম।

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥২॥১২॥

সরলার্থঃ ।—পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে (অভিব্যক্তে সতি), [এতদেব বিবৃণোতি—"পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে" ইতি]। পঞ্চাত্মকে (পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং গন্ধরসাদিরূপে) যোগগুণে (যোগোক্তগুণে) প্রবৃত্তে (প্রকাশমানে সতি), [তদা] যোগাগ্নিময়ং (যোগাগ্নিনা দগ্ধদোষরাশিং বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ) শরীরংপ্রাপ্তস্য তস্য যোগিনঃ রোগঃ (ব্যাধিঃ) ন, জরা (কায়শীর্ণতা) ন, মৃত্যুঃ (অকালমরণং চ) ন [ভবতীতি শেষঃ] ॥২॥১২॥

মূলানুবাদ ।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে পর অর্থাৎ যোগসিদ্ধিসূচক পঞ্চভূতের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাচপ্রকার গুণ যোগীর নিকট প্রকাশ পাইতে থাকিলে, যোগাগ্নি দ্বারা বিশোধিত বিমল দেহপ্রাপ্ত সেই যোগীর কোন ব্যাধি হয় না, এবং জরা ও মৃত্যু ভয় থাকে না, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিজের ইচ্ছাধীন হয় ॥২॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পৃথ্বীতি। পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে পৃথিব্যাদীনি ভূতানি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন নির্দ্দিশ্যন্তে। তেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমুত্থিতেষু—পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্ত ইত্যস্য ব্যাখ্যানম্। কঃ পুনর্যোগগুণঃ প্রবর্ত্ততে। পৃথিব্যা গন্ধঃ। তথাঽদ্ভ্যো রসঃ। এবমন্যত্র। উক্তং—"জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ" ॥ ২ ॥ ১২ ॥

পীড়াদায়ক নহে, (চক্ষুঃশব্দে বিসর্গ লোপ বৈদিক প্রয়োগ) এবং যেখানে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত না হয়, এমন গুহা প্রভৃতি নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে ॥২॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন "নীহার" ইত্যাদি বাক্যে—যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির যোগসিদ্ধির পূর্ব্বচিহ্নসকল বলা হইতেছে—নীহার অর্থ—তুষার, সেই তুষারের মত [মৃদুমন্দভাবে] চিত্তের বৃত্তি বা চিন্তাধারা হইতে থাকে। তাহার পর ধূমের ন্যায় চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর সূর্য্যের ন্যায়, তদনন্তর বায়ুর ন্যায় বৃত্তি প্রকাশ পায়। তাহার পর অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর ন্যায় বিক্ষোভিত প্রবল বায়ু প্রকাশিত হয়। কখনও বা আকাশমণ্ডল খদ্যোত-খচিতের (জোনাকিপোকায় শোভিতের) মত দেখা যায়, কখনও আবার বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও বা স্ফটিকময় আকৃতি, কখনও আবার পূর্ণ চন্দ্রের মত দেখা যায়। যোগানুষ্ঠানে নিরত থাকিলে

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥২॥১৩॥
যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তম্
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।

সরলার্থঃ।—[যোগিনঃ প্রথমা সিদ্ধিরুচ্যতে লঘুত্বমিত্যাদিনা।] [শরীরস্য] লঘুত্বম্, আরোগ্যং (নীরোগভাবঃ), [মনসঃ] অলোলুপত্বং (ভোগাদিষু লোভরাহিত্যং), বর্ণপ্রসাদং [বর্ণপ্রসাদঃ] (শরীরকান্তিঃ), স্বরসৌষ্ঠবং (মধুরস্বরত্বং), শুভঃ (প্রিয়ঃ) গন্ধঃ, অল্পং মূত্র-পুরীষং (মল-মূত্রয়োঃ অল্পত্বং), [ইমাং] প্রথমাং যোগসিদ্ধিং বদন্তি [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥২॥১৩॥

মূলানুবাদ।—[যোগসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলা হইতেছে—] শরীরের লঘুত্ব, রোগহীনতা, লোভনিবৃত্তি, উজ্জ্বল কান্তি, মধুর স্বর, সদ্‌গন্ধ এবং মল মূত্রের অল্পতা, এ সকলকে যোগিগণ যোগের প্রথমসিদ্ধি বলিয়া থাকেন ॥২॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—লঘুত্বমিতি। ন তস্য যোগিনো রোগো ন জরা দুঃখমমানসং বা ভবতি। কস্য প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্। যোগাগ্নি-সংপ্লুষ্টদোষকলাপং শরীরং প্রাপ্তস্য। স্পষ্টমন্যৎ ॥২॥১৩॥

ব্রহ্মস্ফুরণের পূর্ব্ববর্ত্তী এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। বুঝিতে হইবে, তখন যথার্থ ই যোগসিদ্ধি হইবে ॥২॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—"পৃথ্বী" ইত্যাদি। পৃথ্বী (পৃথিবী), অপ্, তেজঃ, অনিল (বায়ু), খ—আকাশ, এই পঞ্চভূত সমুত্থিত হইলে পর, অর্থাৎ ধ্যান-বলে স্ব স্ব কারণে বিলীন করা হইলে পর, এবং পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঁচপ্রকার যোগগুণ বা যোগ-বিভূতি প্রবৃত্ত হইলে পর [যেমন] গন্ধগুণযুক্ত পৃথিবীর গুণ—গন্ধ রসযুক্ত জলের গুণ রস, রূপযুক্ত তেজের গুণ রূপ, স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ, এই সমুদয় গুণ তখন যোগীর নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অন্যত্রও একথা উক্ত আছে। যোগীর প্রবৃত্তি চারি প্রকার—জ্যোতিষ্মতী, স্পর্শবতী, রসবতী, আর একটী গন্ধবতী। এই সকল যোগ প্রবৃত্তির (যোগ-ফলের) মধ্যে একটিও যদি কাহারও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যোগচিন্তাপরায়ণ যোগিগণ তাহাকে প্রবৃত্তযোগ (প্রবৃত্তমাত্র যোগী) বলিয়া থাকেন।

সেই যোগীর রোগ থাকে না, জরা (বার্দ্ধক্য) হয় না, অথবা মৃত্যুও হয় না। কাহার?—কোন্ যোগীর? না, যিনি যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যোগাগ্নি দ্বারা যাঁহার সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়াছে, এমন শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, [তাঁহার]। (ত্রয়োদশ) মন্ত্রের অন্য অর্থ স্পষ্ট ॥ ২ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥২॥১৪॥
যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥২॥১৫॥

সন্বলার্থঃ।—বিম্বং (সৌবর্ণং রাজতং বা পিণ্ডং) [পূর্ব্বং] মৃদয়া (মৃত্তিকয়া) উপলিপ্তং (মলিনীকৃতং) তৎ যথা এব (নিশ্চয়ে) সুধান্তং (অগ্ন্যাদিনা সুধৌতং বিমলীকৃতং সৎ) তেজোময়ং (তেজঃপুঞ্জমিব) ভ্রাজতে (দীপ্যতে), একঃ (কশ্চিদেব) দেহী (শরীরী) তৎ (আত্মতত্ত্বং) প্রসমীক্ষ্য (সাক্ষাৎকৃত্য) বীতশোকঃ কৃতার্থঃ (কৃতকৃত্যঃ) ভবতে (ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥১৪॥

সন্বলার্থঃ।—বীতশোকত্বমুপপাদয়িতুমাহ—যদেতি।] যুক্তঃ (যোগরতঃ পুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তু দীপোপমেন (দীপবৎ প্রকাশস্বভাবেন) আত্মতত্ত্বেন (আত্মস্বরূপতয়া) ব্রহ্মতত্ত্বং (ব্রহ্মস্বরূপং) প্রপশ্যেৎ (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] অজং (জন্মরহিতং) ধ্রুবং (নির্ব্বিকারং) সর্ব্বতত্ত্বৈঃ

মূলানুবাদ।—প্রথমে মৃত্তিকা-সংস্পর্শে মলিনীকৃত সুবর্ণপিণ্ড যেমন অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া তেজঃপুঞ্জরূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনই কোন কোন দেহীও সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বদুঃখমুক্ত কৃতার্থ হয় ॥২॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, যথৈবেতি। যথৈব বিম্বং সৌবর্ণং রাজতং বা মৃদয়োপলিপ্তং মৃদাদিনা মলিনীকৃতং পূর্ব্বং, পশ্চাৎ সুধান্তং—সুধৌতমিত্যস্মিন্নর্থে সুধান্তমিতি ছান্দসম্। অগ্ন্যাদিনা বিমলীকৃতং তেজোময়ং ভ্রাজতে। তদ্বা তদেব আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা একোঽদ্বিতীয়ঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ। পরেষাং পাঠে তদ্বৎ সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহীতি। তত্রাপ্যয়মেবার্থঃ ॥২॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপি চ, "যথৈব" ইত্যাদি। সুবর্ণময় বা রজতময় কোন একটী বিম্ব (বস্তু) যেমন প্রথমে মৃত্তিকা বিলিপ্ত অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও যেমন পশ্চাৎ উত্তমরূপে ধৌত হইয়া—অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা শোধিত মলরহিত হইয়া তেজোময় তেজঃপুঞ্জরূপে (স্বরূপাবস্থায়) শোভা পায়। ঠিক তেমনই যোগীও আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শোকমুক্ত এক অদ্বিতীয় কৃতার্থ হন। "তদ্বৎ সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী"—এইরূপ পাঠেও উক্ত প্রকারই অর্থ হয় ॥২॥১৪॥

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥২॥১৬॥

অবিদ্যা-তৎকার্য্যৈঃ) বিশুদ্ধং (তৎসম্বন্ধশূন্যং) দেবং (স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ (সর্ব্বৈরবিদ্যাদিবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥১৫॥

সরলার্থঃ ।—[তদ্দর্শনসম্ভাবনামাহ "এষ হ" ইত্যাদিনা।] এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) দেবঃ (পরমাত্মা) হ সর্ব্বাঃ প্রদিশঃ (প্রাচ্যাদ্যা দিশঃ) অনু (লক্ষীকৃত্য) পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ হিরণ্যগর্ভরূপেণ) জাতঃ (সূক্ষ্মরূপেণ উৎপন্নঃ), সঃ (পরমাত্মা) উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (পঞ্চভূতাত্মকে ব্রহ্মাণ্ডোদর-

---

মূলানুবাদ ।—[যোগী কিপ্রকারে বীতশোক হন, এখন তাহা বলিতেছেন—] যুক্ত (যোগসাধনায় নিরত যোগী) যে অবস্থায় দীপের ন্যায় প্রকাশস্বভাব আত্মদর্শন করিয়া তদভিন্নরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন—প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি জন্ম ও বিকারশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার জড়সম্পর্করহিত প্রকাশময় পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥২॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কথং জ্ঞাত্বা বীতশোকো ভবতীত্যাহ—যদেতি। যদা যস্যামবস্থায়ামাত্মতত্ত্বেন স্বেনাত্মনা। কিং বিশিষ্টেন ? দীপোপমেন দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তুশব্দোঽবধারণে। পরমাত্মানমাত্মনৈব জানীয়াদিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি। কীদৃশম্ ? অন্যস্মাদজায়মানম্, ধ্রুবং অপ্রচ্যুতস্বরূপং, সর্ব্বতত্ত্বৈরবিদ্যাতৎকার্য্যৈর্ব্বিশুদ্ধং অসংস্পৃষ্টং জ্ঞাত্বা দেবং, মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরবিদ্যাদিভিঃ ॥২॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কি প্রকারে জ্ঞানলাভের পর বীতশোক (শোক-মুক্ত) হয়, তাহা বলিতেছেন—"যদা" ইতি। যুক্ত (যোগী) পুরুষ যে অবস্থায় ব্রহ্মতত্ত্বকে দীপোপম দীপতুল্য প্রকাশস্বভাব আত্মতত্ত্বের সহিত—স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্নরূপেই দর্শন করে। তু-অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় অর্থাৎ পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপেই অবগত হয়। এ কথা শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'তখন আমি ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে আত্মাকে জানিয়াছিলেন' ইতি। আত্মতত্ত্ব কি প্রকার ? অন্য কোনও কারণ হইতে অনুৎপন্ন, ধ্রুব—কখনও নিজ স্বভাব হইতে চ্যুত হয় না, এমন, এবং অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত সমস্ত কার্য্যবর্গ দ্বারা অস্পৃষ্ট ও দ্যোতমান, তাহা জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হন ॥২॥১৫॥

যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥২॥১৭॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

মধ্যে) জাতঃ (বিরাট্পুরুষরূপেণ অভিব্যক্তঃ), স এব জাতঃ (পূর্ব্বমুৎপন্নঃ), সঃ [এব] জনিষ্যমাণঃ (ভবিষ্যতি কালেঽপি উৎপৎস্যতে), [স এব চ] জনান্ (জায়মানানি সর্ব্বাণি বস্তূনি) প্রত্যঙ্ (অভিব্যাপ্য) সর্ব্বতোমুখঃ (সর্ব্বদর্শী সন্) তিষ্ঠতি (বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়তয়া নমস্কারোঽপি নিরূপ্যতে —যো দেব ইত্যাদিনা।] যঃ দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ পরমাত্মা) অগ্নৌ, যঃ অপ্সু (জলে) যঃ ওষধীষু (তৃণলতাদিষু), যঃ বনস্পতিষু (অশ্বত্থাদিবৃক্ষেষু) আবিবেশ [আবিষ্ট ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। [কিং বহুনা,] যঃ বিশ্বং (নিখিলং) ভুবনং (জগৎ) আবিবেশ (অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽস্তি), তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ (পুনঃ পুনঃ নম ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—সমস্ত দিগ্ব্যাপী এই প্রকাশমান পরমেশ্বরই সকলের প্রথমে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থূল বিরাট্রূপে প্রকাশ পান। তিনিই জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, পরেও উৎপন্ন হইবেন এবং তিনিই সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শিরূপে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পরমাত্মানমাত্মত্বেন বিজানীয়াদিত্যুক্তং, তদেব ভাবয়ন্নাহ—এষ হেতি। এষ এব দেবঃ প্রদিশঃ প্রাচ্যাদ্যা দিশ উপদিশশ্চ সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ সর্ব্বস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভাত্মনা, স উ গর্ভে অন্তর্ব্বর্ত্তমানঃ, স এব জাতঃ শিশুঃ, স জনিষ্যমাণোঽপি, স এব সর্ব্বাংশ্চ জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, সর্ব্বপ্রাণিগতানি মুখানি অস্যেতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানিবে, এ কথা বলা হইয়াছে, এখন তাহা যেরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা বলিতেছেন—"এষ হ" ইতি। এই দেব পরমাত্মাই পূর্ব্বাদি সমস্ত দিক্ ও বিদিকে বর্ত্তমান, তিনিই সকলের পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভমধ্যে জন্ম ধারণ করিয়াছেন, এবং তিনিই এখন শিশুরূপে জাত হইয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই জন্ম লাভ করিবেন, এবং তিনিই সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বপ্রাণির অভিমুখে যাঁহার মুখ, এমন ভাবে সকল জনের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—প্রকাশময় যে পরমাত্মা অগ্নিতে [প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং] যিনি জলে, তৃণ-লতা প্রভৃতি ওষধিতে, ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে, [অধিক কি] যিনি সমস্ত জগতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং যোগবৎ সাধনান্তরাণি নমস্কারাদীনি কর্ত্তব্যত্বেন দর্শয়িতুমাহ—যো দেব ইতি। যো বিশ্বং ভুবনং স্বেন বিরচিতং সংসারমণ্ডলমাবিবেশ। য ওষধীষু শাল্যাদিষু, বনস্পতিষু, অশ্বত্থাদিষু, তস্মৈ বিশ্বাত্মনে ভুবনমূলায় পরমেশ্বরায় নমো নমঃ। দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ অধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যোগ যেমন পরমাত্মদর্শনের সাধন বা উপায়, নমস্কারাদিও ঠিক তেমনই সাধন, এইজন্য নমস্কারাদি সাধনেরও কর্ত্তব্যতা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—"যো দেবঃ" ইতি। যিনি বিশ্বে—ভুবনে অর্থাৎ আপনার বিরচিত সংসারমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং যিনি শালি-ধান্যাদি ওষধিতে ও অশ্বত্থপ্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা—জগতের মূলকারণ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ও অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ 'নমঃ' শব্দের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যএকো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মৈক্যাববোধায় প্রথমং তাবৎ ব্রহ্মণ ঈশিত্রীশিতব্যভাব উচ্যতে য এক ইত্যাদিনা।

যঃ (প্রসিদ্ধঃ) জালবান্ (বন্ধকারণত্বাৎ জালং মায়া, তদ্বান্—মায়াবীত্যর্থঃ) একঃ (একোঽপি সন্) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ঈশতে (ঈষ্টে—শাসনং করোতীত্যর্থঃ)। [কিমীষ্টে? ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মপদং পরিপূরয়্যাহ] ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে (সর্ব্বমেব জগৎ শাস্তীত্যর্থঃ)। [উৎপত্তি-প্রলয় হেতুত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—] য এব একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) উদ্ভবে (উৎপত্তৌ), সংভবে (সম্যক্ সত্তামাত্রেণ ভবঃ স্থিতির্যত্র, তস্মিন্, প্রলয়ে) চ [ঈষ্টে]। যে (অধিকারিণঃ পুরুষাঃ) এতৎ (সৃষ্টিস্থিতি-লয়-হেতুত্বেন ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মরণভয়রহিতাঃ) ভবন্তি (মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ)॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি প্রসিদ্ধ জালবান্ (জাল অর্থ—মায়া, তদ্বান্—পরমেশ্বর) এবং যিনি এক হইয়াও ঈশনী দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বরী শক্তি দ্বারা শাসন করেন—সেই—ঈশনী শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন; এবং যিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ; তাহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথমদ্বিতীয়স্য পরমাত্মন ঈশিত্রীশিতব্যাদিভাব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"য একঃ" ইতি। য একঃ পরমাত্মা, স জালবান্-জালং মায়া দুরত্যয়ত্বাৎ। তথা চাহ ভগবান্—"মম মায়া দুরত্যয়া" ইতি, তদ্বান্, তদস্যাঽস্তীতি • জালবান্ মায়াবীত্যর্থঃ। ঈশতে ঈষ্টে, মায়োপাধিঃ সন্। কৈঃ? ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিঃ। তথাচোক্তম্ 'ঈশত ঈশনীভিঃ পরমশক্তিভিরিতি। কান্? সর্ব্বান্ লোকানীশত ঈশিনীভিঃ। কদা? উদ্ভবে বিভূতিযোগে, সম্ভবে প্রাদুর্ভাবে চ। য এতদ্বিদুরমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি॥ ৩॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অদ্বিতীয় পরমাত্মার ঈশিতৃ-ঈশিতব্যভাব কিরূপে• সম্ভব হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"য একঃ" ইতি।

যিনি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা, তিনি জালবান্—জাল অর্থ—মায়া, কারণ, মায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন। ভগবান্ও সে কথা বলিয়াছেন—'আমার

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—হি (যস্মাৎ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) রুদ্রঃ (রোদয়তি—সর্ব্বং সংহরতি ইতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ) [বর্ত্ততে], [তস্মাৎ হেতোঃ] দ্বিতীয়ায় (রুদ্রেতরবস্তুনে) ন তস্থুঃ (ন স্থিতিং প্রাপ্তাঃ), [কে ?] যে (ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ইমান্ লোকান্ (পৃথিব্যাদীন্) ঈশতে (নিয়ময়ন্তি ইত্যর্থঃ)। [সঃ রুদ্রঃ] প্রত্যক্ (প্রতিপুরুষমন্তরবস্থিতঃ সন্) জনান্ [ব্যাপ্য] তিষ্ঠতি। [স রুদ্রঃ] বিশ্বা (বিশ্বানি) ভুবনানি সংসৃজ্য (উৎপাদ্য) গোপাঃ (গোপ্তা সন্) অন্তকালে (ধ্বংসকালে) সংচুকোপ (সম্যক্ কোপং চকার সংহারং কৃতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—যেহেতু একমাত্র রুদ্রই আছেন (সত্য বস্তু), ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা নিজ শক্তি সমুহ দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। সেই রুদ্রই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন, এবং সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলের গোপা (রক্ষক) হইয়াও অন্তকালে বা প্রলয়সময়ে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কস্মাৎ পুনর্জ্জালবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—একো হীতি। হিশব্দো যস্মাদর্থে। যস্মাদেক এব রুদ্রঃ স্বতো ন দ্বিতীয়ায় বস্ত্বন্তরায় তস্থুর্ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থদর্শিনঃ। উক্তঞ্চ "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" ইতি। য ইমাঁল্লোকানীশতে নিয়ময়তি ঈশনীভিঃ। সর্ব্বাংশ্চ জনান্ প্রতি অন্তরঃ প্রতিপুরুষমবস্থিতঃ—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

মায়া দুরত্যয় অর্থাৎ দুরতিক্রমণীয়'। সেই মায়ারূপ জাল আছে বলিয়াই তিনি জালবান্—অর্থাৎ মায়াবী। তিনি মায়োপাধিবিশিষ্ট হইয়াই শাসন করিয়া থাকেন। কিসের দ্বারা ? না, ঈশনী—স্বীয় শক্তি দ্বারা। অন্যত্র উক্ত আছে—পরমা শক্তিরূপ ঈশনী দ্বারা তিনি শাসন করিয়া থাকেন। কাহাদের শাসন করেন ? ঈশনী শক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করেন। কখন ? না, উদ্ভবে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভে ও সম্ভবে অর্থাৎ উৎপত্তিতে। যাহারা এ তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমৃত—মরণ-ভয়-রহিত হন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তিনি জালবান্ কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"একো হি" ইতি। এখানে 'হি' শব্দটী 'যস্মাৎ' (যেহেতু) অর্থে। যেহেতু রুদ্র (পরমাত্মা) একই ; পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় অপর কোনও বস্তুর জন্য অবস্থান করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা অদ্বিতীয় রুদ্রকেই দর্শন

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ ॥ ৩ ॥ ৩॥

সম্বলার্থঃ।—ইদানীং তস্যৈব সৃষ্টিস্থিত্যাদিস্বাতন্ত্র্যে হেতুরুচ্যতে "বিশ্বতঃ" ইতি। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (বিশ্বতঃ সর্ব্বত্র চক্ষুরস্যেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ) [যানি কানিচিৎ প্রাণিনাং চক্ষূংষি, তদস্যৈবেতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বত্র।] উত (অপি) বিশ্বতোমুখঃ, বিশ্বতোবাহুঃ, উত (অপি) বিশ্বতস্পাৎ (বিশ্বতঃ পাদা অস্যেত্যর্থঃ), দ্যাবাভূমী (দ্যুলোকভূলোকৌ) জনয়ন্ একঃ দেবঃ (রুদ্রঃ) বাহুভ্যাং (ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং) সংপতত্রৈঃ (পরমাণুভিঃ) সংধমতি (যোজয়তি সর্ব্বমিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বপ্রাণীর চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণই যাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণ, সেই এক অদ্বিতীয় দেব অর্থাৎ প্রকাশময় পুরুষ দ্যুলোক, ভূলোক ও তন্মধ্যবর্ত্তী সমস্ত উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রাক্তন ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে পরমাণু সমূহকে পরস্পর সংযোজিত করেন। অথবা ঐ দ্যাবাপৃথিবীকে বাহুযুক্ত মনুষ্যাদি ও পক্ষিগণের সহিত সংযোজিত করেন ৩ ॥ ৩।

সঞ্চুকোপ অন্তকালে প্রলয়কালে। কিং কৃত্বা? সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনাদি গোপা গোপ্তা ভূত্বা। এতদুক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, ন চাসৌ কুম্ভকারবদাত্মানং কেবলং মৃৎপিণ্ডস্থানীয়মুপাদানকারণমুপাদত্তে, কিং তর্হি? স্বশক্তিবিক্ষেপং কুর্ব্বন্ স্রষ্টা নিয়ন্তা বাভিধীয়তে ইতি। উত্তরো মন্ত্রঃ তস্যৈব বিরাড়াত্মনাবস্থানং তৎস্রষ্টৃত্বং প্রতিপাদয়তি ॥ ৩ ॥ ২ ॥

করিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন বস্তু দর্শন করেন নাই। ঈশনী স্বশক্তি দ্বারা এই সমস্ত লোককে শাসন অর্থাৎ নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন; এবং যিনি সকল জনের (সমস্ত ব্যক্তির) অন্তরস্থ, তিনি প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক রূপের (বস্তুর) অনুরূপ রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আরও, অন্তকালে—প্রলয় সময়ে যিনি কোপ করিয়া থাকেন, সংহার করেন, কি করিয়া? বিশ্ব ভুবন সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার গোপা অর্থাৎ গোপ্তা বা রক্ষক হইয়া [পরে সংহার করেন]। এই কথা বলা হইতেছে যে, পরমাত্মা অদ্বিতীয়; তিনি যে, কুম্ভকারের ন্যায় আপনাকে মৃৎপিণ্ডের মত উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করেন, তাহা নহে; তবে কি? না, স্বীয় শক্তির বিক্ষেপ করেন বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী মন্ত্রটী সেই পরমাত্মারই বিরাট্ রূপে অবস্থান ও বিশ্বস্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—দেবানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিকারণং) উদ্ভবঃ (নানাবিধৈশ্বর্য্যযোগহেতুঃ) চ, বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বস্য পালকঃ), রুদ্রঃ (রোদয়তি জীবান্ ইতি রুদ্রঃ), মহর্ষিঃ (দিব্যদর্শী), যঃ (পুরুষঃ) হিরণ্যগর্ভং (হিরণ্যম্ উজ্জ্বলজ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য, তং সূক্ষ্মসমষ্টিভূতং সূত্রাত্মানং) পূর্ব্বং (প্রথমং) জনয়ামাস, সঃ (পরমেশ্বরঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা (নির্ম্মলজ্ঞানেন সহ) সংযুনক্তু (সংযুক্তান্ করোত্বিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভের হেতুভূত যিনি বিশ্বপতি রুদ্র ও মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ), এবং যিনি সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভের জন্মদাতা, তিনি আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিশ্বতশ্চক্ষুরিতি। সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষূংষ্যস্যেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। অতঃ স্বেচ্ছয়ৈব সর্ব্বত্র চক্ষূরূপাদৌ সামর্থ্যং বিদ্যত ইতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। এবমুত্তরত্র যোজনীয়ম্। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংযোজয়তীত্যর্থঃ। অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাম্। পক্ষিণশ্চ ধমতি দ্বিপদো মনুষ্যাদীংশ্চ পতত্রৈঃ। কিং কুর্ব্বন্? দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একো বিরাজং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব সূত্রসৃষ্টিং প্রতিপাদয়ন্ মন্ত্রদৃগভিপ্রেতং প্রার্থয়তে। যো দেবানামিতি। যো দেবানামিন্দ্রাদীনাং প্রভবহেতুরুদ্ভবহেতুশ্চ। উদ্ভবো বিভূতিযোগঃ। বিশ্বস্যাধিপো বিশ্বাধিপঃ পালয়িতা। মহর্ষিঃ। মহাংশ্চাসাবৃষিশ্চেতি মহর্ষিঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। হিতং রমণীয়মত্যুজ্জ্বলং জ্ঞানং গর্ভোঽন্তঃসারো যস্য, তং জনয়ামাস পূর্ব্বং সর্গাদৌ। স নোঽস্মান্ বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু পরমপদং প্রাপয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। সমস্ত প্রাণীর চক্ষুই তাঁহার চক্ষুঃ, এই কারণে তিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। সেই হেতুই ইচ্ছামত সর্ব্বত্র সমস্ত রূপাদি বিষয় দর্শনে চক্ষুর ন্যায় ইঁহার সামর্থ্য আছে [বুঝিতে হইবে]। পরবর্ত্তী 'বিশ্বতোমুখঃ' ইত্যাদি স্থলেও এইরূপই অর্থ যোজনা করিতে হইবে। উভয় বাহু দ্বারা লোককে সংযোজিত করেন। 'ধমতি' কথায় যদিও অগ্নি-সংযোগ অর্থ বুঝায়, তথাপি, 'ধাতুর অর্থ অনেক রকম হয়' এই নিয়মানুসারে এখানে সংযোজন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ['পতত্র' অর্থ পতন-বারণ (গমনের উপায়) অর্থাৎ বাহা অধঃ পতন হইতে রক্ষা করে]। পক্ষিগণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত যোজিত

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৩॥৫॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং বক্ষ্যমাণমন্ত্রদ্বয়েন তস্য স্বরূপমভিপ্রেত-মর্থঞ্চ নিরূপয়ন্নাহ "যা তে রুদ্র" ইতি। রুদ্র (হে রুদ্র) তে (তব) অপাপকাশিনী (পুণ্যকরী) অঘোরা (অভয়প্রদা) শিবা (মঙ্গলময়ী) যা তনূঃ, হে গিরিশন্ত (গিরৌ স্থিত্বা শং তনোতীতি গিরিশন্ত), শন্তময়া (অতিশয়মঙ্গলপ্রদয়া) তয়া তনুবা (তন্বা) নঃ (অস্মান্) অভিচাকশীহি (নিরীক্ষস্ব, শ্রেয়সি নিয়োজয়েত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে গিরিশন্ত * রুদ্র, তোমার যে অপাপকাশিনী (পুণ্য-জনক) অঘোরা শিবা (মঙ্গলময়ী) তনু (মূর্ত্তি), সেই মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তির দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর, অর্থাৎ আমাদিগকে মঙ্গলপথে নিয়োজিত কর॥ ৩ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনরপি তস্য স্বরূপং দর্শয়ন্নভিপ্রেতমর্থং প্রার্থয়তে মন্ত্রদ্বয়েন—"যা তে রুদ্র" ইত্যাদি। হে রুদ্র, তব যা শিবা তনূরঘোরা। উক্তং চ "তস্যৈতে তনুবৌ ঘোরাঽন্যা শিবাঽন্যা" ইতি। অথবা শিবা শুদ্ধা অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্মুক্তা সচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মরূপা, ন তু ঘোরা শশি-বিম্বমিবাহ্লাদিনী। অপাপকাশিনী স্মৃতিমাত্রাঘনাশিনী পুণ্যাভিব্যক্তিকরী। তয়া আত্মনা নোঽস্মান্ শন্তময়া সুখতময়া পূর্ণানন্দরূপয়া, হে গিরিশন্ত গিরৌ স্থিত্বা শং সুখং তনোতীতি। অভিচাকশীহি অভিপশ্য নিরীক্ষস্ব শ্রেয়সা নিয়োজয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

করেন, এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকে পতত্রের (পদের) সহিত যোজিত করেন। তিনি এক অদ্বিতীয় দেবতা। উক্ত পুরুষ আর কি করেন ? দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন (১)॥ ৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর সেই পুরুষকৃত সূত্রাত্মসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি প্রতিপাদন করত মন্ত্রদর্শী ঋষিজনের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রার্থনা করিতেছেন—"যো দেবানাম্" ইত্যাদি।

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতিতে সাধারণভাবে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ও "বিশ্বতোমুখঃ" প্রভৃতি কথার অভিপ্রায় এই যে, জগতে যতপ্রকার চক্ষু অর্থাৎ রূপপ্রকাশক আছে, তৎসমস্তই তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ বুঝিতে হইবে, এবং সকল জীবের মুখই তাঁহার মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। "বাহুভ্যাং" কথার অর্থ—কেহ বলিয়াছেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন—বিদ্যা ও কর্ম্ম। আশ্চর্য্য এই যে, ভাষ্যকার ইহার কোন স্পষ্ট অর্থই লিখেন নাই বা সূচনাও করেন নাই, এবং "পতত্রৈঃ" কথারও কোন বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই।

* গিরিতে থাকিয়া যিনি মঙ্গল বিধান করেন।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৩॥৬॥

সরলার্থঃ।—হে গিরিশন্ত, যাম্ ইষুং (বাণং) অস্তবে (লোকং প্রতি ক্ষেপণায়) হস্তে বিভর্ষি (ধারয়সি), হে গিরিত্র (গিরিং পর্ব্বতং ত্রায়তে রক্ষতীতি গিরিত্র), তাম্ (ইষুং) শিবাং (লোকহিতকরীং) কুরু, পুরুষম্ (অস্মদীয়ং কমপি জনং), তথা জগৎ [অপি] মা হিংসীঃ (ন মারয়েত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে গিরিশন্ত, [তুমি] লোকের প্রতি ক্ষেপণ করিবার জন্য যে অস্ত্র হস্তে ধারণ করিতেছ, হে গিরিত্র (পর্ব্বতরক্ষক) তাহা কল্যাণময় কর ; আমাদের কোনও লোককে এবং সমস্ত জগৎকেও হিংসা করিও না ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ যামিষুমিতি। যামিষুং গিরিশন্ত, হস্তে বিভর্ষি ধারয়সি অস্তবে জনে ক্ষেপ্তুং, শিবাং গিরিত্র—গিরিং ত্রায়ত ইতি, তাং কুরু, মা হিংসীঃ পুরুষমস্মদীয়ং জগদপি কৃৎস্নম্। পুরুষং সাকারং ব্রহ্ম প্রদর্শয়েত্যভিপ্রেতমর্থং প্রার্থিতবান ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রভবহেতু অর্থাৎ উদ্ভবের কারণ। এখানে **উদ্ভব** অর্থ বিভূতিযোগ অর্থাৎ অলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ। [যিনি দেবগণকে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন।] বিশ্বের অধিপ অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাধিপ ও মহর্ষি—মহান্ ঋষি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এবং যিনি সৃষ্টির প্রথমে, হিরণ্য—হিতকর রমণীয় অতি উজ্জ্বল জ্ঞান যাহার গর্ভ অর্থাৎ অন্তঃসার, সেই হিরণ্য-গর্ভকে (আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি, আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পরম পদ পাইতে সমর্থ হই ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুনশ্চ দুইটী মন্ত্রে তাহার স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন—"যা তে রুদ্র" ইত্যাদি।

হে গিরিশন্ত—যিনি পর্ব্বতে (গিরৌ) থাকিয়া লোকের সুখ বিধান করেন, [হে এবংবিধ] রুদ্র (পরমেশ্বর), তোমার যে অঘোরা (অ-ভয়ঙ্করী) শিবা (মঙ্গলময়ী তনু, অন্যত্রও তাঁহার দ্বিবিধ তনুর উল্লেখ আছে—'তাঁহার এই দুইটী শরীর, একটী ঘোরা (ভয়ঙ্করী), অপরটী শিবা (মঙ্গলময়ী)' ইত্যাদি। অথবা শিবা অর্থ শুদ্ধা—অবিদ্যা ও অবিদ্যাসম্ভূত কামাদি দোষরহিত ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন-ব্রহ্মস্বরূপা চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অত্যন্ত আনন্দদায়িনী, কিন্তু কখনও ঘোরা নহে, এমন যে তোমার অপাপকাশিনী—স্মরণমাত্রে পাপ-ধ্বংসকারিণী তনু,—নিরতিশয় সুখময় পূর্ণানন্দস্বরূপ শরীর, সেই স্বরূপভূতা তনু দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর অর্থাৎ পরম শ্রেয়োযুক্ত কর ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ "যামিষুং" ইতি। হে গিরিশন্ত, গিরিত্র, তুমি প্রাণীর উপরে ক্ষেপণ করিবার জন্য ইষু (বাণ) হস্তে ধারণ করিতেছ, তাহা মঙ্গলময়

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[অধুনা তস্যৈব সর্ব্বকারণাত্মনা স্থিতিং তজ্জ্ঞানাদ-মৃতত্বপ্রাপ্তিং চ দর্শয়ন্নাহ—তত ইতি।] ততঃ (তস্মাৎ জগতঃ অথবা জগদাত্মকাৎ বিরাজঃ পুরুষাৎ) পরং (কারণত্বেন তদ্ব্যাপকং), ব্রহ্মপরং (কার্য্য-ব্রহ্মণোঽপি) পরম্ (অতিশয়ং) বৃহন্তং (মহান্তং) যথানিকায়ং (নিকায়ো দেহঃ, তমনতিক্রম্য বিভিন্নাকারশরীরানুসারেণ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) গূঢ়ম্ (অন্তরেঽবস্থিতং) বিশ্বস্য (জগতঃ) একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং (বেষ্টনকারিণং ব্যাপকমিত্যর্থঃ) তং (প্রসিদ্ধং) ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ (মরণরহিতাঃ —মুক্তাঃ) ভবন্তি [জনা ইতি শেষঃ] ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই পরমেশ্বরই যে, সর্ব্বকারণ রূপে অবস্থিত এবং তাঁহার জ্ঞানেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ততঃপরং" ইত্যাদি।

উক্ত জগতের অতীত, কার্য্যব্রহ্মেরও অতীত পরম মহৎ এবং নানাপ্রকার শরীরধারী সমস্ত প্রাণীর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ও সমস্ত জগতের ব্যাপক সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত (মুক্ত) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব কারণাত্মনাবস্থানং দর্শয়ন্ জ্ঞানাদমৃতত্বমাহ—"ততঃ পরম্" ইতি। ততঃ পুরুষযুক্তাজ্জগতঃ পরং, কারণত্বাৎ কার্য্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকমিত্যর্থঃ। অথবা, ততো জগদাত্মনো বিরাজঃ পরম্। কিং তদ্? ব্রহ্মপরং বৃহন্তং, ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরং বৃহন্তং মহদ্ব্যা-পিত্বাৎ। যথানিকায়ং যথাশরীরম্, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্ অন্তরবস্থিতম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং সর্ব্বমন্তঃ কৃত্বা স্বাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতমীশং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

কর, [তাহা দ্বারা] আমাদের কোন লোককে হিংসা করিও না, এবং সমস্ত জগৎকেও [হিংসা করিও না], পরন্তু সাকার ব্রহ্ম দর্শন করাও,—এখানে এইরূপ অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন সেই পরমাত্মারই জগৎকারণরূপে অবস্থিতি প্রদর্শনপূর্ব্বক, জ্ঞানই যে অমৃতত্ব লাভের হেতু, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন —"ততঃ পরম্" ইত্যাদি।

'ততঃ' অর্থ পুরুষের (আত্মার) সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ, [যিনি] তদপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে, তিনি কারণ বলিয়াই তৎকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাপক। অথবা 'ততঃ'—তাহা অপেক্ষা অর্থাৎ জগদাত্মক বিরাট্ পুরুষের অতীত। তাঁহা কি? না, ব্রহ্মপর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষাও উত্তম,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ।—[অথেদানীং মন্ত্রদর্শিনোঽনুভবমুখেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিং প্রতিপাদয়ন্নাহ—"বেদাহং" ইতি।]

অহং (মন্ত্রদর্শী ঋষিঃ) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরস্তাৎ (পরবর্ত্তিনং আত্মনাতীতং) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যবৎ প্রকাশস্বরূপং) মহান্তং (সর্ব্বব্যাপিনং) এতং (প্রস্তুতং) পুরুষং (পরমাত্মানং) বেদ (প্রত্যগভিন্নতয়া জানে)। তং (পরমাত্মানং) এব (নিশ্চয়ে) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মৃত্যুং (পুনর্জ্জন্ম) অত্যেতি (অতিক্রান্তো ভবতি মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ)। অয়নায় (পরমপদপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ (দ্বিতীয়ঃ) পন্থাঃ (উপায়ঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—এখন মন্ত্রদর্শী ঋষির আত্মানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানে মুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"বেদাহং" ইত্যাদি। [মন্ত্রদর্শী ঋষি বলিতেছেন] আমি অজ্ঞানের অতীত সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে জানি। [জীব] তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে—মুক্ত হয়, মুক্তি পাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই, অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীমুক্তমর্থং দ্রঢ়য়িতুং মন্ত্রদৃগনুভবং দর্শয়িত্বা পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মপরিজ্ঞানাদেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নান্যেনেতি দর্শয়তি। বেদাহমেতমিতি। বেদ জানে, তমেতং পরমাত্মানম্। অথৈতং প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণম্। কিং। পুরুষং পূর্ণং মহান্তং সর্ব্বাত্মত্বাৎ। আদিত্যবর্ণং প্রকাশরূপং তমসোঽজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি মৃত্যুমত্যেতি। কস্মাদস্মান্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

এবং ব্যাপক বলিয়াই বৃহৎ—মহৎ। যথানিকায় অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার শরীর অনুসারে, সর্ব্বভূতে গূঢ় অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, আর সমস্ত জগতের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যাপক), অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত বা কবলিত করিয়া স্বস্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া [জীবগণ] অমৃত (মুক্ত) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন পূর্ব্বোক্ত অর্থকে দৃঢ় করিবার জন্য মন্ত্রদ্রষ্টার উপলব্ধি দর্শাইয়া—পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের সর্ব্বতোজ্ঞানের দ্বারাই পরম পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে, অন্য কিছুর দ্বারা নহে—ইহাই "বেদাহম্"—ইত্যাদি দ্বারা দেখাইতেছেন। বিদিত আছি=জানি, সেই ইহাকে=পরমাত্মাকে। অথবা প্রতি-আত্মা-গত সাক্ষিপুরুষকে। তিনি কি? পূর্ণ—মহান্—কারণ সকলের মধ্যে আত্মা-

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ* ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥
ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনামযম্ ।

সরলার্থঃ ।—[কস্মাৎ তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতি ? ইত্যত আহ "যস্মাৎ" ইতি ।] যস্মাৎ (পরমাত্মনঃ) পরম্ (উৎকৃষ্টং) অপরম্ (অন্যৎ) কিঞ্চিৎ ন অস্তি ; যস্মাৎ ন অণীয়ঃ (অণুতরং) জ্যায়ঃ (মহত্তরং বা) কিঞ্চিৎ ন অস্তি । বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ (নিশ্চলঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ যঃ পরমাত্মা ইতি যাবৎ), দিবি (প্রকাশময়ে স্বমহিম্নি) তিষ্ঠতি (স্বে মহিম্নি অস্তীতি ভাবঃ) । তেন পুরুষেণ ইদং সর্ব্বং (জগৎ) পূর্ণং (ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—[তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম হয় কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন] যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছু নাই, এবং যদপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম বা মহান্ কিছু নাই, এক অদ্বিতীয়, এবং যিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বপ্রকাশ নিজ মহিমায় (দিবি) অবস্থিত, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতীত্যুচ্যতে—যস্মাদিতি । যস্মাৎ পরং পুরুষাৎ পরমুৎকৃষ্টমপরমন্যন্নাস্তি, যস্মান্নাণীয়োঽণুতরং ন জ্যায়ো মহত্তরং বাস্তি । বৃক্ষ ইব স্তব্ধো নিশ্চলো দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি তিষ্ঠত্যেকোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, তেনাঽদ্বিতীয়েন পরমাত্মনা ইদং সর্ব্বং পূর্ণং নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তং পুরুষেণ পূর্ণেন [সর্ব্বমিদংসর্ব্বম্] † ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

রূপে বিরাজমান। আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ যিনি প্রকাশস্বরূপ। তমো=অজ্ঞান, অজ্ঞানকে উত্তীর্ণ হইয়া যিনি আছেন তাঁহাকেই জানিয়া অতি-মৃত্যুকে পায় অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। কেন ? কারণ ইহা হইতে অন্য কোনো উপায়ে পরমপদের প্রাপ্তি হয় না। অয়ন=পরমপদপ্রাপ্তি। ৩॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ভাল, লোক একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে (মুক্ত হয়) কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যস্মাৎ" ইতি ।

যাহা অপেক্ষা পর অর্থাৎ যে পুরুষ অপেক্ষা—উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অণীয়ঃ—অতিশয় অণু (সূক্ষ্ম) বা জ্যায়ঃ—অতিশয় মহৎও নাই। সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ—নিশ্চলরূপে প্রকাশময় স্বীয়

* কশ্চিৎ ইতি পাঠান্তরম্।
† কোন কোন পুস্তকে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ নাই

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৩ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৩॥১১॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণতাং তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বং তদ্বৈপরীত্যাচ্চ সংসারিত্বং দর্শয়ন্নাহ—"ততো যৎ" ইত্যাদি।]

ততঃ (তস্মাৎ—জগতঃ) যৎ উত্তরতরম্ (উত্তরং কারণং, ততোঽপ্যুত্তরং সর্ব্বকারণকারণমিতি ভাবঃ), তৎ অরূপং (রূপাদিধর্ম্মরহিতং) অনাময়ম্ (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়শূন্যং) [চ], এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্মস্বরূপং) যে বিদুঃ (জানন্তি), তে (জ্ঞানিনঃ) অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি। অথ (পক্ষান্তরে) ইতরে (পূর্ব্বোক্তজ্ঞানরহিতাঃ) দুঃখম্ (আধ্যাত্মিকাদিরূপং) এব অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—[অথেদানীং তস্যৈব সর্ব্বাত্মকত্বং দর্শয়ন্নাহ—"সর্ব্বানন" ইত্যাদি।] যস্মাৎ সঃ সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ (সর্ব্বেষাম্ আননানি শিরাংসি গ্রীবা এব আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চ যস্য, সঃ), সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেতে ইতি তথোক্তঃ), তথা সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নোতি ইতি (সর্ব্বব্যাপী) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তঃ চ), তস্মাৎ (হেতোঃ) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ) শিবঃ (আনন্দঘনত্বেন মঙ্গলরূপশ্চ) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—[এখন ব্রহ্মের সর্ব্বকারণতা ও ব্রহ্মজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ ও তদভাবে দুঃখভোগ প্রদর্শন করত বলিতেছেন—"ততো যৎ" ইত্যাদি।]

সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাহারও যিনি কারণ, তিনি অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের অতীত, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন, আর যাহারা তাঁহাকে জানে না, তাহারা আধ্যাত্মিকাদি দুঃখই প্রাপ্ত হয়। ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তকার্য্যকারণতাং দর্শয়ন্ জ্ঞানিনামমৃতত্বমিতরেষাঞ্চ সংসারিত্বং দর্শয়তি—তত ইতি। তত ইদং-শব্দবাচ্যাজ্জগত উত্তরতরং কারণং, ততোঽপ্যুত্তরং কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। তদরূপং রূপাদিরহিতম্, অনাময়ং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়-রহিতত্বাৎ। য এতদ্বিদুরমৃতত্বেনাঽহমস্মীতি, অমৃতা অমরণধর্ম্মাস্তে ভবন্তি, অথেতরে য ন বিদুর্দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

মহিমায় (দিবি) অবস্থান করেন। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ—নিরন্তরভাবে (সর্ব্বতোভাবে) ব্যাপ্ত ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন ব্রহ্মই যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যবর্গের একমাত্র কারণ,

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩॥১২॥

সরলার্থঃ।—[অপিচ, সঃ] মহান্ (সর্ব্বব্যাপী) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) পুরুষঃ (পুরি শেতে, পূর্ণো বা) তথা সুনির্ম্মলাম্ (অবিদ্যাদি-মলসম্পর্করহিতাং) ইমাং (বিদ্বদনুভবযোগ্যাং) প্রাপ্তিং (মুক্তিং) [যতঃ প্রাপ্নোতি, তস্য] সত্ত্বস্য (বুদ্ধিসত্ত্বস্য) প্রবর্ত্তকঃ (প্রেরকঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ঈশানঃ (সর্ব্বস্য শাসকঃ) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকারশ্চ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—এখন পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—[যেহেতু] তিনি সর্ব্বানন-শিরোগ্রীব অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণীর আনন, শির ও গ্রীবাই ইঁহার আনন, মস্তক ও গ্রীবা, এবং সকল প্রাণীর বুদ্ধিরূপ গুহাতে বিদ্যমান, অথচ সর্ব্বব্যাপী, ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যাদিপূর্ণ; সেই হেতু তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং শিব (পরম মঙ্গলরূপী) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—এই পরমেশ্বর [স্বভাবতই] মহান্, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, পুরুষ (দেহ-পুরে অবস্থিত অথবা পরিপূর্ণ), এবং অত্যন্ত নির্ম্মল মুক্তি যাহা হইতে লাভ করা যায়, সেই বুদ্ধি-সত্ত্বের প্রেরক এবং সকলের শাসনকর্ত্তা, স্বপ্রকাশ ও নির্ব্বিকার ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি—সর্ব্বাননেতি। সর্ব্বাণ্যাননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেত ইতি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি-সমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা।" ভগবতি যস্মাদেবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ। মহানিতি। মহান্ প্রভুঃ সমর্থো বৈ নিশ্চয়েন জগদুদয়স্থিতিসংহারে সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ প্রেরয়িতা। কিমর্থমুদ্দিশ্য ? সুনির্ম্মলামিমাং স্বরূপাবস্থালক্ষণাং প্রাপ্তিং পরমপদপ্রাপ্তিম্। ঈশান ঈশিতা। জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধো বিজ্ঞানপ্রকাশঃ। অব্যয়োঽবিনাশী ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক জ্ঞানিগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তি, আর তদ্ভিন্ন লোকদিগের সংসারগতি প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ততঃ" ইত্যাদি।

তাহা হইতে অর্থাৎ ইদংপদবাচ্য (প্রত্যক্ষদৃশ্য) জগৎ অপেক্ষা যাহা উত্তর অর্থাৎ জগতের যাহা কারণ, তদপেক্ষাও যাহা উত্তর (পরবর্ত্তী) কার্য্য-কারণ ভাবরহিত ব্রহ্ম, তিনি অরূপ অর্থাৎ রূপরসাদি গুণহীন, এবং অনাময় রোগ-যাতনাশূন্য। কেননা, তাঁহাতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা ইহা জানেন—আমি অমৃত—মরণ-ধর্ম্মরহিত, এইরূপে আত্মানুভব করেন, তাহারা অমৃত হন, পক্ষান্তরে তদ্ভিন্ন সকলে যাঁহারা এ তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা কেবল দুঃখ প্রাপ্ত হন ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষী মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[কিঞ্চ] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিতে হৃদয়েঽভিব্যজ্যমানত্বাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ) পুরুষঃ (পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্বা) অন্তরাত্মা (আত্মনঃ বুদ্ধেরন্তরবস্থিতঃ) সদা জনানাং (জনিমতাং প্রাণিনাং) হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) মনীষী (জ্ঞানদাতা) তথা হৃদা (হৃদয়স্থেন) মনসা (সংকল্পবিকল্পাত্মকেন) অভিকৢপ্তঃ (সম্যক্ রক্ষিতঃ) [অস্তীতি শেষঃ]। যে জনাঃ এতৎ (যথোক্তমাত্মতত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—আরও, তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিব্যক্ত, পুরুষ, অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত, প্রজ্ঞানাধিপতি এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সংরক্ষিত (প্রকাশিত)। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন (মুক্ত হন) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অঙ্গুষ্ঠমাত্রেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽভিব্যক্তিস্থানহৃদয়সুষির-পরিমাণাপেক্ষয়া। পুরুষঃ পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্বা। অন্তরাত্মা সর্ব্বস্যান্তরাত্মভূতঃ স্থিতঃ। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদয়স্থেন মনসাভিকৢপ্তঃ। মনীষী জ্ঞানেশঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন তাঁহারই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"সর্ব্বানন" ইত্যাদি। জগতের সমস্ত আনন (মুখ) শির ও গ্রীবা (গলদেশ) ইঁহার [আনন, শির ও গ্রীবা], তিনি সর্ব্বানন শিরো গ্রীবা সকল ভূতের (প্রাণীর) গুহানামক বুদ্ধিতে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী ও ভগবান্ অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্যশালী, [তিনি যে ঐশ্বর্য্যশালী, তাহা অন্যত্রও] উক্ত আছে—"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য (প্রভাব), যশঃ, শ্রী, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী গুণ ভগ নামে কথিত, যেহেতু ভগবানে এ সমস্ত আছে, সেই হেতু তিনি সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) ও শিবস্বরূপ ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, "মহান্" ইতি। তিনি মহান্ প্রভু অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারে একমাত্র সমর্থ। তিনি অন্তঃকরণরূপী সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক—প্রেরক অর্থাৎ অন্তঃকরণকে ভাল মন্দ সর্ব্ব কার্য্যে নিয়োজিত করেন, কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত [প্রেরণ করেন] ? না, এই যে স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ সুনির্ম্মল (নির্দ্দোষ) পরমপদপ্রাপ্তি, [তাহার জন্য]। তিনি ঈশান—সকলের শাসনকর্ত্তা, জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ এবং অব্যয় বিনাশ-রহিত (নিত্য নির্ব্বিকার) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৩॥ ১৪॥

সরলার্থঃ।—[পুনরপি তস্য সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি—সহস্রেত্যাদি]। সহস্রশীর্ষা (সহস্রাণি—অসংখ্যেয়ানি শীর্ষাণি যস্য, সঃ তথোক্তঃ, [আকারশ্ছান্দসঃ], পুরুষঃ (পূর্ণঃ), সহস্রাক্ষঃ (সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য, স তথোক্তঃ), সহস্রপাৎ (সহস্রচরণযুক্তঃ)। [সহস্রশব্দঃ সর্ব্বত্রাসংখ্যেয়ত্বপরঃ।] সঃ (পরমেশ্বরঃ) ভূমিং (ভুবনং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ বহিরন্তশ্চ) বৃত্বা (ব্যাপ্য, সমাক্রম্য) অতি (অতিক্রম্য সর্ব্বং জগৎ) দশাঙ্গুলং (দশাঙ্গুলীপরিমিতং স্থানং) অতিষ্ঠৎ। [দশাঙ্গুলমিতি আধিক্যপরং, ন তাবন্মাত্রপরমিতিভাবঃ]। [অথবা নাভেরুপরি] দশাঙ্গুলম্ অতিক্রম্য—[হৃদয়ং] অতিষ্ঠৎ (অন্তর্য্যামিতয়া স্থিত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি সহস্র সহস্র শির, অক্ষি (চক্ষু) ও পদযুক্ত এবং পুরুষ অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ। তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও সকলের উপরে দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থানে আছেন, অথবা নাভির উপরে দশাঙ্গুলির পরবর্ত্তী যে স্থান, সেই হৃদয়স্থানে আছেন ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুরুষোঽন্তরাত্মেত্যুক্তম্, পুনরপি সর্ব্বাত্মানং দর্শয়তি—সহস্রশীর্ষেতি। সর্ব্বস্য তাবন্মাত্রত্বপ্রদর্শনার্থম্। উক্তঞ্চ—"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে" ইতি। সহস্রাণ্যনন্তানি শীর্ষাণ্যস্যেতি সহস্রশীর্ষা। পুরুষঃ পূর্ণঃ। এবমুত্তরত্র যোজনীয়ম্। স ভূমিং ভুবনং সর্ব্বতোঽন্তর্ব্বহিশ্চ বৃত্বা ব্যাপ্যাত্যতিষ্ঠদ্ অতীত্য ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি। দশাঙ্গুলম্ অনন্তমপারমিত্যর্থঃ। অথবা নাভেরুপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং, তত্রাধিতিষ্ঠতি। ৩ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র" ইত্যাদি। তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, হৃদয়-ছিদ্রই তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান, সেখানেই আত্মার প্রকাশ হয়। হৃদয়ছিদ্রটী সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, এই কারণে তদভিব্যক্ত আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলা হইয়াছে (১)। তিনি স্বভাবতই পূর্ণ, এই জন্য, অথবা হৃদয়-পুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ, অন্তরাত্মা—সকলের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত, সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট, এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত অর্থাৎ মানস চিন্তার বিষয়ীভূত এবং মনীষী—জ্ঞানের প্রভু। যাহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাহারা অমৃত হন অর্থাৎ মরণভয়রহিত মুক্ত হন ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষ যে, অন্তরাত্মা, একথা বলাই হইয়াছে, এখন পুনরায় তাহার সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্দেশ্য, সকল বস্তুর তন্মাত্রভাব বা তাহা হইতে অপৃথগ্ভাব প্রদর্শন। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে

(১) সকল মানুষেরই হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। অন্যান্য প্রাণীর সম্বন্ধেও এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই হৃদয়ে প্রকাশ পান, এইজন্য তাহাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে।

পুরুষ এবেদꣳ সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[বিবিধপ্রত্যয়গম্যং নিখিলমপীদং ন ততো ভিন্নমিত্যাহ—"পুরুষঃ" ইত্যাদি।] যৎ ভূতম্ (অতীতং), যৎ চ ভব্যং (ভবিষ্যৎ), যৎ [চ] অন্নেন (অদনীয়েন ভক্ষ্যবস্তুনা) অতিরোহতি (অধিকাং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি অর্থাৎ বর্ত্তমানং), ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব। [অথবা, পুরুষঃ এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি সম্বন্ধঃ] অমৃতত্বস্য (কৈবল্যস্য) উত (অপি) ঈশানঃ (প্রভুঃ)। [অপি-শব্দাৎ অন্যেষামপি ঈশান ইতি গম্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—[বিভিন্ন প্রতীতিগম্য সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'পুরুষঃ' ইত্যাদি।]

যাহা ভূত (অতীত), যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ বর্ত্তমান, এ সমস্ত পুরুষই—পরমাত্মস্বরূপই। (তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে); অথবা পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুস্বরূপ। সেই পুরুষ অমৃতত্বের (মুক্তিরও) প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নন্ সর্ব্বাত্মত্বে সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম স্যাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাদিত্যাহ—পুরুষ এবেদমিতি। পুরুষএবেদং সর্ব্বম্। যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। যদন্নেনাতিরোহতি, যদিদং দৃশ্যতে বর্ত্তমানং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং ভবিষ্যৎ। কিঞ্চ। উতামৃতত্বস্যেশানোঽমরণধর্ম্মত্বস্য কৈবল্যস্য ঈশানঃ। যচ্চান্নেনাতিরোহতি যদ্বর্ত্ততে, তস্য ঈশানঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

'অধ্যারোপ' ও **'অপবাদ'** ক্রমে নিষ্প্রপঞ্চকে প্রপঞ্চিত করা হইতেছে (১)। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। তাঁহার শির হাজার হাজার, এই জন্য তিনি সহস্রশীর্ষা, পূর্ণ বলিয়া পুরুষপদবাচ্য। পরবর্ত্তী শব্দগুলিরও এইভাবেই অর্থযোজনা করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ভুবন অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলি অর্থাৎ অনন্ত—অসীম স্থানে অবস্থিত। অথবা নাভিদেশের উপরিভাগে যে, দশাঙ্গুলি পরিমিত হৃদয়, তাহাতে অবস্থিত—বিশেষভাবে অভিব্যক্ত ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল কথা, ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাত্মকই হন, তাহা হইলে তদ্ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন ব্রহ্ম ত সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ সবিশেষ বা অনেকাত্মক হইতেছেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"পুরুষ এবেদং" ইত্যাদি।

এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু, সে সমস্ত পুরুষই অর্থাৎ কোন

---

(১) 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' ইহা বেদান্তের পরিভাষা। অসত্যে সত্যত্বারোপের নাম অধ্যারোপ। যেমন অসর্প রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপ। উক্ত অধ্যারোপ নিরাকরণপূর্ব্বক প্রকৃত সত্য প্রদর্শনের নাম অপবাদ। যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে সর্পভাব নিষেধ দ্বারা প্রকৃত সত্য রজ্জুত্ব জ্ঞাপন করা।

সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[পুনরপি তস্য সর্ব্বব্যাপিতাং সর্ব্বজ্ঞতাং চ দর্শয়ন্নাহ —সর্ব্বত ইতি]। তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য, তৎ তথা), সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বতঃ অক্ষি, শিরঃ, মুখং চ যস্য, তৎ তথা) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বতঃ সকর্ণং), লোকে (প্রাণিসমূহে, জগতি বা) সর্ব্বম্ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি (বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) ॥৩॥১৬॥

সরলার্থঃ ।—[ব্রহ্মণো হস্তপদাদিসম্ভাবশ্রবণাদস্মদাদিতুল্যতাশঙ্কা মা ভূদিত্যত আহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি]।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি, গুণা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়শ্চ, তৈঃ আভাসত-ইতি তথা) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং (বস্তুতস্তু সর্ব্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জ্জিতং রহিতং), সর্ব্বস্য (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তস্য) প্রভুং (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থং) ঈশানং (শাসকং), সর্ব্বস্য বৃহৎ (মহৎ) শরণম্ (আশ্রয়শ্চ) ॥৩॥১৭॥

মূলানুবাদ ।—[পুনরায় তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি]।

তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র, চক্ষু, শির ও মুখ সর্ব্বত্র, কর্ণও সর্ব্বত্র এবং তিনি জগতে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া আছেন ॥৩॥১৬॥

মূলানুবাদ ।—[কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমেশ্বর যখন হস্তপদাদিযুক্ত, তখন তিনিও আমাদেরই মত, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি]।

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পুনরপি নির্ব্বিশেষং প্রতিপাদয়িতুং দর্শয়তি—সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চেতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি চ মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ শ্রবণমস্যেতি শ্রুতিমৎ। লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি। ১৬

বস্তুই পুরুষ হইতে অতিরিক্ত নহে। আর তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ কৈবল্যের ঈশ্বর প্রভু এবং যাহা অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, তাহারও প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পুনশ্চ নির্ব্বিশেষভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি।

সকলের হস্তপদই তাঁহার হস্ত ও পদ, এইজন্য তিনি 'সর্ব্বতঃপাণিপাদ', সমস্ত চক্ষু, শির ও মুখই তাঁহার চক্ষু শির ও মুখ, এইজন্য তিনি 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ'; সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিই (শ্রবণেন্দ্রিয়ই) তাঁহার শ্রুতি, এইজন্য তিনি

নবদ্বারে পুরে দেহী হꣳসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ।—অপিচ, স্থাবরস্য (স্থিতিশীলস্য বৃক্ষাদেঃ) চরস্য (জঙ্গমস্য মনুষ্যাদেঃ) সর্ব্বস্য লোকস্য বশী (প্রভুঃ), হংসঃ (হন্তি অবিদ্যা-তৎকার্য্যাণি ইতি হংসঃ পরমাত্মা)।

নবদ্বারে (নবসংখ্যকানি দ্বারাণি ছিদ্রাণি—চক্ষুর্দ্বয়-শ্রোত্রদ্বয় নাসিকাদ্বয়-মুখ-পায়ূপস্থরূপাণি যত্র, তস্মিন্) পুরে (দেহে) দেহী (দেহাভিমানী জীবঃ সন্) বহিঃ (বাহ্যবিষয়ভোগার্থং) লেলায়তে (স্পন্দতে ব্যাপারবান্ ভবতীত্যর্থঃ) ॥৩॥১৮॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি (জ্ঞানাদি) তাঁহাতে প্রকাশমান থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত-ইন্দ্রিয় ও তৎক্রিয়াবর্জ্জিত, সকলের প্রভু ও শাসক এবং সকলের পরম আশ্রয় ॥৩॥১৭॥

মূলানুবাদ।—অপিচ, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত লোকের প্রভু হংস (অবিদ্যা ও তৎকার্য্যসমূহ বিনাশ করেন বলিয়া পরমাত্মা হংসপদবাচ্য) দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, এবং মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এই নয়টি দ্বারযুক্ত এই দেহরূপ পুরে দেহাভিমানী জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া বহির্জগতে কার্য্য করিয়া থাকেন (কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার কোন ক্রিয়া নাই) ॥৩॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।— — উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্ জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থমুত্তরতো মন্ত্রঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি—ইন্দ্রিয়াণি অন্তঃকরণপর্য্যন্তানি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অন্তঃকরণ-বহিঃকরণোপাধিভূতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়-সঙ্কল্পশ্রবণাদিভির্গুণবদাভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব"ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণাত্তদ্ব্যাপৃতমিবেতি গৃহ্যতে? ইত্যাহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন চ করণ-ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুমীশানম্। সর্ব্বস্য শরণং পরায়ণং বৃহৎ কারণঞ্চ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, নবদ্বারেতি। নবদ্বারে শিরসি সপ্তদ্বারাণি দ্বে অবাচী, পুরে দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা হন্ত্যবিদ্যাত্মকং কার্য্যমিতি, লেলায়তে চলতি বহির্ব্বিষয়গ্রহণায়। বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ'; এবং তিনি লোকে অর্থাৎ প্রাণিদেহে সমস্ত অংশ আবরণ করিয়া ব্যাপিয়া অবস্থান করেন ॥৩॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, হস্ত, পদ ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধি তাঁহাতে আরোপিত থাকায়, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম বোধ হয় ঐ সকল উপাধিদ্বারা বিশেষিত (সবিশেষ)। সেরূপ আশঙ্কা না হউক, এইজন্য পরবর্ত্তী "সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি মন্ত্র প্রকটিত হইতেছে।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

সরলার্থঃ।—[ইদানীং নিরাকারস্য ব্রহ্মণো নিত্যজ্ঞানস্বরূপতাং দর্শয়িতুমাহ—অপাণিপাদ ইত্যাদি।]

সঃ (পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ জবনঃ গ্রহীতা (হস্তরহিতোঽপি গ্রহীতা সর্ব্বং ধৃত্বা রক্ষতি, পাদরহিতোঽপি জবনঃ গতিশীলঃ সর্ব্বগত ইত্যর্থঃ)। অচক্ষুঃ (চক্ষুরহিতোঽপি) পশ্যতি (দর্শনকার্য্যং করোতি), অকর্ণঃ (কর্ণরহিতোঽপি) শৃণোতি (সর্ব্বং শব্দং গৃহ্ণাতি, ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞানস্বভাব ইতি ভাবঃ)। সঃ

মূলানুবাদ।—[এখন পরমেশ্বরের নিত্যজ্ঞানস্বরূপতা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—"অপাণিপাদঃ" ইত্যাদি।]

তিনি হস্তরহিত অথচ গ্রহীতা—সব ধরিয়া আছেন; পাদরহিত অথচ গমনকারী—সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, চক্ষুর্বর্জ্জিত অথচ সমস্ত দর্শন করিতেছেন, কর্ণরহিত

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্, অথেদানীং নির্বিকারানন্দস্বরূপেণানুদিতানস্তমিতং জ্ঞানাত্মনাবস্থিতং পরমাত্মানং দর্শয়িতুমাহ—অপাণিপাদ ইতি। নাস্য পাণিপাদাবিত্যপাণিপাদঃ। জবনো দূরগামী। গ্রহীতা পাণ্যভাবেঽপি সর্ব্বগ্রাহী। পশ্যতি সর্ব্বমচক্ষুরপি সন্, শৃণোত্য-

এখানে 'সর্ব্বেন্দ্রিয়' শব্দে অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধিপ্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়, এ সমস্ত তাহার উপাধিমাত্র; ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধ্যবসায়, সংকল্প ও শ্রবণ প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি গুণযুক্তের ন্যায় প্রতিভাত হন মাত্র, এইজন্য তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, বুঝিতে হইবে যে, । তিনি কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট না হইলেও] মনে হয়, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারসংযুক্ত। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যেন ধ্যানই করেন, যেন চেষ্টাই করেন" ইত্যাদি। কি কারণে তাঁহাকে ব্যাপৃতের ন্যায় বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, তিনি শ্রোত্রাদি করণব্যাপারে ব্যাপৃত নহেন, আর তিনি সমস্ত জগতের প্রভু—ঈশ্বর এবং সকলের একমাত্র শরণ ও পরম কারণ॥ ৩॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, নবদ্বারে ইত্যাদি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের প্রভু হংস—অবিদ্যাত্মক কার্য্যরাশি হিংসা (ধ্বংস) করেন, এইজন্য হংসপদবাচ্য পরমাত্মা। নবদ্বারে—মস্তকে সপ্তদ্বার, আর নিম্নে দুইটি দ্বার, এই নবদ্বারযুক্ত পুরে (দেহে) দেহী অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা (জীবাত্মা) হইয়া বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন করে॥ ৩॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ পর্য্যন্ত এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে উদয়াস্তময়রহিত নির্ব্বিকার জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—অপাণিপাদ ইত্যাদি।

ইহার হস্ত ও পদ নাই, এইজন্য ইনি অপাণিপাদ, জবন অর্থ—দূরগামী,

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাঽস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(পরমাত্মা) বেদ্যং (বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বং) বেত্তি (সামান্যবিশেষভাবেন জানাতি), তস্য [তু] বেত্তা (জ্ঞাতা) ন চ অস্তি (নৈবাস্তীত্যর্থঃ), তম্ (এবংলক্ষণং) পুরুষং অগ্র্যম্ (অগ্রেভবং নিত্যং) মহান্তং (সর্ব্বব্যাপিনং চ) আহুঃ (কথয়ন্তি) [ঋষয় ইতি শেষঃ] ॥৩॥১৯॥

সরলার্থঃ ।—কিংচ। অস্য জন্তোঃ (প্রাণিজাতস্য) গুহায়াং (বুদ্ধৌ) নিহিতঃ (নিধিবৎ গূঢ়ং স্থিতঃ) আত্মা অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ পরমাণোঃ অপি) অণীয়ান্ (অতিশয়েন সূক্ষ্মঃ), তথা মহতঃ (আকাশাদেঃ অপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্)। [যঃ] ধাতুঃ (পরমেশ্বরস্য) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহাৎ), [অথবা 'ধাতু-প্রসাদাৎ' ইত্যেকং পদং, ততশ্চ] ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতুনাং ইন্দ্রিয়াদীনাং প্রসাদাৎ বিষয়দোষদর্শনবলাৎ মলাদ্যপনয়নাৎ) তম্ (আত্মানং) অক্রতুং (ভোগসংকল্প-বর্জ্জিতং) মহিমানং (মহত্তমং) ঈশং (ব্রহ্মাভিন্নং) পশ্যতি (অনুভবতি), [সঃ] বীতশোকঃ (সর্ব্বদুঃখাতীতঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥৩॥২০॥

অথচ সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত বিজ্ঞেয় বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। [ঋষিগণ] তাঁহাকে মহান্ আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৩॥১৯॥

মূলানুবাদ ।—প্রাণিগণের বুদ্ধি-গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত আত্মা অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্। পরমেশ্বরের

কর্ণোঽপি। স বেত্তি বেদ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ অমনস্কোঽপি। ন চ তস্যাস্তি বেত্তা "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা"ইতি শ্রুতেঃ। তমাহুরগ্র্যং প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ, পুরুষং পূর্ণং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কিঞ্চ, অণোরণীয়ানিতি। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়ান্

গ্রহীতা অর্থ—হস্তের অভাবেও সকলকে ধরিয়া আছেন, চক্ষুহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন, এবং কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি মনোরহিত হইয়াও সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন যাহা কিছু বিজ্ঞেয়, সমস্ত জানেন; কিন্তু তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই।' পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অগ্র্য অর্থাৎ সকলের কারণ বলিয়া প্রথম বা আদি মহান্ পুরুষ—পরিপূর্ণরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।

সম্বন্ধার্থঃ।—[উক্তার্থদার্ঢ্যায় বিদ্বদনুভবং দর্শয়তি "বেদাহম্" ইতি]। অহং (মন্ত্রদর্শী ঋষিঃ) অজরং (জরারহিতং) পুরাণং (শাশ্বতং) সর্ব্বাত্মানং (সর্ব্বেষামাত্মস্বরূপং) বিভুত্বাৎ (ব্যাপকত্বাৎ) সর্ব্বগতং চ এতম্ (আত্মানং)

অনুগ্রহে অথবা ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে (আত্মাকে] সর্ব্বসংকল্পবর্জ্জিত মহান্ ঈশরূপে (পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে) দর্শন করেন, এবং দ্রষ্টা বীতশোক অর্থাৎ সর্ব্ব দুঃখের অতীত হন॥৩॥২০॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত কথার দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত এখন মন্ত্রদর্শী ঋষির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন "বেদাহং" ইত্যাদি]।

জরাবর্জ্জিত পুরাণ (চিরকাল একরূপে স্থিত) এবং ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্ব্বত্রাবস্থিত এই আত্মাকে আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ (ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ) সর্ব্বদা যাহার

অণুতরঃ। মহতো মহত্ত্বপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ। স চাত্মাস্য জন্তোর্ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য, গুহায়াং হৃদয়ে নিহিত আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ। তমাত্মানম্ অক্রতুং বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতমাত্মনো মহিমানং কর্ম্মনিমিত্তবৃদ্ধিক্ষয়রহিতমীশং পশ্যতি—অয়মহমস্মীতি সাক্ষাজ্জানাতি যঃ, স বীতশোকো ভবতি। কেন তর্হ্যসৌ পশ্যতি। ধাতুরীশ্বরস্য প্রসাদাৎ। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে তদ্‌যাথাত্ম্যজ্ঞানমুৎপদ্যতে, অথবেন্দ্রিয়াণি ধাতবঃ শরীরস্য শরীরস্য ধারণাৎ, তেষাং প্রসাদাদ্বিষয়দোষদর্শনমলাদ্যপনয়নাৎ। অন্যথা দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ॥ ৩॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তমর্থং দ্রঢ়য়িতুং মন্ত্রদৃগনুভবং দর্শয়তি—বেদাহমেতমিতি। বেদ জানে, অহম্ এতমজরং, বিপরিণামধর্ম্মবর্জ্জিতং, পুরাণং পুরাতনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আরো আছে, "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদি। তিনি অণু—সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্—অতিশয় সূক্ষ্ম, মহৎ—মহৎপরিমাণযুক্ত আকাশাদি অপেক্ষাও মহীয়ান্—অতিশয় মহৎ। তিনি এই জন্তুর (প্রাণীর) আত্মা ; তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত (তৃণপর্য্যন্ত) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়-গুহায় নিহিত আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। সেই আত্মাকে যিনি অক্রতু—বিষয়ভোগসঙ্কল্পশূন্য কর্ম্মজনিত হ্রাসবৃদ্ধিরহিত মহিমময় ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ আমি এতৎস্বরূপ এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন, তিনি বীতশোক (শোকমুক্ত) হন। তিনি কাহার সাহায্যে দর্শন করেন ? [তদুত্তরে বলিতেছেন,] বিধাতার ঈশ্বরের প্রসাদে (অনুগ্রহে)। কারণ, ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

অথবা, ধাতু অর্থ—ইন্দ্রিয়সমূহ, কারণ, ইন্দ্রিয়গণই শরীরের বিধারক, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের যে, বিষয়দোষ-দর্শনের ফলে প্রসাদ—নির্ম্মলতা, তাহার সাহায্যে। নচেৎ কামনাপরায়ণ সাধারণ পুরুষের পক্ষে আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়, (সহজে বোধগম্য হয় না)॥ ৩॥ ২০॥

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ৩ ॥২১ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বেদ (বিশেষেণ জানামি), ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবিদঃ) যস্য (আত্মনঃ) জন্মনিরোধং (জন্মনঃ অভাবং) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি), নিত্যং [মহিমানং চ] প্রবদন্তি। অথবা যস্য জন্ম উৎপত্তিং, নিরোধং (ধ্বংসং মরণং চ) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি) [মূঢ়া ইতি শেষঃ], ব্রহ্মবাদিনঃ [পুনঃ] নিত্যং (ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ, নিত্যত্বং) প্রবদন্তি (প্রকর্ষেণ কথয়ন্তীত্যর্থঃ) ॥৩॥২১॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥১॥

জন্মাভাব বলিয়া থাকেন। অথবা, মূঢ়জনেরা যাহার জন্ম ও বিনাশ বর্ণনা করে, [কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণ] যাহার নিত্যতা ঘোষণা করেন, [আমি সেই আত্মাকে অনুভব করিতেছি] ॥৩॥২১॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বেষামাত্মভূতম্, সর্ব্বগতং বিভুত্বাদ্ আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ। যস্য চ জন্মনিরোধং উৎপত্ত্যভাবং প্রবদন্তি ব্রহ্মবাদিনো হি নিত্যম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩॥২১॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য, এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন "বেদাহং" ইত্যাদি।

এই যে, অজর—সর্ব্বপ্রকার পরিণামরহিত, পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন বা চিরন্তন, সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মস্বরূপ, এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্ব্বগত (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) পুরুষ, তাহাকে আমি জানি অর্থাৎ তাহাকে আমি আত্মস্বরূপে অনুভব করিতেছি। যে পুরুষের জন্মনিরোধ অর্থাৎ উৎপত্তির অভাব ব্রহ্মবাদীরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, [আমি সেই পুরুষকে জানি] ॥৩॥২১॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ,
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[উক্তমেবার্থং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ পুনরপি প্রকারান্তরেণ নির্দ্দিশতি "য একঃ" ইত্যাদি ।

যঃ (পরমেশ্বরঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) অবর্ণঃ (ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণভেদরহিতঃ, নির্বিশেষো বা) [অপি] নিহিতার্থঃ (তিরস্কৃতস্বপ্রয়োজনঃ নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ) আদৌ (সৃষ্টেঃ প্রাক্) শক্তিযোগাৎ (মায়াশক্তিমত্ত্বাৎ) অনেকান্ বর্ণান্ (ব্রাহ্মণ্যাদি-ভেদান্, রূপভেদান্ বা) বহুধা (বহুপ্রকারান্) দধাতি (বিদধাতি, করোতি)। অন্তে (প্রলয়কালে চ) বিশ্বং (জগৎ) [যস্মিন্] বি+এতি—ব্যেতি চ [বিলয়ং চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ], সঃ দেবঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ)। সঃ (দেবঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া (কল্যাণময্যা) বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (সংযোজয়তু শুভবুদ্ধিযুক্তান্ করোতু ইত্যর্থঃ) ॥ ৪॥১॥

মূলানুবাদ ।—সৃষ্টির প্রথমে যিনি নিজে এক ও অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিশূন্য হইয়াও নানাবিধ শক্তি দ্বারা স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে অনেকপ্রকার বর্ণ বিধান করেন এবং সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরই অন্তকালে (প্রলয় সময়ে) জগৎ বিধ্বস্ত করেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৪ ॥১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—গহনত্বাদস্যার্থস্য ভূয়ো ভূয়ো বক্তব্য ইতি চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। য এক ইতি। য একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা অবর্ণো জাত্যাদিরহিতো নির্বিশেষ ইত্যর্থঃ। বহুধা নানাশক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোঽগৃহীতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। দধাতি বিদধাতি আদৌ। বিচৈতি ব্যেতি চ অন্তে লয়কালে। চশব্দাৎ মধ্যেঽপি যস্মিন্ বিশ্বং, স দেবো দ্যোতনস্বভাবো বিজ্ঞানৈকরস ইত্যর্থঃ। স নোঽস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কথিত বিষয়টী অতীব দুর্বোধ, সুতরাং পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—"য এক" ইত্যাদি।

এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতিরহিত যে পরমাত্মা নিহিতার্থ হইয়া—কোন প্রয়োজনের বশবর্ত্তী না হইয়া অর্থাৎ স্বার্থনিরপেক্ষভাবে স্বীয় বিচিত্র মায়া শক্তিবলে সৃষ্টি-প্রারম্ভে নানাবিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বিভাগ) বিধান করেন। অন্তে—প্রলয়কালে সংহার করেন, এবং মধ্যেও (স্থিতিকালেও) জগৎ যাহাতে [স্থিতিলাভ করে], তিনি দেব—প্রকাশস্বভাব অর্থাৎ বিজ্ঞানই যাঁহার একমাত্র সার, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন ॥ ৪ ॥ ১ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥৪॥২॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—অথ তস্য সর্ব্বাত্মকত্বং মন্ত্রত্রয়েণ প্রদর্শ্যতে "তদেবাগ্নিঃ" ইত্যাদি।

তৎ (ব্রহ্ম) এব অগ্নিঃ, তৎ [এব] আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), তৎ [এব] বায়ুঃ, তৎ চন্দ্রমাঃ উ (অপি, চন্দ্রোঽপীত্যর্থঃ), তৎ এব শুক্রং (শুভ্রং জ্যোতিষ্মদিত্যর্থঃ), তৎ ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভঃ), তৎ আপঃ (জলানি), তৎ প্রজাপতিঃ (বিরাট্ পুরুষঃ) ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[হে ব্রহ্ম] ত্বং স্ত্রী [অসি], ত্বং পুমান্ (পুরুষঃ) অসি, ত্বং কুমারঃ (বালকঃ), ত্বং কুমারী উত (অপি, কুমারী অপি ভবসীত্যর্থঃ)। ত্বং জীর্ণঃ (বৃদ্ধঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (গচ্ছসি), ত্বং বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বরূপঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) ভবসি (সর্ব্বপ্রাণিরূপেণ জায়সে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর তিনটী মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"তদেব" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু এবং তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্ম, এবং তিনিই বিরাট্‌নামক প্রজাপতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাৎ স এব স্রষ্টা, তস্মিন্নেব লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সর্ব্বং, ন ততো বিভক্তমস্তীত্যাহ মন্ত্রত্রয়েণ—তদেবেতি। তদেবাত্মতত্ত্বমগ্নিঃ, তদাদিত্যঃ। এবশব্দঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে, তদেব শুক্রমিতি দর্শনাৎ। শেষমৃজু। তদেব শুক্রং শুদ্ধং অন্যদপি দীপ্তিমন্নক্ষত্রাদি, তদ্ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাত্মা, তদাপঃ, স প্রজাপতিঃ বিরাড়াত্মা ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহাতেই জগতের লয় হয়, সেইহেতু তিনিই সর্ব্বাত্মক, তাঁহা হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ কিছু নাই, ইহাই এখন তিনটী মন্ত্রে বলিতেছেন—"তদেব" ইত্যাদি।

সেই আত্মতত্ত্বই (আত্মাই) অগ্নি, তাঁহাই আদিত্য (সূর্য্য)। পরবর্ত্তী "তদ্ এব শুক্রম্" বাক্যে 'এব' শব্দ দৃষ্ট হওয়ায় সর্ব্বত্রই 'এব' শব্দের সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ সহজ (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)। তাহাই শুক্র—শুদ্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র প্রভৃতি আরও যাহা কিছু দীপ্তিমান্, [তাহাও তিনি]। তিনিই ব্রহ্ম

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪।

সরলার্থঃ।—[অপিচ, ত্বমেব] নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমর ইত্যর্থঃ), হরিতঃ (হরিদ্বর্ণঃ) লোহিতাক্ষঃ (লোহিতচক্ষুঃ শুকাদিপক্ষিরূপ ইত্যর্থঃ), তড়িদ্গর্ভঃ (বিদ্যুদ্‌যুক্তঃ মেঘ ইত্যর্থঃ), ঋতবঃ (গ্রীষ্মাদিরূপঃ), সমুদ্রাঃ [চ], [যস্মাদেবং, তস্মাৎ] অনাদিমৎ-(আদিরহিতং সর্ব্বকারণমিত্যর্থঃ) ত্বম্ [এব] বিভুত্বেন (ব্যাপকরূপেণ) বর্ত্তসে (তিষ্ঠসি), যতঃ (যস্মাৎ ত্বত্তঃ) বিশ্বা (বিশ্বানি) ভুবনানি জাতানি (উৎপন্নানীত্যর্থঃ)॥ ৪॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—[হে ব্রহ্ম,] তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন কর, এবং তুমিই নানারূপে জন্ম লাভ করিয়া থাক॥ ৪॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—অপিচ, তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, হরিদ্বর্ণ ও লোহিতচক্ষু শুকাদি পক্ষী, বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, এবং সপ্ত সমুদ্র। [যেহেতু তুমিই সর্ব্বময়, সেই হেতু] অনাদিমৎ (আদিরহিত সর্ব্বকারণ) তুমিই সর্ব্ব-ব্যাপী রূপে বর্ত্তমান আছ, তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্পষ্টো মন্ত্রার্থঃ॥ ৪॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নীলইতি। ত্বমেবেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ত্বমেব নীলঃ পতঙ্গো ভ্রমরঃ, পতনাদ্গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ। হরিতো লোহিতাক্ষঃ, শুকাদি-নিকৃষ্টাঃ প্রাণিনস্ত্বমেবেত্যর্থঃ। তড়িদ্গর্ভো মেঘঃ। ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। যস্মাৎ ত্বমেব সর্ব্বস্যাত্মভূতঃ, তস্মাদনাদিস্ত্বমেব—ত্বমেবাদ্যন্তশূন্যঃ। বিভুত্বেন ব্যাপকত্বেন, যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বানি॥ ৪॥ ৪॥

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাই জল, এবং প্রসিদ্ধ প্রজাপতিও তিনিই। [অভিপ্রায় এই যে, জগতে তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই]॥ ৪॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতির অর্থ স্পষ্ট, [সুতরাং ভাষ্যব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥ ৪॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"নীলঃ" ইত্যাদি। শ্রুতির "ত্বম্ এব" (তুমিই) কথাটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ। যেই বিভু (ব্যাপক) তোমা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তুমিই পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, ভ্রমর উড়িয়া পড়িয়া চলে বলিয়া পতঙ্গ-পদবাচ্য। তুমিই হরিদ্বর্ণ লোহিতলোচন শুক প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী। তুমিই তড়িদ্‌গর্ভ—মেঘ, এবং তুমিই ছয় ঋতু ও সপ্ত সমুদ্র * যেহেতু তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ, সেই হেতু তুমিই অনাদি অর্থাৎ আদি অন্ত বা উৎপত্তি বিনাশ-শূন্য॥ ৪॥ ৪॥

* লবণেক্ষুসুরাসর্পিঃদধিদুগ্ধজলান্তিকঃ সমুদ্রাঃ সপ্ত।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জগদুপাদানভূতাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং অজারূপ-কল্পনয়া দর্শয়তি—"অজাম্" ইত্যাদি।]

সরূপাঃ (স্বসমানরূপাঃ) বহ্বীঃ (অনেকাঃ) প্রজাঃ (জায়মনানি ভূতানি) সৃজমানাং (জনয়ন্তীং) লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং (লোহিতং তেজঃ, শুক্লা আপঃ, কৃষ্ণা পৃথিবী, তদাত্মিকাং তোজোঽবন্নলক্ষণামিত্যর্থঃ) একাম্ (একজাতীয়াং) অজাং (ছাগাকারেণ কল্পিতাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ) একঃ অজঃ (বদ্ধো জীবঃ) জুষমাণঃ (সেবমানঃ প্রকৃতিপরবশঃ সন্) অনুশেতে (অনুগচ্ছতি)। অন্যঃ অজঃ (মুক্তো জীবঃ) ভুক্তভোগাং (কৃতভোগাং) এনাং (প্রকৃতিং) জহাতি (পরিত্যজতি, প্রাকৃতভোগাদ্ বিরজ্যত ইত্যর্থঃ)॥

[যথা কশ্চিদজঃ যথোক্তরূপাং অজামনুসরতি, অন্যশ্চ তামুপভুজ্য ততো নিবর্ত্ততে, তথা কশ্চিৎ জীবঃ এনাং প্রকৃতিং সেবতে, কশ্চিচ্চ জাতবৈরাগ্যঃ সন্ এনাং পরিত্যজতীত্যাশয়ঃ]॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—জগৎপ্রকৃতিকে রূপকভাবে অজা কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—"অজাম্" ইত্যাদি।

আপনার অনুরূপ বহু প্রজার (সন্তানের) প্রসবকারিণী এবং লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণযুক্ত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা এক অজাকে অর্থাৎ অজাতুল্য প্রকৃতিকে একটি অজ (বদ্ধ জীব) প্রকৃতির সহিত অনুসরণ করে অর্থাৎ ভোগ করে, আবার অন্য অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব ভুক্তভোগা (যাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হইয়াছে, এমন) প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ পূর্ণ বৈরাগ্য লাভে মুক্ত হয়॥ ৪ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং ছান্দগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধামজারূপকল্পনয়া দর্শয়তি—অজামেকামিতি। অজাং প্রকৃতিং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামুৎপাদয়ন্তীং, ধ্যানযোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং বা, সরূপাঃ সমানাকারাঃ। অজো হ্যেকো বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্ম্মাবিনাশিতঃ স্বয়মাত্মানং মন্যমানো জুষমাণঃ সেবমানোঽনুশেতে ভজতে। অন্য আচার্য্যোপদেশপ্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারো জহাতি ত্যজতি॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন ছান্দোগ্যোপোনিষদে বর্ণিত তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা প্রকৃতিকে অজারূপে (ছাগীরূপে) কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—"অজামেকাম্" ইত্যাদি।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—সযুজা (সযুজৌ সদা সংযুক্তৌ) সখায়া (সখায়ৌ—সমানস্বভাবৌ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ—পক্ষিরূপেণ কল্পিতৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ) সমানম্ (একং) বৃক্ষং (বৃক্ষরূপেণ কল্পিতং দেহং) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গিতবন্তৌ)। তয়োঃ (জীব-পরমাত্মনোঃ) অন্যঃ (অন্যতরঃ—জীবঃ) স্বাদু (পক্বং ভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ) পিপ্পলং (কর্ম্মফলং সুখদুঃখরূপং) অত্তি (উপভুঙ্ক্তে), অন্যঃ (অন্তর্যামী) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ পশ্যতীত্যর্থঃ)॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বদা সংযুক্ত সখা (সমানস্বভাব) দুইটী পক্ষী একই বৃক্ষকে (দেহকে) আলিঙ্গন করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু অর্থাৎ ভোগযোগ্য প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে কেবল দর্শনমাত্র করে॥ ৪ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং সূত্রভূতৌ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যেতে—"দ্বা" ইতি। দ্বা দ্বৌ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ। সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ শোভনগমনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ, সযুজা সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ। সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ। এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদসামান্যাদ্বৃক্ষং শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষ্বক্তবন্তৌ সমাশ্রিতবন্তৌ এতৌ। তয়োরন্যোঽবিদ্যাকামবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধির্বিজ্ঞানাত্মা পিপ্পলং কর্ম্মফলং সুখদুঃখলক্ষণং স্বাদু অনেকবিচিত্রবেদনাস্বাদরূপমত্তি উপভুঙ্ক্তেঽবিবেকতঃ, অনশ্নন্নন্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ পরমেশ্বরোঽভিচাকশীতি সর্ব্বমপি পশ্যন্নাস্তে॥ ৪ ॥ ৬ ॥

লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা [তেজ লোহিতবর্ণ, জল শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।] যে অজা—জগৎকারণভূতা প্রকৃতি আপনার অনুরূপ বহু প্রজা (জড় বস্তু) উৎপাদন করে, সেই অজা প্রকৃতিকে অথবা ধ্যানযোগপ্রভাবে পরিদৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত দেবাত্মশক্তিকে এক অজ (জন্মরহিত) বিজ্ঞানাত্মা (জীব) অনাদিসঞ্চিত কামনা ও তন্মূলক কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত বিজ্ঞান হইয়া ঐ প্রকৃতিকেই স্বীয় আত্মস্বরূপ মনে করিয়া সেবা করত ভজনা করিয়া থাকে। আর অপর অজ জ্ঞান-প্রকাশে অবিদ্যান্ধকার বিধ্বস্ত করত [ঐ প্রকৃতিকে] পরিত্যাগ করে॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর পরমার্থ সত্যবস্তু নির্ণয়ার্থ সূত্ররূপে (সংক্ষিপ্তবাক্যে) দুইটী মন্ত্র উপদিষ্ট হইতেছে "দ্বা" ইত্যাদি। 'দ্বা' অর্থ দুইটী—বিজ্ঞানাত্মা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—কিংচ, পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (জীবান্তর্যামিসাধারণে) বৃক্ষে (বৃক্ষবৎ নশ্বরে দেহে) নিমগ্নঃ (অবিদ্যয়া তাদাত্ম্যমিবাপন্নঃ) অনীশয়া (অবিদ্যাজনিতদৈন্যেন) মুহ্যমানঃ (মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (দুঃখমাপ্নোতি)। [স এব] যদা (যস্মিন্ কালে) জুষ্টং (সেবয়া পরিতুষ্টং) অন্যং দেহাদ্যুপাধি-সম্বন্ধরহিতং) ঈশং (পরমেশ্বরং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] বীতশোকঃ সর্ব্বদুঃখরহিতঃ সন্) অস্য (ঈশস্য) মহিমানং (স্বয়ংপ্রকাশানন্দাত্মরূপং) ইতি (এতি—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—আরও এক কথা। পুরুষ (জীব) জীব ও অন্তর্য্যামীর তুল্যস্থান (সমান) দেহরূপবৃক্ষে নিমগ্ন অর্থাৎ অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাদি দ্বারা দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দীনভাবে মোহগ্রস্তরূপে দুঃখ ভোগ করে। [সেই পুরুষই] যখন উপাসনাদি সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দেহোপাধিযুক্ত হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করে, তখন সে এই পরমেশ্বরের মহিমা (স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বভাব) প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক অর্থাৎ শোকরহিত—মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে শরীরে পুরুষো ভোক্তা অবিদ্যাকামকর্ম্মফল-রাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সমুদ্রজলে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ অয়মেবাহং অমুষ্য পুত্ত্রোঽস্য নপ্তা কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখীত্যেবংপ্রত্যয়ো নান্যোঽস্ত্যস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ। অতোঽনীশয়া ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহম্, পুত্ত্রো মম নষ্টঃ, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন—ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে মুহ্যমানোঽনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া বিচিত্রতা-মাপদ্যমানঃ। স এব প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাপতন্ দুঃখমাপন্নঃ কদাচি-দনেকজন্মশুদ্ধধর্ম্মসঞ্চয়নিমিত্তং কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগ-মার্গোঽহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যসর্ব্বত্যাগসমাহিতাত্মা সন্ শমাদিসম্পন্নো জুষ্টং সেবিতমনেকযোগমার্গৈর্যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানোঽন্যং বৃক্ষো-পাধিলক্ষণাদ্বিলক্ষণমসংসারিণং অশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং সর্ব্বান্তরং পরমাত্মান-মীশং—অয়মহমস্মি আত্মা সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থঃ, নেতরোঽবিদ্যা-জনিতোপাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মেতি, বিভূতিং মহিমানমিতি জগদ্রূপ-মস্যৈব মহিমা পরমেশ্বরস্যেতি যদৈবং পশ্যতি, তদা বীতশোকো ভবতি সর্ব্বস্মাচ্ছোকসাগরাদ্বিমুচ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং অস্যৈব প্রত্যগাত্মনো মহিমানমিতি, তদা বীতশোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

(জীব) ও পরমাত্মা। 'সুপর্ণা' অর্থ উত্তম গমনশীল, অথবা পক্ষীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সুপর্ণ পদবাচ্য। সযুজা—সর্ব্বদা সংযুক্ত (কখনও যাহাদের ছাড়াছাড়ি নাই), 'সখায়া' অর্থ যাহাদের নাম ও অভিব্যক্তির কারণ তুল্য, এমন। উহারা উভয়ে এবম্ভূত হইয়া একই বৃক্ষে একই শরীরে সমাশ্রিত আছে। বৃক্ষের ন্যায় শরীরও উচ্ছেদশীল (ধ্বংসশীল), এই জন্য এখানে শরীরকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে। সেই দুইএর মধ্যে একটী—অবিদ্যা ও কামবাসনাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরোপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা (জীব) স্বাদু অবিবেকবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যানুভূতিরূপ স্বাদযুক্ত পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল—সুখদুঃখ উপভোগ করে, আর অন্যটী অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করত অবস্থান করে॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এইরূপ সিদ্ধান্ত অবধারিত হইলে পর, [বুঝিতে হইবে,] অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম, এবং কর্ম্মফল ও তদ্বিষয়ে অনুরাগরূপ গুরুভারে আক্রান্ত ভোক্তা (জীব) সমুদ্রে নিমগ্ন অলাবুর (লাউএর) মত বৃক্ষরূপে কল্পিত একই শরীরে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দেহতাদাত্ম্য বা দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া—এই দেহই আমি, আমি অমুকের পুত্র, অমুকের নপ্তা (নাতি), আমি কৃশ, আমি স্থূল, গুণবান্, নির্গুণ, সুখী দুঃখী এবং এতদতিরিক্ত আর আত্মা নাই, ইহাই জন্মে মরে এবং বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হয়—এবংবিধ প্রতীতিসম্পন্ন হয়। এই কারণে অনীশাবশতঃ—আমি কোন বিষয়েই সমর্থ নহে, আমার পুত্র নষ্ট ও ভার্য্যা মৃত্যুগ্রস্ত এবংবিধরূপে যে দীনভাব, তাহার নাম অনীশা (প্রভুত্বের অভাব), তদ্দ্বারা শোকান্বিত বা সন্তপ্ত হয়। বিবেক জ্ঞানের অভাবে অনেক প্রকার অনর্থ দ্বারা বিমোহিত ও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়া শোক সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে।

সেই জীবই প্রেত-পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদিযোনিতে পরিভ্রমণ করত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অনেক-জন্মসঞ্চিত শুদ্ধ ধর্ম্মবলে কখনও কোনও দয়ালু পুরুষের নিকট যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্যাগ বা অপরিগ্রহ, এই সমস্ত উপায়ে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রচিত্ত ও শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া তদ্গতচিত্ত) হয়, তখন ভিন্ন অর্থাৎ বৃক্ষরূপে কল্পিত দেহ-উপাধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, অসংসারী ক্ষুধা-পিপাসাদি সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট পঞ্চ-কোষেরও পরবর্ত্তী পরমেশ পরমাত্মাকে 'আমি এই পরমাত্মস্বরূপ' এই ভাবে দর্শন করে, এবং এই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত সর্ব্বত্র সমান, এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকৃত উপাধিসংযুক্ত মায়িক অন্য আত্মা নাই, আর তখন অনুভব করে যে, এই জগৎ 'এই পরমেশ্বরেরই মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। যখন এইরূপ দর্শন করে—অন্তরে অনুভব করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থতা লাভ করে। অথবা, যখন কর্ম্মফলভোক্তা দেহাতিরিক্ত এই জীবকে এই পরমাত্মারই মহিমারূপে দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়,—শোকোত্তীর্ণ হয়॥ ৪ ॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।

সরলার্থঃ।—[পুনরপি তন্মহিমানমাহ—"ঋচঃ" ইত্যাদিনা]। ঋচঃ (নিয়তপাদা মন্ত্রাঃ, বেদা ইত্যাশয়ঃ) অক্ষরে (অবিকারে) পরমে (নিরতিশয়ে) ব্যোমন্ (ব্যোম্নি) আকাশকল্পে (ব্রহ্মণীত্যর্থঃ) [তৎপ্রতিপাদকতয়া বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।] যস্মিন্ (ঋগধিষ্ঠানে ব্রহ্মণি) অধি বিশ্বে (বিশ্বাধিকাঃ সর্ব্বে) দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ (ভূতানি বা) নিষেদুঃ (নিষণ্ণাঃ অবস্থিতাঃ)। যঃ এতৎ (বিশ্বাধিষ্ঠানং পরমাত্মানং) ন বেদ (ন বিজানাতি), [সঃ] ঋচা (বেদোক্তেন কর্ম্মণা) কিং করিষ্যতি (ন কিংমপীতিভাবঃ)। যে (অধিকারিণঃ) ইৎ (ইত্থং) তৎ (তং পরমেশ্বরং) বিদুঃ (জানন্তি), তে ইমে (বেত্তারঃ) সমাসতে (সম্যক্ ব্যাপকত্বেন তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাত্মনা তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ) ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং তস্যৈবাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমাহ—"ছন্দাংসি" ইতি। ছন্দাংসি (বেদাঃ) যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ), ক্রতবঃ (সংকল্পাঃ—

মূলানুবাদ।—ঋক্ অর্থ ছন্দোবদ্ধ বেদবাক্য, কিন্তু এখানে "ঋচঃ" অর্থ বেদত্রয়। সেই বেদত্রয় এই অক্ষরে (অবিকারী) পরম ব্যোমে আকাশতুল্য ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদত্রয়ই এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদক। বিশ্বের উৎকৃষ্ট দেবগণ এই অক্ষর ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে লোক তাঁহাকে না জানে, ঋকের দ্বারা (বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা) সে কি করিবে? পরন্তু যাহারা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে জানে, তাহারা ব্যাপক ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তদ্বিদঃ কৃতার্থতাং দর্শয়তি—ঋচ ইতি। বেদত্রয়বেদ্যে অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্ন্যাকাশকল্পে যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ আশ্রিতাস্তিষ্ঠন্তি। যস্তং পরমাত্মানং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য ইৎ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে কৃতার্থাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন আত্মদর্শীদিগের কৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন—ঋচ ইত্যাদি। দেবগণ বেদত্রয়বেদ্য ও আকাশের ন্যায় নির্লেপ বিশ্বাধার বা বিশ্বের অতীত যে অক্ষরে (পরমাত্মায়) আশ্রিত আছেন, যে লোক সেই পরমাত্মাকে জানে না, সে বেদবিদ্যা দ্বারা (কেবল কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা) কি করিবে? পরন্তু যাহারা তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানে, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

উপাসনানি), ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদীনি), ভূতম্ (অতীতং), ভব্যং (ভবিষ্যৎ) [চকারাৎ বর্ত্তমানং চ], যচ্চ (যদপি অন্যৎ কিঞ্চিৎ পশুপ্রভৃতি) বেদাঃ বদন্তি (প্রতিপাদয়ন্তি), এতৎ (যথোক্তরূপম্) বিশ্বং (জগৎ এব) মায়ী (মায়াধীশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ) অস্মাৎ (অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ) সৃজতে (উৎপাদয়তি)। অন্যঃ (অবিবেকী জীবঃ) মায়য়া (মায়াধীনতয়া) তস্মিন্ (বিশ্বস্মিন্) সন্নিরুদ্ধঃ অবিদ্যাবশগো ভূত্বা ভ্রাম্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—ঋক্ প্রভৃতি চারিবেদ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, ক্রতুসকল অর্থাৎ নানাপ্রকার উপাসনা, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহা বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সেই মায়াবী ঈশ্বর সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অন্য অর্থাৎ মায়াপরবশ জীব সেই বিশ্বেতেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করে ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈবাক্ষরস্য মায়োপাধিকজগৎস্রষ্টৃত্বং তন্নিমিত্তত্বং ভেদেন দর্শয়তি—ছন্দাংসীতি। ছন্দাংসি ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসাখ্যা বেদাঃ, দেবযজ্ঞাদয়ো যূপসম্বন্ধরহিতবিহিতক্রিয়াশ্চ যজ্ঞাঃ, জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ক্রতবঃ। ব্রতানি চান্দ্রায়ণাদীনি। ভূতম্ অতীতং। ভব্যং ভবিষ্যৎ। যদিতি তয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তি বর্ত্তমানং সূচয়তি। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যজ্ঞাদিসাধ্যে কর্ম্মণি প্রপঞ্চে ভূতাদৌ চ বেদা এব মানমিত্যেতদ্বদন্তি। যচ্ছব্দঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। অস্মাৎ প্রকৃতাদক্ষরাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অবিকারিব্রহ্মণঃ কথং প্রপঞ্চোপাদানত্বমিত্যত আহ—মায়ীতি। কূটস্থস্যাপি স্বশক্তিবশাৎ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুপপন্নমিত্যেতৎ। বিশ্বং পূর্ব্বোক্তপ্রপঞ্চং সৃজতে উৎপাদয়তি। স্বমায়য়া কল্পিতে তস্মিন্ ভূতাদিপ্রপঞ্চে মায়য়ৈবান্য ইব সন্নিরুদ্ধঃ সম্বদ্ধঃ অবিদ্যাবশগো ভূত্বা সংসারসমুদ্রে ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥৪॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরমাত্মাই যে মায়ারূপ উপাধির সাহায্যে উপাদান ও নিমিত্তকারণরূপে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহাই এখন প্রদর্শন করিতেছেন—"ছন্দাংসি" ইতি। মূলের 'চ' শব্দটী সমুচ্চয়ার্থক অর্থাৎ 'এবং' অর্থে প্রযুক্ত। 'যৎ' পদটী অতীত ও ভব্যের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানের সূচক, এবং ছন্দঃ প্রভৃতি সকলের সহিত উহার সম্বন্ধ। 'ছন্দাংসি' অর্থ— ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, যজ্ঞ—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দেবযজ্ঞাদি এবং বেদবিহিত যে সকল ক্রিয়াতে যূপের ব্যবহার নাই, সেই সকল ক্রিয়া, ক্রতু— জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ, ব্রত—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, যাহা অতীত, যাহা ভব্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ (হইবে), যাহা বর্ত্তমান, এবং [বেদসমূহ আরও যাহা কিছু বলে,] এ সমুদয় এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ['বেদা বদন্তি' কথার

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—অতঃপরং জগৎপ্রকৃতের্মায়াত্বং, তদধিষ্ঠাতুশ্চ ব্রহ্মণো মায়িত্বং প্রদর্শয়তি—"মায়াং তু" ইতি ॥

প্রকৃতিং (প্রাগুক্তাং জগদুপাদানভূতাং) তু মায়াং (মায়াসংজ্ঞিতাং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), মহেশ্বরং (পরমেশ্বরং) তু (পুনঃ) মায়িনং (মায়ায়াঃ অধিপতিং) [বিদ্যাৎ]। যদ্বা, মায়াং তু প্রকৃতিং (জগদুপাদানভূতাং বিদ্যাৎ, মায়িনং (মায়াবিনং) তু মহেশ্বরং (সর্ব্বনিয়ামকং) [বিদ্যাদিতি সম্বন্ধঃ]। অস্য (মায়িনঃ) অবয়বভূতৈঃ (অবয়বত্বেন কল্পিতৈঃ বস্তুভিঃ) তু (এব) ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্ (পূর্ণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহাকে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকে অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টাকে মায়াবী বলিয়া জানিবে। ইহারই অবয়বভূত অর্থাৎ অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পূর্ব্বোক্তায়াঃ প্রকৃতের্মায়াত্বং তদধিষ্ঠাতৃসচ্চিদানন্দ-রূপব্রহ্মণস্তদুপাধিবশান্মায়িত্বঞ্চ। চিদ্রূপস্য মায়াবশাৎ কল্পিতাবয়বভূতৈঃ কার্য্য-করণসঙ্ঘাতৈঃ সর্ব্বং ভূরাদীদং পরিদৃশ্যমানং জগদ্ব্যাপ্তঞ্চেত্যাহ—মায়াস্থিতি। জগৎপ্রকৃতিত্বেনাধস্তাৎ সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতা প্রকৃতির্মায়ৈবেতি বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। তু শব্দোঽবধারণার্থঃ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতারমেব বিদ্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্য প্রকৃতস্য পরমেশ্বরস্য রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানেষু কল্পিতসর্পাদিস্থানীয়ৈর্মায়িকৈঃ স্বাবয়-বৈরধ্যাসদ্বারা ইদং ভূরাদি সর্ব্বং ব্যাপ্তমেব পূর্ণমিত্যেৎ। তুশব্দস্ত্ববধারণার্থঃ ॥৪॥১০॥

অভিপ্রায় এই যে,] পুরুষসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া, জগৎপ্রপঞ্চ ও ভূতাদির অস্তিত্ব বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ।

ভাল, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে জগতের উপাদান-কারণতা কিরূপে সম্ভবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'মায়ী' ইতি। ব্রহ্ম কূটস্থ (নির্ব্বিকার) হইলেও, স্বীয় মায়াশক্তিযোগে তাহার সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ জগদুপাদানত্ব সম্ভবপর হয় (১)। মায়ী (পরমেশ্বর) উক্ত (ছন্দঃ প্রভৃতি) প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বমায়াকল্পিত

(১) অভিপ্রায় এই যে, যাহা রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকারী বলে। বিকারশীল বস্তুই উপাদান কারণ হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা বিকারশীল বস্তু, তাহা ঘট শরা প্রভৃতির উপাদান কারণ হয়। ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিকার, তখন তাহার উপাদান কারণত্ব অসম্ভব হইতে পারে। এইজন্য বলিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাহার শক্তি—মায়া নির্ব্বিকার নহে। মায়াই তাহার শরীরস্থানীয়। সেই মায়াশক্তি জগৎ-প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর চৈতন্যরূপে তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ হন মাত্র।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্ ।

অন্বয়ার্থঃ ।—[অথেদানীং তস্যৈব সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বং দর্শয়তি—"যো যোনিং" ইত্যাদি।] যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) যোনিং যোনিং (প্রতিযোনি সর্ব্বমুৎপত্তিস্থানং) অধিতিষ্ঠতি (সত্তাপ্রদত্বেন অধিষ্ঠায় তিষ্ঠতীত্যর্থঃ), যস্মিন্ (অধিষ্ঠাতরি পরমেশ্বরে) ইদং (সর্ব্বং জগৎ) সম্‌এতি (সম্যক্ গচ্ছতি স্থিতি-

---

মূলানুবাদ ।—এক অদ্বিতীয় যে পরমেশ্বর প্রত্যেক যোনিতে—উৎপত্তি-স্থানে অধিষ্ঠান করেন। [অধিষ্ঠান অর্থ—সত্তাপ্রদান ও কার্য্যোন্মুখ করা।] এবং এই সমস্ত জগৎ [উৎপত্তিকালে] যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি লাভ করে,

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—মায়া-তৎকার্য্যাদিযোনেঃ কূটস্থস্য স্বশক্তিতোঽধিষ্ঠাতৃত্বং বিয়দাদিকার্য্যাণামুৎপত্তিহেতুত্বং, তেনৈব সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বোপলক্ষিতসচ্চিদানন্দবপুষা ব্রহ্মাস্মীত্যেকত্বজ্ঞানান্মুক্তিঞ্চ দর্শয়তি—যো যোনিমিতি। যো মায়াবিনি-র্মুক্তানন্দৈকঘনঃ পরমেশ্বরঃ, যোনিং যোনিমিতি বীপ্সয়া মূলপ্রকৃতি-র্মায়া অবান্তরপ্রকৃতয়শ্চ সূচিতাঃ। তাঃ প্রকৃতীঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেনাধি-ষ্ঠায় তিষ্ঠতি অন্তর্য্যামিরূপেণ "য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। একো-

সেই ভূতভৌতিক প্রপঞ্চাত্মক জগতে নিজেই অন্যের মত অর্থাৎ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীবরূপে সন্নিরুদ্ধ হন অর্থাৎ অবিদ্যাবশে সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্বে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই যে মায়া, আর সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক সৎ চিৎ আনন্দরূপী ব্রহ্মই যে, সেই প্রকৃতিসম্বন্ধ বশতঃ 'মায়ী'-পদবাচ্য এবং সেই চৈতন্যরূপী ব্রহ্মেরই যে, মায়াকল্পিত অবয়বরূপ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, ইহা প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন—"মায়াং তু" ইতি।

ইতঃপূর্ব্বে সর্ব্বত্র জগৎপ্রকৃতিরূপে অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণরূপে বর্ণিত যে প্রকৃতি, তাহাকে মায়া বলিয়া জানিবে। "মায়াং তু" এই 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ, [তাহাকে মায়া বলিয়াই জানিবে।] যিনি মহান্ অথচ ঈশ্বর (শাসন-শক্তিসম্পন্ন), তিনি মহেশ্বর, তাঁহাকে মায়ী বলিয়া অর্থাৎ মায়ার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক এবং আশ্রয়প্রদরূপে প্রেরক বলিয়াও জানিবে।

রজ্জু প্রভৃতি আশ্রয়ে যেরূপ সর্পাদি কল্পিত হয়, ঠিক সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরের মায়াকল্পিত অবয়ব দ্বারা অধ্যাসরূপে এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার কল্পিত অবয়বের অধ্যাসে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ। শ্রুতির 'তু' অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়), [অবয়ব দ্বারা ব্যাপ্তই বুঝিতে হইবে।] ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কূটস্থ ব্রহ্মই মায়া ও মায়াকার্য্য যত কিছু আছে, সে সমস্তের যোনি (উৎপত্তিস্থান)। তিনি স্ববশে থাকিয়া (মায়ার অধীন না হইয়া)

তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

কালে স্থিতিং লভতে), বি+এতি—ব্যেতি (প্রলয়কালে বিলয়ং চ গচ্ছতি)। তং বরদং (বরং সাধকাভীষ্টং দদাতীতি বরদং), ঈড্যং (স্তবনীয়ং) দেবং (প্রকাশরূপং) ঈশানং (সর্ব্বনিয়ন্তারং পরমেশ্বরং) নিচায্য (সাক্ষাৎকৃত্য) অত্যন্তং যথা স্যাৎ তথা, শান্তিম্ এতি (গচ্ছতি) ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

এবং [প্রলয় কালে] বিকার বা বিলয়প্রাপ্ত হয়, সাধক বরপ্রদ স্তবনীয় সেই ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্যন্তিক শান্তি লাভ করেন ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

হৃদ্বিতীয়ঃ। যস্মিন্মায়াত্মধিষ্ঠাতরীশ্বরে ইদং সর্ব্বং জগদুপসংহারকালে সমেতি সঙ্গচ্ছতে লয়ং প্রাপ্নোতি। পুনঃ সৃষ্টিকালে বিবিধমেতি আকাশাদিরূপেণ নানা ভবতি। তং প্রকৃতমধিষ্ঠাতারমীশানং নিয়ন্তারম্, বরদং মোক্ষপ্রদম্, দেবং দ্যোতনাত্মকম্, ঈড্যং বেদাদিস্তুত্যং, নিচায্য নিশ্চয়েন ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃত্য—সুষুপ্ত্যাদৌ প্রত্যক্ষীকৃতা যা সর্ব্বোপরমলক্ষণা সার্ব্বজনী শান্তিঃ, সেদমা দর্শিতা, তাং প্রসিদ্ধামিমাং শান্তিং সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তসুখৈকতানস্বরূপাং মুক্তিমিতি যাবৎ। গুরূপদিষ্টতত্ত্বমাদি-বাক্যজন্য-সুতত্ত্বজ্ঞানেনাবিদ্যা-তৎকার্য্যাদিবিশ্বমায়ানিবৃত্ত্যাত্যন্তং পুনরাবৃত্তিরহিতং যথা ভবতি, তথা এতি একরসো ভবতীত্যেতৎ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ আকাশাদি সমস্ত কার্য্য বস্তুর উৎপত্তির হেতু, আমি সেই সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃভাবে উপলক্ষিত (যুক্ত) (১) সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"যো যোনিং" ইত্যাদি।

মায়াতীত আনন্দঘন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে, যোনিতে যোনিতে অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপত্তিকারণে, এখানে "যোনিং যোনিং" এই বীপ্সা বা দ্বিরুক্তি থাকায়, মূল কারণ মায়া ও অবান্তর (মধ্যবর্ত্তী) কারণ আকাশাদিও সূচিত হইয়াছে। সেই সকল প্রকৃতিতে (উপাদান কারণে) সত্তাপ্রদরূপে অধিষ্ঠাতা হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে যে, 'যিনি আকাশে অবস্থান করত আকাশকে নিয়মিত করেন' ইত্যাদি। প্রলয় কালে এই সমস্ত জগৎ যেই মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরে সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সৃষ্টিকালে আবার বিবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকাশাদি নানা আকারে প্রকটিত হয়। ঈশান—সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা, বরদ মোক্ষপ্রদ, প্রকাশস্বভাব এবং বেদাদি শাস্ত্র যাহার স্তুতি করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া অর্থাৎ 'আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া—সুষুপ্তি

(১) উপলক্ষিত অর্থ—কাদাচিৎক সম্বন্ধযুক্ত বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, অধিষ্ঠাতৃভাব, তাহা সকল সময় থাকে না, অর্থাৎ কেবল সৃষ্টিকালে থাকে, প্রলয়কালে থাকে না।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১২ ॥
যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।

সরলার্থঃ।—[সর্ব্বকারণস্য তস্য সর্ব্বাধিপত্যং, বুদ্ধিশুদ্ধয়ে মুমুক্ষুভিঃ প্রার্থনীয়ত্বং চ প্রদর্শয়তি—"যো দেবানাম্" ইত্যাদি।] অয়ং চ মন্ত্রঃ পূর্ব্বং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকতয়া পঠিতঃ তত্রৈব কৃতব্যাখ্যানশ্চেতি বিজ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—পুনরপি মহাপ্রভাবত্বেন তস্যৈব প্রার্থনামাহ—"যো দেবা-নাম্" ইতি।] যঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবানাং (ব্রহ্মাদীনাং) অধিপঃ (অধিষ্ঠার

মূলানুবাদ।—এই মন্ত্রটী ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকরূপে উক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই ইহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক

শাঙ্করভাষ্যম্।—সূত্রাত্মানং প্রত্যবিরতমভিমুখতয়া বীক্ষন্তং পরমেশ্বরং প্রতি অখণ্ডিততত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধয়ে প্রার্থনামাহ—যো দেবানামিতি। পূর্ব্বমেবাস্য প্রতিপাদিতোঽর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্মপ্রমুখানাং দেবানাং স্বামিতামাকাশাদিলোকা-শ্রয়ত্বং প্রমাত্রাদীনাং নিয়ন্তৃত্বং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা সম্যগ্‌জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মুমুক্ষুভিঃ প্রার্থ্যমানত্বঞ্চ পরমেশ্বরস্যাহ—যো দেবানামধিপ ইতি। যঃ প্রকৃতঃ পরমেশ্বরো

সময়ে সর্ব্ববিষয়-নিবৃত্তিরূপ লোকপ্রত্যক্ষীভূত যে শান্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রসিদ্ধ শান্তি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখসম্পর্কশূন্য একমাত্র আনন্দ-প্রবাহাত্মক মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তখন গুরুর উপদেশলব্ধ "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য উত্তম তত্ত্বজ্ঞানের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়; এবং পুনরায় সংসারে যাহাতে আসিতে না হয়, সেইরূপে একরস (ব্রহ্মস্বভাব) হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি সূত্রাত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত সূক্ষ্মসৃষ্টি-উপহিত হিরণ্যগর্ভের কার্য্যে সহায়তা করেন, সেই পরমেশ্বরবিষয়ে অখণ্ডাকার তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছেন—"যো দেবানাং" ইতি। এই শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমেশ্বরই যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের আশ্রয়, এবং জ্ঞাতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্তা, আর মুমুক্ষুগণকর্তৃক চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থিত হন, ইহা বলিতেছেন—"যো দেবানাং" ইত্যাদি।

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

পাত্তা), লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) যস্মিন্ (পরমকারণে) অধিশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ), যঃ অস্য দ্বিপদঃ (মনুষ্যাদেঃ) চতুষ্পদঃ (পশ্বাদেঃ) ঈশে (ঈষ্টে—শাস্তি), [তস্মৈ] কস্মৈ (কায়—অখণ্ডানন্দরূপায় ব্রহ্মণে) হবিষা (চরুপুরোডাশাদিনা) বিধেম (পরিচরেম ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

সন্বলার্থঃ ।—পুনরপি স্তৌতি—"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্" ইতি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং (অণোরপ্যণীয়াংসং) কলিলস্য (জগদারম্ভকানামপাং বুদ্বুদস্য পূর্ব্বাবস্থা কলিলং, তস্য) মধ্যে (অভ্যন্তরে) বিশ্বস্য (জগতঃ) স্রষ্টারম্ অনেকরূপং (কার্য্যকারণাদি-ভেদেনাবভাসমানং), তথা বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং

যাঁহাতে আশ্রিত, এবং যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্ত্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে হবি দ্বারা আরাধনা করি ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম (দুর্ব্বিজ্ঞেয়), সৃষ্টিকালীন জলের যে, বুদ্বুদাবস্থা, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কলিলাবস্থার মধ্যে থাকিয়া বিশ্বের

দেবানাং ব্রহ্মাদীনামধিপঃ স্বামী। যস্মিন্ পরমেশ্বরে সর্ব্বকারণে ভূরাদয়ো লোকা অধিশ্রিতাঃ অধি উপরি শ্রিতা অধ্যস্তা ইতি যাবৎ। যঃ প্রকৃতঃ পরমেশ্বরঃ অস্য দ্বিপদো মনুষ্যাদেশ্চতুষ্পদঃ পশ্বাদেশ্চেশে ঈষ্টে। তকারলোপশ্ছান্দসঃ। কস্মৈ কায়ানন্দরূপায়। স্মৈভাবোঽপি ছান্দসঃ। দেবায় দ্যোতনাত্মনে তস্মৈ হবিষা চরুপুরোডাশাদিদ্রব্যেণ বিধেম পরিচরেম। বিধেঃ পরিচরণকর্ম্মণ এত-দ্রূপম্ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পরস্যাতিসূক্ষ্মত্বং জগচ্চক্রে সাক্ষিত্বেনাবস্থিতত্বং নিখিলজগৎস্রষ্টৃত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং তত্তাদাত্ম্যজনানাং মুক্তিশ্চেত্যেতদ্বহুশোঽধস্তাৎ প্রতিপাদিতং যদ্যপি, তথাপি বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থং পুনরপ্যাহ—সূক্ষ্মেতি।

প্রস্তাবিত যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি—প্রভু, সর্ব্বকারণরূপী যে পরমেশ্বরে পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক (ভোগস্থান) সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত অর্থাৎ আরোপিত রহিয়াছে, এবং যে পরমেশ্বর এই দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ পশু প্রভৃতি প্রাণীর শাসনকর্ত্তা, "ঈশে" এখানে 'ত' অক্ষরটী বেদে লুপ্ত হইয়াছে, 'ঈষ্টে' এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'ক' অর্থ আনন্দ, (কায়স্থানে কস্মৈ বৈদিক প্রয়োগ), দেব অর্থ প্রকাশস্বভাব, সেই পরমানন্দরূপ প্রকাশাত্মক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে—চরুপুরোডাশপ্রভৃতি হবির্দ্রব্য দ্বারা পরিচর্য্যা (সেবা) করিব। এখানে বি+ধা ধাতুর অর্থ পরিচরণ—পরিচর্য্যা ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যদিও ইতঃপূর্ব্বে পরমেশ্বরের অতিসূক্ষ্মত্ব, জগৎ-সাক্ষিরূপে অবস্থান, সর্ব্বজগৎস্রষ্টৃত্ব ও সর্ব্বাত্মভাব, এবং যাঁহারা তাহাকে অভিন্ন-

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪ ॥ ১৪
স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।

(ব্যবস্থাপকং) শিবং (মঙ্গলরূপং পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) অত্যন্তং যথাস্যাৎ, তথা শান্তিং এতি (মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)। [অয়মপি মন্ত্রঃ তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাখ্যাতঃ] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ।—[তদেকনিষ্ঠানাং মুক্তিফলং দুঃখনিবৃত্তিং চ দর্শয়তি—"স এব" ইতি]।

বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বপতিঃ) সঃ (প্রকৃতঃ) পরমেশ্বরঃ এব (নিশ্চয়ে) কালে (স্থিতিকালে) সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (অন্তর্য্যামিতয়া অন্তরবস্থিতঃ সন্) ভুবনস্য গোপ্তা (রক্ষিতা), যদ্বা, কালে (কল্পারম্ভসময়ে) [প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারেণ] ভুবনস্য

সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্তরূপে প্রকাশমান, এবং জগতের অদ্বিতীয় ভোগবিধাতা শিবকে অর্থাৎ আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্যন্তিক শান্তি লাভ করে ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বের অধিপতি সেই পরমেশ্বরই উপযুক্ত সময়ে (স্থিতিকালে) সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জগৎ রক্ষা করেন এবং দেবগণ ও

পৃথিব্যাদ্যব্যাকৃতান্তমুত্তরোত্তরং সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরত্বমপেক্ষ্যেশ্বরস্য তদপেক্ষয়া সূক্ষ্মতমত্বমাহ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমিতি। কলিলস্যাবিদ্যা-তৎকার্য্যাত্মকদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে। শেষং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পরস্য সাক্ষিরূপেণাবস্থিতস্য সনকাদিভির্ব্রহ্মাদি-দেবৈশ্চাধিকারিপুরুষৈরপ্যাত্মতয়া প্রাপ্যত্বং সাধনচতুষ্টয়াদিযুতাস্মদাদীনাং মোক্ষ-সিদ্ধিঞ্চাহ—স এবেতি। স এব প্রকৃতঃ কালে অতীতকল্পেষু জীবসঞ্চিতকর্ম্ম-পরিপাকসময়ে ভুবনস্য গোপ্তা তত্তৎকর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিতা। বিশ্বাধিপঃ বিশ্বস্বামী। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াঽবস্থিতঃ।

রূপে উপলব্ধি করেন, তাহাদের মুক্তি বা সংসার-বন্ধ-ক্ষয় হয়, এ সকল বিষয় বহুবার বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিষয়কে সহজে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত আবারও বলিতেছেন—"সূক্ষ্ম" ইত্যাদি।

স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত বা সূক্ষ্মভূত—জড়বর্গপর্য্যন্ত যে সকল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতররূপে অবস্থিত, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতমভাব বলিতেছেন—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি। অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রসূত সমস্তই দুর্গম বা গহন অর্থাৎ সহজ বুদ্ধির অগম্য, এই জন্য ঐ সকলকে কলিল বলা হইয়াছে। সেই কলিলের মধ্যে [স্থিত]। অপর অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত, [এই জন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমেশ্বরই যে, সর্ব্বসাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, সনকাদি ঋষি-বৃন্দ ও বিভিন্ন কর্ম্মাধিকারপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও যে, তাঁহাকে অভিন্নরূপে প্রাপ্ত

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

গোপ্তা (রক্ষকঃ—ব্যবস্থাপক ইত্যর্থঃ)। দেবাঃ ব্রহ্মর্ষয়ঃ চ যস্মিন্ (পরমেশ্বরে) যুক্তাঃ (সমাহিতাঃ ভবন্তি)। [অন্যোঽপি] তম্ এবং (যথোক্তরূপং) জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি (মৃত্যুপাশাৎ মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহাতে সমাহিত থাকেন। যে লোক তাঁহাকে এই ভাবে জানে, সে লোক মৃত্যুপাশ ছেদন করে॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্ চিদ্ঘনানন্দবপুষি পরে যুক্তা ঐক্যং প্রাপ্তাঃ। তে কে? ব্রহ্মর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ, দেবতাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ। তমেবেশ্বরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃত্য মৃত্যুপাশান্, মৃত্যুরবিদ্যা তমঃ রূপাদয়শ্চ পাশাঃ—পাশ্যন্ত ইতি পাশাস্তান্। মৃত্যুর্বৈ তমঃ ইতি শ্রুতেঃ। তৎকার্য্যকামকর্ম্ম ছিনত্তি নাশয়তি ঐক্যরূপ-স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতীত্যর্থঃ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

হন, এবং আমরাও যে, চতুর্ব্বিধ সাধন সম্পন্ন (১) হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারি, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"স এব" ইত্যাদি।

পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই কালে—অতীত কল্পসমূহে জীবগণের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মসমূহের যখন ফলপ্রদান-সময় উপস্থিত হয়, তখন, পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই ভুবনের (জগতের) গোপ্তা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অনুকূলভাবে রক্ষক (হন)। [তিনিই] বিশ্বের অধিপতি—স্বামী (প্রভু), এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে গূঢ় অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান। যাঁহারা সেই চিদানন্দমূর্ত্তি পরমেশ্বরে যুক্ত—অর্থাৎ একত্ব বা অভেদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কাহারা? না, সনকপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ। সেই ঈশ্বরকেই অবগত হইয়া অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত মৃত্যুপাশ ছেদন করেন—বিনাশ করেন, ঐক্যবোধরূপ স্বপ্রকাশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকেন। এখানে 'মৃত্যু' অর্থ—অবিদ্যা বা অজ্ঞানান্ধকার, এবং রূপরসাদি বিষয়, উহারা বন্ধন ঘটায় বলিয়া 'পাশ' পদ-বাচ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমই মৃত্যু" ইতি। এখানে অবিদ্যাজনিত কাম কর্ম্মও মৃত্যুপদে বুঝিতে হইবে॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

(১) চতুর্ব্বিধ সাধন এইরূপ—১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, অর্থাৎ কোনটী নিত্য, আর কোনটী অনিত্য, ইহা পৃথক্ করিয়া জানা। ২। ঐহিক ও পার-লৌকিক ভোগে বৈরাগ্য। ৩। শম দমাদি ছয়টী গুণ থাকা। ৪। মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই চারিটী ধর্ম্ম মুক্তিলাভের প্রধান সহায় বলিয়া 'সাধন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

সন্বয়ার্থঃ।—[পুনরপি সদ্বিজ্ঞানফলমাহ—"ঘৃতাৎ পরম্"ইতি]। ঘৃতাৎপরং (ঘৃতোপরি বিদ্যমানং) মণ্ডং (সারভাগং) ইব অতিসূক্ষ্মং (দুর্লক্ষ্যং) বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং (কর্ম্মফলপ্রদাতারং) সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং দেবং শিবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যাবাসনাদিভিঃ) মুচ্যতে (মুক্তো-ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—ঘৃতের উপরিভাগে যে সরের মত সারভাগ থাকে, তাহার ন্যায় অতিসূক্ষ্ম, বিশ্বের কর্ম্মফলব্যবস্থাপক ও সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে প্রকাশমান দেবকে (পরমেশ্বরকে) জানিয়া জীব সর্ব্বপ্রকার বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পরস্যাত্যন্তাতিসূক্ষ্মতমত্বমানন্দাতিশয়বত্ত্বং নির্দ্দোষ-বত্ত্বং জীবেষ্বতিসূক্ষ্মতয়া স্বরূপেণাবস্থিতত্বং সর্ব্বস্যাপি সত্তাদিপ্রদতয়া ব্যাপিত্বং তদেকত্বজ্ঞানাৎ পাশহানিঞ্চ দর্শয়তি—ঘৃতাদিতি। ঘৃতোপরি বিদ্যমানং মণ্ডং সারত্তত্বতামতিপ্রীতিবিষয়ো যথা, তথা মুমুক্ষূণামতিসাররূপানন্দপ্রদত্বেন নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদ্বৎ ঘৃতসারবদানন্দরূপেণাত্যন্তসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবমিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতম্। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জন্তুষু কর্ম্ম-ফলভোগসাক্ষিত্বেন প্রত্যক্ষতয়া বর্ত্তমানমপি তৈস্তৈরস্কৃতেশ্বরভাবম্। উত্তরার্দ্ধং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন দেখান হইতেছে যে, পরমেশ্বরই অত্যন্ত সূক্ষ্মতম, নিরতিশয় আনন্দময়, সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত, এবং সর্ব্বজীবে অতি সূক্ষ্মভাবে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান, তাঁহার সত্তাতেই সকল বস্তু সত্তাবান্ হয়, এইজন্য তিনি সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহাতে ও জীবেতে একত্ব জ্ঞান হইলেই সমস্ত কর্ম্ম-পাশ বিনষ্ট হয়, এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ঘৃতাৎ" ইতি।

ঘৃতের উপরিভাগে মণ্ড (মাড়ের মত সারভাগ) থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর, তেমনি মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধেও অতিশয় আনন্দপ্রদ বলিয়া পরমাত্মাও সর্ব্বাধিক প্রীতির বিষয় বা প্রিয় বস্তু। পরমাত্মাকে উক্ত ঘৃতসারের ন্যায় আনন্দপ্রদ বলিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিবরূপ জানিয়া—। "শিবং" ইত্যাদি কথার অর্থ তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) কথার অভি-প্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত (তৃণ পর্য্যন্ত) সমস্ত প্রাণীতে জীবকৃত কর্ম্মফল-ভোগের সাক্ষী রূপে প্রত্যক্ষযোগ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাদি দ্বারা তাঁহার পরমেশ্বরভাব আচ্ছাদিত থাকে, [এইজন্য গূঢ় বলা হইয়াছে]॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্ল৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ।—বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বং কর্ম্ম—কার্য্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), মহাত্মা (মহান্ আত্মা) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। এষঃ দেবঃ (পরমাত্মা) হৃদা (দ্বৈতভ্রান্তিহারকেণ নেতি নেতীত্যুপদেশেন), মনীষা (আত্মানাত্মবিবেকবুদ্ধ্যা), মনসা (বিচারজাতাত্মৈক্যজ্ঞানেন) অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিতো ভবতি)। যে এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি)। তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি (মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বস্রষ্টা, মহান্ আত্মস্বরূপ, এবং সর্ব্বদা প্রাণিহৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এই দেবকে (পরমাত্মাকে) যাহারা জানে, তাহারা অমৃত হয়, অর্থাৎ মরণভয় হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নির্ভেদসুখৈকতানাত্মনো বিশ্বকৃত্ত্বং তদ্ব্যাপিত্বং সন্ন্যাসিভিরাপ্তব্যমোক্ষরূপত্বঞ্চাহ—এষ ইতি। এষঃ প্রকৃতো দেবো দ্যোতনাত্মকঃ। বিশ্বকর্ম্মা মহদাদিবিশ্বং কর্ম্ম—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম, মায়াবেশাদ্ বিশ্বরূপকার্য্যমস্যেতি বিশ্বকর্ম্মা। মহাংশ্চাসাবাত্মেতি মহাত্মা সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদা জনানাং হৃদয়ে পরমে ব্যোম্নি হৃদাকাশে জলাদ্যুপাধিষু সূর্য্যপ্রতিবিম্ববন্নিবিষ্টঃ সম্যক্স্থিত ইত্যেতৎ। স এব সাক্ষিরূপেণ হৃদা—হৃঞ্ হরণ ইতি স্মরণাৎ হরতীতি হৃৎ, তেন হৃদা নেতি নেতীতিনিষেধোপদেশেন। মনীষা অয়ং পুরুষার্থোঽয়মপুরুষার্থোঽয়মাত্মায়মনাত্মেত্যেতয়া বিবেকবুদ্ধ্যা। মনসা বিচারসাধ্যৈকত্বজ্ঞানেন চ। অভিক্ল৯প্তঃ প্রকাশিতোঽখণ্ডৈকরসত্বেনাভিব্যক্ত ইত্যেতৎ। যে জনা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ সন্ন্যাসিন এতৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রতিপাদ্যৈকত্বরূপমখণ্ডৈকরসমিতি যাবৎ, বিদুঃ ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকুর্য্যুঃ, তে যথোক্তজ্ঞানিনোঽমৃতা ভবন্তি অমরণধর্ম্মাণঃ পুনরাবৃত্তিরহিতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত সুখমাত্র-স্বরূপ হইয়াও তিনি যে, বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্বব্যাপী, এবং সন্ন্যাসিগণের প্রাপ্তব্য মোক্ষস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"এষঃ" ইতি।

বর্ণনীয় এই প্রকাশময় (দেব) পরমেশ্বরই বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্ট বিশ্ব তাঁহারই কর্ম্ম বা কার্য্য, মায়ার সাহায্যে এই বিশ্বরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইজন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মা। মহান্ অথচ আত্মা—এই কারণে তিনি মহাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনই প্রাণিগণের হৃদয়ে—পরম ব্যোমরূপ হৃদয়াকাশে

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ ।

সরলার্থঃ ।—[কালত্রয়েঽপি পরমাত্মনঃ কূটস্থত্বং ভেদাভাসশূন্যত্বং চ দর্শয়িতুমাহ—"যদা" ইতি ।

যদা (যস্যামবস্থায়াং) অতমঃ (তমসঃ অবিদ্যাবরণস্যাভাবঃ) [নাসীৎ], তৎ (তদা) দিবা (দিবসং) ন, রাত্রিঃ (শর্ব্বরী) ন, সৎ (কারণং) ন, অসৎ (কার্য্যং) চ ন, (যদ্বা সত্তাসত্তয়োরারোপঃ চ ন)। [নমু তর্হি শূন্যবাদ

মূলানুবাদ ।—পরমেশ্বর যে, তিন কালেই কূটস্থ ও সর্ব্বপ্রকার বিভাগ-শূন্য, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি ।

যে সময় তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা ও তৎকার্য্য ছিল না, সে সময় দিবা ছিল না,

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কালত্রয়েঽপি মুক্তৌ প্রলয়াদৌ চ পরমাত্মা কূটস্থ ইতি নিশ্চয়াজ্জাগ্রৎ স্বপ্নয়োরপি ভ্রান্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বাবভাসঃ । বস্তুতস্তু সদা নির্ভেদ এবেত্যাহ—যদেতি । যদা যস্যামবস্থায়ামতমো ন তমোঽস্মেত্যতমঃ তত্ত্বমাদিবাক্যজন্যজ্ঞানেন দীপস্থানীয়েন দগ্ধাবিদ্যাতৎকার্য্যরূপতমস্কত্বাৎ, তদা তৎকালে ন দিবা দিবারোপোঽপি নাস্তি, ন রাত্রিস্তদারোপোঽপি । 'নাস্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ । ন সন্ সত্তারোপোঽপি । নাসন্ অভাবারোপোঽপি । তর্হি

তিনি সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট অর্থাৎস ম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান । 'হৃদা'—হরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'হৃৎ' অর্থ হরণকারী, অবিদ্যাদি দোষের হরণকারী বলিয়া হৃদা অর্থ—"নেতি নেতি" (তিনি ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি নিষেধক উপদেশবাক্য, তাহা দ্বারা, 'মনীষা' অর্থ—ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ, ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, ইহা আত্মা, উহা আত্মা নহে, এবংবিধ বিবেকবুদ্ধি, তাহা দ্বারা, এবং 'মনসা' অর্থাৎ বিচারলভ্য একত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই পরমেশ্বরই জীবের সাক্ষিরূপে অভিক্লৃপ্ত হন, অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দৈকরসরূপে প্রকাশিত হন ।

চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন যে সকল সন্ন্যাসী "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য অখণ্ড একরস ও একরূপ (যাহার রূপভেদ নাই) এই তত্ত্ব জানেন—'আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ' এইরূপে উহা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা অর্থাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা অমৃত হন, অর্থাৎ মরণভয়রহিত হন, সংসারে আর ফিরিয়া আইসেন না ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, পরমাত্মা কালত্রয়েই মুক্তিতে এবং প্রলয়কালেও কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তখন জাগ্রৎ অবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় যে দ্বৈতাবভাস বা ভেদপ্রতীতি, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চিরকালই ভেদশূন্য, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি ।

যখন—যে অবস্থায় 'অতমঃ' অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যজনিত প্রদীপতুল্য তত্ত্বজ্ঞান-বহ্নি দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য দগ্ধ হইয়া যায়, তমের অভাব হয়,

তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আপতিতঃ? ইত্যাহ—] কেবলঃ (বিশুদ্ধঃ) শিবঃ (আনন্দঃ) এব। তৎ (শিবরূপং) অক্ষরম্ (অবিকারি), তৎ (চ) সবিতুঃ (আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনঃ পুরুষস্য) বরেণ্যং (বরণীয়ং)। তস্মাৎ (অক্ষরাৎ শিবাৎ) পুরাণী (ব্রহ্মাদি-পরম্পরয়া প্রাপ্তা শাশ্বতী) প্রজ্ঞা (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজা বুদ্ধিঃ) প্রসৃতা (বিবেকিষু প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

রাত্রি ছিল না, সৎ বা অসৎ ছিল না। সে সময় আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতার বরণীয় নির্ব্বিশেষ আনন্দরূপ সেই অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা অর্থাৎ গুরুপরম্পরাক্রমে আগত জ্ঞান বিবেকী পুরুষে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তর্হি সর্ব্বত্র শূন্যমেব জাতমিতি বৌদ্ধমতাবিশেষমাশঙ্ক্যাহ—শিব এবেতি। শিব এব শুদ্ধস্বভাবো নির্ব্বিকল্পঃ, ন শূন্যমেবেতি নিপাতার্থঃ। কেবলোঽবিদ্যাদি-বিকল্পশূন্যঃ। তদক্ষরং তদুক্তস্বরূপং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং তৎ তৎপদ-লক্ষ্যম্। সবিতুরাদিত্যাদিমণ্ডলাভিমানিনো বরেণ্যং সম্ভজনীয়ং প্রজ্ঞা—গুরূপদেশাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজা বুদ্ধিঃ। চকার এবকারার্থঃ। তস্মাচ্ছুদ্ধত্ব-হেতোঃ প্রসৃতা নিত্যা বিবেকাদিমৎসু সন্ন্যাসিষু ব্যাপ্তা পূর্ণত্বাকারেণ। পুরাণী ব্রহ্মাণমারভ্য পরম্পরয়া প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তখন দিবা নাই ও রাত্রি নাই অর্থাৎ তৎকালে দিবারাত্রি ভেদকল্পনা নাই। সৎ ও অসৎ নাই, অর্থাৎ তৎকালে সত্তা বা অসত্তার কল্পনা নাই।

ভাল, তাহা হইলে ত বৌদ্ধসম্মত শূন্যই তত্ত্ব হইয়া পড়িল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, "শিব এব" একমাত্র শিবই (আনন্দ মাত্র ছিল)। 'এব' শব্দের অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবশুদ্ধ শিবই ছিলেন, শূন্য বা অভাব নহে। 'কেবল' অর্থ—অবিদ্যাকল্পিত ভেদশূন্য। তাহা অক্ষর—তাহার যেরূপ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ক্ষরণ—অন্যথাভাব হয় না, উহা নিত্য। তাহা 'তৎ' পদের লক্ষ্য, অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" বাক্যস্থ 'তৎ' পদটী লক্ষণা দ্বারা তাঁহাকে বুঝায়, এবং তাহা সবিতার অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষের বরণীয় বা আরাধ্য। প্রজ্ঞা অর্থ "তত্ত্বমসি" বাক্যজন্য বুদ্ধি (জ্ঞান)। সেই বিশুদ্ধ কারণ হইতে পুরাণী—যাহা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্তা, সেই অনাদিসিদ্ধ (প্রজ্ঞা) সর্ব্বদা বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

নৈনমূৰ্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌।

সরলার্থঃ।—[পুনশ্চ মহিমান্তরমাহ—"নৈনম্" ইতি]। এনং (পূর্ব্বোক্তং পরমাত্মানং) ঊর্দ্ধম্ (ঊর্দ্ধস্থং) ন পরিজগ্রভৎ (পরিতঃ অগ্রহীৎ—ন প্রাপ্তবান্) [কোঽপীতি শেষঃ]। তথা তির্য্যঞ্চং (পার্শ্ববর্ত্তিনং) ন, মধ্যে (মধ্যবর্ত্তিনং) ন পরিজগ্রভৎ। তস্য তুলনাপি নাস্তীত্যাহ—তস্য (পরমাত্মনঃ) প্রতিমা (তুলা) ন অস্তি, যস্য মহৎ (দিগাদিপরিচ্ছেদশূন্যং) যশঃ (কীর্ত্তিঃ—মহিমেত্যর্থঃ) নাম (অভিধানং বাচকমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ।—[অস্যেন্দ্রিয়াগ্রবিষয়তাং স্বাত্মস্বরূপতাং চ দর্শয়তি—"ন সংদৃশে" ইত্যাদি]।

মূলানুবাদ।—ইঁহাকে (পরমেশ্বরকে) কেহ ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যে দর্শন করে নাই, এবং মহৎ (লোকাতিশায়ী) যশঃ অর্থাৎ মহিমাই যাঁহার নাম বা স্বরূপপ্রকাশক। জগতে তাঁহার প্রতিমা বা তুলনা নাই, [সুতরাং দৃষ্টান্ত বা উপমা দ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—এই পরমেশ্বরের স্বরূপটী দর্শনপথে নাই, কেহই

শাঙ্করভাষ্যম্। কূটস্থস্য ব্রহ্মণ ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু কেনাপ্যপরিগ্রাহ্যত্বমদ্বিতীয়ত্বাৎ কেনাপ্যতুলিতত্বং কালদিগাদ্যনবচ্ছিন্নযশোরূপত্বঞ্চাহ—নৈনমিতি। এনং প্রকৃতং অপরিচ্ছিন্নরূপত্বান্নিরংশত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু কশ্চিদপি ন পরিজগ্রভৎ পরিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ। তস্য তস্যৈবেশ্বরস্যাখণ্ডসুখানুভবত্বাদেতাদৃশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমা নাস্তি। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ যস্যেশ্বরস্য নাম অভিধানং মহদ্দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কূটস্থ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধাদি কোন দিকে কাহারো গ্রহণযোগ্য নহেন, অদ্বিতীয়ত্ব নিবন্ধন কাহারো সঙ্গে তুলনার যোগ্যও নহেন, এবং তাঁহার যশঃ কাল ও দিগাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"নৈনং" ইত্যাদি।

যেহেতু এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদরহিত (অসীম) নিরংশ ও নিরবয়ব, সেই হেতু কেহই তাঁহাকে ঊর্দ্ধ-অধঃ প্রভৃতি দিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সেই পরমেশ্বর 'অখণ্ড আনন্দানুভবস্বরূপ এবং দ্বিতীয়রহিত, এইজন্য তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ উপমা নাই। দিক্ প্রভৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন মহৎ যশ কীর্ত্তিই যাহার নাম অর্থাৎ কেবল কীর্ত্তি দ্বারা যাহার উল্লেখ মাত্র হয়, [তাহার প্রতিমা নাই] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অস্য (পরমেশ্বরস্য) রূপং (স্বরূপং) সংদৃশে (চক্ষুরাদিদর্শনপথে) ন তিষ্ঠতি (ইন্দ্রিয়াগোচর ইতি ভাবঃ।) [অতএব] কশ্চন (কশ্চিদপি জনঃ) এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে হৃদিস্থং (হৃদয়ে স্থিতং) এনম্ এবং (যথোক্ত-প্রকারং) হৃদা (অবিদ্যাহারিণা) মনসা (বুদ্ধ্যা) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

ইহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না। [পরন্তু] যাঁহারা হৃদয়স্থ ইহাকে অবিদ্যারহিত শুদ্ধমনে দর্শন করেন, তাঁহারা অমৃত—মুক্ত হন ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ঈশস্যেন্দ্রিয়াদ্যবিষয়তাং প্রত্যগ্রূপতাং তদৈক্যজ্ঞানাৎ মোক্ষতাঞ্চাহ—ন সন্দৃশ ইতি। অস্য প্রকৃতেশ্বরস্য রূপং স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্ব্বিশেষং স্বপ্রকাশাখণ্ডসুখানুভবং সন্দৃশে চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেশে ন তিষ্ঠতি তদ্বিষয়ো ন ভবতীত্যেতৎ। ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাদেবৈনং প্রকৃতং—চক্ষুরিত্যুপ-লক্ষণম্, সর্ব্বৈন্দ্রিয়ৈরপি কশ্চন কোঽপি ন পশ্যতি তদ্বিষয়তয়া গ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ। "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষূংষি পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। হৃদা শুদ্ধবুদ্ধ্যা, এতদ্ব্যাখ্যাতং মনসেতি। হৃদিস্থং হৃদাকাশগুহাস্থং প্রত্যক্ত্বয়া তত্রাবস্থিতম্। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্তাঃ সন্ন্যাসিনো যোগ্যাধিকারিণ এনং প্রকৃতং ব্রহ্মাত্মানমেবমিত্থং ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষেণ বিদুর্জ্জানন্তি, তেনা-পরোক্ষীকরণমহিম্নামৃতা ভবন্তি অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। মরণহেত্ববিদ্যা-দেস্তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাৎ পুনর্দ্দেহান্তরং ন ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পরমেশ্বর যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও জীবাত্ম-স্বরূপ এবং তদ্বিষয়ক একত্বজ্ঞানে যে, মোক্ষ হয়, তাহা বলিতেছেন—"ন সংদৃশে" ইত্যাদি।

এই পরমেশ্বরের যে, রূপাদিরহিত স্বপ্রকাশ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ নির্ব্বিশেষ রূপ, তাহা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য স্থানে বর্ত্তমান নহে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়াই এই ঈশ্বরকে কেহ কখনও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পায় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে ধরিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু "যাহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, পরন্তু যাহার সাহায্যে চক্ষু সকলকে দেখে" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। শ্রুতির চক্ষূংষি (চক্ষু) পদটী অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়েরও উপলক্ষক (বোধক)। 'হৃদা' অর্থ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মনের দ্বারা, হৃদিস্থ হৃদয়াকাশরূপ গুহায় আত্মরূপে অবস্থিত উক্ত ঈশ্বরকে যাহারা—উপযুক্ত অধিকারযুক্ত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন যে সন্ন্যাসিগণ 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকারে অপরোক্ষভাবে জানেন, প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা সেই প্রত্যক্ষীকরণের ফলে অমৃত হন, অর্থাৎ মরণধর্ম্মরহিত হন। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় আর দেহ লাভ করেন না (মুক্ত হন) ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

সম্বন্ধার্থঃ।—[ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থং ভূয়োঽপি তমেব প্রার্থয়তে-ইত্যাদিমন্ত্রদ্বয়েন]।

হে রুদ্র (পরমেশ্বর), কশ্চিৎ (কশ্চিদেব জনঃ) ভীরুঃ (জননমরণলক্ষণাৎ সংসারাৎ ভীতঃ সন্) [ত্বং] অজাতঃ জন্মরহিতঃ, [সুতরাং জরামরণাদিরহিতোঽপি], ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) [ত্বাং] এবং প্রপদ্যতে (রক্ষকত্বেন আশ্রয়তে)। [অতএব] হে রুদ্র, তে (তব) যৎ দক্ষিণং (অনুকূলং, দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি বা) মুখং, (তেন মাং) নিত্যং পাহি রক্ষেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—হে রুদ্র (পরমেশ্বর), তুমি জন্মরহিত, [সুতরাং জরামরণাদি দুঃখরহিত] এই কারণে লোকে সংসারভয়ে কাতর হইয়া তোমার শরণ লয়। হে রুদ্র, [অতএব] তোমার যাহা দক্ষিণ অর্থাৎ আমাদের অনুকূল মুখ, সেই মুখে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তৎপ্রসাদাদেব ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারাবিতি মত্বা তমেব পরমেশ্বরং প্রার্থয়তে মন্ত্রদ্বয়েন—অজাত ইতি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাত্ত্বমেবাজাতো জন্মজরাশনায়াপিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিতঃ, ইতরৎ সর্ব্বং বিনাশি দুঃখান্বিতম্। তস্মাজ্জন্মজরামরণাশনায়াপিপাসাশোকমোহান্বিতাৎ সংসারাদ্ভীরুর্ভীতঃ সন্ কশ্চিদেক এব পরতন্ত্রস্ত্বামেব শরণং প্রপদ্যে মাদৃশো বা কশ্চিৎ প্রপদ্যত ইতি প্রথমপুরুষমম্বধীয়তে। হে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং উৎসাহজননং ধ্যাতমাহ্লাদকরমিত্যধ্যাহার্য্যং। অথবা দক্ষিণস্যাং দিশি ভবং দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারই অনুগ্রহে লোকের অভীষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়া এখন দুইটী মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"অজাতঃ" ইত্যাদি।

"অজাত ইতি"—এই স্থলের 'ইতি' শব্দের অর্থ—হেতু। যেহেতু তুমিই অজাত—জন্ম, জরা ও ক্ষুধাপিপাসাদি ধর্ম্মবর্জ্জিত, অপর সমস্তই বিনাশী ও দুঃখযুক্ত, সেই হেতু, জন্ম, জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা ও শোক মোহান্বিত সংসারভয়ে কাতর হইয়া মায়াপরবশ একক [আমিই] তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, অথবা আমার ন্যায় অপর কোন লোকও শরণাগত হইতেছে—এইরূপে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ (প্রপদ্যতে) হইয়াছে।

হে রুদ্র, তোমার যে, দক্ষিণ মুখ—যাহা ধ্যান করিলে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মায়, অথবা দক্ষিণ দিকে স্থিত যে দক্ষিণ মুখ, তাহাদ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিনোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ৪ ॥ ২২ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—হে রুদ্র, [ত্বং] ভামিনঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) নঃ (অস্মাকং) তোকে (পুত্রে), তথা তনয়ে (পৌত্রে), অথবা তোকে (কন্যাপুত্রসাধারণে অপত্যে) [বিশেষেণ] তনয়ে (পুত্রে) মা রীরিষঃ (হিংসাং মা কার্ষীঃ), তথা নঃ (অস্মাকং) আয়ুষি (পূর্ণশতবর্ষরূপে) মা [রীরিষঃ], নঃ গোষু (গবাদি-পশুষু) মা নঃ অশ্বেষু মা, [রীরিষঃ]। তথা নঃ বীরান্ (অস্মদীয়বীরপুরুষান্) মা বধীঃ (ন হিংসীঃ)। [যতঃ] হবিষ্মন্তঃ (হবিষা হবনীয়দ্রব্য-সম্ভারেণ যুক্তাঃ) [বয়ং] সদং (সদা) ইৎ (ইত্থং) ত্বা (ত্বাং) হবামহে (রক্ষণার্থমামন্ত্রয়ামহে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—হে রুদ্র, তুমি কুপিত হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্রে হিংসা করিও না, এবং আমাদের গো-পশুতে বা আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। বীর ভৃত্যগণকে বধ করিও না। কারণ, আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভার দ্বারা সর্ব্বদা তোমাকে এই প্রকারে হোম বা আরাধনা করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ—মা ন ইতি। মা রীরিষ ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। মা রীরিষঃ। রীষণং মরণং বিনাশং মা কার্ষীঃ। নোঽস্মাকং তোকে পুত্রে তনয়ে পৌত্রে নঃ আয়ুষি। মা নো গোষু মা নোঽশ্বেষু শরীরিষু। যে চাস্মাকং বীরা বিক্রমবন্তো ভৃত্যাস্তান্ হে রুদ্র! ভামিনঃ ক্রোধিতঃ সমাবধীঃ। কস্মাৎ? যস্মাদ্ধবিষ্মন্তো হবিষা যুক্তাঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে সদৈব রক্ষণার্থমাহ্বয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা—"মা নঃ" ইতি। "মা রীরিষঃ" (হিংসা করিও না) এ কথাটীর পরবর্ত্তী সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে। 'মা রীরিষঃ' অর্থ রেষণ—মরণ অর্থাৎ বিনাশ করিও না। আমাদের তোকে—পুত্রে, তনয়ে—পৌত্রে, আমাদের আয়ুতে (জীবনে), এবং আমাদের গো-পশুতে ও আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। আর যাহারা আমাদের বীর পুরুষ অর্থাৎ বিক্রমশালী ভৃত্য, হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকেও বধ করিও না। কি কারণে? যেহেতু আমরা হবিষ্মৎ হইয়া অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই এইরূপে হবন করিয়া থাকি অর্থাৎ রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি, [অতএব হিংসা করিও না] ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—[চতুর্থাধ্যায়োক্তমেবার্থং বিশেষেণ দর্শয়িতুমাহ—"দ্বে অক্ষরে" ইত্যাদি]।

দ্বে বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা চ অবিদ্যা চ) যত্র (যস্মিন্) ব্রহ্মপরে (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভাদপি শ্রেষ্ঠে) অনন্তে (দেশকালাদিকৃত-পরিচ্ছেদরহিতে) অক্ষরে (ব্রহ্মণি) গূঢ়ে (নিহিতে অনভিব্যক্ততয়া স্থিতে) [ভবতঃ]। [তত্র কা বিদ্যা, কা বাবিদ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ] ক্ষরং তু (ক্ষরণহেতুঃ সংসারকারণং যৎ, তদেব) অবিদ্যা (অত্র অবিদ্যাপদবাচ্যা), অমৃতং তু (অমরণহেতুঃ—মুক্তিকারণং পুনঃ) বিদ্যা (বিদ্যাপদবাচ্যা)। যঃ তু (পুনঃ) বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে (ঈষ্টে—শাস্তি), স (শাসকঃ) অন্যঃ (বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং পৃথক্—পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—[চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে পরমেশ্বরের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিবৃতির জন্য এই পঞ্চম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে]।

হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মারও অতীত এবং দেশকালাদিসীমারহিত যে-অপর ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহত আছে, এবং যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার শাসনকর্ত্তা, তিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতেও অন্য, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার অতিরিক্ত পরমেশ্বর। এখানে অবিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু সংসারকারক, তৎসমুদয়, আর বিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু অমৃতের (মুক্তির) কারণ, তৎসমস্ত ॥ ৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—চতুর্থাধ্যায়শেষমপূর্ব্বার্থং প্রতিপাদয়িতুং পঞ্চমোঽধ্যায় আরভ্যতে—দ্বে অক্ষর ইত্যাদিনা। দ্বে বিদ্যাবিদ্যে যস্মিন্নক্ষরে ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরে ব্রহ্মপুরে পরস্মিন্ বা ব্রহ্মণি অনন্তে দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা অপরিচ্ছিন্নে। যত্র যস্মিন্ দ্বে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে স্থাপিতে গূঢ়েঽনভিব্যক্তে। বিদ্যাবিদ্যে বিবিচ্য দর্শয়তি—ক্ষরং অবিদ্যা ক্ষরণহেতুঃ সংসৃতিকারণম্। অমৃতন্তু বিদ্যা মোক্ষহেতুঃ। যস্তু পুনর্ব্বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে নিয়ময়তি, স তাভ্যামন্যস্তৎসাক্ষিত্বাৎ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে, অভিনব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এই পঞ্চম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—"দ্বে অক্ষরে" ইত্যাদি।

দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নয়, এমন অনন্ত ব্রহ্মপর—ব্রহ্মা

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।

সম্বন্ধার্থ ঃ—[তমেব বিশিষ্য দর্শয়তি "যো যোনিং" ইত্যাদিনা।]
যঃ একঃ (পরমেশ্বরঃ) যোনিং যোনিং (প্রতিবস্তু), তথা বিশ্বানি (নিখিলানি) রূপাণি (লোহিতাদীনি) সর্ব্বাঃ যোনীঃ (উৎপত্তিস্থানানি) চ অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্যামিতয়া নিয়ময়তি), তথা যঃ অগ্রে (সৃষ্টেরাদৌ) প্রসূতং

মূলানুবাদ—যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে, সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে (উৎপত্তিকারণে) অধিষ্ঠান করেন, এবং যিনি কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং

শাঙ্করভাষ্যম্—কোঽসাবিত্যাহ—যো যোনিমিতি। যো যোনিং যোনিং স্থানং স্থানং "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনোক্তানি পৃথিব্যাদীনি অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি। একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। বিশ্বানি রোহিতাদীনি রূপাণি যোনীশ্চ প্রভবস্থানানি অধিতিষ্ঠতি। ঋষিং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। কপিলং কনককপিলবর্ণং প্রসূতং স্বেনৈবোৎপাদিতম্। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বমিত্যস্যৈব জন্মশ্রবণাৎ, অন্যস্য চাশ্রবণাৎ, উত্তরত্র "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্। যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। "কপিলোঽগ্রজঃ" ইতি পুরাণবচনাৎ কপিলো হিরণ্যগর্ভো বা নির্দ্দিশ্যতে।

"কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ কিল।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায় সমুপাগতঃ॥
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বস্য জগতো হিতম্॥
ত্বং শক্রঃ সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামসি।
বায়ুর্ব্বলবতাং দেবো যোগিনাং ত্বং কুমারকঃ॥
ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠস্ত্বং ব্যাসো বেদবিদামসি।
সাঙ্খ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ॥"

অর্থ হিরণ্যগর্ভ, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অথবা পরব্রহ্মরূপী যে অক্ষর (নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, তাহাতে) বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই গূঢ় অর্থাৎ অব্যক্তভাবে নিহিত—স্থাপিত রহিয়াছে। এখন বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—যাহা ক্ষর—ক্ষরণের অর্থাৎ সংসার লাভের কারণ, তাহাই অবিদ্যা, আর অমৃত হইতেছে—বিদ্যা; কারণ, উহা মোক্ষের হেতু। যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, অর্থাৎ পরিচালিত করেন, তিনি ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি ঐ উভয়ের সাক্ষী বা সাক্ষাৎদ্রষ্টা॥ ৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইনি কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যো যোনিম্" ইতি। এক অদ্বিতীয় যে পরমাত্মা প্রত্যেক যোনিকে সমস্ত স্থানকে অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরি-

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ৫ ॥

ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ (ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ) বিভর্ত্তি (পুষ্ণাতি), জায়মানং (উৎপন্নং) চ পশ্যেৎ (অপশ্যদিত্যর্থঃ) । [সঃ অন্যঃ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৫ ॥ ২ ॥

জন্মের পরও দর্শন করিয়াছিলেন, [তিনি জীব হইতে পৃথক্, এই পূর্ব্ব শ্রুতির সহিত সম্বন্ধ] ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ইতি পরমর্ষিঃ প্রসিদ্ধঃ। "ততস্তদানীন্তু ভুবনমস্মিন্ প্রবর্ত্ততে কপিলং কবীনাম্। স ষোড়শাস্রো পুরুষশ্চ বিষ্ণোর্ব্বিরাজমানং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রূয়তে মুণ্ডকোপনিষদি। স এব বা কপিলঃ প্রসিদ্ধঃ, অগ্রে সৃষ্টিকালে যো জ্ঞানৈ-র্ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈর্ব্বিভর্ত্তি বভার, জায়মানঞ্চ পশ্যেদপশ্যদিত্যর্থঃ ॥৫॥২॥

চালিত করেন, এবং লোহিতাদি সমস্ত রূপ (বর্ণ) ও সমস্ত যোনিকে—উৎপত্তি স্থানকে পরিচালিত করেন। যিনি পূর্ব্বে প্রসূত অর্থাৎ আপনারই উৎপাদিত কপিলকে সুবর্ণসদৃশ কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে সর্ব্বজ্ঞ ঋষি করিয়াছিলেন। এখানে কপিল অর্থ হিরণ্যগর্ভই, কারণ, শ্রুতিতে তাঁহারই উৎপত্তি শ্রবণ আছে, অন্যের (সাংখ্যবক্তা কপিলের) উৎপত্তি শ্রুতি নাই। বিশেষতঃ পরে 'যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করেন, ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদবিদ্যা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে [নমস্কার], ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মারই প্রথমোৎপত্তি শ্রুত হওয়ায় এবং পুরাণশাস্ত্রে 'কপিল অগ্রজ অর্থাৎ সকলের অগ্রে জাত' এইরূপ উক্তি থাকায় এখানে কপিল কথায় হিরণ্যগর্ভই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে [বুঝা যাইতেছে]।

'জগজ্জনের মোহ বা অজ্ঞান-ভ্রান্তি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কপিল মুনি সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন। সত্যযুগে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ বিষ্ণু কপিলাদিরূপ ধারণ করত সর্ব্ব জগতের হিতকর পরমজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) প্রদান করেন। [হে দেব,] তুমিই সমস্ত দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে ব্রহ্মা, বলবান্‌দিগের মধ্যে বায়ু, যোগীদিগের মধ্যে তুমি সনৎকুমার, ঋষিদিগের মধ্যে তুমি বশিষ্ঠ, বেদবিদ্‌গণের মধ্যে বেদব্যাস, সাংখ্যদিগের (আত্মজ্ঞদিগের) মধ্যে শঙ্কর (শিব)।' এই সকল পুরাণবচনে পরমর্ষি কপিল প্রসিদ্ধ আছেন। (১) সেই কপিলও হইতে পারেন, যিনি অগ্রে—

(১) উপরে চিহ্নিত স্থলে ভাষ্যমধ্যে কতকটা বাক্য মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য বলিয়া সন্নিবেশিত আছে। বস্তুতঃ মুণ্ডকোপনিষদে ঐরূপ কোনও বাক্য দেখা যায় না, অধিকন্তু উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থও পরিস্ফুট হয় না, এই কারণে অনুবাদে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইল। পাঠকগণ অর্থসঙ্গতি করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।*

---

* ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ করা যায়—সেই সময় এই হিরণ্যগর্ভে জগৎ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত ছিল, তদনন্তর ব্যাপকশীল বিষ্ণুর তমোগুণের পরবর্ত্তী বিরাজমান কপিল ও ষোড়শাস্র পুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। এখানে কপিল হিরণ্যগর্ভ।

এৈকৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়*স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।

সরলার্থঃ। অপিচ, এষঃ (উক্তঃ) দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) মহাত্মা (পরমাত্মা) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (মায়াময়ে জগতি) একৈকং (প্রত্যেকং) জালং (কর্ম্মফলং) বহুধা (সুরনরাদিভেদেন অনেকধা) বিকুর্ব্বন্ (সৃষ্টিকালে সৃজন্) [অন্তকালে] সংহরতি (সংহারং করোতি)। ঈশঃ মহাত্মা (পরমাত্মা) ভূয়ঃ (পুনরপি) পতয়ঃ (লোকপালাঃ) [তান্] তথা (যথা পূর্ব্বকালে, তদ্বৎ) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) সর্ব্বাধিপত্যং (সর্ব্বস্বামিতাং) কুরুতে (করোতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, যদ্বৎ (যথা) অনড্বান্ (সূর্য্যঃ) ঊর্দ্ধং অধঃ তির্য্যক্ চ সর্ব্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে (শোভতে), এবং (তথা) সঃ একঃ দেবঃ

মূলানুবাদ। এই দেব মহাত্মা (পরমাত্মা) এই মায়াময় জগতে এক একটি জালকে অর্থাৎ কর্ম্মফলকে দেবমনুষ্যাদি নানাপ্রকারে সৃষ্টি করেন, আবার [সংহারকালে] সংহার করেন। এই ঈশ্বরই পুনরায় পূর্ব্বকল্পানুসারে লোকপাল প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। অনড্বান্ (সূর্য্য) যেরূপ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব সমস্ত দিক্ প্রকাশ করিয়া শোভা পান, এইরূপ সেই এক অদ্বিতীয় বরণীয় দেব ভগবান্ও

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, একৈকমিতি। সুরনরতির্য্যগাদীনাং সৃজতি জালমেকৈকং প্রত্যেকং বহুধা নানাপ্রকারং বিকুর্ব্বন্ সৃষ্টিকালেঽস্মিন্ মায়াত্মকে ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। ভূয়ঃ পুনর্যে লোকানাং পতয়ো মরীচ্যাদয়স্তান্ সৃষ্ট্বা তথা, যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সৃষ্টবান্, ঈশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, সর্ব্বা দিশ ইতি। সর্ব্বা দিশঃ প্রাচ্যাদ্যা ঊর্দ্ধমুপরিষ্টাদধশ্চাধস্তাৎ তির্য্যক্ পার্শ্বদিশশ্চ প্রকাশয়ন্ স্বাত্মচৈতন্যজ্যোতিষা

সৃষ্টিকালে জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন, এবং উৎপত্তি সময়েও তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, "একৈকং" ইত্যাদি। স্বপ্রকাশ মহান্ আত্মা পরমেশ্বর এই সংসার-ক্ষেত্রে সৃষ্টিকালে সুরনর ও পশুপক্ষী প্রভৃতির এক একটি কর্ম্মফলরূপ জালকে—উহার প্রত্যেকটিকে আবার বহুপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া অর্থাৎ নানা আকারে প্রকটিত করিয়া সংহার করেন। পুনরায়, মরীচি প্রভৃতি

* যতয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৫ ॥ ৪ ॥
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫ ॥ ৫

বরেণ্যঃ ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) যোনিস্বভাবান্ (কারণাত্মকান্ পৃথিব্যাদীন্ পদার্থান্) অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠায় নিয়ময়তীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

সন্বলার্থঃ। কিংচ, যৎ [যঃ] চ বিশ্বযোনিঃ (জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ) স্বভাবম্ (অগ্নেরৌষ্ণ্যং, জলস্য শৈত্যং ইত্যাদিকং) পচতি (নিষ্পাদয়তি), য সর্ব্বান্ পাচ্যান্ (পাকযোগ্যান্ ভূম্যাদীন্ পদার্থান্) পরিণাময়েৎ (রূপান্তরম্ আপাদয়তি)। যঃ একঃ সর্ব্বম্ এতৎ বিশ্বং (জগৎ) অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠায়

(পরমেশ্বরও) সমস্ত যোনিস্বভাবকে অর্থাৎ স্বভাবতই কারণাত্মক পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিয়মিত ভাবে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। জগৎকারণ যে পরমেশ্বর বস্তুর স্বভাবকে (যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা প্রভৃতি) নিষ্পাদন করেন, যিনি পাকযোগ্য অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ পরিণামযোগ্য, সেই সমস্তকে বিভিন্নাকারে পরিণত করেন, যিনি একাকী এই সমস্ত জগৎ পরিচালিত করেন, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করেন। [এবম্ভূত সেই পরমেশ্বর] ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

প্রকাশতে ভ্রাজতে দীপ্যতে জ্যোতিষা যৎ উ অনড্বান্ যদ্বদিত্যর্থঃ। যথানড্বানা-দিত্যো জগচ্চক্রাবভাসনে যুক্তঃ, এবং স দেবো দ্যোতনস্বভাবো ভগবানৈশ্বর্য্যাদি-সমন্বিতঃ বরেণ্যো বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ যোনিঃ কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ স্বভাবান্ স্বাত্মভূতান্ পৃথিব্যাদীন্ ভাবান্, অথবা কারণস্বভাবান্ পৃথিব্যাদীনধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি। একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চ স্বভাবমিতি। যচ্চ যশ্চেতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। স্বভাবং যদগ্নেরৌষ্ণ্যং পচতি নিষ্পাদয়তি বিশ্বস্য জগতো যোনিঃ। পাচ্যাংশ্চ পাকযোগ্যান্ পৃথিব্যাদীন্ পরিণাময়েদ্ যঃ। সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠতি নিয়ময়ত্যেকঃ। গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ, এবংলক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

ঋষি, যাহারা লোকাধিপতি, তাহাদিগকে সেইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিতে-ছেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও এক কথা, "সর্ব্বা দিশঃ" ইতি। অনড্বান্ (আদিত্য) যেরূপ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্—পার্শ্বগত পূর্ব্বাদি সমস্ত দিক্ প্রকাশকরত আত্মজ্যোতিতে দীপ্তি পান, অর্থাৎ অনড্বান্-পদবাচ্য

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

নিয়ময়তি), সর্ব্বান্ গুণান্ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) বিনিযোজয়েৎ (কার্য্যায় বিনি-যোজয়তি প্রেরয়তীত্যর্থঃ), [এবংরূপং তৎ ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

সম্বলার্থঃ। তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বেদগুহ্যোপনিষৎসু (বেদানাং গুহ্যাঃ রহস্যাত্মকত্বাৎ গোপনীয়াঃ উপনিষদঃ, তাসু) গূঢ়ং (প্রচ্ছন্নতয়া বর্ণিতং) [অস্তি] ; ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) ব্রহ্মযোনিং (ব্রহ্মণঃ কারণং, বেদপ্রমাণকং বা) তৎ (তং) বেদতে (জানাতি)। যে পূর্ব্বদেবাঃ (প্রাচীনা দেবতাঃ রুদ্রাদয়ঃ) ঋষয়ঃ (বাম-দেবাদয়ঃ) চ তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি), তে তন্ময়াঃ (ব্রহ্মাত্মভাবাঃ সন্তঃ) অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) বভূবুঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। তিনি (পরমেশ্বর) বেদসার উপনিষদে গূঢ় (অতি অস্ফুটভাবে বর্ণিত) আছেন ; ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সেই ব্রহ্মযোনিকে (নিজেরও কারণকে) জানেন। যে সকল পূর্ব্বদেব—রুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) ও অমৃত (মুক্ত) হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, তদিতি। তৎ প্রকৃতমাত্মস্বরূপং বেদানাং গুহ্যোপনিষদো বেদগুহ্যোপনিষদঃ, তাসু বেদগুহ্যোপনিষৎ গূঢ়ং সংবৃতং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বেদতে জানাতি ব্রহ্মযোনিং বেদপ্রমাণকমিত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য যোনিং বেদস্য বা, যে পূর্ব্বদেবা রুদ্রাদয় ঋষয়শ্চ বামদেবাদয়ঃ তদ্বিদুস্তে তন্ময়াস্তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো বভূবুঃ। তথেদানীন্তনোঽপি তমেব বিদিত্বামৃতো ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

আদিত্য যেমন জগৎ-মণ্ডলের প্রকাশনে নিরত, তেমনি দেব—প্রকাশস্বভাব ভগবান্ জ্ঞানাদি-ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বরেণ্য—বরণীয় অর্থাৎ পরমারাধ্য সেই এক—অদ্বিতীয় পরমাত্মা জগতের সমস্ত যোনিস্বভাবকে অর্থাৎ নিজেরই স্বরূপভূত পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে, অথবা কারণস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ কারণশক্তিযুক্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গকে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ যথানিয়মে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "যচ্চ স্বভাবং" ইতি। যৎ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে আছে, উহাকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যিনি বিশ্বের—জগতের যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইয়া স্বভাবকে—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সে সকলকে পরিনিষ্পন্ন করেন, এবং যিনি পাচ্য—পাকযোগ্য (উত্তাপে যাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে, এইরূপ) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে বিপরিণত করেন অর্থাৎ পাক দ্বারা

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। অতঃপরং "তত্ত্বমসি" বাক্যস্থং ত্বং-পদার্থং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে "গুণান্বয়ঃ" ইত্যাদি।]

যঃ গুণান্বয়ঃ (গুণানাং কামকর্ম্মবাসনাদীনাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ যত্র, সঃ তথা), ফলকর্ম্মকর্ত্তা (ফলার্থং যৎ কর্ম্ম, তস্যানুষ্ঠাতা), সঃ চ (এব) কৃতস্য (স্বানুষ্ঠিতস্য) তস্য (কর্ম্মণঃ) এব (নিশ্চয়ে) উপভোক্তা (কর্ম্মফলোপভোগী) [ভবতি]। সঃ [এব] বিশ্বরূপঃ (কর্ম্মানুসারেণ দেবাসুরাদিরূপঃ), ত্রিগুণঃ (ত্রয়ঃ সত্ত্বাদিরূপা গুণা অস্যেতি ত্রিগুণঃ), ত্রিবর্ত্মা (ত্রীণি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাখ্যানি বর্ত্মানি মার্গভেদা

মূলানুবাদ। যিনি জ্ঞান কর্ম্মবাসনার সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ হইয়া ফল-প্রদ (সকাম) কর্ম্ম করেন, এবং তিনিই স্বকৃত সেই কর্ম্মের ফলও উপভোগ করেন। তিনিই সত্ত্বরজস্তমোগুণানুসারে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ পথে গমন করত প্রাণাধিপরূপে অর্থাৎ জীবরূপে স্বকর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতাবৎ তৎপদার্থ উপবর্ণিতঃ, অথেদানীং ত্বং-পদার্থমুপবর্ণয়িতুমুত্তরে মন্ত্রাঃ প্রস্তূয়ন্তে—গুণান্বয় ইতি। গুণৈঃ, কর্ম্মজ্ঞান-কৃতবাসনাময়ৈরন্বয়ো যস্য সোঽয়ং গুণান্বয়ঃ। ফলার্থস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তা, কৃতস্য কর্ম্মফলস্য স এবোপভোক্তা। স বিশ্বরূপো নানারূপঃ কার্য্যকারণোপচিতত্বাৎ। ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা অস্যেতি ত্রিগুণঃ। ত্রয়ো দেবযানাদয়ো মার্গভেদা অস্যেতি ত্রিবর্ত্মা, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অস্যেতি বা, প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তেরধিপঃ সঞ্চরতি। কৈঃ? স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

রূপান্তরিত করেন, আর যিনি সমস্ত জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক পরিচালনা করেন, তিনি এবংবিধ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, "তৎ"ইতি। বেদগুহ্য অর্থ উপনিষদ্। যে আত্মতত্ত্বের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহা বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে গূঢ়—প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। বেদই এই সকল বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, এই কারণে উহা ব্রহ্ম-যোনি। ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভই সেই পূর্ব্বপ্রস্তাবিত আত্মার স্বরূপ জানেন, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের যোনি, কিংবা ব্রহ্ম অর্থ বেদ, তাহার যোনি—ব্রহ্মযোনি। যে সকল পূর্ব্বদেব রুদ্র প্রভৃতি এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাহা জানেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া তাঁহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত—মরণভয়রহিত হইয়াছেন। ইদানীন্তন লোকও তাঁহাকেই জানিয়া পূর্ব্ববৎ অমৃত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এ পর্য্যন্ত 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার কথা বর্ণনা করা

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোঽহ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

যস্যেতি তথা), প্রাণাধিপঃ (প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তিমতঃ অধিপতিঃ—জীবঃ সন্) স্ব-কর্ম্মভিঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপৈঃ) সংচরতি (ঊর্দ্ধাধোলোকেষু ভ্রমতি) ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। কিং চ, যঃ (পরমাত্মা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়স্থত্বাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) রবিতুল্যরূপঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ), সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতঃ (ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যাদিরূপা ভাবনা সংকল্পঃ, গর্ব্বাপরপর্য্যায়ঃ অহঙ্কারঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ) আরাগ্রমাত্রঃ (আরা চর্ম্মবেধিকা, তত্তুল্যঃ অতিসূক্ষ্মঃ, জীবঃ ইত্যাশয়ঃ) বুদ্ধেঃ (অন্তঃকরণস্য) গুণেন ইচ্ছাদিনা, আত্মগুণেন দেহধর্ম্মেণ জরাদিনা, যদ্বা আত্মনঃ স্বস্য গুণেন জ্ঞানপ্রকাশাদিনা) অপরঃ অপি (পরমাত্মনঃ ভিন্ন ইব) দৃষ্টঃ, [অবিবেকিভিঃ খলু পরমাত্মনো ভিন্ন ইব জীবো লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ] ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। যে পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিব্যক্ত থাকায় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত এবং রবির ন্যায় উজ্জ্বল, নানাবিধ কামনা ও অহঙ্কারযুক্ত এবং চর্ম্মবেধন যন্ত্রের অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবভাবে বুদ্ধি ও দেহধর্ম্মযোগে অথবা বুদ্ধি ও নিজ চৈতন্যযোগে যেন অপর বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হন ; অর্থাৎ জীবকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়শুষিরাপেক্ষয়া। রবিতুল্যরূপো জ্যোতিঃস্বরূপ ইত্যর্থঃ। সঙ্কল্পাহঙ্কারাদিনা সমন্বিতঃ। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চ জরাদিনা। উক্তং জরামৃত্যু শরীরস্যেতি। আরাগ্রমাত্রঃ প্রতোদাগ্রপ্রোত-লোহকণ্টকাগ্রমাত্রোঽপরোঽপি জ্ঞানাত্মনাত্মা দৃষ্টোঽবগতঃ। অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াং, অপরোঽপ্যৌপাধিকো জলসূর্য্য ইব জীবাত্মা সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

হইল, অতঃপর এখন 'ত্বং' পদের অর্থ—জীবের বিষয় বর্ণনা করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্রসকল আরব্ধ হইতেছে—"গুণান্বয়ঃ" ইত্যাদি।

জ্ঞান ও কর্ম্মজনিত বাসনাত্মক গুণসমূহের সহিত যাহার অন্বয় বা সম্বন্ধ, তিনি 'গুণান্বয়'-পদবাচ্য। তিনিই ফলোদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা বা অনুষ্ঠাতা এবং তিনিই স্বকৃত কর্ম্মফলের উপভোক্তা, কার্য্যকারণভাবে দেহ ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্নপ্রকার ফলভোগের অনুরোধে নানাবিধ রূপ (দেহ) ধারণ করেন বলিয়া নানারূপ। পুনশ্চ তিনি (জীব) ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ ইহার আছে বলিয়া ত্রিগুণ। আর দেবযান, পিতৃযান ও দংশমশকাদিজন্মভেদে ত্রিবিধ গন্তব্য পথ থাকায় ত্রিবর্ত্মা, অথবা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ তিনটি সাধনপথ থাকায় ত্রিবর্ত্মা। প্রাণাপানাদি পাঁচ প্রকার বৃত্তিসম্পন্ন প্রাণের অধিপতি (জীব) হইয়া সংবরণ (সংসারে পরি-

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে* ॥ ৫　১০

সরলার্থঃ। [দৃষ্টান্তেন পুনরপি জীবস্বরূপং নির্দ্দিশতি—"বালাগ্র" ইতি।] সঃ (পূর্ব্বোক্তো জীবঃ) শতধা কল্পিতস্য (শতকৃত্বঃখণ্ডিতস্য) বালাগ্র-শতভাগস্য (কেশাগ্রশতভাগস্য) ভাগঃ (একোভাগঃ, তৎপরিমিতঃ অতিসূক্ষ্ম ইত্যাশয়ঃ) বিজ্ঞেয়ঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ)। স চ (অতিসূক্ষ্মোঽপি জীবঃ) আনন্ত্যায় (স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্নত্বায়) কল্পতে (যুজ্যতে)। [জীবঃ উপাধি-সম্পর্কাৎ সূক্ষ্মত্বেন প্রতীয়মানোঽপি স্বরূপতঃ অনন্ত এবেতি ভাবঃ] ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। কিং চ, এষঃ (জীবঃ) স্ত্রী (স্ত্রীত্বযুক্তঃ) নৈব, ন চ পুমান্ (পুংলিঙ্গঃ), অয়ং নপুংসকঃ (ক্লীবঃ) চ ন [ভবতি]। [কিন্তু] যৎ যৎ

মূলানুবাদ। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক খণ্ডকেও আবার শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, তাহার একভাগের যাহা পরিমাণ, উক্ত জীবও ঠিক তত্তুল্য। অথচ সে তখনও স্বরূপতঃ অনন্তই থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। এই জীব নিশ্চয়ই স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, এবং নপুংসকও নয়। [কর্ম্মানুসারে] যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেইসকল শরীরানুসারে স্ত্রীপুরুষাদিভেদে প্রতীত হয় মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনরপি দৃষ্টান্তান্তরেণ দর্শয়তি বালাগ্রেতি। বালাগ্রস্য শতকৃত্বো ভেদমাপাদিতস্য যো ভাগস্তস্যাপি শতধা কল্পিতস্য ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। লিঙ্গস্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তৎপরিমাণেনায়ং ব্যপদিশ্যতে। স চ জীবস্বরূপেণানন্ত্যায় কল্পতে স্বতঃ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, নৈব স্ত্রীতি। স্বতোঽদ্বিতীয়াপরোক্ষব্রহ্মাত্ম-স্বভাবত্বাৎ নৈব স্ত্রী, ন পুমানেষঃ, নৈব চায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যৎ স্ত্রীশরীরং, পুরুষ-শরীরং বা আদত্তে, তেন তেন স চ বিজ্ঞানাত্মা রক্ষ্যতে সংরক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্ম্মা নাত্মন্যধ্যস্যাভিমন্যতে। স্থূলোঽহং কৃশোঽহং পুমানহং স্ত্রী অহং নপুংসকোঽহম্ ইতি ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

ভ্রমণ) করে। কিসের দ্বারা? না—নিজকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ"ইতি। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-গুহায় থাকে বলিয়া [জীব] অঙ্গুষ্ঠমাত্র, রবিতুল্যরূপ অর্থ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, আর সংকল্প (নানাবিধ ভাবনা) ও অহংকারাদিধর্ম্মযুক্ত এবং বুদ্ধিধর্ম্ম ও জরা প্রভৃতি দেহধর্ম্মযুক্ত। অন্যত্র উক্ত আছে—'জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম। আরাগ্রমাত্র

---

* যুজ্যতে—ইতি পাঠান্তরম্।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী।
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

(স্ত্রীপুরুষত্বাদিবিশিষ্টং) শরীরম্ আদত্তে (গৃহ্ণাতি), সঃ (জীবঃ) তেন তেন (শরীরভেদেন) রক্ষ্যতে (লক্ষ্যতইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । [শরীরগ্রহণকারণমিদানীং দর্শয়তি "সংকল্পন" ইত্যাদিভিঃ।] দেহী (জীবঃ) গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা (গ্রাসাম্বুনোঃ অন্নপানয়োঃ বর্ষণেন) [যথা] আত্ম-বিবৃদ্ধিজন্ম (দেহস্য বৃদ্ধিজন্মনা আত্মনোঽপি বৃদ্ধিং) [অভিমন্যতে]। [তথা] সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈঃ (প্রথমম্ ইদং মেঽস্তু ইত্যাদিরূপং সংকল্পনং, ততঃ স্পর্শনং—ইন্দ্রিয়ৈর্গ্রহণং, পশ্চাৎ দৃষ্টিঃ ভোগঃ, তজ্জৈঃ মোহৈঃ) স্থানেষু (ভোগ-স্থানেষু) অনুক্রমেণ (যথাক্রমং) কর্ম্মানুগানি (স্বকৃতকর্ম্মানুরূপাণি) রূপাণি (স্ত্রী-পুরুষ ক্লীবাদিলক্ষণানি) অভিসংপ্রপদ্যতে (সম্যক্প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ । দেহাভিমানী জীব [যেমন] অন্নপান ভোজনে [দেহের বৃদ্ধিতে] আপনার বৃদ্ধি মনে করে, [ঠিক তেমনই] মানসিক সংকল্প, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ ও ভোগজনিত মোহের ফলে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ বিবিধ রূপ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষাদি ভেদে নানা দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কেন তর্হ্যসৌ শরীরাণ্যাদত্ত ইত্যাহ সঙ্কল্পনেতি। প্রথমং সঙ্কল্পনম্, ততঃ, স্পর্শনং ত্বগিন্দ্রিয়ব্যাপারঃ, ততো দৃষ্টিবিধানম, ততো মোহঃ, তৈঃ সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ শুভাশুভানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে। ততঃ কর্ম্মানুগানি কর্ম্মানুসারীণি স্ত্রীপুংনপুংসকলক্ষণানি অনুক্রমেণ পরিপাকাপেক্ষয়া, দেহী মর্ত্ত্যঃ, স্থানেষু দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিষ্বভিসম্প্রপদ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ গ্রাসাম্বুনোরন্নপানয়োরনিয়তয়োর্বৃষ্টিরাসেচনং নিদানমাত্মনঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্জ্জায়তে যথা, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

—আরা অর্থ যষ্টির অগ্রে বিদ্ধ লৌহকণ্টক (লোহার কাঁটা), তাহার ন্যায় সূক্ষ্ম, জীব জ্ঞানময়রূপে যেন ভিন্নবৎ দৃষ্ট হয়। এখানে 'অপি' অর্থ সম্ভাবনা। অর্থ হইতেছে যে, জলে পতিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায় জীবাত্মাও অপর (ব্রহ্মভিন্নবৎ) সম্ভাবিত বা কল্পিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পুনর্ব্বারও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন "বালাগ্র" ইতি। একটি কেশকে একশত ভাগে খণ্ডিত করিয়া তাহারও একটি ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার যে একভাগ, জীবকে তত্তুল্যপরিমাণ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। কারণ, জীবের উপাধিকৃত লিঙ্গশরীরটি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার পরিমাণেই জীবপরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীব জীবরূপে সূক্ষ্ম হইলেও স্বরূপতঃ আনন্ত্য বা অসীমভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ । আরও, "নৈব স্ত্রী" ইতি। প্রকৃতপক্ষে জীব যখন

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। [উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি "স্থূলানি" ইত্যাদি।] দেহী (দেহাভিমানী জীবঃ) স্বগুণৈঃ (স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবাসনাভিঃ) স্থূলানি (পাষাণাদীনি) সূক্ষ্মাণি বহূনি (দেবাদিময়ানি) রূপাণি (শরীরাণি) বৃণোতি (গৃহ্লাতি)। ক্রিয়াগুণৈঃ (অদৃষ্টৈঃ) আত্মগুণৈঃ (অন্তঃকরণধর্ম্মৈঃ জ্ঞানেচ্ছাদিভিঃ) চ তেষাং (বিষয়াণাং) সংযোগহেতুঃ (সংযোগার্থং) অপরঃ (অন্যঃ দেহান্তরং প্রাপ্তঃ) অপি (সম্ভাবনায়াং) দৃষ্টঃ [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। সেই দেহী স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলে স্থূলসূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং স্বকৃত কর্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনাবশে শব্দাদি বিষয় ভোগের হেতুভূত অপরও হয়, অর্থাৎ ভোগের জন্য ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব অপর বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্থূলানীতি। তানি চ স্থূলান্যশ্মাদীনি। তানি চ সূক্ষ্মাণি তৈজসধাতুপ্রভৃতীনি। বহূনি দেবাদিশরীরাণি। দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈর্ব্বিহিত-প্রতিষিদ্ধবিষয়ানুভবসংস্কারৈর্বৃণোতি আবৃণোতি। ততস্তত্তৎক্রিয়াগুণৈরাত্ম-গুণৈশ্চ স দেহী অপরোঽপি দেহান্তরসংযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

অদ্বিতীয় অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বভাব, তখন সে স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, এবং নপুংসকও নয়, পরন্তু যে যে স্ত্রী শরীর, পুরুষ শরীর বা ক্লীব শরীর গ্রহণ করে, বিজ্ঞানাত্মা (বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা) সেই সেই শরীর অনুসারে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সেই সকল শরীরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া—'আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি নপুংসক' ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই জীব তবে কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"সংকল্পন" ইতি।

প্রথমে সংকল্প—মনে মনে ভালমন্দ কর্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে। উক্ত সংকল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। অনন্তর দেহী (প্রাণী) কর্ম্মানুগ অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী স্ত্রীপুরুষাদিভাবে কর্ম্মফলের পরিপাক অনুসারে দেবতা পশুপক্ষী প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—গ্রাস ও অম্বুর অর্থাৎ অন্ন ও জলের বৃষ্টি—সম্যক্ সেচনে (ভোজন ও পানের দ্বারা) যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "স্থূলানি" ইতি। দেহী—বিজ্ঞানাত্মা (জীব) বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত অদৃষ্টরূপ স্বীয় গুণানুসারে বহুতর স্থূল পাষাণাদি ও সূক্ষ্ম তৈজস ধাতুময় দেবাদিশরীর বরণ করিয়া থাকে। সেই দেহীই আবার

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং মোক্ষোপায়ং তৎপদার্থমাহ—"অনাদ্যনন্তং" ইত্যাদি ।] কলিলস্য মধ্যে (সংসারে) অনাদ্যনন্তং (আদ্যন্তরহিতং) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং (দেবাসুরনরাদিভাবেন স্থিতং) বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং দেবং (পরমাত্মানং) জ্ঞাত্বা (স্বস্বরূপেণ বিদিত্বা) [জীবঃ] সর্ব্বপাশৈঃ (কর্ম্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ । এই সংসারে [জীব] অনাদি অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা ও কর্ম্মফলপ্রদাতা অনেকরূপে অভিব্যক্ত অদ্বিতীয় দেবকে—পরমাত্মাকে জানিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । স এবমবিদ্যাকামকর্ম্মফলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সান্দ্রজলনিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাহংভাবমাপন্নঃ প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজীবং জীবভাবমাপন্নঃ কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাদীশ্বরার্থকর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলোঽনিত্যাদিদর্শনেনোৎপন্নেহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পন্নস্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইত্যাহ—অনাদ্যনন্তমিতি । অনাদ্যনন্তম্ আদ্যন্তরহিতং, কলিলস্য মধ্যে গহনগভীরসংসারস্য মধ্যে, বিশ্বস্য স্রষ্টারমুৎপাদয়িতারম্ অনেকরূপম্, বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং স্বাত্মনা সংব্যাপ্যাবস্থিতং, জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতীরূপং পরমাত্মানং মুচ্যতে সর্ব্বাপাশৈরবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

স্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া ও আত্মগুণে অর্থাৎ মানসিক জ্ঞানবাসনাদি দ্বারা অপরও—দেহান্তর সম্বন্ধও হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই আত্মা এই প্রকারে অবিদ্যা (ভ্রান্তিজ্ঞান), কাম, কর্ম্ম ও তৎফলে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত—আবিল জলমগ্ন অলাবুর ন্যায় [সংসারে] দেহে অহংভাব অর্থাৎ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রেত পশুপক্ষী মনুষ্যাদিযোনিতে জীবভাব লাভ করিয়া, কোন প্রকারে জন্মান্তরীণ পুণ্য প্রভাবে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তগত রাগাদি মলদোষ অপনয়ন করত বিষয়ের অনিত্যতাদি দোষ দর্শনের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া এবং শমদমাদি সাধনসমন্বিত হইয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া বিমুক্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"অনাদ্যনন্তম্" ইতি ।

অনাদ্যনন্ত—আদি-অন্তরহিত এবং কলিলের মধ্যে অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ গভীর সংসারমধ্যে, বিশ্বের স্রষ্টা উৎপাদক, অনেকরূপ, অথচ জগতের এক অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ আপনা দ্বারা সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থিত দেবকে—জ্যোতিঃ

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ৪ ॥ ১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। [কেন রূপেণাসৌ বিজ্ঞেয় ইত্যাহ—"ভাবগ্রাহ্যম্" ইতি।] ভাবগ্রাহ্যং (শুদ্ধান্তঃকরণগম্যং) অনীড়াখ্যং (নাস্তি নীড়ং শরীরম্, আখ্যা নাম চ যস্য তৎ), ভাবাভাবকরং (ভাবস্য অভাবস্য চ কারণং) শিবম্ (আনন্দৈকরসং) কলাসর্গকরং (কলানাং প্রাণাদি-নামান্তানাং সৃষ্টিকারকং) দেবং (পরমাত্মানং) যে বিদুঃ (অভিন্নত্বেন জানন্তি), তে (জ্ঞানিনঃ) তনুং (শরীরং) জহুঃ (ন পুনর্জায়ন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। [তাহাকে কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—"ভাবগ্রাহ্যং" ইতি।] বিশুদ্ধ অন্তঃকরণগম্য, নাম ও শরীর রহিত, সৃষ্টিপ্রলয়কারণ এবং প্রাণাদি নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেবকে অর্থাৎ প্রকাশময় পরমাত্মাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না ॥৫॥১৪॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন পুনরসৌ গৃহ্যত ইত্যাহ—ভাবগ্রাহ্যমিতি। ভাবেন বিশুদ্ধান্তঃকরণেন গৃহ্যত ইতি ভাবগ্রাহ্যম্, অনীড়াখ্যং—নীড়ং শরীরং অশরীরাখ্যম্। ভাবাভাবকরং শিবং শুদ্ধম্ অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তমিত্যর্থঃ। কলানাং ষোড়শানাং প্রাণাদিনামান্তানাং "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদিনা আথর্ব্বণোক্তানাং সর্গকরং দেবং যে বিদুরহমস্মীতি, তে জহুঃ পরিত্যজেয়ুস্তনুং শরীরম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

স্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া [জীব] অবিদ্যা কামকর্ম্মাদি সমস্ত পাশ (বন্ধন) হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কোন্ উপায়ে ইহাকে গ্রহণ করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভাবগ্রাহ্যম্" ইতি। ভাব অর্থ নির্ম্মল অন্তঃকরণ, তাহাদ্বারা জ্ঞাত হয় বলিয়া ভাব গ্রাহ্য, অনীড়াখ্য—নীড় অর্থ শরীর, অনীড়াখ্য অর্থ শরীররহিত, আর ভাবাভাবকর (সর্ব্বকারণ) শিব অর্থ শুদ্ধ—অবিদ্যা ও তৎকার্য্যশূন্য, এবং কলাসর্গকর, কলা অর্থ 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি আথর্ব্বণ শ্রুতিকথিত প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নাম পর্য্যন্ত ষোড়শ কলা, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা দেবকে যাঁহারা জানেন—অভিন্নরূপে অবগত হন, তাঁহারা শরীর পরিত্যাগ করেন (মুক্ত হন) ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [নন্বু সন্তি বহবঃ কালস্বভাবাদিকারণবাদিনঃ, তৎ কথং পরমেশ্বরস্য কলাদিসৃষ্টিকারকত্বং নির্ব্বিচিকিৎসমিত্যত আহ—"স্বভাবম্" ইতি।]

একে (কেচিৎ) কবয়ঃ (প্রজ্ঞাবন্তঃ) স্বভাবং [কারণং] বদন্তি, তথা অন্যে পরিমুহ্যমানাঃ সন্তঃ কালং [কারণং বদন্তি], এষঃ (জগৎসর্গঃ) তু (পুনঃ) দেবস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমা (মাহাত্ম্যং প্রভাব ইতি যাবৎ), যেন (মহিম্না) ইদং ব্রহ্মচক্রং (ব্রহ্মাণ্ডং) লোকে (জগতি) ভ্রাম্যতে (বিপরিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) [দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে ব্যাখ্যাতোঽয়ং মন্ত্রঃ] ॥ ৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। [ভাল কথা, স্বভাব প্রভৃতিকেও কারণ বলে, এরূপ বহু লোক দেখা যায়, অতএব পরমেশ্বরই যে, নির্ব্যূঢ় জগৎকারণ, তাহা কি করিয়া বলা যায়? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"স্বভাবম্" ইতি।]

কোন কোন বিদ্বান্ বস্তুস্বভাবকে [কারণ] বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অপর লোকে আবার বিমোহে পতিত হইয়া কালকে (সময়কে) কারণ বলেন, বাস্তবিক পক্ষে ইহা স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই মহিমা, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নন্বন্যে কালাদয়ঃ কারণমিতি মন্যন্তে, তৎ কথং পুনরীশ্বরস্য কলাসর্গকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বভাবমিতি। স্বভাবমেকে কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি। কালং তথান্যে। কালস্বভাবয়োর্গ্রহণং প্রথমাধ্যায়ে নির্দ্দিষ্টানামন্যেষামপ্যুপলক্ষণার্থম্। পরিমুহ্যমানা অবিবেকিনো বিষয়াত্মানঃ ন সম্যগ্ জানন্তি। তু শব্দোঽবধারণে। দেবস্যৈষ মহিমা মাহাত্ম্যম্। যেনেদং ভ্রাম্যতে পরিবর্ত্ততে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ভাল কথা, অপরে ত কাল ও স্বভাব প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া মনে করে, তবে কি করিয়া ব্রহ্মের কারণতা সিদ্ধ হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"স্বভাবম্" ইতি।

একশ্রেণীর কবিগণ—মেধাবিগণ স্বভাবকে [কারণ] মনে করেন, সেইরূপ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কালকে [কারণ মনে করেন]। এখানে কাল ও স্বভাবের উল্লেখ দ্বারা প্রথমাধ্যায়ে কারণরূপে সম্ভাবিত নিয়তি প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। পরিমুহ্যমান—বিবেকজ্ঞানবর্জ্জিত বিষয়াকৃষ্টচিত্ত লোকেরা যথাযথভাবে জানে না। শ্রুতির 'তু' শব্দটি অবধারণার্থে। ইহা দেবেরই (জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মেরই) মহিমা মাহাত্ম্য (প্রভাব), যাহা দ্বারা এই ব্রহ্ম-চক্র (জগৎ) আবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ৬ ॥ ২

সরলার্থঃ। [ইদানীং পরমেশ্বরস্য মহিমানমেব কীর্ত্তয়তি— "যেন" ইত্যাদিনা।] ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (বস্তু) যেন নিত্যম্ আবৃতম্ (ব্যাপ্তং), সঃ (পরমেশ্বরঃ) জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), কালকারঃ (কালস্যাপি প্রবর্ত্তকঃ), গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বং বেত্তীতি), তেন (পরমেশ্বরেণ) ঈশিতং (শাসিতং প্রেরিতমিতি যাবৎ) [সৎ] কর্ম্ম—পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি (পৃথিবী-জল-তেজোবায়্বাকাশানি, এতদাত্মকং কার্য্যজাতং) বিবর্ত্ততে (প্রাদুর্ভবতি), [তৎ ঈশ্বরতত্ত্বং] চিন্ত্যং (চিন্তনীয়ম্ উপাসনীয়মিত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। যাঁহা দ্বারা সর্ব্বদা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত এবং যিনি জ্ঞানী গুণী সর্ব্ববিদ্ ও কালের প্রবর্ত্তক, তাঁহারই শাসনাধীন হইয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কর্ম্ম (উৎপন্ন বস্তু) বিবর্ত্তমান হইতেছে, অর্থাৎ অসত্য হইয়াও সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহাকে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মহিমানং প্রপঞ্চয়তি—যেনেতি ॥ যেনেশ্বরেণাবৃতং ব্যাপ্তমিদং জগন্নিত্যং নিয়মেন। জ্ঞঃ কালকারঃ কালস্যাপি কর্ত্তা। গুণী অপহতপাপ্মাদিমান্, সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিদ্ যঃ। তেনেশ্বরেণেশিতং প্রেরিতং কর্ম্ম—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম স্রজীব ফণী। হশব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। প্রসিদ্ধং যদেতদীশ্বর-প্রেরিতং কর্ম্ম জগদাত্মনা বিবর্ত্তত ইতি। যৎ পুনস্তৎ কর্ম্ম পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন— "যেন" ইতি। যে ঈশ্বর দ্বারা এই জগৎ নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যাপ্ত, তিনি 'জ্ঞ' (জ্ঞাতা), কালকার অর্থাৎ কালেরও কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক, গুণী—নিষ্পাপত্বাদি গুণ-সম্পন্ন এবং সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্ববিদ্। সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঈশিত—প্রেরিত (তাহারই শাসনে নিষ্পন্ন) কর্ম্ম [চলিতেছে]। এখানে কর্ম্ম অর্থ—যাহা কৃত হয়, যেমন মালাতে সর্প ['বিবর্ত্ত' কার্য্য (১)]। শ্রুতির 'হ' শব্দটি প্রসিদ্ধির। [তাৎপর্য্যার্থ এই যে,] ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রেরিত এই যে কর্ম্ম (কার্য্য)

(১) কার্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক পরিণাম, অপর বিবর্ত্ত। তন্মধ্যে যেখানে কারণ বস্তুটিই কার্য্যাকার ধারণ করে, সেখানে হয়—পরিণাম। যেমন—দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট শরা প্রভৃতি। যেখানে কারণটি অবিকৃতই থাকে, কেবল ভ্রান্তিবশে অন্যপ্রকার দেখা যায়, সেখানে হয় বিবর্ত্ত-কার্য্য, যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত কার্য্য সর্প।

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [চিন্তাপ্রকারমাহ—"তৎ কর্ম্ম" ইতি।] তৎ (পৃথিব্যাদি-রূপং) কর্ম্ম (কার্য্যং) কৃত্বা (উৎপাদ্য) বিনিবর্ত্ত্য (স্থিত্যনুকুলমীক্ষণং কৃত্বা) ভূয়ঃ (পুনশ্চ) তত্ত্বস্য (পরমার্থরূপস্য স্বস্য) তত্ত্বেন—[তত্র বিশেষমাহ] একেন, দ্বাভ্যাং, ত্রিভিঃ, অষ্টভিঃ বা [তত্ত্বৈঃ], (তত্র একেন পৃথিব্যাত্মকেন, দ্বাভ্যাং—পৃথ্বীজলাভ্যাং, ত্রিভিঃ—তেজোঽবন্নলক্ষণৈঃ, অষ্টভিঃ ভূমি-জল-তেজো-বায়্বাকাশ-মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণৈঃ তত্ত্বৈঃ, [ন কেবলং এভিরেব,] কালেন চ, সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ (অন্তঃকরণধর্ম্মৈঃ কামাদিভিঃ) যোগং সমেত্য (আত্মনঃ সত্তালক্ষণং তত্ত্বং জড়তত্ত্বেষু সংযোগ্য) [স্থিতম্ ইতি শেষঃ]। [অথবা তত্ত্বস্য চিদানন্দস্বরূপস্য একেন অবিদ্যারূপেণ, দ্বাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং, ত্রিভিঃ—সত্ত্ব-রজস্তমোগুণৈঃ, অষ্টভিঃ—পঞ্চমহাভূত-মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণৈঃ। তত্ত্বেন, তত্ত্বাভ্যাং তত্ত্বৈরিতি যথাযথমূহনীয়ম্। এবমাদিরূপং ব্যাখ্যান্তরমপি সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্।] ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। যিনি সেই পৃথিবী প্রভৃতি কর্ম্ম (উৎপাদ্য বস্তু) উৎপাদন করিয়া এবং সেই সমুদয়কে ঈক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেই সকল জড়পদার্থের অবস্থা বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এক দুই তিন বা আট প্রকার মূলতত্ত্বের সহিত এবং কাল ও সূক্ষ্ম অন্তঃকরণগত কামাদিগুণের সহিত আপনার তত্ত্ব (সত্তা) সংযোজিত করিয়া অবস্থান করেন, [তিনি চিন্তনীয়] ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ প্রথমাধ্যায়ে চিন্ত্যমিত্যুক্তম্, এতদেব প্রপঞ্চয়তি—তদিতি ॥ তৎ কর্ম্ম পৃথিব্যাদি সৃষ্ট্বা, বিনিবর্ত্ত্য প্রত্যবেক্ষণং কৃত্বা, ভূয়ঃ পুনস্তস্যাত্মনস্তত্ত্বেন ভূম্যাদিনা যোগং সমেত্য সঙ্গময্য। ণিলোপো দ্রষ্টব্যঃ। কতিবিধৈঃ প্রকারৈঃ। একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা প্রকৃতিভূতৈস্তত্ত্বৈঃ। তদুক্তম্—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥" ইতি ॥
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চান্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, সেই কর্ম্মই পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতই তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম্ম ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমাধ্যায়ে যাহা "চিন্ত্য" (চিন্তার—উপাসনার বিষয়) বলা হইয়াছে, এখন তাহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—"তৎ" ইতি।

[পরমেশ্বর] তৎ কর্ম্ম—পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই পৃথিব্যাদি-তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের সংযোগ সম্পাদন

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।

সন্বয়ার্থঃ। [ইদানীং কর্ম্মারম্ভস্য প্রয়োজনং নির্দ্দিশতি—"আরভ্য" ইতি।] যঃ গুণান্বিতানি (ত্রিগুণময়ানি) কর্ম্মাণি (পৃথিব্যাদীনি) আরভ্য (উৎপাদ্য) [তেষু] সর্ব্বান্ ভাবান্ (তত্তদ্বিশেষধর্ম্মান্) বিনিযোজয়েৎ (সন্নিবেশয়েৎ), তেষাং (কর্ম্মণাং) অভাবে (নিষ্কামতয়া আত্মনি সম্বন্ধাভাবে সতি) কৃতকর্ম্মনাশঃ (কৃতানাং স্বানুষ্ঠিতানামপি কর্ম্মণাং) নাশঃ (নৈষ্ফল্যং [ভবতীতি শেষঃ]

মূলানুবাদ। এখন কর্ম্মারম্ভের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন—"আরভ্য" ইত্যাদি।

যিনি ত্রিগুণাত্মক পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যবস্তু উৎপাদন করিয়া সে সকলের বিশেষ স্বভাব বা ধর্ম্ম যোজনা করিয়াছিলেন, সেই সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিলে, কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আত্মা লিপ্ত হয় না, সুতরাং সে সকল কৃত কর্ম্মের বিনাশ বা ক্ষয়

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং কর্ম্মণাং মুখ্যবিনিয়োগং দর্শয়তি—আরভ্যেতি। আরভ্য কৃত্বা কর্ম্মাণি গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিরন্বিতানি ভাবাংশ্চাত্যন্তবিশেষান্ বিনিযোজয়েদীশ্বরে সমর্পয়েৎ যঃ। তেষামীশ্বরে সমর্পিতত্বাদাত্মসম্বন্ধাভাবস্তদভাবে পূর্ব্বকৃতকর্ম্মণাং নাশঃ। উক্তঞ্চ—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

করিয়া* কত প্রকারে? এক পৃথিবী তত্ত্ব; এইরূপ দুই তিন বা আট প্রকার প্রকৃতিরূপ তত্ত্বের এবং কাল ও সূক্ষ্ম আত্মগুণ—অর্থাৎ অন্তঃকরণ ধর্ম্মের কামাদির সহিত [সংযোগ সম্পাদন করিয়া]। আট প্রকার প্রকৃতির কথা অন্যত্র উক্ত আছে—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকার প্রকৃতি আমার প্রথমোক্ত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র॥ ৬॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন কর্ম্ম সমূহের মুখ্য বিনিয়োগ বা প্রধান লক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছেন—"আরভ্য" ইতি। যে ব্যক্তি সত্ত্বাদিগুণ সম্পর্কিত কর্ম্ম সমূহ আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ সমাপ্ত করিয়া সেই সকল কর্ম্ম ও ভাব সমূহ যাহা অত্যন্ত ভিন্নরূপ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমর্পণ করে তাহার কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়ায় সেই সকল কর্ম্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘটে না, সম্বন্ধের অভাবে পূর্ব্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম তখন বিনষ্ট হয়। একথা উক্তও আছে—'হে কৌন্তেয় (কুন্তিপুত্র—

* এখানে সমেত্য সঙ্গময্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (ণির লোপ)।

তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥
আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ ।

কর্ম্মক্ষয়ে সতি সঃ (শুদ্ধসত্ত্বঃ পুরুষঃ) অন্যঃ (অবিদ্যাতৎকার্য্যেভ্যঃ পৃথক্) যাতি (ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ । [বিষয়াকৃষ্টচিত্তোঽপি কথং নু তৎ বিজানীয়ুরিত্যত আহ —"আদিঃ (সর্ব্বকারণং) অকলঃ (প্রাণাদিনামপর্য্যন্তাঃ যাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তদ্‌রহিতঃ) অপি (নিশ্চয়ে) সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (শরীরসংযোগ-নিমিত্তম্ অবিদ্যা, তস্য হেতুঃ প্রেরয়িতা), ত্রিকালাৎ (অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যদ্রূ-

হয় । কর্ম্মক্ষয় হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন সে নিজে উক্ত পৃথিব্যাদি তত্ত্ব হইতে অন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ । যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগে রত, তাহারা কি উপায়ে ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহা বলিতেছেন—"আদি" ইত্যাদি ।

যে পরমেশ্বর সকলের আদি কারণ, প্রাণাদি নামান্ত ষোড়শ কলারহিত

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥" ইতি ।

কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বো যাতি তত্ত্বতোঽন্যস্তত্ত্বেভ্যঃ প্রকৃতিভূতেভ্যোঽন্যোঽবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মত্বেনাবগচ্ছন্নিত্যর্থঃ । অন্যদিতি পাঠে তত্ত্বেভ্যো যদন্যৎ ব্রহ্ম, তদ্ যাতীতি ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । উক্তস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্ন উত্তরে মন্ত্রাঃ প্রস্তূয়ন্তে—কথং নাম বিষয়বিষান্ধাঃ কথং নাম ব্রহ্ম জানীয়ুরিত্যত আহ—আদিরিতি ॥ আদিঃ কারণং

অর্জ্জুন), তুমি যাহা কিছু কার্য্য কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর। এরূপ করিলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্মময় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। যে লোক ফলাকাঙ্ক্ষা পরি-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, ঠিক তেমন সেও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী হয় না। যোগিগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ইতি ।

কর্ম্মক্ষয় হইলে পর শুদ্ধসত্ত্ব যোগী অবিদ্যা ও তৎকার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং আপনাকে সচ্চিদানন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অনুভব করত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সমস্ত তত্ত্ব হইতে অন্য হন, অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করেন। মূলে যদি 'অন্যৎ' পাঠ থাকে, তাহা হইলে অর্থ এই যে, তত্ত্ব হইতে অন্য যে ব্রহ্ম, তাহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । উক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥ ৬ ॥ ৫

পাৎ) পরঃ (কালাতীত ইতি ভাবঃ) দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ) পূর্ব্বং (তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-জনিতজ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বং) বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মকং) ভবভূতং (জগৎপ্রসবিতারং) ঈড্যং (স্তোত্রযোগ্যং) স্বচিত্তস্থং (অন্তর্যামিরূপেণ হৃদয়ে বসন্তম্) তং দেবং (পরমেশ্বরং) [জানীয়াৎ ইতি পূরণীয়ম্] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

বলিয়া অকল, দেহ লাভের কারণীভূত অবিদ্যারও হেতুস্বরূপ, এবং ত্রিকালের অতীত, বিশ্বরূপ জগৎকারণ, স্তবনীয় ও স্বীয় চিত্তস্থ সেই পরমেশ্বরকে আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে [উপাসনা করিবে] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বস্য শরীরসংযোগনিমিত্তানামবিদ্যানাং হেতুঃ। উক্তঞ্চ—"এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইতি। পরস্ত্রিকালাদতীতানাগত-বর্ত্তমানাৎ। উক্তঞ্চ—"যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে, মৃতম্" ইতি। কস্মাৎ? যস্মাদকলোঽসৌ ন বিদ্যন্তে কলাঃ প্রাণাদিনামান্তা অস্যেত্যকলঃ। কলাবদ্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্ন-মুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, অয়ং পুনরকলো নিষ্প্রপঞ্চঃ। তস্মান্ন কালত্রয়পরিচ্ছিন্ন-মুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ। তং বিশ্বানি রূপাণ্যস্যেতি বিশ্বরূপম্। ভবত্যস্মাদিতি ভবঃ। ভূতমবিতথস্বরূপং। ঈড্যং দেবং স্বচিত্তস্থং উপাস্য অয়মহমস্মীতি সমাধানং কৃত্বা পূর্ব্ববাক্যার্থজ্ঞানোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

লোকসকল বিষয়ান্ধ হয়, আর কি উপায়েই বা ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাপনের জন্য বলিতেছেন—"আদি" ইতি।

তিনিই আদি অর্থাৎ জীবগণের শরীর গ্রহণের হেতুভূত অবিদ্যার (ভ্রান্তি জ্ঞানের) কারণ। অন্যত্রও উক্ত আছে—'ইনিই শুভ কর্ম্ম করান, এবং ইনিই মন্দ কর্ম্মও করান' ইতি। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের পর—অতীত অর্থাৎ তিনি নিত্যসিদ্ধ। অন্যত্রও উক্ত আছে—'যাহার নিম্নে সংবৎসর দিন সমূহ দ্বারা আবর্ত্তন করে। দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি এবং আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করেন' ইতি। কেন [তিনি কালাতীত]? যেহেতু তিনি অকল প্রাণাদি নামপর্য্যন্ত যে ষোড়শ কলা, তাহা তাঁহার নাই, নাই বলিয়াই অকল। কারণ, কলাবিশিষ্ট বস্তুই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এবং জন্মে ও মরে, ইনি ত অকল—নিষ্প্রপঞ্চ (সর্ব্বপ্রকার অংশাংশিভাবশূন্য)। সেই কারণেই কালত্রয়-পরিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপন্ন বা বিনষ্ট হন না। সকল রূপই তাঁহার রূপ (মূর্ত্তি), এই কারণে তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া তিনি ভব। অচ্যুতস্বভাব বলিয়া ভূত, ঈড্য—স্তুতিযোগ্য, পূর্ব্ব-বাক্যানুযায়ী জ্ঞান লাভের অগ্রে নিজ হৃদয়স্থ এই দেবকে উপাসনা করিয়া 'আমি এতৎস্বরূপ' এইরূপে একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া—॥ ৬ ॥ ৫ ॥

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [পুনরপি তমেব পরমেশ্বরং বর্ণয়তি—"স বৃক্ষ" ইতি।]

সঃ (পরমেশ্বরঃ) বৃক্ষ-কালাকৃতিভিঃ (বৃক্ষরূপেণ কল্পিতস্য সংসারস্য, কালস্য চ যা আকৃতয়ঃ শোকমোহাদয়ঃ ভূতভাবিত্বাদয়শ্চ, তাভিঃ তাভ্য ইত্যর্থঃ) পরঃ (অন্যঃ পৃথক্), যস্মাৎ (পরমেশ্বরাৎ) অয়ং প্রপঞ্চঃ (জগৎ) পরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনরাবির্ভবতি), ধর্ম্মাবহং (ধর্ম্মানুকূলং) পাপনুদং (পাপনাশনং) ভগেশং (ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তং), আত্মস্থম্ (অন্তর্যামিনং) অমৃতং (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতং) বিশ্বধাম (জগদাশ্রয়ভূতং) তং (পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা (স্বাত্মত্বেন দৃষ্ট্বা) [তত্ত্বতোঽন্যঃ যাতি ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। পুনশ্চ পরমেশ্বরের বর্ণনা করিতেছেন—"স বৃক্ষ" ইত্যাদি।

তিনি (পরমেশ্বর) বৃক্ষাকৃতি-সংসারবৃক্ষের ধর্ম্ম—শোক মোহাদি ও কালাকৃতি—কালের ধর্ম্ম ভূতভবিষ্যদ্ভাব প্রভৃতি, সে সমুদয়ের অতীত—ভিন্ন বস্তু, যাহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে। তিনি ধর্ম্মজনক ও পাপনাশক, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিশ্বের আশ্রয় অমৃতময় অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া [জড়তত্ত্ব হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করে] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তমেব দর্শয়তি—স বৃক্ষেতি। সঃ বৃক্ষাকারেভ্যঃ কালাকারেভ্যঃ পরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ। বৃক্ষঃ সংসারবৃক্ষঃ। উক্তঞ্চ—"ঊর্দ্ধমূলো হ্যবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইতি। অন্যঃ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। যস্মাদীশ্বরাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে। ধর্ম্মাবহং পাপনুদম্। ভগস্যৈশ্বর্য্যাদেরীশং স্বামিনং জ্ঞাত্বা আত্মস্থম্ আত্মনি বুদ্ধৌ স্থিতং, অমৃতমমরণধর্ম্মাণং, বিশ্বধাম বিশ্বস্যাধারভূতং যাতি। স তত্ত্বতোঽন্য ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পুনশ্চ সেই বিষয়ই প্রদর্শন করিতেছেন—"স বৃক্ষ" ইত্যাদি।

তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্তু হইতে ভিন্ন, এই কারণে বৃক্ষকালাকৃতির পর বলা হইয়াছে। এখানে বৃক্ষ অর্থ—সংসার বৃক্ষ। 'এই সনাতন অশ্বত্থের (সংসারবৃক্ষের) মূল ঊর্দ্ধে ও শাখা (বিস্তার) নিম্নদিকে অর্থাৎ পরমেশ্বর ইহার মূল, এবং সংসার-প্রপঞ্চ ইহার শাখাস্থানীয়),' এই বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে। [বৃক্ষাকৃতির] অন্য অর্থ—সংসার-প্রপঞ্চ দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট নহেন, যেহেতু ঈশ্বর হইতেই সংসার-প্রপঞ্চের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ । [অতঃপরং তদ্বিষয়ে বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি "তমীশ্বরাণাম্" ইত্যাদি ।]

ঈশ্বরাণাং (চতুর্মুখাদীনাং) পরমং (নিরতিশয়ং) মহেশ্বরং (নিয়ামকং), দেবতানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) চ (অপি) পরমং দৈবতং (দেবত্বাপাদকং), পতীনাং (প্রজাপতীনাং) পরমং পতিং, পরস্তাৎ (অক্ষরাদপি পরং) ঈড্যং ভুবনেশং (জগন্নিয়ামকং) তং দেবং (পরমেশ্বরং) বিদাম (অপরোক্ষতয়া জানীম ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ । [এখন ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অনুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন "পতিং" ইত্যাদি—]

ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বরদিগেরও নিরঙ্কুশ মহেশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দৈবত (দেবত্বপ্রদ) এবং প্রজাপতিগণেরও পতি বা শাসনকর্ত্তা, অক্ষর ব্রহ্মেরও পরবর্ত্তী এবং ভুবনাধিপতি ও স্তুতিপাত্র সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমরা (জ্ঞানিগণ) প্রত্যক্ষরূপে জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । ইদানীং বিদ্বদনুভবং দর্শয়ন্নুক্তমর্থং দৃঢ়ীকরোতি— তমীশ্বরাণামিতি । তমীশ্বরাণাং বৈবস্বতযমাদীনাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানামিন্দ্রাদীনাং পরমঞ্চ দৈবতং, পতিং পতীনাং প্রজাপতীনাং, পরমং পরস্তাৎ পরতোঽক্ষরাৎ । বিদাম দেবং দ্যোতনস্বভাবম্ । ভুবনানামীশং ভুবনেশম্ । ঈড্যং স্তুত্যম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

থাকে, [অতএব অস্পৃষ্ট], ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়), ও পাপনুদ (পাপনাশক), ভগ অর্থ ঐশ্বর্য্য, তাহার প্রভু, আত্মাতে—বুদ্ধিতে অবস্থিত, মরণধর্ম্মরহিত, বিশ্বধাম ও সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ দেবকে জানিয়া প্রকৃত্যাদি ভূতপর্য্যন্ত তত্ত্ব হইতে অন্য হয়, অর্থাৎ অন্যত্ব উপলব্ধি করে, এই অংশের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র— জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখন জ্ঞানীর অনুভবপ্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বকথিত বিষয়টি দৃঢ়তর করিতেছেন—"তম্ ঈশ্বরাণাম্" ইতি ।

সূর্য্যপুত্র যমপ্রভৃতি ঈশ্বরগণের (লোকপালগণের) মহান্ ঈশ্বর (প্রভু), ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা, এবং প্রজাপতিদিগেরও পতি অর্থাৎ প্রভু, অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও পরম স্তবনীয় ও প্রকাশস্বভাব সেই জগৎপতিকে আমরা জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।

সরলার্থঃ। [অথ তস্য মহেশ্বরত্বমেব সমর্থয়ন্নাহ "ন তস্য" ইতি।]
তস্য (পরমেশ্বরস্য) কার্য্যং (শরীরং) করণং (চক্ষুরাদিকং) চ ন বিদ্যতে। তৎ (তস্য) সমঃ (সমধর্ম্মা) অভ্যধিকঃ (ততো জ্যায়ান্) চ ন দৃশ্যতে (ন শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ)। অস্য বিবিধা (অনেকপ্রকারা) এব স্বাভাবিকী (স্বতঃ-সিদ্ধা) শক্তিঃ, জ্ঞান-বলক্রিয়া চ (জ্ঞানক্রিয়া—সর্ব্ববিষয়েষু জ্ঞানলাভঃ, বলক্রিয়া—সন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বনিয়মনং চ) শ্রূয়তে [বেদেষু] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। কিংচ, "ন তস্য" ইতি। [যস্মাদেবং, তস্মাৎ] লোকে (জগতি) তস্য কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) পতিঃ (প্রভুঃ) ন অস্তি (নৈবাস্তীত্যর্থঃ), ঈশিতা চ (নিয়ামকোঽপি) ন [অস্তি], তস্য লিঙ্গং চ (অনুমাপকং গুণক্রিয়াদি)

মূলানুবাদ। তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমান বা অধিকও (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও) দৃষ্ট হয় না। ইহার স্বভাবসিদ্ধ নানাপ্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং জ্ঞানক্রিয়া (সর্ব্বজ্ঞতা) ও বলক্রিয়া (সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা) বেদে শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। [যেহেতু তিনি এমন, সেইহেতু] জগতে তাঁহার অধিপতি কেহ নাই, শাসনকর্ত্তাও নাই; এবং যাহাতে অনুমান দ্বারা তাঁহাকে

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং মহেশ্বরমিত্যাহ—ন তস্যেতি। ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া চ বলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বং বশীকৃত্য নিয়মনম্ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন তস্যেতি ॥ যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্য কশ্চিৎ পতি-

---

ভাষ্যানুবাদ। তিনি মহেশ্বর কিসে? তাহা বলিতেছেন—"ন তস্য" ইতি। তাঁহার কার্য্য—শরীর ও করণ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইঁহার নানাপ্রকার শক্তি শ্রুত হয়। সেই শক্তি ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বলক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান, এবং বলক্রিয়া—তাহার কেবল সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীকৃত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা, [ইহা শ্রুত হয়] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু তিনি এইপ্রকার, সেইহেতু জগতে তাঁহার

স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥
যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥* ৬ ॥ ১০ ॥

ন এব [অস্তি]। সঃ (পরমেশ্বরঃ) কারণং (সর্ব্বকারণং) করণাধিপাধিপঃ (করণানাং ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিপঃ—জীবঃ, তস্যাপি অধিপতিরিত্যর্থঃ)। [অতএব] কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) অস্য জনিতা (উৎপাদকঃ) চ ন, অধিপঃ চ ন [অস্তি] ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মদর্শিনোঽনুভবং দর্শয়ন্নাহ—"যস্তন্তুনাভঃ" ইতি। যঃ একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) তন্তুনাভঃ (লূতাকীটঃ) তন্তুভিঃ (স্বপ্রসূতৈঃ সূত্রৈঃ) ইব, স্বভাবতঃ (স্বপ্রয়োজন-নৈরপেক্ষ্যেণ) প্রধানজৈঃ (প্রকৃতিজাতৈঃ নাম-রূপ-কর্ম্মভিঃ) স্বম্ (আত্মানং) আবৃণোৎ (আবৃণোতি), সঃ (পরমেশ্বরঃ) নঃ (অস্মাকং) ব্রহ্মাপ্যয়ং (ব্রহ্মণা একীভাবং) দধাৎ (দধাতু ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

জানিতে পারা যায়, এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্নও তাঁহার নাই। অতএব তিনি সকলের কারণ, করণাধিপ জীবেরও অধিপতি। ইঁহার কেহ জন্মদাতা নাই, এবং অধিপতিও নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। তন্তুনাভ (মাকড়সা) যেমন তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তেমনি যে একদেব স্বভাবতঃ কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রধান হইতে উৎপন্ন নাম রূপ ও কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে ব্রহ্মাপ্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয় বা একীভাব প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

রস্তি লোকে। অতএব ন তস্যেশিতা নিয়ন্তা। নৈব চ তস্য লিঙ্গং চিহ্নং ধূমস্থানীয়ং, যেনানুমীয়েত। স কারণং সর্ব্বস্য কারণম্। করণাধিপাধিপঃ পরমেশ্বরঃ। যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা জনয়িতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং মন্ত্রদৃগভিপ্রেতমর্থং প্রার্থয়তে—যস্তন্তুনাভ ইতি। যথোর্ণনাভিরাত্মপ্রভবৈস্তন্তুভিরাত্মানমেব সমাবৃণোৎ, তথা প্রধানজৈরব্যক্তপ্রভবৈর্নামরূপকর্ম্মভিঃ তন্তুস্থানীয়ৈঃ স্বমাত্মানমাবৃণোতি সংছাদিতবান্, সঃ নো মহ্যং ব্রহ্মণ্যপ্যয়ং একীভাবং দদাত্বিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

কেহ পতি বা প্রভু নাই; এই কারণেই তাঁহার কেহ ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক নাই এবং তাঁহার কোনও লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক চিহ্ন নাই; যেমন বহ্নির অনুমাপক ধূম, তেমনি তাঁহাকে অনুমান করিবার কোনও চিহ্ন নাই। তিনি সকলের কারণ, এবং করণাধিপ জীবেরও অধিপতি। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেইহেতু তাঁহার উৎপাদক (জন্মদাতা) বা অধিপতি কেহ নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

* দেব একঃ স্বমাবৃণোতি স নো দধাতু ব্রহ্মাব্যয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। [পুনরপি তমেব বিশদীকৃত্য দর্শয়ন্নাহ—"একঃ" ইতি।] সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (অদৃশ্যতয়া প্রচ্ছন্নঃ), সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (কর্ম্মফলপ্রদাতা), সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামী। সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসয়তি স্থাপয়তীতি বা), সাক্ষী (সাক্ষাদ্ দ্রষ্টা), চেতা (চেতনঃ), কেবলঃ (উপাধিবর্জ্জিতঃ), তথা নির্গুণঃ (সত্ত্বাদিগুণসম্বন্ধরহিতঃ) চ একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) [অস্তীতি শেষঃ] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সমস্ত ভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরবস্থিত কর্ম্মফলপ্রদাতা সর্ব্বসাক্ষী, চেতন, উপাধিবর্জ্জিত ও নির্গুণ একদেব (পরমেশ্বর) [আছেন] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তমেব করতলন্যস্তামলকবৎ সাক্ষাদ্দর্শয়ন্ তদ্বিজ্ঞানাদেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নান্যেনেতি দর্শয়তি মন্ত্রদ্বয়েন—"একো দেব" ইতি ॥

একোঽদ্বিতীয়ো দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বপ্রাণিষু সংবৃতঃ। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা স্বরূপভূত ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্রকর্ম্মাধিষ্ঠাতা। সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বপ্রাণিষু বসতীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সাক্ষী সর্ব্বদ্রষ্টা। সাক্ষাদ্দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়ামিতি স্মরণাৎ। চেতা চেতয়িতা। কেবলো নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন মন্ত্রদর্শী ঋষি অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন—"যঃ তন্তুনাভ" ইতি। তন্তুনাভ যেরূপ আপনার তন্তুসমূহ দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেইরূপ যিনি তন্তুস্থলবর্ত্তী প্রধানজাত অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিপ্রসূত নাম-রূপ ও কর্ম্মদ্বারা নিজে নিজেকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি আমার নিমিত্ত ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয়—ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব (তন্ময়তা) বিধান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। করামলকন্যায়ে পুনরায় তাহারই স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাকে জানিলেই যে, পরমপুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এখন তাহা দুইটি মন্ত্রে প্রদর্শন করিতেছেন—"একো দেবঃ" ইতি। এক অর্থ অদ্বিতীয়, যাহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই। দেব অর্থ প্রকাশময়, সমস্ত ভূতের মধ্যে গূঢ়, সর্ব্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের স্বরূপভূত। কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থ—সমস্ত প্রাণীর অনুষ্ঠিত বিবিধ কর্ম্মের ফল-নিয়ামক। সমস্ত প্রাণীতে বাস করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বভূতাধিবাস। সর্ব্বভূতের

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, বশী (স্বাধীনঃ) যঃ একঃ (পরমেশ্বরঃ) নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং (জীবানাং) [নিমিত্তং] একং বীজং (ভূতসূক্ষ্মং) বহুধা (অনেকরূপং) করোতি, আত্মস্থং (বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতং) তং দেবং যে ধীরা অনুপশ্যন্তি (নিত্যমনুভবন্তি), তেষাম্ [এব] শাশ্বতং (সার্ব্বকালিকং) সুখং (তৃপ্তিঃ) [ভবতি], ইতরেষাম্ (অনাত্মদর্শিনাং তু) ন, (শাশ্বতং সুখং নৈব ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। অপিচ, বশী (স্বাধীন) যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ক্রিয়াহীন বহুর (জীবের) নিমিত্ত এক বীজকে অর্থাৎ বীজরূপে স্থিত প্রকৃতি বা ভূতসূক্ষ্মকে বহুভাগে বিভক্ত করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মস্থ সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) দর্শন করে, তাহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপর সকলের হয় না ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। একো বশীতি। একো বশী স্বতন্ত্রঃ নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং জীবানাং, সর্ব্বা হি ক্রিয়া নাত্মনি সমবেতাঃ, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়েষু। আত্মা তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ কূটস্থঃ সন্নানাত্মধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যাভিমন্যতে— কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলো মনুষ্যোঽমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তেতি। উক্তঞ্চ—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ॥" ইতি ॥

একং বীজং বীজস্থানীয়ং সূক্ষ্মভূতং বহুধা যঃ করোতি, তমাত্মস্থং বুদ্ধৌ স্থিতং যেঽনুপশ্যন্তি সাক্ষাজ্জানন্তি তে ধীরাঃ বুদ্ধিমন্তস্তেষামাত্মবিদাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষামনাত্মবিদাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সাক্ষী—সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, কারণ, [ব্যাকরণ শাস্ত্রে] সাক্ষাৎ দ্রষ্টাকেই 'সাক্ষী' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। চেতা অর্থ চেতয়িতা—চেতন বা চৈতন্যসম্পন্ন, কেবল অর্থ কোনপ্রকার উপাধিবিশেষ বা ধর্ম্ম তাঁহার নাই। নির্গুণ অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরহিত ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "একঃ বশী" ইত্যাদি। বশী অর্থ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন বহুজীবের তিনি নিয়ন্তা। ক্রিয়ামাত্রই আত্মসমবেত (আত্মাশ্রিত) নহে, পরন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিগত ; আত্মা স্বভাবতই নিষ্ক্রিয় ও

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

সন্বয়ার্থঃ । যঃ নিত্যানাং নিত্যঃ (অর্থাৎ জীবানাং নিত্যত্বকারণং), চেতনানাং, চেতনঃ অর্থাৎ চৈতন্যপ্রদঃ), একঃ (একোঽপি সন্) বহূনাং (জীবানাং) কামং ভোগং বিদধাতি। সাংখ্যযোগাধিগম্যং (সাংখ্যযোগবলেন দ্রষ্টব্যম্) তৎ কারণং দেবং (ব্রহ্ম) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা-তৎকার্য্য-রূপৈঃ) মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ । যিনি নিত্যের নিত্য অর্থাৎ নিত্যতা সম্পাদক, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ), এবং এক হইয়াও বহুর কামভোগ বিধান করেন। সাংখ্য-যোগলভ্য সেই সর্ব্বকারণ দেবকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া অবিদ্যা ও তৎ-কার্য্যরূপ সমস্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ, নিত্য ইতি। নিত্যো নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে, তন্নিত্যত্বেন তেষামপি নিত্যত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা পৃথিব্যাদীনাং মধ্যে। তথা চেতনশ্চেতনানাং প্রমাতৃণাং মধ্যে। একো বহূনাং জীবানাং যো বিদধাতি প্রযচ্ছতি কামান্ কামনিমিত্তান্ ভোগান্। সর্ব্বস্য সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতির্ম্ময়ং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরবিদ্যাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

নির্গুণ সত্ত্বাদিগুণরহিত, এবং কূটস্থ (নির্ব্বিকার) হইয়াও অনাত্মা—দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম (গুণক্রিয়াদি) আপনাতে আরোপ করিয়া—আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, কৃশ, স্থূল, মনুষ্য—অমুকের পুত্র ও পৌত্র ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে—

'প্রকৃতির গুণপরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-রাশিকে অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা (যাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে মোহপ্রাপ্ত, সেই লোক) আমি (আত্মা) করিতেছি বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু হে মহাবাহো অর্জ্জুন, যথাযথভাবে গুণকর্ম্মের বিভাগজ্ঞ পুরুষ কিন্তু মনে করেন যে, ত্রিগুণের পরিণাম-ভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই গুণপরিণাম শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের উপর কার্য্য করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি এই সকল কার্য্যতে 'আমি কর্ত্তা বা আমার কর্ম্ম' বলিয়া আসক্তি করেন না। যাহারা প্রকৃতির ত্রিগুণে বিমূঢ় (বিবেক করণে অসমর্থ), কেবল তাহারাই উহাতে আসক্ত হয়' ইতি।

যিনি একজাতীয় বীজকে—বীজেরই মত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে বহুপ্রকারে পরিণত করেন, যে সকল ধীর—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আত্মস্থ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন, সেই আত্মবিদ্গণেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপর সকলের—অনাত্মজ্ঞদিগের তাহা হয় না ॥ ৬ ॥ ১২

न তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ ;
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । [পুনরপি তদ্বিশেষং বর্ণয়তি—"ন তত্র" ইতি।] তত্র (পরমেশ্বরে) সূর্য্যঃ ন ভাতি (সূর্য্যঃ তং ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ), চন্দ্রতারকং (চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ) ন [ভান্তি], ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (ভাতীতি ভাবঃ)। [যতঃ] তম্ এব ভান্তং (প্রকাশমানং সন্তং) অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে)। [কিং বহুনা,] সর্ব্বম্ ইদং (জগৎ) তস্য ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি (দীপ্যতে)। [নহি প্রকাশ্যঃ প্রকাশকং প্রকাশয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ] ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ । পুনরায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"ন তত্র" ইত্যাদি।

তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ পায় না, [এ সকলই যখন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তখন] এই অগ্নির আর কথা কি ? [অধিক কি,] তিনি প্রকাশমান আছেন বলিয়াই অপর সকলে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার প্রকাশেই এই সকল বস্তু দীপ্তি পাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কথং চেতনশ্চেতনানামিত্যুচ্যতে—ন তত্রেতি। তত্র তস্মিন্ পরমাত্মনি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ন ভাতি ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বাত্মনো রূপজাতং প্রকাশয়তি, ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি। কুতোঽয়মগ্নিরস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা, যদিদং জগদ্ভাতি, তমেব স্বতো ভারূপত্বাদ্ ভান্তং দীপ্যমানমনুভাত্যনুদীপ্যতে। যথা লোহাদি বহ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতঃ। তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি ভাতি। উক্তঞ্চ "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ"। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ" ইতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । আরও,—"নিত্যঃ" ইতি। নিত্য জীবগণের মধ্যে তিনি নিত্য, কারণ, তাঁহার নিত্যতাতেই জীবগণের নিত্যতা ; অথবা অনিত্য পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে [তিনি নিত্য], সেইরূপ যাহারা চেতন প্রমাতা, তাহাদিগের মধ্যে তিনি চেতন, অর্থাৎ তাঁহার চৈতন্যেই অপরের চৈতন্য হয়, এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম—কামনাধীন ভোগ বিধান করেন—প্রদান করেন। সাংখ্যযোগের সাহায্যে অধিগম্য বা প্রাপ্য (১) সেই জ্যোতির্ম্ময়কে জানিয়া অবিদ্যা ও তন্মূলক কর্ম্মাদিরূপ পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

(১) সাংখ্যযোগ অর্থ—যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ চেতন আত্মা ও অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

সন্বলার্থঃ। অস্য ভুবনস্য মধ্যে (অখিলে জগতি) একঃ (এক এব) হংসঃ (হন্তি অবিদ্যা-তৎকার্য্যাণীতি হংসঃ পরমাত্মা) [অস্তি], [নান্যৎ কিঞ্চন ইতি ভাবঃ।] স এব অগ্নিঃ (অগ্নিরিব) সলিলে (পঞ্চমাহুতিপরিণতে

মূলানুবাদ। এই ভুবনের মধ্যে একই হংস (পরমাত্মা) [বিরাজমান আছেন, অপর কিছু নাই]। তিনিই জলময় পঞ্চমী আহুতির পরিণামময় এই দেহে অগ্নি, অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অবিদ্যাদাহক [অথবা, জল ও অগ্নি যেমন

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যত ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে, নান্যেনেত্যত্রাহ—এক ইতি। একঃ পরমাত্মা, হন্ত্যবিদ্যাদিবন্ধ-কারণমিতি হংসঃ। ভুবনস্যাস্য ত্রৈলোক্যস্য মধ্যে নান্যঃ কশ্চিৎ। কস্মাৎ। যস্মাৎ স এবাগ্নিঃ। অগ্নিরিবাগ্নিরবিদ্যাতৎকার্য্যস্য দাহকত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। কিরূপে তিনি চেতনেরও চেতন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "ন তত্র" ইতি। সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক সূর্য্যও সেই পরমাত্মাতে প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সূর্য্য তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার (সূর্য্যের) স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ চন্দ্র ও তারকাগণ এবং এইসকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না। [যখন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিরই এই অবস্থা, তখন] আমাদের প্রত্যক্ষগোচর অগ্নির আর কথা কি? অধিক কি, এই যে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও, স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া আপনা হইতেই দীপ্তিমান্ সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। লৌহ প্রভৃতি যেমন দাহকর অগ্নির অনুগত হইয়া অর্থাৎ অগ্নির সংসর্গে থাকিয়া দহন করে, স্বরূপতঃ নহে, [তেমনি তাঁহার দীপ্তিতেই এই সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে। অন্যত্রও উক্ত আছে—'সূর্য্য যে তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে', এবং 'সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা অগ্নিও [প্রকাশ করে] না' ইতি॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রকাশমান ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্ত হয়, একথা বলা হইয়াছে। কেন একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই লোক মুক্ত হয়, অপর কোন উপায়ে নহে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"একঃ" ইতি।

জীবের বন্ধ-কারণ অবিদ্যা প্রভৃতি ধ্বংস করে বলিয়া পরমাত্মা হংস-পদবাচ্য। এই ত্রিলোক মধ্যে সেই হংসই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু [সত্য নহে], কেন? যেহেতু তিনিই অগ্নি, অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক সমস্ত কার্য্য বিধ্বস্ত

সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সাংখ্যযোগ, সেই সাংখ্য-যোগের অনুশীলনের ফলে পরমাত্মাকেও জানিতে পারা যায়, এইজন্য পরমাত্মাকে সাংখ্যযোগাধিগম্য বলা হয়।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

দেহে) সন্নিবিষ্টঃ (জীব ইত্যর্থঃ)। [অথবা সলিলে অগ্নিরিব অত্যন্তবিরুদ্ধ-স্বভাবোঽপি মায়াময়ে জগতি অধ্যস্ত ইতিভাবঃ]। তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম্ অত্যেতি, অয়নায় (মোক্ষপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ন [বিদ্যতে] ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[পুনরপি জ্ঞানোপযোগিতয়া তমেব বিশিনষ্টি—"স বিশ্বকৃৎ" ইতি।]

সঃ (পরমেশ্বরঃ) বিশ্বকৃৎ (জগৎকর্ত্তা) বিশ্ববিদ্ (সর্ব্বজ্ঞঃ), আত্মযোনিঃ (আত্মাচ যোনিঃ কারণঞ্চ), জ্ঞঃ (জানাতীতি জ্ঞঃ চেতনঃ), কালকারঃ

পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি মায়াময় জগৎ ও পরমাত্মা অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, তথাপি মায়াময় জগতে তিনি অধ্যস্ত], তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে—মুক্তি লাভ করে, মুক্তিক্ষেত্রে যাইবার আর অন্য পথ নাই ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। মোক্ষোপযোগী জ্ঞানোপদেশের জন্য পুনরায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"স বিশ্বকৃৎ" ইতি। তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্ অর্থাৎ

"ব্যোমাতীতোঽগ্নিরীশ্বরঃ" ইতি। সলিলে দেহাত্মনা পরিণতে। উক্তঞ্চ "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি। সন্নিবিষ্টঃ সম্যগাত্মত্বেন। অথবা সলিলে সলিল ইব স্বচ্ছে যজ্ঞ-দানাদিনা বিমলীকৃতেঽন্তঃকরণে সন্নিবিষ্টো বেদান্তবা-ক্যার্থসম্যগ্ জ্ঞানফলকারূঢ়োঽবিদ্যাতৎকার্য্যস্য দাহক ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি বিশেষতো দর্শয়তি—স বিশ্বকৃদিতি। স বিশ্বকৃদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা। বিশ্বং বেত্তীতি বিশ্ববিৎ। আত্মা চাসৌ যোনিশ্চেত্যা-

করেন বলিয়াই পরমাত্মা অগ্নির মত। অন্যত্র উক্ত আছে 'ঈশ্বর ব্যোমাতীত অগ্নি'। সেই পরমাত্মরূপী অগ্নি সলিলে নিহিত অর্থাৎ আত্মারূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ জল-যজ্ঞাহুতির জলীয় অংশ "এই প্রকারে পঞ্চমী আহুতিতে (স্ত্রীদেহে*) আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হয় অর্থাৎ জীবদেহে পরিণত হয়, এই উক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে, সলিলে অর্থ—জলপরিণাম দেহে [সন্নিবিষ্ট]। অথবা 'সলিলে' অর্থ—যজ্ঞ-দানাদি ক্রিয়া দ্বারা সলিলের ন্যায় বিমলীকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচারের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যসমূহের দাহকারী রূপে অবস্থিত। সেই কারণে একমাত্র তাঁহাকে বিদিত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে। মোক্ষরাজ্যে যাইবার আর অন্য পথ (উপায়) নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানই একমাত্র উপায় ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

* ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় লোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) কে পঞ্চাগ্নি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যোষারূপ পঞ্চম অগ্নিতে অর্পিত আহুতিই পঞ্চমী আহুতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥
স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা ।

(কালস্য প্রবর্ত্তকঃ), গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) সর্ব্ববিদ্ [চ] । যঃ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ প্রভুঃ) গুণেশঃ (গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাম্ ঈশ্বরঃ), সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ (সংসারস্য জন্ম-মরণপ্রবাহরূপস্য, মোক্ষস্য (মুক্তেঃ চ) যা স্থিতিঃ, তস্যাঃ, বন্ধস্য চ হেতুঃ (কারণম্ । অথবা সংসারাদ্ যঃ মোক্ষঃ, তত্র স্থিতৌ, বন্ধস্য চ কারণমিত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ । সঃ (পরমেশ্বরঃ তন্ময়ঃ (বিশ্বময়ঃ, পূর্ব্বোক্তপ্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞময়ো বা) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ নিত্য ইত্যর্থঃ) ঈশসংস্থঃ (ঈশে—ঈশভাবে স্বে মহিম্নি সংস্থা স্থিতির্যস্য, সঃ তথা), জ্ঞঃ (জানাতীতি জ্ঞঃ) সর্ব্বগঃ (সর্ব্ব-

---

সর্ব্বজ্ঞ, এবং আত্মাও বটে, সর্ব্বকারণও বটে, এবং চেতন, কালের প্রবর্ত্তক, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন । অধিকন্তু তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসারস্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ । তিনি (পরমেশ্বর) তন্ময় অর্থাৎ বিশ্বময় বা পূর্ব্বকথিত প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞময়, মরণধর্ম্মবর্জ্জিত, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগত

আত্মযোনিঃ । জানাতীতি জ্ঞঃ । সর্ব্বস্যাত্মা সর্ব্বস্য চ যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চৈতন্যজ্যোতিরিত্যর্থঃ । কালকারঃ কালস্য কর্ত্তা । গুণী অপহতপাপ্মত্বাদিমান্, বিশ্ববিদিত্যস্য প্রপঞ্চঃ । প্রধানমব্যক্তম্ । ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা । তয়োঃ পতিঃ পালয়িতা । গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামীশঃ । সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ কারণম্ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ, স তন্ময় ইতি । স তন্ময়ো বিশ্বাত্মা, অথবা তন্ময়ো জ্যোতির্ম্ময় ইতি, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যেতদপেক্ষয়োচ্যতে । অমৃতোঽমরণধর্ম্মা । ঈশে স্বামিনি সম্যক্ স্থিতির্যস্যাসাবীশসংস্থঃ । জানাতীতি

ভাষ্যানুবাদ । মুক্তিরূপ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়রূপে পুনশ্চ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—"স বিশ্বকৃৎ" ইত্যাদি ।

তিনি সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) বলিয়া বিশ্বকৃৎ, বিশ্বকে জানেন, এইজন্য বিশ্ববিদ্, আত্মা অথচ উৎপত্তিস্থান বলিয়া আত্মযোনি, জানেন বলিয়া জ্ঞ (জ্ঞাতা), অভিপ্রায় এই যে, যিনি সকলের আত্মা, যোনি ও সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যস্বরূপ, কালকার অর্থাৎ কালেরও প্রবর্ত্তক, এবং অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্ন,—এ সমস্ত কথা পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্ববিৎ' কথারই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তারমাত্র । প্রধান অর্থ অব্যক্ত (জগতের বীজাবস্থা), ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ বিজ্ঞানাত্মা (জীব), [তিনি] তদুভয়ের পতি —পালক । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার-বন্ধ ও তাহা হইতে মোক্ষলাভের হেতু বা কারণ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

ব্যাপী) অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (পালকঃ)। যঃ নিত্যম্ এব অস্য জগতঃ ঈশে (ঈষ্টে শাসকঃ), ঈশনায় (শাসনায়) অন্যঃ হেতুঃ (কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [তস্য জিজ্ঞাসু-সমাশ্রয়ণীয়ত্বে, হেতুমুপন্যস্যতি—"যো ব্রহ্মাণম্"ইতি।]

যঃ (পরমেশ্বরঃ) পূর্ব্বং (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ব্রহ্মাণং (হিরণ্যগর্ভং) বিদধাতি (উৎপাদিতবান্), যঃ বৈ (অবধারণে) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) বেদান্ চ প্রহিণোতি

এবং এই সমস্ত জগতের পালক, যিনি সর্ব্বদা এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অপর কোনও শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান নাই ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির প্রথমে যিনি ব্রহ্মাকে (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন, আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাজনক সেই দেবকে (প্রকাশময় পরমেশ্বরকে)

জ্ঞঃ। সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বগঃ। ভুবনস্যাস্য গোপ্তা পালয়িতা। য ঈশে ঈষ্টে অস্য জগতো নিত্যমেব নিয়মেন নান্যো হেতুঃ সমর্থো বিদ্যতে ঈশনায় জগদীশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ স এব সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ, তস্মাৎ তমেব মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাত্মনা শরণং প্রপদ্যেত গচ্ছেদিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—যো ব্রহ্মাণমিতি। যো ব্রহ্মাণং হিরণ্যগর্ভং বিদধাতি সৃষ্টবান্ পূর্ব্বং সর্গাদৌ। "যো

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, "স তন্ময়ঃ" ইতি। তিনি (পরমেশ্বর) তন্ময় অর্থাৎ জগন্ময়, অথবা তন্ময় অর্থ জ্যোতির্ম্ময়। 'তাঁহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে'—এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে 'জ্যোতির্ম্ময়' বলা হইতেছে। অমৃত অর্থ মরণরহিত, ঈশে অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বে যথাযথভাবে স্থিতি যাঁহার, তিনি ঈশসংস্থ। সমস্ত জানেন বলিয়া জ্ঞ, আর সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া সর্ব্বগ, এই ভুবনের গোপ্তা-পালক। যিনি সকল সময় এই জগতের একমাত্র শাসক, তদ্ভিন্ন আর কেহই জগৎ-শাসনে সমর্থ হন না ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু তিনি সংসার-বন্ধে স্থিতি ও মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই হেতু মুমুক্ষু পুরুষ সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"যো ব্রহ্মাণং" ইতি।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে—হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'হ' অর্থ অবধারণ, তং হ অর্থ—

তꣳহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদং

মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ꣳ শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

অমৃতস্য পরꣳ সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

(প্রেরয়তি), মুমুক্ষুঃ (মোক্ষমিচ্ছুঃ) অহং) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্ (আত্মবিষয়া যা বুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রসন্নতাজনকম্) তং দেবং (স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং) শরণম্ (আশ্রয়ং) প্রপদ্যে (প্রাপ্নোমি) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

সন্বলার্থঃ। ইদানীং তস্যৈব শরণীয়স্য স্বরূপমাহ—"নিষ্কলম্" ইতি। নিষ্কলং (নাস্তি কলাঃ অংশাঃ যস্য, তং) নিষ্ক্রিয়ং (নাস্তি ক্রিয়া শরীরাদিচেষ্টা যস্য, তং) শান্তং (নিরুদ্বেগং) নিরবদ্যং (নির্দ্দোষং) নিরঞ্জনং (পাপাদিলেপ-রহিতং) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) পরম্ (উৎকৃষ্টং) সেতুং (প্রাপকং), দগ্ধেন্ধনম্ অনলং (ধূমাদিকালুষ্যরহিতম্ অগ্নিম্) ইব [স্থিতং তং শরণং প্রপদ্যে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

আমি মুক্তির অভিলাষী হইয়া শরণ লইতেছি, অর্থাৎ আমি মুক্তির জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। সেই আশ্রয়ণীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন "নিষ্কলম্" ইত্যাদি।

যাঁহার কলা—অংশ বা অবয়ব নাই, ক্রিয়া নাই, রাগদ্বেষাদি দোষ নাই, নিন্দার কিছু নাই, এবং পাপপুণ্যাদির লেপ নাই, এমন নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য ও নিরঞ্জন এবং অমৃতের অর্থাৎ সংসারসাগর-পারের উত্তম সেতু-স্বরূপ ও কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইলে ধূমাদিসম্পর্কশূন্য অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান [সেই দেবের আমি শরণ লইতেছি] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ হশব্দোঽবধারণে, তমেব পরমাত্মানং। উক্তঞ্চ—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥"

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি চ। দেবং জ্যোতির্ম্ময়ং। আত্মনি যা বুদ্ধিঃ, তস্যা প্রসাদকরম্। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে বুদ্ধিরপি তদ্বিষয়া প্রমা নিষ্প্র-পঞ্চাকারব্রহ্মাত্মনাঽবতিষ্ঠতে বর্ত্ততে। আত্মবুদ্ধিপ্রকাশমিত্যন্যেঽধীয়তে। আত্ম-বুদ্ধিং প্রকাশয়তীত্যাত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্। অথবা আত্মৈব বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ, সৈব প্রকাশো-ঽস্যেতি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ—বৈশব্দোঽবধারণে, মুমুক্ষুরেব সন্ ন ফলান্তর-মিচ্ছন্ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

তাঁহাকেই—সেই পরমাত্মাকেই। অন্যত্রও উক্ত আছে—'ব্রহ্মনিষ্ঠ ধীর পুরুষ তাঁহাকেই বিশদভাবে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবে, বহু শব্দের অনুধ্যান

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

সন্বলার্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমন্তরেণ মুক্তেরসম্ভবমাহ—"যদা"ইতি।

মানবাঃ যদা (যস্মিন্‌কালে) আকাশং (নিরবয়বং গগনং) চর্ম্মবৎ (শরীর-চর্ম্ম ইব) বেষ্টয়িষ্যন্তি (শারীরং চর্ম্ম যথা যথেচ্ছং সংকোচয়ন্তি বস্ত্রাদিনা বেষ্টয়ন্তি চ, নিরবয়বম্ অপরিছিন্নমাকাশমপি স্বেচ্ছয়া বস্ত্রাদিনা আবৃতং করিষ্যন্তি ইতি ভাবঃ), তদা (তস্মিন্ কালে) দেবং (প্রকাশময়ং পরমেশ্বরং) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) [স্থিতানাং মানবানাং] দুঃখস্য (সাংসারিক-তাপস্য) অন্তঃ (বিনাশঃ) [ভবিষ্যতি, চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনং যথা অসম্ভবং, ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা সংসারদুঃখনিবৃত্তিরূপঃ মোক্ষোঽপি তথা অসম্ভব ইতি ভাবঃ]॥ ৬ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যে, মুক্তিলাভ অসম্ভব, তাহা বলিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি।

মানবগণ যখন শরীরের চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিতে পারিবে, তখনই দেবকে—প্রকাশময় পরমেশ্বরকে না জানিয়াও দুঃখধ্বংস করিতে পারিবে। অভিপ্রায় এই যে, চর্ম্ম স্বভাবতই পরিচ্ছিন্ন বস্তু, ইচ্ছামত বস্ত্রাদি দ্বারা তাহার বেষ্টন বা আচ্ছাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু আকাশ অপরিছিন্ন ও নিরবয়ব, সুতরাং চর্ম্মের ন্যায় তাহার বেষ্টন করা কখনই সম্ভবপর হয় না। চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করাও যেরূপ অসম্ভব, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তিও সেরূপ অসম্ভব ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তাবৎ সৃষ্ট্যাদিনা যল্লক্ষ্যং স্বরূপমুপদর্শিতম্ অথেদানীং তৎ স্বরূপেণ দর্শয়তি—নিষ্কলমিতি। কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। নিষ্ক্রিয়ং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং কূটস্থমিত্যর্থঃ। শান্তমুপসংহৃতসর্ব্ববিকারম্। নিরবদ্যম্ অগর্হণীয়ম্। নিরঞ্জনং নির্লেপম্। অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুরিব সেতুঃ সংসারমহোদধেরুত্তারণোপায়-ত্বাৎ, তম্ অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনানলমিব দেদীপ্যমানং ঝটঝটায়মানম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

করিবে না। কেন না, তাহা (বহু শব্দ আবৃত্তি করা) কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা পীড়াকর মাত্র, এবং 'একমাত্র সেই আত্মাকেই জানিবে' ইতি। [যে পরমাত্মা] দেব—জ্যোতির্ম্ময়, আর আত্মবিষয়ক বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) প্রসন্নতাকর, পরমেশ্বর প্রসন্ন (সন্তুষ্ট) হইলেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মাকারে অবস্থান করে। কেহ কেহ "আত্মবুদ্ধিপ্রসাদং"-এর স্থলে 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং' পাঠ করে, [তাহার অর্থ] আত্মবিষয়ক বুদ্ধি প্রকাশ করেন। অথবা আত্মাই বুদ্ধি (জ্ঞান), তাহাই প্রকাশ যাঁহার, তিনি আত্মবুদ্ধি প্রকাশ, অর্থাৎ তিনিই স্বপ্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা। "মুমুক্ষুঃ বৈ"—এই 'বৈ' শব্দটি অবধারণার্থক। অর্থ এই যে, আমি মুমুক্ষু—মুক্তির অভিলাষী হইয়াই—কিন্তু অন্য ফলার্থী হইয়া নহে, শরণ লইতেছি (শরণাপন্ন হইতেছি) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমিতি তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে নান্যেনেতি, তত্রাহ—যদেতি। যদা যদ্বৎ চর্ম্ম সঙ্কোচয়িষ্যন্তি, তদ্বদাকাশমমূর্ত্তং ব্যাপিনং যদি বেষ্টয়িষ্যন্তি সংবেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ," তদা দেবং জ্যোতির্ম্ময়মনুদিতানস্তমিতজ্ঞানাত্মনাঽবস্থিতমশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং পরমাত্মানমবিজ্ঞায় দুঃখস্যাধ্যাত্মিকস্যাধিভৌতিকস্যাধিদৈবিকস্যান্তো বিনাশো ভবিষ্যতি। আত্মাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ সংসারস্য, যাবৎ পরমাত্মানমাত্মত্বেন ন জানাতি, তাবৎ তাপত্রয়াভিভূতো মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতস্ততঃ কৃষ্যমাণঃ প্রেততির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিযোনিষ্বজ এব জীবভাবমাপন্নো মোমুহ্যমানঃ সংসরতি। যদা পুনরপূর্ব্বমনপরং নেতি নেতীত্যাদিলক্ষণমশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টমনুদিতানস্তমিতজ্ঞানাত্মনাবস্থিতং পূর্ণানন্দং পরমাত্মানমাত্মত্বেন সাক্ষাজ্জানাতি, তদা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যঃ পূর্ণানন্দো ভবতীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ— "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ॥
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্।
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ৬॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকারে সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যাঁহার স্বরূপ পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইল, অতঃপর তাঁহার স্বরূপটি সাক্ষাদ্ভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—"নিষ্কলম্" ইত্যাদি।

যাহা হইতে কলা—অবয়বসমূহ চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় অর্থ—স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কূটস্থ, শান্ত—যাহা সর্ব্বপ্রকার প্রশমন প্রাপ্ত (নির্ব্বিকার) নিরবদ্য—অনিন্দ্য, নিরঞ্জন—নির্লেপ (তাহাতে দোষগুণ কিছুই সংলগ্ন হয় না।), অমৃতত্বরূপ মুক্তিলাভের সেতুর তুল্য; তিনিই সংসার-মহাসমুদ্র পার হইবার উপায়, সেই কারণে অমৃতের উৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ, দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় অর্থাৎ দাহ্য কাষ্ঠ পুড়িয়া গেলে অগ্নি যেরূপ উজ্জ্বল হয়, ঠিক সেইরূপ দেদীপ্যমান। [সেই পরমাত্মাকে শরণ লইতেছি]॥ ৬॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ। কেন তাঁহাকে জানিলেই মুক্ত হয়, অন্য উপায়ে হয় না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"যদা"ইতি।

মানবগণ শরীরের চর্ম্ম যেরূপ বেষ্টন করে অর্থাৎ ইচ্ছামত সংকোচিত করে, সেইরূপ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশকেও যখন বেষ্টন করিতে (আচ্ছাদন করিতে) পারিবে, তখন উদয়াস্তবর্জ্জিত জ্ঞানরূপে অবস্থিত অশনায়াদি সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে না জানিলেও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক (১) দুঃখেরও অন্তে—বিনাশে সমর্থ হইবে। [অভিপ্রায় এই যে,]

---

(১) দুঃখ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যাহা দেহ ও ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ, যেমন জ্বরাদি রোগজ দুঃখ। যাহা কোন প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ। যেমন ব্যাঘ্র চৌরাদিজনিত দুঃখ। আর যাহা দেবতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। যেমন বর্ষা, বজ্রপাত ও গ্রহবৈগুণ্যজাত দুঃখ।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্ ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়ং নির্দ্দিশতি—"তপঃ প্রভাবাৎ" ইতি।] শ্বেতাশ্বতরঃ (তন্নামা ঋষিঃ) হ (ঐতিহ্যে) তপঃপ্রভাবাৎ (চিত্তশুদ্ধিকরতপোবলাৎ) দেবপ্রসাদাৎ (নিষ্কামং সমারাধিতস্য পরমেশ্বরস্য সন্তোষাৎ) চ (অপি) ব্রহ্ম (পরং ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) অথ (অনন্তরং) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (সন্ন্যাসিভ্যঃ) ঋষিসংঘজুষ্টং (সনকাদিভিঃ সেবিতং) [এতেন গুরুপারম্পর্য্যমুক্তং ভবতীতি ভাবঃ।] পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) পবিত্রম্ (অতিগুহ্যং) সম্যক্ (সাক্ষাৎকারানুরূপং) প্রোবাচ (কথিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। এখন ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুপারম্পর্য্যক্রম বলিতেছেন—"তপঃ" ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতরনামক ঋষি তপস্যার প্রভাবে ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সমারাধিত পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনিই আবার সনকাদি ঋষিবৃন্দ সেবিত এই পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (সন্ন্যাসিগণকে) নিজে যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্প্রদায়পরম্পরয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষপ্রদত্বং প্রদর্শয়িতুং সম্প্রদায়ং বিদ্যাধিকারিণঞ্চ দর্শয়তি—তপঃপ্রভাবাদিতি। তপসঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিলক্ষণস্য, তত্র তপঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ। নিত্যাদীনাং বিধিবদনুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাম্ উপলক্ষণমিদম্। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। তস্য চ সর্ব্বস্য তপসস্তস্মিন্ শ্বেতাশ্বতরে নিয়মেন সত্ত্বাৎ, তৎপ্রভাবাৎ তৎসামর্থ্যাদ্ দেবপ্রসাদাচ্চ কৈবল্যমুদ্দিশ্য তদধিকারসিদ্ধয়ে বহুজন্মসু সম্যগারাধিতপরমেশ্বরস্য প্রসাদাচ্চ ব্রহ্মাপরিচ্ছিন্নং মহত্তত্ত্বম্। হ ইতি প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ। শ্বেতা-

---

আত্মবিষয়ে অজ্ঞান (ভ্রান্তিজ্ঞান) বশতঃ সংসার হয়, অতএব জীব যে পর্য্যন্ত পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে না জানে, তাবৎপর্য্যন্ত ত্রিতাপের জ্বালায় অভিভূত হইয়া মকরকুম্ভীরাদির ন্যায় রাগদ্বেষাদি দ্বারা ইতস্ততঃ (নানাদিকে) আকৃষ্ট হইয়া প্রেত তির্য্যক্ (পশু পক্ষী প্রভৃতি) ও মনুষ্যাদি যোনিতে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ মোহবশে সংসারে ভ্রমণ করে। কিন্তু যখন অপূর্ব্ব (যাহার পূর্ব্ব নাই) অনপর (যাহার পশ্চাৎ নাই), 'নেতি নেতি' ইত্যাদি নিষেধের, অশনায়াপিপাসাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট এবং উদয়াস্তরহিত নিত্যজ্ঞানরূপে বিদ্যমান পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হয়, তখন অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রসূত সমস্ত কার্য্য নিরস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ণ আনন্দরূপে বিরাজ করে। ভগবানও বলিয়াছেন—

শ্বতরো নাম ঋষির্বিদ্বান্ যথোক্তং ব্রহ্মপরম্পরাপ্রাপ্তং গুরুমুখাচ্ছ্রুত্বা মননিদিধ্যাসনাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারাদিভির্ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃতাখণ্ডসাক্ষাৎকারবান্। অথ স্বানুভবদার্ঢ্যানন্তরম্ অত্যাশ্রমিভ্যঃ—অতিঃ পূজায়ামিতি স্মরণাৎ : অত্যন্তং পূজ্যতমাশ্রমিভ্যঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিমহিম্না স্বেষু দেহাদিষ্বপি জীবনভোগাদিষনাস্থাবদ্ভ্যঃ, অতএব বৈরাগ্যপুষ্কলবদ্ভ্যঃ। তদুক্তম্—

"বৈরাগ্যং পুষ্কলং ন স্যান্নিষ্ফলং ব্রহ্মদর্শনম্।
তস্মাদ্রক্ষেত বিরক্তিং বুধো যত্নেন সর্ব্বদা" ॥ ইতি।

স্মৃত্যন্তরে চ—"যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥"

ইতি পরমহংসসংন্যাসিনস্ত এবাত্যাশ্রমিণঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"ন্যাস ইতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃপরো হি ব্রহ্মা। তানি বা এতান্যবরাণি তপাꣳসি। ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি ॥

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহূদক-কুটীচকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥"

ইতি স্মরণাচ্চ। তেভ্যোঽত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং প্রকৃতং ব্রহ্ম তদেব পরমমুৎকৃষ্টতমং নিরস্তসমস্তাবিদ্যাতৎকার্য্য-নিরতিশয়সুখৈকরসং পবিত্রং শুদ্ধং প্রকৃতিপ্রাকৃতাদিমলবিনির্মুক্তম্। ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং বামদেবসনকাদীনাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈর্জুষ্টং সেবিতমাত্মত্বেন সম্যক্ পরিভাবিতং প্রিয়তমানন্দত্বেনাশ্রিতম্। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। সম্যগাত্মতয়াঽপরোক্ষীকৃতং যথা ভবতি তথা। সম্যগিতি কাকাক্ষিন্যায়েন উভয়ত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রোবাচ উক্তবান্ ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

'মানবের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত আছে, সেই কারণে মানবগণ মোহগ্রস্ত হয়। যাহাদের সেই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল জ্ঞানই সেই পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যাহাদের বুদ্ধি আত্মা ও নিষ্ঠা (একাগ্রতা) তাহাতে (পরমাত্মাতে) সমর্পিত, তাহারা জ্ঞানবলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।" ইতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষপ্রদ হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত বিদ্যার সম্প্রদায় ও মোক্ষাধিকারী প্রদর্শন করিতেছেন— "তপঃপ্রভাবাৎ" ইতি। 'তপঃ' অর্থ কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) ও চান্দ্রায়ণাদিব্রত, কারণ, তপঃশব্দটি ঐরূপ অর্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। এখানে 'তপঃ' শব্দটি যথাবিধি অনুষ্ঠিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মেরও উপলক্ষণ (বোধক), কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে 'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা বা (নিশ্চলতা) পরম তপ' বলিয়া উক্ত আছে। সেই তপস্যা শ্বেতাশ্বতরে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই তপস্যার প্রভাবে অর্থাৎ তপস্যার বলে দেবপ্রসাদ (পরমেশ্বরের প্রসন্নতা) লাভ হয়, এবং তাহার ফলে কৈবল্য লাভের অধিকার পাইবার জন্য বহু জন্মে যথানিয়মে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, শ্বেতাশ্বতর ঋষি সেই আরাধনাবলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম—মহত্তত্ত্ব অবগত হন, অনন্তর গুরুর মুখ হইতে যথাযথভাবে

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অথেদানীং গুণসম্পন্নায় শিষ্যায় বিদ্যায়া দানং তদ্বি পরীতে চ তন্নিষেধমাহ—"বেদান্তে" ইতি।]

বেদান্তে (উপনিষৎসু) পরমং গুহ্যম্ (অতীব গোপনীয়ং মুক্তিতত্ত্বং) পুরা কল্পে (পুরা কালে) প্রচোদিতম্ (উপদিষ্টং) [অস্তি। তচ্চ] অপ্রশান্তা (অশান্তচিত্তায় জনায়) ন দাতব্যম্, তথা অপুত্রায় (পুত্রভিন্নায়) অশিষ্যা (শিষ্যভিন্নায় চ) পুনঃ ন [দাতব্যম্]। [পুনঃশব্দোঽত্র যথোক্তনিয়মলঙ্ঘনে প্রত্যবায়জ্ঞাপনার্থঃ]। [অশান্তচিত্তায় পুত্রায় শিষ্যায় বা ন স্নেহবশেন দাতব্য মিত্যাশয়ঃ] ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ। গুণসম্পন্ন ভিন্ন কাহাকেও এই বিদ্যাদান করিতে নাই ইহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—"বেদান্তে" ইতি।

বেদান্তনামক উপনিষৎশাস্ত্রে পরম গুহ্য অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ মুক্তিতত্ত্ব পূর্ব্ব কল্পে প্রতিষ্ঠিত (উপদিষ্ট) হইয়াছে। যাহার চিত্ত রাগাদিদোষশূন্য ও প্রশান্ত নহে এমন কাহাকেও সে তত্ত্ব দিবে না—বলিবে না; সে লোক পুত্র বা শিষ্য ন হইলেও বলিবে না, এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য 'পুনঃ' শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শিষ্যপরীক্ষণপূর্ব্বকং বিদ্যা বক্তব্যা, তদ্বিহায় তদুক্তে দোষং যথোক্তবিদ্যায়া বৈদিকত্বং গুপ্তত্বং সম্প্রদায়পরম্পরয়া প্রতিপাদিতত্বঞ্চাহ —বেদান্ত ইতি। বেদান্ত ইতি জাত্যৈকবচনম্। সকলাস্বুপনিষৎস্বিতিযাবৎ পরমং পরমপুরুষার্থস্বরূপং গুহ্যং গোপ্যানামপি গোপ্যতমং পুরাকল্পে প্রচোদিত পূর্ব্বকল্পে চোদিতমুপদিষ্টমিতি সম্প্রদায়দর্শনং কৃতমিত্যেতৎ। প্রশান্তায় পুত্রায়

পরম্পরাগত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মনন (বিচার), নিদিধ্যাসন, নিরন্তর আদর ও সৎকার (পূজা বা সম্মান প্রদর্শন) প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অখণ্ডাকারাকারিত সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। (অথ) অনন্তর অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মানুভূতি দৃঢ়তর হইবার পর 'অতি অর্থ পূজা' এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে, 'অত্যাশ্রমী' অর্থ অত্যন্ত পূজ্যতম আশ্রমভুক্ত—যাহারা চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পত্তির প্রভাবে দেহাদিতে এবং জীবন ও ভোগাদি বিষয়ে আস্থাশূন্য (আগ্রহরহিত), সুতরাং পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ সন্ন্যাসীদিগের উদ্দেশ্যে—অন্যত্র উক্ত আছে—

'বৈরাগ্য যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহার ব্রহ্মদর্শন (ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান) নিষ্ফল। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ যত্নপূর্ব্বক বৈরাগ্য রক্ষা করিবেন।' অন্য স্মৃতিতে আছে—'যখন সমস্ত বস্তুবিষয়ে মনের বৈরাগ্য জন্মে, বিদ্বান তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, নচেৎ পতিত হইবেন।' ইতি। অতএব যাহারা 'পরমহংস' সন্ন্যাসী, তাহারাই অত্যাশ্রমী। শ্রুতিতেও সেই রকম কথা আছে 'ন্যাসই

প্রকর্ষেণ শান্তং সকলরাগাদিমলরহিতং চিত্তং যস্য তস্মৈ পুত্রায় তাদৃশশিষ্যায় বা দাতব্যং বক্তব্যমিতি যাবৎ। তদ্বিপরীতায়াপুত্রায়াশিষ্যায় বা স্নেহাদিনা ব্রহ্মবিদ্যা ন বক্তব্যা। অন্যথা প্রত্যবায়াপত্তিরিতি পুনঃশব্দার্থঃ। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাবিবক্ষুণা গুরুণা চিরকালং পরীক্ষ্য শিষ্যগুণান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যা বক্তব্যেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং পরীক্ষেত"ইতি। শ্রুত্যন্তরে চ "শতবর্ষং প্রজাপতৌ মঘবান্ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"ইতি চ। এতচ্চ বহুধা প্রপঞ্চিত-মুপদেশসহস্রিকায়ামিত্যত্র সঙ্কোচঃ কৃতঃ॥ ৬॥ ২২॥

ব্রহ্ম', ব্রহ্মই পরম (সর্ব্বোত্তম, পর ব্রহ্ম)। 'সেই এই সকল তপস্যা অবর (নিকৃষ্ট), ন্যাসই এ সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল' ইতি। এবং

'ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী চারি প্রকার—বহূদক, কুটীচক, হংস ও পরমহংস*—ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তী—ভিক্ষুক উত্তম।' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। সেই সকল অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশ্যে পরম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য সর্ব্বাধিক আনন্দমাত্রসার ও পবিত্র অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতিপ্রসূত সর্ব্বপ্রকার মলদোষবর্জ্জিত এবং ঋষিসংঘজুষ্ট—বামদেব ও সনকাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক সেবিত—আত্মস্বরূপে চিন্তিত অর্থাৎ প্রিয়তম বা সর্ব্বাধিক আনন্দরূপে আশ্রিত,—কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন 'আত্মপ্রীতির জন্যই অপর সমস্ত প্রিয় হয়।' [সেই প্রিয়তম ব্রহ্মতত্ত্ব] সম্যক্‌রূপে' অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপে প্রত্যক্ষগোচর যেভাবে হইতে পারে, সেইভাবে বলিয়াছিলেন। [শ্রুতির সম্যক্ শব্দটির 'জুষ্টং' ও 'প্রোবাচ' এই উভয় স্থলেই সম্বন্ধ আছে]॥ ৬॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহার ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণোপযোগী গুণসম্পদ্ আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে, তাহা না করিয়া বিদ্যার উপদেশ করিলে যে দোষ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্যা যে, বেদবোধিত, গোপনীয় ও শিষ্যপরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"বেদান্তে" ইত্যাদি।

'বেদান্তে' অর্থ বেদান্তজাতীয় সমস্ত গ্রন্থ, এইজন্যই [বেদান্তেষু না বলিয়া] 'বেদান্তে' বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সমস্ত উপনিষদে, পরম অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ মুক্তিরূপ গুহ্য—সমস্ত গোপনীয়ের মধ্যে গোপনীয়তম বা অতিশয় গোপনীয় [ব্রহ্মতত্ত্ব] পুরাকল্পে অর্থাৎ পূর্ব্বকালে উপদিষ্ট হইয়াছিল। এ কথায় সম্প্রদায়-পারম্পর্য্য প্রদর্শিত হইল। [সেই গুহ্যতত্ত্ব] প্রশান্ত—প্রকৃষ্টরূপে (উত্তমরূপে) শান্ত, অর্থাৎ যাহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষাদি মলরহিত হইয়াছে, এমন পুত্র বা

* নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদে সন্ন্যাসী ছয় প্রকার বলা হইয়াছে। পরমহংসের পর তুরীয়াতীত এবং তৎপর অবধূত। কুটীচকের সন্ন্যাসীর লক্ষণ দণ্ডাদি বর্ত্তমান থাকিবে। বহূদক কুটীচকেরই মত, তবে মাধুকর বৃত্তি অবলম্বন করিবে। হংস জটা কৌপীনাদি ধারণ করিবে। ইহার পক্ষে মাধুকরের নিয়তত্ব নাই। পরমহংস জটা কৌপীনাদি রহিত এবং পঞ্চ গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

সন্বয়ার্থঃ। যস্য (জনস্য) দেবে (পরমেশ্বরে) পরা (অকৃত্রিমা) ভক্তিঃ (অনুরাগঃ) [অস্তি]। দেবে যথা, গুরৌ (ব্রহ্মবিদ্যোপদেশকে) [অপি]

মূলানুবাদ। কিরূপ লোককে বলিবে, তাহা বলিতেছেন—"যস্য" ইতি।

দেবতাতে (পরমেশ্বরে) যাহার পরম ভক্তি আছে, এবং পরমেশ্বরে যেরূপ,

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্রাপি দেবতাগুরুভক্তিমতামেব গুরুণা প্রকাশিতা বিদ্যানুভবায় ভবতীতি প্রদর্শয়তি—যস্যেতি। যস্য পুরুষস্যাধিকারিণো দেবে ইয়তা প্রবন্ধেন দর্শিতাখণ্ডৈকরসে সচ্চিদানন্দপরজ্যোতিঃস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরা উৎকৃষ্টা নিরুপচরিতা ভক্তিঃ। এতদুপলক্ষণম্। অচাঞ্চল্যং শ্রদ্ধা চোভে যথা, তথা ব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টরি গুরাবপি তদুভয়ং যস্য বর্ত্ততে, তস্য তপ্তশিরসো জলরাশ্যন্বেষণং বিহায় যথা সাধনান্তরং নাস্তি। যথা চ বুভুক্ষিতস্য ভোজনাদন্যত্র সাধনান্তরং ন, এবং গুরুকৃপাং বিহায় ব্রহ্মবিদ্যা দুর্লভেতি ত্বরান্বিতস্য মুখ্যাধিকারিণো মহাত্মন উত্তমস্য—এতে কথিতাঃ অস্যাং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্বেতাশ্বতরেণ মহাত্মনা

তাদৃশগুণসম্পন্ন শিষ্যকে দিবে অর্থাৎ উপদেশ করিবে, কিন্তু ইহার বিপরীত-ভাবাপন্ন অথবা পুত্র নয় এবং শিষ্যও নয়, এমন লোককে স্নেহবশে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে না। ইহার অন্যথা করিলে পাপ হয়। একথাই শ্রুতির 'পুনঃ' শব্দ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল। অভিপ্রায় এই যে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে ইচ্ছুক গুরুকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ শিষ্যের গুণসমূহ জানিয়া তবে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে। সেইরূপ শ্রুতি এই যে, 'তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্যা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া এক বৎসর কাল পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন' ইতি। অন্য শ্রুতিতেও আছে—'ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর ব্রহ্মচারী রূপে বাস করিয়াছিলেন।' এবিষয় 'উপদেশসহস্রিকা' (উপদেশ-সাহস্রী) গ্রন্থে বহু প্রকারে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে, এই কারণে এখানে সংক্ষেপ করা হইল ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তাহাতেও বিশেষ এই যে, দেবতা ও গুরুর প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষেই গুরূপদেশলব্ধ বিদ্যা অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—"যস্য"ইতি।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত অখণ্ডৈকরস সৎ-চিৎ-আনন্দময় পরম জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতায় অর্থাৎ পরমেশ্বরে যে অধিকারী পুরুষের পরাভক্তি অর্থাৎ অকৃত্রিম ভক্তি আছে, ইহা উপলক্ষণমাত্র। অচঞ্চলভাব ও শ্রদ্ধা, এই উভয় থাকাই আবশ্যক। দেবতাতে যেরূপ, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক গুরুতেও যাহার ঐ উভয় বর্ত্তমান থাকে, তাহার পক্ষে—যাহার মাথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার যেমন জলান্বেষণ ভিন্ন আর অপর সাধন নাই, তেমনি [তাহার পক্ষেও এতদতিরিক্ত অপর কোন সাধন নাই]। যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন ভিন্ন আর শান্তির উপায় নাই, তেমনি গুরুকৃপা ব্যতিরেকে ব্রহ্মবিদ্যাও দুর্লভ; এই কারণে, যে উত্তমাধিকারী মহাত্মা এবিষয়ে সত্বর থাকেন, এই শ্বেতাশ্বতর

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তথা (তদ্বদেব ভক্তিঃ অস্তি), তস্য মহাত্মনঃ (শুদ্ধান্তঃকরণস্য) [হৃদয়ে] এতে কথিতাঃ (পূর্ব্ববর্ণিতাঃ বিষয়াঃ) প্রকাশন্তে (স্ফুরন্তি) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ০ ॥
সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।
শ্বেতাশ্বতরসদ্ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ০ ॥

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশদাতা গুরুতেও তদ্রূপ [ভক্তি আছে], পূর্ব্বকথিত শাস্ত্রার্থ সকল সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায়, (অন্যের নিকটে নহে) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ঋষিনা উপদিষ্টাঃ প্রকাশন্তে স্বানুভবায় ভবন্তি । দ্বির্ব্বচনং মুখ্যশিষ্য-তৎসাধনাদি দুর্ল্লভত্বপ্রদর্শনার্থমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থমাদরার্থঞ্চ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উপনিষদে মহাত্মা শ্বেতাশ্বতর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সকল বিষয় তাঁহার নিকটই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ অনুভবগোচর হয়। শ্রুতিতে "প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" কথার উদ্দেশ্য—উপযুক্ত মুখ্যশিষ্যপ্রাপ্তি ও সাধনসম্পত্তির দুর্ল্লভত্বজ্ঞাপন করা, অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনা করা এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি আদর প্রদর্শন করা, অর্থাৎ এই তিন উদ্দেশ্যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

শান্তিপাঠঃ

ওঁম্ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ * ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

পরব্রহ্ম আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্য উভয়কে) রক্ষা করুন ও ভোগযোগ্য করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য্যবৎ কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হউক—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হউক। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

---

* উপনিষৎ পাঠে বিঘ্ন নিরাকরণের নিমিত্ত আদ্যন্তে শান্তিপাঠ করা আবশ্যক।

দেব সাহিত্য-কুটীর

— উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী —

মহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

আছে—মূল, শ্রুতি, শ্রুতির সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, এবং বিশদ ভাষ্য, ভাষ্যের মূলানুসারী (আক্ষরিক) বিস্তৃত অনুবাদ ও দুর্বোধ্য স্থলে (ফুটনোট)। উপনিষদের এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ আর বাহির হ।

ভাষ্য ও অনুবাদসহ

ন, কঠ (একত্রে)	৫৲
মুণ্ডক	২৲
	৪৲

তৈত্তিরীয়

৵০ ২য় খণ্ড	২৲
রোপনিষদ	২॥০
	১৲

ভাষ্য, অনুবাদ ও আনন্দগিরি-কৃত টীকাসহ

২ ভাগে সম্পূর্ণ	৮৸০
৩ ভাগে সম্পূর্ণ	১৪৲

হোপাধ্যায় স্বর্গীয় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

গীতা	১০৲

মূলের অনুবাদ, শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরি কৃত টীকাসমেত।

পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত

উপদেশ-সহস্রী	৬৲
সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ	২॥০

স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক

অনূদিত এবং

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কর্তৃক পরিশোধিত ও সম্পাদিত

বেদান্তদর্শন [ব্রহ্মসূত্র]

চারি ভাগে সম্পূর্ণ

১ম—৬৲, ২য়—৫৲, ৩য়—৫৲, ৪র্থ—৪৲

ইহাতে আছে—মূল সূত্র, সূত্রের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা, শাঙ্কর-ভাষ্য ও ভাষ্যের ভাবানুসারী বিশদ ব্যাখ্যা এবং আবশ্যকমত বহু টিপ্পনী। আর আছে বাচস্পতি মিশ্র কৃত সেই সুপ্রসিদ্ধ 'ভামতী' টীকা। এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ বঙ্গদেশে আর নাই।

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎ-
কৃতপদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

[১৩৫৪]

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎ-
কৃতপদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

[সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ।]

১৩৫৪ সাল।

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা।

আভাস

পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল, অথর্ব্বশাখায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুণ্ডকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্যতম। অথর্ব্বপরিশিষ্টে অথর্ব্বশাখীয় উপনিষদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) ক্ষুরিকা, (৫) চূলিকা, (৬) অথর্ব্বশিরা, (৭) অথর্ব্বশিখা, (৮) গর্ভোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ, (১১) প্রাণাগ্নিহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরুদ্র, (২০) কালাগ্নিরুদ্র, (২১) তাপিনী, (২২) একদণ্ডী, (২৩) সন্ন্যাসবিধি, (২৪) আরুণি, (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস, (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদে এতগুলি উপনিষৎসত্ত্বে আচার্য্য শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র্য বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আথর্ব্বণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর হৃদয়গত অভিলাষ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে গ্রন্থন করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য যদি সেই উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু যুক্তিযোগে আপনার অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তিসহ হইলেও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরণীয় হয় না।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্ব্বাদৌ উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক্ পৃথক্ এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্য্যায়ক্রমে সেই সকলের সার সংকলনপূর্ব্বক সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তবে এরূপও দুই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্ব্বশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।" (১।২।১১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রশ্নোপনিষদের যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে প্রশ্নোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের ন্যায় মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্ত্তা, অঙ্গিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়—এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়?

তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি—'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা।'

অপরা বিদ্যার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, তদ্বিষয়ে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিদ্যা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন; তাঁহার সেই সর্ব্বাত্মভাব গ্রহণ না করিয়া যে দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিদ্যার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত সুখ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কর্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ; এই জন্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও 'অপরা বিদ্যা' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিদ্যাদ্বারা দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব, অক্ষর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা; পরা বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিদ্যার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিদ্যায় প্রবৃত্তি হয় না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যা এবং পরে পরা বিদ্যা ও তদানুষঙ্গিক বিষয়গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা
সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

সূচিপত্র সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা

——*——

অথ প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥

ভাষ্যাবতরণিকা

ওঁ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ (১)।

(১) 'ব্রহ্মোপনিষদ্'-'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতয় আথর্ব্বণবেদস্য বহ্ব্য উপনিষদঃ সন্তি; তাসাং শারীরকেঽনুপযোগিত্বেন অব্যাচিখ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ' ইত্যাদ্যধিকরণোপযোগিতয়া মুণ্ডকস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্য প্রতীকমাদত্তে— "ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষদ্" ইতি, * * *।

নমু ইয়মুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা; মন্ত্রাণাঞ্চ "ঈশেত্বা" ইত্যাদীনাং কর্ম্মসম্বন্ধেনৈব

অস্যাশ্চ (২) বিদ্যা-সম্প্রদায়কর্তৃ-পারম্পর্য্যলক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্যর্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি; স্তুতা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিনা। অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ ঋগ্বেদাদি-লক্ষণায়াং বিধি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিদ্যাদিদোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপর-বিদ্যাভেদকরণপূর্ব্বকম্ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" ইত্যাদিনা, তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ "পরীক্ষ্য লোকান্" ইত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদ্ব্রবীতি "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি, "পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি চ।

প্রয়োজনবত্ত্বম্। এতেষাং চ মন্ত্রাণাং কর্ম্মসু বিনিযোজক প্রমাণানুপলম্ভেন তৎ-সম্বন্ধাসম্ভবাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাদ্ ব্যাচিখ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি; ইতি শঙ্কমানস্যোত্তরং—সত্যং কর্ম্মসম্বন্ধাভাবেঽপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যয়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি। ইতি আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, অথর্ব্ববেদমধ্যে 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে; কিন্তু শারীরক-সূত্র বেদান্তদর্শনে ঐ সকল উপনিষদের সাক্ষাৎ উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই; অথচ, "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" (১।২।২১) এই শারীরক সূত্রে মুণ্ডক শ্রুতি পরিগৃহীত হওয়ায় অবশ্য ব্যাখ্যেয় হইতেছে; এই কারণে ভাষ্যকার "ব্রহ্মা দেবানাং" ও "আথর্ব্বণোপনিষৎ" শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি যখন মন্ত্রাত্মক, অথচ "ঈশে ত্বা" ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিয়া-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ-রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যার যোগ্য হইতে পারে না; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদুক্ত মন্ত্রসমূহের কর্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করিবে; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে]।

(২) অস্যাশ্চেতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকা এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্ম্মাতারঃ; সম্প্রদায়কর্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনানাশ্বাসঃ স্যাৎ; কিন্তু, অনাদি-পারম্পর্য্যাগতম্। ততোঽনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধঃ সম্প্রদায়কর্তৃত্বপারম্পর্য্য লক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যপদারূঢ় পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কর্ম্মসহিতেতি "ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ" "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইতিচ ব্রুবন্ দর্শয়তি। বিদ্যা-কর্ম্মবিরোধাচ্চ ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কর্ম্ম স্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল-সঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সম্ভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি।

এবমুক্তসম্বন্ধ-প্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পাক্ষরং গ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপয়ন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গর্ভজন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ॥

ভাষ্যাবতরণিকা

"ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব্ব-বেদীয় উপনিষৎ ; শ্রুতি নিজেই স্তুতির (প্রশংসার) উদ্দেশে ইহার বিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার ক্রম বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, এই বিদ্যা পরম পুরুষার্থ মোক্ষসাধন ; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ অতিকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপ শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচিসমুৎপাদনার্থ বিদ্যার প্রশংসা করিতেছেন। কারণ প্রশংসা দ্বারা মনঃপ্রিয় হইলেই বিদ্যাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, [নচেৎ নহে]।

এই বিদ্যা সৃষ্টি করেন নাই, পরন্তু, গুরু-শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে জনসমাজে প্রবর্ত্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। সেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনাও যে আধুনিক,— যাহার ফলে বিদ্যায় অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাঁহারা সম্প্রদায়-সংস্থাপনপূর্ব্বক শিষ্য প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়-পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটী "ব্রহ্মা দেবানাম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন॥

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ইহা "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে। এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ প্রতিপাদনে তৎপর, অপর-শব্দবাচ্য ঋগ্বেদাদি বিদ্যাতে (অপরা বিদ্যাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ নিবর্ত্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ নিরূপণপূর্ব্বক 'যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন; অনন্তর 'কর্ম্মফল-সমূহ পরীক্ষা করিয়া' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছেন। তাহার পর 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন', এবং 'সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন'—এই সকল বাক্যেও বিদ্যার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য; তথাপি ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ-সাধন হয়, কর্ম্ম-সহকারে হয় না, ইহাও 'সংন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক [যাঁহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কর্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সদ্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায়

না ; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি ? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল, সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অল্পাক্ষরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি-পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্ম-ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-কারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয়। কারণ, উপ+নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩)।

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ॥
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

[প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥]

বিশ্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভুবনস্য (উৎপন্নস্য চ জগতঃ) গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ [সন্] সম্বভূব (প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ব্রহ্মা) অথর্ব্বায় (অথর্ব্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাসাং বিদ্যানামভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিষয়াং ; ব্রহ্মণা প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ৎ) ॥ ১

সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ব্বনামক জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১

---

(৩) তাৎপর্য্য—'সদ্' ধাতুর অর্থ—বিনাশ, গতি ও অবসাদন। 'উপ' অর্থ—শীঘ্র বা সামীপ্য ; 'নি' অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ। এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় সেবক-গণের জন্ম-জরাদি দুঃখ বিনষ্ট করে ; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ো মহান্ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বান্ অন্যানতিশেত ইতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা সম্বভূব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা, যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। "যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা। ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্ম-বিদ্যাং, "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যা-বেদ্যং বা বস্তু অনয়ৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি বিদ্যাম্। অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়—জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বম্ অথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠঃ; তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাতিশায়ী মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাঁহাদেরও প্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই। কারণ, মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য।' [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কর্ত্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকর্ত্তা। উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা; পরেই 'যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়' এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম-

* জাত ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা 'ব্রহ্মবিদ্যা' পদবাচ্য। সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত [অচিন্তিত] বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়', এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অন্যান্য বিদ্যাদ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয়, এই জন্যই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা—'সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা'-পদবাচ্য হয়; অবশ্য, 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' এই বিশেষণটি বিদ্যার প্রশংসা-সূচক মাত্র, সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠ-পুত্র অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই 'অথর্ব্ব' ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ; সেই পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
　　থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (†) প্রাহ
　　ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

[ইদানীং বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্য্যমাহ]—"অথর্ব্বণে" ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ) অথর্ব্বণে (অথর্ব্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্), অথর্ব্বা (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিদ্যাম্ অঙ্গিরে (তন্নামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্)। সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্নামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিদ্যামিতি শেষঃ]। ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্য্যাৎ অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥ ২

এখন ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়-ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্ব্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম সেই বিদ্যা অঙ্গির্-নামক ঋষিকে বলেন; তিনি ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন; ভারদ্বাজ

† 'সত্যবাহায়' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু হইতে পরবর্ত্তী শিষ্যগণকর্ত্তৃক লব্ধ এই বিদ্যা অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যাম্ এতাম্ অথর্ব্বণে প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্ অথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্নে প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা, পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হইতে লব্ধ সেই বিদ্যাকেই আবার অথর্ব্বা প্রথমে অঙ্গির্-নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন, অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ সত্যবহ-নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন ; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরোনামক স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন। 'পরাবরা' অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক প্রাপ্তা ; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরাবিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে। [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'প্রাহ' (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং (তন্নামকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)। নু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ (ভগবন্) কস্মিন্ (বস্তুনি) বিজ্ঞাতে [সতি] ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥ ৩

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয় ? ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অঙ্গিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবৎ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ, উপসন্নঃ উপগতঃ সন্ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। শৌনকাঙ্গিরসোঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাক্ বিধিবদ্বিশেষণাভাবাৎ উপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মর্য্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্। মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অস্মদাদিষ্বপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতম্ অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতি' ইতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুতবান্ শৌনকঃ, তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সন্তি হি লোকে সুবর্ণাদিশকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিং নু অস্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

নন্ববিদিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ; 'কিমস্তি তৎ' ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ; সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ; যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। ন, অক্ষরবাহুল্যাদায়াস-ভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিংস্বিত্তি তদ্ যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

মহাশাল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অঙ্গিরার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যকতা ছিল না। [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরব্ধ হইল এই] সীমা-নির্দ্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন 'মধ্যদীপিকা' ন্যায়ে 'বিধিবৎ' বিশেষণটি [প্রদত্ত হইয়াছে]। (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতে-

(ক) যদেকস্মিন্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(৪) তাৎপর্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উভয় দিকই প্রকাশ করে,

ছেন, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে"। এখানে 'নু' শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়); হে ভগবঃ!—ভগবন্! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে, এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে। একটি জানিলেই যে, সর্ব্ববিৎ হওয়া যায়, শৌনক এইরূপ শিষ্টপ্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানিতেন; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'কোন্‌টি' এইরূপ বিতর্কপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকেরাও যেরূপ স্বর্ণত্বাদির একত্ব-বিজ্ঞানে স্বর্ণাদির অংশগত ভেদসমূহ অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি, যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত 'কস্মিন্' (কোন্‌টি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না? পরন্তু তখন 'সেরূপ কি কিছু আছে?' এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয়। কেননা, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে 'কস্মিন্' (কোন্‌টি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে; যেমন 'কোথায় স্থাপন করিতে হইবে?' [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে]। না এ আপত্তি হইতে পারে না; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায়; সুতরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, এমন পদার্থ কি আছে, একটি মাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্ববিৎ হইতে পারা যায় (৫)॥ ৩॥

সেইরূপ' এই 'বিদিবৎ' বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্ত্তী শিষ্যদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে।

(৫) তাৎপর্য্য—প্রশ্নকর্ত্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে 'কোন্‌টি' (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে; পরন্তু, যাহার যে বিষয়ে মাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তস্মৈ" ইত্যাদিনা।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ) হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (শৌনকায়) উবাচ (উক্তবান্)—যৎ ব্রহ্মবিদঃ (বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পরা (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপরা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বিষয়া) চ (অপি) এব (নিশ্চয়ে) দ্বে (পরাপরা-লক্ষণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে) বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ, ইতি বা)] ॥ ৪

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ (বেদতাৎপর্য্য-বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরা ও অপরা, এই দুইটি বিদ্যা অবশ্য জানিতে হয় ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিতি? উচ্যতে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্‌ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে? ইত্যাহ—পরা চ পরমাত্মবিদ্যা, অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া।

নন্থ 'কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্ববিদ্ভবতি' ইতি শৌনকেন পৃষ্টম্; তস্মিন্ বক্তব্যেঽ-পৃষ্টমাহ অঙ্গিরা "দ্বে বিদ্যে" ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ, ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যা অবিদ্যা, সা নিরাকর্ত্তব্যা; তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে। যেমন,—যে লোক কখনও পশু জানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, কোন পশুটি কিরূপ? বরং এরূপ কোন প্রাণী আছে কি, যাহার নাম পশু? এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, ভগবন্, এরূপ কোনও কিছু আছে কি? একটিমাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে,- হাঁ, কথা সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি এত-অধিক কথা বলিতে নারাজ; তাই শ্রমলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় 'কস্মিন্' এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্ ইতি ; 'নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ; কি ? [তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন। সেই দুইটি কি ? তাহা বলিতেছেন—পরা ও অপরা। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা পরা, আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিদ্যা অপরা।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কোন্‌টি বিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায় ; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক ; কিন্তু অঙ্গিরা তাহা না বলিয়া 'দুইটি বিদ্যা' ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন ! না,—এ দোষ হয় না ; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ। [অভিপ্রায় এই যে,—অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই বটে ; কেন না, অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত হয় না। অতএব 'প্রথমকল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়' ; এই নিয়মানুসারে অপরা বিদ্যার প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা বিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পরাপরবিদ্যয়োঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রেতি।]—তত্র (তয়োঃ পরাপরয়োঃ মধ্যে) অপরা [বিদ্যা] [উচ্যতে]। [কা সা ? ইত্যাহ] ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ [এতে চত্বারো বেদাঃ], শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কর্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাম্ অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাঙ্গানি] ইতি, (ইতি-শব্দঃ অপরা-বিদ্যা-সমাপ্তিসূচকঃ) [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগম্ অত্রৈবান্তর্ভাব্যানি ইত্যাশয়ঃ]। অথ (অনন্তরং) পরা [বিদ্যা] [উচ্যতে] [কা সা ? ইত্যাহ] যয়া (বিদ্যয়া) তৎ (অনন্তর-মেব কথ্যমানম্) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে) ॥ ৫

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে [প্রথমে] অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে,—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম ইত্যঙ্গানি ষট্ এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ)। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে — যয়া তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে, অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য চ (গ) ভেদোঽস্তি ; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম।

নন্বৃগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ ? "যা বেদ-বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ" (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদ-নাদেয়া স্যাৎ ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্করণ-মনর্থকম্ "অথ পরা" ইতি। ন ; বেদ্যবিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপনিষদ্-বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্য-ধিগমেঽপি যত্নান্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাদিলক্ষণেন বৈরাগ্যেণ চ বিনা নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভবতীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যা ইতি কথনঞ্চেতি ॥ ৫ ॥

(খ) সঙ্গতোঽপি 'উক্তা' ইতি পাঠঃ বহুষু পুস্তকেষু নোপলভ্যতে ॥
(গ) 'নার্থস্য ভেদঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
(ঘ) 'যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' ইত্যংশঃ সাধীয়ানপি বহুষু পুস্তকেষু পরিত্যক্তঃ

ভাষ্যানুবাদ

তন্মধ্যে অপরা কি ? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই চারিটি বেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কারণ, 'অধি'-পূর্ব্বক 'গম' ধাতুর 'প্রাপ্তি' অর্থই প্রায়িক ; আর পরমাত্মলাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই ; কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিদ্যাধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে ? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসৎ জ্ঞানোপদেশ [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়], তৎসমস্তই অসদুপদেশ ; সুতরাং নিষ্ফল ; নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং উপনিষৎ-সমূহেরও ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে। আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে "অথ পরা" বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হয় না ; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ্ বেদ্য যে, অক্ষর-ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে 'পরা বিদ্যা' বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই কেবল শব্দসমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর-ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহার প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক্ করণ, এবং 'পরাবিদ্যা' নাম-করণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুম্ অক্ষরস্বরূপমাহ –যৎ তদিত্যাদি।]—যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণম্) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহ্যম্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্) [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণিপাদবর্জ্জিতং), নিত্যম্ (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সর্ব্বগতং (ব্যাপকং), সুসূক্ষ্মং। [কিঞ্চ], তৎ (অক্ষরম্) অব্যয়ম্ (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যয়া] পরিপশ্যন্তি (সর্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) সা 'পরা বিদ্যা' ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৬

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (মূলরহিত), নীরূপ, এবং চক্ষুঃ-কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সর্ব্বকারণ) অক্ষরকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থজ্ঞানকালাদন্যত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্তি অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণঃ, ন তথাত্র পরবিদ্যাবিষয়ে; বাক্যার্থজ্ঞানসমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি, কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতিরিক্তাভাবাৎ। তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি - যত্তদদ্রেশ্যমিত্যাদিনা।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে—যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং—গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে কারণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি-চেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্' ইতি বার্য্যতে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ অতো নিত্যমবিনাশি, বিভুং—বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তপ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদি স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায়্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবংলক্ষণং ভূতযোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং; পরি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যেতি সমুচ্চয়ার্থঃ॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদিরূপ আরও বিষয় থাকে; এই পরবিদ্যা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই; পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই। এইজন্য এখানে "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দ্দেশের দ্বারা সেই পরা বিদ্যাকে বিশেষিত করিতেছেন।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের ন্যায় 'যৎ তৎ' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রেশ্য অদৃশ্য, অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অগোত্র—গোত্র, বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই ; [সুতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরন্বয় বা মূলরহিত। অভিপ্রায় এই যে, তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত অন্বিত (কার্য্যরূপে সম্বদ্ধ) হইতে পারেন। যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্ম্মসমূহ ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অবর্ণ ও 'অক্ষর' পদবাচ্য ; অচক্ষুঃ-শ্রোত্র—নাম ও রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ : সেই ইন্দ্রিয় দুইটি যাঁহার নাই, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র। [অভিপ্রায় এই যে,] 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন' ; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল ; এখানে 'অচক্ষুঃশ্রোত্র' বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল ; কারণ, 'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন', ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ দেখা যায়।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্ম্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়হীন। যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই ; অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভু—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানাবিধ প্রাণিভেদে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য বিভু—সর্ব্বগত আকাশ-বৎ ব্যাপক। যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্ম্মরহিত, অতএব, সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ ; তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬)।

(৬) তাৎপর্য্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার স্থূলতাও তত অধিক ; আকাশের একটিমাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্য আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ; বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্য আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল ; তেজের গুণ তিনটি—শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ ; সুতরাং বায়ু

আরও এক কথা, তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্ম্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয়; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ন্যায় স্বীয় অংশের অপচয়াত্মক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না, এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়, তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না; তিনি যখন নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী যেরূপ স্থাবর-জঙ্গমসমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ; এবম্ভূত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্ব্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা'; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥৬॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিত্বং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন্ আহ]—যথেত্যাদি। যথা ঊর্ণনাভিঃ (লূতাকীটঃ) [বাহ্যসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্তূন্]—সৃজতে (উৎপাদয়তি), [পুনঃ] গৃহ্নতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাদীনি) পৃথিব্যাং (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপদ্যন্তে), যথা চ সতঃ (জীবতঃ) পুরুষাৎ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাৎ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি]; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাৎ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বং (কৃৎস্নং) সম্ভবতি (উৎপদ্যতে) ॥৭

[1] ঊর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

অপেক্ষাও তেজের স্থূলতা অধিক; এইরূপ জলের চারিটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; সুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থূল; পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থূলতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধই স্থূলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ; অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাঁহাকে 'সুসূক্ষ্ম' বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে; পৃথিবীতে যেরূপ ওষধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম-সমূহ সমুৎপন্ন হয়; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্; তৎ কথং ভূতযোনিত্বম্ ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তৈঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ উর্ণনাভির্লূতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহ্লতে চ গৃহ্লাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদি-স্থাবরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্। ৭

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে অক্ষরকে "ভূতযোনি' বলা হইয়াছে; সেই ভূতযোনিত্ব কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ উর্ণনাভি অর্থাৎ লূতাকীট যেরূপ অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে); এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্‌ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্য্যন্ত ওষধিসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অনা-য়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮ ॥

[উৎপত্তি-ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি। ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা (জ্ঞানেন) চীয়তে (উপচীয়তে—সৃষ্টি-সমুন্মুখং ভবতি); ততঃ (তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ) অন্নং (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপদ্যতে); অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভঃ); [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধর্ম্মকং); [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যম্ (আপেক্ষিকসত্যরূপঃ সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাৎ] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত); [তেষু চ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাদ্যুচিতানি); কর্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কর্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥ ৮

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্যা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি-বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়; অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ), হিরণ্যগর্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কর্ম্ম] এবং কর্ম্ম হইতে আবার অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্‌ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে, ন যুগপদ্‌বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপাদয়িষ্যদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি,পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়া উপচিতাৎ ততো ব্রহ্মণোঽন্নং—অদ্যতে ভুজ্যতে ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীর্ষিতাবস্থাৎ অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎ-সাধারণঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মা অভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মনআখ্যং সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াদ্যাত্মকম্ অভিজায়তে। ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকাৎ মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভি-

জায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাৎ ভূতপঞ্চকাৎ অণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদি-প্রাণি বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষু অমৃতং কর্ম্মজং ফলম্; যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা এই ক্রমানুসারে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় এক সঙ্গে নহে; এই জন্য সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে।—উক্ত ভূতযোনি অক্ষর ব্রহ্ম তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা যেরূপ পুত্র সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অঙ্কুর-সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন, তাহা অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ যাহাকে ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম লাভ করেন; এই প্রাণই সর্ব্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যা কামনা ও তদনুগত কর্ম্মসমষ্টিরূপ বীজের অঙ্কুরস্বরূপ এবং জগতের আত্মা। সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প বিকল্প, সংশয় ও নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়; সেই সংকল্পাদি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ 'সত্য' নামক আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়. সেই সত্যনামক ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি সপ্তলোক সৃষ্ট হয়; সেই সমস্ত লোকে আবার মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রমা-নুযায়ী নানাবিধ কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়]; যে পর্য্যন্ত শতকোটি কল্পেও কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়,

তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ যতকাল কর্ম্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুন্ন থাকে; এই কারণে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' [বলা হইল] (৭) ।।৮।।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরন্ বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি। যঃ (অক্ষরাখ্যঃ পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সামান্যতঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ), সর্ব্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সর্ব্বং বেত্তীত্যর্থঃ); যস্য (অক্ষরস্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানমেব) তপঃ তপঃ-ফলপ্রদায়কম্) তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (শুক্লকৃষ্ণাদি) অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। ৯

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই যাহার তপস্যা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

(৭) তাৎপর্য্য—অন্যত্র কথিত আছে যে, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥" কর্ম্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না; অর্থাৎ কর্ম্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকে থাকিতে হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

মনুষ্যকে স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে,—মানুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কর্ম্ম আছে, (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে, এখনও যাহাদের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'সঞ্চিত' বলে; আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'প্রারব্ধ' বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'ক্রিয়মাণ' বলে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পেও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মসমূহ দগ্ধবীজের ন্যায় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে তাহারা থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে গণ্য হয়; তখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত

হইতে এই পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা) শুক্লাদি রূপ ও ধান্যাদি অন্ন সমুৎপন্ন হয় ॥ ৯

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তমেবার্থমুপসংজিহীর্ষুর্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্বং জনাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ; বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নাম 'অসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ, ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ 'ইদং শুক্লং নীলম্' ইত্যাদি, অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এই মন্ত্রটি পূর্ব্বকথিত বিষয়ের উপসংহার-পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতেছেন—পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক যিনি সামান্যরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' এবং বিশেষরূপেও সমস্ত জানেন বলিয়া 'সর্ব্ববিৎ,' 'জ্ঞানময়' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্যা, যথোক্তপ্রকার সেই সর্ব্বজ্ঞ (অক্ষর) হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন। অপিচ, দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি নাম, শুক্ল-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি অন্নও তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বমন্ত্রোল্লিখিত ক্রমানুসারেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে আর বিরোধ রহিল না (৮) ॥ ৯ ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

ভোগ প্রদান করিতে থাকে; ভোগ-শেষে কর্ম্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয়। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন, এখানে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে।

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অন্ন হইল, তাহার পর অন্যান্য সমস্ত হইল। এখানে সর্ব্বশেষে অন্নের উল্লেখ থাকায় বিরোধ আশঙ্কাও হইয়াছিল; সেই জন্য বলিলেন এখানে ক্রমোল্লেখ প্রধান নহে—পূর্ব্বক্রমেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোন প্রকার বিরোধ নাই।

প্রথমমুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—ঃ—*—ঃ—

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতম্) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং। [কিং তৎ ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্রেষু (নিহিতানি) যানি কর্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), তানি ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি)। [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কর্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুতিষ্ঠত)। বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতস্য (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্য) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ॥ ১০ ॥ ১

ইহাই সেই সত্য বস্তু ; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্র-মধ্যে যাহা দর্শন করিয়াছেন। সেই ঋষিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে। [হে শিষ্যগণ], তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কর্ম্মসমূহ আচরণ কর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফললাভের পথ বা উপায় ॥ ১০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা 'ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা। 'যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা—"নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরম্ অনয়োর্ব্বিদ্যয়ো-র্বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্ত্রাদিসাধন-ক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতো-

ইভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপর-বিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ ; তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তিঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্" ইত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়ন্নাহ—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্। কিং তৎ ? মন্ত্রেষু ঋগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো বশিষ্ঠাদয়ো যানি অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ তানি চ বেদ-বিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্র-প্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্তত়ানি সংপ্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি ; অতো যূয়ং তানি আচরথ নির্ব্বর্ত্তয়ত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ সুকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে—ফলনিমিত্তং, লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতানি অগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি, তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

'ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ' ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ-সমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে। আর 'সেই যে অদৃশ্য' ইত্যাদি 'নাম, রূপ ও অন্ন সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরসংজ্ঞক পুরুষকে জানা যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা', ঐ বাক্যে পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিদ্যার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক ; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমাণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন, কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াফলাত্মক ভেদে পূর্ণ এবং অনাদি, অনন্ত (৯) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয় ;

(৯) তাৎপর্য্য—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য হইলেও—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশশীল হইলেও কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে 'অনন্ত' বলা হইয়া থাকে।

সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য ; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয়। উক্ত-লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বৰ্জ্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ। প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম-সঞ্চিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও একথা বলা হইবে। বিচার্য্য বিষয় নির্দ্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ। সেই বস্তুটি কি ? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থসাধক এই যে সেই সত্য; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্মসমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্পাদন কর। সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায়। যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে 'লোক'

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদবিহিতঃ পদার্থঃ—হৌত্রম্, যজুর্ব্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম্, সামবেদবিহিতঃ ঔদ্গাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ। অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হৌত্র, যজুর্ব্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদ্গাত্র বলে। এতদনুসারে ঋগ্বেদবিৎ—হোতা, যজুর্ব্বেদবিৎ—অধ্বর্য্যু আর সামবেদ-বিৎ—উদ্গাতা নামে অভিহিত হন।

শব্দে কর্ম্মফল কথিত হইয়া থাকে। ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ। এই যে বেদত্রয়বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্বনিবন্ধন সেই কর্ম্মসমূহই এই পথ ॥ ১০ ॥ ১

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ১১ ॥ ২

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিয়তে]—'যদা' ইত্যাদিনা। যদা (যস্মিন্ কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চ্চিঃ (শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি), তদা (তস্মিন্ কালে) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়স্য দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগৌ হূয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহুতীঃ (সায়ংপ্রাতঃ আহুতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ (প্রক্ষিপেৎ) ॥১১॥২

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতি সমর্পণ করিবে ॥ ১১ ॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিঃ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষি আজ্যভাগৌ আজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেবতা-মুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতি-প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্করণং দুষ্করম্, বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে; কারণ, উহাই সমস্ত কর্ম্মের প্রথম। তাহা কি প্রকার?—নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে, আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ করিয়া আহুতি সকল নিক্ষেপ করিবে। অনেক দিনের আহুতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে 'আহুতি' শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ।] যথোপযুক্ত আহুতি প্রক্ষেপাদি-স্বরূপ এই কর্ম্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায়। কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর; কারণ, ইহাতে অনেকপ্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১॥ ২

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥১২॥ ৩

[অগ্নিহোত্রস্য অযথানুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্যেতি। যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নিহোত্রং (তদাখ্যং যাগকর্ম্ম) অদর্শম্ (অমাবস্যাকর্ত্তব্য-'দর্শ'নামক-কর্ম্মরহিতম্), অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-'পৌর্ণমাস'সংজ্ঞক-কর্ম্মবর্জ্জিতম্), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মরহিতম্), অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জ্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহুতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকর্ম্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হুতং চ [ভবতি], [তৎ অগ্নিহোত্রং] তস্য (কর্ত্তুঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্য্যন্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন্ কর্ম্মফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশয়তি—নিবারয়তীতি যাবৎ) [অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ]॥ ১২ ॥ ৩

যাহার 'অগ্নিহোত্র'যাগ 'দর্শ' ও 'পৌর্ণমাস' যাগ-রহিত হয়, চাতুর্ম্মাস্য ও আগ্রয়ণ-যাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হুত না হয়, বৈশ্বদেব কর্ম্মশূন্য এবং অবিধিপূর্ব্বক হুত হয়, সেই অগ্নিহোত্র যাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কর্ম্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২ ॥ ৩

শাঙ্করভাষ্যম্

কথম্? যস্যাগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতম্। অগ্নি-

হোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য —অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধ্যগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ; তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথা অপৌর্ণমাসম্ ইত্যাদিষ্বপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্ ; অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাৎ। অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিষু কর্ত্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য তৎ তথা। অতিথিবর্জ্জিতঞ্চ অতিথিপূজনঞ্চ অহন্যহন্যক্রিয়মাণং যস্য। স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালে অহুতম্। অদর্শাদিবৎ অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্। হূয়মানমপি অবিধিনা হুতং, ন যথাহুতমিত্যেতৎ।

এবং দুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যুচ্যতে—আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতান্ তস্য কর্ত্তুর্লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্রফলত্বাৎ। সম্যক্‌ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপ্যেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে। তে লোকা এবন্তুতেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা তু অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্যন্ত ইব, আয়াসমাত্রন্তু অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে। পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা সম্বধ্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত ইত্যুচ্যতে॥ ১২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

কি প্রকারে ? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [তাহা কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর 'অগ্নিহোত্র' যাগটি অদর্শ- 'দর্শ-' নামক কর্ম্মবর্জ্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে 'দর্শ' যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই জন্য [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিশেষণেরই মত প্রতীত হয় ; তদ্রূপে ক্রিয়মাণ না হয় ; 'অপৌর্ণমাস' প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ অগ্নিহোত্রবিশেষণত্বই বুঝিতে হইবে ; কারণ, অগ্নিহোত্রাঙ্গ বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ। অপৌর্ণমাস অর্থাৎ 'পৌর্ণমাস'-নামক কর্ম্মরহিত। অচাতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যনামক কর্ম্মবর্জ্জিত, অনাগ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কর্ম্মটি শরদাদি ঋতুতে কর্ত্তব্য ; যে অগ্নিহোত্রে তাহা অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ। অতিথিবর্জ্জিত অর্থাৎ

প্রত্যহ যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নি-হোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কর্ম্মের ন্যায় বৈশ্বদেব কর্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না; আর হোম করা হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হুত হয় না।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কি করিয়া থাকে? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কর্ম্মকর্ত্তার আ-সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে; কেবল কষ্টমাত্র সার বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে]। কর্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কর্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফল-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উক্তপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে। অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদ-নাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র (যজমানকে লইয়া এই সপ্ত লোক) আর নিজের উপকার যাহা দ্বারা হয় এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না; এই কারণে 'হিংসা করে' বলা হইয়াছে ॥১২॥৩

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥১৩॥ ৪

[হবির্গ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা। কালী, করালী চ, মনোজবা চ, সুলোহিতা, যা চ (অপি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্ব্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরুচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবির্গ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যেতি শেষঃ]। ॥১৩॥৪

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বা প্রোজ্জ্বলা বিশ্বরুচী, এই সাতটি অগ্নির লেলায়মান বা চঞ্চল জিহ্বা ॥১৩॥৪

শাঙ্করভাষ্যম্

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়-মানা অগ্নেৰ্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥১৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, আর যে সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দ্যোতমানা বিশ্বরুচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে। 'কালী' হইতে 'বিশ্বরুচী' পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নি-জিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ॥১৩॥ ৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
　যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
　যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫

[ইদানীং তৎপ্রয়োগমাহ]—এতেষ্বিতি। যঃ (অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কর্ম্ম আচরতি); এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহুতয়ঃ হি (নিশ্চয়ে) যথাকালং (যস্য কর্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তং কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ] ভূত্বা] আদদায়ন্ (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তং (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি) ॥১৪॥৫

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই আহুতি-সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেখানে অর্থাৎ যে স্বর্গে সর্ব্বোপরি অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন ॥১৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রম্য যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদদানা আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মি-দ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ সর্ব্বানুপরি অধি-বসতীত্যধিবাসঃ ॥১৪॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এই সকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্ত্তৃক যে সকল আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজ-মানকে আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে —যে স্বর্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬

[ইদানীং সূর্য্যরশ্মিদ্বারকবহনপ্রকারমাহ]—এহ্যেহীত্যাদি। সুবর্চ্চসঃ (দীপ্তি-মত্যঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) 'এহি এহি' ইতি [আহ্বয়ন্ত্যঃ], অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (স্তুত্যাদিভিঃ পূজয়ন্ত্যঃ), এষঃ (নির্দ্দিশ্যমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ) ব্রহ্মলোকঃ (স্বর্গফলরূপঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতঃ (পন্থাঃ ফলস্বরূপঃ) [এবং] প্রিয়াং বাচং (বাক্যম্) অভিবদন্ত্যঃ (কথয়ন্ত্যঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বর্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ) ॥১৫॥৬

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কর্ম্মলব্ধ ফল, এইরূপ প্রিয়বাক্য কথনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে ॥ ১৫॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীতি ? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহ্বয়ন্ত্যঃ তং যজমানম্ আহুতয়ঃ সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তুত্যাদি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্ম-লোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

কি প্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে ? তাহা কথিত হইতেছে—সুবর্চ্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহুতিসমূহ সেই যজমানকে 'এস এস' বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক এবং অর্চ্চনা—পূজা করিতে করিতে এই পবিত্র ব্রহ্ম-লোকই তোমাদের সুকৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে। প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ ॥ ১৫ ॥ ৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিন্দার্থমাহ]—প্লবাঃ ইতি। যেষু (অষ্টাদশসু যজ্ঞরূপেষু) অবরং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিকৃষ্টং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রেণ বিহিতং) ; হি (যস্মাৎ) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পত্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) [অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্লবাঃ সংসার-সন্তরণোপায়াঃ] অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ) ; [তস্মাৎ প্লবন্তে ফলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ]। যে মূঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্যন্তে) ; তে (মূঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভূয়োভূয়ঃ) জরা-মৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥ ১৬ ॥ ৭

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা), যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে ; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি ইহাকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥ ১৬ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম এতাবৎফলম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যম্, অতঃ অসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ ঋত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেষু অষ্টাদশসু অবরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষাম্ অবরকর্ম্মাশ্রয়াণাম্ অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম্ম ; কুণ্ডবিনাশাদিব (১১) ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ ; যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি যে অভিনন্দন্তি অভিহৃষ্যন্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং, কঞ্চিৎ কালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেব অপিযন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিদ্যা ও কামকর্ম্মপ্রসূত ; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্য ইহার নিন্দা করা হইতেছে—'প্লব' অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ) ; অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের) বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধি প্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত অবর-কর্ম্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তা-হেতু তৎসাধ্য (তাহাদের নিষ্পাদিত) কর্ম্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু মূঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্ত-প্রকার কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমকল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর

(১১) কুণ্ডবিনাশাদিবৎ ইতি কচিৎ পাঠঃ

করে, অতএব, তাহারা কিয়ৎকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥১৭॥ ৮

[তে] মূঢ়াঃ (অবিবেকাঃ) অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যামধ্যে) বর্ত্তমানাঃ স্বয়ম্ [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং সম্ভাবয়ন্তঃ) জঙ্ঘন্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্ব্বা পীড্যমানাঃ) অন্ধেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অন্ধাঃ যথা (অন্ধা ইব) পরিয়ন্তি (বিভ্রমন্তি—বিপদ্যন্তে, ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥ ৮

সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ অবিদ্যামধ্যে বাস করে, সুতরাং আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড্যমান হইয়া অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥১৭॥৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং 'বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জঙ্ঘন্যমানাঃ জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিয়ন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাৎ অন্ধেনৈব অচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্তকণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 'আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি', এইরূপে আপনাদিগকে সম্ভাবিত— সম্মানিত করিয়া, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জঙ্ঘন্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড্যমান হইয়া পরিভ্রমণ করে। দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্ত্তৃক অর্থাৎ অক্ষিহীনকর্ত্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ

অন্ধ—চক্ষুরহিত লোকসমূহ যেরূপ গর্ত্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ—॥ ১৭ ॥ ৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানাপ্রকারেণ) বর্ত্তমানাঃ বালাঃ (অবিবেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যাঃ) ইতি (এবম্) অভিমন্যন্তি (অভিমানং কুর্ব্বন্তি)। যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মিণঃ (জ্ঞানরহিতকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাসক্তেঃ হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), তেন [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥ ৯

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।' যেহেতু কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তি-বশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোকভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্যন্তি অভিমন্যন্তে অভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ; যদ্ যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরা 'আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি', এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু এইপ্রকার

কর্ম্মিগণ রাগবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সেইহেতু ক্ষীণলোক—ক্ষীণ কর্ম্মফল (অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক ক্ষয়ের পর), আতুর—দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছে্রয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্ত্তং—স্মার্ত্তং বাপীকূপাদিদান-লক্ষণং কর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং), অস্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে)। তে (প্রমূঢ়াঃ) সুকৃতে (কর্ম্মলব্ধে) নাকস্য পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূত্বা (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যাখ্যং) হীনতরং (ইতোঽপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) বিশন্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ১০

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে, অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥ ১৯ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইষ্টাপূর্ত্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তং কর্ম্ম, মন্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্যৎ আত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবান্ধবাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ ; তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনে অনুভূত্বা অনুভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষম্ অস্মাৎ হীনতরং বা তির্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম্ম, আর পূর্ত্ত অর্থে স্মৃতিবিহিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া ; প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ

পুত্র, পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা, উক্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে—চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহারা সুকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্যলোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তির্য্যগ্‌যোনি ও নরকাদি-স্থানে নিজ নিজ কর্ম্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে॥ ১৯ ॥ ১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥ ২০ ॥ ১১

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—'তপঃ' ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়াঃ বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীব্যাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গৃহস্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—(তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা তে তপঃশ্রদ্ধে) উপবসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্কাঃ পুণ্যপাপরহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরেণ পথা) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎসংসারস্থায়ী) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে] ; [তত্র] প্রয়ান্তি (গচ্ছন্তি)।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া যে সমস্ত সংযতেন্দ্রিয়

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিষয় ভোগ করে। কর্ম্মফল যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপবিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের জন্য; সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হয়; তখন যাহার যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার তদনুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্যলোকে, কেহ বা তির্য্যগ্‌যোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মশেষই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাঁহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥ ২০ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরেণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যপাপকর্ম্মণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ।

নন্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ ? ন, "ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি। বিরজস্ত্বন্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ২০ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্যা ও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ —নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতি-গ্রহ নিষিদ্ধ ; এইজন্য ভৈক্ষচর্য্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজস্ক অর্থাৎ পুণ্যপাপরহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত

উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন—যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন। অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায়।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন? না—ইহা হইতে পারে না; কারণ, 'এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায়।' 'সেই ধীরগণ সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বস্বরূপে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না]; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যার প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। তবে এখানে যে, বিরজস্কতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কর্ম্মিগণের অপেক্ষা বিরজস্কতামাত্র। সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্য-গর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই। দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টা (মরীচি প্রভৃতি), ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিক গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ ১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১ ॥ ১২

[অথেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্ব্বা) কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (ফলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যতয়া অবধার্য্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্ব্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্; ইতি] অথবা কৃতেন (কর্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্ব্বেদম্ (বৈরাগ্যম্) আয়াৎ (গচ্ছেৎ)। তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্ব্বিণ্ণঃ) সমিৎপাণিঃ (উপায়নহস্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞং) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (সর্ব্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ) ॥২১॥১২॥

ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য-অসার বলিয়া অবধারণ করিয়া—জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে। সেই বৈরাগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্য-সাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাৎ বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়া-মধিকারপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভা-বিকাবিদ্যাকাম-কর্ম্মদোষবৎ-পুরুষানুষ্ঠেয়ম্, অবিদ্যাদিদোষবন্তম্ এব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাৎ, তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথাত্ম্যেন অবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরে-তরোৎপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্ মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাকার-স্বপ্ন-জলবুদ্বুদফেনসমান্ প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যা-কামদোষ-প্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তিতান্ ইত্যেতৎ।— ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে—নির্ব্বেদং, নিঃপূর্ব্বো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে; বৈরাগ্যম্ আয়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ, কর্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বন্তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাৎ চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যং বা ; নাতঃপরং কর্ম্মণো

বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ধ্রুবেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন, ইত্যেবং নির্ব্বিণ্নোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্নো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতৎ "গুরুমেব" ইত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি, কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্ ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার, তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য কথিত হইতেছে—অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্যই এই সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বলিয়া এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি-দোষ-সম্পন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, [সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লঙ্ঘন-দোষজনিত যে নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যথাযথরূপে অবধারণ করিয়া, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত,স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক,বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের হেতুভূত, বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের ন্যায় অসার, মায়া মরীচিকা-জলবৎ,গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের ফেনতুল্য এবং প্রতিক্ষণ ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপরিত্যাগপূর্ব্বক—ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার ; এইজন্য ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে—লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নির্ পূর্ব্বক বিদ্‌ধাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই; কেন-না, সমস্ত লোকই কর্ম্ম-নিষ্পাদিত; কর্ম্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য। অভিপ্রায় এই যে, [জগতে] কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই। আর কর্ম্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য (১৩), এতদতিরিক্ত আর কর্ম্মের বিষয় নাই। অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ স্থিরতর অর্থের প্রার্থী,—তদ্বিপরীতের প্রার্থী নহি; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত কর্ম্মে প্রয়োজন কি? এইরূপে নির্ব্বেদযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বভয়রহিত, মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই "গুরুমেব" এই অবধারণের অভিপ্রায়। সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ-সম্পন্ন; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ—সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি। কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্ম্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি

---

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত - কর্ম্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য' এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত; এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম নাই। তন্মধ্যে কর্ত্তার চেষ্টায় যাহা অভিনবরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'উৎপাদ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয়, তাহা 'আপ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা 'বিকার্য্য'। আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ গুণাধান বা দোষাপনয়ন হয়, তাহা 'সংস্কার্য্য'।

উপস্থিত হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১ ॥ ১২

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-দ্বেষাদিদোষরহিতমনসে) শমান্বিতায় (সংযতবহিরিন্দ্রিয়ায়) তস্মৈ (জিজ্ঞাসবে), যেন (যয়া বিদ্যয়া) সত্যম্ অক্ষরং (কূটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজানাতি) ; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রব্রূয়াৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥ ২২ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে দম্ভদ্বেষাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), শমগুণান্বিত সেই শিষ্যের উদ্দেশে— যাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবেন ॥ ২২ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডক-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায়। সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় ; সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া চ পরয়া অক্ষরম্ অদ্রেশ্যাদিবিশেষণং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাচ্চ, সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণাৎ অক্ষতত্বাৎ অক্ষয়ত্বাচ্চ, বেদ বিজানাতি ; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ। আচার্য্যস্যাপি অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-নিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানুসারে প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ দর্পাদি-দোষবর্জ্জিত, শমান্বিত অর্থাৎ যাহার বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য-যুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিদ্যা দ্বারা অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায়; সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে, অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে। সেই অক্ষরই পূর্ণত্ব ও হৃদয়-পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ'-শব্দবাচ্য; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক; আর ক্ষরণ—স্বরূপপ্রচ্যুতি হয় না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর-পদবাচ্য।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিদ্যা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, ["প্রব্রূয়াৎ"] শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে॥ ২২ ॥ ১৩

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

—ঃ—*—ঃ—

তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্‌বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ২৩ ॥ ১

[ইদানীং পরবিদ্যাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা। তৎ (পূর্ব্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং)। [দুর্জ্ঞেয়ং তৎ কথং প্রতিপদ্যেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা সুদীপ্তাৎ (প্রজ্বলিতাৎ) পাবকাৎ (বহ্নেঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্রা অগ্ন্যবয়বাঃ) সরূপাঃ (অগ্নিসজাতীয়া এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে); হে সোম্য, তথা বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাৎ (সত্যাৎ পুরুষাৎ) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিযন্তি (লীয়ন্তে) চ ॥২৩॥১॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ; সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥২৩॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মাৎ মূলাৎ অক্ষরাৎ সম্ভবতি, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ; স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

অপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পরবিদ্যা-

বিষয়ং, পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ। তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্; অবিদ্যা-বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরৎ। অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্ঠু দীপ্তাৎ ইদ্ধাৎ পাবকাৎ অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোঽনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নি-সলক্ষণা এব, তথা উক্তলক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনু বিধীয়-মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদি-পরিচ্ছিন্নাঃ সুষির-ভেদা ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনু ভবন্তি; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমনু প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরে অপিযন্তি দেহোপাধিবিলয়মনু লীয়ন্তে ঘটাদি-বিলয়মন্বিব সুষিরভেদাঃ। যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়-নিমিত্তত্বং ঘটাদ্যু-পাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যাপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥ ২৩ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

অপর বিদ্যার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা সারভূত; অক্ষর-সজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ। যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিদ্যার বিষয়। তাহার নির্দ্দেশের জন্যই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত যে কর্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য; কিন্তু পরবিদ্যার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য]; কারণ পারমার্থিক সত্তাই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ। পরবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই সত্য—যথাভূত বস্তু অপর বিদ্যার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য। সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে? এই জন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সুদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে যেরূপ সরূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য! তদ্রূপ উক্তপ্রকার অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমূহ জীবগণ—আকাশাদি যেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীনছিদ্রভেদসমূহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে। আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হয়, ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমনি অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥ ২৩ ॥ ১

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২৪ ॥ ২

[সঃ অক্ষরঃ] পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা), অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ), সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্তমানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিমৎপ্রাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জ্জিতঃ), শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ) অক্ষরাৎ (অনুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ), পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥ ২৪ ॥ ২

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন, বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর ॥ ২৪ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ—

দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্টাৎ। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌকিকো বা। হি যস্মাৎ অমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য

জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ; যথা জলবুদ্‌বুদাদের্ব্বায়্বাদিঃ; যথা নভঃশুষির-ভেদানাং ঘটাদিঃ। সর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, অতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনাম্ অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-স্বরূপদৃষ্টীনাম্ অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্ অসৌ অপ্রাণঃ। তথা অমনাঃ—অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপি অবিদ্য-মানং যস্মিন্ সোঽয়মমনাঃ। অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ; যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি। যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ, অতোঽক্ষরান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেন উপ-লক্ষ্যমানত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্যঃ তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্ত্বং তস্যেতি উচ্যতে—যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং স্যাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি। অতোঽ-প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অনুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২৪॥২

ভাষ্যানুবাদ

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে, অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক পর, তদপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার আকারবর্জ্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্ব্বপ্রকার-ভেদবর্জ্জিত যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ দ্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ; অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিকস্বরূপ। যেহেতু

* যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টিভেদেষু ইতি ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

অমূর্ত্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবিহীন; পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে শয়ান (হৃৎপদ্মে স্থিত); সবাহ্যাভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত বর্ত্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্ব্বত্র অবস্থিত); অজ—কোনও কারণ হইতে জন্মে না; জলবুদ্বুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ, এবং আকাশচ্ছিদ্রভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ, তদ্রূপ অপর কোন জন্ম-নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় [তিনি অজ]। বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা প্রথম; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকার-সমূহও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু সবাহ্যাভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা মৃত্যু ও ক্ষয়-রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়-স্বরূপ।

দেহাদি-ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিদ্যা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাত হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনত্বাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ। তাহা হইলেও যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের নিকট অপ্রাণ—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু) যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অপ্রাণ। অনেকপ্রকার জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অমনাঃ। অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। যেমন অপর শ্রুতিতেও আছে, 'যেন ধ্যানই করে, যেন গমনই করে'। যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইল, অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। অতএব নামরূপ বীজাত্মক উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে—সমস্ত কার্য্য-কারণভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া 'অক্ষর' পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরুপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ-নামক অক্ষর যাহাতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, তাহার অপ্রাণত্বাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে? বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ন্যায় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরুষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না; অতএব যেমন পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি-বিশিষ্ট থাকেন ॥ ২৪ ॥ ২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥২৫॥ ৩

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, খম্ (আকাশং), বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি), বিশ্বস্য ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥২৫॥৩॥

প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ জায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিষয়ো বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়েণ অনৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব পুত্রেণ সপুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরুপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তঃ, তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ। যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি, তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি খমাকাশং, বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ। আপ উদকম্। পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ধারিণী; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে,—যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ, নাম মাত্রই মিথ্যা। অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবত্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাভূত সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না। এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্ম-লাভ করিয়া থাকে। এই কারণে ইহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত্তা সিদ্ধ হইল। উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে। যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয়-বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ, আবহাদি বাহ্য বায়ু, জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী ; ইহারাও আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ ৩

অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥২৬॥ ৪

অস্য (যস্য পুরুষস্য) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যৌ চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) শ্রোত্রে (কর্ণৌ), বেদাঃ চ বাগ্‌ বিবৃতাঃ (বাগিন্দ্রিয়ং), বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মস্বরূপঃ) ॥২৬॥৪॥

অগ্নি (দ্যুলোক) যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, বেদ-সমূহ বাগ্‌ বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয় হইতে জাত, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ॥ ২৬ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সঙ্ক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষঃ সত্যং "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ" ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রববৃতে; সঙ্ক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি।

যোহি প্রথমজাৎ প্রাণাৎ হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডস্যান্তর্বিরাট্, স তত্ত্বান্তরিতত্বেন লক্ষ্যমাণোঽপি এতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনষ্টি—অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চন্দ্রসূর্য্যৌ, যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ 'অস্য' ইত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা। দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাক্ বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ যস্য। বায়ুঃ প্রাণো যস্য। হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগৎ অস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ, মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা। স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বকরণাত্মা ॥ ২৬ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

"দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্ব্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এইজন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। কেন-না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি ন্যায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃত ভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধিগম্য হয়।

প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক, হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎস্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্যুলোক, 'হে গৌতম, এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই শ্রুতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ। [এই অগ্নি] যাঁহার মূর্দ্ধা—উত্তমাঙ্গ—মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য [যাঁহার] চক্ষুর্দ্বয়; পরবর্ত্তী 'অস্য' পদটিকে 'যস্য' রূপে পরিণত (যস্য) করিয়া 'যস্য' পদটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ যাঁহার কর্ণদ্বয়। বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ-সমুদায় যাঁহার বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। আবহাদি বায়ু যাঁহার প্রাণ, বিশ্ব সমস্ত জগৎ ইঁহার অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়—অন্তঃকরণ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম; কেন-না সুষুপ্তি-সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গত হয়। যাঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে। প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মনন-কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥ ৫

[ইদানীং তস্মাদেব পুরুষাৎ পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তিমাহ]—তস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) [জায়তে]; সূর্য্যঃ যস্য (দ্যুলোকস্য) সমিধঃ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ); সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্যুলোকাৎ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জ্জন্যাৎ] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) পৃথিব্যাং [সম্প্রসূতাঃ]; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিঞ্চতি (ত্যজতি), পুরুষাৎ বহ্বীঃ (বহ্ব্যঃ অনেকাঃ) প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্না ভবন্তি)।

সূর্য্য যাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্যুলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে ; দ্যুলোক-সম্বন্ধ সোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিসমূহ জন্মে ; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে ; পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥ ২৭ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশেষ্যতে—সমিধো যস্য সূর্য্যঃ, সমিধ ইব সমিধঃ ; সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকঃ সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাগ্নের্নিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্য উপাদান-ভূতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবং ক্রমেণ বহ্বীর্ব্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ ॥ ২৭ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাগ্নি (১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে ; ইহা কথিত হইতেছে—

---

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চাগ্নি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—শ্বেতকেতু নামক এক ঋষিকুমার পঞ্চালরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবহণনামক রাজা শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতৌ আপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তীতি"। পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে. তাহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন, তখন গৌতম নিজেই প্রবহণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন—তদুত্তরে প্রবহণ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অসৌ বাব গৌতম ! অগ্নিঃ" অর্থাৎ হে গৌতম ! এই যে দ্যুলোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি প্রসিদ্ধ অগ্নি, এইরূপে দ্যু, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান, যজ্ঞে সোম, ঘৃত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আহুত হয়, তৎসমস্তই জলীয় ভাগে পূর্ণ। যাঁহারা সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কাল-কবলে পতিত হন, তাঁহারা যজ্ঞীয় সেই জলীয় ভাগ সহকারে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়), সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যুলোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ন্যায় ; কেন-না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পর্জ্জন্য (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই পর্জ্জন্য হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ব্রীহি-যবাদি) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত এবং দেহের উপা-দান-স্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি যোষিতে অর্থাৎ যোষারূপ অগ্নিতে—স্ত্রীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি বহু প্রজা পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ ৫

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

[কিঞ্চ], তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ) সাম (স্তোভাদি গীতিযুক্তং), যজূংষি (অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি), দীক্ষাঃ (মৌঞ্জী-ধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্ব্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযূপাঃ), দক্ষিণাঃ চ (গো-সুবর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ-(দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞ-কর্ত্তা), লোকাঃ (কর্ম্মফলানি), যত্র (যেষু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (পুনাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ [তপতি], [তে লোকাঃ সম্প্রসূতাঃ]।

পুণ্যবলে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন; নির্দ্দিষ্টকাল উপযুক্ত সুখভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন প্রথমে দ্যুলোকে পতিত হন, পরে মেঘাকারে অবস্থিত হন, তাহার পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি যবাদি শস্যাকারে পরিণত হন ; অনন্তর অন্নরূপে পুরুষগত হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অবশেষে শুক্র-রূপেই যোষিতে নিহিত হন। সেই যোষিতই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন। উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আহুতি এবং তদাধার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটিকে আহবনীয় পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা), সমস্ত কর্ম্মফল—যেখানে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, [সেই লোকসমূহও সমুৎপন্ন হইয়াছে] ॥ ২৮ ॥ ৬

শাঙ্কর ভাষ্যম্

কিঞ্চ, কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ—কথম্ ? তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ ; সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোভাদিগীতিবিশিষ্টম্ ; যজূংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি ; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণাঃ কর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ। ক্রতবঃ সযূপাঃ। দক্ষিণাশ্চ একগবাদ্যা অপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কালঃ কর্ম্মাঙ্গভূতঃ। যজমানশ্চ কর্ত্তা, লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাঃ তে বিশেষ্যন্তে—সোমো যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যত্র চ যেষু সূর্য্যস্তপতি ; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদ-বিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ২৮ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে ? সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই 'গায়ত্রী' প্রভৃতি চ্ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল ; সামকে—(গেয় সামাংশবিশেষকে) 'ভক্তি' বলে ; সেই পঞ্চ বা সপ্তভক্তিযুক্ত স্তোভাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ ; যজুঃসমূহ, অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ-সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র। দীক্ষা—যজ্ঞকর্ত্তার মৌঞ্জী (মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাঞ্চীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ। অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যূপের ব্যবহার আছে। দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে অপরিমিত সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত ; সংবৎসর—কর্ম্মাঙ্গভূত-কাল ; যজমান—কর্ম্মকর্ত্তা ; লোকসমূহ—যজমানের কর্ম্মফলসমূহ ;

সেই লোকসমূহকেও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন ; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ-মার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্ত্তাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ॥ ২৮ ॥ ৬

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২৯॥৭

[অপিচ], তস্মাৎ (পুরুষাৎ) চ (এব) দেবাঃ (কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহু-প্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ)। [তদ্‌যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্ম্মাধিকারিণঃ), পশবঃ (গ্রাম্যা আরণ্যাশ্চ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ (এতেষাং জীবনং), ব্রীহি-যবৌ (হোমার্থৌ) ; তপঃ (কর্ম্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ) ; শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ) সত্যম্ (অনৃতবর্জ্জনং, যথার্থভাষণং), ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণং), বিধিঃ (কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতিঃ) চ (অপি) ॥ ২৯ ॥ ৭

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ-সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে। [যথা] সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধান্য ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্যব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ॥ ২৯ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ, পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, বয়াংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাং প্রাণাপানৌ, ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ ; তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্ ; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জ্জনং যথাভূতার্থবচনঞ্চ অপীড়াকরম্ ; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ ; বিধিশ্চ ইতি-কর্ত্তব্যতা ॥ ২৯ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

সেই পুরুষ হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যক্‌রূপে প্রসূত হইয়াছে—সাধ্যগণ—দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ—কর্ম্মাধিকারিসমূহ, গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ব্রীহি ও যব; তপঃ দ্বিবিধ—কর্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্‌ভাবে ফলসাধন; শ্রদ্ধা—যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিত্তপ্রসাদকর আস্তিক্য-বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুন-বর্জ্জন, এবং বিধি—ইতিকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতি ॥ ২৯ ॥ ৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮

[কিঞ্চ,] তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণ্যানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চ্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অনুভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্ত্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাত্রা] নিহিতাঃ (প্রতি দেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে) ॥ ৩০ ॥ ৮

মস্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্তপ্রকার বিষয় এবং সপ্তপ্রকার হোম (স্বস্ববিষয়-বিষয়ক-জ্ঞান), সাতটি ইন্দ্রিয়-স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে; বিধাতাকর্ত্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৩০ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, "যদস্য বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ। প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, অবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। সেই ইন্দ্রিয়-সমূহের সাত প্রকার অর্চ্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়-প্রকাশন, সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সপ্ত-প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।' অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্থান—ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে, এই বিশেষণ থাকায় ['লোক' শব্দে ইন্দ্রিয়-স্থান বুঝিতে হইবে]। 'প্রাণ-সমূহ যে সকল স্থানে বিচরণ করে' এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে]। গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন-সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জন্য গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে। আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন

ও কর্ম্মফল, এ সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥ ৮

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাৎ) [জায়ন্তে]। সর্ব্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) চ অস্মাৎ (পুরুষাৎ) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি), সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাৎ) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাত্মা (সূক্ষ্মং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি, বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥ ৩১ ॥ ৯

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত [সম্ভূত হয়]। নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয়। সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রাদুর্ভূত হয়], এই অন্তরাত্মা—সূক্ষ্ম শরীর যে রসে আকাশাদি পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ৩১ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষারাদ্যাঃ, গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্‌বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্য আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা ॥ ৩১ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়]; গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বরূপ—বহুবিধ সিন্ধু—নদীসমূহ স্রবমান অর্থাৎ প্রবাহিত হয়। এই পুরুষ হইতেই ব্রীহি যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা—লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম সরীর অবস্থিতি করে। যেহেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি-ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে, এইজন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে॥ ৩১ ॥ ৯

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অবধারণে) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব বিশ্বং দর্শয়ন্ আহ]— কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং) [তপঃকার্যাঞ্চ এতৎ সর্ব্বম্, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (স্থিতং) পরামৃতং (পরম্ অমৃতং চ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সর্ব্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে সোম্য (প্রিয়দর্শন), সঃ অবিদ্যা-গ্রন্থিম্ (অবিদ্যা-বন্ধং) বিকিরতি (বিক্ষিপতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ) ইহ ॥ ৩২ ॥ ১০

পূর্ব্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই সর্ব্বোত্তম অমৃত ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সৌম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে॥ ৩২ ॥ ১০

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়-মনৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সর্ব্বম্। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্ আত্মনি

সর্ব্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবেদং বিশ্বং নান্যদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি কিং পুনরিদং বিশ্বম্? ইত্যুচ্যতে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং, তৎকৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্বীদং সর্ব্বম্; তচ্চৈতদ্ব্রহ্মণঃ কার্য্যং, তস্মাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং, স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিং গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে। অতএবই বাক্যারব্ধ নামাত্মক বিকার-বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য; অতএব পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ব্বাত্মক। অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছু নাই। অতএব, 'ভগবন্, কোন্ বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,' এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত হইল। কেননা, সর্ব্বকারণ, পরমাত্মস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত হইলেই 'একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই,' এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই বিশ্বটিই বা কি-প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত ফল কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ই বটে; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য। সেই এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক, সর্ব্বপ্রাণীর গুহায়—হৃদয়ে নিহিত—অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সৌম্য—প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবংপ্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়ীভূত অধর্ম্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৩২ ॥ ১০

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥৩৩॥১

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং (সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং), গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু) [এতৎ ব্রহ্ম]। অত্র (অস্মিন্ ব্রহ্মণি) এজৎ (চলনস্বভাবং পক্ষি প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাদিমৎ মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা,—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুর্ব্বৎ) (চকারাৎ অনিমিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সর্ব্বং) সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং)। [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সর্ব্বাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সৎ—মূর্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূর্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সর্ব্বস্য প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাৎ (বিষয়জ্ঞানাৎ) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥ ৩৩ ॥ ১

প্রকাশময়, সর্ব্বত্র-সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ যে মহৎ পদ (সকলের আশ্রয়নীয় বস্তু), তাহা এই ব্রহ্ম। চলনশীল পক্ষ্যাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [অধিক কি] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত হইয়াছে। [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও, এই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং যাহা শ্রেষ্ঠরূপ তাহাও ইহাই ॥ ৩৩ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অরূপং সৎ অক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং, সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভিঃ জ্বলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ শব্দাদীন্ উপলভমানবদবভাসতে দর্শন-শ্রবণমনন-বিজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরাবির্ভূতং সংলক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্।

যদেতদাবির্ভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহাচরং নাম, গুহায়াং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ।

কথং তন্মহৎপদমিতি ? উচ্যতে—যতঃ অত্র অস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি, প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি, নিমিষচ্চ যন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষৎ 'চ'শব্দাৎ, সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ যদাস্পদং সর্ব্বং, জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাম্; সদসৎস্বরূপম্, সদসতোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ম্; পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু; তদ্ধি একং ব্রহ্ম অতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে ? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এবং দীপ্তিমান হন; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি উপাধিগত ধর্ম্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া লক্ষিত হন। এই যে প্রকাশস্বভাব ও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে সম্যক্ অবস্থিত ব্রহ্ম, তাহাই আবার গুহাচর নামে অর্থাৎ গুহাতে সঞ্চরণ করে, এই জন্য দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম্ম দ্বারা 'গুহাচর' নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ এবং সকলেই ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ত্বহেতু পদ-শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে ? [উত্তর] বলা হইতেছে,—যেহেতু রথনাভিতে যেমন আর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মে এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—'এজৎ'—

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি, প্রাণৎ—যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষৎ যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং 'চ' শব্দ হইতে অনিমিষৎ ও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রহ্মেই সমর্পিত আছে। এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—তিনিই তোমাদের আত্মা এবং সদসৎস্বরূপ; কেন-না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই। বরণ্য—বরণীয়; কারণ নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয়। পর অথে—ব্যতিরিক্ত, 'প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে' এই ব্যবহিত বাক্যের সহিত এই 'পর' শব্দের সম্বন্ধ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয়; যিনি বরিষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ॥ ৩৩ ॥ ১

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৪॥২

যৎ অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমৎ) যৎ অণুভ্যঃ চ (অপি) অণু (সূক্ষ্মং), যস্মিন্ লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণম্) অক্ষরম্ (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম; সঃ প্রাণঃ, তৎ উ (অপি) বাঙ্মনঃ (বাক্ চ মনঃ চ সর্ব্বকরণাত্মক ইতিভাবঃ) তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থভূতং); তৎ অমৃতম্ (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্ধব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি) হে সোম্য (প্রিয়দর্শন) ॥ ৩৪ ॥ ২

যাহা দীপ্তিমান্ এবং অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম), যাহাতে ভূরাদি লোকসমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত), তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মনঃস্বরূপ; তিনিই সত্যস্বরূপ; তিনিই অমৃতস্বরূপ; হে সৌম্য, তাঁহাকেই বেদ্ধব্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমৎ ; তদ্দীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদ্ অণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপি অণু চ সূক্ষ্মম্। 'চ'শব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽপি অতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিন্ লোকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ ; চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণঃ, তদু বাঙ্মনো বাক্চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি তদু অন্তশ্চৈতন্যম্ ; চৈতন্যাশ্রয়ো হি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসঙ্ঘাতঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্ ; অতঃ অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব ॥ ৩৪ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

আরও, যিনি অর্চ্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তিমান্ আদিত্য প্রভৃতিও তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্। আরও এক কথা, শ্যামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্যামাক এক-প্রকার ক্ষুদ্র শস্য]। 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থূল পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল। ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারাও) যাহাতে নিহিত —অবস্থিত ; কারণ, সকলেই চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে ; ইহাই সেই সর্ব্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম ; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; তিনিই অন্তরে চৈতন্যস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্যে আশ্রিত ; ইহা "[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ" এই অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়]। প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্য, তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত বিনাশরহিত। তাঁহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে। হে সৌম্য, যেহেতু এই প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩

ঔপনিষদম্ (উপনিষৎসু এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ গৃহীত্বা (সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা-নিশিতম্ (অবিচ্ছেদধ্যানেন সূক্ষ্মীকৃতং) শরং সংদধীত (সন্ধানং কুর্য্যাৎ)। হে সোম্য, আয়ম্য (ধনুরাকৃষ্য—সান্তঃকরণানি ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ব বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ তন্ময়তা, তদ্গতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্ধব্যং) তৎ এব অক্ষরং (পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ) ॥ ৩৫ ॥ ৩

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদ্‌বেদ্য মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-শোধিত শর সংযোজিত কর; শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তাপ্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর পুরুষকে বেদ্ধব্য বলিয়া জানিও ॥ ৩৫ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং বেদ্ধব্যমিতি উচ্যতে—ধনুঃ ইষ্বসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপনিষৎসু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্; কিংবিশিষ্টমিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ; সন্দধীত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চ আয়ম্য আকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্‌বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাবর্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনেব ধনুষ আয়মনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদ্গতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

কি-প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে,—ঔপনিষদ উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু—যাহাদ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্ ধ্যান দ্বারা তনূকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত)—সংস্কার-সমন্বিত শরের সন্ধান করিবে (শর-যোজনা করিবে); সন্ধানের পর

আযমন করিয়া—আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল। তদ্ভাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে ভাবনা—ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা, হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্তরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর ॥ ৩৫ ॥ ৩

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪

[ইদানীং প্রাগুক্তং ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দ্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা]। প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেধ্যং), যদ্বা, তস্য (শরস্য) লক্ষ্যং—(তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং); উচ্যতে (কথ্যতে)। [তৎ চ] অপ্রমত্তেন (প্রমাদরহিতেন সতা) বেদ্ধব্যম্ (অনুভবনীয়ম্); [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (স্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥ ৪

এখন পূর্ব্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনু, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেধ্য) বলিয়া কথিত হন; প্রমাদহীন—মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য শরের ন্যায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ। যথা ইষ্বসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ; প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে; যথা ধনুষা অস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ। শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্য্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া; স শর ইব আত্মন্যেব অর্পিতোঽক্ষরে ব্রহ্মণি; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃসমাধিৎ সুভিঃ

আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ তত্রৈবং সতি অপ্রমত্তেন বাহ্যবিষয়োপলব্ধি-তৃষ্ণা-প্রমাদ-বর্জ্জিতেন সর্ব্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। তত-স্তদ্‌বেধনাৎ ঊর্দ্ধং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি; তথা দেহাদ্যনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

ধনুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে-ছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধনুঃস্বরূপ। ইষ্বসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ নিক্ষিপ্ত হয়) যেমন শরের লক্ষ্য-প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি ওঙ্কারই অক্ষর-রূপ লক্ষ্যে আত্মরূপী শরের প্রবেশ-কারণ; কেন-না, প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধনুঃ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মরূপ শরও] বিনা বাধায় অক্ষরে অবস্থিত হয়। অতএব প্রণবই ধনু অর্থাৎ ধনুঃসদৃশ। আত্মা শর-স্বরূপ; জলে যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি প্রতিবিম্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপ দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' পদবাচ্য। সেই আত্মা শরের ন্যায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয়; এইজন্যই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের ন্যায় তাঁহাতেও যাঁহারা মনঃ সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন স্থির হইল, তখন অপ্রমত্তভাবে—বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণা ও প্রমাদবর্জ্জিতভাবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অনুরাগশূন্য অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় —একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে হইবে। এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পরে শরের ন্যায় তন্ময় হইবে; অভিপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,—তেমনি [এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা-পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি—তৎস্বরূপতা লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে। ॥ ৩৬ ॥ ৪

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫

কিঞ্চ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষম্ (আকাশং), মনঃ (অন্তঃ-করণং) চ সর্ব্বৈঃ (অন্যৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্ (অক্ষরে পুরুষে) ওতং (সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং), [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং] তম্ এব একং (কেবলম্) আত্মানম্ (অক্ষরং) জানথ (জানীত, অবগচ্ছত); অন্যাঃ (অপরবিদ্যারূপাঃ) বাচঃ (বচনানি) বিমুঞ্চথ (ত্যজত); [যস্মাৎ] এষঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ॥ ৩৭ ॥ ৫

দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে, [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু (প্রাপ্তির উপায়) ॥ ৩৭ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ, তমেব সর্ব্বাশ্রয়ম্ একম্ অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্-স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ, জ্ঞাত্বা চান্যা বাচঃ অপরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যতঃ অমৃতস্য এষ সেতুঃ, এতদাত্মজ্ঞানম্ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরুত্তরণ-হেতুত্বাৎ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্ "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ঽয়নায় ইতি ॥ ৩৭ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

অক্ষর দুর্জ্ঞেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ

সেই অক্ষরেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে, হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যক্ চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, এবং জানিয়া অপর বিদ্যাসম্পর্কিত অপর বাক্য-সমূহ পরিত্যাগ কর; এবং সেই অপর বিদ্যা-প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর]; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ; এই-হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু-স্বরূপ। অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন 'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই' ॥ ৩৭ ॥ ৫

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৮॥৬

রথনাভৌ (রথস্য নাভিচক্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিন্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ), বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তস্য হৃদয়স্য মধ্যে) চরতে (চরতি)। [তম্] আত্মানং 'ওম্' ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনত্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত) [হে শিষ্যাঃ]; বঃ (যুষ্মাকং) তমসঃ পরস্তাৎ (অবিদ্যান্ধকাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্য পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিঘ্নাভাবঃ) [অস্তু ইতি শেষঃ] ॥ ৩৮ ॥ ৬

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ যেখানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে, শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয়-মধ্যে সঞ্চরণ করেন ; [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে ধ্যান কর ; অজ্ঞানের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক,—বিঘ্ন নিবৃত্ত হউক ॥ ৩৮ ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, অরা ইব, যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরাঃ, এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাড্যঃ, তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধি-প্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাৎ; বদন্তি হি লৌকিকাঃ 'হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ' ইতি। তমাত্মানম্ ওমিত্যেবম্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা। শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ—স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ ? অবিদ্যা-তমসঃ, অবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপ-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক্ প্রবিষ্ট থাকে, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধহর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয়-মধ্যে বিচরণ করে। এইজন্যই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর। উক্ত হইয়াছে, অভিজ্ঞ আচার্য্য শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য

* পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার-গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিঘ্নের অভাব হউক। কাহার পর?—অবিদ্যা-অন্ধকারের! অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্য [স্বস্তি হউক] ॥ ৩৮ ॥ ৬

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥৭

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ভুবি (জগতি) যস্য এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ) মহিমা [অনুভূয়তে], এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) ব্যোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥ ৩৯ ॥ ৭

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এবং জগতে যাঁহার এই মহিমা (বিভূতি) [অনুভূত হইতেছে]। এই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ত্ততে? ইত্যাহ— যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি— যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ। কোঽসৌ মহিমা? যস্যেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য শাসনে অলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ; যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি; তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্; তথা ঋতবঃ, অয়নে অব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি; তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে, স এষ মহিমা, ভুবি লোকে যস্য; স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবং মহিমা দেবঃ। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণো হ্যত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং তস্মিন্ যদ্ব্যোম, তস্মিন্ ব্যোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। নহ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্যথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানাতীত ও পরবিদ্যার বিষয়ীভূত যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হই-য়াছে। পুনশ্চ তাঁহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাঁহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য); এই মহিমা কি?—দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে (স্থানচ্যুত হইতেছে না); যাঁহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহার শাসনে নদী ও সমুদ্র-সমূহ স্ব স্ব স্থান অতিক্রম করিতেছে না; এবং যাঁহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ-নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে; সেইরূপ ঋতুসমূহ, অয়নদ্বয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) এবং বৎসর-সমূহ যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেইরূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাঁহার শাসনে নিজ নিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাঁহার এইরূপ মহিমা, এবংবিধ মহিমান্বিত সেই দেবতাই এই সর্ব্বজ্ঞ; দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ব্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন-না, ব্রহ্মই চৈতন্য-স্বরূপে এখানে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত আছেন; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম; তন্মধ্যে যে আকাশ, হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন। নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন অথবা স্থিতিও অন্যপ্রকার সম্ভবপর হয় না॥ ৩৯॥ ৭

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি ॥৪০॥৮

কিঞ্চ, মনোময়ঃ (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরনেতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ অস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং নয়তীত্যর্থঃ)। [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অন্নে (অন্নোপচিতে দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি]। ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবানুভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সর্ব্বদুঃখসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্যন্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥ ৮

মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অন্নপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ আত্মস্বরূপানুভূতিবলে আনন্দ-স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্যায়ং নেতা—অস্মাৎ স্থূলাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অন্নে ভুজ্যমানান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেঽন্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে। তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্ব্বত্যাগ-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণং সুখরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি-সমূহদ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এইজন্য মনোময় [পদবাচ্য]; কারণ মন তাঁহার উপাধি (সুতরাং উপলব্ধি-স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্ত্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরন্ধ্রে সন্নিবেশিত করিয়া; অন্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অন্নের পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বৃদ্ধি-হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত। আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অন্ন-মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না। বিজ্ঞানে দ্বারা, অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্ব্বত্যাগ ও বৈরাগ্য-সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্ব্বতো-ভাবে—সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ-যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪০ ॥ ৮

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৪১॥৯

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্য্যরূপেণ অবরং হীনং চ; যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরা নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং—সর্ব্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্য (সাক্ষাৎকর্ত্তুঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিদ্যাহঙ্কারবাসনা) ভিদ্যতে (বিনশ্যতি), সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোঽনিত্যো বা ? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিদ্যন্তে (বিচ্ছেদমাপদ্যন্তে নশ্যন্তীত্যর্থঃ), কর্ম্মাণি চ (প্রারব্ধেতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবমাপদ্যন্তে) ॥৪১॥ ৯

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য ফলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিদ্যা-বাসনাময়ঃ বুদ্ধ্যাশ্রয়ঃ কামঃ, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ; ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমুপযাতি। ছিদ্যন্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাম্ আ-মরণাৎ গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জন্মান্তরে চ অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি; ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাৎ। তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অর্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা ; কারণ,অন্যত্র—'ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কামনা' এই শ্রুতিতে ['কাম'কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে]। এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারব্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না]। যাহা কারণরূপে পর—শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—'আমি তৎস্বরূপ' ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥ ৪১ ॥ ৯

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৪২॥১০

[উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তুমুপক্রমতে 'হিরণ্ময়ে' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়েণ]।—হির-ণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজস্কং রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। তৎ (ব্রহ্ম) শুভ্রং (শুদ্ধং) ; তৎ জ্যোতিষাং (অগ্ন্যাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকং) ;

(১৫) তাৎপর্য্য—ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে, সুখ, দুঃখ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে) ; তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, 'কাম' ধর্ম্মটি বুদ্ধির,—আত্মার নহে।

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) [তদেব তত্ত্ব ইতি ভাবঃ] ॥ ৪২ ॥ ১০

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশশূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; আত্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে জানেন ॥৪২॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তস্যৈব অর্থস্য সঙ্ক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি—হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ; আত্মস্বরূপোপলব্ধিস্থানত্বাৎ,পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ, তস্মিন্;বিরজম্ অবিদ্যাদ্যশেষদোষ-রজোমলবর্জ্জিতং, ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনামগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বম্ অন্তর্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্য-জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতিঃ যদন্যানবভাস্যম্ আত্মজ্যোতিঃ, তদ্‌যৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো-বিদুঃ বিজানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিঃ, তস্মাৎ ত এব তদ্‌বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥৪২॥১০

ভাষ্যানুবাদ

পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান ; অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা 'পর', তাহার মধ্যে ; বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু এবং সর্ব্বাত্মকত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল—যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব। যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ ; স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য। আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, যাহা অন্যের প্রকাশ্য হয় না। যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্ত্তী সেই আত্মবিদ্‌গণই তাঁহাকে জানেন। যেহেতু তাহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,—কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্ত্তীরা নহে ॥৪২॥১০

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ ? [তৎ প্রকাশয়েযুঃ ইতি শেষঃ।] [কিং বহুনা] ভান্তং (স্বতঃপ্রকাশমানং) তং (পরমাত্মানং) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্য (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ) ॥৪৩॥১১॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি ? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অনুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইত্যুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমন্যৎ অনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং, ন ইমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ অস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেশ্বরং স্বতো ভারূপত্বাৎ ভান্তং

দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলমুল্মুকাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তম্ অনু দহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা; অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি; ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভারূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন-শক্তি নাই। সেইরূপ চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক আর কি বলিব; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল স্বভাবতঃ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনা হইতে নহে, তদ্রূপ সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জন্য-পদার্থগত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয়; কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। স্বতঃ প্রকাশহীন ঘটাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায়॥৪৩॥১১॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥১২॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইদম্ (প্রাগুক্তলক্ষণম্), অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (অগ্রে), ব্রহ্ম পশ্চাৎ, [তথা] ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ (উত্তরস্মিন্ ভাগে) চ, অধঃ (অধস্তাৎ) ঊর্দ্ধং (উপরিভাগে) চ প্রসৃতং (ব্যাপ্তং) [কিং বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম এব, (ন ব্রহ্মান্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তীত্যাশয়ঃ) ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে এবং উর্দ্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও ব্রহ্মস্বরূপই বটে ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম, তদেব সত্যং, সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে ঽব্রহ্মেবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্ব্রহ্ম, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ ঊর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদিব কার্য্যাকারেণ প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবৎ অবভাসমানম্। কিং বহুনা, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ। ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সত্য; তদবিকার আর যাহা কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারব্ধ নাম

মাত্র—মিথ্যাভূত ; এই বিষয়টি কারণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অবিদ্যাদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অব্রহ্মবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম-রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া জন্যপদার্থাকারে প্রসৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে যেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্পপ্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ অব্রহ্মবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

—:—*—:—

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পরা বিদ্যোক্তা—যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে; যদধিগমে হৃদয়-গ্রন্থ্যাদি-সংসারকারণস্য আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্যাৎ। তদ্দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরা-দ্যুপাদানকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে; অত্যন্ত-দুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যতে—

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই পরা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায়-ভূত যে যোগ,তাহাও ধনুঃপ্রভৃতির গ্রহণ কল্পনাদ্বারা কথিত হইয়াছে। অতঃপর সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক; তদুদ্দেশেই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও প্রকারান্তরে নিরূপণ করা হইতেছে; কারণ এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য হয় না; এইজন্য পূর্ব্বাবধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্রস্থানীয় (সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৪৫॥১॥

সযুজা (সযুজৌ, সর্ব্বদা সংযুক্তৌ), সখায়া (সখায়ৌ, সমানস্বভাবৌ তুল্যাভিব্যক্তিস্থানৌ ইতি যাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষিণৌ জীবেশ্বরৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং) পরিষস্বজাতে (পরিষ্বক্তবন্তৌ)। তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্যঃ (একঃ—

জীবঃ) স্বাদু (প্রিয়ং) পিপ্পলম্ (কর্ম্মফলম্) অত্তি (ভুঙ্‌ক্তে), অন্যঃ (অপরঃ—ঈশ্বরঃ) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (ফলমভুঞ্জানঃ সন্) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ জীব-ভোগং পশ্যতি)। [ঈশ্বরস্তু সাক্ষিতয়া পশ্যত্যেব কেবলং নাশ্নাতীতি ভাবঃ] ॥৪৫॥১॥

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছেন; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র ॥৪৫॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

দ্বা দ্বৌ, সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া, একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ; সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্।

অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অবিদ্যাকাম-কর্ম্মবাসনাশ্রয়-লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষক্তয়োঃ অন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি-বৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদু অনেকবিচিত্র-বেদনাস্বাদরূপং স্বাদু অত্তি ভক্ষয়তি উপভুঙ্‌ক্তে অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বোপাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্য-ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স তু অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্ দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

দ্বা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়ম্য-নিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা হইয়াছে; [ইহারা] সযুজা অর্থাৎ সর্ব্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং সখা অর্থাৎ সমান নামধারী; উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান। ইহারা এবংভূত হইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবি-শেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের ন্যায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য ; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর-বৃক্ষ আলিঙ্গন বা তাহাতে অধিষ্ঠান করে।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল ঊর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্তপ্রকৃতিরূপ মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল ইহাতে আশ্রিত। অবিদ্যা ও কামকর্ম্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত, লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে পরিষক্ত আছেন। তদুভয়ের মধ্যে অন্য—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাদু অর্থাৎ—অনেকপ্রকার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্ম-সম্পাদিত সুখ-দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে। অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সত্ত্বোপাধি (প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভোগ করেন না। কারণ, এই ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক। সেই অভোক্তা অন্যটি (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব [তদ্ভিন্ন অপর কোনও কার্য্য করেন না।] ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একস্মিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্) অনীশয়া (অনৈশ্বর্য্যেণ অবিদ্যয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহ্যমানঃ (অহমস্মি কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকং করোতি দুঃখায়তে ইত্যর্থঃ)। [সঃ] যদা [ধ্যায়মানঃ (ধ্যানপরায়ণঃ সন্)] জুষ্টম্ (যোগিজন-সেবিতম্) অন্যম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বিলক্ষণম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্), অস্য (ঈশ্বরস্য)

ইতি (ইত্থং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি) [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাৎ বিমুক্তঃ) [ভবতি]। অথবা, [তদা] বীতশোকঃ [সন্] অস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমানম্ ইতি (এতি—প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যাশয়ঃ) ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

জীব (ঈশ্বরের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈশ্বর্য্যবশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে। সেই জীবই যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥৪৬॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যা-কামকর্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ,'অয়মেবাহম্' অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা, কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখী'-ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ; অতোঽনীশয়া, ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং পুত্রো মম বিনষ্টঃ, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে, মুহ্যমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া অন্তশ্চিন্তামাপদ্য-মানঃ। স এবং প্রেততির্য্যঙ্‌-মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেক-জন্মসু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য-সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈ-র্যোগমার্গৈঃ কর্ম্মিভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্যং বৃক্ষোপাধি-লক্ষণাদ্‌বিলক্ষণম্ ঈশম্ অসংসারিণম্ অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যুতীতম্ ঈশং সর্ব্বস্য জগতঃ অয়মহমস্ম্যাত্মা, সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনিতো-পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্য ইতি যদৈবং দ্রষ্টা, তদা বীতশোকো ভবতি—সর্ব্বস্মাৎ শোকসাগরাৎ বিপ্রমুচ্যতে, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ

—জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর (লাউর) ন্যায় নিমগ্ন হইয়া—নিঃসংশয়রূপে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া 'এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্, নির্গুণ, সুখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং 'এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই', এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, অনীশাবশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—'আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভার্য্যা মারা গিয়াছে ; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?' এই-প্রকার দীনভাবের নাম 'অনীশা' ; এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া—অবিবেক-নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীর্য্যধারণ), সর্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন (১৬) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কর্ম্মিগণ-সেবিত, অন্য—উক্ত বৃক্ষোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশকে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে 'এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিদ্যাকৃত মায়োপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মায়াত্মক পৃথক্ বস্তু নহে' ; এইরূপে [দর্শন করে] এবং 'এই জগৎ, আমি যে পরমেশ্বর আমারই মহিমা, এইরূপে

---

(১৬) তাৎপর্য্য—শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন বুঝিতে হইবে। শম—অন্তঃকরণসংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। উপরতি—নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণকে পুনর্ব্বার বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—সুখদুঃখাদি-সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করেন, তখন বীতশোক হন, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হন—ফল কথা, কৃতকৃত্য হন ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
　　কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
　　নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

[কিঞ্চ], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুক্মবর্ণং (জ্যোতির্ম্ময়ং) কর্ত্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য অপি কারণম্) ঈশং (প্রভুং) পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে) [সঃ] বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ) পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) । [সাম্যস্য পরমত্বং তৎস্বারূপ্যমেব, অন্যথা 'সাম্যম্' ইত্যেব ব্রূয়াদিতি ভাবঃ] ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

দ্রষ্টা সাধক যখন সুবর্ণাভ কর্ত্তা ও ব্রহ্ম-যোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদভাব) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্—যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ, রুক্মবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি ; কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিঃ তং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণো বা অপরস্য যোনিম্ ; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং ; দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতঃ অর্বাঞ্চ্যেব, অতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্য অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুক্মবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা রুক্মের (সুবর্ণের) ন্যায় ইঁহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুক্মবর্ণ], সমস্ত জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন; যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মযোনি, অথবা অ-পর ব্রহ্মের যোনি (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের কারণ)। সেই সাধক যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময় কর্ম্ম, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া, নিরঞ্জন—নির্লেপ অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম-প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর অধিক নাই এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্ত্তী বা অপকৃষ্ট; অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে], সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্ম-ক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪৮॥৪॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্ব্বভূতস্থঃ) বিভাতি; এষঃ হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ)। [এবং-ভূতং তং] বিদ্বান্ (জানন্ পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্যান্ সর্ব্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে (ভবতি), [সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ]॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া যস্য, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যস্য, সঃ), ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

যিনি সর্ব্বভূতস্থ, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ; তিনি এবম্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না। পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন; জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষ প্রকৃতঃ সর্ব্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ; ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন 'অয়মহমস্মি' ইতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেতি অতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্, সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বং যদা আত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমন্যদ্দৃষ্টমস্তি, স তদতীত্য বদতি; অয়ন্তু বিদ্বান্ আত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি; নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি; অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়ঃ আত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু স আত্ম-ক্রীড়ঃ। তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব চ রতিঃ রমণং প্রীতির্যস্য, স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা; রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য, সোঽয়ং ক্রিয়াবান্। সমাসপাঠে আত্মরতিরেব ক্রিয়া অস্য বিদ্যত ইতি বহুব্রীহি-মতুবর্থয়োরন্যতরোঽতিরিচ্যতে।

কেচিত্তু অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি তচ্চ, 'এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড় আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্তঃ। কশ্চিৎ ক্বচিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্রীড়ো ভবতি, বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিতমেবৈতৎ 'অনেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্'। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসম্ভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবংলক্ষণো নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আরও এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত; সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন। "সর্ব্বভূতৈঃ" এই স্থলে ইত্থংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে। [যে লোক] এইরূপে সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে 'আমি এতৎস্বরূপ' এই প্রকারে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হন, তিনি কখনই হন না ;—কি ? অতিবাদী (হন না)। অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী ; কিন্তু যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন, তিনি অতিবাদী হইতে পারেন না। সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছুই নাই ; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন ? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেইলোকই সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে। কিন্তু, এই বিদ্বান্ পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না, আর কিছুই শ্রবণ করেন না এবং আর কিছুই জানেন না ; অতএব অতিবাদীও হন না।

অপিচ, তিনি আত্মক্রীড়—আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া—পুত্র দারাদি অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্রীড় ; সেইরূপ আত্মরতি—আত্মাতেই যাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়া হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা ; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) এইমাত্র বিশেষ। সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, যাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসযুক্ত পাঠে অর্থাৎ 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] যাঁহার একমাত্র আত্মরতি-স্বরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান আছে ; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়, এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে। (১৭)

(১৭) তাৎপর্য্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থ ই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ "আত্মরতি-ক্রিয়াবান্" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর বাক্যের সহিত ইঁহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য-সাধন-সাধ্য-ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্রীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্যক্রিয়া ও আত্মক্রীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই কখনও আত্মক্রীড় হইয়া থাকেন। কেননা, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অত-এব 'ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,' এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। 'অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর', 'সংন্যাসযোগ হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতি-বাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারীণি সাধনান্যাহ]—সত্যেনেতি। এষঃ (প্রকৃতঃ) হি জ্যোতি-র্ম্ময়ঃ (হিরণ্ময়ঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে—হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সত্যেন (অনৃত-ত্যাগেন) তপসা (মনসঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বীর্য্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

---

বুঝায় এই কারণেই বহুব্রীহি সমাস স্থলে আর মতুপ্ প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয় দুইই করিতে হয়; সুতরাং একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্যথা] যম্ (আত্মানং) ক্ষীণদোষাঃ (বিধূতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতয়ঃ (সংযমিনঃ সন্ন্যাসিনঃ) পশ্যন্তি (উপলভন্তে) ॥৪৯॥৫॥

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন-সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে শরীর-মধ্যেই হৃদয়-পুণ্ডরীকে সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা (মন প্রভৃতির একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয়; ক্ষীণদোষ (নির্ম্মলহৃদয়) যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্‌জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অনৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ ; কিঞ্চ, তপসা হি ইন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। তদ্ধি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি। এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ সর্ব্বত্র। সম্যগ্‌জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ, মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সর্ব্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং তপসা, নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র নিত্যশব্দোঽন্তর্দীপিকান্যায়েনানুষক্তব্যঃ। বক্ষ্যতি চ "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ," ইতি। কাসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈর্লভ্যঃ ? ইতি উচ্যতে, অন্তঃশরীরে, অন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ, শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশ্যন্তি উপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ। ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে, সত্যাদিসাধনস্তুত্যর্থোঽয়মর্থবাদঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি সাধন-সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অনৃত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে হয়। অপিচ ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ; কারণ স্মৃতিতে আছে—'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে একাগ্রতা; তাহাই পরম তপস্যা। অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্যা; কিন্তু, তদ্ভিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্যা] নহে। 'এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে' সর্ব্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, অর্থাৎ মৈথুন-পরিত্যাগ দ্বারা, নিত্য অর্থ—সর্ব্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যবর্ত্তী দীপের ন্যায় একই নিত্য শব্দের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, 'যে সকল ব্যক্তিতে কৌটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই' ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে; জ্যোতির্ম্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দ্দোষ); ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিত্তগত ক্রোধাদি মল—দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসি-গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন-সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই অর্থবাদ উক্ত হইল (১৮) ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতত্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি, সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), অনৃতম্ (অসত্যম্ অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন [জয়তি, অর্থাৎ

---

(১৮) তাৎপর্য্য—কোন বিধিবাক্যের প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যস্থ নিষেধের নিন্দাব্যঞ্জক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্য বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি-বর্দ্ধনই উহার উদ্দেশ্য।

পরাজয়তে]। [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানঃ (দেবযানসংজ্ঞক উত্তরায়ণঃ) পন্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীতস্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাখ্যেন পথা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধনভূতস্য) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণং ফলং) [অস্তি], তত্র আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পন্থা ইতি সম্বন্ধঃ] ॥৫০॥৬॥

সত্যেরই জয়, অসত্যের নহে ; কারণ, দেবযান-নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায় ; আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্যর্থঃ, ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবাগ্‌ভিভূয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ, ; অতঃ সিদ্ধং সত্যস্য বলবৎ-সাধনত্বম্। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপি অবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। কথম্ ? সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ, যেন পথা হি আক্রমন্তি আক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কার-দম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং সত্যস্য উত্তমসাধনস্য সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ত্ততে। তত্র চ যেন পথা আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সত্যই অর্থাৎ সত্যবান্‌ই জয় লাভ করেন, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী নহে। কেননা, পুরুষে অনাশ্রিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয় কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক-ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে যে, সত্যবাদিকর্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়, ইহার বৈপরীত্য হয় না। অতএব সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ সাধনমধ্যে সত্যের যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কি

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নিষ্ঠা দ্বারা দেবযান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আপ্তকাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভোগতৃষ্ণারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৯) অসত্যবর্জ্জিত দ্রষ্টৃগণ, যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ সেই পরমার্থ সত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থরূপে (পুরুষের প্রার্থনীয় ফলরূপে) নিহিত [রক্ষিত] হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন, তাহাই সেই সত্যলভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥৫০॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
　সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
　পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৫১॥৭॥

[ইদানীং তস্ত ধর্ম্মং স্বরূপঞ্চ বক্তুমুপক্রমতে] 'বৃহৎ' ইত্যাদিনা।—তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম্ (অলৌকিকম্, ইন্দ্রিয়াস্থগোচরম্) অচিন্ত্যরূপং (চিন্তয়িতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয়-সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে)। [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সুদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে) [বর্ত্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অন্তিকে চ (সমীপে চ) [বর্ত্ততে]। পশ্যৎসু (তদ্দর্শিষু চেতনেষু জনেষু) ইহ (দেহে) এব গুহায়াং (হৃৎপদ্মে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমস্তি ইত্যর্থঃ) ॥৫১॥৭॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান। বিশেষতঃ

---

(১৯) তাৎপর্য্য—কুহকং--পরবঞ্চনং। অন্তরন্যথা গৃহীত্বা বহিরন্যথাপ্রকাশনং—মায়া। শাঠ্যং—বিভবানুসারেণ অপ্রদানম্। অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। অনৃতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্। [আনন্দগিরিঃ]।

কুহক অর্থ—পরকে বঞ্চনা করা। মায়া অর্থ—মনে একরকম ভাব রাখিয়া বাহিরে তাহার অন্যরকম প্রকাশ করা। শাঠ্য—সম্পদের অনুরূপ দান না করা। অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান। দম্ভ—ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। অনৃত—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত আছেন ॥৫।১।৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং তৎ কিংধর্ম্মকং তৎ ? ইত্যুচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সত্যাদি-সাধনং সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্ম্যমস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ, বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাদ্যাকারেণ ভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তা-গম্যত্বাৎ তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ, বিদুষামাত্মত্বাৎ। সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-স্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-বত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক ? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥৫।১।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম্ম কি ? তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি, যাঁহাকে সত্যাদি সাধন দ্বারা লাভ করা যায়, এই কারণে তিনি বৃহৎ—মহৎ ; দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই-জন্যই তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না, তজ্জন্য তিনি অচিন্ত্য-রূপ ; সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ, এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য ; এইজন্য দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহিত দেশ হইতেও দূরে (ব্যবহিত দেশে) বর্ত্তমান, অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্ত্তমান ; কেননা, তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই] এবং সর্ব্ববস্তুর অন্তরস্থ, কারণ শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশেরও অন্তরস্থ বলা আছে। ইহ লোকে পশ্যৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে নিহিত—স্থিত, অর্থাৎ যোগিজন কর্ত্তৃক

দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হন, কোথায়? না—গুহায়—বুদ্ধিতে। কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি অবিদ্যায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫১॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৫২॥৮॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে); অন্যৈঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে]; তপসা (তপশ্চরণেন) কর্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে]; [তর্হি কেন গৃহ্যতে? ইত্যাহ]—[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাৎ জ্ঞানস্য বুদ্ধিবৃত্তেঃ যঃ প্রসাদঃ নৈর্ম্মল্যং, তেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ) [ভবতি]; ততঃ (তস্মাৎ অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ (চিন্তয়ন্ সন্) তং (প্রকৃতং) নিষ্কলং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ) ॥৫২॥৮॥

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥৫২॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পুনরপি অসাধারণেঽপি অসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে—যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ, নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চান্যৈর্দ্দেবৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধন-মিত্যাহ।—জ্ঞানপ্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবাদর্শং, বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাৎ আদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্ উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিন্তয়ন্ ॥৫২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন। যেহেতু রূপ না থাকায় কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, অনির্ব্বচনীয়তা হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না, অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে। তপস্যা সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্যা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। ভাল, তাঁহাকে গ্রহণ করার উপায় কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা; অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। স্বচ্ছ আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত রাগাদি-মলোৎপন্ন-কলুষতা-শূন্য হইয়া প্রসন্ন, নির্ম্মল ও শান্তভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করিতে করিতে নিষ্কল অর্থাৎ সর্ব্ব-

প্রকার অবয়বভেদ-রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করেন, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥৫২॥৮॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৩॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিশুদ্ধেন জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ)। প্রজানাং (জনানাং) সর্ব্বং চিত্তম্ (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ওতং (ব্যাপ্তং) [অস্তি] যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিশুদ্ধে (নির্ম্মলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি) ॥৫৩॥৯॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই উক্ত আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৩॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যমাত্মানম্ এবং পশ্যতি এষোঽণুঃ সূক্ষ্মঃ আত্মা চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। কাসৌ ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানাম্ ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন, কাষ্ঠমিব চাগ্নিনা। সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্তে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥৫৩॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে যে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অণু—সূক্ষ্ম; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। তিনি কোথায়? প্রাণবায়ু পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণাপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর যেরূপ এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ যেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ, সংসারে প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে—ক্লেশাদি-দোষ-রহিত হইলে পর এই পূর্ব্ব-কথিত আত্মা বিশেষরূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন ॥৫৩॥৯॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্‌ভূতিকামঃ ॥৫৪॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমাহ] যংযমিত্যাদিনা। বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং (স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বস্মৈ পরস্মৈ বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি) কাময়তে (প্রার্থয়তে); [সঃ] তং তং (স্বসংকল্পিতং) লোকং তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে)। তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞং (পুরুষম্) অর্চ্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব) ॥৫৪॥১০॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন, তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন, অর্থাৎ লাভ করেন; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন ॥৫৪॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তি-লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিত্রাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিৎ নির্ম্মলান্তঃকরণঃ, কাময়তে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্, তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা নমস্কারা-দিভিঃ ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ৫৪ ॥ ১০॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্ব্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানেন, তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা-নিবন্ধনই যে সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষীণক্লেশ—নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন; [তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন]। সেইহেতু—বিদ্বানের সত্য-সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে—আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে—অর্চ্চনা করিবেন, অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন; সেইজন্য তিনি পূজার যোগ্য ॥৫৪॥১০॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

———

তৃতীয়-মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥৫৫॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) ধাম (সর্ব্বজগদাশ্রয়ং) বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মধাম্নি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অস্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুদ্ধং) ভাতি (স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সদ্রূপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রমিতি পদং পুরুষমিত্যস্য বিশেষণং] যে (জনাঃ) অকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্র-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবর্ত্তন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োঽপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ] ॥৫৫॥১॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে; যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥৫৫॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্ব-কামানাম্ আশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিত-মর্পিতং; যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্। তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি অকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি। "ন পুনঃ ক রতিং করোতি" ইতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৫॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু তি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার আশ্রয় বা আস্পদ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপের আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে], এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান। যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যস্পৃহাবর্জ্জিত—মুমুক্ষু হইয়া এবংবিধ আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই ন্যায় উপাসনা করেন, সেই ধীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্র অর্থাৎ মনুষ্যত্বলাভের বীজভূত এই যে প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান (শুক্র, তাহা) অতিক্রম করিয়া যান ; অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর যোনি প্রাপ্ত হন না ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সে আর কোথাও পুনর্ব্বার রতি করে না" ; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা করিবে ॥৫৫॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৬॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্) কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; সঃ [জনঃ] [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপদ্যতে)। পর্য্যাপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যাদোষাপনয়াৎ প্রাপ্তাত্মযাথার্থ্যস্য) তু (পুনঃ) সর্ব্বে কামাঃ (প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগেচ্ছাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি (প্রবিলীয়ন্তে, নশ্যন্তীত্যর্থঃ) ॥৫৬॥২॥

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করিয়া কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে ; সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মার

যথার্থ রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৬॥২॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানঃ তদ্‌গুণাংশ্চিন্তয়ানঃ প্রার্থয়তে, স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তাঃ কামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্ব্বেষ্টিতো জায়তে। যস্তু পরমার্থতত্ত্বাবজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যস্য, তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ অবিদ্যালক্ষণাৎ অপররূপাৎ অপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযান্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ

মুমুক্ষু পক্ষে কামনা-ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয়-সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্য্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় যাঁহার সর্ব্বদিকে (সর্ব্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্য্যাপ্তকাম; সেই পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মার—অর্থাৎ অবিদ্যাবশে যে আত্মা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন বিদ্যা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত

সমস্ত কামনা এই শরীর-সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায়। অভিপ্রায় এই যে, জীবের সমস্ত জন্মহেতু বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৬॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫৭॥৩॥

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন (শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগ্যঃ) ন [ভবতি], মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি]; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখাৎ শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি]। [তর্হি কথং লভ্যঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) যমেব বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), ['যম' ইতি ক্রিয়াবিশেষণত্বেঽপি পুংস্ত্বং ছান্দসম্]। তেন (বরণেন) [অন্যৎ সমানম্]। আত্মা তস্য (সাধকস্য) স্বাং (স্বীয়াং) তনূং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ॥৫৭॥৩॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না; মেধা দ্বারা নহে; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায়। এই আত্মা তাঁহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৭॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরম্ আত্মলাভঃ, তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়াঃ বাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোঽয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইতি ? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্মানম্ এষঃ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নান্যেন সাধনান্তরেণ,—নিত্যলব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশোঽসৌ বিদুষ আত্মলাভঃ ইতি উচ্যতে,—তস্যৈষ আত্মা

অবিদ্যাসংচ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদন্যত্যাগেন আত্মলাভ-প্রার্থনৈব আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, এইরূপে সর্ব্বলাভ অপেক্ষা যদি আত্মলাভ সর্ব্বোত্তম হয়, তাহা হইলে তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন ;— যে আত্মা বর্ণিত হইল, এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ, এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা লাভ-যোগ্য নহে ; সেইরূপ (কেবল) মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে ; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত-পরিমাণে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে (লাভযোগ্য হয় না)। তাহা হইলে, কিসের দ্বারা লভ্য ? তাহা কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন, অপর সাধন দ্বারা নহে ; কারণ তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বদাই লব্ধ আছে। বিদ্বানের এই আত্মলাভটি কি-প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনু অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় বিদ্যা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় (অনুভব-গোচর হয়)। অতএব, অপর সাধন ত্যাগ-পূর্ব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৫৭॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৫৮॥৪॥

[ইদানীম্ অন্যান্যপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তুমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা।

অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বলরহিতেন) ন লভ্যঃ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রণিধানাৎ) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিঙ্গাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ]; য বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বল-প্রমাদরাহিত্য-সসন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে); তস্য (বিদুষঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম) বিশতে (প্রবিশতি) ॥৫৮॥৪॥

এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংন্যাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না। পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংন্যাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৫৮॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলাপ্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি। যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্য্য-হীনেন লভ্যঃ; নাপি লৌকিকপুত্রপশ্বাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে তৎপরঃ সন্ প্রযততে যস্তু বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তস্য বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৫৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্যা, এ সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন। যেহেতু, এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্ত্তৃক লভ্য নহে; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ (অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে; সেই অলিঙ্গ—লিঙ্গ-রহিত তপস্যা হইতেও [লভ্য] নহে। এখানে 'তপঃ' অর্থ—জ্ঞান; 'লিঙ্গ' অর্থ—সন্ন্যাস; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লাভ করা যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপা

দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন, সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৫৮॥৪॥

সং প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৫৯॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]—সংপ্রাপ্যেতি। ঋষয়ঃ (সম্যগ্-দর্শনবন্তঃ) এনং (পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্মা) জ্ঞানাতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লব্ধাত্মস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্যাঃ) প্রশান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি]। তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং) সর্ব্বতঃ প্রাপ্য (লব্ধা, আত্মনঃ সংসারিত্ব-দেহিত্বাদি-পরিচ্ছেদম্ অপনীয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥৫৯॥৫॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন। সেই ধীরগণ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বগতকে (ব্রহ্মস্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া সর্ব্বেতেই প্রবিষ্ট হন ॥৫৯॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন; কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। তে এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন; কিং তর্হি তদ্ব্রহ্মৈব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেঽপি আবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিদ্যাকৃতোপাধি-পরিচ্ছেদং জহাতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥৫৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ

কিরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, তাহা কথিত হইতেছে—ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া—সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত; কিন্তু

শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিষ্পাদিত করিয়া বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনির্ম্মুক্ত ও প্রশান্ত হন, অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন। এবম্ভূত ধীর—অত্যন্তবিবেক-সম্পন্ন তাঁহারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া; তবে কি না—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ধীর অর্থাৎ অত্যন্ত বিবেকশালী যুক্তাত্মা—সর্ব্বদা সমাহিত-স্বভাব ব্যক্তিরা সর্ব্বেই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদ্গত আকাশের ন্যায় অবিদ্যাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ (ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নভাব) পরিত্যাগ করেন; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৫৯॥৫॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬০॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরাঃ সাধকাঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তস্য বিশেষজ্ঞানেন সুষ্ঠু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংন্যাসযোগাৎ (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংন্যাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সর্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সন্তঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবিবক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥৬০॥৬॥

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংন্যাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥৬০॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ বেদান্তজনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-

পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু, সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে অপরান্তকালাঃ, তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেম্বিতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরম্ অমৃতম্ অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্ম আত্ম-ভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ মুচ্যন্তে সর্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে।

"শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।"
"অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ"

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব. পরিচ্ছিন্নসাধন-সাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্মতু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যাৎ মূর্ত্তদ্রব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অন্যাশ্রিতং সাবয়বম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। নতু এবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি; অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ যাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ; তাঁহারা আবার সংন্যাসযোগ হইতে—সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ-সত্ত্ব, অর্থাৎ সন্ন্যাস-যোগবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব; সংসারি-গণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল; মুমুক্ষুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না]। সেই পরান্তকালে

তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয়া; এই কারণে "ব্রহ্মলোক" শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মেতে; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারাই পরামৃত অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত ; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন ; পরি—সর্ব্ব-স্থানে, প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায় এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন—[মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না। 'আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর যেরূপ পদন্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবান্‌গণের গতিও সেইরূপ।' "[মুমুক্ষুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া, অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে সীমাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী ; কারণ, ঐ গতিই পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য ; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সর্ব্বাত্মক (অপরিচ্ছিন্ন) ; সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না। আর ব্রহ্ম যদি দেশ-বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অন্যান্য মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান্ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতকও (ক্রিয়ানিষ্পন্নও) হইতেন ; কিন্তু ব্রহ্ম কখনই এবম্ভূত হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬০॥৬॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৬১॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাদ্যা অবয়বাঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ)। সর্ব্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতাসু (আদিত্যাদিষু) [প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি]। কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধ্যুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা (জীবঃ) চ (অপি) [এতে] সর্ব্বে পরে (সর্ব্বোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদি-দোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একীভবন্তি (তদ্রূপতাং গচ্ছন্তি) ॥৬১॥৭॥

তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা সকলও মূল দেবতা—সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাতে প্রবেশ করে। [যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব), ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥৬১॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অপিচ অবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ নতু কার্য্যভূতম্ ; কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ, তাঃ, স্বাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চদশসঙ্খ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপাঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা কৃতানি কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাৎ ; বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা অবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন গত্বা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা ; অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যপনয়ে সতি পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকল্পে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে অপূর্ব্বে অনপরে অনন্তরে অবাহ্যে অদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্তি অবিশেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে, ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবিদ্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মোক্ষকে কার্য্য বা জন্য পদার্থ মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠাসমূহকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। 'প্রতিষ্ঠা'শব্দে

দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের) সংখ্যাযুক্ত—প্রশ্নোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ শ্রুতিতে) যেগুলি পঠিত হইয়াছে। আর চক্ষুঃ প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্ত্তী সকল ইন্দ্রিয়ও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন। আর মুমুক্ষুকর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই,—কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় [অতএব, এখানে, অপ্রবৃত্তফল কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে], আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিদ্যা-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই আত্মা রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কর্ম্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে ; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে)। অবিদ্যাকৃত উপাধি অপনীত হইলে পর, সেই এই কর্ম্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূর্ব্ব, পর, অন্তর, ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত, আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিশেষভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদিস্থিত আকাশ আকাশে যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬১॥৭॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
　　হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
　　পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬২॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি] যথেত্যাদিনা। স্যন্দমানাঃ (প্রবহন্ত্যঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) সমুদ্রে (জলরাশৌ) অস্তম্ (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা (তদ্বৎ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নাম-রূপাৎ (ঔপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ

(নামরূপপরিচ্ছেদরহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়ং) পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥৬২॥৮॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত (বিলীন) হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ-বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥৬২॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, যথা নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তম্ অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথা অবিদ্যাকৃত-নামরূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উপৈতি উপগচ্ছতি ॥৬২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ

আরও, স্যন্দমান—চলৎ-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পর হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে—যাঁহার লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হন ॥৬২॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥৬৩॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাপ্তিং কথয়ন্ তল্লাভে বিঘ্নাভাবং চ সমর্থয়তে]—স য ইত্যাদিনা। যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (উক্তলক্ষণং) পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পদ্যতে), অস্য (ব্রহ্মবিদঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে)। [স চ] শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপ্মানং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি (অতিক্রামতি)। গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিদ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতঃ) ভবতি ॥৬৩॥৯॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ

জন্মে না। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন। হৃদয়গত অবিদ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥৩।২।৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নহু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অতঃ ক্লেশানামন্যতমেন অন্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপি অন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব ; ন বিদ্যয়ৈব সর্ব্ব-প্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যপ্রতিবন্ধঃ, নিত্য-ত্বাৎ আত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষা-দহমেবাস্মীতি জানাতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্ ; আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। তস্মাদ্‌ব্রহ্ম-বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষোঽব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ; কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্যনিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি ॥৩।২।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিঘ্ন প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যেহেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক ; অপর কোনও বিষয় প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব জগতে সেই যে কোন লোক সেই পরমব্রহ্মকে জানেন—আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্যপ্রকার গতি লাভ করেন না ; দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ-লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না ; কারণ, তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা, এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না ; আর তিনি শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ

জীবৎকালেই বিবিধ ইষ্টবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহাগ্রন্থিসমূহ হইতে—হৃদয়গত অবিদ্যাবন্ধ হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন; 'হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি বাক্যে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥৬৩॥৯॥

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥৬৪॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (অভিপ্রকাশিতম্) —[যে] ক্রিয়াবন্তঃ (যথোক্তক্রিয়ানুষ্ঠাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাধ্যয়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অ-পরব্রহ্মোপাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ম্ একর্ষিং (একর্ষিনামানম্ অগ্নিং) জুহ্বতে (জুহ্বতি তর্পয়ন্তি) ; যৈঃ তু (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপো-নিয়মঃ) বিধিবৎ (যথাবিধি) চীর্ণম্ (আচরিতং) ; তেষাম্ এব (নান্যেষাম্) এতাম্ (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥৬৪॥১০॥

যাঁহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, যাঁহারা বিধি-অনুসারে শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে [অপরকে নহে] ॥৬৪॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদেতৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ। শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়াৎ শিরোব্রতং শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্। যথা আথর্ব্বণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিদ্যাদানের বিধি-প্রদর্শনপূর্ব্বক [গ্রন্থের] উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদান-বিধি, ইহা

ঋক্ মন্ত্রকর্ত্তৃকও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ-পরব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন ; বিশুদ্ধচিত্ত সেই সকল সৎপাত্রের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। অপিচ, অথর্ব্ববেদীয়দিগের যেমন বেদব্রত-নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ-বিধানানুসারে মস্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই বলিবে [অন্যের নিকট নহে] ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥৬৫॥১১॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥
মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুপসংহরতি]—তদেতদিতি। পুরা (পূর্ব্বম্) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ তৎ (যথোক্ত-লক্ষণম্) এতৎ সত্যম্ উবাচ (উপদিদেশ) [শৌনকায় ইতিশেষঃ]। [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রতঃ (অকৃতব্রতাচরণঃ) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্ম-বিদ্যা-সম্প্রদান-কর্ত্তৃভ্যঃ) [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা] ॥৬৫॥১১॥

ইত্যথর্ব্ব-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্কর মতে স্থিতা।
মুণ্ডকোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা সরলাস্তাং সতাং মুদে ॥

পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়াছিলেন। যে লোক ব্রতাচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক দ্বিরুক্তি ॥৬৫॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌনকায় বিধি-বদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যোঽপি তথৈব শ্রেয়োঽর্থিনে মুমুক্ষবে

যোজ্ঞাই বিধিবদুপসন্নায় ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নৈতদ্গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোঽচরিতব্রতো-ঽপি অধীতে ন পঠতি; চীর্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োঽবগতবন্তশ্চ, তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্বচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডক-সমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥৩।২।১১॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

পুরা অর্থ—পূর্ব্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্ষুকে উপদেশ দিবেন। যে লোক অচীর্ণব্রত অর্থাৎ ব্রতাচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না; কেননা, ব্রতাচরণ-পরায়ণ ব্যক্তির বিদ্যাই সংস্কৃত (শক্তিযুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীর্ণব্রতের পক্ষে বিফল হইয়া থাকে)। ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইল। যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরমর্ষি; পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার। সমধিক আদর-প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৩।২।১১॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত।

অথর্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-

শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ।

সম্পাদক ও অনুবাদক

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

১৩৫৫ সাল।

অথর্ব্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ
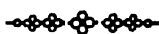
শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-
কৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ত্তৃক-অনূদিত ও সম্পাদিত

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ
১৩৫৫ সাল

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল,
দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা

আভাস

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থূল-সূক্ষ্ম ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানা-রূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ শর্ম্মা

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা

প্রথম প্রশ্নে—

দ্বিতীয় প্রশ্নে—

তৃতীয় প্রশ্নে—

চতুর্থ প্রশ্নে—

পঞ্চম প্রশ্নে—

ষষ্ঠ প্রশ্নে—

সমাপ্ত

অথর্ব্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্॥

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ, এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর সম্মতিম্।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

ইহ খলু দুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতকরুণমিব আথর্ব্বণ-ব্রাহ্মণ-মিদং বক্ষ্যমাণবিদ্যা-স্তুতয়ে শিষ্যবুদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যায়িকারূপেণ জ্ঞানোপাসনে বক্তুং প্রবর্ত্ততে সুকেশা ইত্যাদি।

সরলার্থঃ

সুকেশা [নাম] ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজসুতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যঃ (গর্গবংশসম্ভূতঃ), সৌর্য্যায়ণী (সৌর্য্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্য অপত্যং), কৌসল্যঃ [নাম] আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্রঃ), বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভ-দেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবন্ধী [নাম] কাত্যায়নঃ (কত্যস্য যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (সুকেশাদয়ঃ ষট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরম্ উপাস্যতয়া প্রধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপর ব্রহ্মারাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্ব্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্বং) অন্বেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সন্তি] । তে 'এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ পিপ্পলাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অস্মদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)' ; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ষট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাষ্ঠহস্তাঃ সন্তঃ) ভগবন্তং (পূজার্হং) পিপ্পলাদম্ (তদাখ্যমাচার্য্যম্) উপসন্নাঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥ ১

ভরদ্বাজ-নন্দন সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্য্যায়ণী, অশ্বল-তনয় কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কত্যপুত্র কবন্ধী, ইঁহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তদুচিত অনুষ্ঠান-নিরত এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক। ইনিই (পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন ; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদীদং ব্রাহ্মণমারভ্যতে। ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যায়িকা তু বিদ্যাস্তুতয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈস্তপোযুক্তৈর্গ্রাহ্যা পিপ্পলাদাদিবৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্ব্বক্তব্যা চ, ন সা যেন-কেনচিদিতি বিদ্যাং স্তৌতি। ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসূচনাচ্চ তৎকর্ত্তব্যতা স্যাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আথর্ব্বণ মন্ত্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে,—(১) বর্ণনীয়

---

(১) তাৎপর্য্য—'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক', এই দুইখানিই আথর্ব্বণ উপনিষৎ। তন্মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎখানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুণ্ডকোপনিষৎখানি মন্ত্রভাগের

বিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসাখ্যাপনার্থ ঋষিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিদ্যা পিপ্পলাদ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিদ্যার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিদ্যালাভের পক্ষে যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে।

অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষদেও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ব্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডীয় মুণ্ডকোপনিষৎসত্ত্বে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ আরভ্যতে।"

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় 'মুণ্ডকোপনিষৎ' সত্ত্বে ব্রাহ্মণভাগে পুনর্ব্বার অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তার্থকে বিস্তৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটিতে পারে না। এখানে মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে,—মুণ্ডকে প্রথমতঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ," এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম ও উপাসনা। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডেই কর্ম্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক্ বিবরণ না করিয়া তৎফলে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুণ্ডকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়েও মুণ্ডকোক্ত

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজস্যাপত্যং ভারদ্বাজঃ। শৈব্যশ্চ—শিবেরপত্যং শৈব্যঃ, সত্যকামো নামতঃ। সৌর্য্যায়ণী—সূর্য্যস্যাপত্যং সৌর্য্যঃ তস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসং 'সৌর্য্যায়ণী' ইতি, গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ। কৌসল্যশ্চ নামতঃ, অশ্বলস্যাপত্যমাশ্বলায়নঃ। ভার্গবঃ—ভৃগোর্গোত্রাপত্যং ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ। কবন্ধী নামতঃ, কত্যস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ। বিদ্যমানঃ প্রপিতামহো যস্য সঃ, যুবার্থপ্রত্যয়ঃ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরত্বেন গতাঃ, তদনুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ। কিং তৎ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদন্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ, তদধিগমায় 'এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ। কথম্?—তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিপ্পলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্না উপজগ্মুঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র, সত্যকাম নামক শিবিসুত, গর্গ-কুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়ণী, সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়ণী, (এই পদটি ছান্দস-(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ 'সৌর্য্যায়ণি' হইবে)। কৌসল্য নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান), বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র; যুবার্থে 'আয়নণ্' প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহারা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

---

"যথা সুদীপ্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুণ্ডকোক্ত "প্রণবো ধনুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরব্ধ হইয়াছে। আর মুণ্ডকোক্ত "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুণ্ডকোক্ত অর্থের 'বিস্তরবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছেন। তাহা কিরূপ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য); তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন' স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন। কি প্রকারে? না—সমিৎপাণি হইয়া; অর্থাৎ আচার্য্যের যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী কাষ্ঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ। যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ, সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

সরলার্থঃ

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (সুকেশাদীন্ ষট্) হ (ঐতিহ্যসূচকং) [বক্ষ্যমাণং বচনম্] উবাচ (উপদিদেশ)—[যূয়ং] তপসা (বৈধক্লেশসহনেন—কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎস্যথ (শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যয়া গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত)। [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেচ্ছং) প্রশ্নান্ (প্রষ্টব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত; [মাম্ ইতি শেষঃ]। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥ ২

---

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে--"রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরুম্ ॥"

অর্থাৎ রিক্তহস্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া শুধু হাতে কখন রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না, অর্থাৎ তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না। অতএব রিক্তহস্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই; এই কারণে আচারাভিজ্ঞ সুকেশাদি ছয়জন ঋষি ঋষিযোগ্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম-সময়ে আপনার যোগ্যতানুরূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র; কিন্তু উপহারের তারতম্য চিন্তা করিবেন না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়।

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে তাহা বলিব ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেব, যদ্যপি যূয়ং পূর্ব্বং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চাস্তিক্য-বুদ্ধ্যা আদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্যথ—সম্যগ্‌গুরুশুশ্রূষাপরাঃ সন্তো বৎস্যথ। ততো যথাকামং যো যস্য কামস্তমনতিক্রম্য—যদ্‌বিষয়ে যস্য জিজ্ঞাসা, তদ্‌বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি তদ্ যুষ্মৎপৃষ্টং বিজ্ঞাস্যামঃ, অনুদ্ধতত্ব-প্রদর্শনার্থো যদিশব্দো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে। সর্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

সেই ঋষি (পিপ্পলাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্যা দ্বারা তপস্বীই বট, তথাপি পুনর্ব্বার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিতে আদর-সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শুশ্রূষায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর। তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব। এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থই 'যদি' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে; কারণ, পরবর্ত্তী প্রশ্নোত্তর-সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩

সরলার্থঃ

অথ (সংবৎসরাৎ পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেত্য (পিপ্পলাদসমীপং গত্বা)

পপ্রচ্ছ (পিপ্পলাদং পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য !) ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) প্রজাঃ (উৎপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ) হ বৈ (ঐতিহ্যাব-ধারণদ্যোতকং নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

কাত্যায়ন কবন্ধী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ ! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে জন্মলাভ করে ? ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্,—হে ভগবন্ ! কুতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে ইতি। অপরবিদ্যা কর্ম্মণোঃ (৩) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতয়োর্যৎ কার্য্যং যা গতিঃ, তদ্‌বক্তব্যমিতি তদর্থোঽয়ং প্রশ্নঃ ॥ ৩

---

(৩) তাৎপর্য্য—"পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ" ইত্যুপক্রান্তে অস্মিন্ ব্রহ্মপ্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃক-প্রজাসৃষ্টি-বিষয়-প্রশ্ন-প্রত্যুক্ত্যোরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রশ্নং-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"অপরবিদ্যেতি"; "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইতি সমুচ্চিত কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্য "অথ উত্তরেণ" ইতি তদ্গতের্দেবযানমার্গস্য চেহ বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্ম্মণাং চ, ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। কেবল-কর্ম্মকার্য্যস্যাপি চন্দ্রলোকস্য তদ্গতেঃ পিতৃযানস্য চ "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" "প্রজা-কামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদ্যপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বসরে অসঙ্গতমেব, তথাপি কেবলকর্ম্মকার্য্যাৎ সমুচ্চিতকর্ম্মকার্য্যাচ্চ বিরক্তস্যৈব তত্রাধিকার ইতি। ততো বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, সুকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের অন্বেষণার্থ পিপ্পলাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন ; সুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন ? এরূপ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদুভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ ভাষ্যকার অপর বিদ্যা শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ, কর্ম্মফলে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই উহার অবতারণা ; মানুষ যতকাল পরব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল যতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, কিছুতেই শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না।

যাঁহারা উপাসনা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন ; এবং উত্তরায়ণ বা 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাঁহারা কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং

ভাষ্যানুবাদ

'অথ' অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাত্যায়ন [পিপ্পলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয়? অভিপ্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্ম্ম সমুচ্চিত বা অসমুচ্চিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয়, তাহা বলিতে হইবে। সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

সরলার্থঃ

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ ; সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) হ (কিল) বৈ (অবধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম্, ইত্যভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং জ্ঞানলক্ষণং) অতপ্যত (আলোচিতবান্)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বর্দ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িং (ধনং অর্থাৎ ধনসম্ভারানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রং) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অগ্নিম্ অর্থাৎ তদধিদৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদয়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৪

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া তপস্যা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া [বুঝিলেন যে] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র ; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

দক্ষিণায়নে বা 'পিতৃযান' পথে প্রয়াণ করেন। যাঁহারা উক্ত সমুচ্চিত ও অসমুচ্চিত কর্ম্মফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার, অপরের নহে। এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি-বিষয়ে জিজ্ঞাসারই অবতারণা করা হইয়াছে ॥

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রয়ি অর্থ ধন—ধনলভ্য অন্নের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অধিদেবতা সূর্য্য) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মৈ এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপাকরণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্ব্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বালোচয়ৎ অতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞানমন্বালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুনমুৎপাদয়তে—মিথুনং দ্বন্দ্বমুৎপাদিতবান্। রয়িঞ্চ সোমমন্নং প্রাণঞ্চাগ্নিমত্তারম্ ইত্যেতৌ অগ্নীষোমৌ অত্রন্নভূতৌ মে মম বহুধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঞ্চিন্ত্য অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

তিনি (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন—তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা-সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব' এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্ম্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্ভাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্ত্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ চিন্তা-দ্বারা তদ্‌বিষয়ক পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্যা করিয়া—শ্রৌতবিজ্ঞানের পর্য্যালোচনার পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় 'মিথুন' সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন করিলেন। [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে 'দ্বন্দ্ব' বলা হয়]। এই ভোক্তা ও ভোজ্য বা

অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে ; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন (৪) ॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

---

(৪) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকল্পে যিনি সমুচিতভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে সর্ব্বাত্মক প্রজাপতিরূপে চিন্তা করিয়াছেন ; সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী কল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন ; এবং তপস্যা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় সুপ্ত সংস্কারসমূহকে পুনর্ব্বার জাগরিত করেন। সংস্কারের উদ্বোধক সেই চিন্তাই তাঁহার তপস্যা, তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ তপস্যা তাঁহার নাই। সেই তপস্যার ফলে তাঁহার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় ; অনন্তর সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক ; নচেৎ সৃজ্যমান পদার্থনিচয় বালির বাঁধের ন্যায় আপনা হইতে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে ; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য্য ও চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য স্বয়ং ভোক্তা এবং চন্দ্র তাঁহার ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, এক তেজেরই তিনটি অবস্থা—(১) আধিদৈবিক (সূর্য্য), (২) আধিভৌতিক (অগ্নি) এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উষ্মা)।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫ । ১৪]

ভগবদ্গীতার কথানুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপানের সাহায্যে ভুক্ত অন্নের পরিপাক সাধন করেন। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্য্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির সমন্বয়ানুরোধে 'প্রাণ' পদেই সূর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য অগ্নি ও প্রাণ, ইহারা সকলেই আদান, শোধন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকেন ; তজ্জন্য ইহাদিগকে ভোক্তৃ শ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

অপরদিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন ; জীবভোজ্য যত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই চন্দ্রকিরণে পুষ্টিলাভ করে ; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যরূপে তে

সরলার্থঃ

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশব্দার্থমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা। আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্ব্বোক্তরয়িপদার্থঃ)। যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সর্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতস্য ভোক্তৃ অপি অন্নেন ভুজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়ি (অন্নং) [অমূর্ত্তেন প্রাণেন অদ্যমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ] ॥ ৫

[শ্রুতি নিজেই 'রয়ি' ও 'প্রাণ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই 'প্রাণ' পদবাচ্য এবং চন্দ্রই 'রয়ি' পদার্থ। মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই 'রয়ি' অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা মূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্নস্বরূপ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোঽত্তা অগ্নিঃ, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়িরেবান্নং সোম এব। তদেতদেকমত্তা অগ্নিশ্চান্নঞ্চ প্রজাপতিঃ, একং তু মিথুনম্; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ। কথম্? রয়ির্ব্বৈ অন্নমেব এতৎ সর্ব্বম্; কিন্তৎ? যন্মূর্ত্তঞ্চ স্থূলঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তে অত্রন্নরূপে রয়িরেব। তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদন্যন্মূর্ত্ত-রূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্ত্রা অদ্যমানত্বাৎ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই 'রয়ি'—অথাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ। সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ; মিথুনও (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহ বর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে; গুণ-প্রধানভাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে। কি প্রকারে? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ. তাহা কি?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম; অত্তা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তদ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই। অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্কৃত অমূর্ত্ত

গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে 'রয়ি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রয়ি' অর্থ—ধন।

পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি (স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃত-পক্ষে] রয়ি ; কারণ, উহা অমূর্ত্তকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে (৫) ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধঃ, যদূর্দ্ধং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

সরলার্থঃ

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণস্যাপি সর্ব্বাত্মকত্বং বক্তুমাহ]—আদিত্য ইত্যাদি। আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্গচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্ব্বাং) দিশং প্রবিশতি (স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্ব্বদিগ্গতান্) প্রাণান্ রশ্মিষু (স্বীয়কিরণেষু) সংনিধত্তে (সংবধ্নাতি—কিরণৈর্ব্যাপ্নোতি, ইত্যর্থঃ)। যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তত্রত্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। এবমুত্তরত্রাপি যোজনীয়ম্]। যৎ প্রতীচীং (পশ্চিমাং দিশং), যৎ উদীচীং (উত্তরাং দিশং), যৎ অধঃ (দিশং), যৎ উর্দ্ধং (উর্দ্ধদিগ্ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবর্ত্তিনীঃ) দিশঃ (অবান্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অন্যদপি] সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন (তত্তদ্দিক্প্রবেশেন) [তত্তদ্দিকস্থান্] সর্ব্বান্ প্রাণান্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীন্) রশ্মিষু সন্নিধত্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৬

[এখন রয়ির ন্যায় উক্ত প্রাণেরও সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে], —আদিত্য উদয়কালে যে পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্ব্বদিক্গত প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সন্নিহিত করেন,

---

(৫) তাৎপর্য্য—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং ভোজনীয় অন্নও তিনি ; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ ; তবে একটি অন্ন, অপরটি তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক অভিন্নই বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ কল্পনা করিয়া স্থূল পদার্থকে গুণ বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার ভোগ্য হয় ; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই রয়ি বা অন্নপদ-বাচ্য সত্য ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন। আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, ঊর্দ্ধ, অবান্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তথা অমূর্ত্তোঽপি প্রাণোঽত্তা সর্ব্বমেব, যচ্চাদ্যম্। কথম্?—অথ আদিত্য উদয়ন্ উদগচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি ব্যাপ্নোতি; তেন স্বাত্মব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তর্ভূ-তান্ * রশ্মিষু স্বাত্মাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমৎসু ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধত্তে সন্নি-বেশয়তি, আত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ। তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীম্, অধঃ ঊর্দ্ধং, যৎ প্রবিশতি, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোঽ-বান্তরদিশঃ, যচ্চান্যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ সর্ব্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

যে কিছু অদনীয় বা অন্ন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ-স্বরূপ, অতএব] ভোক্তা অমূর্ত্ত প্রাণও সর্ব্বাত্মক। কি প্রকারে? [তাহা বলা হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া যে, প্রাচী (পূর্ব্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্‌কে পরিব্যাপ্ত করেন; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক, স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সম্বদ্ধ থাকায় তত্রত্য—পূর্ব্ব-দিক্‌স্থিত প্রাণেরই অন্তর্ভূ'ত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—সন্নি-বেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন। সেই প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে, [প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ করেন, আর যে, অন্তরাদিক্—কোণ দিক্ অবান্তর বা পূর্ব্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্-সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন;

---

* সর্ব্বান্তঃস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্নভূতানিতি বা পাঠঃ।

তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ব্বদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মি-সমূহে সন্নিহিত (আপনার ন্যায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন ॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

সরলার্থঃ

[অথ প্রাণাদিত্যস্য সর্ব্বাত্মকত্ব-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপেণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং বিবিধং জগৎ রূপং যস্য স তথোক্তঃ সর্ব্বাত্মা ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অস্য ইতি, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অত্তা) উদয়তে (প্রত্যহমুদ্গচ্ছতি)। তদেতৎ (আদিত্যমাহাত্ম্যং) ঋচা (পাদবন্ধমন্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বর্ণিতম্) ॥ ৭

সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্ব্বজীবাত্মক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি (ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রত্যহ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে। [ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে 'ঋক্' বলা হইয়াছে] ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স এষোঽত্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাত্মত্বাচ্চ প্রাণোঽগ্নিশ্চ, স এবাত্তা উদয়তে—উদ্গচ্ছতি প্রত্যহং সর্ব্বা দিশঃ আত্মসাৎ কুর্ব্বন্। তদেতদুক্তং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ব্বনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ (সর্ব্বজগন্ময়) ; সর্ব্বাত্মক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি-স্বরূপও বটে ; সেই অত্তাই প্রত্যহ সমস্ত দিগ্মণ্ডলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়) করিয়া উদিত—উদ্গত হইয়া থাকেন। এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্ত্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (৬) ॥ ৭

(৬) তাৎপর্য্য—ছন্দোবদ্ধ পাদযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ (ঋচা) বলা হয়। উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮

সরলার্থঃ

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাদি। বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মানং), হরিণং (রশ্মিমন্তং, হরণশীলং সর্ব্বসংহারকারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যস্মাৎ, তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং), একং (অদ্বিতীয়ং—ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপন্তং (তাপং কুর্ব্বন্তং সূর্য্যং) [ব্রহ্মজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ বিজ্ঞাতবন্ত ইতি শেষঃ]। সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদবশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্ত্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতিকারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥ ৮

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিযুক্ত বা সর্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ম্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন]। অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রজার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বিশ্বরূপং সর্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমদ্বিতীয়ং, তপন্তং তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং, স্বাত্মানং সূর্য্যং সূরয়ো বিজ্ঞাতবন্তো ব্রহ্মবিদঃ। কোঽসৌ যং বিজ্ঞাতবন্তঃ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

বিশ্বরূপ—সর্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতিবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্মভূত সূর্য্যকে

ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন। যাঁহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে ? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে ; তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯

সরলার্থঃ

[চন্দ্রসূর্য্যাত্মক-প্রজাপতেঃ সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বক্তুং তস্য কালরূপং রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি। 'বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। [পূর্ব্বোক্তঃ চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসরঃ [সংবৎসরস্য চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিতি ভাবঃ]। তস্য (প্রজাপতেঃ) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইত্যেতে দ্বে] অয়নে (মার্গৌ) [বর্ত্তেতে]। ['হ' 'বৈ' পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ) যে (ফলার্থিনঃ) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং—স্মৃত্যুক্তং কূপারামাদিকরণং ; তদুভয়ং) কৃতং (প্রযত্নসম্পাদিতম্) ইতি কৃত্বা উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), তে (তদনুষ্ঠাতারঃ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং) লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি)। তে (চান্দ্রমসলোকগতাঃ) এব (ন তু অন্যে) পুনঃ (তত্রত্যভোগক্ষয়াৎ পরং) আবর্ত্তন্তে (মর্ত্ত্যলোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ এতে (কর্ম্মিণঃ) ঋষয়ঃ (স্বর্গদ্রষ্টারঃ) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থিনঃ) ; [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে)। এষঃ (চান্দ্রমসঃ লোকঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) রয়িঃ (অন্নং—ভোগ্যঃ), যঃ পিতৃযাণঃ (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্যঃ চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থঃ) ॥ ৯

[চন্দ্র-সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন]—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ ; তাহার দুইটি

অয়ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর। অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত—স্মৃত্যুক্ত কূপ ও উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সন্তানার্থী এই সকল (কর্ম্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি—সর্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃযাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয়॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যশ্চাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নম্, অমূর্ত্তিশ্চ প্রাণোঽত্তাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সর্ব্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। চন্দ্রাদিত্য-নির্ব্বর্ত্ত্য-তিথ্যহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্যত্বাদ্রয়ি-প্রাণমিথুনাত্মক এব ইত্যুচ্যতে। তৎ কথং? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অয়নে মার্গৌ দ্বৌ—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ। ষে প্রসিদ্ধে হ্যয়নে ষণ্মাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ যাতি সবিতা কেবলকর্ম্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্ম্মবতাঞ্চ লোকান্ বিদধৎ। কথং তৎ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তদুপাসত ইতি। ক্রিয়াবিশেষণো দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূর্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্ম্মিথুনাত্মকস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপত্বাচ্চান্দ্রমসস্য। তএব চ কৃতক্ষয়াৎ পুনরাবর্ত্তন্তে; "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি" ইতি হ্যুক্তম্। যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলত্বেনাভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃযাণঃ পিতৃযাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্ররূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ব্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে? হাঁ, বলা যাইতেছে,—

সেই পূর্ব্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি ও অহোরাত্র-সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাত্মক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অন্য নহে; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণ মিথুনাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাদ্যই বা) কি প্রকারে? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর। সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটি অয়ন দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের (উপাসনা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, ষণ্মাসাত্মক সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে]। তাহা কি প্রকার? [তদুত্তরে বলিতেছেন]—শ্রুতির দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ। সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাঁহারা সেইরূপ উপাসনা করেন; ইষ্ট ও পূর্ত্ত, এই উভয়বিধ 'কৃত' (অনিত্য) কর্ম্মেরই উপাসনা করেন; (৯)

(৭) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চান্দ্র। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে। আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূর্ব্ব তিথি (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে। সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, আর চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—যাঁহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়নে (ধূমাদিমার্গে) গমন করেন, আর যাঁহারা উপাসনা ও কর্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তরায়ণে গমন করেন।

(৯) তাৎপর্য্য—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম), তপস্যা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরিরক্ষণ, অতিথি-সৎকার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যদানাদি ক্রিয়া,—বেদ-বিহিত এই সকল কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। আর—

—অকৃত বা নিত্য কর্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাত্মক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্র-লোক) সম্যক্‌রূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোকও কৃতরূপী (অনিত্য)। তাঁহারাই আবার কর্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০)। 'এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন।' এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে। যেহেতু, এই সকল ঋষি—স্বর্গ-দ্রষ্টা, পূর্ব্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল-রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে, পিতৃযাণ অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন ॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যা-দিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ

"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্য-ভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (জলাশয়), দেবালয়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি সম্পাদন কার্য্যকে 'পূর্ত্ত' বলা হইয়া থাকে। এই উভয়প্রকার কর্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে 'কৃত' বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মমাত্রই অনিত্য, 'কৃত'-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া 'কৃত' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কর্ম্মদ্বয়ই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের ফলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য। অতএব তৎফলে কাহারও আসক্ত হওয়া সঙ্গত নহে ॥

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—কেবল কর্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্রলোকে যান, সেই পথের প্রথমেই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রলোকে যান এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পরায়ণম্ ; এতস্মান্ন * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনাবৃত্তিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্লেশসহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরতয়া, আস্তিক্যবুদ্ধ্যা বা) বিদ্যয়া (উপাসনেন) আত্মানম্ অন্বিষ্য (আদিত্যং প্রাণম্ আচার্য্যাৎ 'অহমস্মি' ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে, (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা)। এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকর্ম্মিণাং চ)। এতস্মাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্ত্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মিণশ্চ ইতিশেষঃ]। ইতি। এষঃ (পূর্ব্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ). [অথবা অবিদুষাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ]॥

[এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন ; অর্থাৎ আদিত্যলোকে গমন করেন। ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়), ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয়। ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না ; [কারণ তাহাদের] ইহাই নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন। অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্বদ্‌গণের অগম্য স্থান ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশং প্রাণমত্তারম্ আদিত্যমভিজয়ন্তে। কেন ? তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যাত্ম-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তস্থুষশ্চ অন্বিষ্য 'অহমস্মি' ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্নুবন্তি। এতদ্বৈ আয়তনং সর্ব্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ম্, অতএব ভয়বর্জ্জিতং—ন চন্দ্রবৎ

* তস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইতিবা পাঠঃ।

ক্ষয় বৃদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্বিদ্যাবতাং কর্ম্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে যথেতরে কেবলকর্ম্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদুষাং নিরোধঃ; আদিত্যাদ্ধি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণমভিপ্রাপ্নুবন্তি। স হি সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদুষাং নিরোধঃ। তত্তত্রাস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রঃ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

"অথ"—['অথ' শব্দ পূর্ব্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে]। উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন; কি উপায়ে?—তপস্যা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্তকেই সমস্তের আত্মস্বরূপ অন্বেষণ করিয়া—'আমিই তদাত্মক' এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্ব্বভয়-বিবর্জ্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে। ইহাই জ্ঞানিগণের ও বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মীদের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান। জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইঁহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না; কারণ, ইহা বিদ্যাবিহীনগণের নিরোধ-স্থান; অর্থাৎ অবিদ্বদ্-ব্যক্তিরা আদিত্য হইতে প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী প্রাণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্‌দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১)। এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥ ১০

---

(১১) তাৎপর্য্য—'নিরোধ' অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিন্তা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ-শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্মলাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥ ১১

সরলার্থঃ

[সংবৎসরাত্মনঃ আদিত্যস্য রূপকপরিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাদিনা]।— ইমে (বুদ্ধিস্থাঃ) অন্যে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্ত্তনসহায়া যস্য আদিত্যস্য স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতূনাং পঞ্চবিধত্বং বোধ্যম্।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্), দ্বাদশাকৃতিং [দ্বাদশ মাসা আকৃতয়ঃ অবয়বা যস্য, স তথোক্তঃ, তম্) দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (ঊর্দ্ধে) অর্দ্ধে (স্থানে--স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাজ্যম্ উদকম্ অস্য অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহুঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ]। অথ (পক্ষান্তরসূচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং (বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যকা অশ্বাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি যস্য সঃ, তস্মিন্), ষড়রে (ষড়্ ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যস্য সঃ তস্মিন্), [আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহুঃ। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদ্‌গণ, [আদিত্যকে] পাঁচটি পাদযুক্ত, পিতা (জগতের জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (বিষ্ঠার ন্যায় জলত্যাগকারী) এবং দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরার্দ্ধে (স্বর্গে) [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র-বিশিষ্ট ছয়টি

আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুস্বরূপ। আর যাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপন-পূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা-সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারাই এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানানুশীলনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন; পুনর্ব্বার আর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না। কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই 'নিরোধ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'নিরোধ' অর্থ—অনাবৃত্তিসাধন মোক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পঞ্চপাদং পঞ্চর্ত্তবঃ পাদা ইবাস্য সংবৎসরাত্মন আদিত্যস্য, তৈরসৌ পাদৈরিব ঋতুভিরাবর্ত্ততে। হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা। পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বং তস্য ; তৎ, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঽবয়বাঃ, আকরণং বা অবয়বিকরণমস্য দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরে ঊর্দ্ধে অর্দ্ধে স্থানে তৃতীয়স্যাং দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবন্তম্ উদকবন্তমাহুঃ,—কালবিদঃ। অথ তমেবান্যে ইমে উ পরে কালবিদঃ বিচক্ষণং নিপুণং সর্ব্বজ্ঞং সপ্তচক্রে সপ্তহয়রূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালাত্মনি ষড়রে ষড়্‌ঋতুমতি আহুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভৌ নিবিষ্টমিতি। যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্যদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্ব্বথাপি সংবৎসরঃ কালাত্মা প্রজাপতিশ্চন্দ্রাদিত্যলক্ষণোঽপি জগতঃ কারণম্ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

অন্য কালবিদ্‌গণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ—পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ ; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদসমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্ত্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে]। পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে]। দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইঁহার আকৃতি বা অবয়ব ; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইঁহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি ; -উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ

(১২) তাৎপর্য্য—আদিত্যকে 'পুরীষী' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ যেরূপ ভক্ষ্যবস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে, আদিত্যও সেইরূপ পৃথিবী হইতে রস-ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন ; এবং তাহাদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করেন। মনু বলিয়াছেন—"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও ঊর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। 'অথ' শব্দ (পক্ষান্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদ্‌গণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্‌বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্বরূপে চক্রবৎ সর্ব্বদা গমনশীল (পরিবর্ত্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্ব্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা-সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন। [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ষড়রই হন, সর্ব্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥ ১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ; শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্লে ইষ্টং কুর্ব্বন্তি; ইতর ইতরস্মিন্ ॥ ১২

সরলার্থঃ

[সংবৎসরবৎ মাসোঽপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইত্যাহ]—মাস ইতি। ['বৈ' শব্দঃ

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না; সূর্য্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাঁহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয়; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সাতটি অশ্ব প্রসিদ্ধ আছে এবং কালেরও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বাভাবিক, এই কারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে। রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে, এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব] এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অশ্বকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্ব্বাত্মকতায় পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

প্রসিদ্ধো] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্য (মাসরূপস্য প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীয়মাণত্বাৎ)। শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিত্যঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ঋষয়ঃ (প্রাণ-সর্ব্বাত্মকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্ব্বন্তি ; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্ব্বাত্মকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ]। প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্ব্বন্তোঽপি শুক্লপক্ষে এব কুর্ব্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি ; প্রাণদর্শনহীনাস্তু শুক্লপক্ষে কুর্ব্বন্তোঽপি প্রাণদর্শনাভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্ব্বন্তীত্যভিপ্রায়ঃ।] ॥ ১২

[সংবৎসরের ন্যায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ ; তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য। সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাঁহারা প্রাণকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন ; তাঁহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন ; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মিন্নিদং শ্রিতং * বিশ্বং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে। মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাত্মকঃ। তস্য মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোঽত্তাগ্নিঃ। যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্ব্বমেব পশ্যন্তি ; তস্মাৎ 'প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেঽপীষ্টং কুর্ব্বন্তঃ শুক্লপক্ষএব কুর্ব্বন্তি। প্রাণব্যতিরেকেণ কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে' যস্মাৎ ; ইতরে তু প্রাণং ন পশ্যন্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশ্যন্তি। ইতরে ইতরস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষএব কুর্ব্বন্তি শুক্লে কুর্ব্বন্তোঽপি ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, সেই সংবৎসরসংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরিসমাপ্ত আছেন। পূর্ব্বোক্তলক্ষণ মিথুনাত্মক (রয়ি ও প্রাণাত্মক) প্রজা-

* প্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ।

পতিই মাসস্বরূপ। সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ। যেহেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন; সেইহেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্লপক্ষেই করিয়া থাকেন; যেহেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না; অদর্শনাত্মক কৃষ্ণপক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে। অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অন্যত্র—কৃষ্ণপক্ষেই করিয়া থাকে (১৪)॥ ১২

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩

সরলার্থঃ

[মাসরূপোঽপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্রইতি। অহোরাত্রঃ (দিবারাত্রাত্মকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ। তস্য (অহোরাত্রাত্মকস্য প্রজাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ), রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অন্নং—চন্দ্রঃ)। যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনেন) সংযুজ্যন্তে, (সংবধ্যন্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারয়ন্তি; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ)। রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ দিবা গ্রাম্যধর্ম্মো ন সেবনীয়ঃ; রাত্রৌ তু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।]॥

[(১৪) তাৎপর্য্য—যাঁহারা সর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সদ্ভাব দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা শুক্ল-পক্ষোচিত ফল লাভ করেন। আর যাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন; তাঁহারা শুক্লপক্ষে কার্য্য করিলেও জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ম্মেরই ফল লাভ করেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অন্ধকারাচ্ছন্ন।]

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা (আদিত্য ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রস্বরূপ। [অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিষ্কৃত করে; আর যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রাণ-সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সোঽপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেঽহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে। অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ। তস্যাপ্যহরেব প্রাণঃ অত্তা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাণম্ অহরাত্মানং বৈ এতে প্রস্কন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষয়ন্তি বা স্বাত্মনো বিচ্ছিদ্য অপনয়ন্তি। কে? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া সহ স্ত্রিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মূঢ়াঃ। যত এবং, তস্মাৎ তন্ন কর্ত্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ। যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ, ব্রহ্মচর্য্যমেব তদিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্ত্তব্যমিতি। অয়মপি প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ। প্রকৃতং তূচ্যতে—সোঽহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতির্ব্রীহি-যবাদ্যন্নাত্মনা ব্যবস্থিতঃ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বের ন্যায় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্বীয় অবয়ব-ভূত (মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নি-স্বরূপ, এবং রাত্রিই রয়ি (অন্ন—চন্দ্রমাঃ)। ইহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্কন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে। কাহারা? —যে সমস্ত মূঢ় দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবদ্ধ হয়—মিথুনীভাব বা মৈথুন আচরণ করে। যেহেতু এইরূপ [হয়], সেইহেতু তাহা করা উচিত নহে,—এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে) প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশে এই শ্রুতির অবতারণা হয় নাই)। আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই স্বরূপ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই]

ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করা উচিত। এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫)। প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই ব্রীহি-যবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥ ১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

সরলার্থঃ

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে অন্নমিত্যাদিনা]—অন্নং (ব্রীহি-যবাদিরূপঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ রেতঃ (শুক্রং) [নিষ্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ব্রীহি যবাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং ক্রমেণাহোরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণমাতে; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ। * কথম্? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতি সিক্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে;—যৎপৃষ্টং 'কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইতি। তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অহোরাত্রান্তেন অন্নরেতোদ্বারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

---

(১৫) অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে "কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে? এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে সেগুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃপর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

* এবং ক্রমেণ পরিক্রম্য। তৎ অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন; অন্নই সেই প্রজাপতি। কিরূপে? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নর-বীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়]। যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্মলাভ করে?' বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল; পূর্ব্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অহোরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানু-সারে অন্নোৎপন্ন রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্মলাভ করে; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥ ১৪

তদ্‌যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদ-য়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

সরলার্থঃ

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্‌যে ইতি। তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ, অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি), তে মিথুনং (পুত্রং কন্যাং) চ উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি)। যেষাং তপঃ (চান্দ্রায়ণব্রতাদি ব্রহ্মচর্য্যং. যেষু চ সত্যম্ (অসত্যাভাবঃ) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজাপতে-রংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥

অতএব যাঁহারা সেই প্রজাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মিথুন (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদন করেন। যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরতর আছে, এবং যাঁহাদের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাঁহাদেরই লভ্য হইয়া থাকে ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ 'হ বৈ' ইতি প্রসিদ্ধ-স্মরণার্থৌ নিপাতৌ। তৎ প্রজাপতের্ব্রতম্—ঋতৌ ভার্য্যাগমনং চরন্তি কুর্ব্বন্তি; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্।

কিম্? তে মিথুনং পুত্রং দুহিতরঞ্চোৎপাদয়ন্তে অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূর্ত্তদত্ত-কারিণাং তেষামেব এষঃ যশ্চান্দ্রমসো ব্রহ্মলোকঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ, যেষাং তপঃ স্নাতকব্রতাদি, ব্রহ্মচর্য্যম্। ঋতোরন্যত্র মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্। যেষু চ সত্যমনৃতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অব্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল)। ইহা কি? তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা-সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পারলৌকিক ফল) এই যে, পিতৃযাণগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতকব্রত প্রভৃতি [ও] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন-বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥ ১৬

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

(১৬) তাৎপর্য্য—যাহারা অজ্ঞ গৃহী, তাহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভার্য্যাগমনরূপ প্রজাপতিব্রত পালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্যা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না। আর যাঁহারা তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম), পূর্ত্ত (বাপী কূপাদি খনন) এবং 'দত্ত' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং প্রজাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাঁহারাই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্রও প্রজাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে 'ব্রহ্মলোক' বলা হইয়াছে; 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত্ত' কর্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন 'দত্ত' কর্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—"শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥" অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্ব্বদা দান করা; এই সকল কর্ম্ম 'দত্ত' বলিয়া কথিত হয়।

সরলার্থঃ

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি। যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কৌটিল্যম্), অনৃতং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন, মায়া (ছলং) চ ন [বিদ্যতে], তেষাং (জনানাম্) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লভ্যো ভবতি]॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক [লাভযোগ্য হইয়া থাকে]॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্তু পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্ম-লোকবদ্ রজস্বলো বৃদ্ধিক্ষয়াদিযুক্তঃ, অসৌ কেষাং? তেষামিত্যুচ্যতে,—যথা গৃহস্থানামনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্বাৎ জিহ্মং কৌটিল্যং বক্রভাবোঽবশ্য-ম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্। যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমনৃতমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিদ্যতে। মায়া নাম বহিরন্যথা আত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্য্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা। মায়েত্যে-বমাদয়ো দোষা যেষ্বধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুষু নিমিত্তাভাবান্ন বিদ্যন্তে; তৎসাধনানুরূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ ইত্যেষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ। পূর্ব্বোক্তস্তু ব্রহ্মলোকঃ কেবলকর্ম্মিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ—বিশুদ্ধ; অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা হ্রাস-বৃদ্ধি-যুক্ত নহে। ইহা যাহাদের [লভ্য], তাহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, যাঁহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রীড়াকৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাঁহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায়

যাঁহাদের মায়া নাই। মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্যপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ। অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান; আর পূর্ব্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কর্ম্মীদিগেরই গন্তব্য স্থান॥ ১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১॥

সরলার্থঃ

[পূর্ব্বোক্তপ্রজাপতেরেব অস্মিন্ শরীরেঽপি ভোক্তৃত্বাদিকম্ অবধারয়িতুং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভ্যতে]—অথেতি। অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্! কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষেণ ধারয়ন্তি)? [এষু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরং) প্রকাশয়ন্তে (আবির্ভাবয়ন্তি)। যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং স্বমাহাত্ম্যং প্রকটয়ন্তি)। এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ? ইতিশব্দঃ (প্রশ্নসমাপ্তৌ)।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে]।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর-জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন? ইঁহাদের মধ্যে কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন? [এবং] ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রাণোঽত্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্য প্রজাপতিত্বমত্তৃত্বঞ্চ অস্মিন্ শরীরেঽবধারয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে। অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং শরীরলক্ষণাং বিধারয়ন্তে—বিশেষেণ ধারয়ন্তে। কতরে বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়বিভক্তানামেতৎ প্রকাশনং স্বমাহাত্ম্য-

প্রখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে। কোঽসৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কার্য্যকরণলক্ষণা-নামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে) উক্ত হইয়াছে। এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে— 'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক; অনন্তর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই শরীররূপ প্রজাকে বিধৃত করেন?—বিশেষরূপে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাঁহারা এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? (১) ॥১৭॥১॥

তস্মৈ স হোবাচ। আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি— বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥১৮॥২॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্য উত্তরং দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি তস্মৈ ইত্যাদিনা]।—সঃ (পিপ্পলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) তস্মৈ (ভার্গবায়)

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর-গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে, তদ্‌বিষয়ে শ্রোতার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায়; এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এখানে 'প্রজা' শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক, কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না। এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয়সমূহ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন।

উবাচ,—কিম্ ? ইত্যাহ—এষঃ (লোকপ্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (দ্যোতমানঃ) হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, ইত্যর্থঃ), মনঃ (অন্তঃকরণং), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং (চকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি)। তে (উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাঃ) প্রকাশ্য (ইদং শরীরং নির্দ্দিশ্য, স্বমাহাত্ম্যং বা উদ্ঘোষ্য) অভিবদন্তি (অন্যোন্যং স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ বদন্তি) ; [যৎ] বয়ম্ [এব] এতৎ বাণং (বাতি—কর্ম্মক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং) অবষ্টভ্য (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা স্পষ্টং ধারয়ামঃ) [ইতি] ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ), মনঃ (অন্তঃকরণ), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়)। তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টব্ধ করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীরারম্ভকাণি, বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। (২) কার্য্যলক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আত্মনো মাহাত্ম্যং প্রকাশ্যাভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহংশ্রেষ্ঠতায়ৈ। কথং বদন্তি ? বয়মেতদ্‌বাণং শরীরং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্ভাদয়ঃ অবিশিথিলীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ। ময়ৈবৈকেনায়ং সঙ্ঘাতো ধ্রিয়ত ইত্যেকৈকস্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

তিনি (পিপ্পলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী (ও) শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ,

---

(২) শরীরং ধারয়ন্তে। তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাত্ম্যখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্য্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্য্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। সেই দেবগণ স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল। কি প্রকারে বলিল? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবষ্টব্ধ করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি। প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে, এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ ; অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি, তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥১৯॥৩॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা]। —বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্ব্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ—[যূয়ং] মোহং মা আপদ্যথ (ন প্রাপ্নুত, বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং ন কুরুত ইত্যর্থঃ); [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ বাণং (শরীরং) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি (বিশেষেণ ধারয়ামি), ইতি (বাক্য-সমাপ্তৌ) তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্দধানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুম-সমর্থাঃ) বভূবুঃ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অভিমান-কারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ অভিমান করিও না ; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি। তাহারা [কিন্তু

এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না ; (অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না)॥ ১১ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্—মা মৈবং মোহমাপদ্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত ; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্য কৃত্বা বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্দধানা অপ্রত্যয়বন্তো বভূবুঃ—কথমেতদেবমিতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না ; যেহেতু আমিই আপনাকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ (সুদৃঢ়) করিয়া বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (৩)। প্রাণ ইহা বলিলে পর তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই ॥১১ ॥৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে ; তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে।

---

(৩) তাৎপর্য্য—'প্রাণ' শব্দে প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায়। তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। তন্মধ্যে, ঊর্দ্ধগমনশীল এবং মুখ-নাসাদি-স্থানগত প্রাণ ; পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী অধোগামী—অপান ; সর্ব্বশরীরবর্ত্তী এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদিশীল—ব্যান ; উন্নয়নকারী এবং উদ্গারাদি-সাধক—উদান, এবং শরীরস্থ ভুক্ত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরুধিরাদিভাব-সাধক—সমান। প্রাণায়াম কার্য্যে এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয়

তদ্‌যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥২০॥৪॥

সরলার্থঃ

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) উর্দ্ধম্ উৎক্রামতে ইব (দেহাদ্‌বহির্গন্তুমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্তুতস্তু ন উৎক্রান্তবান্] ; তস্মিন্ (প্রাণে) উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরম্) ইতরে (অপরে) সর্ব্বে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃ-প্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্যপ্রাণে) চ [পুনঃ] প্রতিষ্ঠমানে (সুস্থিতে সতি) সর্ব্বে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থিতা বভূবুঃ)। তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজম্) উৎক্রামন্তম্ (উদ্‌গচ্ছন্তম্) [অনুসৃত্য] সর্ব্বা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ (মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্ব্বা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (অবস্থিতা ভবন্তি) ; বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি) এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ)। তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনেন] প্রীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণং স্তুন্বন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তুবন্তি) ॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইতেই (দেহ হইতে বহির্গত হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্ব্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুস্থির হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মৌমাছির রাজাকে) উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে সুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রও ঠিক এইরূপ। তাহারা প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনে প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্দধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ উর্দ্ধমুৎক্রামত ইব উৎক্রামতীব ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্নুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্নুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ব্ব এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিংশ্চ প্রাণে প্রতিষ্ঠমানে

তূষ্ণীং ভবতি অনুৎক্রামতি সতি সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে তূষ্ণীং ব্যবস্থিতা বভূবুঃ। তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম্ উৎক্রামন্তং প্রতি সর্ব্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে প্রতিতিষ্ঠন্তি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ, তে উৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাত্ম্যং প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইল। প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মাণ করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল ; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকর যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকররাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য
এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ
সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদিনা]—এষ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (তাপং করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে]। এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) [বর্ষতি]। এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্ব্বং রক্ষতি]। এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবাতি] [এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্]। এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা) পৃথিবী (ধরিত্রী), রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ), সৎ (সূক্ষ্মং কারণং), অসৎ (স্থূলং কার্য্যং) চ, অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরণস্বভাবং ব্রহ্মাদি-ভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ]।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্তুতিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (অন্ন—চন্দ্র)। [অধিক কি,] যাহা সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পর্জ্জন্যঃ সন্ বর্ষতি। কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, জিঘাংসত্যসুররক্ষাংসি। এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ। কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়ির্দ্দেবঃ সর্ব্বস্য জগতঃ, সৎ মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদ্দেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

কি প্রকার ?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন। আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু। অপিচ, এই দেব পৃথিবীরূপে সমুদয় জগৎকে ধারণ করেন এবং রয়ি (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [পোষক হন]। আর সৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অসৎ—অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

[কিং বহুনা], রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্ব্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তম্, অগ্নিচন্দ্রাদিকং বা) প্রতিষ্ঠিতম্। [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ) যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞ-সম্পাদকো দ্বিজাতিঃ) চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ]॥

আর বেশী কি? রথচক্রের নাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় [শ্রদ্ধাদি নাম পর্য্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে। ঋক্, এবং যজুঃ ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে]॥২২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামান্তং সর্ব্বং স্থিতিকালে প্রাণে এব প্রতিষ্ঠিতম্। তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যশ্চ যজ্ঞঃ, ক্ষত্রঞ্চ সর্ব্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকর্তৃত্বেঽধিকৃতঞ্চ এবৈষ প্রাণঃ সর্ব্বম্॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় শরীরা-বস্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত [আছে] (১২)। সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ, মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্ব্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাধিকারী ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

---

(১২) তাৎপর্য্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নাম পর্য্যন্ত পঞ্চদশ কলার উল্লেখ আছে।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে
ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ

অপিচ, [হে প্রাণ!] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি (তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদ্যসে) [চ]। হে প্রাণ! ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যম্ উপহারং) হরন্তি, যঃ ত্বং প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) [সহ] প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্ত্তসে)॥

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, যঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতুর্মাতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ প্রতিজায়সে; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃত্বম্; সর্ব্বদেহ-দেহ্যাকৃতিচ্ছদ্মনা একঃ প্রাণঃ সর্ব্বাত্মাসীত্যর্থঃ। তুভ্যং ত্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাস্তু হে প্রাণ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি। যতস্ত্বং প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্ব্বশরীরেষু, অতস্তুভ্যং বলিং হরন্তীতি যুক্তম্। ভোক্তাসি যতস্ত্বং, তবৈবান্যৎ সর্ব্বং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর। প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্ব্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে। তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্ব্বাত্মক হইতেছ। হে প্রাণ! এই যে মনুষ্যাদি প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে। যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগার্হ (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ

বিভূত্যন্তরমাহ—দেবানামিতি।—[হে প্রাণ!] [ত্বং] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষ্বাত্তাদীনাং) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তিসাধনম্), [তথা] অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণ-রূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ) ॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিস্বরূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তি-সাধন, অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাস্বরূপ [হও] ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, দেবানামিন্দ্রাদীনাম্ অসি ভবসি ত্বং বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃতমঃ। পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে যা পিতৃভ্যো দীয়তে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য

---

(১৩) তাৎপর্য্য—প্রাণ যখন প্রজাপতিস্বরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্ব্বাত্মক, তখন প্রাণও সর্ব্বাত্মক; সুতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। জীবদেহে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের প্রাধান্য অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয়-রাশি উপহার দিয়া থাকে।

প্রথমা ভবতি ; তস্যা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাং প্রাণানাম্ অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাং তেষামেব "প্রাণো বা অথর্ব্বা" ইতি শ্রুতেঃ। চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহধারণাদ্যু-পকারলক্ষণং ত্বমেবাসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক)। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য-প্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয় ; এই কারণে স্বধাকে 'প্রথমা' বলা হইয়াছে। তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক। আরও এক কথা, অঙ্গিরস্ অর্থাৎ অঙ্গিরসস্বরূপ অথর্ব্বন্ ঋষিগণের অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ চেষ্টাও তুমিই। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, 'প্রাণই অথর্ব্বা।' [তদনুসারে 'অথর্ব্বা' শব্দে 'প্রাণ' অর্থ বুঝিতে হইবে] ॥ ২৪ ॥ ৮

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বম্ ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূর্ব্বং মঘোন উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ন্যায্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ] অসি (ভবসি)। তেজসা (বীর্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোঽসি)। পরি (সমন্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি]। ত্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্যুলোকে) চরসি (ভ্রমসি)। ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ (প্রভুঃ) [অসি]॥

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ, এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরত্বং হে প্রাণ! তেজসা বীর্য্যেণ রুদ্রোঽসি সংহরন্ জগৎ। স্থিতৌ চ পরি সমন্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যেন রূপেণ। ত্বম্ অন্তরিক্ষে অজস্রং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্ত্বমেব চ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই] স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ

অপিচ, হে প্রাণ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জ্জন্যরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) 'কামায় (ইচ্ছানুরূপম্) অন্নং ভবিষ্যতি' ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ)। যদ্বা, 'প্রাণতে' ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥

হে প্রাণ, তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই 'ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে' এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদা পর্জ্জন্যো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অথবা প্রাণ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্বাত্মভূতাঃ ত্বদন্নসংবর্দ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেণ চানন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি। 'কামায় ইচ্ছাতোঽন্নং ভবিষ্যতি' ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ

তুমি যখন মেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে (বাঁচিয়া থাকে)। অথবা হে প্রাণ! তোমার আত্মভূত এই প্রজাগণ তোমার অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই যেন অবস্থান করে। [তাহাদের] অভিপ্রায় এই যে, [এখন] ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়]। ২৬॥ ১০॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥ ২৭॥ ১১

সরলার্থঃ

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজত্বাদেব সংস্কারক-পিত্রাদেরভাবাৎ অসংস্কৃতঃ) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোঽগ্নিঃ সন্) অত্তা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্য (জগতঃ) সৎপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি]। বয়ং (করণবর্গাঃ) আদ্যস্য (প্রথমজস্য) তব (প্রাণস্য) [ভক্ষণীয়স্য হবিষঃ] দাতারঃ। ত্বং মাতরিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন্! ত্বং নঃ (অস্মাকং) পিতা [অসি]॥

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি-সংস্কারহীন), একর্ষিনামক অগ্নিরূপে অত্তা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিস্বরূপ। আমরা আদি পুরুষ তোমার ভক্ষণীয় [হবিঃ] প্রদান করিয়া থাকি। হে মাতরিশ্বন্ (বায়ুরূপিন্), তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ)॥ ২৭॥ ১১

শাঙ্কর ভাষ্যম্

কিঞ্চ, প্রথমজত্বাদন্যস্য সংস্কর্ত্তুরভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে প্রাণ এক-ঋষিঃ ত্বম্ আথর্ব্বণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অত্তা সর্ব্বহবিষাম্। ত্বমেব বিশ্বস্য সর্ব্বস্য সতো বিদ্যমানস্য পতিঃ সৎপতিঃ, সাধুর্ব্বা পতিঃ সৎপতিঃ। বয়ং পুনরাদ্যস্য তব অদনীয়স্য হবিষো দাতারঃ। ত্বং

* প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্যেতি বা পাঠঃ।

পিতা মাতরিশ্ব! হে মাতরিশ্বন্ নোঽস্মাকম্। অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম। অতশ্চ সর্ব্বস্যৈব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ হে প্রাণ, সর্ব্ব প্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়, তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪); অভিপ্রায় এই যে, তুমি তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ। তুমি একঋষি অর্থাৎ আথর্ব্বণদিগের প্রসিদ্ধ একর্ষিনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সৎপতি, অথবা সৎপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি। আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা। হে মাতরিশ্ব! (মাতরিশ্বন্ বায়ো)! তুমি আমাদের পিতা। অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥২৮॥১২॥

সরলার্থঃ

[কিং বহুনা]—তে (তব) যা তনুঃ (বাক্‌শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে)

---

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে, তাহা হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত, পাতকী; ব্রাত্য-স্তোম যজ্ঞদ্বারা তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, যাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে। তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে; ব্রাত্যদোষদুষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত শ্রুতি প্রাণস্তুতি প্রসঙ্গে যখন 'ব্রাত্য' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিন্দাব্যঞ্জক হইতে পারে না; নিন্দা হইলে আর স্তুতি হয় না। এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাবশুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্য আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না; সুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা), যা (তনূঃ) শ্রোত্রে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনূঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা], যা চ (অপি) মনসি (অন্তঃকরণে) সন্ততা (অনুগতা) [বর্ত্ততে]। তাং (তনূং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু ; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ] ॥

[হে প্রাণ !] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে], আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর ; উপক্রমণ করিও না ; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং বহুনা, যা তে ত্বদীয়া তনূঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ব্বতী। যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা মনসি সঙ্কল্পাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমনুগতা তনূঃ, তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আর অধিকে প্রয়োজন নাই ; ত্বদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে ; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সঙ্কল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর ; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্তুতিমুপসংহরতি প্রাণস্যেত্যাদিনা।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্ব্বং (বস্তু) প্রাণস্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকস্য তব) বশে (অধীনতায়াং) [বর্ত্ততে]। মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্]

রক্ষস্ব (পালয়স্ব); নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ)। নেদানীং পূর্ব্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, ত্বদধীনা বয়ং, অতঃ অস্মৎকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্‌ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। [হে প্রাণ!] মাতা যেরূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদিগকে] রক্ষা কর; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং বহুনা, অস্মিন্ লোকে প্রাণস্যৈব বশে সর্ব্বমিদং যৎকিঞ্চিদুপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়স্যাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাদ্যুপভোগলক্ষণং, তস্যাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা। অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব। ত্বন্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বৎস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং সর্ব্বাত্মতয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজাপতিরেবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ-যোগ্যবস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর। যেহেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রীও তোমার অধীন, [অতএব] সেই শ্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর। এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্ব্বপ্রকার স্তুতিদ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে ? কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে ? কেনোৎক্রমতে ? কথং বাহ্যমভিধত্তে ? কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ

[প্রাণস্য প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিশ্য তস্যৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি নির্দ্ধারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি। অথ (বৈদর্ভিপ্রশ্নানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্ ! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ? কথং (কেন হেতুনা বা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (প্রবিশতি) ? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতিষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি) ? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি) ? কথং (কেন রূপেণ) বাহ্যং (অধিভূতং অধিদৈবতং চ) অভিধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতি-শেষঃ]। ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

অনন্তর কৌসল্য আশ্বলায়ন ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে ? কিরূপে এই শরীরে আগমন করে ? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে ? কিরূপে উৎক্রমণ করে ? (দেহ হইতে বহির্গত হয় ?) এবং কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম (শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে ? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তি সূচক) ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণো হ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দ্ধারিততত্ত্বৈঃ উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ স্যাদস্য কার্য্যত্বম্, অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কুতঃ কস্মাৎ কারণাদেষ যথাবধৃতঃ প্রাণো জায়তে? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবিশেষেণ আয়াত্যস্মিন্ শরীরে; কিংনিমিত্তকমস্য শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ। প্রবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতে উৎক্রামতি। কথং বাহ্যম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধত্তে ধারয়তি? কথমধ্যাত্মম্ ইতি ধারয়তীতি শেষঃ॥ ৩০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্ত্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে; এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্! যথাবধৃত (পূর্ব্বে যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম-লাভ করে? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে আগমন করে? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি? শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান করে? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (বহির্গত হয়)? কিপ্রকারেই বা বাহ্য—অধিভূত ও অধিদৈবত বিষয়কে ধারণ করে? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা কিপ্রকারে ধারণ করে? ৩০॥ ১॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ ৩১॥ ২॥

সরলার্থঃ

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কৌসল্যায়) উবাচ—[ত্বং] অতিপ্রশ্নান্ (দুর্ব্বিজ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি ; [অতঃ ত্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি (ভবসি) ইতি-। তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং কথায়ামীতি ভাবঃ) ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, [অতএব তুমি] অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ। এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইত্যেবং পৃষ্টস্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব তাবৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ বিষম-প্রশ্নার্হঃ, তস্যাপি জন্মাদি ত্বং পৃচ্ছসি, অতঃ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি। ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি অতিশয়েন ত্বং ব্রহ্মবিৎ, অতস্তুষ্টোঽহং ; তস্মাত্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎ পৃষ্টং ; শৃণু ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই আচার্য্য (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন বিষয় (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ। [অতএব তুমি] ব্রহ্মিষ্ঠ—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুষ্ট [হইয়াছি], সেইহেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ ‘আত্মন’ ইত্যাদিনা]।—এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে

(দেহে) [দেহনিমিত্তা] যথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তম্ অনুগতমিত্যর্থঃ)। মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (আগচ্ছতি) ॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পুরুষদেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে) আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি দ্বারা] এই স্থূল শরীরে আগমন করে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

আত্মনঃ পরস্মাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাৎ এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে। কথং? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যদিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে ; তদ্বৎ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়মনৃতরূপং তত্ত্বং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ। ছায়েব দেহে মনোকৃতেন মনঃকৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্ম্মনিমিত্তেন ইত্যেতৎ। বক্ষ্যতি হি—"পুণ্যেন পুণ্যম্" ইত্যাদি। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। আয়াতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে। কিপ্রকারে ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে) ; দেহগত-মনঃকৃত অর্থাৎ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদিদ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, 'পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)' ইত্যাদি আসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাঁহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে।] অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি ; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

যথা সম্রাট্ (সার্ব্বভৌমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) 'এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠায় পালয়)" ইতি [কৃত্বা] বিনিযুঙ্‌ক্তে (নিয়োজয়তি)। এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধত্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্তে) ॥

সম্রাট্ যেরূপ 'এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর' বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন, ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথা যেন প্রকারেণ রাজা সম্রাড়েব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। কথম্ ? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি। এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আত্মভেদাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথাস্থানং সন্নিধত্তে বিনিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

জগতে রাজা সম্রাট্ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করেন ; কিরূপে (নিযুক্ত করে) ? '(তুমি) এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর,' [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে ; মধ্যে তু সমানঃ ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্ত সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্য-প্রাণস্যৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ূপস্থে ইত্যাদি। পায়ূপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতি শেষঃ]। মুখনাসিকাভ্যাং (সহ, মুখে নাসিকায়াং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ প্রাতিষ্ঠতে (প্রতিতিষ্ঠতি)। মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [প্রাতিষ্ঠতে]; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সমানঃ) হুতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-রুধিরাদিভাবেন পরিণময়তি)। তস্মাৎ (প্রাণাগ্নেঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-নাসিকাজন্যাঃ) অর্চিষঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি ॥

[উক্ত প্রাণই] আপনাকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে]; এবং প্রাণ, নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান আবার মধ্যস্থানে [নাভিতে] [অবস্থান করে]; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হুত (ভুক্ত) অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। তাহা হইতে (প্রাণাগ্নি হইতে) এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্র বিভাগঃ—পায়ূপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্। অপানম্ আত্মভেদং মূত্রপুরীষাদ্যপনয়নং কুর্ব্বন্ সন্নিধত্তে তিষ্ঠতি। তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাভ্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সম্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানয়োঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ। এষ হি যস্মাদ্‌যদেতৎ হুতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেন্ধনাদগ্নেরৌদর্য্যাৎ হৃদয়দেশং প্রাপ্তাৎ এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চিষো দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যাঃ। প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয়প্রকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

নিয়োগবিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র পুরীষাদি অপনয়ন করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ-

রূপ আপন বায়ুকে [সম্রাট্‌রূপী প্রাণ] পায়ূপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত করেন। সেইরূপ সম্রাট্‌স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভি-দেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতি-সাধন) 'সমান'-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে। যেহেতু এই সমানই হুত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায়; অশিত ও পীত বস্তুই যাহার ইন্ধন (কাষ্ঠ), হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্ত্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চ্চিঃ—দীপ্তি নির্গত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিস্বরূপে প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে]। অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং) একৈকস্যাং (একৈকস্যা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যঃ)। প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকস্যাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ]। আসু নাড়ীষু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে]। এই হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে]; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বায়াত্তর বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥ ৩৫ ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

হৃদি হ্যেষ ইতি। পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ। অত্র অস্মিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং ভবতি। তাসাং শতং শতম্ একৈকস্যাঃ প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ। পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বে দ্বে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি। সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি। আসু নাড়ীষু ব্যানো বায়ুশ্চরতি। ব্যানো ব্যাপনাৎ। আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সর্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সর্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বর্ত্ততে। সন্ধিস্কন্ধমর্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপান-বৃত্ত্যোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীর্য্যবৎকর্ম্মকর্ত্তা ভবতি॥ ৩৫॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বদ্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন]। এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে। পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার। সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়াত্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। [সর্ব্বশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে। [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মর্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যান-বায়ুই] বীর্য্য-সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে *॥ ৩৫॥ ৬॥

(*) তাৎপর্য্য।—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "অথ যঃ প্রাণা-পানয়োঃ সন্ধিঃ; স ব্যানঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলবান্ পুরুষ যখন

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ

(ইদানীং "কেনোৎক্রমতে" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুম্ উদানবায়োঃ সঞ্চরণ-স্থানমাহ—) অথেতি। অথ (অথেতি বৃত্ত্যন্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-ভেদঃ) একয়া (একশততময়া সুষুম্নানাড্যা) ঊর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধগামী সন্) পুণ্যেন (কর্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নয়তি (প্রাপয়তি); পাপেন (কর্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নয়তি]। উভাভ্যাং (তুল্যবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যলোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নয়তীতি শেষঃ]। [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নয়তীতি সূচিতম্] ॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধগামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপ-বশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ যা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে ঊর্দ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একয়া ঊর্দ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কর্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি; পাপেন তদ্বিপরীতেন পাপং নরকং তির্য্যগ্‌যোন্যাদিলক্ষণম্। উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যা-মেব মনুষ্যলোকং নয়তীত্যনুবর্ত্ততে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]—সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ

করণ, যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ই রুদ্ধ থাকে; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে ব্যান বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায় ; আর তদ্‌বিপরীত পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায়। উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। "নয়তি" (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্ব্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ

["কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্" ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে। তত্র চ "এতদাত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে," ইত্যেতস্যোত্তরেণৈব অর্থাৎ প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাত্মমভিধত্তে, ইত্যধ্যাত্মবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তরং সম্পন্নং ; তদিদানীং "কথং বাহ্যমভিধত্তে" ইত্যস্যোত্তরমাহ]—"আদিত্যঃ" ইত্যাদিনা।

আদিত্যঃ (সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহ্যঃ (অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যম্ অধ্যাত্মং) চাক্ষুষং (চক্ষুষি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্লানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্) উদয়তি (উদ্‌গচ্ছতি)। [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যভিমানিনী) যা দেবতা, সা এষা (দেবতা) পুরুষস্য (শিরঃপাণ্যাদিমতঃ) অপানম্ (অপান-বৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। অন্তরা (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে) যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ) ॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহ্য প্রাণস্বরূপ ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অভিমানিনী যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন ; আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী যে আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান

বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই] ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধো হ্যধিদৈবতং বাহ্যঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদ্গচ্ছতি। এষ হি এনম্ আধ্যাত্মিকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্লানো রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা, সৈষা পুরুষস্য অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্যাধ এব অপকর্ষণেন অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অন্যথা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ, সাবকাশে বা উদ্গচ্ছেৎ। যদেতৎ অন্তরা মধ্যে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ য আকাশঃ, তৎস্থো বায়ুরাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ। স সমানঃ—সমানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইতর্থ্যঃ ; সমানস্য অন্তরাকাশস্থত্বসামান্যাৎ। ব্যানঃ—সামান্যেন চ যো বাহ্যো বায়ুঃ, স ব্যাপ্তিসামান্যাদ্ ব্যানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহ্য অর্থাৎ অধিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ ; যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন। সেইরূপ পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের (প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবষ্টব্ধ বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছেন ; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ অধঃপতিত হইত, না হয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত [কিছুতেই স্থির থাকিত না]। আর এই যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ ; মঞ্চস্থ পুরুষ যেরূপ 'মঞ্চ' বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ুও 'আকাশ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমান বায়ুও শরীরের মধ্যস্থলের আকাশে থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন। আর এই যে সাধারণ

বহির্জগতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যান-বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ

'হ' ইত্যবধারণে, 'বৈ' প্রসিদ্ধৌ। তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধং তেজঃ এব) উদানঃ (উদানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তং নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উষ্মা যস্য, সঃ) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতামাপদ্যমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জ্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং) [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু; এজন্য, উপশান্ততেজাঃ (যাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সে লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতা-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পুনর্জ্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্বাহ্যং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমনুগৃহ্লাতি—স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোঽনুগৃহীত উৎক্রান্তিকর্ত্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশান্ততেজা ভবতি; উপশান্তং স্বাভাবিকং তেজো যস্য সঃ, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমূর্ষুং বিদ্যাৎ। স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে। কথম্? সহেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশদ্ভির্ব্বাগাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান; অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ।

অনুগৃহীত করে ; যেহেতু উৎক্রমণের কর্ত্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত ; সেইহেতু, সাধারণ লোক যখন উপশান্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উষ্মা যখন নষ্ট হইয়া যায় ; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয়। সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় ; কি প্রকারে ?—মনে সম্পদ্যমান—প্রবিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত † ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিত্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিত্তং অন্তঃকরণং যস্য, স তথোক্তঃ) ভবতি ; তেন চিত্তেন (চিত্তজাত-সংকল্পেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিশূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]। প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুবৃত্ত্যা উষ্মণা) যুক্তঃ সন্ আত্মনা (ভোক্ত্রা জীবেন) সহ যথাসংকল্পিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং (স্বর্গনরকাদিরূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ)। যদ্বা, আত্মনা স্বেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকল্পানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

---

* তাৎপর্য্য—মৃত্যুসময়ে জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—জীব মৃত্যুকালে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মসূত্রে—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং।" এই সূত্রের অধিকরণে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

মরণকালে যচ্চিত্তো ভবতি, তেনৈষ জীবঃ চিত্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়াতি। মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈব অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছ্বসিতি জীবতীতি। স চ প্রাণস্তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহাত্মনা স্বামিনা ভোক্ত্রা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কল্পিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ

[জীব] মৃত্যুসময়ে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সঙ্কল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়, কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে। তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছ্বসিত—জীবিত আছে। সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উষ্মার) সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত—ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উৎক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"অথাস্য প্রযতঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" [৬।৮।৬] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়লয় অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে ; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উষ্মা বিদ্যমান থাকে ; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয় ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ; ন হাস্য প্রজা হীয়তে; অমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ

[প্রাণ-বিজ্ঞানস্য ফলমাহ]—য এবমিতি। যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবম্ (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজানাতি); অস্য (প্রাণবিদুষঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিদ্যতে)। [মরণোত্তরং চ সঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্ম্ম্যযুক্তঃ) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ] ॥

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানেন, তাঁহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাঁহার বংশলোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তস্যেদং ফলমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ উচ্যতে—ন হ অস্য নৈবাস্য বিদুষঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিদ্যতে। পতিতে চ শরীরে প্রাণসাযুজ্যতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে সঙ্ক্ষেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন, তাঁহার ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণসাম্যলাভ করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত—মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত্র আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতইতি ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাদি। প্রাণস্য উৎপত্তিম্ (আগমনং জন্ম), আয়তিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভুত্বং (ব্যাপকত্বং), [বাহ্যং সূর্য্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা এব (পঞ্চপ্রকারৈরেব অবস্থানং), বিজ্ঞায় (বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণভাবং) অশ্নুতে (লভতে)। [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ]॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম-ভেদে পঞ্চপ্রকারের অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণস্য আয়তিম্ আগমনং মনোকৃতেন অস্মিন্ শরীরে, স্থানং স্থিতিঞ্চ পায়ূপস্থাদিস্থানেষু, বিভুত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাড়িব প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্। বাহ্যমাদিত্যাদিরূপেণাধ্যাত্মঞ্চৈব চক্ষুরাদ্যাকারেণাবস্থানং, বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি। বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বির্ব্বচনং প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভুত্ব বা প্রভুত্ব, অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন ; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান। [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি। প্রশ্নার্থপরিসমাপ্তিসূচনার্থ "বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রশ্নোপনিষৎ

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্যৈতৎ সুখং ভবতি? কস্মিন্নু সর্ব্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পরবিদ্যাধিগম্যং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা।]—অথ (অপরবিদ্যাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্য্যায়ণী হ (ঐতিহ্যসূচকং) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! (পূজ্য!) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে) পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপন্তি (স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে)? কানি (করণানি) জাগ্রতি? (অব্যাহতব্যাপারাস্তিষ্ঠন্তি?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্য এতৎ (লোকপ্রসিদ্ধং সুখং) ভবতি? কস্মিন্ উ (অপি) সর্ব্বে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্ত-পদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারা নিদ্রা যায়? এই পুরুষে কাহারা জাগ্রৎ থাকে? এবং কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে? এই সুখানুভূতিই বা কাহার হয়? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে? ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাগোচরং সর্ব্বং পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্। অথেদানীম্

অসাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্ অবিকৃতম্ অক্ষরং সত্যং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যুত্তরং প্রশ্নত্রয়মারভ্যতে।

তত্র সুদীপ্তাদিবাগ্নের্যস্মাৎ পরস্মাদক্ষরাৎ সর্ব্বে ভাবা বিস্ফুলিঙ্গা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিযন্তীত্যুক্তম্ দ্বিতীয়ে মুণ্ডকে। কে তে সর্ব্বে ভাবা অক্ষরাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইব বিভজ্যন্তে? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তস্তত্রৈবাপিযন্তি? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্? ইতি, এতদ্‌বিবক্ষয়া অধুনা প্রশ্নানুত্থাবয়তি—

ভগবন্! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারাদুপরমন্তে? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? স্বপ্নো নাম জাগ্রদ্দর্শনান্নিবৃত্তস্য জাগ্রদ্‌বৎ অন্তঃশরীরে যদ্দর্শনম্। তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ? ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রসন্নং নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং সুখং, কস্য এতদ্ভবতি? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাদুপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সর্ব্বে সম্যগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যর্থঃ।

নন্থ ন্যস্তদাত্রাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাদুপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাত্মন্যবতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিংশ্চিদেকীভাবগমনাশঙ্কায়াঃ প্রষ্টুঃ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা; যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পরতন্ত্রাণি চ জাগ্রদ্‌বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেঽপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিংশ্চিৎ সঙ্গতির্ন্যায্যেতি। তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোঽয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো যস্মিংশ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্‌বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো নু স্যাদিতি কস্মিন্ সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণান্বিত, অবিদ্যাধীন, অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ।

পরিসমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়, মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিদ্যাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক; এই জন্য পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয় আরব্ধ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্ব্বপদার্থ জন্মলাভ করে; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থসমূহ কে কে? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয়? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজ নিজ ব্যাপাররূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে? কার্য্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা হইতে বিরত হইয়া, যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে দর্শন, সেই দর্শন কার্য্যটি কি কোনও কার্য্যাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়? কিংবা কোনও করণাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক? জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয়? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে? অর্থাৎ মধুতে [অন্যান্য] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অযোগ্যভাবে (অপৃথক্‌ভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক্ অবস্থিত হয়?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার

হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়, সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তার আশঙ্কার কারণ কি ? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ জাগ্রৎ-সময়ে স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে, সেইহেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত-ভাবে থাকা ন্যায্য ; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে ; অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁহাতে বিলীন হয়, তদ্গত বিশেষ ভাব জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন ? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত হইয়া অবস্থিত হয় ? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি ; এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ

[মনঃপ্রাণাতিরিক্তানি সর্ব্বাণি করণানি স্বপন্তি, ইত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ] —তস্মৈ ইতি। সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান্)—হ (পুরাবৃত্তত্বসূচকং) ; হে গার্গ্য ! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রামতঃ) অর্কস্য (সূর্য্যস্য) সর্ব্বা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষাহে) তেজো-মণ্ডলে একীভবন্তি ; পুনঃ উদয়তঃ (উদ্গচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কস্য] তাঃ (মরীচয়ঃ) [অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্ব্বত্র প্রসরন্তি)। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (বাগাদিকং) সর্ব্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে

(দ্যোতমানে) মনসি (অন্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি। তেন (একী-ভাবগমনেন হেতুনা) তর্হি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন শৃণোতি [শব্দং], ন পশ্যতি [রূপং], ন জিঘ্রতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি), ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্লাতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং ন উচ্চারয়তি), ন আদত্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতু] স্বপিতি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকা ইতি শেষঃ]। [স্বাপসময়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ঘ্রাণারসনত্বগ্‌বাগ্‌-হস্তোপস্থপায়ু-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যাশয়ঃ]॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য! সূর্য্য অস্তগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; তদ্রূপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয়; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দ অনুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] 'স্বপিতি' অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে॥ ৪৩॥ ২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্। যথা মরীচয়ঃ রশ্ময়ঃ অর্কস্য আদিত্যস্য অস্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্ব্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজো-মণ্ডলে তেজোরাশিরূপে একীভবন্তি বিবেকানর্হত্বম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি; তা মরীচয়স্তস্যৈব অর্কস্য পুনঃপুনঃ উদয়ত উদ্গচ্ছত প্রচরন্তি বিকীর্য্যন্তে। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং বিষয়েন্দ্রিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে দ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তন্ত্রত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি —মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি। জিজাগরিষোশ্চ রশ্মিবন্মণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে। যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাদ্যুপলব্ধি-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারাদুপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন

রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই আচার্য্য তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরাশিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—দ্যোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন; এই কারণে মন 'পর দেবতা' পদবাচ্য। জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয়। যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি-সাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে; সেইহেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি-নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আঘ্রাণ করে না, রসানুভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না। সাধারণ লোকে [ইহাকে] 'স্বপিতি' 'নিদ্রা যাইতেছে' এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

---

* জাগ্রৎসময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীনভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; কিন্তু স্বপ্নসময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালক মনে যাইয়া সমবেত হয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না। তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই ক্রিয়াশক্তি

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনঃ, যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ

["কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু অগ্নিত্রয়-দৃষ্টিমাহ]—'প্রাণাগ্নয়ঃ' ইত্যাদিনা। এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্ব্বদা জাগরণং কুর্ব্বন্তি)। এষঃ (অনুভূয়মানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ), ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) [ভবতি]। যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাৎ (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ) প্রণীয়তে—প্রণয়নাৎ আনয়নাৎ (হেতোঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্ত্তী) ॥

['এই শরীরে কাহারা জাগ্রৎ থাকে?' এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নিদৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন]। এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান-বায়ু অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন-হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয়-স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সুপ্তবৎসু শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণাগ্নয়ঃ প্রাণাদি-পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি। অগ্নিসামান্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা

থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্দর্শন করে, বাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে না, রসনা রসাস্বাদন করে না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না, বাগিন্দ্রিয় কথা বলে না, হস্ত কোন বস্তু আহরণ করে না, উপস্থ আনন্দজনক ক্রিয়া করে না, পায়ু (মলদ্বার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও চলিতে পারে না। পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে 'স্বপিতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে গমন করে।

এষোঽপানঃ। কথং? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাৎ অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে ইতরোঽগ্নিঃ আবহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাৎ—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তস্যাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাভ্যাং সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ। ব্যানস্তু হৃদয়াৎ দক্ষিণসুষিরদ্বারেণ নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ অন্বাহার্য্যপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া 'অগ্নি'-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি; কিপ্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে 'আহবনীয়'—নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু —অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আবহনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এইজন্য গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য; তেমনি সুপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে; এই জন্য প্রাণবায়ুটি 'আহবনীয়'-স্থলবর্ত্তী, [এবং অপানবায়ু 'গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রন্ধ্রদ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি 'অন্বাহার্য্য-পচন'-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

---

* 'অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ; উহা সাগ্নিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ঐ যজ্ঞে সাধারণতঃ তিনটি অগ্নির আবশ্যক হয়: (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আবহনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নিটি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়।' কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে—"দত্তাসু দক্ষিণাস্বাদৌ তৃপ্তিভূর্ত্বা যতোঽমরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ॥" অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রাপ্ত করায়, সেই কারণে 'দক্ষিণাগ্নি' নাম হইয়াছে। 'গার্হপত্য' অগ্নিটি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হয়, কখনও নির্ব্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই 'গার্হপত্য'

যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন-উদানেষু ক্রমেণ আহুতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্ট-ফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—'যৎ' ইত্যাদি। যৎ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরূপোঽগ্নিঃ], এতৌ উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাণস্য শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ, তৌ) আহুতী (আহুতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহুতিবৎ] সমং (শরীর-ধারণোপ-যোগিতয়া যথাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ (অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা)। বাব (প্রসিদ্ধং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ (আহুতিপ্রদাতা), উদানঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ] সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ (প্রত্যহঃ) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপ্নাবস্থায়া অপসার্য্য স্বর্গমিব ব্রহ্মস্বভাবং পরমানন্দং প্রাপয়তীত্যর্থঃ)।

যেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহুতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিদ্ধ মনই যজ্ঞমানস্থানীয়, উদান বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ], সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'আহবনীয়' বলে। 'আহবনীয়' অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ্যস্থলে 'ব্যান'বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয়। অধোগামী 'অপান'বায়ুটি নিয়তই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই 'প্রাণ'বায়ুর ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, এই কারণে 'অপান'বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্রাণ বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তুনিচয় প্রথমতঃ উহাতেই আহুত বা অর্পিত হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে 'আহবনীয়' বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না; এইজন্য বলা হইয়াছে যে, "প্রাণাগ্নয় এব জাগ্রতি।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নিসমূহই জাগরিত থাকে, অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্ব্যাপার হইয়া পড়ে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্য যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহুতী ইব নিত্যং দ্বিত্বসামান্যাদেব তু এতৌ আহুতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ অগ্নিস্থানীয়োঽপি হোতা চাহুত্যোর্নেতৃত্বাৎ। কোঽসৌ? স সমানঃ। অতশ্চ বিদুষঃ স্বাপোঽপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাদ্বিদ্বান্ ন 'অকর্ম্মী' ইত্যেবং মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। "সর্ব্বদা সর্ব্বাণি চ ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে" ইতি হি বাজসনেয়কে। অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিষু উপসংহৃত্য বাহ্যকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নিহোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগর্ত্তি। যজমানবৎ কার্য্যকরণেষু প্রাধান্যেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্ যজমানো মনঃ কল্প্যতে। ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ। উদাননিমিত্তত্বাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কথম্? স উদানঃ এনং মন-আখ্যং যজমানং স্বপ্নবৃত্তিরূপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি। অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ন্যায় যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সমতাপ্রাপ্ত করায়; এই বায়ু কে? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-সংজ্ঞক বায়ু। [অগ্নিহোত্রাহুতির ন্যায় দ্বিত্বসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আহুতিদ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আহুতিনেতা বলিয়া 'হোতা' [শব্দে অভিহিত হইয়াছে]। অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্ত্তী। অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে করিতে নাই। বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদে) আছে, 'স্বপ্নসময়েও সমস্ত প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহৃত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয় স্বর্গ-ফলের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-গত ব্যবহারে যজমানের ন্যায় মনেরই প্রাধান্য; এই কারণে স্বর্গ-

তুল্য ব্রহ্মাভিমুখে প্রস্থান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয়। উদান বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই নিমিত্ত ; কি প্রকারে ? যেহেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজমানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গসদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে ; এই কারণে উদান বায়ু যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চানন্যুভূতঞ্চ * সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ]— অত্রেত্যাদিনা। এষঃ (সাক্ষিরূপঃ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা) অত্র স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) মহিমানং (মহত্বং স্ববিভূতিং বা) অনুভবতি। [অনুভবপ্রকারমেবাহ]—যৎ দৃষ্টং দৃষ্টং (জাগরণে যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষীকৃতং, তৎ) অনু (পশ্চাৎ, বাসনাবলেন স্বপ্নাবস্থায়াং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি)। শ্রুতংশ্রুতমেব (জাগ্রৎকালীনং শ্রুতমেব সর্ব্বং) [পূর্ব্ববৎ] অনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ (দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যনুভূতং (প্রকর্ষেণ অধিগতং বস্তু) পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) প্রত্যনুভবতি (স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকরোতি)। [কিং বহুনা], দৃষ্টং (চক্ষুষো বিষয়ীভূতং) চ, অদৃষ্টং চ (চক্ষুরবিষয়ীভূতং, জন্মান্তর-দৃষ্টমিতি ভাবঃ), [তথা] শ্রুতম্ (ইহৈব শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতম্) অশ্রুতম্ অনুভূতং (ঐহিকং) অননুভূতং (জন্মান্তরীণং) চ সর্ব্বং পশ্যতি (অবগচ্ছতি)। [স্বয়মপি] সর্ব্বঃ (দেবাসুর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্যতি ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে ; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা যাহা দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন করে, সমস্ত শ্রুতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয়

---

* 'সচ্চাসচ্চ' ইত্যধিকং ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

বারংবার অনুভব করে। [অধিক কি], ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্বাত্মক হইয়া দর্শন করে ॥ ৩৬ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ সুপ্তোত্থিতো ভবতি, তাবৎ সর্ব্বযাগফলানুভব এব, নাবিদুষামিব অনর্থায়েতি বিদ্বত্তা স্তূয়তে। ন হি বিদুষ এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণাগ্নয়ো বা জাগ্রতি; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ম্মনঃ স্বাতন্ত্র্যমনুভবৎ অহরহঃ সুষুপ্তং বা প্রতিপদ্যতে। সমানং হি সর্ব্বপ্রাণিনাং পর্য্যায়েণ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিগমনং; অতো বিদ্বত্তা-স্তুতিরেবেয়ম্ উপপদ্যতে। যৎ পৃষ্টং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ইতি"; তদাহ—

অত্র উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু দেহরক্ষায়ৈ জাগ্রৎসু প্রাণাদিবায়ুষু প্রাক্ সুষুপ্তি-প্রতিপত্তেঃ, এতস্মিন্ অন্তরালে এষ দেবঃ অর্করশ্মিবৎ স্বাত্মনি সংহৃতশ্রোত্রাদি-করণঃ স্বপ্নে মহিমানং বিভূতিং বিষয়-বিষয়িলক্ষণম্ অনেকাত্মভাবগমনম্ অনুভবতি প্রতিপদ্যতে।

ননু মহিমানুভবনে করণং মনোঽনুভবিতুঃ, তৎ কথং স্বাতন্ত্র্যেণ অনুভবতী-ত্যুচ্যতে? স্বতন্ত্রো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ। নৈষ দোষঃ; ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাতন্ত্র্যস্য মন-উপাধি-কৃতত্বাৎ। ন হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমার্থতঃ স্বতঃ স্বপিতি জাগর্ত্তি বা। মন-উপাধিকৃত-মেব তস্য জাগরণং স্বপ্নশ্চ ইত্যুক্তং বাজসনেয়কে—"সধীঃ স্বপ্নোভূত্বা ধ্যায়তীব, লেলায়তীব" ইত্যাদি। তস্মাৎ মনসো বিভূত্যনুভবে স্বাতন্ত্র্যবচনং ন্যায্যমেব। মন-উপাধিসহিতত্বে স্বপ্নকালে ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত ইতি কেচিৎ। তন্ন, শ্রুত্যর্থাপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেষাম্। যস্মাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদি-ব্যবহারোঽপি আমোক্ষান্তঃ সর্ব্বোঽপি অবিদ্যাবিষয় এব মন-আদ্যুপাধিজনিতঃ। "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতো মন্দব্রহ্মবিদামেব ইয়মাশঙ্কা ন তু একাত্মবিদাম্।

নন্বেবং সতি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি বিশেষণমনর্থকং ভবতি? অত্রোচ্যতে—অত্যল্পমিদমুচ্যতে, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি অন্তর্হৃদয়পরিচ্ছেদকরণে সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত; সত্যমেবম্; অয়ং দোষো যদ্যপি স্যাৎ, স্বপ্নে কেবলতয়া, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধং তাবদপনীতং ভারস্যেতি

চেৎ, ন; "তত্রাপি পুরীততি নাড়ীষু শেতে" ইতি শ্রুতেঃ পুরীততি নাড়ীসম্বন্ধাৎ তত্রাপি পুরুষস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধভারাপনয়াভিপ্রায়ো মৃষৈব। কথং তর্হি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ" ইতি? অন্যশাখাত্বাৎ অনপেক্ষা সা শ্রুতিরিতি চেৎ, ন; অর্থৈকত্বস্য ইষ্টত্বাৎ। একো হ্যাত্মা সর্ব্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপয়িষিতো বুভুৎসিতশ্চ। তস্মাদ্ যুক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বোপ-পত্তির্ব্বক্তুম্; শ্রুতের্যথার্থতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ। এবং তর্হি শৃণু শ্রুত্যর্থং, হিত্বা সর্ব্বমভিমানং; ন হ্যভিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যর্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সর্ব্বৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্য দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন বাধ্যতে। এবং মনসি অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কর্ম্মনিমিত্তা বাসনা অবিদ্যয়া অন্যদ্বস্ত্বন্তরমিব পশ্যতঃ সর্ব্বকার্য্যকারণেভ্যঃ প্রবিবিক্তস্য দ্রষ্টুর্ব্বাসনাভ্যো দৃশ্যরূপাভ্যোঽন্যত্বেন স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বং সুদর্পিতেনাপি তার্কিকেণ ন বারয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং— মনসি প্রলীনেষু করণেষ্বপ্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীতি।

কথং মহিমানমনুভবতীতি? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্ব্বং দৃষ্টং, তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসম্ভূতং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিদ্যয়া পশ্যতী-ত্যেবং মন্যতে। শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব। দেশদিগন্ত-রৈশ্চ দেশান্তরৈর্দ্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তৎ প্রত্যনুভবতীব অবিদ্যয়া। তথা দৃষ্টঞ্চাস্মিন্ জন্মনি অদৃষ্টঞ্চ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ অত্যন্তাদৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ। এবং শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চ অস্মিন্ জন্মনি কেবলেন মনসা, অননুভূতঞ্চ মনসৈব জন্মান্তরেঽনুভূতমিত্যর্থঃ। সচ্চ পরমার্থোদকাদি। অসচ্চ মরীচ্যুদকাদি। কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি সর্ব্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্, এবং সর্ব্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোত্থিত (জাগ্রৎ) হন, তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে, অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না; এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে। কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়

নিদ্রিত হয়, অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; কেননা পর্য্যায়ক্রমে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষেই সমান; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত। কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন? পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়-সমূহ) উপরত হয় এবং দেহরক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী সেই স্বপ্নসময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মি-সমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়ি-ভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয়, আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্ত্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে? না—ইহা দোষ নহে; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয়; একথা যজুর্ব্বেদেও উক্ত আছে—'ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই হয়,' ইত্যাদি। অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। কেহ কেহ বলেন যে, স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়-ভাব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয়; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, শ্রুতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র। যেহেতু, মোক্ষ না

হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিদ্যার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত। 'যখন অন্যেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে!' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়]। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মৈকত্বজ্ঞদিগের পক্ষে নহে।

ভাল, এরূপ হইলে ত 'এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়' এইরূপে বিশেষিত করা বিফল হয়! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে ; কারণ, 'এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে', এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়মধ্যে পরিচ্ছেদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছেদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (সুষুপ্তিকালে) যখন কেবল বা অসম্বদ্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দ্ধেক (কতকটা) অপনীত হইতে পারে। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে ; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ-সদ্ভাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে অর্দ্ধেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা। ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ; এ কথা হয় কিরূপে? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখার) কথা ; সুতরাং অথর্ব্ব-বেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; না, বলা যায় না ; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য

সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থত্ব নহে)। আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে, অতএব, স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে ; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে,অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর ; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, তাহারা সকলে শতবর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সম্বন্ধ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্ম্মসমুদ্ভুত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্ম্মজনিত বাসনাকে অন্য বস্তুর ন্যায় দর্শন করেন,দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন ; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যনিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বান্বিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব, করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে ; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে ?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্বে (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বাসনায় বাসিত-চিত্ত ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভুত বা অভিব্যক্ত পুত্রমিত্রকেই যেন দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও। দৃষ্ট অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট ; কারণ, একেবারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ শ্রুত

ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত। 'সৎ' অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর 'অসৎ' অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (মৃগতৃষ্ণাদি)। অধিকে প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে * এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং সুষুপ্তিদশাং বক্তুং 'কস্যৈতৎ সুখং ভবতি' ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ] স ইত্যাদি। সঃ (মনউপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেণ জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি। অত্র (অস্যামবস্থায়াং) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্) ন পশ্যতি। অথ (কিন্তু) তদা (তস্মিন্ সুষুপ্তিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্ব্বচনীয়রূপং) সুখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে) [তস্যেতি শেষঃ] ॥

সেই জীব যখন সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় এই দ্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না; পরন্তু তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসুখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেণ পিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতোঽভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাদ্বারো ভবতি; তদা সহ করণৈর্ম্মনসো রশ্ময়ো হৃদ্যুপসংহৃতা ভবন্তি। যদা মনো দার্ব্বগ্নিবৎ অবিশেষবিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুষুপ্তো ভবতি। অত্র এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, দর্শনদ্বারস্য নিরুদ্ধত্বাত্তেজসা। অথ তদা

* অথৈতদস্মিঞ্ছরীরে ইতি বা পাঠঃ।

এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি, যদ্বিজ্ঞানং নিরাবাধমবিশেষেণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৭॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্ত-সংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তিসমূহও হৃদয়ে উপসংহৃত হইয়া পড়ে। মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময় [জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে। তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় এই মনোনামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না; পরন্তু তখন এই শরীরে এইরূপ সুখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি শরীর-ব্যাপক নির্ব্বিশেষ ও অবাধ প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে * ॥৪৭॥৬॥

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থাং বিশদয়ন্ 'কস্মিন্নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যস্য পঞ্চমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—'স যথা' ইত্যাদিনা। হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) যথা (যদ্বৎ) বাসোবৃক্ষং (আবাসবৃক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি), এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষ্যমাণং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে (শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (বিলয়ার্থং ধাবতি)॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

---

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ জাগ্রৎকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ দৃশ্য পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং কোনরূপ দৃশ্য পদার্থও তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ-স্বরূপটি প্রতীতিগোচর হইতে থাকে; ইহাই সুষুপ্তি অবস্থার অবস্থা।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এতস্মিন্ কালে অবিদ্যা-কামকর্মনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শান্তানি ভবন্তি। তেষু শান্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিরন্যথা বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শান্তং ভবতীতি; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাদ্যবিদ্যাকৃতমাত্রানুপ্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এই সময় (সুষুপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ম্মের বশবর্ত্তী দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শান্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে। সেই দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্ব্বে] উপাধিসমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্যথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শান্তস্বরূপ হইয়া থাকে। অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শান্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য—প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে-প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ,

চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ

[পূর্ব্বশ্লোকোক্তং "তৎ সর্ব্বং" বিবৃণ্বন্ আহ]—"পৃথিবী" ইত্যাদি। পৃথিবী চ (স্থূলা পৃথিবী), পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি); আপঃ (স্থূলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থূলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপতন্মাত্রা) চ; বায়ুঃ (স্থূলঃ) বায়ুমাত্রা (স্পর্শতন্মাত্রা) চ; আকাশঃ (স্থূলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ; চক্ষুঃ চ, দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ; শ্রোত্রং চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ঘ্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ; রসঃ (রসনেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ; ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্‌গ্রাহ্যং) চ; বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ; হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ; উপস্থঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ; পায়ুঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, বিসর্জ্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ; পাদৌ চ, গন্তব্যং (স্থানং) চ; মনঃ চ, মন্তব্যং চ; বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহংকর্ত্তব্যং চ; চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ; তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিন্দ্রিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যোতয়িতব্যং (তৎপ্রকাশ্যং) চ; প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্ব্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্র), জল ও রসতন্মাত্র, তেজঃ ও রূপতন্মাত্র, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ ও শব্দতন্মাত্র, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রেয়, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য বস্তু, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও পরিত্যাজ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্যস্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি

ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও তাহার প্রকাশ্য এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং তৎ সর্ব্বম্?—পৃথিবী চ স্থূলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধ-তন্মাত্রা। তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ। তেজশ্চ, তেজোমাত্রা চ। বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ। আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভূতানীত্যর্থঃ। তথা চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ। শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ। ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ। রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ। ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ। বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ। হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ। উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ। পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ। পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থাশ্চোক্তাঃ। মনশ্চ পূর্ব্বোক্তম্। মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা, বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং অহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। তেজশ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তয়াচ নির্ভাস্যো বিষয়ো বিদ্যোতয়িতব্যম্। প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রথনীয়ং, সর্ব্বং হি কার্য্যকরণজাতং পারার্থ্যেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই সমস্ত কি? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থূল ও তদুৎপন্ন পার্থিব বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্র। সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতনিচয়। সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাতব্য (ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসনেন্দ্রিয়) ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্প্রষ্টব্য, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরিত্যাজ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য। [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল। (১) পূর্ব্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—মন্তব্য। বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোদ্ধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্ত্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), তেজ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে 'প্রাণ' পদবাচ্য, সেই প্রাণ এবং তাঁহার বিধারণীয়; কারণ পরার্থত্ব পরোদ্দেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপাত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥ ৪৯ ॥ ৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ

[অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা। এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানকর্ত্তা), স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্ত্তা) শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা), ঘ্রাতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্ত্তা), মন্তা (মননকর্ত্তা), বোদ্ধা (অনুভবিতা), কর্ত্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ), বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্যশ্চ)। সঃ (উপাধিযুক্তঃ

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ সুখ-দুঃখাদির উপলব্ধি-সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে। অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তি বা ক্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে সংকল্প বিকল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ'। 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি'। 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ 'অহঙ্কার'। স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ 'চিত্ত'। বেদান্তকারিকায় এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্; সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে।

পুরুষঃ) পরে (সর্ব্বোত্তমে) অক্ষরে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে) ॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ-পদবাচ্য। সেই পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অক্ষর আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অতঃ-পরং যদাত্মস্বরূপং জলসূর্য্যকাদিবৎ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্। এষঃ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণভূতং বুদ্ধ্যাদি, ইদন্তু বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তৃকারক-রূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোক্তো-পাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ। স চ জলসূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বস্য সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদা-ধারশেষে পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় 'কর্ত্তা ভোক্তা'রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান-সম্পন্ন), কর্ত্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 'বিজ্ঞাত হওয়া যায় ইহা দ্বারা' এই ব্যুৎপত্তিতে 'বিজ্ঞান' অর্থ করণ-স্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি কিন্তু, [এখানে] 'বিশেষরূপে জ্ঞাত হন' ইনি এই অর্থে—জ্ঞানের কর্ত্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব। এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃত] সূর্য্যে প্রবেশ হয়, তেমনি সেই পুরুষও জগৎরূপ আশ্রয়ের নাশে পর অক্ষরে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং), শুভ্রম্ (নির্ম্মলম্), অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপদ্যতে (লভতে), হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সর্ব্বঃ (সর্ব্বাত্মকঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ] ॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় অজ্ঞানরহিত, স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত এবং লোহিতাদি গুণহীন, বিশুদ্ধ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন], তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥ ৫১ ॥১০।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি। এতদুচ্যতে—স যো হ বৈ তৎ সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তোঽচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরং নামরূপসর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সর্ব্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যম্। অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজানাতি। যস্তু সর্ব্বত্যাগী হে সৌম্য, সঃ সর্ব্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি। পূর্ব্বমবিদ্যয়াঽসর্ব্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্ব্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সর্ব্বো ভবতি তদা। তৎ তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাই বলা

হইতেছে—সর্ব্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা অজ্ঞানসম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অশরীর —নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবর্জ্জিত; যেহেতু এই প্রকার, সেইহেতুই শুভ্র (নির্দ্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর [কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণরহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত,বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন। পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্ব্বত্যাগী তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না; পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; বিদ্যাবলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায় তখন পুনশ্চ সর্ব্বাত্মক হন। এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ ৫২। ১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

[তমেব শ্লোকমাহ]—'বিজ্ঞানাত্মা' ইত্যাদি। বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপ-লক্ষিতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্ন্যাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি; হে সৌম্য! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরম্ (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ সর্ব্বম্ এব আবিবেশ (আত্মত্বেন বিশতীত্যর্থঃ)। 'ইতি'-শব্দো মন্ত্র সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ যাঁহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে;

হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্ন্যাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিন্নক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু হে সৌম্য, প্রিয়-দর্শন, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে, হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বময় হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ।—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥ ৫৩। ১ ॥

সরলার্থঃ

[অথেদানীং পরাপর-ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে]—অথেত্যাদি। অথ (গার্গ্য-প্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য !) মনুষ্যেষু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণ-প্রসিদ্ধি-দ্যোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধম্) ওঙ্কারং (প্রণবাক্ষরম্) অভিধ্যায়ীত (সর্ব্বতোভাবেন উপাসীত)। সঃ (উপাসকঃ) তেন (ওঙ্কারধ্যানেন) কতমং (বহুষু গন্তব্যস্থানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-বিশেষং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি); ইতি (ইত্থং পৃষ্টবতে) তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্পলাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ ! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয় করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন ? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। অথেদানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন ওঙ্কারস্য উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্ভুতমিব প্রায়ণান্তং মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখ্যেন চিন্তয়েৎ। বাহ্য-

বিষয়েভ্য উপসংহৃতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে। আত্ম-প্রত্যয়সন্তানাবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নির্ব্বাতস্থদীপশিখা-সমোঽভিধ্যানশব্দার্থঃ। সত্য-ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষা-মায়াবিত্বাদ্যনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ। কতমং বাব, অনেকে হি জ্ঞান-কর্ম্মভির্জ্জেতব্যা লোকাস্তিষ্ঠন্তি; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধ্যানেন কতমং সঃ লোকং জয়তি? ইতি পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ পিপ্পলাদঃ ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক, আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া, ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন। বাহ্য বিষয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নহে এরূপ, বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় (নিস্পন্দ) ও অবি-চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ-ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), সন্তোষ, অমায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম-সম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি লাভ করে? জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই-বার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন্ লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপতঃ তাহার সূত্রটি এই—"অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ" ॥ ২ ॥ ৩০ ॥ । "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ॥ ২ ॥ ৩২ ॥ ইহার বিশেষ বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য।

আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয়? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে সেই পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্‌বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ৫৪ । ২ ॥

সরলার্থঃ

[কিমুবাচ ? ইত্যাহ]—এতদিতি। হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব) পরং চ অপরং চ (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং, তদুভয়রূপং) [কিং তৎ] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ)। তস্মাৎ (ওঙ্কারস্য পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ) এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধ্যানেন ইত্যর্থঃ।) একতরম্ (উভয়োর্মধ্যে পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধ্যানেন পরম্ অপরাভিধ্যানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাশয়ঃ] ॥

[কি বলিয়াছিলেন ? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম! যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ। সেইহেতু বিদ্বান্ লোক এই আশ্রয়াবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এতদ্‌বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ পরং হি ব্রহ্ম শব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জ্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতীন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুম্; ওঙ্কারে তু বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ; তথা অপরঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—যদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে। তস্মাদেবং বিদ্বান্ এতেনৈব আত্মপ্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঁকারাভিধ্যানেন একতরং—পরমপরং বা অন্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি; নেদিষ্ঠং হ্যালম্বনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥ ৫৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপরও বটে। 'পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্য অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে); কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (*) সর্ব্বপ্রকার-বিশেষ-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি-প্রমাণ-গম্য হন না; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায়। সেইহেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয়। অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥ ৫৪ ॥ ২ ॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৫৫।৩ ॥

---

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে; 'প্রতীক' উপাসনা তাহাদেরই অন্যতম। কোন্ এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুরই সংসৃষ্ট কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম 'প্রতীকোপাসনা'। যেমন—সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা। প্রণবও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লীতেও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ॥ ১৭ ॥ "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। ১। ২৭। এই পাতঞ্জল সূত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সরলার্থঃ

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা। সঃ (ধ্যাতা) যদি এক-মাত্রম্ (একা মাত্রা হ্রস্বরূপা যস্য, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারম্) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে); সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোঙ্কারাভিধ্যানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণং (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি)। ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তম্ (উপাসকং) মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে (প্রাপ-য়ন্তি)। সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যলোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া (আস্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানম্ (বিভূতিম্) অনুভবতি ; [ন কদাপি দুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে আইসেন ; ঋক্‌সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাঁহাকে মনুষ্যলোকে গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ; (কখনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না) ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স যদ্যপি ওঙ্কারস্য সকলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধ্যান-প্রভাবাৎ বিশিষ্টামেব গতিং গচ্ছতি। এতদেকদেশজ্ঞানবৈগুণ্যতয়া ওঙ্কারশরণঃ কর্ম্মজ্ঞানোভয়ভ্রষ্টো ন দুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তর্হি ? যদ্যপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা-বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত—একমাত্রং সদা ধ্যায়ীত ; স তেনৈব এক-মাত্রাবিশিষ্টোঙ্কারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণং ক্ষিপ্রমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। কিং ?—মনুষ্যলোকম্। অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যলোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনি-গময়ন্তি। ঋচ ঋগ্বেদরূপা হ্যোঙ্কারস্য প্রথমা একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র মনুষ্যজন্মনি দ্বিজাগ্র্যঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানং বিভূতিম্ অনুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি। যোগভ্রষ্টঃ কদাচিদপি ন দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ না হয়, তথাপি

ওঙ্কারের অভিধ্যান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহার একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অঙ্গহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না। তবে কি হয়? —যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই ওঙ্কারের উপাসনা করে, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করে, [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের অভিধ্যান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয়। কি [প্রাপ্ত হয়]? মনুষ্যলোক [প্রাপ্ত হয়]। জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋক্‌সমূহ সেই সাধককে জগতে মনুষ্যলোকই প্রাপ্ত করায়। ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা। তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয় না; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি-রুন্নীয়তে সোমলোকম্।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

অথ (পক্ষান্তরে) [ধ্যাতা] যদি দ্বিমাত্রেণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টম্) [ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে। সঃ (ধ্যাতা) [মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং) সোমলোকং (চন্দ্রলোকম্) উন্নীয়তে। সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদম্) অনুভূয় (ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ত্ততে (মনুষ্যলোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ)।

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়। সে [মৃত্যুর পর]

[দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয় ; সে সোম-লোকে সম্পদ্ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ পুনর্যদি দ্বিমাত্রাবিভাগজ্ঞো দ্বিমাত্রেণ বিশিষ্টমোঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্নাত্মকে মনসি মননীয়ে যজুর্ময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবং গচ্ছতি। স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সৌম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজুংষীত্যর্থঃ। স তত্র বিভূতিমনুভূয় সোমলোকে মনুষ্যলোকং প্রতি পুনরাবর্ত্ততে॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ

পক্ষান্তরে [ধ্যাতা] যদি দ্বিতীয়-মাত্রা-বিভাগজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয়-মাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে সম্পন্ন হয়। এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্র-দৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্ব্বেদ ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব লাভ করে। এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রা-রূপী যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় মাত্রারূপ চন্দ্রলোকে নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত করায়। সে সেই সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া, মনুষ্য-লোকাভিমুখে পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত ; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫৭ ॥ ৫

সরলার্থঃ

যঃ পুনঃ এতম্ (ওঙ্কারং) ত্রিমাত্রেণ (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম্'

* ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (সূর্য্যান্তর্গতং) পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; সঃ তেজসি (তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তদ্ভাবমাপন্নঃ) [ভবতি]। পাদোদরঃ (সর্পঃ) যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নির্ম্মোকেণ) বিনির্ম্মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব) বৈ সঃ (সূর্য্যাভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাপ্মনা (পাপেন) বিনির্ম্মুক্তঃ (সন্) সামভিঃ (ত্রিমাত্রাত্মকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য সত্যনামকং লোকম্) উন্নীয়তে। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরাৎ পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) পুরিশয়ং (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানম্) ঈক্ষতে (ধ্যানেন পশ্যতীত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্ত্রৌ) ভবতঃ ॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) যেরূপ ত্বক্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও অতি উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে। এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যঃ পুনঃ এতম্ ওঙ্কারং ত্রিমাত্রেণ ত্রিমাত্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যেতেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যান্তর্গতং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভিধ্যানেন প্রতীকত্বেন হ্যালম্বনত্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্য, "পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম" ইত্যভেদশ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতা বাধ্যেত অন্যথা। যদ্যপি তৃতীয়াভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতানুরোধাৎ 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষম্' ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" ইতি ন্যায়েন।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মৃতোঽপি সূর্য্যাৎ সোমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ত্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব। যথা পাদোদরঃ সর্পঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে জীর্ণত্বগ্বিনির্ম্মুক্তঃ স পুনর্নবো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা দৃষ্টান্তঃ, স পাপ্মনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অশুদ্ধিরূপেণ বিনির্ম্মুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ ঊর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণো লোকং সত্যাখ্যম্। স হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ। স হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স

বিদ্বান্ ত্রিমাত্রোঙ্কারাভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ধ্যায়মানঃ। তৎ এতৌ অস্মিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান করে, সেই অভিধ্যানের ফলে সেই সাধক ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয় মাত্রারূপী তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, মৃত্যুর পরও চন্দ্রলোকাদির ন্যায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না; পরন্তু সূর্য্য রূপেই থাকে। "পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম" এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতিপাদন করা নহে]। ইহা না হইলে বহুস্থলে ওঙ্কারে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি শ্রবণ করা যায়, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। যদিও ['ওম্ ইত্যেতেন'], এই তৃতীয়া বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি, প্রস্তাবানুরোধে 'বংশের কল্যাণার্থ এক জনকে ত্যাগ করিবে', এই নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণত করিয়া 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষং' এইরূপ করিতে হইবে।

পাদোদর—সর্প যেরূপ ত্বক্‌কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপই—ঠিক এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পত্বক্‌স্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তৃতীয় মাত্রারূপ সামবেদসমূহকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্যগর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ। কারণ, তিনিই লিঙ্গদেহরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্যগর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি 'জীবঘন' শব্দ-বাচ্য।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সেই 'পরমাত্ম'-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৫৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

[প্রথমমন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিষয়া যাভিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ) [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ (চেৎ) মৃত্যুমত্যঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অতিক্রামতি ইতি ভাবঃ) ; অন্যোন্যসক্তাঃ (পরস্পরসম্বদ্ধাঃ) [চেৎ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একস্মিন্ বিষয়ে প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবেত্যর্থঃ)। বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিপুরুষবিষয়াসু) ক্রিয়াসু (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং) প্রযুক্তাসু (সতীষু) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কম্পতে (ন চলতি), [ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ] ॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে ; আর পরস্পরে সম্বন্ধ করিলেই উহারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না। যথোপযুক্তরূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥ ৫৮ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঁকারস্য মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যঃ—মৃত্যুর্যাসাং বিদ্যতে, তা মৃত্যুমত্যঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবে-

ত্যর্থঃ। তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ। কিঞ্চ অন্যোন্যসক্তাঃ ইতরেতরসম্বদ্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষেণ একৈকবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি? বিশেষেণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিসৃষু ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধ্যানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি জ্ঞো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। ন তস্যৈবংবিদশ্চলনমুপপদ্যতে। যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈর্মাত্রা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মরূপেণ দৃষ্টাঃ, স হ্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাত্মভূত ওঙ্কারময়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥ ৫৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রাত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহারা] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে। পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরব্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরুষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্যোন্য-সক্ত অর্থাৎ পরস্পর-সম্বন্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না। (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে 'মাত্রা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু-স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী। এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে 'অ'কার পৃথিবী, ঋগ্বেদ ও জাগ্রৎস্থানাদিস্বরূপ। 'উ'কার —অন্তরিক্ষ, যজুর্ব্বেদ ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ। আর 'ম'কার—স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তিস্থানাদিস্বরূপ। এই ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, উপাসক যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনায় তদুপযুক্ত

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্ব স্ব স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার-স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; সর্ব্বভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে ? "অনবিপ্রযুক্ত" কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত ; যাহা সেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত ; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥ ৫৮ ॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং (১)
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাহ]—ঋগ্ভিরিত্যাদি। ঋগ্ভিঃ (প্রথমমাত্রারূপৈঃ) এতং লোকং (মনুষ্যলোকং), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রারূপৈঃ) অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষস্থং সোমলোকমিত্যর্থঃ), সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ) যৎ, তৎ (ব্রহ্মলোকাখ্যং স্থানং) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) বেদয়ন্তে (জানান্ত)। [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্য মাত্রা-

---

অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে, আর যদি সমষ্টিরূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে। এখানে এই জন্যই শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে 'মৃত্যুমতী' বলিয়াছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে, মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল ; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী, এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না ; তিনি ক্রমে শাশ্বত ব্রহ্মে বিলীন হন।

(১) "স সামভিঃ" ইতি কচিৎ পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকয়োরপরিগৃহীতত্বাৎ পরিত্যক্তঃ।

বিভাগজ্ঞঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) এব যৎ তৎ (বেদান্তপ্রসিদ্ধং) শান্তম্ (রাগাদিদোষরহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অভয়ং (দ্বৈতাভাবাৎ ভয়বর্জ্জিতং) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্ম), তং চ (তদপি) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি) [চ-শব্দাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অন্বেতীত্যাশয়ঃ]।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা যাহা [উপলক্ষিত হয়], সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, ইহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন। [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্বার্থসংগ্রহার্থো দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ঋগ্‌ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্। যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্। সামভিঃ যৎ তদ্‌ব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিদ্যাবন্ত এব নাবিদ্বাংসো বেদয়ন্তে। তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অন্বেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্। তেনৈব ওঙ্কারেণ যত্তৎ পরং ব্রহ্মাক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং শান্তং বিমুক্তজাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিবিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চ-বিবর্জ্জিতম্; অতএব অজরং জরাবর্জ্জিতম্, অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতমেব। যস্মাৎ জরাদি-বিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, যস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্। তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অন্বেতীত্যর্থঃ। ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ

উক্ত সর্ব্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্‌সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন], যাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না। বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা

অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জ্জিত, এই কারণেই অজর জরাবর্জ্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত— মৃত্যুরহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয়; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকেও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন। 'ইতি' শব্দটি বাক্য-পরিসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষৎ

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ? তমহং কুমারমব্রুবং, নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি, যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি—ক্বাসৌ পুরুষ ইতি॥ ৬০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদুক্তয়োঃ "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" ইতি, "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" ইত্যেতয়োর্মন্ত্রয়োর্বিস্তরার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্ন আরভ্যতে।]—অথ (শৈব্যপ্রশ্নানন্তরং) সুকেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কোসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ (তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাম্ (ভারদ্বাজম্) উপেত্য (অভ্যাগত্য) এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং (ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা যস্য; তং) পুরুষং বেত্থ (জানাসি?) [ইতি]। অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অব্রুবম্ (উক্তবান্)—অহম্ ইমং (ত্বদুক্তং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদিষম্ (জ্ঞাতবান্ স্যাম্,) [তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যম্ (ন কথয়েয়ম্)? ইতি। যঃ (পুরুষঃ) অনৃতম্ (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ (মূলেন শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্ত্ততে যঃ, সঃ সমূলঃ) বৈ (এব) পরিশুষ্যতি (ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতম্ (অসত্যং) বক্তুং ন অর্হামি (শক্নোমি)। সঃ (রাজকুমারঃ) তূষ্ণীম্ (অসম্ভাষ্য কিঞ্চিৎ)

রথম আরুহ্য প্রবব্রাজ (প্রস্থিতঃ)। [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি (যৎ), অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক্ব (কুত্র) [বর্ত্ততে] ইতি ॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর সুকেশানামক ভারদ্বাজ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কোসলাধিপতি হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে ভারদ্বাজ! [আপনি] ষোড়শ-কলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন?' আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'না—আমি ইঁহাকে (পুরুষকে) জানি না; আমি যদি ইঁহাকে জানিতাম, [তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে নিশ্চয়ই বলিতাম। যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই-হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না।' তিনি চুপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। [এখন] আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—'সেই পুরুষ কোথায় থাকেন?' ইতি ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথ হ এনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্য্যকারণলক্ষণং সহ বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুক্তম্। তৎসামর্থ্যাৎ প্রলয়েঽপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে। জগৎ তত এবোৎপদ্যত ইতি চ সিদ্ধং ভবতি; ন হ্যকারণে কার্য্যস্য সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে। উক্তঞ্চ 'আত্মন এষ প্রাণো জায়তে' ইতি। জগতশ্চ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্ব্বোপনিষদাং নিশ্চিতোঽর্থঃ। অনন্তরঞ্চ উক্তং "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি" ইতি। বক্তব্যঞ্চ ক্ব তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং বিজ্ঞেয়মিতি। তদর্থোঽয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে।

বৃত্তান্তাখ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্য দুর্লভত্বখ্যাপনেন * তল্লব্ধ্যৈং মুমুক্ষূণাং যত্নবিশেষোৎ-পাদনার্থম্। হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াং ভবঃ কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ মাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত। ষোড়শ-কলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতরূপা যস্মিন্ পুরুষে, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ, তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ বিজানাসি? তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবন্তম্ অব্রুবম্ উক্তবানস্মি নাহমিমং বেদ যৎ ত্বং পৃচ্ছ-সীতি। এবমুক্তবত্যপি ময়ি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্। যদি

* জ্ঞাপনেনেতি বা পাঠঃ।

কথঞ্চিৎ অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষং বিদিতবানস্মি, কথম্ অত্যন্ত-শিষ্যগুণবতেঽর্থিনে তে তুভ্যং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ব্রূয়ামিত্যর্থঃ। ভূয়োঽপি অপ্রত্যয়মেবালক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অব্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেন বৈ, এষোঽন্যথা সন্তমাত্মানম্ অন্যথা কুর্ব্বন্ যঃ অনৃতম্ অযথাভূতার্থম্ অভিবদতি, স পরিশুষ্যতি শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে বিনশ্যতি। যত এবং জানে তস্মাৎ নার্হামি অহমনৃতং বক্তুং মূঢ়বৎ। স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তূষ্ণীং ব্রীড়িতঃ রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রগতবান্ যথাগতমেব। অতো ন্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায় জানতা বিদ্যা বক্তব্যৈব, অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু ইত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি। তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ত্বেন শল্যমিব মে হৃদি স্থিতং, ক্বাসৌ বর্ত্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় সুকেশা ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—সুষুপ্তি-সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা জীবের সহিত পরম অক্ষর ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, এই জগৎ প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না। 'আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়' এই কথাও [শ্রুতিতে] উক্ত আছে। জগতের যাহা মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ। অব্যবহিত পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন'। সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক সেই সত্য অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা উচিত; সেই উদ্দেশেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকায় বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশে যে মুমুক্ষুগণের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে।

হে ভগবন্, কোসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য, রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মা নিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হে ভারদ্বাজ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজকুমারকে বলিয়াছিলাম, 'তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।' আমি এ কথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—'আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম।' পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছিলাম— 'যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অন্য-প্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কর্ম্মাদির) সহিত শোষ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেইহেতু আমি মূঢ়ের ন্যায় মিথ্যা বলিতে পারি না।' এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—'আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন? ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে॥' ৬০ ॥ ১॥

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ, যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৬১ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারয়িতুম্ উপক্রমতে তস্মৈ ইত্যাদিনা]—সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (ভারদ্বাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে সোম্য ! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরে হৃৎপদ্মমধ্যে) এব [বর্ত্ততে] ; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শকলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরস্ক্রিয়তে যাভিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ) প্রভবন্তি (প্রকর্ষেণ জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—হে সৌম্য ! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্ত্তমান] রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে হে সোম্য স পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ। যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যাঃ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্ত ইতি। ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিষ্কলঃ পুরুষো লক্ষ্যতেঽবিদ্যয়া ইতি, তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া স পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্য, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে। প্রাণাদীনাম্ অত্যন্ত-নির্ব্বিশেষে হ্যদ্বয়ে শুদ্ধে তত্ত্বে ন শক্যঃ অধ্যারোপমন্তরেণ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদনাদি-ব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যন্তে অবিদ্যাবিষয়াঃ ; চৈতন্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সর্ব্বদা লক্ষ্যন্তে। অতএব ভ্রান্তাঃ কচিৎ অগ্নিসংযোগাদ্ ঘৃতমিব ঘটাদ্যাকারেণ চৈতন্যমেব প্রতিক্ষণং জায়তে নশ্যতীতি ; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্ব্বমিতি অপরে। ঘটাদিবিষয়ং চৈতন্যং চেতয়িতুর্নিত্যস্য আত্মনোঽনিত্যং জায়তে বিনশ্যতীত্যপরে। চৈতন্যং ভূতধর্ম্ম ইতি লৌকায়তিকাঃ।

অনপায়োপজনধর্ম্মকচৈতন্যম্ আত্মৈব নামরূপাদ্যুপাধিধর্ম্মৈঃ প্রত্যবভাসতে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্বরূপব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতন্যস্যাব্যভিচারাৎ যথা যথা যো যঃ পদার্থো বিজ্ঞায়তে, তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেব তস্য তস্য চৈতন্যস্যাব্যভি-

চারিত্বম্ বস্তুত্বং চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জ্ঞায়ত ইতি চানুপপন্নম্; রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুরিতিবৎ। ব্যভিচরতি তু জ্ঞেয়ং জ্ঞানং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি। জ্ঞেয়াভাবেঽপি জ্ঞেয়ান্তরে ভাবাজ্ জ্ঞানস্য; ন হি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্যচিৎ, সুষুপ্তেঽদর্শনাজ্ জ্ঞানস্যাপি সুষুপ্তেঽভাবাজ্ জ্ঞেয়বজ্ জ্ঞানস্বরূপস্য ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন; জ্ঞেয়াবভাসকস্য জ্ঞানস্যালোকবজ্ জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যা-ভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষুপ্তে বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ। ন হ্যন্ধকারে চক্ষুষা রূপানুপলব্ধৌ চক্ষুষোঽভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন। বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্যাভাবঃ কেন কল্প্যত ইতি বক্তব্যম্ বৈনাশিকেন।

তদভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্ জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াব্যতিরিক্ত-ত্বাজ্ জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ, ন, অভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ; অভাবোঽপি জ্ঞেয়োঽভ্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ। তদব্যতিরিক্তঞ্চেৎ জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং স্যাৎ, তদভাবস্য চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাঙ্মাত্রমেব, ন পরমার্থতোঽভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্য। ন চ নিত্যস্য জ্ঞানস্য অভাব-নামমাত্রাধ্যারোপে কিঞ্চিৎ নশ্ছিন্নম্।

অথাভাবো জ্ঞেয়োঽপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ। জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ; ন; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ। জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বঞ্চেৎ অভ্যুপগম্যতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নি-ব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যতে। জ্ঞেয়ব্যতিরেকে তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানুপপত্তিঃ সিদ্ধা।

জ্ঞেয়াভাবেঽদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানস্যেতি চেৎ, ন; সুষুপ্তে জ্ঞপ্ত্যভ্যুপগমাৎ। বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে হি সুষুপ্তেঽপি বিজ্ঞানাস্তিত্বম্; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপ-গম্যতে জ্ঞানস্য স্বেনৈবেতি চেৎ, ন; ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ। সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়-বিষয়স্য জ্ঞানস্য অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরেকাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরন্যত্বম্। ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশতৈরপি। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্ব-মেবেতি। তদপ্যন্যেন তদপ্যন্যেনেতি ত্বৎপক্ষেঽতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; তদ্বি-ভাগোপপত্তেঃ সর্ব্বস্য। যদা হি সর্ব্বং জ্ঞেয়ং কস্যচিৎ তদা তদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়ো বিভাগ এবাভ্যুপগম্যতেঽবৈনাশিকৈঃ, ন তৃতীয়স্তদ্বিষয় ইত্যনবস্থানুপপত্তিঃ।

জ্ঞানস্য স্বেনৈবাবিজ্ঞেয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোঽপি দোষস্তস্যৈবাস্তু, কিং তন্নিবর্হণেনাস্মাকম্? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা; সমান এবায়ং দোষ ইতি চেৎ, ন; জ্ঞানস্যৈকত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বদেশকালপুরুষাদ্যবস্থাস্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিভেদাৎ সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকধা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ। তথা চেহেদমুচ্যতে।

নমু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন; প্রাণাদিকলাকারণত্বাৎ ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপত্তুং শক্নুয়াৎ; কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্য ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সৎ শরীরং কারণ-কারণং স্বস্য পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ। বীজ-বৃক্ষাদিবৎ স্যাদিতি চেৎ; যথা বীজকার্যাং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণকারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাম্রাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ শরীরং স্বকারণকারণমপীতি চেৎ, ন; অন্যত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ। দৃষ্টান্তে কারণবীজাদ্‌বৃক্ষফলসংবৃতানি অন্যান্যেব বীজানি; দার্ষ্টান্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেঽভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রূয়তে। বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ স্যাদাধারাধেয়ত্বম্; নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বাশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ; এতেন আকাশস্যাপি শরীরাধারত্বম্ অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণস্য পুরুষস্য; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ। কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ স্যাদিতি চেৎ, ন; বচনস্যাকারকত্বাৎ। ন হি বচনং বস্তুনোঽন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিং তর্হি যথাভূতার্থাবদ্যোতনে। তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ 'অণ্ডস্যান্তর্ব্ব্যোম' ইতিবচ্চ দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-লিঙ্গৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যুপলভ্যতে পুরুষঃ, উপলভ্যতে চ, অত উচ্যতে 'অন্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ' ইতি। ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ডবদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োঽপি; কিমুত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ॥৬১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ

তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য! কথ্যমান এই প্রাণাদি ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পুরুষকে এই শরীরাভ্যন্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অন্য দেশে নহে। স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও

অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা 'সকল'—কলাযুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয়; অর্থাৎ পুরুষে যোড়শ কলার অধ্যারোপ হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনীত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণেই অবিদ্যার বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই কলাসমূহকে চৈতন্যস্বরূপেই উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এইজন্যই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্ষণে ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (১)। অপরে বলে যে, [সুষুপ্তকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে (২)। অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা (জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া

(১) তাৎপর্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। তাঁহারা বলেন, ঘৃত যেমন অগ্নিসংযোগে কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক 'অহম্' আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই ('আলয় বিজ্ঞানই') পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার-সহযোগে ঘট-পটাদি বিষয়াকার ধারণ করে, বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই। ইহার অনুকূলে যুক্তি এই যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলব্ধিও হইত; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়েই এক অভিন্ন পদার্থ। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, 'সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ একসঙ্গেই প্রতীতি হইবার নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ।

(২) তাৎপর্য্য—ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের কথা; তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হয়; শূন্যই জগতের সার তত্ত্ব; সুষুপ্তি অবস্থায়

থাকে (৩), আর লোকায়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪)।

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।' 'বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থসমূহ স্বরূপতই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে। এইহেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই, সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তুত্ব বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ন্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, [কোন একটী] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে

জ্ঞান থাকে না; সুতরাং সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুরই শূন্যে পর্য্যবসান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

(৩) তাৎপর্য্য—ইহা নৈয়ায়িকগণের মত—ইঁহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি-সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে।

(৪) তাৎপর্য্য—ইহা দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণের মত। তাঁহারা এই স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে মদ্যশক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই।

পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা জ্ঞানের অবিষয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫)। কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না ; কারণ, [জ্ঞানরহিত] সুষুপ্তি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না। যদি বল, সুষুপ্তি-সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভিচার হইল ? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র, সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তি সময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না। কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না। যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন ? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয়, ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর

(৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞান ও তদ্বিষয়, এতদুভয়ের সহোপলম্ভ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না, তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। বিষয় থাকিলেই তদ্বিষয়ে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে ; জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিষয় আসিতে পারে না। কেননা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই ; সুতরাং তাদৃশ বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলা চলে না ; বিষয় ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে। যে বিষয় বর্ত্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটি ব্যভিচারী নহে ; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক ; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদ্ব্যঙ্গ্য জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র ; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না।

অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সদ্ভাব না থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং, তাঁহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন 'অভাব' একটা কথা-মাত্র; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে। আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে); না,—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে। যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্ত নহে; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদ-মাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই); সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল 'জ্ঞেয়' পদার্থটি জ্ঞানাতিরিক্ত, আর 'জ্ঞান' পদার্থটি জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে; ইহা কেবল 'বহ্নি অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহ্নি হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে' এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর

(৬) তাৎপর্য্য – জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবশ্যই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। অতএব, হয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্যই ইহাকে 'শব্দগত ভেদমাত্র' বলা হইয়াছে।

জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল, জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [সুষুপ্তি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়]; না, তাহা কল্পনা করিতে পার না; কারণ, সুষুপ্তি-দশায়ও জ্ঞানের সদ্ভাব স্বীকার করা হয়। বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) সুষুপ্তি-সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ব্বেই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অন্যত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে। আর শত শত বৈনাশিকও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অন্যথা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয় স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারেন না। [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অন্য অন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় 'অনবস্থা দোষ' উপস্থিত হইতে পারে ? না; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়াতিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে; সুতরাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ; সুতরাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুটি মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন. কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহাদের মতে 'অনবস্থা' দোষও হইতে পারে না (৭)।

---

(৭) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ব্বজ্ঞতার বাধা ঘটে ? না,— এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে) ; সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু, বৈনাশিকদিগকে যখন জ্ঞানের জ্ঞেয়স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপতা স্বীকার হেতুই 'অনবস্থা' দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয়। যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় না হইলে ত 'অনবস্থা' দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ? সুতরাং এই 'অনবস্থা' দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ? না,—জ্ঞানের একত্ব-নিবন্ধন এ দোষ হইতে পারে না ; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হইত ; ভেদ না থাকায় 'অনবস্থা' দোষেরও সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যাদি বিম্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপুরুষে সর্ব্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক] কাজেই উক্ত 'অনবস্থা' দোষের সম্ভাবনা নাই। তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে, পুরুষও সেইরূপই শরীরাভ্যন্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন

'জ্ঞেয়' হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদবাদী ভাষ্যকার বলিতেছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না, কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ। যখনই একটি জ্ঞান জ্ঞেয়শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্ঞেয়শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্ঞেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে। কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতে সমুৎপন্ন। এই শরীর পুরুষ-জন্য কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ—পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যন্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না। যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক? —বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আম্রাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আম্রাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যন্তরস্থ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষ কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে! না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্ব (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কিন্তু দার্ষ্টান্তিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যস্বরূপ] শরীরে অভ্যন্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে। বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক অনুরূপ হইতেছে]। ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনুরূপ হয় না। যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? বচনের বলে হইবে। না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপকমাত্র]; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্নবান্ (সমর্থ) হয় না; পরন্তু, যথাযথরূপে

বর্ত্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্নপর হয় মাত্র। অতএব "অন্তঃশরীরে" এই বাক্যের অর্থ, 'ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আকাশ' এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮)। উপলব্ধি হেতুও [ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে ; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতঃই কথিত হইতেছে যে, 'হে সৌম্য ! পুরুষ এই শরীরাভ্যন্তরে [বাস করেন];' নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ডবদরের ন্যায় শরীর-পরিচ্ছিন্ন হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণ-ভূতা শ্রুতির আর কথা কি ? ॥ ৬১ ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৬২ । ৩ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাদি। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্ (কর্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্যামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতি-ষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৬২ ॥ ৩ ॥]

---

(৮) তাৎপর্য্য—'অণ্ডেতি. অণ্ডকারণস্য ব্যোম্নো যথা তদনুস্যূতত্বেন তদন্তর্গতত্বপ্রতীতিঃ। তদ্বদিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত আকাশ কখনই অণ্ডমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকায় আকাশকে যেরূপ অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায়, পুরুষকে শরীরাভ্যন্তরস্থ বলা হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চান্যার্থোঽপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ স্যাদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্টো যো ভারদ্বাজেন, স ঈক্ষাঞ্চক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিফলক্রমাদিবিষয়ম্। কথমিতি? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্ত্তৃবিশেষে দেহাদুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যাম্যহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামিত্যর্থঃ॥

নন্থ আত্মা অকর্ত্তা, প্রধানং কর্ত্তৃ; অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং প্রবর্ত্ততে মহদাদ্যাকারেণ। তত্রেদমনুপপন্নং পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্ববচনং, সত্ত্বাদিগুণসাম্যে প্রধানে প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্ত্তরি সতি ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তিষু বা পরমাণুষু সংসু আত্মনোঽপি একত্বেন কর্ত্তৃত্বে সাধনাভাবাৎ। আত্মন আত্মনি অনর্থকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্ব্বকারী আত্মনোঽনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্ব্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত্তমানেঽচেতনে প্রধানে চেতনবদুপচারোঽয়ং "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইত্যাদিঃ। যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে রাজেতি, তদ্বৎ। ন, আত্মনো ভোক্তৃত্ববৎ কর্ত্তৃত্বোপপত্তেঃ। যথা সাংখ্যস্য চিন্মাত্রস্য অপরিণামিনোঽপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্ব্বকং জগৎকর্ত্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ।

তত্ত্বান্তরপরিণাম আত্মনোঽনিত্যত্বাশুদ্ধত্বানেকত্বনিমিত্তো, ন চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্য স্বাত্মন্যেব ভোক্তৃত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায়। ভবতাং পুনর্ব্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে তত্ত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোঽনিত্যত্বাদিসর্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; একস্যাপি আত্মনোঽবিদ্যাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যনুপাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিদ্যাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোঽভ্যুপগম্যতে। আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাস্ত্রকৃত-সংব্যবহারায় পরমার্থতোঽনুপাধিকৃতঞ্চ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়মুপাদেয়ং সর্ব্বতার্কিকবুদ্ধ্যনবগাহ্যমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ স্যাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সর্ব্বভাবানাম্।

সাংখ্যাস্তু অবিদ্যাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্ত্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলঞ্চেতি কল্পয়িত্বা আগমবাহ্যত্বাৎ পুনস্ততস্ত্রস্তাঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্যেচ্ছন্তি। তত্ত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোঽন্যতার্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ

সন্তো বিহন্যন্তে ; তথেতরে তার্কিকাঃ সাঙ্খ্যৈঃ, ইত্যেবং পরস্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাভ আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোঽন্যোন্যং বিরুধ্যমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বাদ্ দূরমেবাপকৃষ্যন্তে, অতস্তন্মতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্ষবঃ স্যুঃ, ইতি তার্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিদুচ্যতেঽস্মাভিঃ, ন তু তার্কিকবৎ তাৎপর্য্যেণ।

তথৈতদত্রোক্তম্—"বিবদৎস্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোদ্ভবকারণম্।
তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ সুখং নির্ব্বাতি বেদবিৎ।"

কিঞ্চ ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বয়োর্ব্বিক্রিয়য়োর্ব্বিশেষানুপপত্তিঃ। কা নামাসৌ কর্তৃত্বাৎ আত্যন্তরভূতা ভোক্তৃত্ববিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্প্যতে, ন কর্ত্তা। প্রধানন্তু কর্ত্রেব ন ভোক্ত্রিতি। নন্বুক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব ; স চ স্বাত্মস্থো বিক্রিয়তে ভুঞ্জানঃ, ন তত্ত্বান্তরপরিণামেন ; প্রধানং তু তত্ত্বান্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে, অতোঽনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্মবৎ ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ। নাঽসৌ বিশেষঃ, বাঙ্মাত্রত্বাৎ ; প্রাগ্‌ভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বং নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ ; মহদাদ্যাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোঽপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কল্পনায়াং ন কশ্চিদ্‌বিশেষঃ ইতি বাঙ্মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্ব্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্প্যতে।

অথ ভোগকালেঽপি চিন্মাত্র এব প্রাগ্বৎ পুরুষ ইতি চেৎ, ন ; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য। অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থৈব, তেন ভোগঃ পুরুষস্যেতি চেৎ, ন ; প্রধানস্যাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবত্ত্বাদ্‌ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ। চিন্মাত্রস্যৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ ; ঔষ্ণ্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃত্বে হেত্বনুপপত্তিঃ। প্রধান-পুরুষয়োর্দ্বয়োর্যুগপদ্ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন ; প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তেঃ। ন হি ভোক্ত্রোর্দ্বয়োরিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপপদ্যতে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে। ভোগধর্ম্মবতি সত্ত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বোদয়াদবিক্রিয়স্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন ; পুরুষস্য বিশেষাভাবে ভোক্তৃত্বকল্পনানর্থক্যাৎ। ভোগরূপশ্চেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নির্ব্বিশেষত্বাৎ পুরুষস্য, কস্যাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে ? অবিদ্যাধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্ত্তা ; প্রধানং কর্ত্রেব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বস্ত্বন্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কল্পনা আগমবাহ্যা ব্যর্থা নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্ত্তব্যা মুমুক্ষুভিঃ।

একত্বেঽপি শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ, ন; অভাবাৎ—সৎস্ব হি শাস্ত্রপ্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্য প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকল্পনা স্যাৎ। ন হ্যাত্মৈকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়স্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল্পনৈব অনুপপন্না। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থশ্চ অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছতা। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ'' ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যুপপত্তিঞ্চাহ অন্যত্র পরমার্থবস্তুস্বরূপাৎ অবিদ্যাবিষয়ে—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে।

অত্রচ বিভক্তে বিদ্যাঽবিদ্যে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রস্য; অতো ন তার্কিকবাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুপ্তে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি। এতেন অবিদ্যাকৃতনাম-রূপাদ্যুপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বে সাধনাদ্যভাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈরুক্ত আত্মানর্থকর্ত্তৃত্বাদিদোষশ্চ। যস্তু দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি কর্ত্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্ত্তেতি, সোঽত্রানুপপন্নঃ; "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইতি শ্রুতের্মুখ্যার্থবাধনাৎ:প্রমাণভূতায়াঃ। তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্য, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি। ইহ ত্বচেতনস্য মুক্ত-বদ্ধপুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্ত্তৃ কর্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বন্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষং প্রতি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; যথোক্তসর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্ত্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্না ॥ ৬২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশেই কলার প্রাদুর্ভাব [বর্ণিত হইয়াছে]। যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরিশ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাদুর্ভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্ব্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্ত্তৃক ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন

করিয়াছিলেন। কি প্রকার? বলা যাইতেছে—কোন্ বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব, এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব?

ভাল, আত্মায় ত কর্ত্তৃত্ব নাই; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সত্ত্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্ত্তৃত্ব-বিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না (৯)। বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্ত্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্ব্বক প্রবৃত্তিরই অনুরূপ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ব্বার্থসাধক ভৃত্যে (মন্ত্রিপ্রভৃতিতে) 'রাজ' শব্দের প্রয়োগ

(৯) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি; আর নিত্য প্রকাশস্বরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহত্তত্ত্ব-অহঙ্কার-তন্মাত্রাদি-ক্রমে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই, ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারি ভূতের যে চতুর্ব্বিধ পরমাণু, সেগুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই দুই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

হয়, তাহারই অনুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয়, কর্ত্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে।

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ব্রহ্মের] ঈক্ষাপূর্ব্বক জগৎকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি-রূপে) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর-পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে। না ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিদ্যাসহযোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব-নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধিকৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত

(১০) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যেসমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতি-ফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের 'ভোগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসত্ত্বেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্ব্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি?

নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় তত্ত্ব ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ-প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না; (নিবৃত্ত হইয়া যায়)।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এইজন্য তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন); এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তার্কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন; সেইরূপ অপর তার্কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্ত্তৃক [তর্কে পরাভূত হন]। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে]। তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থতত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষুগণ সে সকল মতে অনাদরপূর্ব্বক যাহাতে বেদান্তবেদ্য যথার্থ বস্তু একত্ব দর্শনে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা তার্কিক-মতের দোষ-প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি; কিন্তু তার্কিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশেই নহে। সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে; [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সুখে শান্তি লাভ করেন। (১১)

(১১) তাৎপর্য্য—বিরোধোদ্ভবকারণমিতি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ।

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। [প্রথমতঃ] কর্ত্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই 'বিক্রিয়া' বা বিকার পদার্থটা কি ? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্ত্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্ত্তা, ভোক্তা নহে। ভাল, পূর্ব্বেই ত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন ; কিন্তু তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম-বশতঃ যে, বিকারযুক্ত হন, তাহা নহে। 'প্রধান' কিন্তু অন্য পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত ! [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র ; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না। কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন ; ভোগোৎ-পত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয়কালে] স্বরূপে অবস্থান করে ; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না ; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার-ধর্ম্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে], এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই)।

সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনস্য পরস্পরোক্তদোষগ্রস্তত্বাদদ্বৈতমেব নির্দুষ্টমিতি নিশ্চিত-বুদ্ধিঃ সন্ নির্ব্বাতি—সর্ব্ববিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ। [আনন্দগিরিঃ]

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ। ভেদ-দর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত দ্বৈতবাদীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈততত্ত্বই নির্দ্দোষ ; এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শান্তি লাভ করেন।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্ব্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], তাহা হইলে পুরুষের ভোগ আর পারমার্থিক [সত্য] হইল না। আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ [সম্পন্ন হয়]; না;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃত্ব হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃত্ব বা ভোগ-পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে); [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অন্যত্র থাকে না, এতাদৃশ) ধর্ম্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃত্ব না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃত্ব ঘটিতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃত্ব, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থত্ব সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না (১২)। কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগ-ধর্ম্মযুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিত্তে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃত্ব,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকেন। না; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃত্ব-কল্পনা নিরর্থক। কেন-না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্হ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে পুরুষ যখন সর্ব্বদাই

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তৎসমস্তই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্ম্মিত; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাতময় প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই, কেবল পুরুষের ভোগ-সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য; সুতরাং প্রকৃতিকে 'পরার্থ' বলা হইয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুরুষ পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্ত্তা নহে; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্ত্তাই বটে, ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অযৌক্তিকই হইল; সুতরাং মুমুক্ষুগণের ইহা আদরণীয় নহে।

ভাল, একত্বপক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও] ত শাস্ত্র প্রণয়ন নিরর্থক হয়? না;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। কেন-না, শাস্ত্র-প্রণয়ন-কর্ত্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্ত্তমান থাকিলেই 'অনর্থক' বা 'সার্থক' কল্পনা হইতে পারে; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্ত্তা হইতে পৃথগ্‌ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; সুতরাং প্রণেতৃ-প্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকারে বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্ব্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা—'যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্ষুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে' ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিদ্যাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।

আর এখানেও পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয় দুইটি পৃথক্-ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তার্কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশা-

ধিকার নাই। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর যে, রাজার সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজন-সাধক ভৃত্যে 'রাজা' ও 'কর্ত্তা' ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে, 'তিনি ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন' এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্য অচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষ-রূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা উপপন্ন হয় না; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়; [সুতরাং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গৌণার্থক "ঈক্ষণ" কল্পনা করা যাইতে পারে না] (১৩) ॥ ৬২ ॥ ৩ ॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-ন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৬৩ ॥ ৪ ॥

---

(১৩) তাৎপর্য্য—"তদৈক্ষত" শ্রুতিতে অভিহিত 'ঈক্ষণ' পদের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপাদন করা যাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ১ম পাদে পঞ্চম সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষ-রূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

সরলার্থঃ

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (সূত্রাত্মানং হিরণ্যগর্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্); প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্]; [ততশ্চ] খম্ (আকাশং), বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি), মনঃ (অন্তঃকরণং), অন্নং (ব্রীহ্যাদি), অন্নাৎ বীর্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্রিয়-শোষকং), মন্ত্রাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বরূপাঃ), কর্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কর্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাদ্যাঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ তেন সৃষ্টা ইতি শেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন]; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধান্যাদি), অন্ন হইতে বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ), কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোকসমূহ, এবং লোকসমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৬৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ঈশ্বরেণেব সর্ব্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে। কথং? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বপ্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাত্মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্; ততঃ কর্ম্মফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত। খং শব্দ-গুণকং, বায়ুং স্বেন স্পর্শগুণেন শব্দগুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন রূপেণ পূর্ব্বগুণাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপো রসেন গুণেন অসাধারণেন পূর্ব্বগুণানুপ্রবেশেন চ চতুর্গুণাঃ। তথা গন্ধগুণেন পূর্ব্ব-গুণানুপ্রবেশেন চ পঞ্চগুণা পৃথিবী। তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মার্থঞ্চ দশসঙ্খ্যাকম্। তস্য চেশ্বরমন্তস্থং সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ। এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্ট্বা তৎস্থিত্যর্থং 'ব্রীহিযবাদি-লক্ষণমন্নম্; ততশ্চ অন্নাৎ অদ্যমানাদ্ বীর্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্। তদ্বীর্য্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনং সঙ্কীর্য্যমাণানাম্; মন্ত্রাঃ তপো-বিশুদ্ধান্তর্ব্বহিঃকরণেভ্যঃ কর্ম্মসাধনভূতা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ততঃ কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। ততো লোকাঃ কর্ম্মণাং ফলম্। তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি। এবমেতাঃ কলাঃ

প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাদ্যাঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্ব্বপদার্থাঃ ; পুনস্তস্মিন্নেব পুরুষে প্রলীয়ন্তে হিত্বা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৬৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে ?—সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপ-ভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন। শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্ব্বোক্ত [কারণগত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয়বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী (১) ; সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক, ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণান্বিত দেহমধ্যস্থ মনঃ ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য

---

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই নিজস্ব এক একটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয় ; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয়। তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ। আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ, স্বীয়গুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ। বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণ-গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল।

(দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীর্য্য, অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীর্য্য-সম্পন্ন ও পাপসমন্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্যা এবং উক্ত-তপস্যা দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য কর্ম্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ, অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ; তাহার পর কর্ম্মফলস্বরূপ লোকসমূহ ; সেই লোকমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন-দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণীর সৃষ্টি বীজভূত অবিদ্যা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ ৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৬৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং কলানাং স্বোপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেতি। সঃ

(২) 'তৈমিরিক' চক্ষুরোগ-বিশেষ ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরা প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে। তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে ; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার ন্যায় বৃহৎ দেখা যায়। স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত।

(দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অয়নম্ আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্যন্দমানাঃ (চলন্ত্যঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রং (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্য অস্তম্ (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তদ্ভাবং প্রতিপদ্যন্তে) ; [তথা] তাসাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্যতঃ), 'সমুদ্রঃ' ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি শেষঃ]। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্য (প্রকৃতস্য) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্ব্বতঃ দর্শনকর্ত্তুঃ পুরুষস্য) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (স্বোৎপত্তিস্থানং) প্রাপ্য (পুরুষাত্মভাবম্ উপগম্য) অস্তং গচ্ছন্তি। [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাদ্যা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিদ্যেতে (বিলুপ্যেতে) ; 'পুরুষঃ' ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তত্ত্ববিদ্ভিঃ]। [তদানীং] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিৎ) অকলঃ (ত্যক্ত-কলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তীত্যর্থঃ) ॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলস্বভাব ও সমুদ্রাত্মক নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] 'সমুদ্র' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল 'পুরুষ' এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে। সেই এই কলাবিৎ ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে ॥ ৬৪ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাত্মভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাং সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অস্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি। তাসাঞ্চ অস্তং গতানাং ভিদ্যেতে বিনশ্যেতে নামরূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্তু উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। উক্তলক্ষণস্য প্রকৃতস্য অস্য পুরুষস্য পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমন্তাদ্

দ্রষ্টুর্দর্শনস্য কর্ত্তুঃ স্বরূপভূতস্য, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্য কর্ত্তা সর্ব্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোঽয়নম্ আত্মভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য পুরুষাত্মভাবমুপগম্য তথৈবাস্তং গচ্ছন্তি। ভিদ্যেতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাদ্যাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্। ভেদে চ নাম-রূপয়োর্যদনষ্টং তত্ত্বং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ বিদ্যয়া প্রবিলাপিতাসু অবিদ্যাকাম-কর্ম্মজনিতাসু প্রাণাদিকলাসু অকলঃ, অবিদ্যাকৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেঽকলত্বাদেব অমৃতো ভবতি তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৬৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার? জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহাদের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্যন্দমান—প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের 'গঙ্গা যমুনা' ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; [তখন] তদুভয়ের অভেদকালে 'সমুদ্র' অর্থাৎ 'উহা জলময় পদার্থ' এইরূপই বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ] সূর্য্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তেমনি সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টা এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার 'অয়ন' আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ করিয়া, অস্ত গমন করে। এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথাযোগ্য রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর, যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে 'পুরুষ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক যাঁহার নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্, বিদ্যা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মজনিত প্রাণাদি কলানিচয়

প্রকৃষ্টরূপে বিলাপিত হইলে পর, 'অকল' (কলাতে অভিমানশূন্য) হন; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা; অতএব অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন 'অমৃত' (মৃত্যুরহিত চিরজীবী) হন। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে— ॥ ৬৪ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ
পরিব্যথা ইতি ॥ ৬৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

[শ্লোকমাহ]—'অরা' ইত্যাদিনা। রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (উক্তাঃ প্রাণাদ্যাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষেণ জন্মস্থিতিলয়েম্বপি স্থিতাঃ), বেদ্যম্ (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ]। [ভো শিষ্যাঃ!] যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুষ্মান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ)। ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ ॥

রথের নাভিরন্ধ্রে [সংস্থিত] অর (শলাকা)-সমূহের ন্যায় উক্ত কলাসমূহ, যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর ন্যায়] ব্যথিত না করিতে পারে ॥ ৬৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্য নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথেত্যর্থঃ। কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুরিশয়নাদ্বা বেদ জানীয়াৎ। যথা হে শিষ্যা বো যুষ্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু। ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না দুঃখিন এব যূয়ং স্থ। অতস্তন্মাভূদ্ যুষ্মাকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

রথচক্রেরই অঙ্গীয় 'অর' (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে —রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়-সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু 'পুরুষ' পদবাচ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ! যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৬৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৬৬ ॥৭

সরলার্থঃ

[প্রক্রান্তাং বিদ্যামুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাদি। [সঃ পিপ্পলাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহম্ এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্টং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদ্মি), অতঃ (অস্মাৎ) পরম্ (অধিকম্—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি॥

এখন প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—[পিপ্পলাদ ঋষি] তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৬৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তান্ এবমনুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিপ্পলাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ। নাতঃ অস্মাৎ পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম অবিদিতশেষাস্তিত্বাশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থঞ্চ ॥ ৬৬ ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি ; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই ; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কানিবৃত্তির জন্য এবং তাঁহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জন্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥ ৭ ॥

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ৮ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

তে (শিষ্যা ভারদ্বাজাদয়ঃ) তং (পিপ্পলাদম্) অর্চ্চয়ন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) [উবাচ] ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্য জনকঃ) ; যঃ [ত্বং] অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাৎ অজ্ঞানাৎ) পরম্ (অতীতং) পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ)। পরম ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকেভ্যঃ) নমঃ। [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং, আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মল্পদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত করাইতেছ। ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার। গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥ ৮ ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়ম-পশ্যন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ ? ইত্যুচ্যতে—অর্চ্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পাঞ্জলিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা। কিমূচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা

ব্রহ্মশরীরস্য বিদ্যয়া জনয়িতৃত্বাৎ নিত্যস্য অজরামরস্য অভয়স্য যত্বমেব অস্মাকম্ অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিদ্যামহোদধেঃ বিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্ ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যুপপন্নমিতরস্মাৎ। ইতরোঽপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্ আত্যন্তিকাভয়দাতুরিত্যভিপ্রায়ঃ। নমঃ পরমঋষিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যঃ। নমঃ পরমঋষিভ্য ইতি দ্বির্বচনমাদরার্থম্ ॥ ৬৭ ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ-প্রশ্ন-ভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণপ্রশ্নোপনিষ-
ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা; কারণ, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক। যে তুমি আমাদিগকে বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা,মরণ, রোগ ও দুঃখাদিরূপ জলজন্তুপূর্ণ অবিদ্যা-সাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের ন্যায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছ। অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃত্ব সম্যক্ উপপন্ন বা সুসঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি আত্যন্তিক অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব

সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার। আদরার্থ নমস্কারের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শান্তি-পাঠঃ

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ *

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি-পাঠ

হে দেবগণ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও স্তুতিপরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থশরীরে দেবহিতকর যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ ০ ॥

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার বি, এ,

দেব-সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৪৪।

মূল্য—১৲ টাকা।

বর্ণানুক্রমে মন্ত্রসূচী

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর অপর কোনও বস্তুর সাহায্য না লইয়াই স্বীয় শক্তিবলে আকাশাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টির পর স্বাত্মোপলব্ধির জন্য নিজেই প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলেন ; প্রবেশ করিয়া তিনি 'ইদং ব্রহ্মাস্মি' রূপে যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনিই সর্ব্বশরীরে এক অদ্বিতীয় আত্মা, তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই। এই সমুদয় বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়-সূচী সমাপ্ত।

ঐতরেয়োপনিষদ্

—ঌ※ঌ—

শান্তিপাঠঃ

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবি-
রাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ।
অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।
তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথ শান্তিমন্ত্রার্থঃ। [অস্মিন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃত্তস্য] মে (মম) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনোবৃত্ত্যনুগুণত্বেন অবস্থিতা) [ভবতু]। তথা মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতং [ভবতু], (উপনিষৎপাঠে, তদর্থাবধারণে চ মম বাঙ্‌মনসে পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রে ভবতাম্ ইতি ভাবঃ)।

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্যম্); হে আবিঃ (চৈতন্যরূপিন্ আত্মন্) [ত্বং] মে (মদর্থং) আবীঃ (আবিঃ—আবির্ভূতম্) এধি (ভব)। [হে বাঙ্‌মনসে] [যুবাম্] মে (মদর্থং) বেদস্য আণী (আনয়ন-সমর্থে) স্থঃ (ভবতম্)। [হে মনঃ, ত্বং], মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং তদর্থজাতঞ্চ) মা প্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ—তন্মে বিস্মৃতং মা ভূদিত্যর্থঃ)। অনেন অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্থেন চ, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ (দিবারাত্রং) সন্দধামি (সংযোজয়ামি, অধ্যয়নেনৈব দিবারাত্রম্ অতিবাহয়েয়ম্)। ঋতং (বাচিকং সত্যং) বদিষ্যামি ; সত্যং (মানসং সত্যং) বদিষ্যামি (পাঠকালে মনসা সত্যমর্থং সঙ্কল্প্য বাচাপি তথৈব অভিলপামি ইতি ভাবঃ)। তৎ (ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ম) মাং (শিষ্যং) অবতু (মমাধ্যয়নবিঘ্নং বিনিহন্তু); তথা তৎ (ব্রহ্ম) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্য্যং) অবতু (প্রবোধনসামর্থ্য-দানেন

পালয়তু)। [পুনরপি ফলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে—] মাম্ অবতু (মমাজ্ঞানবিলাসঃ নশ্যতু ইতি ভাবঃ); তথা বক্তারম্ (আচার্য্যমপি) অবতু (আচার্য্যস্যাপি বিদ্যাসম্প্রদানতঃ পরিতোষঃ সম্ভবতু)। ['অবতু বক্তারম্' ইতি পুনরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা] ॥১॥

মূলানুবাদ। [উপনিষৎপাঠকালে] আমার বাগিন্দ্রিয় মনে অবস্থিত হউক, আমার মনও বাগিন্দ্রিয়ে সঙ্গত হউক, অর্থাৎ আমার বাক্য ও মন পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকটিত হও। হে বাক্য ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ যেন বিস্মৃত না হয়; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিবারাত্রকে সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি সত্য কথা বলিব; আমি সত্য চিন্তা করিব; আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন; তিনি বক্তাকে—আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন।

[এই শান্তি-মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের দ্বিরুক্তি করিতে হয়; এইজন্য 'অবতু বক্তারম্' বাক্যটি দুইবার পঠিত হইয়াছে] ॥

ঋগ্‌ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থা

ঐতরেয়োপনিষদ্‌

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

(প্রথমাধ্যায়ে—প্রথমঃ খণ্ডঃ)

আভাষভাষ্যম্‌।—ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপর-ব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিরুক্থবিজ্ঞানদ্বারে-ণোপসংহৃতা। এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্‌। এষ একো দেবঃ। এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ। এতস্য প্রাণস্যাত্মভাবং গচ্ছন্‌ দেবতা অপ্যেতীত্যুক্তম্‌। সোঽয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ; এষ মোক্ষঃ। স চায়ং যথোক্তেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাপ্তব্যঃ, নাতঃ পরমস্তীত্যেকে প্রতিপন্নাঃ। তান্‌ নিরাচিকীর্ষুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্‌ "আত্মা বা ইদম্‌" ইত্যাদ্যাহ ॥ ১

কথং পুনরকর্ম্মসম্বন্ধি-কেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রন্থ ইতি গম্যতে? অন্যার্থানবগমাৎ। তথাচ পূর্ব্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং সংসারিত্বং দর্শয়িষ্যতি অশনায়াদিদোষবত্ত্বেন "তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ" ইত্যাদিনা। অশনায়া-দিমৎ সর্ব্বং সংসার এব, পরস্য তু ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। ভবত্বেবং কেবলাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্‌, ন ত্বত্রাকর্ম্মিত্বোবাধিক্রিয়তে; বিশেষাশ্রবণাৎ। অকর্ম্মিণ আশ্রম্যন্তরস্যেহাশ্রবণাৎ। কর্ম্ম চ বৃহতীসহস্রলক্ষণং প্রস্তুত্য অনন্তর-মেবাত্মজ্ঞানং প্রারভ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মৈবাধিক্রিয়তে ॥২

ন চ কর্ম্মাসম্বন্ধ্যাত্মবিজ্ঞানং, পূর্ব্ববদন্তে উপসংহারাৎ। যথা কর্ম্মসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্য সূর্য্যাত্মনঃ স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বমুক্তং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ চ "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদিনা, তথৈব "এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্রঃ" ইত্যাদ্যুপক্রম্য সর্ব্ব-প্রাণ্যাত্মত্বম্‌। "যচ্চ স্থাবরং, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্‌" ইত্যুপসংহরিষ্যতি। তথাচ

সংহিতোপনিষদি "এতং হ্যেব বহ্বৃচো মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে" ইত্যাদিনা কর্ম্মসম্বন্ধিত্বমুক্ত্বা "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইত্যুপসংহরতি। তথা তস্যৈব "যোঽয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যুক্তস্য "যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ" ইত্যেকত্বমুক্তম্; ইহাপি "কোঽয়মাত্মা" ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মত্বমেব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকর্ম্মসম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানম্॥৩

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ—"প্রাণো বা অহমস্ম্যৃষে" ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন "সূর্য্য আত্মা" ইতি চ মন্ত্রেণ নির্ধারিতস্যাত্মন "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদিব্রাহ্মণেন "কোঽয়মাত্মা" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং পুনর্নির্দ্ধারণং পুনরুক্তমনর্থকমিতি চেৎ; ন, তস্যৈব ধর্ম্মান্তরবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বান্ন পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তস্যৈব কর্ম্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতি-সংহারাদিধর্ম্মবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বাৎ কেবলোপাস্ত্যর্থত্বাদ্বা; অথবা, আত্মেত্যাদিঃ পরো গ্রন্থসন্দর্ভ আত্মনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণোঽন্যত্রো-পাসনাপ্রাপ্তৌ কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোঽপ্যাত্মোপাস্য ইত্যেবমর্থঃ। ভেদাভেদোপাস্যত্বাচ্চ "এক এবাত্মা" কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকর্ম্মকালে অভেদেনাপ্যুপাস্য ইত্যেবমপুনরুক্ততা॥৪

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽ-মৃতমশ্নুতে" ইতি, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি চ বাজিনাম্। ন চ বর্ষশতাৎ পরম্ আয়ুর্ম্মর্ত্ত্যানাং যেন কর্ম্মপরিত্যাগেনাত্মান-মুপাসীত। দর্শিতঞ্চ "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি ভবন্তি" ইতি। বর্ষ-শতঞ্চায়ুঃ কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ মন্ত্রঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদিঃ; তথা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদ্যাশ্চ; "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" ইতি চ। ঋণত্রয়শ্রুতেশ্চ। তত্র হি পারি-ব্রাজ্যাদিশাস্ত্রং "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতিপরোঽর্থবাদোঽন-ধিকৃতার্থো বা॥৫

ন, পরমার্থাত্মবিজ্ঞানে ফলাদর্শনে ক্রিয়ানুপপত্তেঃ—যদুক্তং কর্ম্মিণ এব চাত্মজ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধি চেত্যাদি, তন্ন; পরং হ্যাপ্তকামং সর্ব্বসংসারদোষবর্জ্জিতং ব্রহ্মাহমস্মীত্যাত্মত্বেন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্ত্তব্যেন বা প্রয়োজনম্ আত্মনোঽপশ্যতঃ ফলাদর্শনে ক্রিয়া নোপপদ্যতে। ফলাদর্শনেঽপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ; ন; নিয়োগাবিষয়াত্মদর্শনাৎ। ইষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগং বাত্মনঃ প্রয়োজনং পশ্যন্ তদুপায়ার্থী যো ভবতি, স নিয়োগস্য বিষয়ো দৃষ্টো লোকে, ন তু তদ্বিপরীত-নিয়োগাবিষয়ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী। ব্রহ্মাত্মত্বদর্শ্যপি সন্ চেন্নিযুজ্যেত, নিয়োগাবিষয়ো-

২পি সন্ন কশ্চিৎ ন নিযুক্ত ইতি সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং প্রাপ্নোতি, তচ্চানিষ্টম্ ॥৬

ন চ স নিযোক্তুং শক্যতে কেনচিৎ; আম্নায়স্যাপি তৎপ্রভবত্বাৎ। ন হি স্ববিজ্ঞানোত্থেন বচসা স্বয়ং নিযুজ্যতে; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা ভৃত্যেন আম্নায়স্য নিত্যত্বে সতি স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃত্বসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন, উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্ব্বেণ সর্ব্বদা সর্ব্বমবিশিষ্টং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্তো দোষোঽপরিহার্য্য এব। তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়ত ইতি চেৎ—যথা কর্ম্মকর্ত্তব্যতা শাস্ত্রেণ কৃতা, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তস্যৈব কর্ম্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ; ন; বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ। ন হ্যেকস্মিন্ কৃতাকৃতসম্বন্ধিত্বং তদ্বিপরীতত্বঞ্চ বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্ণত্বমিবাগ্নেঃ ॥৭

ন চেষ্টযোগচিকীর্ষা আত্মনোঽনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শাস্ত্রকৃতা, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ। শাস্ত্রকৃতঞ্চেৎ, তদুভয়ং গোপালাদীনাং ন দৃশ্যেত, অশাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ তেষাম্। যদ্ধি স্বতোঽপ্রাপ্তং, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধয়িতব্যম্। তচ্চেৎ কৃত-কর্ত্তব্যতা-বিরোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতং, কথং তদ্বিরুদ্ধাং কর্ত্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েৎ শীততামিবাগ্নৌ, তম ইব চ ভানৌ? ন বোধয়ত্যেবেতি চেৎ; ন; "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি চোপসংহারাৎ। "তদাত্মানমেবাবেৎ তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপন্নস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্যাবাধ্যমানত্বান্নানুৎপন্নং ভ্রান্তং বেতি শক্যং বক্তুম্ ॥৮

ত্যাগেঽপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; "নাকৃতেনেহ কশ্চন" ইতি স্মৃতেঃ—য আহুর্ব্বিদিত্বা ব্রহ্ম ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাৎ ইতি; তেষামপ্যেষ সমানো দোষঃ প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ; ন, অক্রিয়ামাত্রত্বাদ্ব্যুত্থানস্য। অবিদ্যানিমিত্তো হি প্রয়োজনস্য ভাবঃ, ন বস্তুধর্ম্মঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ; প্রয়োজন-তৃষ্ণয়া চ প্রের্য্যমাণস্য বাঙ্মনঃকায়ৈঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ; 'সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ' ইত্যাদিনা পুত্রবিত্তাদি পাঙ্ক্তলক্ষণং কাম্যমেবেতি উভে হ্যেতে সাধ্য-সাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাহ্মণেঽবধারণাৎ ॥৯

অবিদ্যাকামদোষনিমিত্তায়া বাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্ক্তলক্ষণায়া বিদুষোঽবিদ্যাদিদোষাভাবাদনুপপত্তেঃ ক্রিয়াভাবমাত্রং ব্যুত্থানম্, ন তু যাগাদিবদনুষ্ঠেয়রূপং ভাবাত্মকম্। তচ্চ বিদ্যাবৎপুরুষধর্ম্ম ইতি ন প্রয়োজনমন্বেষ্টব্যম্। ন হি তমসি প্রবৃত্তস্য উদিত আলোকে যদ্গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদ্যপতনম্, তৎ কিং-প্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্হম্ ॥১০

ব্যুত্থানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্তত্বান্ন চোদনার্হম্ ইতি। গার্হস্থ্যে চেৎ পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জাতম্, তত্রৈবাস্ত অকুর্ব্বত আসনং ন ততোঽন্যত্র গমনমিতি চেৎ; ন, কামপ্রযুক্তত্বাদ্গার্হস্থ্যস্য। "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি, "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুত্রবিত্তাদিসম্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্; ন হি ততোঽন্যত্র গমনং ব্যুত্থানমুচ্যতে। অতো ন গার্হস্থ্য এবাকুর্ব্বত আসনমুৎপন্নবিদ্যস্য। এতেন গুরুশুশ্রূষাতপসোরপ্যপ্রতিপত্তির্বিদুষঃ সিদ্ধা॥ ১১

অত্র কেচিদ্গৃহস্থা ভিক্ষাটনাদিভয়াৎ পরিভবাচ্চ ত্রস্যমানাঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতাং দর্শয়ন্ত উত্তরমাহুঃ—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মদর্শনাৎ দেহধারণমাত্রার্থিনো গৃহস্থস্যাপি সাধ্যসাধনৈষণোভয়বিনির্ম্মুক্তস্য দেহমাত্রধারণার্থমশনাচ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাস্বাসনমিতি; ন স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্য কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। স্বগৃহবিশেষাপরিগ্রহাভাবে চ শরীরধারণমাত্রপ্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেঽর্থাদ্ভিক্ষুত্বমেব। শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথা নিয়মো ভিক্ষোঃ শৌচাদৌ চ, তথা গৃহিণোঽপি বিদুষোঽকামিনোঽস্ত নিত্যকর্ম্মসু নিয়মেন প্রবৃত্তির্যাবজ্জীবাদিশ্রুতিনিযুক্তত্বাৎ প্রত্যবায়পরিহারায়েতি। এতন্নিয়োগাবিষয়ত্বেন বিদুষঃ প্রত্যুক্তমশক্যনিয়োজ্যত্বাচ্চেতি॥ ১২

যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চেৎ; ন, অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনার্থবত্ত্বাৎ। যত্তু ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তেনিয়তত্বম্, তৎ প্রবৃত্তের্ন প্রযোজকম্। আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগমবন্নান্যপ্রয়োজনার্থত্বমবগম্যতে। ন চাগ্নিহোত্রাদীনাং তদ্বদর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়তত্বোপপত্তিঃ। ১৩

অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোঽপি প্রয়োজনাভাবেঽনুপপন্ন এবেতি চেৎ; ন। তন্নিয়মস্য পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধত্বাত্তদতিক্রমে যত্নগৌরবাদর্থপ্রাপ্তস্য ব্যুত্থানস্য পুনর্ব্বচনাদ্বিদুষো মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিদুষাপি মুমুক্ষুণা পারিব্রাজ্যং কর্ত্তব্যমেব; তথা চ "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্; শমদমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষ্বনুপপত্তেঃ। "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইতি চ শ্বেতাশ্বতরে বিজ্ঞায়তে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি চ কৈবল্যশ্রুতিঃ। "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" ইতি চ ব্রহ্মচর্য্যাদিবিদ্যাসাধনানাঞ্চ সাকল্যেনাত্যাশ্রমিষূপপত্তের্গার্হস্থ্যেঽসম্ভবাৎ। ১৫

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কস্যচিদর্থস্য সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপ-

যোগীনি চ গার্হস্থ্যাশ্রমকর্ম্মাণি, তেষাং পরমফলমুপসংহৃতং দেবতাপ্যয়লক্ষণং সংসারবিষয়মেব। যদি কর্ম্মিণ এব পরমাত্মবিজ্ঞানমভবিষ্যৎ, সংসারবিষয়স্যৈব ফলস্যোপসংহারো নোপাপৎস্যত। অঙ্গফলং তদিতি চেৎ; ন, তদ্বিরোধ্যাত্মবস্তুবিষয়ত্বাদাত্মবিদ্যায়াঃ। নিরাকৃতসর্ব্বনামরূপকর্ম্ম-পরমার্থাত্মবস্তু-বিষয়মাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্। গুণফলসম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ব্ববিশেষাত্মবস্তুবিষয়ত্বং জ্ঞানস্য ন প্রাপ্নোতি; তচ্চানিষ্টম্, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যধিকৃত্য ক্রিয়া-কারক-ফলাদিসর্ব্বব্যবহারনিরাকরণাদ্বিদুষঃ; তদ্বিপরীতস্যাবিদুষঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যুক্ত্বা ক্রিয়াকারকফলরূপস্য সংসারস্য দর্শিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে। তথেহাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদিমদ্বস্ত্বাত্মকম্, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্ব্বাত্মকবস্তুবিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বায় বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে। ১৬

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিদুষ এব মনুষ্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদুষঃ; "সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব" ইত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিদুষশ্চ ঋণপ্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" ইত্যাদিনা। তথা "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ" ইত্যাদি, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ" ইতি চ কৌষীতকিনাম্। ১৭

অবিদুষস্তর্হি ঋণানপাকরণে পারিব্রাজ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রাগ্‌গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঋর্ণিত্বাসম্ভবাৎ; অধিকারানারূঢ়োঽপি ঋণী চেৎ স্যাৎ, সর্ব্বস্য ঋণিত্বমিত্যনিষ্টং প্রসজ্যেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি "গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি আত্মদর্শনোপায়সাধনত্বেনৈষ্যত এব পারিব্রাজ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুমুক্ষুবিষয়ে কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যে চ কেষাঞ্চিদ্ দ্বাদশরাত্রমগ্নিহোত্রং হুত্বা তত ঊর্দ্ধং পরিত্যাগঃ শ্রূয়তে। ১৮

যত্ত্বনধিকৃতানাং পারিব্রাজ্যমিতি; তন্ন, তেষাং পৃথগেব "উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা" ইত্যাদিশ্রবণাৎ সর্ব্বস্মৃতিষু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ, সমুচ্চয়শ্চ। যত্তু বিদুষোঽর্থপ্রাপ্তং ব্যুত্থানমিত্যশাস্ত্রার্থত্বে, গৃহে বনে বা তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি; তদসৎ; ব্যুত্থানস্যৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নান্যত্রাবস্থানং স্যাৎ। অন্যত্রাবস্থানস্য কামকর্ম্মপ্রযুক্তত্বং হ্যবোচাম; তদভাবমাত্রং ব্যুত্থানমিতি চ। ১৯

যথাকামিত্বন্তু বিদুষোঽত্যন্তমপ্রাপ্তম্ অত্যন্তমূঢ়বিষয়ত্বেনাবগমাৎ। তথা শাস্ত্রবিহিতমপি কর্ম্মাত্মবিদোঽপ্রাপ্তং গুরুভারতয়াবগম্যতে; কিমুতা-ত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বম্? ন হ্যুন্মাদতিমিরদৃষ্ট্যুপলব্ধং বস্তু তদপগমেঽপি তথৈব স্যাৎ, উন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদেব তস্য। তস্মা-দাত্মবিদো ব্যুত্থানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্বম্, ন চান্যৎ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ সিদ্ধম। ২০

যত্তু "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" ইতি ন বিদ্যাবতো বিদ্যয়া সহাবিদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যয়মর্থঃ; কস্তর্হি? একস্মিন্ পুরুষে এতে ন সহ সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ; যথা শুক্তিকায়াং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্য। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা" ইতি হি কাঠকে। তস্মান্ন বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াঃ সম্ভবোঽস্তি। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরূপাসনাদি চ কর্ম্মবিদ্যাত্মকত্বাদ-বিদ্যোচ্যতে; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততো নিষ্কাম-স্ত্যক্তৈষণো ব্রহ্মবিদ্যয়ামৃতত্বমশ্নুত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। ২১

যত্তু পুরুষায়ুঃ সর্ব্বং কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি, তদবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন পরিহৃতম্, ইতরথাঽসম্ভবাৎ। যত্তু বক্ষ্যমাণ-মপি পূর্ব্বোক্ত-তুল্যত্বাৎ কর্ম্মণা অবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষাত্ম-বিষয়তয়া প্রত্যুক্তম্; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িষ্যামঃ। অতঃ কেবলনিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। অপর ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা-বিজ্ঞা-নের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাহা পরা গতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাহাও উক্থ-বিজ্ঞানের নিরূপণপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই 'সত্য' ব্রহ্ম, যাহার নাম প্রাণ, ইনিই (প্রাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা, অপর দেবতাগণ এই দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরূপ, যে লোক এই প্রাণাত্মভাব লাভ করেন, তিনিই দেবতাকে প্রাপ্ত হন (প্রাণ-স্বরূপ হন), এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে। এই যে, প্রাণ দেবতাতে বিলয় বা একীভাবপ্রাপ্তি, ইহাই জীবনের পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত এই মোক্ষ ফলটী, এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা পাইতে হইবে; ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই; যাহারা এই প্রকার বিকৃত

জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের ভ্রান্তিনিরাসের অভিপ্রায়ে অতঃপর কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্য 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—। ১

ভাল, পরবর্ত্তী গ্রন্থ যে কর্ম্মসম্পর্কশূন্য কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ আরব্ধ হইতেছে, তাহা জানা যায় কিরূপে ? [উত্তর—] যেহেতু উহার অন্য প্রকার অর্থ বা উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না ; বিশেষতঃ "তম্ অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ" ইত্যাদি বাক্যে অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন করিবেন। 'পর-ব্রহ্ম ক্ষুধা-পিপাসার অতীত' এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গত। ভাল, কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হয় হউক, তথাপি একমাত্র কর্ম্মত্যাগী লোকই যে ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই ; অর্থাৎ কর্ম্মহীন অপর আশ্রমীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা ত এখানে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও 'বৃহতীসহস্র' নামক কর্ম্মের অবতারণা করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই আত্মজ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্মী পুরুষই এই আত্ম-বিদ্যায় অধিকারী (কর্ম্মত্যাগী নহে)। ২

আর কর্ম্মের সহিত যে আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কর্ম্মকাণ্ডের শেষেই [আত্মজ্ঞানের] উপসংহার করা হইয়াছে ; [আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ উপসংহার করা সঙ্গত হইত না]। পূর্ব্বে যেমন, সূর্য্যাত্মভাবাপন্ন কর্ম্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেই প্রকারই 'ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপক্রমের পর [উপাসককে] সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরেও, 'যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহা প্রজ্ঞানেত্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিচালিত' এই বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইবে। এইরূপ ঐতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও ঋগ্বেদী পণ্ডিতগণ ইহাকেই মহা-উক্‌থে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধিতা প্রতি-পাদন করিয়া, পরে আবার, 'ইহাকেই সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' এইরূপে বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই প্রকার 'এই যে শরীরসম্বন্ধহীন প্রজ্ঞাত্মা'—এই বাক্যে [পূর্ব্বে যাহার কথা উক্ত হইয়াছে], তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ 'এবং ঐ যে আদিত্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত্ব বা অভিন্নভাব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'এই আত্মা বস্তুটী কি?'—এইরূপে প্রশ্ন করিয়া 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ' বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্মভাব প্রদর্শন করিবেন। অতএব এই আত্মবিদ্যা কখনই কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না। ৩

যদি বল, আত্মবিদ্যা কর্ম্মসম্বদ্ধ হইলে, তাহা ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; [এখানে তাহার] পুনরুক্তি করা নিরর্থক হইয়া পড়ে? অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাণস্বরূপে আমি স্পর্শ করিয়াছি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'সূর্য্যই [স্থাবর-জঙ্গমের] আত্মা' ইত্যাদি মন্ত্রে, যে আত্মা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখানে আবার "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যে যদি "কোঽয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি প্রশ্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই আত্মারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত; কিন্তু এখানে সেরূপ পুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। উত্তর এই যে—না, তাহা নিরর্থক পুনরুক্তি নহে; কেন না, পূর্ব্বে যে আত্মার সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্ম্ম গুলির নির্দ্ধারণার্থ পুনরুক্তি করা হইয়াছে; সুতরাং এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। কি প্রকার? পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসম্বন্ধী আত্মারই যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি আরও ধর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের নির্দ্ধারণের নিমিত্ত, কিংবা কেবলই আত্মোপাসনার নিরূপণার্থ প্রকরণ আরব্ধ হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখন কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট, তখন কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গরূপে বিহিত উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর হইতে পারে না; এমত অবস্থায়, কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়া কর্ম্মসম্বন্ধশূন্যরূপেও যে আত্মার উপাসনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিতে পারা যায় (১)। বিশেষতঃ ভেদাভেদরূপে উপাস্য বলিয়াও উল্লিখিত দোষ ঘটিতে

(১) তাৎপর্য্য—এখানে উপাসনায় এই প্রকার দুইটী বিভাগ বুঝিতে হইবে, এক শুদ্ধোপাসনা, অপর কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আত্মার উপাসনা, তাহা শুদ্ধোপাসনা, আর যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যে উপাসনা, তাহা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা।

পারে না,—একই আত্মা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষয় হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আরাধনীয় হয়, আবার সেই আত্মাই অভিন্নভাবেও—'অহং' রূপেও উপাস্য হইয়া থাকে ; এই কারণেও পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। ৪

[অতঃপর কর্ম্মত্যাগপক্ষে শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] বাজসনেয়ি উপনিষদে কথিত আছে—'যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কে একসঙ্গে অবগত হন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং অবশেষে বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।' 'ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে।' একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে না, যে, শত বৎসর কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মার উপাসনা করিবে। অন্যত্র প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, 'পুরুষের আয়ুষ্কালের দিবস সংখ্যা তত সহস্র অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০০) হইয়া থাকে' (২)। সেই একশত বৎসর আয়ুর সময় ত কর্ম্ম দ্বারাই অধিকৃত রহিল। একশত বৎসর যে কর্ম্ম করিতেই হইবে, তদ্বিষয়ে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য, এবং 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' যাবজ্জীবন দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে' ইত্যাদি

'কর্ম্মাঙ্গ' উপাসনা আবার দুইপ্রকার ; এক কর্ম্মাঙ্গ বস্তুর অবয়বে উপাসনা, যেমন—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বে 'উষা' প্রভৃতি কাল-চিন্তা। দ্বিতীয়—কর্ম্মোপযোগী স্তবস্তোত্রাদিতে বিভিন্নপ্রকার চিন্তা ; যেমন—ছান্দোগ্যোপনিষদে বিহিত 'উক্‌থ' ও উদ্‌গীথাদি চিন্তা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্ম্মসংসৃষ্ট, তখন কোনরূপ বিহিত কর্ম্মের সহযোগেই তাহার উপাসনা হইতে পারে, কর্ম্মসম্পর্ক ছাড়া কেবল আত্মার উপাসনা কখনই হইতে পারে না। 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি বাক্য সেই আশঙ্কানিবারণপূর্ব্বক বলিয়া দিতেছে যে, কর্ম্মপ্রকরণ শেষ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে যখন এখানে আত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল আত্মার উপাসনা করিতে পারা যায়, এবং এখানে তাহাই কর্ত্তব্য।

(২) তাৎপর্য্য—এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই 'বৃহতীসহস্র' নামক একটী শস্ত্রের (স্তোত্রের) উল্লেখ আছে। তাহার অক্ষর-সংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি" অর্থাৎ উক্ত বৃহতীসহস্রস্তোত্রের অক্ষর-সংখ্যা যেমন ছয়ত্রিশ হাজার ; মনুষ্যের আয়ুর দিন-সংখ্যাও সেই পরিমাণ অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া তাহার তিনশত ষাট্‌দিনে যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে 'সাবন' বৎসর বলে। এই সাবন বৎসর ধরিয়াই আয়ুর্গণনা করা হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর হইলেই তাহার দিনসংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার হইতে পারে, কিন্তু ন্যূনাধিক হইলে তাহা হইতে পারে না। মনুষ্যের যে একশত বৎসর আয়ু, ইহা সাধারণ নিয়মমাত্র।

বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও আছে—'সেই পুরুষকে যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবে' ইত্যাদি। ঋণত্রয়বোধক শ্রুতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। তবে যে সন্ন্যাসবিধায়ক 'এষণাত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্তুতিমাত্র; অথবা যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকৃত—অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসবিধায়ক শাস্ত্র, কিন্তু কর্ম্মক্ষমদিগের সন্ন্যাসবোধক নহে। ৫

[অতঃপর ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে,] না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না; সুতরাং তন্নিমিত্ত ক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত এবং কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্টও বটে ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'আমি হইতেছি—আপ্তকাম সংসারের সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ,' এই প্রকার আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পর, সে ব্যক্তি কৃত বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যে লোক ক্রিয়াতে কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় না। যদি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, সে যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিষয়ীভূত নহে। যে লোক ইষ্টলাভ ও অনিষ্টের অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তদুপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার লোককেই জগতে নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তদ্বিপরীত—নিয়োগের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষকে নিয়োগের বিষয় হইতে কখনও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত

(৩) তাৎপর্য্য—শ্রুতি বলিয়াছেন—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবা জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়ই তিনটী ঋণ (দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ) লইয়া জন্ম ধারণ করেন ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" অর্থাৎ দেব-ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ-ঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মুক্তিপথে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষপথে মন দিলে সে অধোগামী হয়।

বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ত নিয়োগের অবিষয় অর্থাৎ অনিযোজ্য হইলেও, কোন ব্যক্তিকেই 'অনিযুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; সুতরাং সকলকেই নিযুক্ত মনে করিতে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে; তাহা ত কাহারও অভিলষিত নহে। ৬

বিশেষতঃ তাদৃশ আত্মাকে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পারে না; কেন না, নিয়োগকর্ত্তা স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্রূপ আত্মা হইতেই) সমুৎপন্ন; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বেদবাক্য কখনই আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভৃত্য কখনই বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদি বল, বেদ যখন (নিত্য, কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ পক্ষে, যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তাহা হইলেও, বিহিত কর্ম্মমাত্রই যে তুল্যরূপে সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, পূর্ব্বে যে এই দোষ উক্ত হইয়াছে, সে দোষের ত নিশ্চয়ই পরিহার হইল না। যদি বল, ঐরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা ত শাস্ত্র দ্বারাই বিহিত, অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, তেমনই কর্ম্মী পুরুষের জন্য আত্মজ্ঞানেরও বিধান করিয়াছেন; [সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দোষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থবোধক হইতে পারে না; কেন না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতাকৃত-সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে পারে না,—যেমন অগ্নির শীতোষ্ণভাবের উপদেশ।৭

বিশেষতঃ আত্মার যে অভীষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা হয়, তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমুৎপাদিত নহে; [উহা স্বাভাবিক]; যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা যদি শাস্ত্রজনিতই হইত, তাহা হইলে [শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত] গোপালকদিগের সম্বন্ধে উহা কখনই দৃষ্ট হইত না; কারণ, তাহারা ত শাস্ত্রজ্ঞ নহে। [প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত নয়, (উপদেশ-সাপেক্ষ), শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দিবে। অতএব শাস্ত্র যদি কর্ত্তব্যতার বিরোধী আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রই আবার তদ্বিরোধী—অগ্নিতে শীতলতা ও সূর্য্যে অন্ধকারের সদ্ভাব প্রতিপাদনের ন্যায় কর্ত্তব্যতা (কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা) প্রতিপাদন করিবে কি

প্রকারে? যদি বল, শাস্ত্র নিশ্চয়ই যে ঐরূপ বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করিতেছে, না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত—'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ', 'তাহাই আমার আত্মা, এইরূপে জানিবে' ইত্যাদি। 'সেই আত্মাকেই জানিবে', 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয় বেদান্তবাক্য সমূহের ঐরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ একবার উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসত্য রূপে অবধারিত হয় না, তখন ঐরূপ জ্ঞান যে উৎপন্ন হয় না, অথবা ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায় না। ৮

যদি বল, [আত্মজ্ঞের প্রয়োজন নাই বলিয়া যেরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অসম্ভব, তদ্রূপ] কর্ম্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং অপ্রবৃত্তির কারণ উভয় পক্ষেই তুল্য। কারণ, স্মৃতিতে (ভগবদ্গীতায় উক্ত) আছে—'কর্ম্ম-ত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নাই'। অতএব যাহারা বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্যুত্থানই করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ তুল্যই রহিয়াছে; না, সেকথা বলিতে পার না; কারণ, 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—অক্রিয়া—ক্রিয়ানিবৃত্তিমাত্র (কিন্তু কোন প্রকার অনুষ্ঠান নহে)। তাহার পর, প্রয়োজনের যে সদ্ভাববোধ, তাহাও অবিদ্যারই ফল, উহা কখনই বস্তুধর্ম্ম বা বস্তুস্বভাব নহে; কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ লোকেরই কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে—'সেই আদি পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে অবধারিত হইয়াছে যে, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত (১) কর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই কাম্য কর্ম্ম। এষণা বা কামনা কেবল দুইপ্রকার; এক সাধ্য—ফলবিষয়ক, অপর সাধন-বিষয়ক ইত্যাদি। ৯

আত্মজ্ঞ পুরুষের অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অবিদ্যা ও কামাদিদোষপ্রসূত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম—বাক্‌ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি,

(১) তাৎপর্য্য—'বাজসনেয়ি' শব্দে এখানে 'বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ও যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'পাঙক্ত' কথার বিবরণ রহিয়াছে। পাঁচটী বিষয়ের যোগ থাকায় কাম্য 'বিষয়কে' পাঙ্‌ক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই পাঁচটী বিষয় এই—(১) জায়া, (২) পুত্র, (৩) দৈববিত্ত, (৪) মানুষবিত্ত ও (৫) কর্ম্ম, এই পাঁচটীর সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই নাম পাঙ্‌ক্ত। এইরূপে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই 'পাঙ্‌ক্ত' মধ্যে পরিগণিত।

কখনই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সেই কারণেই 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—শুদ্ধ ক্রিয়ার অভাবমাত্র, কিন্তু যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ (বস্তু) নহে। উক্ত ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ ব্যুত্থান হইতেছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অতএব তাহার জন্য অন্য কোনরূপ প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে গমনকারী ব্যক্তির আলোক লাভ হইলে যে গর্ত্ত, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে পতন হয় না, তাহাতেও কি 'কেন পতন হয় না' এই প্রশ্ন উঠিতে পারে?১০

ভাল কথা, ব্যুত্থান যদি স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে ত বিধিও আবশ্যক হয় না; অথচ ব্যুত্থানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমেই যাহার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার গৃহস্থাশ্রমেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করা উচিত, অন্যত্র (সন্ন্যাসে) যাইবার প্রয়োজন কি? একথা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন), অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কামনা আছে, তাহার পক্ষেই গার্হস্থ্যাশ্রম বিধেয়, নিষ্কামের পক্ষে নহে। 'এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয়' 'কেবল এই দুই প্রকারই এষণা' এইরূপ অবধারণা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কামনাপ্রযুক্ত যে পুত্র-বিত্তাদির সম্বন্ধ (আমার পুত্র, আমার বিত্ত ইত্যাকার বোধ), তাহার অভাবই 'ব্যুত্থান'; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনকে 'ব্যুত্থান' বলা হয় নাই। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় না। একথা দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে যে গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যার অনুপপত্তি, তাহাও বলা হইল।১১

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্ন্যাসে ভিক্ষাচর্য্যাদি-ক্লেশের ভয়ে এবং পরকৃত অবজ্ঞাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, আপনাদের সূক্ষ্মদর্শিতা (বিচারনৈপুণ্য) প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়া থাকেন যে,—সন্ন্যাসীর যখন দেহধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচর্য্যাদির নিয়ম প্রতিপালন দৃষ্ট হয়, তখন কেবল দেহধারণমাত্র যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক 'এষণা' পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দেহরক্ষার নিমিত্ত ভোজন ও আচ্ছাদনমাত্র উপজীব্য করিয়া গৃহেই অবস্থান করা উচিত; গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের কোন প্রয়োজন নাই। না, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, এ কথার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

নিজের গৃহবিশেষে যে বাস করা, তাহাও কামনারই ফল; সুতরাং তাহার পক্ষে নিজের গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিজের বলিয়া কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া যদি কেবলই দেহধারণের উদ্দেশ্যে ভোজন ও আচ্ছাদনের অন্বেষণ করে, এবং 'আমার' বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার ভিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। ভিক্ষুর যেরূপ শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি কার্য্যে ও শৌচাচার পরিপালনে নিয়ম (আবশ্যকতা) আছে, নিষ্কাম বিদ্বান গৃহীরও তদ্রূপ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে' ইত্যাদি শ্রৌত বিধান বলে, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় নয় বলিয়াই ক্রিয়াতে নিযোজ্য হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা প্রত্যাখ্যাতই হইতেছে।১২

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যানুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে? না—নিরর্থক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন লোক-দিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত বিধির সার্থকতা রহিয়াছে। ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) যে কেবল শরীর রক্ষার জন্য প্রবৃত্তি। (ভিক্ষাচর্য্যাদির) নিয়ম, তাহাও তাহার প্রবৃত্তির (কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রযোজক নহে। জল দ্বারা আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভিক্ষুর নিয়ম-প্রতিপালনও ঠিক তদ্রূপ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন বুঝা যায় না। যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা-শান্তির ন্যায় প্রবৃত্তির নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ ফলদ্বারা স্বীকৃত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে।১৩

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রয়োজন না থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলবলে লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না। না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ তাদৃশ নিয়ম পালনে যে তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধকদশায় তাঁহাকে ঐ সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে এতই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত নিয়মগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হয়; তৃতীয়তঃ বিনা উপদেশেই ব্যুত্থানের (সমাধিভঙ্গের) প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যুত্থানের জন্য পুনরুপদেশ করা হইয়াছে। এই সমুদয় কারণেই জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা উপপন্ন হইতেছে।১৪

বিশেষতঃ যাহার হৃদয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও যে তাহাকে অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে 'শান্ত (শমগুণান্বিত) ও দান্ত (দমগুণান্বিত) হইয়া—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। আত্ম-দর্শনের উপায়ভূত শমাদি গুণ লাভ করা অন্য আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও হয় না। তাহার পর 'পরম পবিত্র এবং ঋষিসমূহকর্ত্তৃক সেবিত আত্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন', উক্ত 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদেও এই তত্ত্বই জানা যাইতেছে। কৈবল্যোপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—'কোন কোন ঋষি—কর্ম্ম দ্বারা নহে, প্রজা দ্বারা নহে, ধন দ্বারা নহে, একমাত্র সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও রহিয়াছে—'জ্ঞানোদয়ের পর নৈষ্কর্ম্ম্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে' ইত্যাদি, এবং 'ব্রহ্মাশ্রমপদে (সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিবে' ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় বিদ্যা-সাধন বিদ্যমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীতেই সে গুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যে সেগুলির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইতে পারে না।১৫

আর সাধনসম্পত্তি অপূর্ণ থাকিলে, তাহা কোন প্রয়োজন সাধনেই সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় যে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে বিহিত, উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, সে সমুদয় কর্ম্মেরও শেষ ফল হইতেছে—দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সুতরাং উহাও সংসারেরই অন্তঃপাতী। যদি কেবল কর্ম্মীর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই সংসারান্তর্গত ফলের উপসংহার করা সঙ্গত হইত না। যদি বল, উহা (দেবতা-লয়) অঙ্গফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে, তাহা কর্ম্মের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল মাত্র। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবস্তু; [সুতরাং উহা-দের মধ্যে গৌণ-মুখ্যভাব হইতেই পারে না]। যাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার নাম, রূপ ও কর্ম্মসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেষতঃ অঙ্গফলের সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, নির্ব্বিশেষ আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভবই হইতে পারে না; তাহাও ত তোমার অভীষ্ট নহে। কারণ, 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর সম্বন্ধে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই

প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; এবং তদ্বিপরীত অবিদ্বানের সম্বন্ধে আবার 'যে অবস্থায় যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়' ইত্যাদি বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি সমস্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেও ঠিক সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সংযুক্ত সংসারবিষয়ক দেবতাপ্যয় (দেবতাতে লয়রূপ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব—এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে।১৬

তাহার পর, পূর্ব্বে যে ঋণত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অজ্ঞ লোকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইতে পারে না ; কারণ, 'পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুত্রাদিকে সাধনরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যিনি জ্ঞানী আত্ম-লোকপ্রার্থী, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব?' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋণত্রয় জ্ঞানীর পক্ষে কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে—'যাবতীয় বিদ্বান্ ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই প্রাচীন জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র হোম করিতেন না' ইত্যাদি।১৭

ভাল কথা, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান্ লোক যতকাল ঋণ-ত্রয় হইতে বিমুক্ত না হয়, তত কাল ত তাহার আর পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণ হইতেই পারে না। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কেন না, কোন লোকই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বনই ঋণ-সম্বন্ধের কারণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ না করিয়াও ঋণগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ত নির্ব্বিশেষে সকলকেই ঋণী হইতে হয় ; এরূপ হইলে ত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার পর 'গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক শেষে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে লোক গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষেও আত্মদর্শনের উপায়রূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করা অভীষ্টই বটে। আর যে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাবিহীন অমুমুক্ষুর সম্বন্ধেই তাহা সার্থক হইতে পারে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কোন কোন শাখাধ্যায়ীর সম্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের পরই অগ্নি পরিত্যাগের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাবজ্জীবাদি শ্রুতি কখনই সন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮

আর যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিব্রাজ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে 'উৎসন্নাগ্নি কিংবা নিরগ্নি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিরই উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার পর, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিকল্পবিধি ও সমুচ্চয়বিধি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে—জ্ঞানীর যে ব্যুত্থান বা সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাহা অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহা আপনা হইতেই হইয়া পড়ে, তন্নিমিত্ত আর বিধানের আবশ্যক হয় না; সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ বা বৈধ নহে; অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যুত্থান যদি অর্থপ্রাপ্তই হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোন আশ্রম-বিশেষে অবস্থান করাই সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, আশ্রমবিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ হইতেছে কামনা ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান; অথচ তদুভয়ের নিবৃত্তির নাম হইতেছে ব্যুত্থান। ১৯

কামচার-প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত মূঢ়লোকদিগের পক্ষেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ত সেই কামচার-প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই যখন আত্মজ্ঞের পক্ষে দুর্ব্বহ গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি যে দুর্ব্বহ হইবে, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে। উন্মাদ বা তিমির রোগের দরুণ যে বস্তু যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই উন্মাদ ও তিমির রোগ তিরোহিত হইলেও সেই বস্তু সেই প্রকারে কখনই দৃষ্ট হয় না; কেন না, উন্মাদ ও তিমির রোগই ঐ প্রকার বিকৃত দর্শনের কারণ ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, আত্মজ্ঞ পুরুষের ব্যুত্থান ব্যতিরেকে যথেচ্ছভাবে অবস্থান করা হইতেই পারে না, এবং তাহার অন্য কিছু কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না। ২০

তাহার পর, "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" এই শ্রুতি বচনেরও এরূপ অর্থ নয় যে, জ্ঞানীর সম্বন্ধেও বিদ্যার সহিত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে; পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যেমন একই শুক্তিতে একই পুরুষের যুগপৎ রজত ও শুক্তি বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি একই পুরুষে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব

বিদ্যা ও অবিদ্যা একদা কখনও স্থান পাইতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে —'এই যে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, ও বিপরীত পথগামী'। অতএব বিদ্যা সত্ত্বে কখনও অবিদ্যার সম্ভব হয় না। 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; এরূপ স্থলে শাস্ত্র-বিহিত ও বিদ্যোৎপত্তির উপায়ভূত এই তপঃপ্রভৃতি ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্মগুলিই অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকে। [ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন দ্বারা প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়া কামনারূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে,—'অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) ভোগ করিয়া থাকে' ইতি। ২১

আরও যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিসমাপ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল আর কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। [ইহার উত্তর—] এই শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়া সে আপত্তিরও পরিহার করা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে, ঐ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। আর যে উক্ত শ্রুতির অনুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ আত্মজ্ঞানকেও কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মভেদে বিষয়ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা পরিহৃত হইয়াছে; ইহা আমরা পরেও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শন করিব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রকাশনের নিমিত্তই যে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-ভাষিতম্।
ঐতরেয়শ্রুতি-ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

সরলার্থঃ। ইদং (নামরূপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) একঃ (সর্ব্বথা ভেদশূন্যঃ) আত্মা (ব্যাপকং ব্রহ্ম) বৈ (অবধারণে—আত্মৈব) আসীৎ ; অন্যৎ (সজাতীয়ং বিজাতীয়ং বা) কিঞ্চন (কিমপি বস্তু) মিষৎ (ব্যাপারবৎ) ন (নাসীদিত্যর্থঃ) ; সঃ (আত্মা) ঈক্ষত (ঐক্ষত—আলোচয়ামাস)—লোকান্ (অম্ভঃপ্রভৃতীনি ভোগস্থানানি) নু (বিতর্কে) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক মাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল ; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মেতি। আত্মা—আপ্নোতেরত্তেরততের্ব্বা, পরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়োঽদ্বয়ঃ বৈ। ইদং যদুক্তং নামরূপকর্ম্মভেদভিন্নং জগৎ আত্মৈব একঃ, অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ আসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ ? ন। কথং তর্হি আসীদিত্যুচ্যতে ? যদ্যপীদানীং স এবৈকঃ, তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাম-রূপভেদমাত্মভূতম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং জগৎ, ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদত্বাদনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরম্ আত্মৈকশব্দপ্রত্যয়-গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈক-শব্দ-প্রত্যয়গোচর এব ফেনঃ, যদা সলিলাৎ পৃথঙ্নামরূপভেদেন ব্যাকৃতো ভবতি, তদা সলিলং ফেনশ্চেতি অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনো ভবতি, তদ্বৎ। ১

ন অন্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, মিষৎ নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরদ্বা। যথা সাঙ্খ্যানামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথা চ কাণাদানামণবঃ, ন তদ্বদিহান্যদাত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি ? আত্মৈবৈক আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ। ২

সঃ সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাদাত্মা এক এব সন্ ঈক্ষত। ননু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্ ? নায়ং দোষঃ, সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিঃ। কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ—লোকান্ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্ম্ম-ফলোপভোগস্থানভূতান্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'আত্মা' ইত্যাদি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক 'আপ্' ধাতু হইতে, কিংবা ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে, অথবা সতত গমনবোধক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'আত্মা' শব্দের অর্থ,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জরামরণশূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর। 'বৈ' অর্থ [অবধারণ]। 'ইদং' অর্থ—নাম রূপ ও কর্ম্মভেদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি তিনি একমাত্র সৎ নহেন ? না, সে কথা নয় ; [এখনও তিনিই একমাত্র সৎ]। ভাল, তাহা হইলে 'ছিল' (আসীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে ? হাঁ, যদিও আত্মা এখনও একই বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগতের নাম-রূপাকারে ভেদ ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময় আত্মস্বরূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, তদ্বিষয়ে কোন প্রতীতিও ছিল না ; আর এখন সেই জগৎই নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত হইয়া থাকে [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ] ; এবং সেই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে 'আসীৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন জল হইতে পৃথগ্ভাবে আকৃতি ও নামবিশিষ্ট ফেন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র 'সলিল' শব্দ ও 'সলিল' বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই ফেনই যখন আকৃতি ও নাম লইয়া সলিল হইতে পৃথগ্ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন যেমন 'সলিল' ও 'ফেন' ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, কখনও বা কেবল 'সলিল' বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ।১

সে সময়ে মিষৎ—ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়াশীল) কিংবা তদ্বিপরীত (নিষ্ক্রিয়) অন্য কোনও পদার্থ ছিল না। [অভিপ্রায় এই যে,] সাংখ্যমতে যেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসমূহ [সৃষ্টির অগ্রেও

বিদ্যমান ছিল বলা হয়], বেদান্তমতে সেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু বিদ্যমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আত্মাই ছিল।২

[সেই আত্মা স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ; এইজন্য এককই (অন্যের সাহায্য না লইয়াই) ঈক্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন]—; ভাল কথা, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জ্ঞান-সাধন দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ; [সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না]। দেখ, মন্ত্রও একথা বলিতেছে, 'তিনি পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী; হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা' ইত্যাদি। [তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—প্রাণিগণের কর্ম্মানুযায়ী ফলোপভোগের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি লোক (স্থান) সমূহ আমি সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে]।১॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা) [এবমীক্ষিত্বা] ইমান্ (বক্ষ্যমাণান্ অম্ভঃ, মরীচয়ঃ, মরঃ, আপঃ ইত্যেতান্) লোকান্ (ভোগভূমীঃ) অসৃজত (সৃষ্টবান্); [সৃষ্টিরিয়ং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যনন্তরং বিজ্ঞেয়া]। [অম্ভঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপাণ্যাহ—] অদঃ (পূর্ব্বোক্তং) অম্ভঃ (অম্ভোধারণাৎ তদাখ্যো লোকঃ) পরেণ দিবং (দ্যুলোকাৎ পরস্তাদ্ ঊর্দ্ধমিত্যর্থঃ); দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) প্রতিষ্ঠা (অম্ভোলোকস্য আশ্রয়ঃ, দ্যুলোকাশ্রয়োঽম্ভো লোক ইত্যর্থঃ)। [দ্যুলোকাদধস্তাৎ] অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিসম্বন্ধাৎ মরীচিশব্দবাচ্যম্); পৃথিবী মরঃ (ম্রিয়ন্তে ভূতানি অস্মিন্ ইতি পৃথিবী মর উচ্যতে)। যাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে বর্ত্তন্তে), তাঃ আপঃ (অব্‌বাহুল্যাৎ আপ উচ্যন্তে) ॥২॥

মূলানুবাদ। সেই আত্মা [ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের পর] অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই

অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক, এবং পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় 'অপ্' লোক নামে অভিহিত ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমীক্ষিত্বা আলোচ্য সঃ আত্মা ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যথেহ বুদ্ধিমান্ তক্ষাদিঃ এবম্প্রকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজে— ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানন্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ। ১

নন্থ সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তম্; নিরুপাদানস্তু আত্মা কথং লোকান্ সৃজতি? ইতি। নৈষ দোষঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নাম-রূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্য জগত উপাদানভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্ব্বজ্ঞো জগন্নির্ম্মিমীতে ইত্যবিরুদ্ধম্। ২

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন আকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্ম্মিমীতে, তথা সর্ব্বজ্ঞো দেবঃ সর্ব্বশক্তির্ম্মহামায় আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন জগদ্রূপেণ নির্ম্মিমীত ইতি যুক্ততরম্। এবঞ্চ সতি কার্য্যকারণোভয়াসদ্বাদ্যাদিপক্ষাশ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবন্তি। ৩

কান্ লোকানসৃজতেত্যাহ—অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমেণাণ্ডমুৎপাদ্য অম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্র অম্ভঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ,—অদঃ তৎ অম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ, সঃ অম্ভঃশব্দবাচ্যঃ, অম্ভোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্যাম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ। একোহপ্যনেকস্থানভেদত্বাদ্বহুবচনভাক্—মরীচয় ইতি, মরীচিভির্ব্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরঃ— ম্রিয়ন্তেহস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ, তা আপ উচ্যন্তে, আপ্নোতেঃ, লোকাঃ। যদ্যপি পঞ্চভূতাত্মকত্বং লোকানাম্, তথাপি অব্বাহুল্যাৎ অব্নামভিরেব অম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপ ইত্যুচ্যন্তে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মা এই প্রকার আলোচনার পর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যাবহারিক জগতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি যেমন 'আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিব', এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া তাহার পর প্রাসাদ প্রভৃতি স্রষ্টব্য বিষয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সূত্রধর প্রভৃতি কর্ম্মকর্তৃগণ যে, কার্য্যোপযোগী

উপকরণ-সহযোগে প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়, কিন্তু আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; সুতরাং নিরুপকরণ আত্মা কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিবেন? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, [জল হইতে অভিন্ন অব্যক্ত ফেনের ন্যায় আত্মা হইতে অনতিরিক্ত—সুতরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই, অভিব্যক্ত ফেনের তুল্য জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ আত্মা যে, আপনারই স্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন,] ইহা বিরুদ্ধ হইতেছে না।২

অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মায়াবী পুরুষ যেরূপ কোনপ্রকার বাহ্য উপাদান না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করত, সেই আত্মা যেন আকাশ-মার্গেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়াসমন্বিত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগদন্তর্গত অপর আত্মারূপে নির্ম্মাণ (প্রকাশিত) করিয়া থাকেন, একথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে অসৎকার্য্যবাদী, অসৎকারণবাদী ও কার্য্য-কারণ উভয়ের অসত্ত্ববাদী প্রভৃতির সিদ্ধান্তেরও আর সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু সে সমুদায় 'বাদ'গুলিও খণ্ডিত হইয়া যায়। ৩

[তিনি কোন্ কোন্ লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—অম্ভঃ, মরীচি, মর (মর্ত্ত্য) ও অপ্। [এখানে বুঝিতে হইবে যে,] প্রথমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, এই অম্ভঃ-প্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রুতি নিজেই অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—সেই যে এই অম্ভঃশব্দবাচ্য লোক, তাহা দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ দ্যুলোকেরও উপরে অবস্থিত; অম্ভঃ (জল) ধারণ করে বলিয়া উহার নাম 'অম্ভঃ'। দ্যুলোক হইতেছে ঐ অম্ভোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ঐ দ্যুলোকের নিম্নে অবস্থিত যে অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), তাহাই মরীচিনামক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নপ্রকার বহু স্থানযুক্ত বলিয়া উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—'মরীচয়ঃ', অথবা মরীচিসমূহের—বহু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বহুবচন হইয়াছে]। ভূতসমূহ ইহাতে মৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পৃথিবীই 'মর' লোক। পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত যে সমস্ত লোক, সে সমস্ত লোক অপ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও সমস্ত লোকই পঞ্চভূতাত্মক সত্য, তথাপি জলের বাহুল্য নিবন্ধন জলের

নামেই 'অন্তঃ' শব্দ অভিহিত হইয়াছে। মরীচি প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ॥২॥

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত—ইমে (ময়া সৃষ্টাঃ) লোকাঃ, নু (বিতর্কে) [পালকাভাবাৎ বিনশ্যেয়ুঃ ; অতঃ] লোকপালান্ (অন্তঃপ্রভৃতিলোকপালান্) সৃজৈ ইতি। [এবমীক্ষিত্বা] সঃ অদ্ভ্যঃ (জলপ্রধানেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য (সমুৎপাদ্য) অমূর্চ্ছয়ৎ (স্বাবয়বসংযোজনেন পিণ্ডিতমকরোৎ) ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে লাগিলেন :—[পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক] বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। তিনি [এইরূপ আলোচনার পর] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি-সংযোজনপূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্ট্বা স ঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত—ইমে নু অন্তঃপ্রভৃতয়ো ময়া সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জ্জিতা বিনশ্যেয়ুঃ ; তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৄন্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি। এবমীক্ষিত্বা সঃ অদ্ভ্যঃ এব অপ্‌প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যঃ, যেভ্যোঽন্তঃপ্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্, তেভ্য এবেত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষাকারং শিরঃপাণ্যাদিমন্তং সমুদ্ধৃত্য অদ্ভ্যঃ সমুপাদায়, মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যাঃ, অমূর্চ্ছয়ৎ মূর্চ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়বসংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্মফল ও তৎসাধন সমুদায়ের আশ্রয়ভূত অন্তঃপ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক সৃষ্টি করিয়া, পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—আমি যে, এই অন্তঃপ্রভৃতি লোক-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায় লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; অতএব এই সমুদায় লোকের রক্ষার্থ আমি লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব।

এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া তিনি জলসমূহ হইতে অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভূত হইতে—তিনি যে সমুদয় ভূত হইতে অম্ভঃপ্রভৃতি লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় লোক হইতেই পুরুষ—হস্তমস্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড—কুম্ভকার যেরূপ পৃথিবী হইতে মৃৎপিণ্ড নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জল হইতে সমুৎপাদন করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজনা করিয়া সংপিণ্ডিত (স্থূলভাবাপন্ন) করিয়াছিলেন ॥৩॥

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্, মুখাদ্বাগ্ বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

সরলার্থঃ। [স ঈশ্বরঃ] তং (পুরুষবিধং পিণ্ডং) [লক্ষ্যীকৃত্য] অভ্যতপৎ (তদ্বিষয়ে ধ্যানং—সঙ্কল্পং কৃতবান্)। অভিতপ্তস্য তস্য (পুরুষাকারপিণ্ডস্য) যথা অণ্ডং (পক্ষিণঃ অণ্ডমিব) মুখং (মুখাকারং ছিদ্রং) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্নম্ অভূৎ, মুখরন্ধ্রম্ অজায়ত ইত্যর্থঃ)। এবং মুখাৎ বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং), বাচঃ অগ্নিঃ (বাগধিষ্ঠাতা) [নিরভিদ্যত]; তথা, নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) [নিরভিদ্যেতাম্]; নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ); প্রাণাৎ বায়ুঃ (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা); [এবং চ অধিষ্ঠানং, করণং, তদধিদেবতা চেতি ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি ভাবঃ]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকে) নিরভিদ্যেতাং; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষুর্দেবতা); তথা কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্; কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), শ্রোত্রাৎ দিশঃ (কর্ণয়োর্দেবতাঃ) [নিরভিদ্যন্ত]; [অনন্তরং] ত্বক্ নিরভিদ্যত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ [নিরভিদ্যন্ত], [ততশ্চ] হৃদয়ং (অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত; হৃদয়াৎ মনঃ (অন্তঃকরণং), মনসঃ চন্দ্রমাঃ (তদধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; নাভিঃ নিরভিদ্যত; নাভ্যাঃ অপানঃ

(পায়ুনামকমিন্দ্রিয়ং), অপানাৎ মৃত্যুঃ (পায়্বধিদেবতা) [নিরভিদ্যত] ; শিশ্নং নিরভিদ্যত ; শিশ্নাৎ রেতঃ (শুক্রং), রেতসঃ আপঃ (তদধিদেবতা বরুণঃ) [নিরভিদ্যন্ত]। [ইহ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানং, তদধিষ্ঠেয়মিন্দ্রিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজায়ন্ত ইতি বিজ্ঞেয়ম্] ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর সেই পূর্ব্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সংকল্পের ফলে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটীর প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় প্রকাশ পাইল ; নাসিকার পর প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইল। অনন্তর দুইটী চক্ষুর গোলক অভিব্যক্ত হইল ; তাহার পর চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা আদিত্য প্রকাশ পাইল। অতঃপর দুইটী কর্ণবিবর ব্যক্ত হইল ; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা দিক্সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল, এবং ত্বকের পর লোম-সমূহ (স্পর্শনেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পর হৃদয় অভিব্যক্ত হইল, এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ বা মন ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নাভি নিষ্পন্ন হইল ; নাভির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তদধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল ; শিশ্নের পর রেতঃ অর্থাৎ শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ্ (জল) আবির্ভূত হইল] ৪॥

ইতি প্রথম খণ্ডানুবাদ ॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্য অভ্যতপৎ, তদভিধ্যানং সঙ্কল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্যাভিতপ্তস্য ঈশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাভিতপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখং নিরভিদ্যত মুখাকারং শুষিরমজায়ত ;

যথা পক্ষিণোঽণ্ডং নির্ভিদ্যতে, এবম্। তস্মাচ্চ নির্ভিন্নান্মুখাৎ বাক্ করণমিন্দ্রিয়ং নিরবর্ত্তত; তদধিষ্ঠাতা অগ্নিঃ, ততো বাচঃ, লোকপালঃ। তথা নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুঃ; ইতি সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানং করণং দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি। অক্ষিণী, কর্ণৌ, ত্বক্, হৃদয়ম্ অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং মনঃ অন্তঃকরণং; নাভিঃ সর্ব্বপ্রাণবন্ধনস্থানম্, অপানসংযুক্তত্বাদপান ইতি পায্বিন্দ্রিয়মুচ্যতে; তস্মাৎ তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুঃ। যথাঽন্যত্র, তথা শিশ্নং নিরভিদ্যত প্রজননেন্দ্রিয়স্থানম্। ইন্দ্রিয়ং রেতঃ রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহ রেতসোচ্যতে। রেতস আপ ইতি ॥৪॥"

ইতি প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [পরমেশ্বর সেই পুরুষকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যান (সংকল্প) করিয়াছিলেন। এখানে 'তপস্যা' অর্থ—সংকল্প (ধ্যান); কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' ইত্যাদি। সেই পিণ্ডটী অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পাত্মক ধ্যানের বিষয়ীভূত হইলে পর, তাহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার গর্ত্ত উৎপন্ন হইল; পক্ষীর অণ্ড যেরূপ নির্ভিন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ।

সেই অভিব্যক্ত মুখবিবর হইতে বাক্—করণ বাগিন্দ্রিয় এবং সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল; সেই বাগিন্দ্রিয় হইতে অভিব্যক্ত অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ্রদ্বয় নির্ভিন্ন হইল; নাসিকা হইতে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং লোকপাল বায়ু প্রকাশ পাইল। এখানে সর্ব্বত্রই প্রথমে অধিষ্ঠান (ইন্দ্রিয়গোলক), পরে ইন্দ্রিয়, এবং তাহার পর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই তিনটীর ক্রমিক আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ত্বক্, [ইহারা ইন্দ্রিয়স্থান—গোলক]; হৃদয় অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থান; মন হইতেছে অন্তঃকরণ। নাভি হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয়স্থান। 'অপান' অর্থ 'পায়ু' ইন্দ্রিয়; কারণ, অপানবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অপান হইতেই উহার অধিদেবতা মৃত্যু [প্রকটিত হইল]। অন্যান্যস্থানের ন্যায় ক্রমে শিশ্নও নির্ভিন্ন হইল; শিশ্ন অর্থ জননেন্দ্রিয়স্থান, 'রেতঃ' অর্থ শিশ্নের ইন্দ্রিয়। রেতঃ ত্যাগ করাই উহার উদ্দেশ্য; এইজন্য 'রেতঃ' শব্দে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই রেত ইন্দ্রিয় হইতে অপ্ অর্থাৎ অধিদেবতা ॥ ৪ ॥]

ইতি প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥৫॥১॥

সরলার্থঃ। তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ লোকপালরূপেণ) সৃষ্টাঃ এতাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) দেবতাঃ অস্মিন্ মহতি (দুষ্পারে) অর্ণবে (সংসারসাগরে) প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তৎ (প্রথমোৎপন্নং পিণ্ডং) অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ (ক্ষুধা-পিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্) [পরমেশ্বরঃ]। তাঃ (অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরম্) অব্রুবন্ (কথিতবত্যঃ)—নঃ (অস্মভ্যং) আয়তনং (আশ্রয়স্থানং) প্রজানীহি (বিধেহি); [বয়ং] যস্মিন্ (আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিতাঃ সত্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) অদাম (ভক্ষয়াম) ইতি ॥৫॥১॥

মূলানুবাদ। [সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে অর্থাৎ অপার সংসার-সাগরে নিপতিত হইলেন। তখন পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পর তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ক্ষুধা-পিপাসাসমন্বিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন—"আপনি আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করুন, যে স্থানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারি।"] ইতি ॥৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তা এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণ, অস্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহতি অবিদ্যা-কামকর্ম্মপ্রভব-দুঃখোদকে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনন্তে অপারে নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিত-সুখলবলক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃণমারুত-বিক্ষোভোত্থিতানর্থশত-মহোর্ম্মৌ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গত-হাহেত্যাদি-কূজিতাক্রোশনোদ্ভূতমহারবে সত্যার্জ্জব-দানদয়াহিংসাশমদমধৃত্যাদ্যাত্মগুণ-পাথেয়পূর্ণ-জ্ঞানোড়ুপে সৎসঙ্গ-সর্ব্বত্যাগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্ পতিতবত্যঃ। ১

তস্মাদগ্ন্যাদিদেবতাপ্যয়লক্ষণাপি যা গতির্ব্ব্যাখ্যাতা জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠান-ফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়েত্যয়ং বিবক্ষিতোঽর্থোঽত্র। যত এবম্, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাঞ্চ, যো বক্ষ্যমাণ-বিশেষণঃ প্রকৃতশ্চ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুত্বেন, স সর্ব্বসংসারদুঃখো-পশমনায় বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্" যদেতৎ পরব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ২

তং স্থান-করণ-দেবতোৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডমাত্মান-মশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ অনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ। তস্য কারণভূতস্য অশনায়াদিদোষবত্ত্বাৎ তৎকার্য্যভূতানামপি দেবতানামশনায়াদি-মত্ত্বম্। তাঃ ততঃ অশনায়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এনং পিতামহং স্রষ্টারম্ অব্রুবন্ উক্তবত্যঃ। আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম্ অদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা, পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে লোকপাল করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সংসার-রূপ মহাসাগরে—অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম-কর্ম্ম-সমুত্থিত দুঃখরাশি যাহার জল-প্রবাহ, ভীষণ ব্যাধি ও জরা-মরণ যাহার গ্রাহ (জলচর হিংস্র জন্তু), যাহার আদি, অন্ত বা পার নাই, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র সুখই যেখানে বিশ্রাম-স্থান, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণারূপ প্রবল বায়ুর সন্তাড়নে সমুদ্ভূত শত শত অনর্থরাশি যাহার তরঙ্গমালা; মহারৌরব প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনাদি ধ্বনিই যাহার মহা-নির্ঘোষ; সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ-রূপ পাথেয়পূর্ণ জ্ঞান যাহার ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বস্ব-ত্যাগই যাহা পার হইবার প্রকৃষ্ট পথ, এবং মুক্তি যাহার তীর বা শেষ, সেই নিরালম্ব মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া-ছিলেন। ১

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের একযোগে অনুষ্ঠানের ফলে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে অপ্যয় বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ-প্রশমনের উপায় নহে। যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার,

সেই হেতুই যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া, নিজের এবং সমস্ত ভূতের যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বলা হইবে, এবং এখানেও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনের নিমিত্ত তাহাকেই জানিতে হইবে। অতএব 'ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কর্ম্ম, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সত্য' যাহা এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, [তাহাই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়]। মন্ত্রেও আছে—'মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই'। ২

যথোক্ত স্থান (ইন্দ্রিয়-গোলক), ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তিনিদান সেই প্রথমোৎপাদিত পিণ্ডাকার পুরুষকে তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ সেই পিণ্ডে অশনায়াদি দোষ বিদ্যমান থাকায় তৎকার্য্য (সেই পিণ্ড হইতে উৎপন্ন) দেবতাগণেরও অশনায়াদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দেবতাগণ অশনায়া ও পিপাসা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া নিজের স্রষ্টা পিতামহকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আয়তন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থান বিধান করুন, যে স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আমরা শক্তিলাভ করত অন্ন ভক্ষণ করিব]॥ ৫ ॥ ১ ॥

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥৬॥২॥

সরলার্থঃ। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) গাম্ আনয়ৎ (গবাকৃতিং পিণ্ডং দর্শিতবান্)। তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্ (উক্তবত্যঃ) অয়ং (ত্বয়া আনীতঃ গবাকৃতিঃ পিণ্ডঃ) নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ (নৈব) অলং (ভোগায় পর্য্যাপ্তঃ) ইতি। [অনন্তরং] তাভ্যঃ অশ্বং (অশ্বাকৃতিং পিণ্ডং) আনয়ৎ; তাঃ (দেবতাঃ) [পুনঃ] অব্রুবন্—অয়ং নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ অলম্ ইতি ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [[দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] তাহাদের জন্য গো'র আকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড আনয়ন করিলেন; [তাহা দেখিয়া] দেবতারা বলিলেন, এটি আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত

[ভোগোপযুক্ত] নহে। অনন্তর তাঁহাদের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন; তদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে॥]৬॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতি-বিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাদ্ভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা আনয়ৎ দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বা অব্রুবন্—ন বৈ নঃ অস্মদর্থম্ অধিষ্ঠায় অন্নমত্তুময়ম্ পিণ্ডঃ অলম্ ন বৈ। অলং পর্য্যাপ্তঃ। অত্তুং ন যোগ্য ইত্যর্থঃ। গবি প্রত্যাখ্যাতে তথৈব তাভ্যঃ অশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি, পূর্ব্ববৎ॥ ৬॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।[দেবতাগণ এইরূপ বলিলে পর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের নিমিত্ত একটী গো—গোর মত আকৃতিসম্পন্ন দেহ-পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জল হইতেই উদ্ধৃত করিয়া এবং সংবর্দ্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন, অর্থাৎ তাঁহা-দিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা সেই গবাকৃতি পিণ্ডটী দর্শন করিয়া বলিলেন—এই গবাকৃতি পিণ্ডটী আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে গোপিণ্ডটী প্রত্যাখ্যান করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাও আমাদের জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পর্য্যাপ্ত নহে॥]৬॥২॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সু কৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবং প্রত্যাখ্যানানন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) [পূর্ব্ববৎ] পুরুষম্ আনয়ৎ; [তৎ দৃষ্ট্বা] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্—সু কৃতং (শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং কৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি। [তস্মাৎ হেতোঃ] পুরুষঃ বাব (এব) সুকৃতং (পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুণ্যাত্মকম্)। [অনন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রবীৎ—যথায়তনং (যস্য স্বকর্ম্মযোগ্যং যদায়তনং, তৎ) প্রবিশত [যূয়ম্] ইতি ॥৭॥৩॥

মূলানুবাদ। [অনন্তর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটী পুরুষাকৃতি পিণ্ড (দেহ) আনয়ন করিলেন; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন, সু কৃত—সুন্দর অধিষ্ঠান করা

হইয়াছে; সৎকর্ম্ম-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা নিজ নিজ কর্ম্মোপযোগী অধিষ্ঠানে (স্থানে) প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনিভূতম্। তাঃ স্বযোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা অখিন্নাঃ সত্যঃ সু কৃতং শোভনং কৃতম্ ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যব্রুবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব সুকৃতম্, সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ; স্বয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাৎ সুকৃতমিত্যুচ্যতে। তা দেবতাঃ ঈশ্বরোঽব্রবীৎ—ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা—সর্ব্বে হি স্বযোনিষু রমন্তে; অতঃ যথায়তনং যস্য যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনম্, তৎ প্রবিশতেতি ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, পরমেশ্বর তাঁহাদের জন্য বিরাট্ পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তখন দেবতাগণ আপনাদের উৎপত্তিনিদান (বিরাট্পুরুষের সজাতীয়) পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন—'সু কৃত' অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা উত্তম অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) করিয়াছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'সুকৃত' শব্দ প্রয়োগ করায়, এখনও পুরুষই যথার্থ 'সুকৃত' পদবাচ্য; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিদান; অথবা, পরমেশ্বর স্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষকে সুকৃত বলা হইয়াছে (১)। সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে বা সজাতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটী দেবতাগণের অভিমত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন—ইহা যেহেতু তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে, সেই হেতু তোমরা যথায়তনে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহার যেটী শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

(১) তাৎপর্য্য—প্রথমে 'সু' ও 'কৃত' এই উভয়পদের যোগে 'সুকৃত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, 'সু'—সুষ্ঠু, উত্তম, 'কৃত'—নির্ম্মিত=উত্তমরূপে নির্ম্মিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এখন 'স্বয়ং' ও 'কৃত' শব্দের যোগে 'সুকৃত' পদটী নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 'স্বয়ং'ই এই পুরুষদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে ইহা 'সুকৃত' শব্দবাচ্য। এখানে পৃষোদরাদির ন্যায় 'স্বয়ং' শব্দ স্থানে 'সু' হইয়াছে।

অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

সরলার্থঃ। [এবমীশ্বরাজ্ঞালাভানন্তরম্] অগ্নিঃ (বাগভিমানিনী দেবতা) বাক্ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য) মুখং (স্বগোলকং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ); তথা বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ; আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়ং) প্রাবিশৎ; দিশঃ (দিগ্-দেবতাঃ) শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্; ওষধি-বনস্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্; চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ; মৃত্যুঃ (যমঃ) অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ; আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্। [অত্র ইন্দ্রিয়ৈর্বিনা দেবতানামনবস্থিতেঃ, ইন্দ্রিয়াণাং চ দেবতাভির্বিনা কার্য্যকরণানুপপত্তেঃ দেবতেন্দ্রিয়য়োঃ সহোল্লেখো দ্রষ্টব্যঃ] ॥৮॥৪॥

মূলানুবাদ। [পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহযোগে নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; চক্ষুর দেবতা আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন; শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মনের দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন; অপান-দেবতা মৃত্যু নাভিতে প্রবেশ করিলেন; উপস্থের দেবতা রেতঃসহযোগে শিশ্নমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন] ॥৮॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথাস্বিত্যনুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্য নগর্য্যামিব বলাধিকৃতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বং যোনিং মুখং প্রাবিশৎ। তথোক্তার্থমন্যৎ। বায়ুর্নাসিকে, আদিত্যোঽক্ষিণী, দিশঃ কর্ণৌ, ওষধিবনস্পতয়ঃ ত্বচম্, চন্দ্রমা হৃদয়ম্, মৃত্যুঃ নাভিম্, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। [এইরূপে পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজ-

পুরুষগণ যেরূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা বাক্‌স্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বকারণ মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য অংশের অর্থও এই প্রকারই। বায়ু নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয়ে, আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে; দিক্‌সমূহ উভয় কর্ণে; ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকে; চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে এবং অপ্‌দেবতা শিশ্নে প্রবেশ করিলেন]॥৮॥৪॥

তমশনায়া-পিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যাম-শনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

সরলার্থঃ। [এবং দেবতাসু লব্ধাধিষ্ঠানাসু সতীষু) অশনায়া-পিপাসে তং (ঈশ্বরম্) অব্রূতাম্ (উক্তবত্যৌ)—আবাভ্যাং অভিপ্রজানীহি (আবয়োরধিষ্ঠানং চিন্তয়) ইতি। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তে (অশনায়া-পিপাসে) অব্রবীৎ—এতাসু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) দেবতাসু এব বাং (যুবাং) আভজামি (বৃত্তিব্যবস্থয়া অনুগৃহ্ণামি); এতাসু এব ভাগিন্যৌ (এতাসু মধ্যে, যস্যা দেবতায়া যো হবির্ভাগঃ স্যাৎ, তস্যাঃ তেনৈব ভাগেন যুবামপি ভাগবত্যৌ করোমি; ন পুনর্যুবয়োঃ পৃথগ্‌ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাশাদিকং) গৃহ্যতে (অর্প্যতে), অস্যাং (তস্যাং দেবতায়াং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিন্যৌ (ভাগবত্যৌ) এব ভবতঃ, (ন পুনঃ পৃথগ্‌ভাগমর্হতঃ) ইত্যর্থঃ ॥৯॥৫॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান চিন্তা করুন। [তদুত্তরে পরমেশ্বর] তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্ব্বাচিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগের অধিকারী হইবে; [তোমাদের জন্য আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক নাই]। এই কারণেই, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাগ অর্পিত

হইয়া থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু নিরধিষ্ঠানে সত্যৌ অশনায়া-পিপাসে তমীশ্বরমব্রূতাম্ উক্তবত্যৌ—আবাভ্যামধিষ্ঠানম্ অভিপ্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তঃ তে অশনায়া-পিপাসে অব্রবীৎ, নহি যুবয়োর্ভাবরূপত্বাৎ চেতনাবদ্বস্তনাশ্রিত্য অন্নাত্তৃত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ এতাস্বেবাধ্যাত্মাসু বাং যুবাং দেবতাসু অধ্যাত্মাধিদেবতাসু আভজামি বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্লামি। এতাসু ভাগিন্যৌ যদ্দেবত্যো যো ভাগঃ হবিরাদিলক্ষণঃ স্যাৎ, তস্যাস্তেনৈব ভাগেন ভাগিন্যৌ ভাগবত্যৌ বাং করোমীতি। সৃষ্ট্যাদাবীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যস্মাৎ, তস্মাদিদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ দেবতায়া অর্থায় হবির্গৃহ্যতে চরু-পুরোডাশাদিলক্ষণম্, ভাগিন্যৌ এব ভাগবত্যাবেব অস্যাং দেবতায়াম্ অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকারে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান লাভ করিলে পর, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা নিরধিষ্ঠান থাকিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্য অধিষ্ঠান (ভোগস্থান) চিন্তা করুন—বিধান করুন। সেই পরমেশ্বর এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যখন গুণাদির ন্যায় পরাশ্রিত সৎ-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া অন্নভোগ তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভাবাপন্ন উক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতেই বৃত্তি-ব্যবস্থা করিয়া তোমাদিগকে বৃত্তিভাগী করিতেছি, অর্থাৎ অনুগৃহীত করিতেছি; উক্ত দেবতাগণের মধ্যেই তোমাদিকে ভাগী (অংশী) করিতেছি, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে, সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি। যেহেতু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই এখনও, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে চরু ও পুরোডাশ প্রভৃতি হবিঃ গৃহীত হয়, ক্ষুধা-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১০॥১॥

সরলার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত (চিন্তয়ামাস)—ইমে লোকাঃ (অন্তঃপ্রভৃতয়ঃ) চ লোকপালাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) চ [ময়া সৃষ্টাঃ] নু। এভ্যঃ (লোকপালেভ্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি ॥১০॥১॥

মূলানুবাদ। [সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই সমুদয় লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি; এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্য) সৃষ্টি করিব] ॥১০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টাঃ; অশনায়া-পিপাসাভ্যাং চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈষাং স্থিতিরন্নমন্তরেণ; তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ, সৃজৈ সৃজে ইতি। এবং হি লোকে ঈশ্বরাণামনুগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু। তদ্বন্মহেশ্বরস্যাপি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ এইপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, এই সমুদয় লোক ও লোকপালকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অশনায়া ও পিপাসাযুক্ত করিয়াছি। অন্ন ব্যতিরেকে ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোকপালের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব। জগতে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ) স্ববিষয়ে স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেশ্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাঁহারও যে, সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, [ইহা স্বীকার করিতেই হইবে]] ॥১০॥১॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥১১॥২॥

সরলার্থঃ। সঃ (অন্নং সিসৃক্ষুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (স্বসৃষ্টা অপঃ)

অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অতপৎ (অচিন্তয়ৎ)। অভিতপ্তাভ্যঃ তাভ্যঃ (অদ্ভ্যঃ) মূর্ত্তিঃ (ঘনসংস্থানং চরাচরং) অজায়ত (উৎপন্নং)। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত, তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [অভূৎ] ॥১১॥২॥

মূলানুবাদ। [সেই ঈশ্বর [অন্নসৃষ্টির অভিলাষে] পূর্ব্বসৃষ্ট অপ্‌কে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই অভিতপ্ত অপ্‌ হইতে মূর্ত্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল]॥১২॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ঈশ্বরোঽন্নং সিসৃক্ষুঃ তা এব পূর্ব্বোক্তা অপঃ উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। তাভ্য অভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্ত্তিঃ ঘনরূপং ধারণ-সমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। অন্নং বৈ তন্মূর্ত্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত ॥১১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই পরমেশ্বর অন্নসৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত অপ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই জলরূপ উপাদান হইতে মূর্ত্তি—ধারণসমর্থ ঘনীভূত স্থাবর-জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি হইল, তাহাই অন্ন]॥১১॥২॥

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্না-শক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্ স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্ন-মত্রপ্স্যৎ ॥১২॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ এনং (এতৎ) অন্নং অভিসৃষ্টং (লোকপালান্নত্বেন সৃষ্টং সৎ) পরাঙ্ (পরাক্ পশ্চান্মুখং যথা তথা) অত্যজিঘাংসৎ (লোকপালান্ অতীত্য গন্তুম্ ঐচ্ছৎ)। [লোকপালসমষ্টিলক্ষণঃ পিণ্ডস্তু] বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ বচনেনেত্যর্থঃ) অজিঘৃক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ ঐচ্ছৎ) ; [কিন্তু] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (শক্তঃ ন বভূব)। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) হ এনৎ (অন্নং) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থঃ অভবিষ্যৎ), [তর্হি সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিব্যাহৃত্য (অন্নশব্দমাত্রম্ উচ্চার্য্য) এব হ অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ), [নতু তথা তৃপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ। [[লোকপালদিগের ভক্ষণার্থ] সৃষ্ট সেই এই অন্ন পশ্চান্মুখ হইয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,

অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [এই দেখিয়া আদিপুরুষ] বাক্যদ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। আদিপুরুষ যদি কেবল বচনমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লোকেরাও কেবল বচনপ্রয়োগেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (অন্নভক্ষণের আবশ্যক হইত না)]॥১২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেনৎ অন্নং লোক-লোকপালান্নার্থ্যভিমুখে সৃষ্টং সৎ, যথা মূষকাদির্ম্মার্জ্জারাদিগোচরে সন্, মম মৃত্যুরন্নাদ ইতি মত্বা, পরাগঞ্চতীতি পরাঙ্, পরাক্ সৎ অত্যৃন্ অতীত্য অজিঘাংসৎ অতিগন্তুমৈচ্ছৎ, পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ। তমন্নাভিপ্রায়ং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাতকার্য্যকরণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্নাদানপশ্যন্, তৎ অন্নং বাচা বদনব্যাপারেণ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তৎ অন্নং নাশক্নোৎ ন সমর্থোঽভবৎ বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুম্ উপাদাতুম্। স প্রথমজঃ শরীরী যৎ যদি হ এনৎ বাচা অগ্রহৈষ্যৎ গৃহীতবান্ স্যাৎ অন্নম্, সর্ব্বোঽপি লোকস্তৎকার্য্যভূতত্বাদ্ অভিব্যাহৃত্য হৈবান্নম্, অত্রপ্স্যৎ তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ; ন চৈতদস্তি; অতো নাশক্নোৎ বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজোঽপি। সমানমুত্তরম্॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই এই অন্নার্থী লোক ও লোকপালদিগের সম্মুখে অন্ন উপস্থাপিত হইলে পর, মার্জ্জার প্রভৃতির সম্মুখে পতিত মূষিক প্রভৃতি যেরূপ —'ইহারা আমার ভক্ষক—মৃত্যুস্বরূপ' এইরূপ মনে করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সেই অন্নও পরাক্—পশ্চাদ্গামী হইয়া ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অর্থাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত লোক ও লোকপালগণের সমষ্টিভূত সেই পিণ্ড (আদিপুরুষ), তিনি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তৎকালে অপর কোনও অন্নভোক্তা না দেখিয়া, নিজেই বাক্যদ্বারা—বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপার বচনের সাহায্যে সেই পলায়মান অন্নকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বচন-ব্যাপারে অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই প্রথমজ শরীরী যদি শুধু বচন দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল লোকই কেবল অন্ন-শব্দ উচ্চারণ ক'রিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরূপ হয় না। আমাদের মনে হয়, এই নিমিত্তই

প্রথমজ পুরুষও কেবল বচনপ্রয়োগে অন্নগ্রহণে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলির অর্থও এই প্রকার]।১২॥৩॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

সরলার্থঃ। তথা, প্রাণেন (ঘ্রাণেন) তৎ অন্নং অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]; প্রাণেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিপ্রাণ্য (অন্নে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা) এব অত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্ববৎ প্রাণব্যাপার দ্বারাও সেই অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি প্রাণব্যাপারমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণব্যাপার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইত]।১৩॥৪॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈন-চ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ] চক্ষুষা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশক্নোৎ। সঃ [প্রথমজঃ] যৎ (যদি) চক্ষুষা (চক্ষুর্ব্যারমাপাত্রেণ) এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ।

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিত]।১৪॥৫॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৫॥৬॥

সরলার্থঃ। শ্রোত্রেণ (শ্রবণমাত্রেণ) তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুষঃ] যৎ (যদি) শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বোঽপি লোকঃ] অন্নং শ্রুত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৬॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে অন্নগ্রহণে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণমাত্রেই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল শ্রবণ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিত]॥১৫॥৬॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৬॥৭॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ; ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) ত্বচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং স্পৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৬॥৭॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ ত্বকের দ্বারা অর্থাৎ কেবল স্পর্শ দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ত্বকের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি ত্বক্ দ্বারাই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত]॥১৬॥৭॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮॥

সরলার্থঃ। মনসা তৎ অজিঘৃক্ষৎ; মনসা (মনোব্যাপারমাত্রেণ) তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) মনসা এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং ধ্যাত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক

সংকল্পের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল মন দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকল লোকও কেবল অন্ন চিন্তা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (ভোজন করিবার আবশ্যক হইত না) ॥ ১৭॥৮॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

সরলার্থঃ। শিশ্নেন (পুংচিহ্নেন) তৎ অজিঘৃক্ষৎ ; শিশ্নেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) শিশ্নেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং বিসৃজ্য (বিসর্গং কৃত্বা) এব হ প্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনর্ব্বার শিশ্নের দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ (দান) করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৮॥৯॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১৯॥১০॥

সরলার্থঃ। তথা, অপানেন তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ ; তৎ (অন্নং) আবয়ৎ (জগ্রাহ—অশিতবান্) ; [তেন হেতুনা] স এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) অন্নস্য গ্রহঃ (গ্রাহকঃ), যৎ (সঃ) বায়ুঃ (অপানঃ বায়ুঃ)। যৎ (যঃ) বায়ুঃ (অপানঃ), এষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অন্নায়ুঃ (অন্নজীবনঃ অন্নোপজীব্যর্থঃ) ॥১৯॥১০॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ] অপান দ্বারা (অপান বায়ুর কার্য্য অধঃকরণ দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এবং তাহা দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভোজন

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ অর্থাৎ অন্নের গ্রাহক; কারণ, এই যে বায়ু, ইহাই অন্নজীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছ্রোত্রেণ তত্বচা তন্মনসা তচ্ছিশ্নেন—তেন তেন করণব্যাপারেণান্নং গ্রহীতুমশক্নুবন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিদ্রেণ তদন্নমজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান্। তেন স এষঃ অপানবায়ুরন্নস্য গ্রহঃ অন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ। যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ অন্নায়ুঃ অন্নবন্ধনোঽন্নজীবনঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ, স এষঃ, যো বায়ুঃ ॥১৩—১৯॥৪—১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ প্রাণ (ঘ্রাণ), চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও শিশ্নদ্বারা—অধিক কি, কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারাই সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, অবশেষে অপান বায়ুদ্বারা মুখরন্ধ্রের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই প্রকারে সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই অপানবায়ু 'অন্নের গ্রহ' অন্নের গ্রাহক ও অন্নায়ুঃ—অন্নবন্ধন বা অন্নজীবী বলিয়া যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়ু ॥৪॥১০॥

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥২০॥১১॥

সরলার্থ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [এবং লোকস্থিতিহেতুভূতম্ অন্নং সৃষ্ট্বা] ঈক্ষত—ইদং (ময়া সৃষ্টং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং কার্য্যং) মৎ ঋতে (মাং স্বামিনং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) স্যাৎ (সার্থকং ভবেৎ? ন হি ভোক্তারমন্তরেণ ভোগ্যং বস্তু সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ) ইতি; পুনঃ সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা অভিব্যাহৃতং (মামনুপাদায় কেবলং বাচৈব বাগ্‌ব্যবহারাদিকং সম্পন্নং ভবেৎ; এবমুত্তরত্রাপি), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতং, যদি চক্ষুষা দৃষ্টং, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং, যদি মনসা ধ্যাতং, যদি অপানেন অভ্যপানিতং, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্, অথ (তদা) অহং (পরমেশ্বরঃ) কঃ? (দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতেন মম কিয়ান্ সম্বন্ধঃ)। [অতঃ পুনরপি] সঃ ঈক্ষত—কতরেণ (দ্বয়োঃ

প্রবেশদ্বারয়োঃ মূর্দ্ধ-পাদাগ্রয়োর্মধ্যে কেন দ্বারেণ) প্রপদ্যৈ (প্রবেশং কুর্য্যাম্)? ইতি ॥২০॥১১॥

মূলানুবাদ। [সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে, আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন (জীবন কার্য্য সম্পাদন) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ কার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শন কার্য্য করিল, মনই যদি ধ্যান করিল, অপান যদি অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে, [এই দেহে] আমি কে? অর্থাৎ দেহের সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ রহিল? [অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ অবধারণের পর] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, [দেহমধ্যে প্রবেশের দুইটী পথ আছে—একটি মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ), অপরটি পাদাগ্র, এই দুই পথের কোন্ পথে আমি প্রবেশ করিব? ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতিম্ অন্ন-নিমিত্তাং কৃত্বা পুরপৌর-তৎপালয়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত—কথং নু কেন প্রকারেণ, নু ইতি বিতর্কয়ন্, ইদং মৎ ঋতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনং; যদিদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতকার্য্যং বক্ষ্যমাণং, কথং নু খলু মামন্তরেণ স্যাৎ পরার্থং সৎ। যদি বাচাভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগ্ব্যবহরণাদি, তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন ভবেৎ বলিস্তুত্যাদিবৎ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্যর্থং সৎ স্বামিন-মন্তরেণ অসত্যেব স্বামিনি, তদ্বৎ। তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাধিষ্ঠাত্রা কৃতাকৃত-ফলসাক্ষিভূতেন ভোক্ত্রা ভবিতব্যং পুরস্যেব রাজ্ঞা।

যদি নামৈতৎ সংহতকার্য্যস্য পরার্থত্বম্, পরার্থিনং মাং চেতনং ত্রাতারমন্তরেণ ভবেৎ, পুরপৌরকার্য্যমিব তৎস্বামিনম্। অথ কোঽহং কিংস্বরূপঃ কস্য বা স্বামী? যদ্যহং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমনুপ্রবিশ্য বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভেয়, রাজেব পুরমাবিশ্যাধিকৃতপুরুষ-কৃতাকৃতাদিলক্ষণং, ন কশ্চিন্মাম্ অয়ং সন্ এবংরূপশ্চেতি অধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ। বিপর্য্যয়ে তু, যোঽয়ং বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদি ইদমিতি

বেদ, স সন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোঽহং স্যাম্, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনামভিব্যাহৃতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহত-পরার্থত্বং, তদ্বদিতি। এবমীক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। প্রপদং চ মূর্দ্ধা চাস্য সংঘাতস্য প্রবেশমার্গৌ; অনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণং পুরং প্রপদ্যৈ প্রপদ্যে ইতি ॥২০॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। নগরাধিপতি যেরূপ নগর, নগরবাসী ও নগররক্ষকদিগের সংস্থিতির উপায় বিধান করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপ বিভিন্ন লোক (স্থান) ও লোকপালদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়া (নগরাধিপতির ন্যায়) বিচারপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—(নু শব্দটী বিতর্কবোধক); পুরস্বামিসদৃশ আমার অভাবে ইহা (আমার সৃষ্ট দেহ) কিপ্রকারে থাকিবে? এই যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাত, ইহা যখন পরার্থ (১) তখন আমার অভাবে ইহা কি প্রকার হইবে? বাক্ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা ত লোকপ্রসিদ্ধ পূজা ও স্তুতিপ্রভৃতির ন্যায় নিরর্থকভাবে কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, নগরবাসী ও বন্দিপ্রভৃতিরা যে প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করে ও উপহার প্রদান করে, তাহা যেরূপ প্রভুর অভাবে অনর্থক হয়, দেহব্যবহারও ঠিক তদ্রূপই নিরর্থক হইবে। অতএব নগরস্বামীর ন্যায় দেহস্বামী আমাকেও কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করত ভোক্তৃভাবে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্টি দ্বারা রচিত) এই দেহ যখন নিশ্চয়ই পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই রচিত,

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—এক চেতন, অপর জড়। তন্মধ্যে চেতন বস্তু স্বার্থ, আর অচেতন জড়বর্গ পরার্থ (চেতনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট)। চেতন বস্তু আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার, সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার স্থিতি বা অস্তিত্ব পরাপেক্ষিত বা পরের জন্য নহে—উহা স্বার্থ; কিন্তু অচেতনের স্থিতি সেরূপ নহে; কেননা, অচেতনমাত্রই বিকারশীল—পরিণামী; পরিণামের একটা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; অথচ অচেতন বস্তুমাত্রই যখন জড়—বোধশক্তিবিহীন, তখন স্বীয় পরিণামের ফল সে কখনই ভোগ করিতে পারে না; যেমন গৃহ, শয্যা ও বৃক্ষ প্রভৃতি। গৃহ নির্ম্মিত হয় গৃহস্থের জন্য, শয্যা প্রস্তুত হয় শয়নকর্ত্তার নিমিত্ত এবং বৃক্ষ ফল প্রসব করে পুরুষের ভোগার্থ; সুতরাং এ সমস্তই পরার্থ,—পরের অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্যই ইহাদের জন্ম ও স্থিতি; কাজেই এ সমস্তকে পরার্থ বলা হইয়া থাকে। এ সকল জড় বস্তু না থাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতির অসম্ভব হইত না।

তখন পুরস্বামীর নিমিত্ত কৃত পুর ও পুরবাসীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই দেহও রক্ষণক্ষম চেতন কর্ত্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেহে আমিই বা কে? আমি কাহার স্বামী? রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্মচারিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করেন, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, তদ্রূপ আমিও যদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাক্ প্রভৃতির কৃত শব্দাদি ব্যাপার উপলব্ধি না করি, তাহা হইলে, কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না—আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, যিনি বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য যথাযথভাবে অনুভব করেন, তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার উদ্দেশ্যেই সংঘাতময় বাক্‌প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্তম্ভ কুড্য প্রভৃতি অবয়ব-সমষ্টির সম্মেলনে বিনির্ম্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থসমূহ যেরূপ অসংহত অপর কোনও বস্তুর উপকারে প্রযোজ্য হয়, এই দেহসংঘাতও ঠিক তদ্রূপ।

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার দুইটী—এক প্রপদ (পাদাগ্রভাগ), দ্বিতীয় মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ); অতএব আমি এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পথে ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতময় এই দেহ-পুরে প্রবেশ করিব? ॥২০॥১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥২১॥১২॥

সরলার্থ। সঃ (পরমেশ্বরঃ), [এবমীক্ষিত্বা] এতং সীমানং (মূর্ধানং) বিদার্য্য (দ্বিধা কৃত্বা), এতয়া দ্বারা (মূর্ধলক্ষণেন দ্বারেণ) প্রাপদ্যত (ইমং দেহং প্রবিবেশ)। সা এষা (মূর্দ্ধরূপা) বিদৃতিঃ নাম (বিদারণাৎ বিদৃতিনাম্না প্রসিদ্ধা) দ্বাঃ (দ্বারম্); তৎ এতৎ (মূর্ধাখ্যং দ্বারং) নান্দনং (নন্দতি অনেনেতি নন্দনং, নন্দনমেব নান্দনম্)।

তস্য (মূর্ধানং বিদার্য্য জীবভাবেন দেহং প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য) ত্রয়ঃ আবসথাঃ (বাসস্থানানি—জাগরণকালে দক্ষিণং চক্ষুঃ স্বপ্নসময়ে অন্তর্মনঃ সুষুপ্তিসময়ে চ হৃদয়াকাশঃ; অথবা পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বশরীরঞ্চেতি),

তথা ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (প্রসিদ্ধা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ)। অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তানামেবাবসথানাং অঙ্গুল্যা নির্দ্দেশঃ) ॥২১॥১২॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূর্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটী বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বর কর্তৃক বিদারিত দ্বার)। সেই এই দ্বারটী নান্দন—আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটী—(১) জাগরণ-কালে দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ—মনঃ, (৩) সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াকাশ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও স্বীয় দেহ, এই তিনটী। তাহার স্বপ্নও তিন প্রকার (১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন, ও (৩) সুষুপ্তি। ইহা আবসথ, ইহা আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটীকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্ মদ্ভৃত্যস্য প্রাণস্য মম সর্ব্বার্থাধিকৃতস্য প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপদ্যে। কিং তর্হি, পারিশেষ্যাদস্য মূর্ধানং বিদার্য্য প্রপদ্যে ইতি লোক ইব ঈক্ষিতকারী যঃ স্রষ্টেশ্বরঃ, স এতমেব মূর্ধসীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া দ্বারা মার্গেণ ইমং কার্য্যকরণসংঘাতং প্রাপদ্যত প্রবিবেশ। ১

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ, মূর্ধ্নি তৈলাদিধারণকালে অন্তস্তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাদ্ বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু শ্রোত্রাদিদ্বারাণি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বাৎ ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতুনি। ইদং তু দ্বারং পরমেশ্বরস্যৈব কেবলস্যেতি। তদেতৎ নান্দনং নন্দনমেব নান্দনমিতি, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। নন্দত্যনেন দ্বারেণ গত্বা পরস্মিন্ ব্রহ্মণীতি। ২

তস্যৈবং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টস্য অনেন জীবেনাত্মনা রাজ্ঞ ইব পুরম্, ত্রয় আবসথাঃ—জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ইত্যেতে; বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বঞ্চ শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। নন্ু জাগরিতং

প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবং, স্বপ্ন এব। কথম্? পরমার্থস্বাত্মপ্রবোধাভাবাৎ স্বপ্নবদসদ্বস্তুদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসথশ্চক্ষুর্দ্দক্ষিণং প্রথমঃ। মনোঽন্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্তৃতীয়ঃ। অয়মাবসথ ইত্যুক্তানুকীর্ত্তনমেব। তেষু হ্যয়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্ত্তমানোঽবিদ্যয়া দীর্ঘকালং গাঢ়ং প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবুধ্যতেঽনেকশতসহস্রানর্থসন্নিপাতজদুঃখ-মুদ্গরাভিঘাতানুভবৈরপি ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। [এই প্রকার আলোচনার পর পরমেশ্বর স্থির করিলেন যে, আমার সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারপ্রাপ্ত ভৃত্যস্থানীয় প্রাণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিম্নতন পাদাগ্রভাগ দ্বারা প্রবেশ করিব না; তবে কি? না, পাদাগ্র ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মূর্ধভাগ বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিব। জগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, তিনিও সেইরূপই চিন্তা করিয়া, এই মূর্ধসীমা—যেখান হইতে কেশরাশি বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া, সেই দ্বারপথে এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে প্রবেশ করিলেন। ১

সেই এই রন্ধ্রটী একটী প্রসিদ্ধ দ্বার; কেননা, মস্তকে তৈলাদি তরল দ্রব্য ধারণ করিলে, তাহা ঐ পথেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বিদৃতি; ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া এই দ্বারদেশ বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রোত্রাদি দ্বারগুলি ভৃত্যাদিস্থানীয় সাধারণ দ্বার মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটী কিন্তু কেবল পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অসাধারণ; এই জন্যই নান্দন (নন্দন) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। বৈদিক নিয়মে 'নন্দন' শব্দের অকার দীর্ঘ ('নান্দন') হইয়াছে। লোক যে পথে ব্রহ্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহার নাম নান্দন। ২

নগরাধিপতি রাজার ন্যায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের আবসথ—বাসস্থান তিনটী। (১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নসময়ে অভ্যন্তরস্থ মনঃ, (৩) সুষুপ্তি-সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটী; অথবা বক্ষ্যমাণ (পরে যাহাদের কথা বলা হইবে, সেই) তিনটী আবসথ—(১) পিতৃশরীর (২) মাতৃগর্ভাশয় (৩) নিজ শরীর। তিনটি স্বপ্ন অর্থে—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাগ্রদবস্থা যখন প্রবোধাত্মক, তখন উহা ত

স্বপ্ন হইতেই পারে না? না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না; উহা স্বপ্নই বটে। উহা স্বপ্ন কি প্রকারে? [উত্তর—] যেহেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের ন্যায় অসত্য পদার্থই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবসথত্রয়ের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ। শ্রুতিতে যে, তিনবার 'আবসথ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিতেরই অনুবাদ মাত্র। সেই এই পরমেশ্বর জীবভাবে উক্ত স্থানত্রয়ে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি অবিদ্যা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বহু শত সহস্র অনিষ্ট-সম্পাতজনিত দুঃখময় মুদ্গরের আঘাত অনুভব করিয়াও জাগরিত (আত্মজ্ঞান সম্পন্ন) হন না ॥২১॥১২॥

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি ৩॥২২॥১৩।

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) জাতঃ (দেহপ্রবেশেন জীবভাবং গতঃ সন্) ভূতানি (আকাশাদীনি) অভিব্যৈখ্যৎ (জ্ঞাতবান্, 'মনুষ্যোঽহম্' ইত্যাদি প্রকারেণ জ্ঞাতবান্। ভূতানাম্ আকাশাদীনাং প্রাণিদেহানাং চ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ চিন্তিতবান্)। সঃ (জীবঃ) ইহ (শরীরে) অন্যং (স্বব্যতিরিক্তং) কিং বাবদিষৎ (উক্তবান্, নান্যং কিমপীতি ভাবঃ), ইতি (এতস্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ইতি সম্বন্ধঃ)। সঃ (জীবঃ) [কদাচিৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবশেন] এতং (প্রকৃতং সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তারং) পুরুষং (পুরি হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ানং) এব ততমং (তততমং অতিশয়েন ব্যাপকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) অপশ্যৎ (প্রত্যবুধ্যত) ইদং (ব্রহ্ম) অদর্শম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইত্যর্থঃ ॥২২॥১৩॥

মূলানুবাদ। [সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীব-রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে স্বস্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, এবং আমি মনুষ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে উক্তিও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন? তিনি [জীবরূপে অবস্থান করত] সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া-ছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন ॥২২॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাত্মনা ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ব্যাকরোৎ। স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্য্যেণ আত্মজ্ঞান-প্রবোধকৃচ্ছব্দিকায়াং বেদান্ত-মহাভের্য্যাং তৎকর্ণমূলে তাড্যমানায়াম্, এতমেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন প্রকৃতং পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্রহ্ম—বৃহৎ ততমং—তকারেণৈকেন লুপ্তেন তততমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যত অপশ্যৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম মম আত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি। বিচারণার্থা প্লুতিঃ পূর্ব্বম্ ॥২২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—[সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-সমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত ভূতকে নিজের সহিত একাত্মক বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই জীব কোন সময় পরম দয়ালু আচার্য্য কর্ত্তৃক—যাহার শব্দে আত্ম-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই বেদান্ত বাক্যরূপ মহাভেরী কর্ণমূলে তাড্যমান হইতে থাকিলে, সেই জীব সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়-পুরে অবস্থিত আত্মাকে ততম (তততম) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটী 'ত' লোপ হইয়াছে; বস্তুতঃ 'তততমম্' বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, [এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন]। জ্ঞানবিষয়ে বিচার প্রকাশনার্থ 'ইতী' শব্দে প্লুতি (দীর্ঘস্বর) ব্যবহার হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কি না, এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করত আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে]] ॥২২॥১৩॥

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥২৩॥১৪॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১॥৩॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

সরলার্থঃ। তস্মাৎ (যস্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতয়ৈব ব্রহ্ম দৃষ্টবৎ। জীবরূপি ব্রহ্ম, তস্মাৎ হেতোঃ), ইদন্দ্রঃ (ইদং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষদর্শিত্বাৎ পরমাত্মা ইদন্দ্র-শব্দবাচ্যঃ)। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নাম (ইত্যেতে নিপাতাঃ প্রসিদ্ধ্যর্থাঃ)। [এবঞ্চ] ইদন্দ্রং সন্তং (ইদন্দ্রনাম্না প্রসিদ্ধমপি) তং (পরমাত্মানং) পরোক্ষেণ (পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদেন) ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে (ব্যবহরন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ; পরমপূজনীয়স্য প্রত্যক্ষনামগ্রহণস্যান্যায্যত্বাদিতি ভাবঃ]। হি (যতঃ) দেবাঃ (সুরাঃ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষনামগ্রহণে এব প্রীতাঃ) [ভবন্তি; তস্মাদেবং ব্যাচক্ষতে ইতি ভাবঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা] ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা ॥১॥৩॥

সমাপ্তা প্রথমাধ্যায়-ব্যাখ্যা ॥

মূলানুবাদ। সেই হেতু—(যে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'এই' (ইদম্) বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছিলেন; সেই হেতু) তিনি ইদন্দ্র, 'ইদন্দ্র' নামে জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে (ভঙ্গিক্রমে) ইন্দ্র নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য শেষাংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিদমিত্যেব যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বান্তরমপশ্যৎ, ন পরোক্ষেণ; তস্মাদিদং পশ্যতীতি ইদন্দ্রো নাম পরমাত্মা। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম প্রসিদ্ধো লোকে ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ইন্দ্র ইতি পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্থম্, পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম-গ্রহণভয়াৎ। তথাহি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইব এব হি যস্মাৎ দেবাঃ। কিমুত সর্ব্বদেবানামপি দেবো মহেশ্বরঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকৃতাধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥১॥৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। [যে হেতু 'ইদম্' (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই সর্ব্বান্তরস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে নহে, সেই হেতু 'ইহাকে দর্শন করেন' এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর জগতে ইদন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রকারে ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ ব্যবহার সম্পাদনাবসরে তাঁহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি পরম পূজনীয়, এইজন্যই তাঁহার সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে। দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভালবাসেন, তখন সর্ব্বদেবতার অধিপতি পরমেশ্বরের আর কথা কি? আরব্ধ-অধ্যায়ের সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥]১৩॥১৪॥

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥৩॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

আভাষভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে এষ বাক্যার্থঃ—জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কৃদসংসারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ স্বতোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরম্ অনুপাদায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্ট্বা স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সর্ব্বাণি চ প্রাণাদিমচ্ছরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ স এব সর্ব্বশরীরেষ্বেক এবাত্মা, নান্য ইতি। অন্যোঽপি "স ম আত্মা—ব্রহ্মাস্মীত্যেবং বিদ্যাৎ" ইতি, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "ব্রহ্ম ততমম্" ইতি চোক্তম্। অন্যত্র চ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বাত্মনো বালাগ্রমাত্রমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিদার্য্য প্রাপদ্যত পিপীলিকেব সুষিরম্? ১

নন্বত্যল্পমিদং চোদ্যম্; বহু চাত্র চোদয়িতব্যম্,—অকরণঃ সন্নীক্ষত। অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত। অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। তস্যাভিধ্যানান্মুখাদি নির্ভিন্নম্, মুখাদিভ্যশ্চাগ্ন্যাদয়ো লোকপালাঃ; তেষাঞ্চ অশনায়াদিসংযোজনম, তদায়তন-প্রার্থনম্, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, তেষাঞ্চ যথায়তনপ্রবেশনম্, সৃষ্টস্যান্নস্য পলায়নম্, বাগাদিভিস্তজ্জিঘৃক্ষা, এতৎ সর্ব্বং সীমাবিদারণপ্রবেশসমমেব॥২

অস্তু তর্হি সর্ব্বমেবেদমনুপপন্নম্। ন, অত্রাত্মাববোধমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বোঽয়মর্থবাদ ইত্যদোষঃ। মায়াবিবদ্বা;—মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বমেতচ্চকার, সুখাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাখ্যায়িকাদিপ্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ পক্ষঃ। নহি সৃষ্ট্যাখ্যায়িকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলমিষ্যতে। ঐকাত্ম্যস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু অমৃতত্বং ফলং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। স্মৃতিষু চ গীতাস্থাসু—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" ইত্যাদি॥৩

নমু ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা কর্ত্তা সংসারী জীব একঃ সর্ব্বলোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ। অনেকপ্রাণিকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্ম্মাণেন লিঙ্গেন যথাশাস্ত্রপ্রদর্শিতেন—পুরপ্রাসাদাদিনির্ম্মাণলিঙ্গেন তদ্বিষয়কৌশলজ্ঞানবান্ তৎকর্ত্তা তক্ষাদিরিব ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতঃ কর্ত্তা দ্বিতীয়শ্চেতন আত্মা অবগম্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি"

ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষদঃ পুরুষস্তৃতীয়ঃ। এবমেতে ত্রয় আত্মানোঽন্যোন্য-বিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মা অদ্বিতীয়োঽসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নন্বেবং জ্ঞায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা আদেষ্টাঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি ॥৪

নন্ু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে—যঃ শ্রবণাদিকর্তৃত্বেন অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতেতি চ। তথা "ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রতিষিদ্ধম্, যদি প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়েত সুখাদিবৎ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানঞ্চ নিবার্য্যতে "ন মতের্ম্মন্তারম্" ইত্যাদিনা। জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদিলিঙ্গেন; তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ? ॥৫

নন্ু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জ্ঞায়তে, যাবতা যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যং শব্দম্, তদা তস্য শ্রবণাদিক্রিয়য়ৈব বর্ত্তমানত্বাৎ মনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথা অন্যত্রাপি মননাদিক্রিয়াসু। শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ স্ববিষয়েষ্বেব। নহি মন্তব্যাদন্যত্র মন্তুর্মননক্রিয়া সম্ভবতি।৬

নন্ু মনসঃ সর্ব্বমেব মন্তব্যম্। সত্যমেবম্; তথাপি সর্ব্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যদ্যেবং কিং স্যাৎ? ইদমত্র স্যাৎ—সর্ব্বস্য যোঽয়ং মন্তা, স মন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ। ন চ দ্বিতীয়ো মন্তুর্ম্মন্তাস্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদা যেন চাত্মনা মন্তব্যঃ, যশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তৃ-মন্তব্যত্বেন দ্বিশকলীভবেৎ বংশাদিবৎ, উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকা শ্য-প্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ, সমত্বাৎ, তদ্বৎ ॥৭

ন চ মন্তুর্ম্মন্তব্যে মননব্যাপারশূন্যঃ কালোঽস্ত্যাত্মমননায়। যদাপি লিঙ্গেনা-ত্মানং মনুতে মন্তা, তদাপি পূর্ব্ববদেব লিঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, যশ্চ তস্য মন্তা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; এক এব বা দ্বিধেতি পূর্ব্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেণ, নাপ্যনুমানেন জ্ঞায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" ইতি? কথং বা শ্রোতা মন্তেত্যাদি?। ৮

নন্ু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা, অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ; কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যদ্যপি তব ন বিষমম্, মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা; যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি পক্ষে শ্রোতা মন্তা, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথান্যত্রাপি চ। যদৈবম্, তদা শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্?

যদা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্থাতা গন্তৈব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্থাতৈব, তদাস্য পক্ষ এব গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বঞ্চ, ন নিত্যং গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বং বা, তদ্বৎ। ৯

তথৈবাত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃত্বাদিনা আত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ। সংযোগজত্বমযৌগপদ্যঞ্চ জ্ঞানস্য হ্যাচক্ষতে। দর্শয়ন্তি চ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্' ইত্যাদি যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি চ ন্যায্যম্। ভবত্বেবং; কিং তব নষ্টম্ যদ্যেবং স্যাৎ? অস্ত্বেবং তবেষ্টং চেৎ; শ্রুত্যর্থস্তু ন সম্ভবতি। কিং ন শ্রোতা মন্তেত্যাদিঃ শ্রুত্যর্থঃ? ন, ন শ্রোতা ন মন্তেত্যাদিবচনাৎ।১০

ননু পাক্ষিকত্বেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমাৎ; "ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্‌জ্ঞানোৎপত্তির-জ্ঞানাভাবশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ স্যাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাদিশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বশ্রুতেঃ। অনিত্যানাং মূর্ত্তানাঞ্চ চক্ষুরা-দীনাং দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিয়োগধর্ম্মিণাম্। যথা অগ্নের্জ্বলনং তৃণাদিসংযোগজত্বাৎ, তদ্বৎ। ন তু নিত্যস্যামূর্ত্তস্যাসংযোগ-বিভাগধর্ম্মিণঃ সংযোগজ-দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যধর্ম্মত্বং সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদ্যা।১১

এবং তর্হি দ্বে দৃষ্টী—চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টিঃ, নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী—শ্রোত্রস্যানিত্যা, নিত্যা চাত্মস্বরূপস্য। তথা দ্বে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে। এবং হ্যেব চেয়ং শ্রুতিরুপপন্না ভবতি—"দৃষ্টের্দ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদ্যা। লোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুষস্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষু-র্দৃষ্টেরনিত্যত্বম্। তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনামাত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে। বদতি হি উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথা অবগত-বাধির্য্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোঽদ্যেত্যাদি। যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যা দৃষ্টিস্তন্নাশে নশ্যেত, তদা উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যেৎ। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে"রিত্যাদ্যা চ শ্রুতিরনুপপন্না স্যাৎ। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ।১২

নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্বাহ্যানিত্যদৃষ্টের্গ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেশ্চ উপজনাপায়াদ্য-নিত্যধর্মবত্ত্বাদ গ্রাহিকায়া আত্মদৃষ্টেস্তদ্বদবভাসত্বম্ অনিত্যত্বাদি ভ্রান্তিনিমিত্তং

লোকস্যেতি যুক্তম্। যথা ভ্রমণাদিধর্ম্মবদলাতাদিবস্তুবিষয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব, তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি"। তস্মাদাত্মদৃষ্টে-র্নিত্যত্বান্ন যৌগপদ্যমযৌগপদ্যং বাস্তি। বাহ্যানিত্যদৃষ্ট্যুপাধিবশাত্তু লোকস্য তার্কিকাণাঞ্চ আগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাৎ অনিত্যা আত্মনো দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তি-রূপপন্নৈব। জীবেশ্বর-পরমাত্মভেদকল্পনা চৈতন্নিমিত্তৈব।১৩

তথা অস্তি নাস্তীত্যাদ্যাশ্চ যাবন্তো বাঙ্মনসয়োর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিষয়ায়া নিত্যায়া দৃষ্টের্নির্ব্বিশেষায়াঃ। অস্তি নাস্তি, একং নানা, গুণবদগুণম্, জানাতি ন জানাতি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্, ফলবদফলম্, সবীজং নির্ব্বীজম্, সুখং দুঃখম্, মধ্যমমধ্যম্, শূন্যমশূন্যম্, পরোঽহমন্যঃ, ইতি বা সর্ব্ববাক্-প্রত্যয়াগোচরে স্বরূপে যো বিকল্পয়িতুমিচ্ছতি, স নূনং খমপি চর্ম্মবদ্বেষ্টয়িতুমিচ্ছতি সোপানমিব চ পদ্ভ্যামারোঢ়ুম্; জলে খে চ মীনানাং বয়সাং চ পদং দিদৃক্ষতে; "নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "কো অদ্ধা বেদ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। ১৪

কথং তর্হি তস্য স ম আত্মেতি বেদনম্; ব্রূহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম আত্মেতি বিদ্যাম্। অত্রাখ্যায়িকামাচক্ষতে—কশ্চিৎ কিল মনুষ্যো মুগ্ধঃ কৈশ্চিদুক্তঃ কস্মিংশ্চিদপরাধে সতি, 'ধিক্ ত্বাম্, নাসি মনুষ্যঃ' ইতি। স মুগ্ধতয়া আত্মনো মনুষ্যত্বং প্রত্যায়য়িতুং কঞ্চিদুপেত্যাহ—ব্রবীতু ভবা কোঽহমস্মীতি। স তস্য মুগ্ধতাং জ্ঞাত্বাহ—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি। স্থাবরাদ্যাত্মভাবমপোহ্য ন ত্বমমনুষ্য ইত্যুক্ত্বা উপররাম। স তং মুগ্ধঃ পুন্ প্রত্যাহ—ভবান্ মাং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তূষ্ণীংবভূব, কিং ন বোধয়তীতি। তাদৃগেব তদ্ভবতো বচনম্। নাস্যমনুষ্যঃ ইত্যুক্তেঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনো ন প্রতিপদ্যতে যঃ, স কথং মনুষ্যোঽসীত্যুক্তোঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যেত। তস্মাৎ যথাশাস্ত্রোপদেশ এবাত্মাববোধবিধিঃ, নান্যঃ। নহি অগ্নের্দাহ্যং তৃণাদি অন্যেন কেনচিদ্দগ্ধুং শক্যম্।১৫

অতএব শাস্ত্রম্ আত্মস্বরূপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সৎ অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধেনেব "নেতি নেতি" ইত্যুক্ত্বোপররাম। তথা "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যনুশাসনম্; "তত্ত্বমসি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যেবমাদ্যপি চ।১৬

যাবদয়মেবং যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদয়ং বাহ্যানিত্যদৃষ্টিলক্ষণ

মুপাধিমাত্মত্বেনোপেত্য অবিদ্যয়া উপাধিধর্ম্মানাত্মনো মন্যমানো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু স্থানেষু পুনঃ পুনরাবর্ত্তমানঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।১৭

স এবং সংসরন্ উপাত্তদেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং ত্যজতি; ত্যক্ত্বা অন্যমুপাদত্তে। পুনঃ পুনরেবমেব নদীস্রোতোবজ্জন্মমরণ-প্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরবস্থাভির্ব্বর্ত্ততে—ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যহেতোঃ—

আভাষভাষ্যের অনুবাদ। আরভ্যমাণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়-গত সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এইরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী অসংসারী সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আপনার অতিরিক্ত কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই আকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রবেশ করিয়া (জীবভাবাপন্ন হইয়া)—'ইদং ব্রহ্ম অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম স্বরূপ, এইরূপে স্বীয় আত্মাকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণিশরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আমি সর্ব্বভূতে সমান—ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এইরূপ জানিবে' এবং 'সৃষ্টির অগ্রে ইহা একমাত্র আত্ম-স্বরূপই ছিল' 'ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী' ইতি।১

ভালকথা, শ্রুত্যন্তর-সংবাদে যখন জানিতে পারা যাইতেছে যে, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাণ অংশও কুত্রাপি অপ্রবিষ্ট নাই; তখন পিপীলিকা যেরূপ গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ মূর্দ্ধসীমা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল কিরূপে (১)? হাঁ, ইহা অতি সামান্য আপত্তি; এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে—'তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও ঈক্ষণ করিলেন', 'কোন কিছু না লইয়াই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'জল হইতে পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন'। তাঁহার

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রবেশবোধক শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাত সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, পরমাত্মা অশরীরী; সুতরাং শরীর না থাকায় সীমাবিদারণ করা (ছিদ্র করা) সম্ভব হয় না; তাহার পর, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী কোথাও তাহার অনস্তাব নাই; সুতরাং তাহার পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না। অতএব প্রবেশবাক্য হইতে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থিত হইতে পারে না।

সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং মুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সেই লোকপালদিগের আবার অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহাদের আয়তনের (বাসস্থানের) প্রার্থনা; তদনুসারে গবাদি দেহ প্রদর্শন; তাহার পর লোকপালগণের যথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ; সৃষ্ট অন্নের আবার ভয়ে পলায়ন ও বাগাদিকর্তৃক সেই পলায়মান অন্নকে ধরিবার চেষ্টা—এ সমস্তই ত সীমাবিদারণ ও প্রবেশের তুল্য; [সুতরাং আপত্তির যোগ্য]।২

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, সে সমস্ত বিষয় অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হউক; ক্ষতি কি? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র অভিপ্রেত; সুতরাং তদতিরিক্ত সমস্ত কথাই অর্থবাদ—আত্মবোধের স্তাবক মাত্র; কাজেই স্বার্থে প্রামাণ্যহীন ঐ সকল বাক্যে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। অথবা মায়াবীর দৃষ্টান্তেও ইহার পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ মহামায়াসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন; ইহা জানিলে তাঁহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃত-পক্ষে ঐ সমস্ত ঘটনা সত্য নহে); এই পক্ষটী অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। কেন না, সৃষ্টিবিষয়ক আখ্যায়িকাদি জানিলে যে অন্য কোনও ফল হয়, ইহা ত শ্রুতির অভিমত নহে; পরন্তু আত্মার একত্ব ও যথার্থ স্বরূপ জানিলে যে, মোক্ষ ফল সিদ্ধ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রেও 'সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে।৩

[আত্মার একত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রদর্শিত হইতেছে।] ভাল; তিন-প্রকার আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে—[এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর ও তৃতীয় পরব্রহ্ম।] তন্মধ্যে, প্রথমোক্ত জীব কর্ত্তা ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া সমস্ত লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নগর ও প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণরূপ কার্য্য-দর্শনে তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সূত্রধর প্রভৃতি যেমন সেই নগরাদির নির্ম্মাতা বলিয়া অনুমিত হয়, তেমনি শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রাণীর কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত বিভিন্নপ্রকার স্বর্গাদি লোক ও দেহাদিনির্ম্মাণরূপ হেতুদ্বারা, তৎকর্ত্তারূপে সর্ব্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও অনুমিত হইয়া থাকেন;

তিনিই দ্বিতীয় আত্মা। তাহার পর, 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ও 'নেতি নেতি' ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যে, উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ (পরব্রহ্ম); তিনি হইতেছেন তৃতীয়। এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নস্বভাব তিনটী আত্মা [প্রমাণিত হইতেছে]। তবে কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় অসংসারী আত্মা একই বটে? এবং তাহাতে জীবেরই বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি প্রকারে? [কেন?] জীবের অস্তিত্ব ত—জীব শ্রোতা মন্তা (চিন্তাকারী) দ্রষ্টা, আদেশকারী, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই পরিজ্ঞাত হইতেছে। ৪

হাঁ, জীববিষয়ক উক্তপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানই; কারণ, শ্রবণাদির কর্ত্তারূপে, যে জীব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সেই জীবই আবার শ্রুতিতে 'অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; [সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিবিরুদ্ধই হইতেছে]। [জীবের অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে] আরও আছে—'মতির (মনের) সাক্ষীকে মনন করিও না, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিও না' ইত্যাদি। হাঁ, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞান বিরুদ্ধ হইত, যদি সুখদুঃখাদির ন্যায় আত্মাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত; তাহা ত হয় না; কেননা; "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞাত বা অনুমিত; তখন আর বিরোধ কিসের? ।৫

ভাল কথা; শ্রবণাদি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? কেননা, আত্মা যে সময় শ্রোতব্য শব্দ শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল শ্রবণ-ক্রিয়া লইয়াই বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্যত্র কোথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া সম্ভবপর হয় না; মননাদি ক্রিয়াস্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা। শ্রবণাদি ক্রিয়াগুলি স্ববিষয়েই (শব্দাদি বিষয়েই) নিবদ্ধ; সুতরাং মননকর্ত্তার যে মননক্রিয়া, তাহা, কখনই মন্তব্য বিষয় ভিন্ন অন্যত্র—আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে না।৬

কেন? মনের ত সমস্তই বিষয়—মন্তব্য? হাঁ, এ কথা যদিও সত্য; তথাপি মননের কর্ত্তা থাকা আবশ্যক; কর্ত্তা ব্যতীত, কোন মন্তব্য বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরূপ হইলেই বা কি হইবে? ইহাতে এই হইবে যে, এই যিনি সকলের মন্তা—মননের কর্ত্তা, তিনি মন্তাই থাকিবেন, কখনও মন্তব্য হইতে পারিবেন না; অথচ মন্তার মননকার

দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মন্তা যদি নিজেই নিজের মন্তব্য হইত, তাহা হইলেই, যে আত্মা দ্বারা মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের বিষয়ীভূত হইত, তাহাদের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত; অথবা দুইভাগে বিভক্ত একই বংশখণ্ড প্রভৃতির ন্যায়, এক আত্মাই মননের কর্ত্তা ও মননের বিষয়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনাই ত অসঙ্গত বা অনুপপন্ন হইতেছে; যেমন দুইটী প্রদীপের মধ্যে একটী অপরটীর প্রকাশক হয় না; কারণ, উভয়ই সমান; ইহাও ঠিক তদ্রূপ।৭

বিশেষতঃ আত্মা, যে সময় মন্তব্য বিষয় মনন করে, সে সময় উক্ত মনন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য এমন একটুকু ক্ষুদ্র কালও নাই যে, যে কালে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার স্ববিষয়েও মনন হইতে পারে; [অথচ একই সময়ে দুইটী পৃথক্ জ্ঞান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ]। আর যদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোনপ্রকার লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্তা ও মন্তব্যভেদে আত্মার দুইটী ভাগ হইয়া পড়ে, অথবা দ্বিধাকৃত বংশখণ্ডাদির ন্যায় এক আত্মারই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ সম্ভাবিত হয়। ভাল, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কিরূপে বলা হয় যে, 'তিনিই আমার আত্মা' এইরূপে জানিবে এবং কিরূপেই বা 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকে বিশেষিত করা হয়? ৮

ভাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিতে কথিত আছে, এবং তাহার অশ্রোতৃত্বাদি স্বভাবও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহাতে তুমি, কি বৈষম্য বা অসঙ্গতি দর্শন করিতেছ? হাঁ, যদিও তোমার নিকট বিষম বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা বিষম বা অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যদি বল কেন? [বলিতেছি—] এই আত্মা যে সময়ে শ্রোতা হয়, ঠিক সেই সময়েই মন্তা হয় না; আবার যে সময়ে মন্তা হয়, ঠিক সেই সময়েই শ্রোতা হয় না; [কারণ, একই সময়ে জ্ঞানদ্বয় হয় না]। এইরূপ হইলে এই দাঁড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, মন্তাও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে, মন্তাও নহে। অপরাপর জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যখন এইরূপই অবস্থা, তখন, আত্মা কি শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম-যুক্ত, অথবা শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মবিযুক্ত? এই প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা থাকায় তোমার নিকটই বা বৈষম্য বোধ হইতেছে না কেন? কেননা, দেবদত্ত

(কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা—অবস্থানকারী (দাঁড়ান) হয় না, পরন্তু গন্তাই হয়; আবার যখন অবস্থান করে, তখনও গন্তা হয় না, পরন্তু স্থাতাই (স্থিতিশীলই) হইয়া থাকে। সে সময় যেমন ইহার গন্তৃত্ব (গতি) ও স্থাতৃত্ব (স্থিতি), উভয়ই পাক্ষিক, কোনটীই নিত্য নহে; ইহাও তদ্রূপ।৯

কণাদমতাবলম্বী ও অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মেই বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ নহে, পরন্তু পাক্ষিক অর্থাৎ সাময়িক—অনিত্য। সেই পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মদ্বারাই আত্মাকে 'শ্রোতা' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। কেননা, শ্রুতিতে 'শ্রোতা ও মন্তা' ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। তাহার পর, তাঁহারা জ্ঞানকেও সংযোগজ ও অযুগপদ্ভাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগই জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, এবং একই সময়ে দুইটী জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। তাঁহারা যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তির বিপক্ষে—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই' ইত্যাদি ব্যবহারকে হেতুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং এই সিদ্ধান্তকেই ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন (১)। [অতঃপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যখন কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার (সিদ্ধান্তবাদীর) ক্ষতি বা আপত্তি কি? [সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন]; ভাল

(১) তাৎপর্য্য—কণাদসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই ত্বকের সহিত মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ; অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ না হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মন অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসদৃশ; সুতরাং একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইতে পারে না; সেই জন্যই এক সময়ে দুইটী ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহাই মনের অণুত্ব-সাধক যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে 'নিত্য' বলিতে পারা যায় না; উহা অনিত্য—পাক্ষিক; কারণ, ত্বঙ্ মনঃসংযোগের সদ্ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি, আর তাহার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি। শ্রবণাদিজাত এই অনিত্য জ্ঞান লইয়াই আত্মাকে 'শ্রোতা মন্তা, ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বভাব নহে, মনঃসংযোগের সাহায্যে জ্ঞানোদয় হয় বলিয়াই এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে, তৎকালে অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না—ত্বঙ্ মনঃসংযোগ যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ ইত্যাদি।

কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক; শ্রুতির অর্থ কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কেন? 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি কি শ্রুতির অর্থ নহে? না, যে হেতু 'শ্রোতা নহে, মন্তা নহে' ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে।১০

ভাল কথা, তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) নিজেই ত শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের পাক্ষিকত্ব স্বীকার করিয়াছ? না, যে হেতু 'শ্রোতার (আত্মার) যে শ্রুতি (শ্রবণ-জ্ঞান), তাহার কখনও বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে—শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ দুইটী দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব; অথচ ইহা ত কাহারো অভীষ্ট নহে। না—উক্ত দোষদ্বয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রুত্যাদির শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, ইত্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধও তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, অনিত্য ও মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে দর্শনাদি ব্যাপার, সে সময় অনিত্যই বটে; কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞান সংযোগ ও বিয়োগবিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাদি-সংযোগে অগ্নির জ্বলন হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ; কিন্তু সংযোগ-বিয়োগ-বিবর্জ্জিত নিত্য অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে সংযোগজ অনিত্য দৃষ্ট্যাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—'দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) কখনও বিলোপ নাই' ইত্যাদি।১১

ভাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য দুইটী দৃষ্টি হইয়া পড়ে; চক্ষুর দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য; এইরূপ শ্রুতিও দুইপ্রকার হয়—শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য; এই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মতি ও বিজ্ঞাতির সম্বন্ধেও দ্বিবিধভাব সম্ভব হয়। হাঁ, এরূপ হইলেই 'দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং শ্রুতিই যখন দ্বিবিধ দৃষ্টিশ্রুতির কথা বলিতেছেন, তখন ঐরূপ দ্বিত্ব-স্বীকারে অপ্রামাণ্য দোষ হইতে পারে না।. লোকব্যবহারেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে 'তিমির' রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হইল, আবার সেই রোগের অপগমে দৃষ্টি জন্মিল; এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে চাক্ষুষ দৃষ্টির অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়। এইরূপে আত্মদৃষ্টিপ্রভৃতির ও শ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব

লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। তাহার পর, যাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াছি'। এইরূপ, যে লোকের বধিরতা অবধারিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি অমুক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার দৃষ্টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে উৎপাটিতচক্ষু লোক কথনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দর্শন করিতে পারিত না, এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইত না; 'আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, যাহা দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও উপপন্ন হইত না। ১২

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই নিত্য দৃষ্টিই ইন্দ্রিয়জনিত বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশক। জন্ম-মরণশীল বাহ্য দৃষ্টির অনিত্যত্ব-বশতঃ তদ্গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে ভ্রান্তিনিবন্ধন অনিত্যতা কল্পনা করিয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ অলাত প্রভৃতি (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি) দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ক চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়া যেরূপ প্রতীতি হয়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যতা নিবন্ধন জ্ঞানের যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য ভেদ নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশূন্যত্ব নিবন্ধন তার্কিকগণের ও সাধারণ লোকের যে, বাহ্য অনিত্য দৃষ্টিরূপ উপাধিবশতঃ আত্মদৃষ্টিতেও অনিত্যতা ভ্রম, তাহা হইতেই পারে। জীব, ঈশ্বর ও পরমাত্মার বিভাগ-কল্পনাও উক্তপ্রকার ভ্রান্তি হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩

উক্তপ্রকার ভ্রান্তিবশতই—সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিসম্বন্ধেই সৎ (অস্তি), অসৎ (নাস্তি) ইত্যাদি বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, সর্ব্বপ্রকার বাক্য ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রহ্মেতে—সৎ, অসৎ, এক, অনেক, সগুণ, নির্গুণ, জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, ক্রিয়াযুক্ত, নিষ্ক্রিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), অফল (অভোক্তা), সবীজ, নির্ব্বীজ, সুখ, দুঃখ, মধ্য (অভ্যন্তর), অমধ্য (বাহ্য), শূন্য, অশূন্য, আমি, অন্য—ইত্যাদি বিকল্প কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক নিশ্চিতই আকাশকেও চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করে, এবং পদদ্বয়ের সাহায্যে আকাশেও সোপানের ন্যায় আরোহণ করিতে অভিলাষ

করে, এবং জলে মৎস্যের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ (পদচিহ্ন) দর্শন করিতে ইচ্ছা করে (১)। কেন না, 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রেও 'কে তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানে' ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪

[ভাল কথা, আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচরই হয়,] তাহা হইলে 'তাহাই আমার আত্মা' এই প্রকারে আত্ম-বেদনা (আত্মজ্ঞান) সম্ভব হয় কি প্রকারে? অতএব বলিয়া দাও—কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে ইহাই আমার আত্মা এইরূপে জানিব? এতদুত্তরে আচার্য্যগণ একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া থাকেন। [তাহা এই—] কোন এক মূঢ় মনুষ্য কোন একটা অপরাধ করিয়াছিল; তজ্জন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে, তোমায় ধিক্, তুমি মনুষ্যই নহ। তিরস্কৃত ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তাবশতঃ আপনার মনুষ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কোন ব্যক্তিকে বলিল—মহাশয়, আপনি বলুন যে, আমি কে হই, অর্থাৎ আমি মনুষ্য কি না? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি—স্থাবরাদিভাব পরিত্যাগ করিলে [বলিতে হয় যে] তুমি অমানুষ নহ অর্থাৎ তুমি স্থাবরাদি স্বরূপ নহ, এবং মনুষ্য ভিন্নও নহ। তিনি এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন। সেই মূঢ় মনুষ্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও চুপ করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন? [এই মূঢ়ের কথা যে প্রকার,] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার; কারণ 'তুমি অমনুষ্যই

(১) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকপ্রভৃতি আস্তিক দার্শনিকের মতে আত্মা 'অস্তি' (সৎ), নানা (অনেক), সগুণ; জানাতি, ন জানাতি (সুষুপ্তি-সময়ে জ্ঞান থাকে না, অন্যত্র থাকে), ক্রিয়াবান্, ফলবান্ (ইহ লোকে বা পরলোকে স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা), সবীজ (বীজ অর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার, আত্মা তদ্যুক্ত), 'সুখ' 'দুঃখ' 'অশূন্য অমধ্য' অর্থাৎ দেহের বাহিরেও বর্ত্তমান এবং আমি ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্ব্বাকের মতে—নাস্তি (অসৎ), অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া নাই, এখানেই দেহান্তর গ্রহণ করে)। নাস্তিক ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অফল; কারণ, সে মতে পরলোকগামী স্থায়ী আত্মা নাই। ইহাদেরই মতে আত্মা নির্বীজ; কারণ, কর্ম্ম সংস্কারের আশ্রয়ীভূত নিত্য আত্মার অভাব। বিজ্ঞানবাদে আত্মা দুঃখস্বরূপ। দিগম্বর বৌদ্ধমতে 'মধ্যম'; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত; সুতরাং বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এতদতিরিক্ত অগুণ অক্রিয়াদি কথাগুলি অদ্বৈতবাদেও সঙ্গত হয়।

নহ, এই কথা বলিলেও যে লোক আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারে না, তুমি 'মনুষ্য' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে? ১৫।

অতএব আত্মোপলব্ধির সুবিধার নিমিত্ত শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ বিধান, তদ্ভিন্ন বিধি হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি ভিন্ন অপর কেহই অগ্নির দাহ্য (দহনযোগ্য) তৃণ প্রভৃতিকে দাহ করিতে পারে না। (১) এই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াও উক্ত অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধের ন্যায় কেবল "নেতি নেতি" বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ 'অন্তর্ব্বহির্ভাবশূন্য' 'এই আত্মা সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং তুমি তৎস্বরূপ' 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সে সময় কে কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে'? ইত্যাদি রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে; [কিন্তু বিধিমুখে কিছুই বলা হয় নাই, হইতেও পারে না।] ১৬।

এই পুরুষ এবম্বিধ আত্মাকে যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিরূপ উপাধিকে আত্মস্বরূপে অবলম্বন করত অবিদ্যার বশে উপাধির ধর্ম্মসমূহকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া অবিদ্যা ও কাম কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিবিধ স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১৭

অবিদ্যা-বশবর্ত্তী উক্ত জীব এই প্রকার পরিভ্রমণ করত পূর্ব্ব-গৃহীত দেহে-

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু কেবলই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়, সে বস্তুকে কোন প্রমাণ দ্বারা বিধিমুখে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না। যে লোক স্বয়ং মনুষ্য, তাহার মনুষ্যত্বপ্রতীতি প্রত্যক্ষগম্য; তাহার মনুষ্যত্ব বুঝাইতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার অমনুষ্যত্ব ভ্রমনিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্মা যখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর; তখন বাক্য ও মন তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে কি প্রকারে? তৃণদাহ করিতে একমাত্র অগ্নিরই ক্ষমতা আছে; অন্যের নাই; সুতরাং তৃণদাহের জন্য সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি প্রয়োগ যেমন নিষ্ফল; তেমনি আত্মা যখন একমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে বাক্য ও মন প্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পড়ে। এইজন্য শাস্ত্রসমূহও বিধিমুখে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনে যত্নপর না হইয়া, 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপে নিষেধমুখে প্রতিপাদন দ্বারাই কেবল অনাত্ম-ভ্রান্তি নিরাশ করিয়াছেন মাত্র। এরূপ স্থলে অসম্ভাবনা বুদ্ধি ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করাই শাস্ত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য; তত্ত্বদর্শন কেবল সাক্ষাৎকারেরই বিষয়।

ন্দ্রিয়াদি-সংঘাতকে একবার পরিত্যাগ করে এবং ত্যাগ করিয়া আবার নূতন অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। নদীস্রোতের ন্যায় জন্ম-মরণপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করত নানা রকম অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে, লোকের মনে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের উদ্দেশ্যে, শ্রুতি সেই বিষয়টী প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥২৪॥১॥

সরলার্থঃ। অয়ং (অবিদ্যাদিদোষবান্ চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ পুরুষঃ) আদিতঃ (প্রথমম্ অন্নরসরূপেণ) পুরুষে (পিতৃশরীরে) গর্ভঃ ভবতি। [কোঽসৌ গর্ভঃ? ইত্যাহ—] যৎ এতৎ রেতঃ (শুক্রং, তস্মিন্ রেতসি জনিষ্যমাণতয়া জীবস্য প্রবিষ্টত্বাৎ)। তৎ এতৎ (রেতঃ) সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (দেহাবয়বেভ্যঃ) সম্ভূতং (নিষ্পন্নং) তেজঃ (সারভূতম্)। [তৎ রেতোরূপম্] আত্মানং (আত্মসারং) আত্মনি (স্বশরীরে) এব বিভর্ত্তি (ধারয়তি) [পিতা]। যদা স্ত্রিয়াং (ঋতুমত্যাং ভার্য্যায়াং) সিঞ্চতি (উপগচ্ছন্ তেজঃ আধত্তে পিতা), অথ (তদা) এনং (এতৎ রেতঃ) জনয়তি (শরীররূপেণ পরিণময়তি); অস্য (সংসারিণঃ পুরুষস্য) তৎ (স্ত্রিয়াং নিষেকরূপং) প্রথমং জন্ম (প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিরিত্যুচ্যতে) ॥২৪॥১॥

মূলানুবাদ। [উক্ত অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] প্রথমতঃ পুরুষ-শরীরে গর্ভরূপী হয়। [গর্ভ কি, তাহা বলিতেছেন—] যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র), [তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে]। সেই এই রেতঃ পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ সারভূত। পুরুষ (পিতা) এই আত্মভূত রেতকে প্রথমে আপনাতেই ধারণ করে (পোষণ করে)। স্ত্রী যখন ঋতুমতী হয়, তখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা নিষিক্ত করে; অনন্তর এই রেতকে গর্ভরূপে উৎপাদন করে। ইহাই সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়া কথিত হয় ॥২৪॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়মেবাবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানবান্ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত্বা অস্মাল্লোকাৎ ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকর্ম্মা বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ ইমং লোকং প্রাপ্য অন্নভূতঃ পুরুষাগ্নৌ হুতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণ আদিতঃ প্রথমতঃ রেতোরূপেণ গর্ভো ভবতীতি এতদাহ—যদেতৎ পুরুষে রেতঃ, তেন রূপেণেতি।১

তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যো রসাদি-লক্ষণেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং শরীরস্য, সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নং, তৎ পুরুষস্য আত্মভূত-ত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গর্ভীভূতম্ আত্মন্যেব স্বশরীরে এব আত্মানং বিভর্ত্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি যদা, যদা যস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী, তস্যাং যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্, অথ তদা এনৎ এতদ্রেত আত্মনো গর্ভভূতং জনয়তি পিতা। তৎ অস্য পুরুষস্য স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে রেতোরূপেণাস্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ। তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ "অসাবাত্মা অমুমাত্মানম্" ইত্যাদিনা ॥২৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত অভিমানসম্পন্ন এই জীবই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ধূমাদি-ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে; সেখানে স্বীয় কর্ম্মফল শেষ হইলে পর, বৃষ্টি প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই (পিতৃদেহেই) রসরুধিরাদি-ক্রমে রেতোরূপে (শুক্ররূপে) পরিণত হইয়া প্রথমতঃ গর্ভরূপ ধারণ করে;

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সাধারণভাবে জীবের সংসারগতি বা জন্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন।—কর্ম্মী পুরুষগণ যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, দেহত্যাগের পর ধূমাদিপথে (দক্ষিণায়নে) চন্দ্রলোকে গমন করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ করিয়া যখন বুঝিতে পারে যে, এখন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বা সন্তাপ উপস্থিত হয় সেই সন্তাপের ফলে তাহাদের জলময় দেহটী গলিয়া যায়, এবং প্রথমে দ্যুলোকে, পরে সেখান হইতে মেঘমণ্ডলে পড়িয়া মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে; শেষে রসরূপে বৃক্ষাদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন বা ভক্ষ্য দ্রব্য রূপে পুরুষের দেহে প্রবেশ করে; সেই ভুক্ত অন্নই রসরুধিরাদিক্রমে শুক্রাকারে পরিণত হয়। জীব সেই শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে; সেই শুক্র আবার ঋতুকালে স্ত্রীদেহে নিষিক্ত হয়, এবং সেখানে স্থূল দেহাকার ধারণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে।

ইহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—এই যে প্রসিদ্ধ রেতঃ, তদ্রূপে (গর্ভ হয়)।১

সেই এই রেতঃ পদার্থটী অন্নময় দেহপিণ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ রসাদিরূপ সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারভূত তেজোরূপে সম্ভূত—পরিনিষ্পন্ন হয়। ইহা পুরুষের আত্মভূত; এই কারণে আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। রেতোরূপে গর্ভভাবাপন্ন সেই আত্মাকে পুরুষ আপনায় শরীরেই প্রথমে ধারণ করিয়া থাকে। ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই ঋতুমতী ভার্য্যারূপ অগ্নিতে উপগত হইয়া, যখন রেতঃসেক করিয়া থাকে, তখন পিতা আপনার উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতার দেহ-গত বাসস্থান হইতে যে রেতঃসেক-কালে সংসারী পুরুষের রেতোরূপে নির্গমন অর্থাৎ স্ত্রীদেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম জন্ম—প্রাথমিক অবস্থার অভিব্যক্তি। ইতঃপূর্ব্বে "অসৌ আত্মা অমুম্ আত্মানম্" ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে ॥২৪॥১॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥২৫॥২॥

সরলার্থঃ। স্বং (স্বকীয়ং অঙ্গং স্তনাদি) যথা [আত্মভূয়ং গচ্ছতি] তথা (তদ্বদেব) তৎ (রেতঃ) স্ত্রিয়াঃ (যস্যাং স্ত্রিয়াং নিষিক্তং তস্যাঃ) আত্মভূয়ং (আত্মভাবং আত্মাব্যতিরেকতাং) গচ্ছতি। তস্মাৎ (স্ত্রিয়া আত্মভাবোপগমনাৎ হেতোঃ) এনাং (আধারভূতাং স্ত্রিয়ং) ন হিনস্তি (অন্তঃ প্রবিষ্টং শল্যমিব ন পীড়য়তি)। সা (গর্ভিণী) অত্র (আত্মন উদরে) গতং (প্রবিষ্টং) অস্য (ভর্ত্তুঃ) এতং আত্মানং ভাবয়তি (অনুকূলাশনাদিভিঃ বৰ্দ্ধয়তি) ॥২৫॥২॥

মূলানুবাদ। নিজের অঙ্গ যেমন নিজের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই নিষিক্ত রেতও সেই স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভিণীর দেহাবয়বরূপে পরিণত হয়; সেই কারণেই ঐ রেতঃ ইহাকে (গর্ভিণীকে) পীড়া দেয় না। সেই গর্ভিণী আপনার উদরে প্রবিষ্ট স্বামীর এই রেতোরূপী আত্মাকে অনুকূল আহারাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ রেতঃ যস্যাং স্ত্রিয়াং সিক্তং সৎ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ম্ আত্মাব্যতিরেকতাং—যথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমঙ্গং স্তনাদি, তথা তদ্বদেব। তস্মাদ্ধেতোঃ এনাং মাতরং স গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিবৎ। যস্মাৎ স্তনাদি স্বাঙ্গবদাত্মভূয়ং গতম্ তস্মান্ন হিনস্তি ন বাধতে ইত্যর্থঃ। সা অন্তর্ব্বত্নী এতৎ অস্য ভর্ত্তুরাত্মানম্ অত্র আত্মন উদরে গতং প্রবিষ্টং বুদ্ধা ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ভবিরুদ্ধাশনাদি-পরিহারম্ অনুকূলাশনাদ্যু-পযোগং চ কুর্ব্বতী ॥২৫॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই রেতঃ যে স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়, সেই স্ত্রীর আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের ন্যায় তাহার দেহের সহিতও অব্যতিরিক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্তন প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গসমূহ [দেহের সহিত একীভূত হইয়া থাকে], ইহাও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ অন্তরস্থ পিটক (গ্রন্থির মত একপ্রকার ব্রণ) প্রভৃতির ন্যায় এই মাতাকে পীড়া দেয় না। যে হেতু সেই গর্ভটী স্বাঙ্গ স্তনাদির ন্যায় আত্মভাব প্রাপ্ত, সেই হেতুই বাধা বা পীড়া দেয় না।

সেই গর্ভিণী যখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহারাদির পরিবর্জ্জন ও অনুকূল আহারাদির ব্যবহার করিয়া ভর্ত্তার আত্মভূত সেই গর্ভকে ভাবিত—পরিবর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি, সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [যস্মাৎ] সা (গর্ভবতী স্ত্রী) ভাবয়িত্রী [গর্ভভূতস্য ভর্ত্তুরাত্মনঃ], [তস্মাৎ সাপি] ভাবয়িতব্যা (ভর্ত্রা বস্ত্রান্নপানাদিভিঃ পালয়িতব্যা) ভবতি। স্ত্রী (গর্ভবতী) তং (ভর্ত্তুরাত্মভূতং) গর্ভং বিভর্ত্তি (দশ মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি)। সঃ (পিতা) অগ্রে (প্রসবাৎ পূর্ব্বম্) এব [পরিনিষ্পন্নং] কুমারং

(বালং) জন্মনঃ অগ্রে (প্রসবাৎ পরং) অধিভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদিনা সংস্কৃতং করোতি)।

সঃ (পিতা) জন্মনঃ অগ্রে কুমারং যৎ অধিভাবয়তি, তৎ আত্মানম্ এব (পুত্ররূপং) ভাবয়তি। [কিমর্থমিত্যাহ—] এষাং (ভবিষ্যৎ-পুত্রপৌত্রাদি-রূপাণাং) লোকানাং সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদায়) ; হি (যতঃ) ইমে (পুত্রাদয়ঃ) লোকাঃ এবং (পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মণা) সন্ততাঃ (অবিচ্ছিন্নাঃ) [ভবন্তি, অন্যথা বিচ্ছিদ্যেরন্নিতি ভাবঃ]। তৎ (প্রসূতত্বং) অস্য (গর্ভস্য) দ্বিতীয়ং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥৩॥

মূলানুবাদ। [সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু] তিনি [স্বামীরও অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা] প্রতিপালনীয়া হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর স্বামী জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন। তিনি যে, পুত্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তিনি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বংশবৃদ্ধির জন্য নিজেরই সংস্কার করেন। কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ॥২৫॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্তুরাত্মনো গর্ভভূতস্য ভাবয়িতব্যা বর্দ্ধয়িতব্যা চ ভর্ত্রা ভবতি। ন হ্যুপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে। তং গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্ত্তি ধারয়তি অগ্রে প্রাগ্‌জন্মনঃ। স পিতা অগ্রে এব পূর্ব্বমেব কুমারং জাতমাত্রং জন্মনঃ অধি উর্দ্ধং জন্মনঃ জাতং কুমারং জাত-কর্ম্মাদিনা পিতা ভাবয়তি। স পিতা যৎ যস্মাৎ কুমারং জন্মনঃ অধি উর্দ্ধং অগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্ম্মাদিনা যৎ ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা হ্যুক্তম্—"পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি" ইত্যাদি।

তৎ কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে—এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। বিচ্ছিদ্যেরন্ হীমে লোকাঃ

পুত্রোৎপাদনাদি যদি ন কুর্য্যুঃ। এবং পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মাবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্ত্তন্তে হি যস্মাৎ ইমে লোকাঃ, তস্মাৎ তদবিচ্ছেদায় তৎ কর্ত্তব্যং, ন মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ মাতুরুদরাৎ যন্নির্গমনম্, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভিব্যক্তিঃ ॥২৬॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মভূত দেহের পোষণকারিণী স্ত্রী; তিনিও আবার ভাবয়িতব্যা অর্থাৎ উপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা স্বামীর পোষণীয়া। কেননা, জগতে উপকার ও প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারো সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উৎপন্ন (গর্ভরূপে অবস্থিত) কুমার জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা সেই কুমারকে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত (সংস্কারসম্পন্ন) করেন। পিতা যে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা জাতমাত্র (ভূমিষ্ঠ হইবার পরই) কুমারের সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকেন; [বুঝিতে হইবে,] তাহা তিনি নিজেরই সংস্কার করিয়া থাকেন; কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও এই কথা উক্ত আছে—'পতিই [পুত্ররূপে] পত্নীতে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি।

ভাল, তিনি কিসের জন্য পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সংস্কার সম্পাদন করেন? হাঁ, বলিতেছি—এই সমুদয় লোকের (বংশের) সন্ততির জন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদের জন্য। লোকে যদি পুত্রোৎপাদন না করিত, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। যেহেতু পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের অবিচ্ছেদেই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির জন্য ঐরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। এই সংসারী পুরুষের যে, পুত্ররূপে মাতৃ-জঠর হইতে নির্গমন, তাহা পূর্ব্বকথিত শুক্রাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিব্যক্তি ॥২৬॥৩॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।

অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [জনকং প্রতি পুত্রকৃতমুপযোগং দর্শয়তি—'সোঽস্যায়ম্' ইত্যাদিনা]। অস্য (পিতুঃ) সঃ অয়ং (পুত্ররূপঃ) আত্মা (দেহঃ) পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ (শাস্ত্রোক্ত-পুণ্যকর্ম্মনিষ্পাদনার্থং) প্রতিধীয়তে (পিত্রা স্বপ্রতিনিধিরূপেণ গৃহে স্থাপ্যতে)। অথ (অনন্তরং) অস্য (পিতুঃ) বয়োগতঃ (বার্দ্ধক্যমাপন্নঃ) ইতরঃ আত্মা (দেহঃ) কৃতকৃত্যঃ (এতজ্জন্মপ্রযুক্তানি কর্ম্মাণি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ম্রিয়তে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (অস্মাৎ দেহাৎ) প্রযন্ (নির্গচ্ছন্) এব পুনঃ জায়তে (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গে, নরকে, পৃথিব্যাং বা সমুৎপদ্যতে। অস্মিন্ দেহে স্থিত এব স্বকর্ম্মানুরূপং দেহান্তরং মনসা স্বীকৃত্য পশ্চাৎ স্বদেহং ত্যজতীতি ভাবঃ)। অস্য (গর্ভীভূতস্য পুরুষস্য) এতৎ তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়াবস্থাভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ) ॥২৭॥৪॥

মূলানুবাদ। [পিতার প্রতি পুত্রের উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন]—[পিতার দুইটী আত্মা—এক স্বকীয়, দ্বিতীয় পুত্রদেহ ; তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটী পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। অনন্তর বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটী অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়েই [কর্ম্মানুসারে] পুনর্ব্বার [স্বর্গাদি স্থানে] জন্ম লাভ করেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় জন্ম ॥২৭॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্য পিতুঃ সোঽয়ং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে পিতুঃ স্থানে, পিত্রা যৎ কর্ত্তব্যম্, তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্প্রত্তিবিদ্যায়াং বাজসনেয়কে—"পিত্রানুশিষ্টোঽহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতিপদ্যতে ইতি। ১

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনো ভারম্ অস্য পুত্রস্য ইতরোঽয়ং যঃ পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ, কর্ত্তব্যাদৃণত্রয়াদ্বিমুক্তঃ কৃতকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ, বয়োগতঃ গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। স ইতঃ অস্মাৎ প্রয়ন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব তৃণজলোকাবৎ

দেহান্তরমুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে। তদস্য মৃত্বা প্রতিপত্তব্যং যৎ, তৎ তৃতীয়ং জন্ম ।২

নন্‌ সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতোরূপেণ প্রথমং জন্ম ; তস্যৈব কুমাররূপেণ মাতুর্দ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্ ; তস্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যে, প্রযতস্তস্য পিতুর্যজ্জন্ম, তত্তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে ? নৈষ দোষঃ, পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সোঽপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভারং নিধায় ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, যথা পিতা। তদন্যত্রোক্তমিতরত্রাপ্যুক্তমেব ভবতীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। পিতা-পুত্রয়োরেকাত্মত্বাৎ ॥২৭।৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটী শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ পুণ্যকর কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, পিতার স্থানে প্রতিবিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের জন্য প্রতিনিধি হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রত্তিনামক বিদ্যার প্রকরণে (১) এইরূই কথিত আছে —পিতার অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি (পুত্র) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিয়া থাকে।১

অতঃপর পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া, এই পুত্রের যে, পিতৃস্বরূপ অপর আত্মাটি, তাহা কৃতকৃত্য অর্থাৎ পরিশোধনীয় ঋণত্রয় (২) হইতে বিমুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ যাহার বয়স চলিয়া গিয়াছে এরূপ জরাজীর্ণ হইয়া প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে নির্গমন-সময়েই—দেহত্যাগের সমকালেই তৃণ-জলৌকা (জোঁক)

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রুতিতে সম্প্রত্তি-বিদ্যার কথা বিবৃত আছে।—সম্প্রত্তি অর্থ মুমূর্ষুর দেহাবসানকালীন কর্ত্তব্য-চিন্তা। মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারেন যে, আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া নিজের জীবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করণীয় ছিল, অথচ করা হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিবেন—'অমুক অমুক কর্ম্ম আমার করণীয় ছিল, কিন্তু করা হয় নাই', ইহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত পুত্র বলিবে—আমি সেই সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ' অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ তুমিই যজ্ঞস্বরূপ। তদুত্তরে পুত্র বলিবে, 'হাঁ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ, ইত্যাদি।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবান্ জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়েই দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই তিন প্রকার ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ, দান দ্বারা ঋষিঋণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মোপাত্ত অপর দেহ গ্রহণ করত পুনরায় জন্মলাভ করে। মৃত্যুর পর, এই যে তাহার দেহান্তর গ্রহণ, তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম। ২।

ভাল কথা, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে শুক্ররূপে প্রথম জন্ম; সেই জীবেরই আবার কুমাররূপে মাতার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়; এখন তৃতীয় জন্ম নির্দ্দেশের সময় তাহার প্রয়াণকারী পিতার যে ভবিষ্যৎ জন্ম, তাহাই তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কিরূপে? না, ইহা দোষাবহ নহে; যেহেতু এখানে পিতা ও পুত্রের একাত্ম-ভাব বা অভিন্নতা প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পিতার ন্যায় সেই পুত্রও বার্দ্ধক্যে নিজ পুত্রে আপনার কর্ত্তব্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এখান হইতে প্রস্থান-সমকালেই পুনরায় জন্ম লাভ করিবে। ইহা যখন একের প্রতি উক্ত হইল, তখন অপরের (পুত্রের) প্রতিও উক্তই হইল বুঝিতে হইবে; কারণ, পিতা ও পুত্রের আত্মা স্বরূপতঃ এক অভিন্ন ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

তদুক্তমৃষিণা —

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ঋষিণা (মন্ত্রদ্রষ্ট্রা) তৎ (এবং সংসারিণো জন্মমরণ-প্রবাহপাতজং দুঃখং, তত্ত্বজ্ঞানস্য চ তদুচ্ছেদকত্বম্) উক্তম্—

অহং (বামদেবনামা ঋষিঃ) গর্ভে সন্ (নিবসন্) নু (এব) এষাং দেবানাং (অগ্নিবায়ুপ্রভৃতীনাং) বিশ্বা (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) জনিমানি (জন্মানি) অন্ববেদং (বিজ্ঞাতবান্ অস্মি)। শতং (অনেকাঃ) আয়সীঃ (লৌহময্য ইব দুর্ভেদ্যাঃ) পুরঃ (পুর্য্য ইব শরীরাণি) মা (মাং) অধঃ (সংসার-পাশবিমুক্তেঃ প্রাক্) অরক্ষন্ (রক্ষিতবত্যঃ—মুক্তিপ্রতিরোধং কৃতবত্যঃ)। [অনন্তরঞ্চ] শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষ ইব) জবসা (ত্বরয়া) নিরদীয়ং (আত্মজ্ঞানপ্রসাদেন পাশং নির্ভিদ্য নির্গতোঽস্মি) ইতি। বামদেবঃ (তদাখ্য ঋষিঃ) গর্ভে শয়ান এব (গর্ভস্থ এব) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং মন্ত্রার্থম্) এবম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥২৮॥৫॥

মূলানুবাদ। ঋষিও সংসারী জীবের উক্তপ্রকার জন্ম-মরণপ্রবাহনিমিত্তক ক্লেশ ও তাহার উচ্ছেদসাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহুসংখ্যক জন্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থানকালেই এই কথা বলিয়া-ছিলেন ॥২৮॥৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং সংসরন্ অবস্থাভিব্যক্তিত্রয়েণ জন্মমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যথা শ্রুত্যুক্তমাত্মানং বিজানাতি—যস্মাৎ কস্যাঞ্চিদবস্থায়াম্, তদৈব মুক্তসর্ব্বসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্ বস্তু, তদুক্তমৃষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ—

গর্ভে নু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্, নু ইতি বিতর্কে। অনেকজন্মান্তরভাবনা-পরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি অন্ববেদম্ অহম্—অহম্ অনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতম্ অনেকাঃ বহ্ব্যঃ মা মাং পুরঃ আয়সীঃ আয়স্যঃ লোহময্য ইবাভেদ্যানি শরীরাণীত্যভিপ্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসার-পাশনির্গমনাৎ অধঃ। অথ শ্যেন ইব জালং ভিত্ত্বা জবসা আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীয়ং নির্গতোঽস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব ঋষিরেবমুবাচৈতৎ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্ব্বোক্ত জন্মত্রয়রূপ তিনপ্রকার অবস্থার অভিব্যক্তিক্রমে জন্ম-মরণপ্রবাহ ভোগ করত, যে কোন অবস্থায় হউক, যখন কোনপ্রকারে শ্রুতিকথিত আত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে পারে, তখনই সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়টী মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রুতির 'নু' শব্দটী বিতর্কবোধক। আমি গর্ভে—মাতৃজঠরে থাকিয়াই বহু জন্মে সঞ্চিত সুচিন্তার ফলে, এই বাক্ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম (জন্মবৃত্তান্ত) জানিয়াছিলাম, অর্থাৎ বড় আনন্দের কথা যে, তখনই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি

এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পূর্ব্বে লৌহময়ী দুর্ভেদ্য বহুসংখ্যক শরীর আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অর্থাৎ আবদ্ধ রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্যেন পক্ষী যেরূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ আমিও আত্ম-জ্ঞান-জনিত সামর্থ্য দ্বারা [সেই সংসার-বন্ধন হইতে] নির্গত হইয়াছি। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বামদেব ঋষি গর্ভে শয়ান (গর্ভগত) থাকিয়াই এই বিষয়টী উক্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

আরণ্যকক্রমেণ তু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—এবং (যথোক্তপ্রকারম্ আত্মানং) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ (বামদেব ঋষিঃ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ, শরীরবিশেষাদ্বা) ঊর্দ্ধ্বঃ (উন্নতঃ—পরমার্থভূতঃ সন্) উৎক্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাদুন্নতিমাপদ্য) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াগোচরে) স্বর্গে (স্বপ্রকাশে) লোকে (পরমাত্মভাবে) [অবস্থিতঃ সন্] সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামঃ সন্) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ বিমুক্তঃ) সমভবৎ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা দ্বিরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥৬॥

মূলানুবাদ। সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহ নাশের পর ঊর্দ্ধ্বলোকে উৎক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন। অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ 'সমভবৎ' পদটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম-খণ্ড-ব্যাখ্যা ॥২॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ বামদেব ঋষিঃ যথোক্তমাত্মানম্ এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য আয়সবদনির্ভেদ্যস্য জননমরণাদ্যনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবন্ধস্য পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগজনিত-বীর্য্যকৃতভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজাবিদ্যাদিনিমিত্তোপমর্দ্দহেতোঃ শরীর-বিনাশাদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য জ্ঞানাবদ্যোতিতামলসর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরেঽমৃতেঽভয়ে সর্ব্বজ্ঞেঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তেঽবাহ্যে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে স্বর্গে লোকে স্বস্মিন্নাত্মনি স্বে স্বরূপে অমৃতঃ সমভবৎ আত্মজ্ঞানেন পূর্ব্বমাপ্তকামতয়া জীবন্নেব সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা ইত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্যাত্মজ্ঞানস্য পরিসমাপ্তি-প্রদর্শনার্থম্ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব নামক ঋষি উক্ত আত্মাকে যথোক্ত-প্রকারে অবগত হইয়া এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ লৌহময়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং জন্ম মরণাদি বহুবিধ অনর্থরাশিসমন্বিত এই অবিদ্যাকল্পিত শরীর-প্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাস্বাদজনিত শক্তি দ্বারা ভেদ—শরীরোৎপত্তির কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ-নিবৃত্তির ফলে যে শরীরের বিনাশ বা পতন, তাহার ফলে ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া, সংসাররূপ অধোভাব (অপকৃষ্ট অবস্থা) হইতে উৎক্রমণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত বিমল সর্ব্বাত্মভাব লাভ করত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অজর অমর অমৃত অভয় সর্ব্বজ্ঞ এবং পূর্ব্ব ও পর, অন্তর ও বাহির বিবর্জ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বর্গলোকে স্বীয় আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে [অবস্থানপূর্ব্বক] অমৃত হইয়াছিলেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বাত্মভাব লাভ করায় জীবদবস্থায়ই সমস্ত কাম্যবিষয় অধিগত হইয়াছিলেন; এই জন্যই বলা হইল যে, সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া। এখানে যে ফল ও উদাহরণের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কথা পরিসমাপ্ত করা হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'সমভবৎ' কথাটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬

ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ

আভাষ-ভাষ্যম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত-সর্ব্বাত্মভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাদ্যাচার্য্যপরম্পরয়া শ্রুত্যাবদ্যোত্যমানাং ব্রহ্মবিৎপরিষদ্যত্যন্তপ্রসিদ্ধাম্ উপলভমানা মুমুক্ষবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাৎ সাধ্য-সাধনলক্ষণাৎ সংসারাৎ আ জীবভাবাদ্ব্যাবিবৃৎসবো বিচারয়ন্তঃ অন্যোন্যং পৃচ্ছন্তি। কথম্?—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। বামদেব প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে পারম্পর্য্যবোধক শ্রুতিতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবিৎসমাজেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন দ্বারা সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা অবগত হইয়া, ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া, সাধনাত্মক বা হেতুফল-ভাবাপন্ন অনিত্য সংসার ও জীবভাব হইতে বিমুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিচার করত পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন]।—

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [আত্মোপাসকা ব্রাহ্মণা বিচারয়ন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি। তৎ-প্রশ্নপ্রকারমাহ 'কোঽয়মাত্মেতি' ইতি। বয়ং [যং] 'অয়ম্ আত্মা' ইতি উপাস্মহে, [সঃ] কঃ? [ইতি স্বরূপতঃ প্রশ্নঃ]। [শ্রুতৌ তু সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চ দ্বৌ আত্মানৌ শ্রূয়েতে, তয়োর্ম্মধ্যে] সঃ (অস্মদুপাস্যঃ) আত্মা কতরঃ (সোপা-ধিকো নিরুপাধিকো বা)? [ইদানীং সংশয়প্রকারো বিবিচ্যতে—] যেন (চক্ষুর্ভূতেন) বা রূপং পশ্যতি, যেন বা (শ্রোত্রভূতেন) শব্দং শৃণোতি, যেন বা

(ঘ্রাণস্বরূপেণ) গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা (বাগ্‌ভূতেন) বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা (রসনারূপেণ) স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি ॥৩০॥১॥

মূলানুবাদ। আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচার-পূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি, এবং [শ্রুতিকথিত দুইটী আত্মার মধ্যে] সেই আত্মাটী কে?—যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বা-রূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে,—॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যমাত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাৎ বয়মুপাস্মহে, কঃ স আত্মেতি। যং চ আত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাদুপাসীনো বামদেবঃ অমৃতঃ সমভবৎ; তমেব বয়মপ্যুপাস্মহে; কো নু খলু স আত্মেতি? এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বমন্যোন্যং পৃচ্ছতাম্ . অতিক্রান্তবিশেষবিষয়শ্রুতিসংস্কারজনিতা স্মৃতিরজায়ত—"তং প্রপদাভ্যাংপ্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষম্" "স এতমেব সীমানং বিদার্য্য তয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" এতমেব পুরুষম্ দ্বে ব্রহ্মণী ইতরেতর-প্রাতিকূল্যেন প্রতিপন্নে—ইতি। তে চাস্য পিণ্ডস্যাত্মভূতে; তয়োরন্যতর আত্মোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। যোঽত্রোপাস্যঃ, কতরো নু স আত্মেতি বিশেষনির্দ্ধারণার্থং পুনরন্যোন্যং পপ্রচ্ছুর্ব্বিচারয়ন্তঃ ।১

পুনস্তেষাং বিচারয়তাং বিশেষবিচারণাস্পদবিষয়া মতিরভূৎ। কথম্? দ্বে বস্তুনী অস্মিন্ পিণ্ডে উপলভ্যেতে—অনেকভেদভিন্নেন করণেন যেনোপলভতে, যশ্চৈক উপলভতে, করণান্তরোপলব্ধিবিষয়স্মৃতি-প্রতিসন্ধানাৎ। তত্র ন তাবদ্ যেনোপলভতে, স আত্মা ভবিতুমর্হতি। কেন পুনরুপ লভতে ইতি; উচ্যতে—যেন বা চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি শ্রোত্রভূতেন শব্দম্, যেন বা ঘ্রাণভূতেন গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা বাক্ করণভূতেন বাচং নামাত্মিকাং ব্যাকরোতি—গৌরশ্ব ইত্যেবমাদ্যাম্, সাধ্বসাধ্বিতি চ, যেন বা জিহ্বাভূতেন স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতীতি ॥৩১॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—আমরা যাহাকে 'অয়ম্ আত্মা' (এই আত্মা) বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া থাকি, সেই আত্মাটি কে? বামদেব যে আত্মাকে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুক্তিলাভ

করিয়াছিলেন; আমরা তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই আত্মাটী কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক (জানিবার ইচ্ছায়) পরস্পর প্রশ্নকারীদিগের হৃদয়ে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিই আত্মবিষয়ে যে সমুদয় বিশেষ বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, তদভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল—'ব্রহ্ম পাদাগ্রভাগ দ্বারা এই পুরুষে (পুরুষাকার দেহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন', 'তিনি এই সীমাকে (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া, ইহাদ্বারাই এই পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এখানে পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব দুইটী ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। উক্ত উভয়টাই এই দেহপিণ্ডের আত্মস্বরূপ। তদুভয়ের মধ্যে একটী আত্মাই উপাস্য হইবার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে, যে আত্মাটীর উপাসনা করিতে হইবে, সেইটী কোন্ আত্মা?—এইরূপে উপাস্যগত বিশেষত্ব নিরূপণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন —।১

এইরূপ বিচারপরায়ণ সেই মুমুক্ষুদিগের হৃদয়ে উদিত বিচারণীয় বিশেষ বস্তুবিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহমধ্যে দুইটী বস্তু প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে (১); তন্মধ্যে একটী হইতেছে বিভিন্নপ্রকার চক্ষুঃপ্রভৃতি করণাত্মক, যাহা দ্বারা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে, এবং আর একটী হইতেছে, যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি এক; (করণভেদেও তাঁহার ভেদ হয় না); যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিয়া থাকেন; [ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন হইলে, তাহার আর এইরূপ স্মরণ করা সম্ভব হইত না]।

(১) তাৎপর্য্য—এই দেহমধ্যে দুইপ্রকার আত্মার সম্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, একটী চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে, অপরটী সেই অনুভবের কর্ত্তারূপে। অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ" ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই অবিবিক্ত বা অপৃথগ্‌ভূতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; এইজন্যই এখানে আত্মাকে করণাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া—স্বতন্ত্রভাবেও আত্মার অনুভবকর্তৃত্ব প্রতীত হয়; নচেৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয় যখন অপর ইন্দ্রিয় স্মরণ করিতে পারে না, অথচ অনুভূত বিষয় সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহত নয়, এরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত দুইটীর মধ্যে, যাহাদ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। ভাল, সেই উপলব্ধিই বা কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হাঁ, বলিতেছি—চক্ষুর সহিত একীভাবাপন্ন যাহার দ্বারা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, শ্রোত্রভাবাপন্ন যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে যাহা দ্বারা 'গো, অশ্ব' ইত্যাদি নামাত্মক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে ॥৩০॥১॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [তদেবং বাহ্যেন্দ্রিয়াভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মভাবসংশয়ং প্রদর্শ্য, ইদানীমন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিবিশেষাভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মতত্ত্বসংশয়মভিপ্রেত্যাহ—"যদেতদ্ হৃদয়ম্" ইত্যাদি]। যদেতৎ হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ), মনঃ চ (মনো বা, একমেব হি অন্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্ত্যা বুদ্ধিঃ, সংশয়বৃত্ত্যা চ মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। এতৎ (উক্তং অন্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন) সংজ্ঞানং (চেতনভাবঃ), আজ্ঞানং (আজ্ঞা—প্রভুত্বং), বিজ্ঞানং (বিজ্ঞপ্তিঃ—কলাবিজ্ঞানং) প্রজ্ঞানং (গ্রন্থার্থাদৌ বুদ্ধেরুন্মেষঃ), মেধা (গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্যম্), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্—ব্যবসায়াদচলনম্), মতিঃ (মননং কার্য্যালোচনম্), মনীষা (তত্র স্বাতন্ত্র্যম্), জূতিঃ (রোগাদিজনিত-দুঃখিত্বম্), স্মৃতিঃ (স্মরণম্), সংকল্পঃ (নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়ঃ), অসুঃ (প্রাণনাদি-জীবনব্যাপারঃ), কামঃ (অসন্নিহিতবিষয়েঽভিলাষঃ), বশঃ (ভোগ্যবস্তু-বিষয়কোঽভিলাষঃ), এতানি (যথোক্তাঃ সংজ্ঞানাদ্যা বৃত্তয়ঃ) সর্ব্বাণি এব প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানমাত্রস্য শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ) নামধেয়ানি (নামানি—তত্তদুপাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ) ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যে

আত্মভাবসম্বন্ধে সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যেও আত্মভাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন—]।

এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম—অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটী নামভেদ মাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি-কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি, ধৃতি অর্থ—ধারণ—শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্ত্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্ত্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সংকল্প—শ্বেতপীতাদি বিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান), অসু—শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা, এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এ সমস্তই ব্রহ্মের ঔপাধিক নামবিশেষ মাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিতি; উচ্যতে, যদুক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ, তদেবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ, একমেব তদনেকধা। এতেনান্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি; ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি, বাগ্ভূতেন বদতি, জিহ্বাভূতেন রসয়তি, স্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি" ইত্যাদি। বাজসনেয়কে চ "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি" ইত্যাদি। তস্মাদ্ধৃদয়মনোবাচ্যস্য সর্ব্বোপলব্ধিকরণত্বং প্রসিদ্ধম্। তদাত্মকশ্চ প্রাণঃ "যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ" ইতি হি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিরূপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাদৌ। ১

তস্মাৎ যৎপস্ত্যাং প্রাপস্যত, তৎ ব্রহ্ম তদুপলব্ধ্রুপলব্ধিকরণত্বেন গুণভূতত্বান্নৈব

তদ্বস্তু ব্রহ্মোপাস্য আত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষ্যাদ্ যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা এতস্য হৃদয়মনোরূপস্য করণস্য বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধা উপাস্য আত্মা নোঽস্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। তদন্তঃকরণোপাধিস্থস্যোপলব্ধুঃ প্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থা যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যান্তর্ব্বর্ত্তিবিষয়বিষয়াঃ, তা ইমা উচ্যন্তে—। ২

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ; বিজ্ঞানং কলাদিপরিজ্ঞানম্; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞতা; মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্; দৃষ্টিঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ; ধৃতিঃ ধারণম্, অবসন্নানাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং যয়োত্তম্ভনং ভবতি; "ধৃত্যা শরীরমুদ্বহন্তি" ইতি হি বদন্তি। মতিঃ মননম্; মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্; জূতিঃ চেতসো রুজাদিদুঃখিত্বভাবঃ; স্মৃতিঃ স্মরণম্; সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদীনাম্; ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ; অসুঃ প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ; কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা; বশঃ স্ত্রীব্যতিকরাদ্যভিলাষঃ; ইত্যেবমাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপাধিভূতাঃ, তদুপাধিজনিত-গুণনামধেয়ানি সংজ্ঞাদীনি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তম্ "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি" ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে, একই করণ বা জ্ঞানসাধনকে অনেকপ্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে, সেই করণটী কে? হাঁ, বলা হইতেছে। পূর্ব্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রণিগণের সার—হৃদয়ের সার মন; অপ্ ও তদধিদেবতা বরুণ মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই এই হৃদয়ই মনও বটে; অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ উভয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা চক্ষুস্বরূপে রূপ্ দর্শন করে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গন্ধ গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দ উচ্চারণ করে, জিহ্বারূপে রসাস্বাদন করে, এবং নিজের বিকল্পাত্মক মনোরূপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অন্তঃকরণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে ব্যাপার নির্ব্বাহ করত উপলব্ধা আত্মার সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির সাধন হইয়া থাকে। দেখ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কথিত আছে 'প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া বাক্য দ্বারা সমস্ত নাম (শব্দ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ

করিয়া থাকে, প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুতে আরূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি। বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'মনঃ দ্বারাই শ্রবণ করে, এবং হৃদয় (মনঃ) দ্বারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে' ইত্যাদি। এই কারণেই হৃদয় (বুদ্ধি) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনতা লোকপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্মক অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কারণ, ব্রাহ্মণে (উপনিষদে) কথিত আছে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আবার যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ'। প্রাণ যে, অন্তঃকরণসমষ্টি-স্বরূপ, একথা আমরা 'প্রাণ-সংবাদ' প্রভৃতি প্রকরণে বলিয়াছি (১)। ১

অতএব, যাহা পদদ্বয়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের উপায় মাত্র; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য নহে; অপ্রধানত্বনিবন্ধনই সেই গৌণ ব্রহ্ম কখনই উপাস্য আত্মা হইতে পারে না। অতএব পারিশেষ্য নিয়মানুসারে (২)

(১) তাৎপর্য্য—একই প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচপ্রকার নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ বায়ুর পরিণতি-বিশেষ। ভাষ্যকার এখানে বলিলেন যে, উক্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সমষ্টি বা সংঘাতস্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"। অর্থাৎ প্রাণাদি যে পাঁচটী বায়ু, তাহারা বায়ুর পরিণতি নহে, পরন্তু অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র। যেমন একটী পঞ্জরমধ্যে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে পঞ্জরটী স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সেই পঞ্জরটী নাড়িবার জন্য কেহই পৃথক্ কোনরূপ ক্রিয়া করে না, তেমনি বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই তিনটী অন্তঃ-করণ যথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উত্থিত হয়, সেই স্পন্দনের ফল—প্রাণ॥

(২) তাৎপর্য্য—'পারিশেষ্য নিয়ম' এই প্রকার—যেখানে আপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে কোন একটী ধর্ম্ম বা গুণাদির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অপর সকলের প্রতিষেধের দ্বারা একটীতে সেই ধর্ম্মটীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়; অথচ তাহার জন্য আর কোন শব্দপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না; ফলে ফলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'পারিশেষ্য নিয়ম' বলা হয়। যেমন—পঞ্চ ভূতের মধ্যে একটী ভূতে গন্ধ আছে, এই কথা বলিলে—আপাততঃ পঞ্চভূতেই গন্ধ থাকার আশঙ্কা হয়। কিন্তু যুক্তিদ্বারা পৃথিবী ভিন্ন অপর চারিভূতেই গন্ধ থাকা অসম্ভব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, ফলতঃ পৃথিবীতেই যে, গন্ধ আছে, তাহা না বলিলেও সিদ্ধ হইয়া যায়।

বুঝা যায় যে, যে উপলব্ধিকর্ত্তার (আত্মার) উপলব্ধি-সাধনরূপে এই হৃদয় ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের পশ্চাৎকথিত বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মাই আমাদের উপাস্য হইবার যোগ্য;— পূর্ব্বকথিত জিজ্ঞাসুগণ এইপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অন্তঃকরণে অবস্থানপূর্ব্বক উপলব্ধিকারী জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যে সমুদয় অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন সেই বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—।২

সংজ্ঞান অর্থ—সংজ্ঞপ্তি—যাহা দ্বারা চেতনতা নিরূপিত হয়; আজ্ঞান অর্থ—আজ্ঞা—প্রভুভাব; বিজ্ঞান অর্থ—নৃত্যগীতাদি কলাবিষয়ে জ্ঞান; প্রজ্ঞান অর্থ—প্রজ্ঞতা অর্থাৎ সময়োচিত বুদ্ধিস্ফুরণ—প্রতিভা; মেধা অর্থ - গ্রন্থার্থধারণের ক্ষমতা; দৃষ্টি অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি অর্থ—ধারণা অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের যাহা দ্বারা উত্তম্ভন বা উত্তেজনা হয়; কারণ, 'পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ধৃতি দ্বারাই শরীর উদ্ধৃত করিয়া বহন করা হয়'; মতি অর্থ—মনন; মনীষা অর্থ—সেই মননকার্য্যে স্বাধীনতা; জূতি অর্থ—রোগাদিজনিত মানস দুঃখ; স্মৃতি অর্থ—স্মরণ; সংকল্প অর্থ—রূপাদিবিষয়ে শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে বিতর্ক; ক্রতু অর্থ—অধ্যবসায়; অসু অর্থ—জীবনের হেতুভূত প্রাণনাদি ব্যাপার; কাম অর্থ—দূরবর্ত্তী বিষয়ে অভিলাষ বা তৃষ্ণা; বশ অর্থ—কামিনী-সমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, এই জাতীয় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত বৃত্তিসমূহ শুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের উপাধিভূত গুণানুযায়ী নামধেয়, অর্থাৎ যথোক্ত সংজ্ঞান-প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঔপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ নাম নহে। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম প্রাণন করেন বলিয়াই প্রাণ নামে পরিচিত হন' ইতি ॥৩১॥২॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানী-মানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো

যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

সরলার্থঃ। এষঃ (যথোক্তঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা) [এব) ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) এষঃ ইন্দ্রঃ (স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণ্যগর্ভঃ, দেবরাজো বা), এষঃ প্রজাপতিঃ (প্রথমশরীরী), এষঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ), [এষঃ] ইমানি পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ, জ্যোতীংষি (তেজঃ), ইমানি ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুদ্রৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি—সমেতানি—সর্পাদীনি), কিঞ্চ, [এষ এব] ইমানি ইতরাণি বীজানি (কারণ-ভূতানি) চ; ইতরাণি চ (কার্য্যরূপাণি অপি), অণ্ডজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, জারুজানি (জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যাদীনি) চ, স্বেদজানি (যুকমশকাদীনি) চ, উদ্ভিজ্জানি (ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি তরুগুল্মাদীনি) চ, অশ্বাঃ, গাবঃ, পুরুষাঃ, হস্তিনঃ, [প্রাগুক্তানামেব উদাহরণরূপেণ অশ্বাদীনামুল্লেখো মন্তব্যঃ]। [কিং বহুনা] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) ইদং জঙ্গমং চ পতত্রি চ প্রাণি, যৎ চ (যদপি) স্থাবরং (স্থিতিশীলং), তৎ সর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞানে নিরুপাধিকে চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিতং (রজ্জৌ সর্প ইব অধ্যস্তম্), লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) প্রজ্ঞা-নেত্রঃ (প্রজ্ঞা—জ্ঞানং নেত্রং—ব্যবহারহেতুভূতং যস্য, সঃ), তথা প্রজ্ঞা (চৈতন্যং) প্রতিষ্ঠা—(লয়স্থানং) [সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি শেষঃ]। [এভিঃ পদৈঃ চৈতন্যস্য সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বমুক্তম্। তস্মাৎ] প্রজ্ঞানম্ [এব] ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ এব সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বাবধারণাৎ) ইত্যর্থঃ ॥৩২॥৩॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চভূত,—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ সহকারে সমস্ত বীজ (কারণভূত) ও তদ্ভিন্ন (অকারণভূত নিখিল দেহ), সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ (মশকাদি), উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষলতা প্রভৃতি), অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর, সেই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে

অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয়স্থান; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এষ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপরং, সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা অন্তঃকরণোপাধিষ্বনুপ্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এব ইন্দ্রঃ গুণাৎ, দেবরাজো বা। এষঃ প্রজাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরী, যতো মুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্ন্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ, স প্রজাপতিরেষ এব। যেঽপ্যেতে অগ্ন্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা এষ এব। ইমানি চ সর্ব্বশরীরোপাদানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মহাভূতানি অন্নান্নাদত্ব-লক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্ম্মিশ্রাণি, ইব-শব্দোঽনর্থকঃ, সর্পাদীনি।১

বীজানি কারণানি, ইতরাণি চেতরাণি চ দ্বৈরাশ্যেন নির্দ্দিশ্যমানানি। কানি তানি? উচ্যন্তে—অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি, স্বেদজানি যূকাদীনি, উদ্ভিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনঃ অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি। কিং তৎ? জঙ্গমং যচ্চলতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতি, যচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলম্; যচ্চ স্থাবরম্ অচলম্; সর্ব্বং তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব, নীয়তে (সত্তা প্রাপ্যতে) অনেনেতি নেত্রম্, প্রজ্ঞা নেত্রং যস্য, তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যুৎপত্তি-স্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, পূর্ব্ববৎ; প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বা সর্ব্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।২

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সৎ নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং "নেতি নেতি" ইতি সর্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সর্ব্বশব্দপ্রত্যয়া-গোচরং তদত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃত-জগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি, তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-বুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূত-প্রথম-শরীরোপাধিমদ্বিরাট্-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদুদ্ভূতাগ্ন্যাদ্যুপাধিমদ্দেবতা-সজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষ্বপি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু তত্তন্নামরূপ-লাভো ব্রহ্মণঃ। তদেবৈকং সর্ব্বোপাধিভেদভিন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিস্তার্কিকৈশ্চ সর্ব্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যতে চানেকধা। "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে

প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যাত্মা স্মৃতিঃ ॥৩২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মারই অপর ব্রহ্ম (সোপাধিক ব্রহ্ম); ইহাই সর্ব্বশরীরবর্ত্তী প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এবং বিভিন্ন জলভাজনগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় ইহাও অন্তঃকরণরূপ উপাধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইন্দ্রশব্দের যোগার্থানুসারে হিরণ্যগর্ভ কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ; যাহার মুখরন্ধ্রাদি প্রকটনের ফলে লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিও ইনিই। এবং এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ, তাঁহারাও ইনিই অর্থাৎ এতৎস্বরূপই বটে। আর এই যে, সমস্ত শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্ন ও অন্নভোক্তৃরূপে পরিণত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণি-সহকৃত সর্প প্রভৃতি।১

বীজ ও অবীজ; বীজ অর্থ কারণ—কার্য্যোৎপাদক, অবীজ অর্থ—কার্য্যের অনুৎপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত যে সমুদয় প্রাণী। সেই সমুদয় প্রাণী কাহারা? বলা হইতেছে—অণ্ডজ—পক্ষিপ্রভৃতি, জারুজ—জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি, স্বেদজ—যূক প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষলতা প্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তিপ্রভৃতি, আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা কি কি? না, জঙ্গম—যাহারা পাদ দ্বারা গমন করিয়া থাকে; আর পতত্রি, যাহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে; যাহা স্থাবর অর্থাৎ চলনশক্তিহীন; সে সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞা অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্মস্বরূপ; নেত্র অর্থ—যাহা দ্বারা নীত হয় (সত্তালাভ হয়)। সেই প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই কালত্রয়েই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে আশ্রিত; [এই জন্যই উহারা প্রজ্ঞানেত্র]। লোক অর্থাৎ ভূরাদি লোকও প্রজ্ঞানেত্র; অথবা প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির নিদান; সেই কারণে উহারা প্রজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ।২

সেই যে, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিত্য নিরঞ্জন নির্ম্মল ও নিষ্ক্রিয়; [অতএব] শান্ত এক অদ্বিতীয়; "নেতি নেতি" প্রণালীক্রমে সমস্ত বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজ্ঞেয় এবং শব্দজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অগোচর ব্রহ্ম, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বরূপ উপাধিসম্পর্ক বশতঃ সর্ব্বজ্ঞ

ঈশ্বরভাবে সর্ব্বজীবভোগ্য সমস্ত অব্যক্ত জগতের প্রবর্ত্তক বা আবির্ভাবের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর নিয়ামকরূপে অন্তর্যামী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই আবার যখন ব্যক্ত জগতের বীজভূত (অঙ্কুরাবস্থা) বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অভিমান স্থাপন করেন, তখন হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞালাভ করেন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রথম সমুদ্ভূত শরীরাভিমানী হইয়া বিরাট্ ও প্রজাপতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। তিনিই আবার অভিব্যক্ত অগ্নিপ্রভৃতি উপাধিবিশেষযোগে দেবতানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসম্বন্ধ বশতঃ সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার সেই ব্রহ্মকেই সমস্তপ্রাণী ও তার্কিকগণ বিভিন্ন প্রকারে অবগত হন এবং নানাকারে তাঁহার বিকল্পনা করিয়া থাকেন। মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—'একশ্রেণীর লোকেরা ইঁহাকে অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; অপরে প্রজাপতি মনু বলিয়া বর্ণনা করেন ; কেহ কেহ ইন্দ্র বলেন ; কেহ বা প্রাণ বলেন ; কেহ আবার শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম বলিয়াও জানেন' ইত্যাদি ॥৩২॥৩॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥৩৩॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

ইত্যৈতরেয়দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

সরলার্থঃ। [অথ তত্ত্বজ্ঞানফলমুপসংহরতি 'স এতেন' ইত্যাদিনা।] [যঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিবেদ] সঃ (বামদেবঃ) এতেন (যথোক্তেন) প্রজ্ঞেন (চৈতন্যস্বরূপেণ) আত্মনা (স্বয়মাবির্ভূতচৈতন্যস্বভাবঃ সন্ ইত্যর্থঃ), অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য (বর্ত্তমানং দেহং পরিত্যজ্য) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামো ভূত্বা) অমৃতঃ (কৈবল্যং প্রাপ্তঃ) সমভবৎ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥৩৩॥৪॥

মূলানুবাদ। [এখন তত্ত্বজ্ঞানের ফলোপসংহার করিতেছেন], যিনি ['প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন,] সেই বামদেব উক্ত চৈতন্যাত্মস্বরূপে ইহলোক হইতে উৎক্রমণের অর্থাৎ দেহত্যাগের পর

স্বর্গলোকে সমস্ত কামফল প্রাপ্ত হইয়া চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যায়সমাপ্তিসূচনার্থ 'সমভবৎ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩ঃ॥৪॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণন্যস্তা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বামদেবোঽন্যো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ, প্রজ্ঞেনাত্মনা, যেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমৃতা অভূবন্, তথা অয়মপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অস্মাল্লোকাৎ উৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যোমিতি ॥৩৩॥৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥৩॥

ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব কিংবা অন্য যে কেহ উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে প্রজ্ঞাত্মারূপে—চৈতন্যাত্মস্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে যেরূপে অমৃত হইয়াছিলেন, এই বিদ্বান্ পুরুষও ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে, এই বর্ত্তমান লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া—ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামোপভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৩॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥১॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত ঐতরেয়োপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং

বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তার-মবতু বক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥

[অথোত্তরাশান্তিঃ—]

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্মনি দধে। অনু মামৈ-ত্বিন্দ্রিয়ম্ ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ। উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ। উত্তিষ্ঠত্বনু মায়ন্তু দেবতাঃ। অদব্ধং চক্ষুরিষিতম্ মনঃ। সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি। দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥০॥

Printed by K. P. Nath at the Nath Brothers' Printing Works,
6, Chaldabagan Lane, Calcutta.

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, বি, এল,

দেব-সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকান্তর্গতা

ষদ্

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা
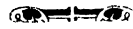
শীক্ষাবল্লী

প্রথমোঽনুবাকঃ

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে ।
যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্য্যপ্রসাদতঃ ।
বিস্পষ্টার্থরুচীনাং হি ব্যাখ্যেয়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ। এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী যেসকল গুরু (আচার্য্য) পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যায় আগ্রহান্বিত, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয়-শাখার সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

আভাষভাষ্যম্। নিত্যান্যধিগতানি কর্ম্মাণ্যুপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদান-পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। (১)

কর্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্ত্তকত্বাৎ। আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্মন্যবস্থানাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। আত্মকামত্বে চাপ্তকামতা। আত্মা চ ব্রহ্ম; তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোঽবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পরপ্রাপ্তিঃ, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাদ্ আরব্ধস্য চোপভোগেন ক্ষয়াৎ নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াভাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষঃ। ১

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বাৎ কর্ম্মভ্য এব মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরব্ধফলানি অনারব্ধফলানি চানেকজন্মান্তরকৃতানি বিরুদ্ধফলানি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। অতস্তেষ্বনারব্ধফলানামেকস্মিন্ জন্মনি উপভোগেন ক্ষয়াসম্ভবাৎ শেষকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরারম্ভোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ; "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ।" "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারব্ধানাং ক্ষয়ার্থানি নিত্যানীতি চেৎ; ন; অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবায়শব্দো হ্যনিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্যাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ ন অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি কর্ম্মাণি, তথাপ্যশুদ্ধমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্; বিরোধাভাবাৎ। ন হীষ্টফলস্য

---

(১) কর্ম্মবিচারেণৈবোপনিষদো গতার্থত্বাদুপনিষৎপ্রয়োজনস্য নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মভ্য এব সম্ভবাৎ পৃথগ্ ব্যাখ্যারম্ভো ন যুক্ত ইত্যাশঙ্কামপনেতুং কর্ম্মকাণ্ডার্থমাহ নিত্যানীতি। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি জৈমিনিনা ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তুবিচারস্য পর্য্যুদস্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। তানি চ কর্ম্মাণি সঞ্চিতদুরিতক্ষয়ার্থানি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, ন নিঃশ্রেয়সার্থানি। ন কেবলং জীবতোঽবশ্যকর্ত্তব্যান্যধিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ। ন তান্যপি নিঃশ্রেয়সার্থানি; "স্বর্গকামঃ" 'পশুকামঃ' ইত্যাদিবৎ 'মোক্ষকামোঽদঃ কুর্য্যাৎ' ইত্যশ্রবণাৎ। অতঃ সংসার এব কর্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ।

কর্ম্মকাণ্ডার্থমুক্ত্বা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ—ইদানীমিতি। কর্ম্মণামুপাদানেঽনুষ্ঠানে যো হেতুঃ, তন্নিবৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যাস্মিন্ গ্রন্থে আরভ্যতে। অতঃ সনিদান-কর্ম্মোন্মূলনার্থত্বাদুপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। ইতি আনন্দজ্ঞানকৃতা টীকা।

কর্ম্মণঃ শুদ্ধরূপত্বান্নিত্যৈর্ব্বিরোধ উপপদ্যতে। শুদ্ধাশুদ্ধয়োর্হি বিরোধো যুক্তঃ। ৩

ন চ কর্ম্মহেতুনাং কামানাং জ্ঞানাভাবে নিবৃত্ত্যসম্ভবাদশেষকর্ম্মক্ষয়োপপত্তিঃ। অনাত্মবিদো হি কামঃ, অনাত্মফলবিষয়ত্বাৎ। স্বাত্মনি চ কামানুপপত্তিঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বয়ঞ্চাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। নিত্যানাঞ্চাকরণমভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি। অতঃ পূর্ব্বোপচিতদুরিতেভ্যঃ প্রাপ্যমাণায়াঃ প্রত্যবায়-ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নানুপপত্তিঃ—"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইতি। অন্যথা হি অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি সর্ব্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোঽযত্নতঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিত্যনুপপন্নম্। ৪

যচ্চোক্তং নিরতিশয়প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মারব্ধ এব মোক্ষ ইতি; তন্ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। ন হি নিত্যং কিঞ্চিদারভ্যতে। লোকে যদারব্ধম্, তদনিত্যমিতি; অতো ন কর্ম্মারভ্যো মোক্ষঃ। বিদ্যাসহিতানাং কর্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নিত্যঞ্চারভ্যত ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদ্ধি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাভাববন্নিত্যোঽপি মোক্ষ আরভ্য এবেতি চেৎ (১); ন, মোক্ষস্য ভাবরূপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাবোঽপ্যারভ্যত ইতি ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিশেষাভাবাদ্বিকল্পমাত্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হ্যভাবঃ। যথা হ্যভিন্নোঽপি ভাবো ঘটপটাদিভির্ব্বিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—ঘটভাবঃ পটভাব ইতি, এবং নির্ব্বিশেষোঽপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দ্রব্যাদিবদ্বিকল্প্যতে। ন হি অভাব উৎপলাদিবদ্বিশেষণসহভাবী। বিশেষণবত্ত্বে ভাব এব স্যাৎ। ৬

বিদ্যা-কর্ম্মকর্ত্তুর্নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বমিতি চেৎ, ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বোপরমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। তস্মাদবিদ্যাকামকর্ম্মোপাদানহেতুনিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইতি। স্বয়ঞ্চাত্মা ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার্থোপনিষদারভ্যতে। উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে, তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাৎ, তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণ উপনিগময়িতৃত্বাৎ; উপনিষণ্ণং বা অস্যাং পরং শ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদ্ ॥ ৭

(১) যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তিদর্শনাদিত্যুক্তম্, তত্র ব্যাপ্তিভঙ্গং মন্বানঃ শঙ্কতে যদ্ধি নষ্টমিতি। ভাবরূপত্বাদিতি। যদ্ভাবরূপং কার্য্যং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তেঃ তত্র চ মোক্ষস্য নিরতিশয়প্রীতের্ভাবত্বাদনিত্যত্বং স্যাদেবেত্যর্থঃ। ইতি আনন্দগিরিঃ।

আভাষভাষ্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ বিধ্বংস করাই যে সমুদয় কর্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কর্ত্তব্য-রূপে বিহিত যে কাম্য কর্ম্ম, সে সমুদয় পূর্ব্বগ্রন্থে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত কর্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত যে অবিদ্যা বা কামনা, তন্নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মা-নুষ্ঠানের প্রধান হেতু; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয়; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা-সম্পন্ন হইলেই আপ্তকামত্ব সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে স্বরূপাবস্থান, তাহাই শ্রুত্যুক্ত 'পরপ্রাপ্তি' বুঝিতে হইবে; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' 'তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়। ১

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বল, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

(১) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থই বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারাই এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা যাইতে পারে, তখন ইহার জন্ম পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'নিত্যানি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারই স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে অনুক্ত রহিয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত-বিষয়প্রাপ্তি। এইজন্যই বেদে কর্ম্মপ্রকরণে "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অমুকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের

যখন নিরতিশয় আনন্দ; এবং কর্ম্মই যখন তৎপ্রাপ্তির নিদান; তখন কর্ম্ম হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে? না, কর্ম্মের অনেকত্ব হেতুই সে কথা বলিতে পার না; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কর্ম্মই ত বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আরব্ধফলক (যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে), এবং কতকগুলি অনারব্ধফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,—সঞ্চিত রহিয়াছে); সেই সকল কর্ম্মের ফল ত স্বভাবতই পরস্পর-বিরোধী। এই কারণেই, যে সমুদয় কর্ম্ম অনারব্ধফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করা একই জন্মে সম্ভব হয় না; সুতরাং অনুপভুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করাই আবশ্যক হয়। 'যাহারা এখানে রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, [তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়]।' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে [জন্ম লাভ করে]' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতেও কর্ম্ম-শেষের অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। ২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারব্ধ কর্ম্মসমূহের ক্ষয়-সম্পাদন করাই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য; না—তাহাও বলিতে পার না; কেননা, নিত্য-কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। প্রত্যবায়-শব্দটী অনিষ্টার্থ-বোধক; অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকর্ম্ম-সমূহ স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও, নিত্যকর্ম্ম কেবল অশুদ্ধ পাপ কর্ম্মেরই ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মের ত ক্ষয় করিতে পারে না; কেননা, শুদ্ধ কর্ম্মের সহিত নিত্যকর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। বস্তুতও ইষ্টফলজনক কর্ম্মমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক); সুতরাং নিত্যকর্ম্মের সহিত উহাদের বিরোধই উপপন্ন হয় না; কেননা, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ থাকা যুক্তিযুক্ত। ৩

অর্থ নির্দ্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গতার্থ হইতে পারে না।

বিশেষতঃ কামনাই যখন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ, এবং জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব, তখন নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ত হইতেই পারে না। আত্মাতিরিক্ত ফলই যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাত্মজ্ঞ পুরুষেরই ধর্ম্ম (আত্মজ্ঞের নহে)। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-প্রাপ্ত, তখন তদ্বিষয়ে কামনাই হইতে পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনমুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব—অসৎ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্ম্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ কেবল তাহারই লক্ষণ বা জ্ঞাপকমাত্র; সুতরাং 'অকুর্ব্বন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতেছে না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ৪

আরও যে, বলিয়াছ—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় প্রীতি বা সর্ব্বাধিক আনন্দ; কর্ম্মই সেই স্বর্গলাভের উপায়; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্ম্মারব্ধই বটে, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যাইতে পারে। সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক; কেননা, কোন নিত্যপদার্থই উৎপাদিত হয় না; জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কর্ম্মারব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত

(১) তাৎপর্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয়; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র হইতেও অনেক কার্য্য হইতে পারিত! অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে দেখা যায় না। অভাবও অসৎপদার্থ; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতে পাপরূপ একটা ভাব-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটী পূর্ব্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মে, ইহার এইপ্রকার ফল ও প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনে 'শতৃ' প্রত্যয় (অকুর্ব্বন্ পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়টী লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কর্ম্মসমূহের এমন শক্তি আছে, যাহা দ্বারা নিত্য পদার্থেরও সমুৎপাদন করিতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, নিত্যও বটে, আবার উৎপন্নও হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ৫

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, (আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ); সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না; কেননা, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তুসাপেক্ষ। যেমন ভাব বা সত্তা পদার্থটী স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্‌ভাবে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্তা), ও পট-ভাব (পটের সত্তা) ইত্যাদি; ঠিক তেমনই উক্ত ধ্বংসও স্বরূপতঃ বিশেষ-রহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্ব্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে মাত্র। উৎপল বা পদ্মপ্রভৃতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া ভাব-বস্তুরূপেই পরিগণিত হইত। ৬

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম প্রধ্বংস বা ধ্বংস। সেই ধ্বংস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না—চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্টভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত অন্য কোন দোষই ঘটে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথাও হইতে পারে না। ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তু, তাহার সহিত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। কেননা, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব। ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না। ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম। অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভাবকার্য্য বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা আত্মা যখন নিত্য, তখন তদনুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কেননা, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কর্ত্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয় ; পক্ষান্তরে আত্মকর্ত্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বের নিবৃত্তিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিদ্যা-কৃত কামনা ও কর্ম্মের উপাদান কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম ; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরব্ধ হইতেছে। 'উপনিষদ্' শব্দে বিদ্যা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবক-দিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতনা অপনয়ন করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদক, এইজন্য এই গ্রন্থও উপনিষদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ১॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

সরলার্থঃ। মিত্রঃ (প্রাণবৃত্তেঃ দিবসস্য চাভিমানী সূর্য্যঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু ; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং ভবতু ; অর্য্যমা (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখদঃ) ভবতু। ইন্দ্রঃ (বলাভিমানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (বাগ্‌বুদ্ধ্যভিমানিনী দেবতা চ) নঃ শং ভবতু। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাভিমানিনী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু]।

ব্রহ্মণে (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ। হে বায়ো, তে (প্রত্যক্ষায় তুভ্যং) নমঃ। [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম-বায়ুশব্দাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে]। [হে বায়ো, যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [তস্মাৎ] ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ; ঋতং (যথাশাস্ত্রং বুদ্ধৌ সুনিশ্চিতার্থং ত্বাম্ এব) বদিষ্যামি ; সত্যং (সত্যস্বরূপং ত্বামেব) বদিষ্যামি। তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম) মাং (বিদ্যার্থিনং) অবতু (বিদ্যাসংযোজনেন পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্য্যম্) অবতু (বিদ্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু)। অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্]। শান্তিঃ (আধ্যাত্মিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদৈবিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা) ইতি॥ ১॥

মূলানুবাদ। প্রাণবৃত্তি ও দিবসের অভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমাদিগের কল্যাণকর হউন ; রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর হউন ; চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন ; বলের দেবতা ইন্দ্র ও বাগ্‌বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের

সুখকর হউন; এবং বিস্তীর্ণ-ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন। পরোক্ষ ব্রহ্মাত্মক বায়ুর উদ্দেশ্যে নমস্কার। হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য সুনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন; সুতরাং তোমারই স্বরূপ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিদ্যার্থী আমাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আদরাতিশয়-জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটীর পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বিদ্যালাভে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার 'শান্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শং সুখং প্রাণবৃত্তেরহ্নশ্চাভিমানী দেবতাত্মা মিত্রঃ নঃ অস্মাকং ভবতু। তথৈব অপানবৃত্তেঃ রাত্রেশ্চাভিমানী দেবতাত্মা বরুণঃ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিমানী অর্য্যমা; বলে ইন্দ্রঃ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োরভিমানী; এবমাদ্যা অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ভবন্ত্বিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। তাসু হি সুখকৃৎসু বিদ্যাশ্রবণ-ধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে—শং নো ভবত্বিতি। ১

ব্রহ্মবিদ্যাবিবিদিষুণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যোপসর্গশান্ত্যর্থে ক্রিয়েতে—সর্ব্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ। ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহ্বীভাবং, করোমীতি বাক্যশেষঃ। নমঃ তে তুভ্যং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে। ২

কিঞ্চ, ত্বমেব চক্ষুরাদ্যপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিকৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যামি। সত্যমিতি স এব বাক্কায়াভ্যাং সম্পাদ্যমানঃ, সোঽপি ত্বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি ত্বামেব সত্যং

বদিষ্যামি। তং সর্ব্বাত্মকং বায়্বাখ্যং ব্রহ্ম ময়ৈবং স্তুতং সৎ বিদ্যার্থিনং মাম্ অবতু বিদ্যাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃত্বসামর্থ্যসংযোজনেন অবতু। অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্॥ ৩॥ ১॥

ইতি প্রথমানুবাক-ভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণবৃত্তির (প্রাণ-ব্যাপারের) ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র আমাদিগের সুখাবহ হউন। সেইরূপ অপানবৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ, চক্ষু ও আদিত্য-মণ্ডলের অভিমানী দেবতারূপী অর্য্যমা, বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক্ ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি এবং উরুক্রম—বিস্তীর্ণপাদ-বিক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতারূপী বিষ্ণু, এবং এই প্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবতা আছেন, তাঁহারাও আমাদের সুখকর [হউন]। শ্রুতির 'ভবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটীর সকল বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে, বিদ্যাশ্রবণ এবং বিদ্যা ও তদর্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখবিধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—"শং নো ভবতু" ইতি। ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য্য অবশ্যকরণীয়; কেননা, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন; অতএব তদুদ্দেশ্যে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—বায়ু, সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি। 'করিতেছি' ('করোমি') কথাটী মূলে অনুক্ত রহিয়াছে। হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছি। এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ২

অপিচ, হে বায়ো, যেহেতু তুমি চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যবহিত (নিকটবর্ত্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, সেইহেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১)। ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চারণ করিব। সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২)। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিদ্যাভিলাষী আমাকে (শিষ্যকে) বিদ্যা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন; এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিদ্যাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। 'আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন' এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকারে সম্ভাবিত বিঘ্ন-প্রশমনাভিপ্রায়ে 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইয়াছে॥ ১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩) ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥

(১) তাৎপর্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌবারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দিদৃক্ষুরাহ—ত্বমেব রাজেতি, তথা হার্দ্দস্য ব্রহ্মণো দ্বারপং প্রাণং হার্দ্দং ব্রহ্ম দিদৃক্ষুরাহ—"ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইতি। (আনন্দগিরি-টীকা)।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউন, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক যেরূপ দৌবারিককে (দ্বারপালকে) "তুমিই রাজা" এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও যাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা যাহা সত্য বা যথাযথরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য শব্দ ভিন্নার্থক হইয়েছে।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে 'অনুবাক' নামটী পরিচ্ছেদ-স্থানবর্ত্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্। অর্থজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নোপরমো মা ভূদিতি শীক্ষাধ্যায় আরভ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। অর্থ-বোধই উপনিষদের প্রধান বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ-গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে; তাহা যাহাতে না আসে, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে (১)—

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ ১॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রধানত্বেঽপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানাপেক্ষাপ্যস্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—"শীক্ষাম্" ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্যুচ্চারণং যয়া, সা শিক্ষা, তাম্ অথবা শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যক্তং কথয়িষ্যামঃ)। [তত্র শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম (সমতা, তুল্যরূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ (সন্ততিঃ নিয়তক্রমং পদং বাক্যং বা); ইতি ('ইতি' শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধ্যায়ঃ (শীক্ষা অধীয়তে অনেন ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ) উক্তঃ (কথিত ইত্যর্থঃ)॥ ১॥ ২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা॥ ২॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদের যে ছয়টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, 'শিক্ষা' তাহাদের অন্যতম। শিক্ষা-গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর-মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে 'শীক্ষা' শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা-শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈদিক মন্ত্রাদিতে অনেকপ্রকার স্বর প্রযোজ্য হইয়া থাকে; তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। তন্মধ্যে উচ্চৈঃস্বর উদাত্ত, মৃদু স্বর অনুদাত্ত, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর 'স্বরিত' নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু

মূলানুবাদ। অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শীক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শিক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর-সমূহ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি; মাত্রা অর্থ—হ্রস্বদীর্ঘ প্রভৃতি; বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা; সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য; এই কয়টী বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ বি স্পষ্টম্ আ সমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টস্য ব্যাঙ্পূর্ব্বস্য ব্যক্তবাক্-কর্ম্মণ এতদ্রূপম্। তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ। স্বরঃ উদাত্তাদিঃ। মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ। বলং প্রযত্নবিশেষঃ। সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্ত্যোচ্চারণং সমতা। সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ। এবং শিক্ষিত-ব্যোঽর্থঃ শিক্ষা যস্মিন্নধ্যায়ে, সোঽয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই অর্থ; ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥" অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা বলিয়া গণ্য। দূরবর্ত্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটার দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম; (২) হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম। তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার পার্থক্য ঘটে; ইহা সকলেই জানেন। ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়ামক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিব। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদটী বি+আঙ্-পূর্ব্বক চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত রূপে শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টী—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্নরূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ; (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শীক্ষার কথা আছে, তাহা শীক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন-জ্ঞাপনার্থ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

ছন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেই ছন্দোরক্ষার জন্য আবশ্যক মতে এক-মাত্রাকে দ্বিমাত্রা অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়; সুতরাং দ্বিতীয় অর্থটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে॥

(*) তাৎপর্য্য—যদিও ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দাংশ অপ্রধান হউক, তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, মান্ত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমেতি। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" অর্থাৎ মন্ত্র যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উষ্ম-কণ্ঠ্যাদি বর্ণহীন ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র কখনই উপযুক্ত ফল প্রদান করে না। ইহার উদাহরণ—'ইন্দ্রশত্রু' শব্দ। এই শব্দটী স্বরহীন হওয়ায় কর্ম্মের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের ন্যায় যজমান অসুরগণের অনিষ্ট-সাধন করিল। অতএব উপনিষদ্পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উষ্মাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়োঽনুবাকঃ

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঙ্গং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—"সহ নৌ" ইত্যাদিনা। নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ) সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্ত্তিঃ) [ভূয়াৎ]; নৌ (আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়াৎ]।

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রন্থাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং (লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যৌতিষং (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং (বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং (আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চসু অধিকরণেষু বিষয়ে সংহিতায়াঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাঃ (এতাঃ পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ] মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং) অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা); আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়া মধ্যমেঽক্ষরে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ (জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্ব্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা), ইতি (এবংপ্রকারং) অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। [এখন সংহিতোপনিষদের অঙ্গীভূত গুরু-শিষ্য—উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে]। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীর্ত্তি, আর আমার অধ্যয়নজনিত কীর্ত্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যতেজও তুল্যরূপে প্রতিভাত হউক।

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি লোকও পরমার্থ-তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেইহেতু অতঃপর পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব, এই পাঁচটী বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ্ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব। এই পাঁচটী বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে লোকাধিকারে উপনিষদ্ বলা হইতেছে। 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশ-দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধেতে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এইপ্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত—অধিলোক ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সংহিতোপনিষদুচ্যতে। তত্র সংহিতা-দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ সহৈব অস্তু। তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবর্চসং তেজঃ, তচ্চ সহৈবাস্তু, ইতি শিষ্য-বচনমাশীঃ। শিষ্যস্য হি অকৃতার্থত্বাৎ প্রার্থনোপপদ্যতে, নাচার্য্যস্য, কৃতার্থত্বাৎ; কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবতি। ১

অথ—অনন্তরম্—অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য, অতঃ—যতোঽত্যর্থং গ্রন্থ-ভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসার্থজ্ঞানবিষয়েঽবতারয়িতুমিত্যতঃ, সংহিতায়া উপনিষদ্ সংহিতাবিষয়ং দর্শনমিত্যেতৎ। গ্রন্থসন্নিকৃষ্টামেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু জ্ঞানবিষয়েম্বিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ—অধিলোকং—লোকেম্বধি যৎ দর্শনম্, তদধিলোকম্; তথা অধিজ্যোতিষম্; অধিবিদ্যম্, অধিপ্রজম্, অধ্যাত্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চবিষয়া উপনিষদঃ লোকাদিমহাবস্তু-বিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ—মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি বেদবিদঃ। অথ তাসাং যথোপন্যস্তানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে। দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোঽথশব্দঃ সর্ব্বত্র। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং—পূর্ব্বো বর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্; সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তং ভবতি। তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেঽস্মিন্ পূর্ব্বোত্তররূপে ইতি। বায়ুঃ সন্ধানম্। সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোকং দর্শনমুক্তম্। অথাধিজ্যৌতিষমিত্যাদি সমানম্॥ ১-৫॥ ৩-৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর; যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না, সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্ অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনাত্মক দর্শন বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটী অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়ে [নিবদ্ধ]। সেই পাঁচটী বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই অধিলোক। সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম [উপাসনা বলা হইবে]। সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ই লোক প্রভৃতি মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা' এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এখন অধিলোক-দর্শনের কথা বলা হইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্ব্বত্র 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে পর পর উপাসনা করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্ব্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী-লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ-লোক হইতেছে সংহিতার উত্তররূপ, শেষ অক্ষর, অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই মধ্যভাগ। বায়ু হইতেছে সন্ধান; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়, তাহার নাম সন্ধান। এই প্রকারে অধিলোক-দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ ॥ ১—৫ ॥ ৩—৭ ॥

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তর-রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-জ্যোতিষম্॥ ২॥ ৪

সরলার্থঃ। অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষং [দর্শনমুচ্যতে]—অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া); আদিত্যঃ উত্তররূপম্; আপঃ (জলং) সন্ধিঃ; বৈদ্যুতঃ (বিদ্যুদেব বৈদ্যুতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্তং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]। ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মুপাসনম্) ১॥ ২॥ ৪॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাক্ষরে আদিত্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে অপ্‌দৃষ্টি, আর উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল॥ ২॥ ৪॥

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ; প্রবচনꣳসন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩॥ ৫

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং [দর্শনম্ উচ্যতে]। [অত্র আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্ব্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা (আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম্); প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ প্রকর্ষেণ বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্]॥ ৩॥ ৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর বিদ্যাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে। আচার্য্য অর্থ (উপদেষ্টা গুরু)। উত্তরাক্ষরে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বিদ্যাদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ—গুরু ও শিষ্য কর্ত্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ]। ইহাই অধিবিদ্য দর্শন॥ ৩॥ ৫॥

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪॥ ৬॥

সরলার্থঃ। অথ অধিপ্রজং (প্রজাধিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[তত্র] মাতা পূর্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্; ইতি অধিপ্রজম্। [সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজা-বিষয়ে উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মাতৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে সন্তানদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে]। অধরা হনুঃ (নিম্নোষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (ঊর্দ্ধোষ্ঠমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্; বাক্ (তালুপ্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ; জিহ্বা সন্ধানম্। ইতি অধ্যাত্মম্ [দর্শনম্। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ৫॥ ৭॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাক্ষরে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা অধ্যাত্ম-দর্শন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিতাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে]। যঃ (যঃ কশ্চিদধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতাঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; [সঃ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন, অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয়েন অন্নেন) সুবর্গেণ (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্ম্মফলেন) চ সন্ধীয়তে (সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৬॥৮॥

মূলানুবাদ। উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিরূপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৬॥৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতীমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে। যঃ কশ্চিদেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে। বেদেত্যুপাসনং স্যাৎ, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্বেতি চ বচনাৎ। উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রত্যয়সন্ততিরসঙ্কীর্ণা চ অতৎপ্রত্যয়ৈঃ, শাস্ত্রোক্তালম্বনবিষয়া চ। প্রসিদ্ধশ্চোপাসনশব্দার্থো লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইতি। যো হি গুর্ব্বাদীন্ সন্ততমুপচরতি, স উপাস্ত ইত্যুচ্যতে। স চ ফলমাপ্নোত্যুপাসনস্য, অতোঽত্রাপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'ইতীমাঃ' কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চবিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লিখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা করে। এখানে 'বেদ' (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে ; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং 'হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর' এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে। উপাসনা অর্থ—ভিন্নজাতীয় চিন্তার সহিত অমিশ্রিতভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না থাকা। অথচ এইপ্রকার চিন্তাটীও শাস্ত্রবিহিত কোন আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লোক-ব্যবহারেও 'গুরুর উপাসনা করে' ও 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি প্রয়োগ প্রসিদ্ধ

আছে; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করে, তাহাকেই 'উপাস্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্য্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৩॥৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়

অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥৯ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

সরলার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্ মন্ত্রানাহ—'যঃ' ইত্যাদিভিঃ। যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাদীনাং বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্‌ব্যাপকত্বাৎ), অমৃতাৎ (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব (অধিকত্বেন প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজ্ঞয়া) মা (মাম্) স্পৃণোতু (সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতস্য (অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য) ধারণঃ (ধারয়িতা আধারঃ) ভূয়াসং (ভবেয়ং) [অহমিতি শেষঃ]। মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ ইতি শেষঃ]। মে জিহ্বা মধুমত্তমা (মধুরভাষিণী) [ভূয়াৎ]। কর্ণাভ্যাং

ভূরি (বহু) বিশ্রুবং (ব্যশৃণবং শৃণুয়াম্)। [হে ওঁকার, ত্বং] মেধয়া (লৌকিকপ্রজ্ঞয়া) পিহিতঃ (আবৃতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ (উপলব্ধি-স্থানং) অসি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রুতার্থ-বিজ্ঞানং) গোপায় (রক্ষ) [ত্বম্] ॥১॥৯॥

মূলানুবাদ। যিনি সর্ব্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাদুর্ভূত, ইন্দ্র (সর্ব্বকামপ্রদ) সেই ওঁকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। দে দেব (প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই ; অর্থাৎ আমি যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [বিদ্যা গ্রহণের] উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান— প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা জানিতে পারা যায় না। তুমি আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যশ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চ তৎ-প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, 'স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু' 'ততো মে শ্রিয়-মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। যঃ ছন্দসাং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ, প্রাধান্যাৎ ; বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপ্তেঃ, "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্নানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্না ; ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। অতএব ঋষভত্বমোঙ্কারস্য। ওঁকারো হ্যত্রোপাস্যঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্তুতি-র্ন্যায্যৈব ওঁকারস্য। ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ, বেদা হ্যমৃতম্ ; তস্মাদমৃতাৎ অধিসম্ব-ভূব, লোক দেব-বেদ-ব্যাহৃতিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিঘৃক্ষোঃ প্রজাপতেস্তপস্যতঃ ওঁকারঃ সারিষ্ঠত্বেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্যোঙ্কারস্য অঞ্জসৈবোৎপত্তিরব-কল্পতে।

সঃ এবম্ভূতঃ ওঁকারঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে। অমৃতস্যামৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য, তদধিকারাৎ ; হে দেব, ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাষিণীত্যর্থঃ। কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূয়াসমিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অসি অসেরিব; উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। ত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে। মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ, স ত্বং সামান্যপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। জপার্থা এতে মন্ত্রা মেধাকামস্য ॥ ১ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যঃ ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে; কেননা, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং 'সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদসমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষর-স্বরূপ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; 'এই সমস্তই ওঁকার-স্বরূপ।' এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে—ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঁকার প্রতিভাত হইয়াছিল। [এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে]; কারণ, নিত্য ওঁকারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী করুক; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। অপিচ, আমার শরীর বিচর্ষণ—বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-অর্জ্জনে সমর্থ হউক; আমার জিহ্বা

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক ; কর্ণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোশ যেমন [অসির স্থান,] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান ; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ-স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক ; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা-লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত ; অর্থাৎ তুমি এবংবিধ মহিমসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিস্মৃতি-দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপ্য ॥১॥৯॥

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ।

বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা।

ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥ ২ ॥ ১০॥

সরলার্থঃ। [এবং মেধাবিষয়ে জপ্যমন্ত্রানুক্ত্বা সম্প্রতি শ্রীকামস্য হোমার্থং শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তীত্যাদীন্। হে ওঁকার,] আত্মনঃ (শ্রীকামস্য) মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্ন-পানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমন্তাৎ প্রাপয়ন্তী), বিতন্বানা (বিবিধং বিস্তারয়ন্তী) কুর্ব্বাণা (সম্পাদয়ন্তী), [যা শ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অজমেষাদিলোমযুক্তাং) পশুভিঃ (অন্যৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সহিতাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ)। স্বাহা (স্বাহা-শব্দো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থঃ ; যদ্বা, মদীয়া বাক্ 'শ্রিয়মাবহ' ইতি সু আহ—স্বাহা ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ) ॥২। ১০॥

মূলানুবাদ। হে ওঁকার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে তুমি আমাদের সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ-জ্ঞাপক ॥ ২ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীকামস্য হোমার্থা মন্ত্রাস্ত্বধুনা উচ্যন্তে।—আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ; কুর্ব্বাণা নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী, অচীরং ক্ষিপ্রমেব; ছান্দসো দীর্ঘঃ; চিরং বা; কুর্ব্বাণা আত্মনঃ মম। কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেতি যাবৎ; অন্ন-পানে চ; সর্ব্বদা এবমাদীনি কুর্ব্বাণা শ্রীর্যা, তাং—ততঃ মেধানির্ব্বর্ত্তনাৎ পরম্, আবহ আনয়; অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাম্? লোমশাং অজাব্যাদিযুক্তাম্, অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি। অধিকারাদোঙ্কার এবাভিসম্বধ্যতে। স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে; [আমার সম্বন্ধে] কি? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বস্ত্রসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্ব্বকালিক অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী; বিস্তার-সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে (শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর। নির্ব্বোধের ধনসম্পদ্ অনর্থকরই হইয়া থাকে; [এইজন্য মেধালাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা]। প্রার্থনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেষাদিযুক্ত এবং অপরাপর পশুগণ-সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ওঁকারই এখানে 'আবহ' ক্রিয়ার কর্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। এইখানেই যে, হোমমন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। মন্ত্রান্তরাণ্যাহ—'আ মা' ইত্যাদীনি। ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়নার্থিনঃ) মা (মাম্) আয়ন্তু (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্তু) স্বাহা। [চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তিনামধ্যয়নার্থিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্তু, প্রায়ন্তু, দমায়ন্তু, শমায়ন্তু ইতি চতুর্ধোল্লেখঃ ॥]

মূলানুবাদ। [হে ওঁকার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক। ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আমার নিকট আসুক,

এই অভিপ্রায়জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্তু' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আ মায়ন্ত্বিতি। আয়ন্তু, মামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ। বি মায়ন্তু প্র মায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্তু ইত্যাদি। ॥৩॥১১

ভাষ্যানুবাদ। 'আ মায়ন্তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক। এখানে 'আ' ও 'যন্তু' ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া 'আয়ন্তু' হইবে। 'বিমায়ন্তু,' 'প্রমায়ন্তু,' দমায়ন্তু,' 'শমায়ন্তু' ইত্যাদিও ঐরূপ ॥৩॥১১॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪ ॥ ১২

[বিতস্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকং চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [ব্রহ্মচারিণামাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ]। জনে (জনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি) [অহং]। তথা শ্রেয়ান্ (প্রশস্ত-তরঃ) বস্যসঃ (বসুমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [অহম্ অসানি]। হে ভগ (ভগবন্), তং (ব্রহ্মকোশভূতং) ত্বা (ত্বাং) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি)। হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগ, অহং সহস্রশাখে (বহুভেদে) তস্মিন্ (তথাভূতে ত্বয়ি) নিমৃজে (নিঃশেষেণ পাপকৃত্যাং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন) যন্তি (গচ্ছন্তি) যথা চ মাসাঃ অহর্জরম্ (অহোভিঃ লোকান্ জরয়তি—জীর্ণীকরোতি ইতি অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং যন্তি, হে ধাতঃ, এবং (তথা) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্তু (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি [ত্বম্]; [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি (আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রতি প্রপদ্যস্ব (সাক্ষাৎকারতঃ মদ্রূপম্ আগচ্ছ ইত্যর্থঃ) [মন্ত্রভাবদ্যোতনার্থং সর্ব্বত্র 'স্বাহা'-শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।]

আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই; আমি যেন ধনিসমাজে প্রধানতম হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসসমূহ যেমন অহর্জ্জর—সংবৎসরের দিকে গমন করে, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রামনিকেতন; অতএব তুমি [শরণাগত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্মপ্রকাশ কর), এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ, বস্যসো বসীয়সো বসুতরাদ্বসুমত্তরাদ্বা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং ত্বা ত্বাং হে ভগ ভগবন্ পূজার্হ, প্রবিশানি—প্রবিশ্য চ অনন্যস্ত্বদাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিশ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্তু। তস্মিন্ ত্বয়ি সহস্রশাখে বহুশাখাভেদে, হে ভগবন্, নিমৃজে শোধয়াম্যহং পাপকৃত্যাম্। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোঽহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্ জরয়তীতি; অহানি বা অস্মিন্ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ; তঞ্চ যথা মাসা যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্ব্বস্য বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—ত্বচ্ছীলিনাং সর্ব্বপাপদুঃখাপনয়নস্থানমসি। অতো মা মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াত্মানম্, প্র মা পদ্যস্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্; রসবিদ্ধমিব লোহং ত্বন্ময়ং ত্বদাত্মানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোঽস্মিন্ বিদ্যাপ্রকরণেঽভিধীয়মানো ধনার্থঃ; ধনঞ্চ কর্ম্মার্থম্; কর্ম্ম চোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থম্; তৎক্ষয়ে হি বিদ্যা প্রকাশতে। তথাচ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি" ইতি ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ভাষ্যম্ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,] আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই; এবং আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা; হে ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি; প্রবেশ করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বারূপ্য লাভ করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে একাত্মভাব (অভিন্নভাব) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম্ম মার্জ্জনা—শোধন করিতেছি। হে ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতঃ, জগতে জলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহর্জ্জর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিনসমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত লোকের জরতা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথবা দিনগুলি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) হয়, এইজন্য 'অহর্জ্জর' শব্দে সংবৎসর অর্থ বুঝায়।

'প্রতিবেশ' অর্থ শ্রমাপনোদনস্থান, অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতিবেশ—প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ব্ববিধ পাপজ দুঃখাপনোদনের স্থান। অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত?) লোহের ন্যায় আমাকেও তোমার আত্মভূত কর।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনাভিলাষী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনার্জ্জনের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসম্পাদন; কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সঞ্চিত পাপরাশিধ্বংস; কেননা, সঞ্চিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিদ্যা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—'আদর্শতল (দর্পণের মধ্যস্থল) নির্ম্মল হইলে, তাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের সাহায্যে পাপ বিধ্বস্ত হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে' ॥৪॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽনুবাকঃ ।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুবইত্যন্তরীক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং ব্যাহৃত্যাত্মনা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে—"ভূর্ভুবঃ" ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ) ভুবঃ (ভুবর্লোকঃ), সুবঃ (স্বঃ, দ্যুলোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাভীষ্টং, আ—সমন্তাৎ আহরন্তি প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্মর্যন্তে ইত্যর্থঃ)। তাসাং (পূর্বোক্তানাং ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ' ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসস্য ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ম (দদর্শ ইত্যর্থঃ)। [কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাদ্যাঃ) দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্র্যঃ) অঙ্গানি (এতস্যা এব গুণীভূতাঃ), [অহং মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাদ্যাস্তু ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাঙ্গভূতা ইতি দৃষ্টিঃ করণীয়েত্যাশয়ঃ]। ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভূরিত্যাদিভিঃ]। অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভূরিতি বৈ (ভূলোকত্বেন প্রসিদ্ধঃ); অন্তরিক্ষং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ; অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥১॥১৩॥

মূলানুবাদ । ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি মন্ত্র। মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্য ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের চতুর্থ—'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটীকে জানেন অর্থাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। এই 'মহঃ'ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর 'ভূঃ' প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহার অঙ্গস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, মাহাচমস্য ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহকে ব্রহ্মাত্মরূপে এবং অপর

ব্যাহৃতিত্রয়কে ইহার অঙ্গরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ দ্যুলোক 'সুবঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীꣳষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূꣳষি ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাহৃতীনাং দেবতা উচ্যন্তে]—'মহ' ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ); বাব (যতঃ) আদিত্যেন (আদিত্যেনৈব) সর্ব্বে লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্দ্ধন্তে)। 'ভূঃ' ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ; বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বর্দ্ধন্তে); 'ভূঃ' ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ); 'ভুবঃ' ইতি সামানি; 'সুবঃ' ইতি যজূংষি ॥২॥১১॥

মূলানুবাদ। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যাহৃতিগণের দৈবতরূপ বলা হইতেছে—] 'মহঃ' এইটী আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূ এইটী প্রসিদ্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্যরূপে প্রসিদ্ধ। 'মহঃ' এইটী চন্দ্রমা; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ; 'ভুবঃ' এইটী সামবেদ; 'সুবঃ' এইটী যজুর্ব্বেদ ॥২॥১৪॥

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চ-

তস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজূংষি বেদ দ্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকারাৎ ব্রহ্মাত্র ওঁকারঃ)। বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সর্ব্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ) মহীয়ন্তে। [এতদন্তং ব্যাহৃতীনাং শব্দাত্মকত্বমুক্তম্; অথেদানীং ক্রিয়ারূপতা উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ; ভুব ইতি অপানঃ; 'সুবঃ' ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 'মহঃ' ইতি অন্নম্; অন্নেন বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি)। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহৃতিবিদুষে) বলিং (ভোগোপহারম্) আবহন্তি (উপানয়ন্তীত্যর্থঃ)। [অত্র প্রথমা ব্যাহৃতিঃ—ইবংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মান্ন-মিত্যেবং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতি ভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার-স্বরূপ; কেন-না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ; 'ভুবঃ' এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু; এবং 'সুবঃ' (স্বঃ) এইটী ব্যান-স্বরূপ। পুনশ্চ মহ এইটী অন্নস্বরূপ; কেননা, অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সেই যে, এই চারিটী ব্যাহৃতি, তাহারা প্রতেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে। [যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহৃতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহৃতিটী অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান-রূপে চতুর্বিধ; তৃতীয় 'সুবঃ' ব্যাহৃতিটীও দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্ব্বেদ ও ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ; এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ' আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ]। চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহৃতি এই-

রূপে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩॥১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাবিষয়মুপাসনমুক্তম্। তদনু মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চানুক্রান্তা মন্ত্রাঃ; তে চ পারম্পর্য্যেণ বিদ্যোপযোগার্থা এব। অনন্তরং ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাজ্যফলং প্রস্তূয়তে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি। ইতীত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাস্তিস্র ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামৃষ্টাঃ স্মর্য্যন্তে "বৈ" ইত্যনেন। তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাহৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে ইতি যাবৎ। তাসামিয়ং চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহইতি। তামেতাং চতুর্থীং মহাচমসস্যাপত্যং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তানুকথনার্থত্বাৎ বিদিতবান্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাচমস্য-গ্রহণমার্ষানুস্মরণার্থম্। ঋষ্যনুস্মরণমপি উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১

যেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যাহৃতির্মহ ইতি, তদ্ ব্রহ্ম; মহদ্ধি ব্রহ্ম; মহশ্চ ব্যাহৃতিঃ। কিং পুনস্তৎ? স আত্মা, আপ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ আত্মা; ইতরাশ্চ ব্যাহৃতয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহৃত্যাত্মনা আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভূতেন ব্যাপ্যন্তে যতঃ, অতঃ অঙ্গানি অবয়বা অন্যা দেবতাঃ। দেবতাগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্ লোকাদীনাম্। মহ ইত্যস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো দেবা লোকাদয়শ্চ সর্ব্বেঽবয়বভূতা যতঃ; অত আহ—আদিত্যাদিভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি। আত্মনা হ্যঙ্গানি মহীয়ন্তে মহনং বৃদ্ধিরুপচয়ঃ; মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ ঋগ্ বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ ভূঃ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ ভুবঃ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি। মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মেত্যোঙ্কারঃ, শব্দাধিকারেঽন্যস্যাসম্ভবাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধেতি। তা বৈ এতাঃ ভূর্ভুবঃ সুবর্মহ ইতি চতস্রঃ একৈকশশ্চতুর্ধা চতুঃপ্রকারাঃ। ধাশব্দঃ প্রকারবচনঃ। চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্ধা ভবন্তীত্যর্থঃ। তাসাং যথাক্লৃপ্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ। ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাহৃতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? ব্রহ্ম। নমু 'তদ্ব্রহ্ম স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স বেদ ব্রহ্ম' ইতি? ন; তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদদোষঃ। সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহৃত্যা আত্মা ব্রহ্মেতি; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্মপূগো ন বিজ্ঞায়তে ইতি তদ্বিবক্ষু হি শাস্ত্রমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ। যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্মপূগেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। অতো বক্ষ্যমাণানুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য, উভয়োর্হি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্। লিঙ্গাচ্চ; "ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কাভাবাচ্চ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। ব্যাহৃত্যনুবাকে "তা যো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বান্নোপাসনভেদকঃ। বক্ষ্যমাণার্থত্বঞ্চ তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদিত্যাদিনোক্তম্। সর্ব্বে দেবা অস্মৈ এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ॥ ১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক-ভাষ্যম্॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর জন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যারও উপযোগী। অতঃপর স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে —'ভূর্ভুবঃ সুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটী উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-সূচক। 'এতাঃ তিস্রঃ' (এই তিনটী) এই কথাটীও পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক। 'বৈ' শব্দও সেই পরামৃষ্ট ব্যাহৃতিত্রয়েরই স্মারক। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি উহা দ্বারা স্মরণ করা হইতেছে। এই 'মহঃ' ব্যাহৃতিটী উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী। সেই এই চতুর্থী ব্যাহৃতিটীকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুত্যুক্ত 'উ হ ও স্ম' এই তিনটী শব্দের অর্থ অতীত ঘটনার অনুকথন (পশ্চাৎকথন); [কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে' পদে বর্ত্তমান কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে]। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাতেও ঋষিস্মরণ করা একটী বিশেষ অঙ্গ। ১

এই যে, মাহাচমস্য কর্তৃক দৃষ্ট ব্যাহৃতি—'মহঃ', ইহাই সেই ব্রহ্ম। কেন-না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য); এই ব্যাহৃতিটীও 'মহঃ'; [এইরূপ সাম্যনিবন্ধন 'মহ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে]। তাহা আর কিরূপ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী); ব্যাপনার্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্মা' পদটী [নিষ্পন্ন হইয়াছে]। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ),—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ-সমুহ আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন স্বরূপ এই 'মহ' ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। যেহেতু অপর ব্যাহৃতিত্রয় মহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইহেতুই অপর দেবতা—ব্যাহৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে 'দেবতা' শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমুহ সকলেই এই ব্যাহৃতিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ; সেইহেতুই শ্রুতি বলিলেন যে, লোক প্রভৃতি ত আদিত্যাদি দ্বারাই মহিত থাকে; কেন-না, আত্মা দ্বারাই ত অঙ্গসমুহ মহিত হইয়া থাকে। 'মহন' (মহীঙ্) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়; সুতরাং 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রথমা ব্যাহৃতি 'ভূঃ' হইতেছে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণস্বরূপ; দ্বিতীয় ব্যাহৃতি 'ভুবঃ' হইতেছে—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানস্বরূপ; তৃতীয় ব্যাহৃতি 'সুবঃ' (স্বঃ) হইতেছে—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ; চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' হইতেছে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ। এইরূপে এক একটী ব্যাহৃতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ 'মহ' এই ব্যাহৃতিটী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম অর্থ—ওঁকার; কেন-না, শব্দবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গে ওঁকার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা' ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকটী চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার। 'ধা' শব্দটি 'প্রকার' অর্থবোধক। ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকেই চারিপ্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত ব্যাহৃতি-সমুহের যে, পুনর্ব্বার উপদেশ, ঐরূপে উপাসনা জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন। ৩

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-সমূহ জানে, সে-ই জানে—। কি জানে? ব্রহ্মকে [জানে]। ভাল, 'তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্ত্বেও, 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের ন্যায় কথা বলা ত উচিত হয় নাই? না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে,] চতুর্থ ব্যাহৃতি দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হৃদয়ায়তনে উপলভ্যত্ব ও মনোময়ত্বাদি হইতে

আরম্ভ করিয়া 'শান্তিসমৃদ্ধত্ব' পর্য্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই। এই শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাতের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মসমূহ সহকারে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানেন। অতএব পরবর্ত্তী অনুবাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ কথার সমর্থক অন্য বাক্যও আছে। 'ভূঃ' এই মন্ত্রে 'অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে' ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহার অন্য কারণ; কেন-না, [পরবর্ত্তী অনুবাকে] উপাসনাবিধায়ক 'বেদ' বা 'উপাসীত' ইত্যাদি কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই। এই ব্যাহৃতি প্রকরণে যে, 'তৎ যো বেদ' বাক্য আছে, তাহাও পরবর্ত্তী অনুবাকের সহিতই সম্বদ্ধ; সুতরাং কথনই উপাসনার ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্য-মাণার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবংবিধ জ্ঞানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার উদ্দেশে বলি (উপহার) আনয়ন করেন।১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্। ভূর্ভুবঃসুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্য হিরণ্যগর্ভস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণোঽঙ্গান্যন্যা দেবতা ইত্যুক্তম্। যস্য তা অঙ্গভূতাঃ, তস্যৈতস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদুপলব্ধ্যর্থমুপাসনার্থঞ্চ হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ। তস্মিন্ হি তদ্ব্রহ্মোপাস্যমানং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদুপলভ্যতে, পাণাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্ব্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যনুবাক আরভ্যতে॥

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ-স্বরূপ অন্যান্য দেবতাগণ 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

অঙ্গ বা অবয়ব। এখন, উক্ত দেবতাগণ যাঁহারা অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের ন্যায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এখন সর্ব্বাত্মভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্ত্তী অনুবাক আরব্ধ হইতেছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥১॥১৬॥

সরলার্থঃ। যঃ এষঃ (অনুভবগোচরঃ) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়ঃ স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পুরি হৃদয়ে শেতে ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভি-ব্যজ্যতে]। যশ্চ এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তরেণ তালুকে (তালুকয়োর্মধ্যে) স্তন ইব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিদ্বারম্)। যত্র (ইন্দ্রযোনৌ মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ (কেশানাম্ অন্তঃ মূলং) শীর্ষকপালে (শিরসঃ কপালখণ্ডদ্বয়ং) ব্যপোহ্য (ভিত্বা—বিদার্য্য) বিবর্ত্ততে [যথা, তথা মনোময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মূর্দ্ধ্নঃ বিনিস্ক্রম্য এতল্লোকাধিষ্ঠিতা ভূঃ ইত্যেবংরূপঃ যোঽগ্নিঃ, তস্মিন্] অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবইতি (মধ্যমব্যাহৃতিরূপো যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ৌ [প্রতিতিষ্ঠতি] ॥১॥১৬॥

মূলানুবাদ। সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে এই অমৃত-স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড (আলজিহ্বা) লম্বমান আছে, যেখানে

কেশমূল মস্তকের কপালখণ্ড দুইটী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত পরমাত্মার (ইন্দ্রের) যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান। [তত্ত্ববিৎ পুরুষ উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া] ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে, ও ভুব-স্বরূপ বায়ুতে [প্রতিষ্ঠা লাভ করেন] ॥১॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স ইতি ব্যুৎক্রম্য অয়ং পুরুষ ইত্যনেন সম্বধ্যতে। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ। হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়তনোঽনেকনাড়ীসুষির ঊর্দ্ধনালোঽধোমুখঃ, বিশস্যমানে পশৌ প্রসিদ্ধ উপলভ্যতে। তস্যান্তর্যঃ এষ আকাশঃ প্রসিদ্ধ এব করকাকাশবৎ, তস্মিন্ সোঽয়ং পুরুষঃ, পুরি শয়নাৎ; পূর্ণো বা ভূরাদয়ো লোকা যেনেতি পুরুষঃ, মনোময়ঃ মনঃ বিজ্ঞানম্, মনুতের্জ্ঞানকর্ম্মণঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ, তদুপলভ্যত্বাৎ। মনুতে অনেনেতি বা মনঃ অন্তঃকরণম্; তদভিমানী তন্ময়স্তল্লিঙ্গো বা। অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ। তস্যৈবংলক্ষণস্য হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃতস্য বিদুষ আত্মভূতস্য ঈশ্বরস্বরূপস্য প্রতিপত্তয়ে মার্গোঽভিধীয়তে—হৃদয়াদূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী যোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা। সা চ অন্তরেণ তালুকে মধ্যে তালুকয়োর্গতা। যশ্চৈষ তালুকয়োর্ম্মধ্যে স্তন ইব অবলম্বতে মাংসখণ্ডঃ, তস্য চান্তরেণেত্যেতৎ। যত্র চ অসৌ কেশান্তঃ কেশানামন্তো মূলং কেশান্তঃ বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে, মূর্দ্ধপ্রদেশ ইত্যর্থঃ। তাং দেশং প্রাপ্য ব্যপোহ্য বিভজ্য বিদার্য্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে বিনির্গতা যা, সা ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মণো যোনিঃ মার্গঃ স্বরূপপ্রতিপত্তিদ্বারমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং বিদ্বান্ মনোময়াত্মদর্শী মূর্দ্ধ্নো বিনিষ্ক্রম্য অস্য লোকস্যাধিষ্ঠাতা ভূরিতি ব্যাহৃতিরূপো যোঽগ্নিঃ মহতো ব্রহ্মণোঽঙ্গভূতঃ, তস্মিন্নগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি অগ্ন্যাত্মনা ইমং লোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ভুব ইতি দ্বিতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি বায়ৌ প্রতিতিষ্ঠতীত্যনুবর্ত্ততে ॥১॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। [শ্রুতির প্রথমে যে,] 'সঃ' পদটী আছে, তাহা পশ্চাৎস্থিত 'অয়ং পুরুষঃ' এই 'অয়ং' পদের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। 'অন্তর্হৃদয়ে' অর্থ হৃদয়ের মধ্যে। হৃদয় অর্থ—আশ্রয়স্থান,—বহুতর নাড়ীচ্ছিদ্রে পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ পদ্মসদৃশ মাংসখণ্ড; নিহত পশুর শরীরে যাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে, এই যে, ঘটাকাশাদির ন্যায় প্রসিদ্ধ আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে সেই এই

(প্রস্তাবিত) পুরুষ; যেহেতু হৃদয়-পুরীতে শয়ন (অবস্থান) করে, অথবা ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেইহেতু পুরুষ। [সেই পুরুষই আবার] মনোময়; মন অর্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞান; সেই মনের দ্বারা প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষও মনোময় অর্থাৎ প্রায় মনেরই তুল্য; অথবা যাহা দ্বারা চিন্তা করা যায়, তাহার নাম মন—অন্তঃকরণ; মনোময় অর্থ মনেতে অভিমানসম্পন্ন, অথবা মনোজ্ঞাপ্য। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; হিরণ্ময় অর্থ জ্যোতির্ম্ময়। অতঃপর এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত, হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষীকৃত এবং জ্ঞানিকর্ত্তৃক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মার্গ (সাধন) কথিত হইতেছে—

হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সুষুম্না নামে একটী নাড়ী আছে, উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সুষুম্না নাড়ীটী উভয় তালুকার মধ্যগত। বুঝিতে হইবে যে, উক্ত তালুদ্বয়ের মধ্যে [গোবৎসের] স্তনের ন্যায় এই যে মাংসখণ্ড লম্বমান আছে; তাহারও মধ্যে এবং এই কেশান্ত অর্থাৎ কেশরাশির মূলদেশ যেখানে পরাবর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ মস্তকের যে প্রদেশে কেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; সেই প্রদেশে যাইয়া, পূর্ব্বোক্ত মধ্যস্থান দিয়া—মস্তকের কপালদ্বয় বিদারণপূর্ব্বক যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি। ইন্দ্র অর্থ ব্রহ্ম, তাহার যোনি—পথ, অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। যথোক্তপ্রকার মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠান-স্বরূপ যে, ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নি, যাহা মহৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, সেই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত লোককে ব্যাপিয়া থাকেন। এই প্রকার দ্বিতীয়স্বরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'প্রতিতিষ্ঠতি' (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) ক্রিয়াটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে ॥১॥১৬॥

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-র্ব্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীন-যোগ্যোপাস্স্ব ॥২॥১৭॥ [বায়াবমৃতমেকঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥৬॥

সরলার্থঃ। তথা, সুবঃ ইতি (স্বরিত্যেবংরূপে) আদিত্যে, মহ ইত

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যাত্মকে) ব্রহ্মণি [প্রতিতিষ্ঠতি]। [সঃ] স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোবৃত্তি-প্রবর্ত্তকতয়া সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি। ততঃ (তত্তদ্ভাবাপত্তেরেব) বাক্‌পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, সর্ব্বপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং—অবিতথং আত্মা স্বরূপং যস্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোঽস্যেত্যর্থঃ); শান্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্ব্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্ভূতং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বম্] উপাস্স্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ। সুব এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্য এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শান্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত-স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম। সুবরিতি তৃতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি আদিত্যে। মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যাত্মনি ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেদ্বাত্মভাবেন স্থিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড়্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতির্ভবতি অঙ্গ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম। দেবাশ্চ সর্ব্বে অস্মৈ অঙ্গিনে বলিম্ আবহন্তি অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে। আপ্নোতি মনসম্পতিম্, সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈর্হি মনোভিস্তন্মনুতে। তদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্। কিঞ্চ, বাক্‌পতিঃ সর্ব্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি। তথৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ শ্রোত্রপতিঃ। শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

ততোঽপ্যধিকতরমেতদ্ভবতি। কিং তৎ? উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ শরীরমস্য, আকাশবদ্বা সূক্ষ্মং শরীরমস্য—ইত্যাকাশশরীরম্। কিং তৎ? প্রকৃতং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম, সত্যং মূর্ত্তামূর্ত্তম্ অবিতথং স্বরূপং বা আত্মা স্বভাবোঽস্য, তদিদং সত্যাত্ম। প্রাণারামম্, প্রাণেষারমণমাক্রীড়া যস্য তৎ প্রাণারামম্; প্রাণানাং বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকৃদেব যস্য মনঃ, তন্মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরুপশমঃ, শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি-সমৃদ্ধম্; শান্ত্যা বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভ্যত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্ অমরণ-ধর্ম্মি; এতচ্চাধিকরণবিশেষণং তত্রৈব মনোময় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিতি। এবং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টং যথোক্তং ব্রহ্ম, হে প্রাচীনযোগ্য, উপাস্স্ব ইত্যাচার্য্য-বচনোক্তিরাদরার্থা ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। [অনন্তর] সুবঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতি-স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন]। তাহার পর প্রধানভূত মহঃ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও তখন অঙ্গ-দেবতাগণের অধিপতি হন। তখন অধীন দেবতারা সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করেন। যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি'কে—সমস্ত মনের পতিকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আধিপত্য অনুভব করেন—প্রাপ্ত হন।

অপিচ, তিনি বাক্পতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন। সেই প্রকার চক্ষুঃ-সমূহের পতি, শ্রোত্র-সমূহের পতি, বিজ্ঞান-সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই করণবান্ হইয়া থাকেন। অতঃপর তদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; তাহা কি? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর—আকাশ যাহার শরীর, অথবা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর। সেই আকাশ-শরীর বস্তুটী কি? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর]। সত্যাত্ম—মূর্ত্তামূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই) যাহার যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। 'প্রাণারাম'—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় যাহাতে, তাহার নাম প্রাণারাম। যাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক, তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি, তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটী অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটী বুঝিতে হইবে। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্। যদেতদ্ব্যাহৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্. তস্যৈবেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ্‌ক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসঙ্খ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাঙ্‌ক্তত্বং সর্ব্বস্য। পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞঃ, "পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ; পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন যৎ সর্ব্বং লোকাদ্যাত্মান্তঞ্চ পাঙ্‌ক্তং পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি। তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন পাঙ্‌ক্তাত্মকং প্রজাপতিমভিসম্পদ্যতে। তৎ কথং পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বমিত্যত আহ—।

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে ব্যাহৃতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ্‌ক্তি ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত], এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতিতে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত পৃথিব্যাদির পাঙ্‌ক্তভাব কথিত হইতেছে। 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দটী পঞ্চাপদা (পঞ্চাক্-

রাত্মক); যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত—পঞ্চাত্মক, এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে] (১)। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। সেই পাঙ্‌ক্তরূপে পরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাঙ্‌ক্তরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাꣳসꣳ স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদꣳসর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তꣳস্পৃণোতীতি ॥১।১৮॥ [সর্ব্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [যদেতদ্ ব্যাহৃতিরূপং ব্রহ্মোপাসনমুক্তম্, অধুনা তস্যৈব পংক্তি-পৃথিব্যাদিস্বরূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাদিভিঃ।] [তত্রাদৌ

---

(১) তাৎপর্য্য—'পঙ্‌ক্তি' নামে একটী বৈদিক ছন্দ আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচটী পদার্থে এক একটী ভাগ ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক, এই ছয়টী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত এইরূপ পঞ্চত্বসংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক ভাগে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'পাঙ্‌ক্ত' অর্থ পঙ্‌ক্তি ছন্দঃস্বরূপ। এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যাদেঃ কথং পাঙ্‌ক্তত্বম্? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পঙ্‌ক্ত্যাখ্যস্য ছন্দসঃ সম্পাদনাদিত্যাহ পঞ্চসংখ্যেতি। ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিছন্দঃসম্পাদনং, যজ্ঞত্ব-সম্পাদনমপি কর্ত্তুং শক্যতে, ইত্যাহ—পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞ ইতি। পত্নীযজমান-পুত্র-দৈব-মানুষবিত্তৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্যত ইতি যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ।" (আনন্দগিরিঃ)। অনুবাদ অনাবশ্যক।

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবর্লোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগ্নেয্যাদ্যাঃ), [এতৎ দৈবতপাঙ্‌ক্তম্] ; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি ; তথা আপঃ, ওষধয়ঃ (তৃণলতাদ্যাঃ), বনস্পতয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতে পঞ্চ] ; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাঙ্‌ক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ)। [দেবানামপি ভূত-বিকারত্বাৎ অধিভূতত্বোক্তিঃ]। অত্র চ পৃথিব্যাদ্যবান্তরদিগন্তং লোকপাঙ্‌ক্তম্ অগ্ন্যাদি নক্ষত্রান্তং দৈবতপাক্তম্, অবাদ্যাত্মান্তং ভূতপাঙ্‌ক্তং বেদিতব্যম্]।

অতঃ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ), ব্যানঃ (প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাঙ্‌ক্তম্]। তথা চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, ত্বক্, [এতদিন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্]। তথা চর্ম্ম, মাংসম্, স্নায়ু (শিরা), অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাঙ্‌ক্তম্]। ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙ্‌ক্তম্) অধি-বিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [পঞ্চত্বসংখ্যাযোগাৎ] পাঙ্‌ক্তং (পঞ্চাক্ষরপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোরূপং—পঞ্চসংখ্যাক্রান্তত্বাৎ পাঙ্‌ক্তম্ ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] পাঙ্‌ক্তেন (পঞ্চাত্মকেন) এব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি (প্রীণয়তি—পোষ্যং পোষকং চৈতৎ দ্বয়মপি পাঙ্‌ক্তমেবেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাঙ্‌ক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটী বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে—]

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্ব্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক্, [এই পাঁচটী লোকপাঙ্‌ক্ত]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র [এই পাঁচটী দেবতাপাঙ্‌ক্ত]। আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসু বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), [এই পাঁচটী ভূতপাঙ্‌ক্ত]। উক্ত তিনপ্রকার পাঙ্‌ক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা।

প্রাণ (ঊর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত-অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটী প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটী ধাতুপাঙ্‌ক্ত। ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥:৮।

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দ্দিশোঽবান্তরদিশ ইতি লোকপাঙ্‌ক্তম্। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ্‌ক্তম্। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মেতি ভূতপাঙ্‌ক্তম্। আত্মেতি বিরাট্, ভূতাধিকারাৎ। ইত্যধিভূতমিতি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙ্‌ক্তদ্বয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাঙ্‌ক্তয়োর্দ্বয়োশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম্, অধ্যাত্মং পাঙ্‌ক্তত্রয়মুচ্যতে—প্রাণাদি বায়ুপাঙ্‌ক্তম্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্। চর্ম্মাদি ধাতুপাঙ্‌ক্তম্। এতাবদ্ধীদং সর্ব্বমধ্যাত্মম্ বাহ্যঞ্চ পাঙ্‌ক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য ঋষির্ব্বেদঃ, এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিদৃষিঃ, অবোচদুক্তবান্। কিমিত্যাহ—পাঙ্‌ক্তং বা ইদং পাঙ্‌ক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সঙ্খ্যাসামান্যাৎ, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক), স্বর্গ, পূর্ব্বাদি দিক্ ও অবান্তর দিক্ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারা হইতেছে লোকপাঙ্‌ক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ, ইহারা দেবতাপাঙ্‌ক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি, (বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আত্মা, ইহারা ভূতপাঙ্‌ক্ত। এখানে ভূতের প্রস্তাবে পঠিত হওয়ায় আত্মা অর্থ—

বিরাট্। এখানে যে 'অধিভূত' শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাঙ্ক্ত দ্বয়েরও উপলক্ষণ; কারণ, লোকপাঙ্ক্ত ও দেবতাপাঙ্ক্ত, এই দুইটী পাঙ্ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুপাঙ্ক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত এবং চর্ম্মপ্রভৃতি ধাতুপাঙ্ক্ত। এ পর্য্যন্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাঙ্‌ক্ত পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাঙ্ক্ত; আধ্যাত্মিক পাঙ্ক্ত অনুসারে বাহ্য পাঙ্ক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্ত-প্রকারে এই সমুদয় পাঙ্ক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্। অনন্তরং চ পাঙ্ক্তস্বরূপেণ তস্যৈবোপাসনমুক্তম্। ইদানীং সর্ব্বোপাসনাঙ্গভূতস্যোঙ্কারস্যো-পাসনং বিধিৎস্যতে। পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্যমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রোঽপি-পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্যাপরস্য চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ "এতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি শ্রুতেঃ।

আভাষভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাঙ্ক্ত স্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়' ইতি।

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদংসর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওং শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ [ওম্ দশ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥৮॥

সরলার্থঃ। ওম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্)। ওম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ইদং সর্ব্বম্ (সমস্তং জগৎ) ; [এবং চিন্তনীয়মিতি ভাবঃ]। অপিচ, ওম্ ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমভিহিতঃ পুরুষঃ 'ওম্' ইত্যুক্ত্বা স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ)। তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিস্ত্যাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেষ্যজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমন্তাৎ দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি) [ঋত্বিজঃ] ; [হ স্ম বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধিসূচকাঃ]। ওম্ ইতি [কৃত্বা] সামানি গায়ন্তি। ওম্, শোম্ (শং সুখং, তদেব ওম্ ইতি শোম্, ইত্যনুকরণার্থঃ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি)। অধ্বর্য্যুঃ (যাজুষঃ) ওম্ ইতি প্রতিগরং (বাঙ্মনঃকায়ানাং বিহিতো ব্যাপারঃ গরঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ), প্রতিগৃণাতি (উচ্চারয়তি)। ব্রহ্মা ঋত্বিগ্বিশেষঃ) ওম্ ইতি প্রসৌতি (কর্ম্ম অনুজানাতি)। ওম্-ইতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্—ব্রহ্ম (বেদম্) উপাপ্নবানি (সান্নিধ্যেন উপাপ্নবানি —লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওম্-ইতি আহ (ব্রূতে)। (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১॥১৯॥

মূলানুবাদ। ওম্ এই পদটীই ব্রহ্ম ; কারণ, ওম্‌ই সর্ব্বাত্মক। ওম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, লোকে ওম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে)। যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন ; [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করিয়া

থাকেন ; যজুর্ব্বেদিগণ প্রত্যেক কর্ম্মে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ওমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ওমিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওমিতি ইদং সর্ব্বং হি শব্দস্বরূপমোঙ্কারেণ ব্যাপ্তম্, "তদ্যথা শঙ্কুনা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "অভিধানতন্ত্রং হ্যভিধেয়ম্" ইত্যত ইদং সর্ব্বমোঙ্কার ইত্যুচ্যতে। ওঁকারস্তুত্যর্থ উত্তরো গ্রন্থঃ, উপাস্যত্বাৎ তস্য।

ওমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অনুকরণম্। করোমি যাস্যামি চেতি কৃতমুক্ত ওমিত্যনুকরোত্যন্যঃ, অত ওঁকারোঽনুকৃতিঃ। হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থদ্যোতকাঃ। প্রসিদ্ধং হি ওঁকারস্যানুকৃতিত্বম্। অপিচ, ওশ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্ব্বমাশ্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি। তথা ওমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ। ওম্শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি শস্ত্রশংসিতারোঽপি। তথা ওমিতি অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি অনুজানাতি। ওমিতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্ত ওমিত্যেবানুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি। ওমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওমিত্যাহ ওমিত্যেব প্রতিপদ্যতে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাপ্নবানি ইতি প্রাপ্নুয়াং গ্রহীষ্যামীতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম। অথবা, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্ উপাপ্নবানীত্যাত্মানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওমিত্যেবাহ। স চ তেনোঙ্কারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব। ওঁকারপূর্ব্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥১॥১৯॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতিতে ওম্-শব্দের পর যে 'ইতি' শব্দটী আছে, উহা স্বরূপনির্দ্দেশক। ওম্ এই শব্দরূপী ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করিবে—উপাসনা করিবে ; [কারণ ?] যেহেতু ওম্ই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ এই সমস্ত শব্দজগৎই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে যে, '[অশ্বত্থপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত' ইত্যাদি। অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্ব্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্য ; এই জন্য তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি-শ্রুত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য। ওম্ এই শব্দটী হইতেছে অনুকৃতি—অনুকরণ (অঙ্গীকারসূচক); কেহ কোন কার্য্যের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে ; অতএব ওঙ্কার পদটী অনুকৃতি। শ্রুতির হ স্ম ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধিসূচক অর্থাৎ ওঙ্কারের যে, অনুকৃতিরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে।

অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ 'ও শ্রাবয়' (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাঁহারা সামগান করেন) তাঁহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও 'ওম্ শোম্' বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। এইরূপ অধ্বর্য্যুগণ প্রতিকর্ম্মে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক যজুর্ম্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি হোম করি' এইরূপ জিজ্ঞাসায় পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে 'ওম্' এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এবং সেই বক্তা ওঙ্কারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু ওঙ্কারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ

---

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, 'ওশ্রাবয়' অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও। এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 'ও শ্রাবয়' ও 'আশ্রাবয়ন্তি' কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥২০॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। [যস্য পুনর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোরুপাসনৈরপি নান্তর্মুখতা স্যাৎ, তেন তু তদর্থং প্রথমং কর্ম্মৈব করণীয়মিত্যাহ—'ঋতং চ' ইত্যাদি]। ঋতং (যথাশাস্ত্রং কর্ম্মবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)। স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং, তদর্থবিজ্ঞানং চ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং, কায়মনোবাগ্‌ভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং সহ কর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাদ্যাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা) [আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যাঃ]। মানুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎপাদ্যা]। প্রজনঃ চ (পৌত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)। [সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এতদর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্ব্বত্রোল্লেখঃ; যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষীণাং মতভেদ উপন্যস্যতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্নামকো বা) রাথীতরঃ (রথীতরগোত্রীয়ঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণম্) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্নামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টেরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তথা, নাকঃ (তন্নামকঃ) মৌদ্‌গল্যঃ (মুদ্গলস্যাপত্যং ঋষিঃ) স্বাধ্যায়-প্রবচনে

এব (যথোক্তলক্ষণে) [অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্যতে]। [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ ; [তস্মাৎ তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থং দ্বির্ব্বচনম্] ॥১॥২০॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ; স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা প্রত্যহকর্ত্তব্য শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ—প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। দম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পূজা করিবে। মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য। পৌত্র উৎপাদন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। [বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত কার্য্য যেমন কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে]।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে।] সত্যবাদী অথবা সত্যবচা নামক রাথীতর (রথীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,] সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্‌গলপুত্র (মৌদ্‌গল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্যা। [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে] ॥১॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ইত্যতস্তন্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্যাসঃ—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্। স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা। এতানি ঋতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্। অতিথয়শ্চ পূজ্যাঃ। মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ যথাপ্রাপ্ত-মনুষ্ঠেয়ম্। প্রজা চোৎপাদ্যা। প্রজনশ্চ প্রজননম্ ঋতৌ ভার্য্যাগমন-মিত্যর্থঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থং সর্ব্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণম্। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানাধীনং চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থঞ্চ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-রাদরঃ কার্য্যঃ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যস্য, সোঽয়ং সত্যবচাঃ, নাম বা তস্য। রাথীতরঃ রথীতরসগোত্রঃ রাথীতর আচার্য্যো মন্যতে। তপ ইতি তপ এব কর্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ, তপোনিত্য ইতি বা নাম; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্য আচার্য্যো মন্যতে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ। যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব তপঃ, তস্মাত্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি। উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং পুনর্গ্রহণমাদরার্থম্ ॥১॥২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই) স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মরাশির আনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে,এখন কর্ম্ম-সমূহের পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্ব্বেই (ঋতং বদিষ্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে। স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ)। প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ (নিত্য পাঠ)। এই ঋত প্রভৃতি বিষয়গুলি—'অনুষ্ঠান করিবে', এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা প্রথম শ্রুতিতে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ ব্রত

প্রভৃতি (১)। দম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সমূহের সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। অতিথিগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রজা (সন্তান) উৎপাদন কর্ত্তব্য। প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া। প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্যানুষ্ঠেয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ)। আর প্রবচন হইতেছে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি-নিবারক এবং ধনবৃদ্ধি-কারক; এইজন্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাঁহার নামই সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রাথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা তপস্যায় তৎপর, অথবা তাঁহার নামই তপোনিত্য; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্য্য মনে করেন যে উক্ত তপই একমাত্র কর্ত্তব্য। নাকনামক মুদ্‌গলপুত্র—মৌদ্‌গল্য আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেননা, যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্যা, সেই হেতু ঐ দুইটীই অনুষ্ঠেয়। অগ্রে কথিত থাকা সত্ত্বেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ পুনঃ কথন, তাহা কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥১॥২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

(১) তাৎপর্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশদিনসাধ্য প্রাজাপত্য-নামক ব্রত। প্রাজাপত্যের লক্ষণ এইরূপ—"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং পরং চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥". অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিনদিন সায়ংকালে ভোজন করিবে। তিনদিন অযাচিত লভ্য ভক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না। ইহাই প্রাজাপত্যের নিয়ম। চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃষ্ণ প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে; চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে। আবার শুক্লা

দশমোঽনুবাকঃ

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণꣳসবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্ ॥ ১ ॥ ২১॥ [অহꣳষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত-সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্যপঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—"অহং বৃক্ষস্য" ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষস্য (সংসারতরোঃ) রেরিবা (প্রেরয়িতা, কর্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি]। (মম) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গম্) ইব কীর্ত্তিঃ [উন্নতা ভবতু]। বাজিনি [বাজম্ অন্নং, তদ্বতি সবিতরি) স্বমৃতং (সু—শুদ্ধং, অমৃতং মুক্তিঃ—তৎসাধনম্ আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতম্]। [অহম্] ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (ঊর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য, তাদৃশঃ] অস্মি (ভবামি)। তথা, দ্রবিণং (ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চ্চসং (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), সুমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্ব্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ]। ইতি (এবং যথোক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) বেদানুবচনং (বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ। আমিই এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তক। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার সমুন্নত কীর্ত্তি হউক; এবং বাজিতে অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি ঊর্দ্ধপবিত্র, ঊর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশমান আছেন। আমিই ধনের ন্যায় প্রিয়, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপ; উত্তম মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ-বর্জ্জিত। ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥১০॥

প্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাস পূর্ণ করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণ-ব্রতের নিয়ম।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অহং বৃক্ষস্য রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রাম্নায়ঃ। স্বাধ্যায়শ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ। বিদ্যার্থং হি ইদং প্রকরণম্; ন চান্যার্থত্ব-মবগম্যতে। স্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য বিদ্যোৎপত্তিরবকল্পতে। অহং বৃক্ষস্য উচ্ছেদ্যাত্মকস্য সংসার-বৃক্ষস্য রেরিবা প্রেরয়িতা অন্তর্যাম্যাত্মনা। কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছ্রিতা মম। ঊর্দ্ধপবিত্রঃ ঊর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য সর্ব্বাত্মনো মম, সোঽহং ঊর্দ্ধপবিত্রঃ; বাজিনি ইব বাজবতীব, বাজমন্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং অমৃতমাত্মতত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ, এবং স্ব অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বম্ অস্মি ভবামি।১

দ্রবিণং ধনং সুবর্চ্চসং দীপ্তিমদেবাত্মতত্ত্বম্, অস্মীত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মজ্ঞানং বা, আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ সবর্চ্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। সুমেধাঃ—শোভনা মেধা সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণা যস্য মম, সোঽহং সুমেধাঃ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারকৌশলযোগাৎ সুমেধস্ত্বম্; অত এব অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা; অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ "অমৃতোক্ষিতোঽহম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোঃ ঋষের্ব্রহ্মভূতস্য ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্; বেদঃ বেদনম্ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানম্, তস্য প্রাপ্তিমনু বচনং বেদানুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রখ্যাপনার্থং বামদেববৎ ত্রিশঙ্কুনা আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।২

অস্য চ জপো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থোঽবগম্যতে। 'ঋতঞ্চ' ইতি ধর্ম্মোপন্যাসাদনন্তরঞ্চ বেদানুবচনপাঠাদেতদগম্যতে। এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্য নিষ্কামস্য পরং ব্রহ্ম বিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদি-বিষয়াণীতি ॥ ১ ॥ ২১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা' এই মন্ত্রটী এখানে পাঠ্যরূপে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপ্রকরণে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসমুৎপত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা। বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়।

আমিই অন্তর্যামিরূপে বৃক্ষের ন্যায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্তক। আমার কীর্তি—খ্যাতি বা মহিমা পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত বা সমুন্নত। আমিই ঊর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ ঊর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, যাহার—সর্বাত্ম-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ্য, আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—ঊর্দ্ধপবিত্র ; বাজিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট সূর্য্যেতে যেরূপ ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যেতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত —উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি। ১

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর অনুবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবিণ অর্থ—দ্রবিণের ন্যায় ; ধনে (দ্রবিণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায় ; এই কারণে উহা দ্রবিণের ন্যায় ; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সবর্চ্চসও বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। সুমেধা অর্থ—যাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান সু—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—সুমেধা ; কেননা, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত ; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটীর অমৃত+উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশঙ্কুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষির এই প্রকারই বেদানুবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্মৈ-কত্ব বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান লাভের (অনু) পশ্চাৎ যে বচন (উপদেশ), তাহাই বেদানুবচন। বামদেবের ন্যায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ-মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ২

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদানুবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটীর জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম-সমূহে নিষ্কামভাবে নিরত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্ষ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ নিয়মেন কর্ত্তব্যানামুপদেশার্থময়মারম্ভঃ—'বেদম্' ইত্যাদিঃ। আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনং (শিষ্যম্) বেদম্ অনূচ্য (অধ্যাপ্য) অনুশাস্তি (উপদিশতি)। [উপদেশপ্রকারানাহ—] সত্যং বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ)। ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা কার্ষীঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থং) প্রিয়ম্ (অভীষ্টং) ধনম্ আহৃত্য (আনীয়, বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং দত্ত্বা) [আচার্য্যেণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদিসন্তানং) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং মা কার্ষীঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তানমুৎপাদয়েত্যর্থঃ)। সত্যাৎ (যক্তোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ)। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ (ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১॥২২॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিষ্যকে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।] আচার্য্য (সাবিত্রীদাতা গুরু) শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সন্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না। মাঙ্গলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) প্রমত্ত হইও না। অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে ॥১॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । বেদমনূচ্যেত্যেবমাদিকর্ত্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাগ্-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অনুশাসন-শ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। বক্ষ্যতি চ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি। অনুশাস্তীত্যনু-শাসনশব্দাদ্ অনুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ। প্রাগুপন্যাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিদ্যারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপন্যস্তানি। উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।" "ন বিভেতি কুতশ্চন।" "কিমহং সাধু নাকরবম্"-ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈষ্কর্ম্ম্যং দর্শয়িষ্যতি। অতোঽবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ঋতাদীনাং পূর্ব্বত্রোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যতানিয়মার্থঃ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ, অনু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোঽবগম্যতে—অধীতবেদস্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসামকৃত্বা গুরুকুলান্ন সমাবর্ত্তিতব্যমিতি। "বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কথমনুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণা-বগতং বক্তব্যং চ বদ। তদ্বৎ ধর্ম্মং চর; ধর্ম্ম ইত্যনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশাৎ। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ মা প্রমদঃ প্রমাদং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দত্ত্বা বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চানুজ্ঞাতঃ অনুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রজাতন্তুং

প্রজা-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ; প্রজাসন্ততের্বিচ্ছিত্তির্ন কর্ত্তব্যা। অনুৎপদ্যমানেঽপি পুত্রে, পুত্রকাম্যাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ; প্রজা-প্রজন-প্রজাতিত্রয়নির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ; অন্যথা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাবক্ষ্যৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কর্ত্তব্যঃ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃতপ্রসঙ্গঃ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ; বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ; অন্যথা অসত্যবচনপ্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্; ধর্ম্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিশেষবিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কর্ত্তব্যঃ, অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। ভূতিঃ বিভূতিঃ, তস্যৈ ভূত্যৈ ভূত্যর্থান্মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমুদয়ের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপনার্থ "বেদম্ অনূচ্য" ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে; কেননা, অধীতবেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে, 'তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করে, এবং বিদ্যা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে'। স্বয়ং এই উপনিষদ্ও বলিবেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান'। অতএব বিদ্যা-সমুৎপাদনের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। [এই ব্যাখ্যায় শ্রুতিতে অনুশাসনের নিত্যতা-বোধক] 'অনুশাস্তি' পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে। প্রথমে কর্ম্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম-বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির পর, 'অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া থাকে,' 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না' 'আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। 'অবিদ্যা (নিত্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে' (১) ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য হইতেও ইহা জানা

---

(১) তাৎপর্য্য—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

যাইতেছে। কর্ম্মের আনর্থক্যশঙ্কা-পরিহারার্থ পূর্ব্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অন্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অনুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অনু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। 'অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন।২—

[হে সৌম্য, তুমি] সত্য বলিবে, বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন-বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিদ্যার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্তু (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। শ্রুতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্ন করা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থই মিথ্যাতে অনুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা

শব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ইতি ঈশোপনিষদি শাঙ্করভাষ্যম্। মর্ম্মার্থ এই যে, অবিদ্যা অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম। মৃত্যু অর্থ—স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবভাব প্রাপ্তি।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না। ধর্ম্মশব্দ সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক ; তাহার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ, আত্ম-রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না। ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ্) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥১॥২২॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয়া যস্য, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ যস্য, স তথা) ভব। আচার্য্যদেবঃ ভব। অতিথিদেবঃ ভব। [সতাং] যানি অনবদ্যানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি (অবদ্যানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি]। অস্মাকং (আচার্য্যপদবীভাজাং) যানি সুচরিতানি (সদাচারাঃ), তানি ত্বয়া (শিষ্যেণ) উপাস্যানি (সেবিতব্যানি) ; ইতরাণি (অ-সুচরিতানি—আচার্য্যগণানুষ্ঠিতান্যপি) নো (ন) [উপাস্যানি] ॥২॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কর্ত্তব্যে। মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যস্য সঃ, ত্বং ভব স্যাঃ। এবং পিতৃদেবঃ ভব ; আচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ। যান্যপি চান্যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কর্ত্তব্যানি ত্বয়া। নো ন কর্ত্তব্যানি ইতরাণি সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্যপি। যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনচরিতানি আম্নায়াদ্যবিরুদ্ধানি, তান্যেব ত্বয়োপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানীত্যেতৎ। নো ইতরাণি বিপরীতান্যাচার্য্যকৃতান্যপি ॥২॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ-গ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃ-দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও; আচার্য্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবদ্য (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্টানুষ্ঠিত হইলেও করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের সুচরিত—বেদাদির অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার অনুসরণ করিবে না॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।—শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ—॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যত্বাদিধর্ম্মৈঃ অস্মৎ-অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন আসনদানাদিনা ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং শ্রমস্ত্বয়াপনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনিমিত্তে সমুদিতে, তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ; কেবলং তদুক্তসারগ্রাহিণা ভবি-তব্যম্। যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্। শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্। হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্। ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্। সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকার্য্যেণ দেয়ম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য যদি কদাচিৎ তে

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (মনু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিক্ষা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন।

তব শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ স্যাৎ ভবেৎ—॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাৎ তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। তথা, যে কে চ (অপি) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (অস্মত্তোঽপি প্রশস্ততরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্বয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসনদানাদিনা) প্রশ্বসিতব্যম্ (প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ [কর্ত্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ)। শ্রিয়া (সম্পদা) দেয়ম্ ; হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; (দত্বা ন কীর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ)। ভিয়া (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্। সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্। অথ (এবং বর্ত্তমানস্য) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (বৃত্তে সদাচারে বা সংশয়ঃ) স্যাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলূক্ষাঃ (অরূক্ষাঃ মৃদুস্বভাবাঃ) ধর্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ ব্রাহ্মণাঃ) তেষু (কর্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), ত্বম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্যথা]। এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিরূপঃ) আদেশঃ (বিধিঃ), এষঃ উপদেশঃ

(গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুল্লঙ্ঘনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্ (বেদরহস্যম্), এতৎ (বচনজাতং) অনুশাসনং (রাজশাসনভূতম্)। এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্যমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্যম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতব্যম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩—৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাখ্যা ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় সুচরিত (সদনুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর —অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাঁহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসদ্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাঁহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সেই বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই

আদেশ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক বিধান; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা); ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহস্য; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন; এইপ্রকারই উপাসনা করিবে—এইপ্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪ ॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ; সম্মর্শিনো বিচারক্ষমাঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষা অক্রূরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ; স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বর্ত্তেরন্, তথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু, অভ্যাখ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিৎ, তেষু চ যথোক্তং সর্ব্বমুপনয়েৎ—যে তত্রেত্যাদি। এষ আদেশঃ বিধিঃ। এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি। এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যেৎ। এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্; আদেশবাচ্যস্ত বিধেরুক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ। যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সর্ব্বমুপাসিতব্যং কর্ত্তব্যম্। এবমু চ এতদুপাস্যম্ উপাস্যমেব চৈতৎ নানুপাস্যম্, ইত্যাদরার্থম্ পুনর্ব্বচনম্ ॥ ১

অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে—বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ? উত বিদ্যাসংবাপেক্ষেভ্যঃ? আহোস্বিদ্বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্? বিদ্যায়া বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ? উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি। তত্র কেবলেভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্যাৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাৎ, "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মরণাৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিষদর্থেনাত্মজ্ঞানাদিনা। "বিদ্বান্ যজতে" "বিদ্বান্ যাজয়তি" ইতি চ বিদুষ এব কর্ম্মণ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎস্নশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি মন্যন্তে কেচিৎ। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যো হি মোক্ষ ইষ্যতে। কর্ম্মকার্য্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্। ননু কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাৎ আরব্ধস্য চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রত্যবায়ানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ; তচ্চ ন; কর্ম্মশেষসম্ভবাৎ তন্নিমিত্তা শরীরান্তরোৎপত্তিঃ

প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্। কর্ম্মশেষস্য চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরোধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ। ২

যদুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন; শ্রুতজ্ঞানব্যতিরেকাদুপাসনস্য। শ্রুতজ্ঞানমাত্রেণ হি কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানমপেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম্; অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ স্যাৎ; "শ্রোতব্যঃ" ইত্যুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকেণ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি যত্নান্তরবিধানাৎ, মননিদিধ্যাসনয়োশ্চ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্।৩

এবং তর্হি বিদ্যাসংব্যপেক্ষেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্যান্মোক্ষঃ; বিদ্যাসহিতানাঞ্চ কর্ম্মণাং ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থানামপি বিষ-দধ্যাদীনাং মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিদ্যাসহিতৈঃ কর্ম্মভির্ম্মোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ; ন; আরভ্যস্যানিত্যত্বাদিত্যুক্তো দোষঃ। বচনাদারভ্যোঽপি নিত্য এবেতি চেৎ; ন; জ্ঞাপকত্বাদ্বচনস্য। বচনং নাম যথাভূতস্যার্থস্য জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্য কর্তৃ। নহি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ। এতেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সংহতয়োর্ম্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্। ৪

বিদ্যা-কর্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্ত্তকে ইতি চেৎ; ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তরদর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কর্ম্মণো দৃশ্যন্তে। উৎপত্ত্যাদিফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ—"সূর্য্যদ্বারেণ "তয়োর্দ্ধমায়ন্" ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বগতত্বাদ্গন্তৃভ্যশ্চানন্যত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মাব্যতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে বিজ্ঞানাত্মানঃ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ। গন্তুরন্যদ্বিভিন্নদেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে। তদনন্যত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। গত্যৈশ্বর্য্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ যদ্যপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং "স একধা", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" ইত্যাদিশ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তাসাম্। কার্য্যে হি ব্রহ্মণি স্ত্র্যাদয়ঃ স্যুঃ; ন কারণে; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৫

বিরোধাচ্চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীনকর্ত্রাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিদ্যা তদ্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ম্মণা বিরুধ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কর্ত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্যঞ্চেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে। অবশ্যং হ্যন্যতরন্মিথ্যা স্যাৎ। অন্যতরস্য চ মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানবিষয়স্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বম্; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" "অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্।" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি।" "উদরমন্তরং কুরুতে।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। সত্যত্বং চৈকত্বস্য "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্", "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে কর্ম্মোপপদ্যতে। অন্যত্বদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে। অতো বিরোধো বিদ্যাকর্ম্মণোঃ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। ৬

তত্র যদুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি; তদযুক্তম্, তদ্বিহিতত্বাৎ কর্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—যদ্যপমৃদ্য কর্ত্রাদিকারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি-ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দ্দকরজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নির্ব্বিষয়ত্বাদ্বিরোধঃ। বিহিতানি চ কর্ম্মাণি। স চ বিরোধো ন যুক্তঃ, প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি চেৎ; ন; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্যোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিদ্যয়া নিবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রবৃত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭

এবমপি কর্ত্রাদিকারকসদ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরুধ্যতে এবেতি চেৎ; ন; যথাপ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমুপাদায় উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং কর্ম্মাণি বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকাস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। উপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধস্য হি বিদ্যোৎপত্তির্নাবকল্পতে; তৎক্ষয়ে চ বিদ্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ; ততশ্চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। ৮ অপি চ, অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্ম্মাণি; ততস্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ। তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্বদর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ; আত্মনি চানন্যত্বাৎ কামানুপপত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোঽপি বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিরোধঃ। বিরোধাদেব চ বিদ্যা মোক্ষং প্রতি ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পূর্ব্বোপচিতপ্রতিবন্ধাপনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্ম্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাস্মিন্

প্রকরণে উপন্যস্তানি কর্ম্মাণীত্যবোচাম। এবঞ্চাবিরোধঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্। অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্।৮

এবং তর্হি আশ্রমান্তরানুপপত্তিঃ, কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যোৎপত্তেঃ। গৃহস্থস্যৈব বিহিতানি কর্ম্মাণীত্যৈকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োঽনুকূলতরাঃ স্যুঃ। ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। নহ্যগ্নিহোত্রাদীন্যেব কর্ম্মাণি; ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ সত্যবচনং শমো দমোঽহিংসা ইত্যেবমাদীন্যপি কর্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমান্যসঙ্কীর্ণানি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদ্বিদ্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কর্ম্মসাধ্যায়াঞ্চ বিদ্যায়াং সত্যাং গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব। লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্। পুত্রাদিসাধ্যেভ্যশ্চ অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্য নিত্যসিদ্ধাত্মদর্শিনঃ, কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যতঃ কথং প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি বিদ্যোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদ্বিরক্তস্য কর্ম্মসু প্রয়োজনমপশ্যতঃ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, "প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিলিঙ্গদর্শনাৎ।৯

কর্ম্ম প্রতি শ্রুতের্যত্নাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতি শ্রুতেরধিকো যত্নঃ, মহাংশ্চ কর্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্; তপোব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকর্ম্মণাং গার্হস্থ্যেঽপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ ইতরেষাং, ন যুক্তস্তুল্যবদ্বিকল্প আশ্রমিভিস্তস্যেতি চেৎ; ন, জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ। যদুক্তং কর্ম্মণি শ্রুতেরধিকো যত্নইত্যাদি, নাসৌ দোষঃ; যতো জন্মান্তরকৃতমপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিদ্যোৎপত্তিং প্রতি; যেন চ, জন্মনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ; কেচিত্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তা অবিরক্তা বিদ্যাবিদ্বেষিণঃ। তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমান্তরপ্রতিপত্তিরেবেষ্যতে। কর্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ। পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্চ্চসাদিলক্ষণস্য কর্ম্মফলস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ তৎ প্রতি চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ শ্রুতেরধিকো যত্নঃ কর্ম্মসূপপদ্যতে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। উপায়ভূতানি হি কর্ম্মাণি বিদ্যাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, নোপেয়ে।১০

কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যায়া যত্নান্তরানর্থক্যমিতি চেৎ—কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদ্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্ম্মভ্যঃ পৃথগুপনিষচ্ছ্রবণাদি-যত্নোঽনর্থক ইতি চেৎ; ন; নিয়মাভাবাৎ। ন হি, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিদ্যোৎপদ্যতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধ্যানাদ্যনুষ্ঠানাৎ' ইতি নিয়মোঽস্তি; অহিংসাব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদানাম্। অতঃ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি। সর্ব্বেষাঞ্চাধিকারো বিদ্যায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিদ্যায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশানুবাকভাষ্যম্ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বপ্রভৃতি গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নহে; তাঁহাদিগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা কোনও সভা উপলক্ষে তাঁহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (প্রদত্ত হইলে), তাঁহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না; কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে না)। আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে না। শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ্), তদনুসারে দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গর্ব্বানুভব করিবে না); এবং ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্য্য; সেই সংবিৎপূর্ব্বক দান করিবে। এইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত, সংমর্শী—বিচারসমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত (যাহারা পর-পরিচালিত নয়,) এবং অলূক্ষ—রূক্ষ বা ক্রূরবুদ্ধি নহে ও ধর্ম্মকামী—পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সমুদয় কর্ম্মে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিবে। ইহার পর যদি তাঁহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসম্ভাবের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ "যে তত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনুসারে চলিবে। ইহাই আদেশ—বিধি; ইহাই উপদেশ—

পিতা প্রভৃতি যেরূপ পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্রূপ। ইহাই বেদোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য; পূর্ব্বেই 'আদেশ' কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অনুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অনুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেইহেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদর-প্রদর্শনার্থ 'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥১

বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয়? কিংবা বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে হয়? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্ম হইতে হয়? কিংবা কর্ম্মসাপেক্ষ বিদ্যা হইতে হয়? অথবা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিদ্যা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং 'দ্বিজাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্য্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া আবশ্যক' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর 'বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান' এবং '[বেদার্থ] জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত।১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, মোক্ষ বস্তুটী নিত্য, (জন্য নহে); মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্ম্মজন্য বা কর্ম্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্ম্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্ম্মের (যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে,সেই নিত্যকর্ম্ম)অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্য-বায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য আর জ্ঞান আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, জন্মা-ন্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জন্যও শরীরান্তর উৎপন্ন

হইতে পারে ; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম্ম-শেষের বিরোধ নাই, তখন কর্ম্ম-শেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যেহেতু শ্রুত জ্ঞান (শাব্দ জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে ; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রৌত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রৌত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত ; কেন না, 'শ্রোতব্যঃ' বলিয়াও আবার পৃথক্‌ভাবে 'মন্তব্যঃ' ও 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ; [সুতরাং শ্রুতজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে]।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক? বিদ্যার সহিত কর্ম্মসমূহের ত অন্যপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও শর্করাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্য-জননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে ; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আরভ্য বা জন্য পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরভ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুতি-বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে]। বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই যথাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না। কেননা, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রেই উৎপন্ন বস্তুও অবিনাশী বা নিত্য হইয়া যায় না। ইহা দ্বারাই বিদ্যা

ও কর্ম্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল।৪

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১); অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্ম্মই হইতে পারে, অর্থাৎ 'সূর্য্য দ্বারে গমন করেন'; 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন'] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 'প্রাপ্য' কর্ম্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, মোক্ষ হইতেই বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্তা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহা হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্য বা একই বস্তু, তাহাও—তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'আমাকেই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম চারিপ্রকার। যথা—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম্ম। যেমন—মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট। এক বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম্ম। যেমন—কাষ্ঠ হইতে ভস্ম, স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হার। কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা গুণাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্ম্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা। ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম্ম। যেমন—গমনদ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম বা ক্রিয়াফল নাই।

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক—'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পরব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। কেননা, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অন্য কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে।৫

বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিদ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্তু কখনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যা বলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত; কারণ—'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অন্য এবং আমার উপাস্য অন্য—আমা হইতে ভিন্ন', যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপত্তি হয় না। বিদ্যানিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধবশতই উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না।৬

পূর্ব্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। ভাল, তাহা হইলে ত শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দ্দক রজ্জুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কর্ত্তা ও কর্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসম্ভাব-বিমর্দ্দকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত কর্ম্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না ; বিষয় না থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ শ্রুতিতেই কর্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে ; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অনুরোধেই ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, পুরুষার্থ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বা অভিপ্রেত। বিদ্যার উপদেশক শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত করিতে হইবে ; এইজন্য সংসারের কারণীভূত অবিদ্যারও নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে ; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি ; সুতরাং কর্ম্মবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না।৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের সদ্ভাব-প্রতিপাদক কর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে ? না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কেননা, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি ও ফলার্থীর ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত আছে, তাহার হৃদয়ে বিদ্যোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না ; কিন্তু সেই পাপরাশি বিধ্বস্ত হইলেই বিদ্যা-সমুৎপত্তি হয় ; তাহা হইতেই অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় এবং তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয় ; তৎপূর্ব্বে কখনই হয় না। অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে ; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয় ; সে সেই কামনানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাঁহারা তদ্বিপরীতভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না ; বিষয় থাকে না বলিয়াই কামনাও হয় না ; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পারে না ; সুতরাং তাহাদেরই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি-রূপ মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণেও বিদ্যা ও কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে ; [কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম্মসমূহ কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিদ্যা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিসমূহের কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল। ৮

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত; সুতরাং একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয়; [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের কোনই প্রয়োজন হয় না]। এইহেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার বিধায়ক শ্রুতিসমূহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই যে কর্ম্ম, তাহা নহে; পরন্তু অপরাপর আশ্রমেও কর্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য বচন, শম, দম ও অহিংসা প্রভৃতিও বিদ্যাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে বিদ্যমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মও বিহিত আছে (১)। এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্ম-প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিদ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই যদি বিদ্যা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে বীতস্পৃহ, তিনি ত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং কেনই বা তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ তখন তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) তাৎপর্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (৩।১সূত্র) অর্থাৎ মনকে যে কোন এক স্থানে—দেববিগ্রহাদিতে স্থির ভাবে ধরিয়া রাখা, তাহার নাম ধারণা। আর—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাতঞ্জল ৩।২ সূত্র) অর্থাৎ যে বিষয়ে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান।

লোক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, বিদ্যার পরিপাক বা পরিপক্কতা দশায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] 'অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ইত্যাদি।৯

ভাল, কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতিপাদনে শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ বহুতর সাধনসাধ্য; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয় কারণে এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়. গার্হস্থ্যের সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিক্য ইত্যাদি; ইহা দোষাবহ নহে; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মও বিদ্যাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দরুণ কোন কোন লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায়; কোন কোন লোককে আবার কর্ম্মেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিদ্যাবিদ্বেষীও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্য-শালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই ঈপ্সিত হয়। কর্ম্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বভাবতই অসংখ্য; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা হইয়া থাকে; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কর্ম্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া সঙ্গত; কেননা, সর্ব্বত্রই 'আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাধিক্যের অপর কারণ; উপায় বিষয়েই সর্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে; অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসমূহ হইতেছে বিদ্যালাভের উপায়; [এইজন্যই যে, তদ্বিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিক্য থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।১০

যদি বল,—বিদ্যা যদি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ে শ্রুতির প্রযত্নপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কর্ম্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না— একথা বলিতে পার না; কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেননা, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও বিদ্যা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিদ্যা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গার্হস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিদ্যাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই যে, শ্রেয়োলাভ হয় (মুক্তিলাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১১॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্নইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥ ১॥ ২৬॥

[সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ॥]

॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওম্॥

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥ ১২

ইনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥৭]

সরলার্থঃ। অতীতবিদ্যাধিগমে সম্ভাব্যমানানামুপসর্গাণামুপশমার্থোঽয়ং শান্তিপাঠঃ। অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্, তত্র বদিষ্যামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ ইতি ॥১॥২৬॥

মূলানুবাদ। ইহার অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থং শান্তিং পঠতি—শং নো মিত্র ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্ব্বম্ ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে
শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত বিদ্যার প্রাপ্তিতে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত "শং নঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই (সর্ব্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

আভাষভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ পঠিতা। ইদানীন্তু বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ন-নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।*

ওম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থঃ। [বক্ষ্যমাণবিদ্যাপ্রাপ্তৌ সম্ভাবিমানানাং বিঘ্নানামুপশান্তয়ে শান্তিরিয়ং শিষ্যেণ পঠ্যতে—'শং নঃ' ইত্যাদ্যা 'সহ নৌ' ইত্যাদ্যা চ]। নৌ (আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন) পালয়তু [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। নৌ সহ ভুনক্তু (বিদ্যাফলং ভোজয়তু)। বীর্য্যং (বিদ্যা-তেজোঽতিশয়ং) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ)। নৌ (আবয়োঃ) অধীতং (বিদ্যাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্য্যবত্তমং) অস্তু; অথবা তেজস্বিনৌ (আবাং) [ভবাবঃ]; অধীতং (স্বধীতং) [বীর্য্যবৎ] অস্তু (ভবতু)। মা

---

* ক্বচিৎ পুস্তকে 'শংনো মিত্রঃ' ইত্যাদিঃ 'অবতু বক্তারম্' ইত্যন্তঃ শান্তিমন্ত্রোঽয়ং নাস্তি; তদনুযায়ী ভাষ্যাংশোঽপি তত্র নাস্তি।

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবহৈ) ইতি। [শান্তিশব্দস্য ত্রির্ব্বচনং ত্রিবিধোৎপাতশান্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্। শং ন ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রস্তু পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১॥২৭॥

মূলানুবাদ। বক্ষ্যমাণ বিদ্যাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রদ্বয় পঠিত হইতেছে। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন বীর্য্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 'শংনঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত হইয়াছে ॥১॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'শং নো মিত্রঃ' ইতি 'সহ নাববতু' ইতি চ। 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্। সহ নাববত্বিতি। সহ নাববতু, নৌ শিষ্যাচার্য্যৌ সহৈব অবতু রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু। সহ বীর্য্যং বিদ্যানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্ব্বর্ত্তয়াবহৈ। তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদন্যায়াদ্বিদ্বেষঃ প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি। মৈব নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষমাপদ্যাবহৈ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনমুক্তার্থম্। বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিঘ্নপ্রশমনার্থা চেয়ং শান্তিঃ। অবিঘ্নেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পরং শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ। 'শং নো মিত্রঃ' ও 'সহ নাববতু' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'শং নঃ মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; [সুতরাং এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।] 'সহ নৌ অবতু' অর্থ—শিষ্য ও আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন ; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান ; আমরা সমানভাবে যেন বিদ্যালাভের উপযোগী বীর্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থজ্ঞানের যোগ্য হয়। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। অভিপ্রায় এই যে,

বিদ্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্য বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অন্যায়বশতঃ কখনও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিদ্যার উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ননিবারণার্থও এই শান্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শান্তিদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মবিদ্যা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে ; আত্ম-বিদ্যাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১॥২৭॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে
প্রথমোঽনুবাকঃ ॥১॥

সম্বন্ধার্থঃ।—প্রথমং কর্ম্মাবিরুদ্ধান্যুপাসনানি সোপাধিকমাত্মদর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্ম—বৃহত্তমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি—বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষঃ) পরং (সর্ব্বাতিশায়ি ব্রহ্ম) আপ্নোতি। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণবাক্যোক্তার্থ-বিষয়ে) এষা (বক্ষ্যমাণা ঋক্) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র, যঃ (পুরুষঃ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুষ্প্রবেশায়াং বুদ্ধৌ) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিরবাধিতস্বরূপম্) জ্ঞানম্ (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম)। [অত্র চ, সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি বিজ্ঞেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশ্চিতা (মেধাবিনা—সর্ব্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব মন্ত্রার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (সূক্ষ্মঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভূতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণকঃ সম্ভূতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সম্ভূতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসস্বভাবাঃ সম্ভূতাঃ); অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধগুণা সম্ভূতা), পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্মাদ্যাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ); পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভূতঃ)। সঃ (অন্নসম্ভূতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ, অবধারণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্য (পুরুষস্য) ইদং (প্রসিদ্ধং মস্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাধান্যাদাত্মবৎ); ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১॥২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিরূপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে]—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটী মন্ত্র পঠিত আছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ]; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আর অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি। এখানেই যে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]। সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল; ওষধি হইতে অন্ন- শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত-মস্তকাদি-সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এইজন্যই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান); এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থবোধক বাক্য আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকব্যাখ্যা ॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাদিবিষয়াণি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধান্যুপাসনান্যুক্তানি। অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনমুক্তং ব্যাহৃতিদ্বারেণ স্বারাজ্য-ফলম্। নচৈতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজস্যোপমর্দ্দনমস্তি। অতঃ অশেষোপদ্রব-বীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং নির্দ্ধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি। প্রয়োজনং চাস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অবিদ্যানিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—"বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। সংসারনিমিত্তে চ সতি, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত" ইত্যনুপপন্নম্, "কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ" ইতি চ। অতোঽবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বাত্মব্রহ্মবিষয়াদাত্যন্তিকঃ সংসারাভাব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নির্জ্ঞাতয়োর্হি সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিদ্যাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ত্ততে। শ্রবণাদিপূর্ব্বকং হি বিদ্যাফলম্, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ ।১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বেত্তি বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরং নিরতিশয়ম্; তদেব ব্রহ্ম পরম্; ন হ্যন্যস্য বিজ্ঞানাদন্যস্য প্রাপ্তিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রুত্যন্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি— "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি ।২

নহু সর্ব্বগতং সর্ব্বস্য চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি; অতো নাপ্যম্, আপ্তিশ্চ অন্যস্যান্যেন, পরিচ্ছিন্নস্য চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা। অপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরিচ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তস্যাপ্তিরনুপপন্না। নায়ং দোষঃ। কথম্? দর্শনাদর্শনাপেক্ষত্বাদ্ব্রহ্মণ আপ্ত্যনাপ্ত্যোঃ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি সতোঽস্য জীবস্য ভূতমাত্রাকৃতবাহ্যপরিচ্ছিন্নান্নময়াদ্যাত্মদর্শিনস্তদাসক্তচেতসঃ। প্রকৃতসঙ্খ্যাপূরণস্য আত্মনোঽব্যবহিতস্যাপি বাহ্যসঙ্খ্যেয়বিষয়াসক্তচিত্ততয়া স্বরূপাভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপাভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিদ্যয়া অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাত্মন আত্মত্বেন প্রতিপন্নত্বাৎ অন্নময়াদ্যনাত্মভ্যো নান্যোঽহমস্মীত্যভিমন্যতে। এবমবিদ্যয়া আত্মভূতমপি ব্রহ্ম অনাপ্তং স্যাৎ। তস্যৈবমবিদ্যয়া অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্য প্রকৃতসঙ্খ্যাপূরণস্যাত্মনোঽবিদ্যয়ানাপ্তস্য সতঃ কেনচিৎ স্মারিতস্য পুনস্তস্যৈব বিদ্যয়া আপ্তির্যথা, তথা শ্রুত্যুপদিষ্টস্য সর্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিদ্যয়া তদাপ্তিরুপপদ্যত এব ।৩

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্ব্বস্য বল্ল্যর্থস্য। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদ্যতয়া সূত্রিতস্য ব্রহ্মণোঽনির্দ্ধারিতস্বরূপবিশেষস্য সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্য লক্ষণস্যাভিধানেন স্বরূপনির্দ্ধারণায়, অবিশেষেণ চোক্তবেদনস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য বিশেষেণ প্রত্যগাত্মতয়া অনন্যরূপেণ বিজ্ঞেয়ত্বায়, ব্রহ্মবিদ্যাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্, স সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতব্রহ্মস্বরূপত্বমেব, নান্যদিত্যেতৎপ্রদর্শনায় চ এষা ঋগুদাহ্রিয়তে—তদেষাভ্যুক্তেতি ।৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেঽর্থে এষা ঋক্ অভ্যুক্তা আম্নাতা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম, বিবক্ষিতত্বাদ্বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যত্বাদেব সত্যাদীন্যেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্; যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি।৫

নন্‌ বিশেষ্যং বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যতে, যথা নীলং রক্তঞ্চোৎপলমিতি। যদা হি অনেকানি দ্রব্যাণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণযোগীনি চ, তদা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বম্; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণান্তরাযোগাৎ; যথা অসাবেক আদিত্য ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মান্তরাণি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নীলোৎপলবৎ। ন; লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম্। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্যেব। কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োর্ব্বা বিশেষঃ? উচ্যতে—সজাতীয়েভ্য এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাত্রাকাশমিতি। লক্ষণার্থঞ্চ বাক্যমিত্যবোচাম॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে, পরার্থত্বাৎ; বিশেষ্যার্থা হি তে; অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি। সত্যমিতি— যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যৎ নিশ্চিতং, তদ্রূপং ব্যভিচরৎ তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতম্, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃ 'সত্যং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ।৭

কারণস্য চ কারকত্বম্, বস্তুত্বাৎ মৃদ্বদচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা; অত ইদমুচ্যতে— জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধঃ—ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ, নতু জ্ঞানকর্ত্তৃ, ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে সত্যুপপদ্যেতে। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ, অনন্তঞ্চ? যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে, তদনন্তম্। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে চ জ্ঞেয়জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যনন্ততা ন স্যাৎ, "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নান্যদ্বিজানাতি" ইতি বিশেষ-

প্রতিষেধাৎ আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্বাদ্বাক্যস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি ভূম্নো লক্ষণবিধিপরং বাক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধমেব অন্যোঽন্যৎ পশ্যতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূমস্বরূপং তত্র জ্ঞাপ্যতে। অন্যগ্রহণস্য প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্তিত্বপরং বাক্যম্। স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ, জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনংশত্বাৎ। ন হি নিরবয়বস্য যুগপজ্‌জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদিবদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্। ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানোপদেশোঽর্থবান্। তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ। সন্মাত্রত্বঞ্চানুপপন্নং জ্ঞানকর্তৃত্বাদিবিশেষবত্বে সতি ; সন্মাত্রত্বঞ্চ সত্যম্, "তৎ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সত্যানন্ত-শব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্য প্রয়োগাদ্ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং মৃদাদিবদচিদ্রূপতানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ প্রযুজ্যতে। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্বম্, লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্বদর্শনাৎ। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি ।৯

সত্যাদীনামনৃতাদিধর্মনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষ্যস্য চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধ-ত্বাৎ—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ" ইতিবৎ শূন্যার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাক্যস্যেতি চেৎ ; ন ; লক্ষণার্থত্বাৎ। বিশেষণত্বেঽপি সত্যাদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্যমিত্যবোচাম। শূন্যে হি লক্ষ্যেঽনর্থকং লক্ষণবচনম্। অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মন্যামহে—ন শূন্যার্থতেতি। বিশেষণার্থত্বেঽপি চ, সত্যাদীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শূন্যার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং বিশেষ্য-নিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ। সত্যাদ্যর্থৈরর্থবত্বে তু তদ্বিপরীতধর্মবদ্ভ্যো বিশেষ্যেভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্য নিয়ন্তৃত্বমুপপদ্যতে। ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থেনার্থবানেব। তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ ।১০

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্রহ্ম। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইতি চ আত্মতাং দর্শয়তি। তৎপ্রবেশাচ্চ ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ তস্যৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি। অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম। এবং তর্হি আত্মত্বাজ্‌জ্ঞানকর্তৃত্বম্ ; 'আত্মা জ্ঞাতা' ইতি হি প্রসিদ্ধম্, "সোঽকাময়ত" ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; অতো

জ্ঞানকর্তৃত্বাচ্চ জ্ঞপ্তির্ব্রহ্মেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিত্যত্বং প্রসজ্যেত; পারতন্ত্র্যঞ্চ; ধাত্বর্থানাং কারকাপেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোঽস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন, স্বরূপাব্যতিরেকেণ কার্য্যত্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে; অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাঃ, তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাস্যাশ্চ তে বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে।১১

যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণত্ববচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসব্যপেক্ষম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা অস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ ব্রহ্ম। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদি নিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিত্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়ারূপত্বাৎ ॥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ ব্রহ্ম। তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন তল্লক্ষ্যতে; নতু উচ্যতে, শব্দপ্রবৃত্তিহেতু-জাত্যাদিধর্ম্মরহিতত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি। নতু সত্যশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সত্যাদিশব্দা ইতরেতরসন্নিধানাদন্যোন্যনিয়ম্যনিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্ত্তকা ব্রহ্মণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি। অতঃ সিদ্ধম্ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইতি চাবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ।১৩

তদ্‌যথাব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজানাতি, নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢাবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে ; তদ্ধি পরমং ব্যোম, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যক্ষরসন্নিকর্ষাৎ ; 'গুহায়াং ব্যোমন্' ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাকৃতাকাশমেব গুহা ; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্ব্বে পদার্থাস্ত্রিষু কালেষু, কারণত্বাৎ সূক্ষ্মতরত্বাচ্চ ; তস্মিন্নন্তর্নিহিতং ব্রহ্ম। হার্দ্দমেব তু পরমং ব্যোমেতি ন্যায্যম্, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ব্যোম্নো বিবক্ষিতত্বাৎ। "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দ্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দ্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধির্গুহা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্ব্যাবৃত্ত্যা বিবিক্ততয়োপলভ্যত ইতি। ন হ্যন্যথা বিশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোঽস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বগতত্বান্নির্ব্বিশেষত্বাচ্চ। ১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজানন্ ; কিম্? ইত্যাহ—অশ্নুতে ভুঙ্ক্তে সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ। কিমস্মদাদিবৎ পুত্রস্বর্গাদীন্ পর্য্যায়েণ? নেত্যাহ—সহ যুগপদ্ একক্ষণোপারূঢ়ানেব একয়োপলব্ধ্যা সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যয়া ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি। এতত্তদুচ্যতে—ব্রহ্মণা সহেতি। ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপেণৈব সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুতে ; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ পর্য্যায়েণাশ্নুতে লোকঃ। কথং তর্হি? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বগতেন সর্ব্বাত্মনা নিত্যব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুত ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন। তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্। তেন সর্ব্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অশ্নুত ইতি। ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।১৫

সর্ব্ব এব বল্ল্যর্থঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতঃ। সচ সূত্রিতোঽর্থঃ সংক্ষেপতো মন্ত্রেণ ব্যাখ্যাতঃ ; পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বৃত্তিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। তত্র চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি। তদ্ যথা দেশতোঽনন্ত আকাশঃ ; ন হি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং বস্তুতশ্চাকাশস্য। কস্মাৎ? কার্য্যত্বাৎ। নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কালতোঽপ্যন্তবত্ত্বম্, অকার্য্যত্বাৎ। কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিদ্যতে ; অকার্য্যঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ কালতোঽস্যানন্ত্যম্। তথা বস্তুতঃ। কথং পুনর্ব্ব-

স্বত আনন্ত্যম্? সর্ব্বানন্যত্বাৎ। ভিন্নং হি বস্তু বস্ত্বন্তরস্যান্তো ভবতি; বস্ত্বন্তর-বুদ্ধির্হি প্রসক্তাদ্বস্ত্বন্তরান্নিবর্ত্ততে। যতো যস্য বুদ্ধের্নিবৃত্তিঃ, স তস্যান্তঃ। তদ্যথা গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ত্ততে, ইত্যশ্বত্বান্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি। স চান্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ। অতো বস্তুতোঽপ্যানন্ত্যম্।১৬

কথং পুনঃ সর্ব্বানন্যত্বং ব্রহ্মণ ইতি? উচ্যতে—সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং হি বস্তুনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম। কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতোঽন্তবত্ত্বমিতি চেৎ, ন; অনৃতত্বাৎ কার্য্যস্য বস্তুনঃ। নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত; "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনন্তং ব্রহ্ম। আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশতঃ; তস্যেদং কারণম্; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্। নহি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে। অতো নিরতিশয়-মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ; তদ্ভিন্নবস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুতঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্বম্।১৭

তস্মাদিতি মূলবাক্যসূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে; এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য; "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতদ্ব্রহ্মণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ। আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রব্যাণাম্। তস্মাদাকাশাৎ স্বেন স্পর্শগুণেন, পূর্ব্বেণ চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ, সম্ভূত ইত্যনুবর্ত্ততে। বায়োশ্চ স্বেন রূপগুণেন পূর্ব্বাভ্যাঞ্চ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ। অগ্নেশ্চ স্বেন রসগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ ত্রিভিশ্চতুর্গুণা আপঃ সম্ভূতাঃ। অদ্ভ্যঃ স্বেন গন্ধগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সম্ভূতা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যাকৃতিমান্।১৮

স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতং রেতো বীজম্। তস্মাদ্ যো জায়তে, সোঽপি তথা পুরুষাকৃতিরেব স্যাৎ; সর্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ। সর্ব্বেষামপ্যন্নরসবিকারত্বে ব্রহ্মবংশ্যত্বে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে?

প্রাধান্যাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্যম্? কর্ম্মজ্ঞানাধিকারঃ। পুরুষ এব হি শক্তত্বা-দর্থিত্বাদ্ অপর্য্যুদস্তত্বাচ্চ কর্ম্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, "পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীক্ষতীত্যেবং সম্পন্নঃ; অথেতরেষাং পশূনামশনায়া-পিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরদর্শনাৎ।১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যয়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহ্যাকার-বিশেষেষনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অন্তর-তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্ত্তুমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ—তস্যেদমেব শিরঃ।২০

তস্য অস্য পুরুষস্যান্নরসময়স্য ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্। প্রাণময়াদিষ-শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গো মা ভূদিতি ইদমেব শির ইত্যুচ্যতে। এবং পক্ষাদিষু যোজনা। অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য, দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়ং সব্যো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা অঙ্গানাম্ "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্ যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা। পুচ্ছমিব পুচ্ছম্, অধোলম্বনসামান্যাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্। এতৎ প্রকৃত্যোত্তরেষাং প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রপ্রতিমাবৎ। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৎ তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ প্রথমতঃ 'সংহিতা' প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে; অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা স্বারাজ্য-ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণভাবে বিমর্দ্দন করা সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্ম-দর্শন-নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হইতেছে—অবিদ্যার নিবৃত্তি (১); তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাহ থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংসাররূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছে যে, 'কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় না'। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যক; এইজন্য শ্রুতি নিজেই 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়া দিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

(১) তাৎপর্য্য—ননু যথা 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যপরবিদ্যাফলমুক্তং সংসারগোচরমেব, তথা পরবিদ্যাফলমপি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্' ইতি সর্ব্ববিষয়-সাধ্যানানন্দান্ সংসারগোচরা-নেব দর্শয়িষ্যতি, কথমাত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ? ইত্যত আহ—প্রয়োজনং চাস্যাঃ ইতি। সর্ব্বকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তির্বিবক্ষিতা। সা চ স্বভাবানন্দানভিব্যক্তিরূপাবিদ্যানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারগোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বে কথিত অপর বিদ্যার ফলনির্দ্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ-রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্যার ফলনির্দ্দেশের স্থলেও যে, 'তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন' বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং চাস্যাঃ' বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে "সর্ব্বান্ কামান্" কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যানিরসন দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অথচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিদ্যার প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিদ্যা; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধন বা নির্ব্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ" ইতি॥

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিদ্যার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে' ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিদ্যাফল লাভ হয়।১

'ব্রহ্মবিদ্',—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্; 'আপ্নোতি' অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে 'পর' শব্দের অর্থ; কেননা, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়', ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক্ বস্তুর) ন্যায় তাহার প্রাপ্তি ত যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্ম্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন ['দশমঃ ত্বমসি' স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে, সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সংখ্যেয়পূরণে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে দশমত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটী নদী ছিল। তাহা তাহারা সাঁতারে পার হইল। পর পারে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবের অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যা) বশতঃ অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অন্নময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহি। এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব-সংখ্যাও অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্বগত দশমত্ব-সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, ঠিক তেমনি শ্রুতির উপদেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থসূচক)। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই; সেইহেতু সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে যাহার বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে, অথচ পরে যাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাভিন্নরূপে বিজ্ঞেয়, তন্নিমিত্ত, এবং ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মভাব বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই 'তদেষাভ্যুক্তা' বলিয়া এই ঋক্ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে।৪

কি না। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ভ হইল; কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না; সুতরাং দশম ব্যক্তি মারা গিয়াছে—স্থির করিয়া দশ জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা মূঢ়, তাই মহাভ্রমে পড়িয়াছে। তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাঁদিও না; তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। তোমরা আবার গণনা কর। তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটী অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল যে, 'দশমঃ ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই দশম; তখন উহাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে ("ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটী ঋক্ও (মন্ত্রও) পঠিত আছে—'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ'। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদত্রয় বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যেহেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ বিবক্ষিত (শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত), সেইহেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মহৎ সুগন্ধি উৎপল (পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্যপ্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই।

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে, যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অন্যপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য হয়, তখনই নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষণ প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন 'ঐ একটি আদিত্য'। তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, বিশেষণের[১] আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত করাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার) এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ বলা হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর 'লক্ষণ' সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম') বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে।৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বা অন্বিত নহে; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য অর্থ, যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বস্তু যেরূপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্তু মাত্রই অনৃত; [কারণ, উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র; উহার উপাদান মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্ব সিদ্ধ হইল ॥৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারণত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় ঘট-কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিদ্রূপত্বও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্য্যজনক) হইয়া থাকে; এবং মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐরূপ কারণতা লাভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞানং ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে ? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয় ; কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে ; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত) ; আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে'। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ভূমার লক্ষণ-বিধানেই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্যে শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূমা ; ইহাই ভূমার স্বরূপ। ঐ বাক্যটী স্বভাবপ্রাপ্ত অন্যত্বদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র ; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত ; কারণ কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত] ॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে ? না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেননা, ঘটাদির ন্যায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সার্থক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রুতির 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্ত্তা নহে]। কর্ত্তৃত্বাদি কারক-ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির ন্যায় অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মশব্দের (জ্ঞানং ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যাবহারিক জ্ঞান যেমন সান্ত—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও অন্তবত্তা বা সান্তত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—'অনন্ত'।৯

যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনৃতাদি ধর্ম্ম-নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ব্রহ্ম বস্তুটীও যখন উৎপলাদি বস্তুর ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—'এই বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণা-জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমে নির্ম্মিত মাল্য শিরে ধারণ-পূর্ব্বক শশকের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ গ্রহণ করত গমন করিতেছে।' এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ করাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রধান; [সুতরাং ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব কল্পনা করা চলে না]। যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থ টা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই লক্ষণনির্দ্দেশ নিরর্থক হয়। অতএব লক্ষণার্থপ্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণপ্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই হয় না। কেননা,সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (সার্থক) হইলেও তদ্বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সার্থকই বটে। অনন্ত শব্দও অন্তবত্ত্ব ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে। ১০

'তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ' এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে। 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে। [জীবরূপে ব্রহ্মের] প্রবেশও ইহার অপর হেতু;—'তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীরমধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জ্ঞাতৃত্বই) সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাবরূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপতিত হয়; কেননা, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জ্ঞা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, একথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ,তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্যত্ব বা জন্যতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটীও আত্মার ন্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে স্ফুরণ হয়, সে সমুদয় স্ফুরণ আত্ম-বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশ্যরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ্য হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়।১১

আর যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটি অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না; কেননা, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমুহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম; তদ্ভিন্ন যে, আরও কোন সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই, দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই,

শ্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাঁহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাঁহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত-সাপেক্ষ নহে। এই জন্তই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটি ধাত্বর্থ ('জ্ঞা-ধাতুর অর্থ)-জন্য জ্ঞান নহে; কারণ ঐ জ্ঞান কথনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকসাধ্য ক্রিয়াত্মক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; এবং তাহা কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যথন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থই নয়, তথন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না।১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্ত্তাও নহে; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কথনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিরই ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান-শব্দের বাচ্য হয় না; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মই তাহাতে নাই (১)। 'সত্য' শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায়। ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক 'সত্যং ব্রহ্ম'

(১) তাৎপর্য্য—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ। ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। এইজন্য বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। কিন্তু নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অন্যত্র নয়। বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয়; এই কারণে আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কথনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও নীলোৎপলাদি শব্দের ন্যায় অবাক্যার্থত্ব (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥ ১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটি আবরণার্থক 'গূহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট ব্যোমে—অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম ব্যোম; অথবা 'গুহা' ও 'ব্যোম' শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেননা, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য; কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪

এবংবিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কাম্য বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই মত—পর্য্যায়ক্রমে পুত্র ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা [ভোগ করে]। 'সত্যং জ্ঞানম্' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই কথাই বলা হইতেছে। সর্ব্বভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ—অর্থ—মেধাবী—সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি-সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৫

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন), এই বাক্যেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সূত্রাকারে অভিহিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বৃত্তি-স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয় পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক. দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; ব্রহ্ম অকার্য্য বস্তু; অতএব কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত। বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অন্য বা পৃথক্ নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছেদকারী হইয়া থাকে; কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তদ্রূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটিই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোত্ববুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়; এইজন্য অশ্বই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক। ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে।১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য্য বা ব্রহ্মজন্য বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবত্ত্ব হইতে পারে? [কেননা, কার্য্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন]; ভিন্ন বলিয়াই কার্য্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেননা, কার্য্য বা জন্য পদার্থ-মাত্রই অনৃত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—'মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র; মৃত্তিকাই সত্য', এইরূপে একমাত্র সতেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সান্ত নহেন; সুতরাং

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্য্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্য্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্য্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যত পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। এইজন্য শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই 'বাচারম্ভণ' (বাক্যারব্ধ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য ('মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত। কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈশিক আনন্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশঘটিত আনন্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার অন্ত হয় না;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় বস্তু দ্বারাও সান্ত নহে (অনন্ত)। এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য।১৭

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূচিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্ম-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। আকাশ অর্থ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্তু। সেই আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন হইল। [মূলশ্রুতির] 'সম্ভূতঃ' শব্দটীর সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি হইবে। বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সম্ভূত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র গন্ধ, আর পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত গুণ হইতেছে চারিটী—শব্দ,স্পর্শ, রূপ ও রস; এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন (খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি-সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল।১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম; কেননা, হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজস্বরূপ রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে; কেননা, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বত্রই জনকের আকৃতিতুল্য আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রেই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন? [উত্তর,] যেহেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান। কিরূপ প্রাধান্য? কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য। উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী; এবং 'পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিস্ফুট'; কেননা, 'পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নশ্বর জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন করে। পুরুষ এইরূপ উৎকর্ষ-সম্পন্ন; আর তদ্ভিন্ন পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অন্য বিষয়ে নাই)', ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে।১৯

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্য্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহ্য জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণে, শ্রুতিও 'শাখাচন্দ্র' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধর্ম্ম্য

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র' দর্শন ন্যায়টী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সহসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহার পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয়; এই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে—প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ-সংযোগ ঘটায়;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি ।২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ* শিরই শির। পরবর্ত্তী 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে 'শির' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইদমেব শিরঃ" বলা হইল। পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা); এই সব্য (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান)। অন্য শ্রুতিতে আছে—'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা'। ইহা—নাভির অধোভাগবর্ত্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ। প্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ; নীচের দিকে লম্বমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্ত্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে। অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥

পরে সেই বৃক্ষের এরূপ একটী শাখা দেখায়, যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ঐ দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র। এইরূপে অজ্ঞলোককে হঠাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শন করান অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিশেষভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীꣳ শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্ব্বাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (অদনীয়াৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শস্যাদেঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অথ (উৎপত্ত্যনন্তরং) অন্নেন এব জীবন্তি; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে—বিনাশকালে) এনৎ (অন্নং) অপিযন্তি (অন্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্ব্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্); তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ), সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্ব্বম্ অন্নম্ আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং] সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। ব্রহ্মবৎ অন্নস্যাপি উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বম্ উপাস্যত্ব-কারণমুচ্যতে]। অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে; জাতানি চ অন্নেন (ভুক্তেন) বর্দ্ধন্তে।

২] অদ্যতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কর্তৃ] ভূতানি চ অত্তি (স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতোঃ) তৎ অন্নম্ উচ্যতে (অন্ন-শব্দেনাভিধীয়তে); ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চসু কোশেষু প্রথমকোশপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ)।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রমতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি।] তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাৎ অন্নময়-কোশাৎ) অন্যঃ (পৃথগ্‌ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—সূক্ষ্মঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ) [অস্তি]। তেন (প্রাণময়েন আত্মনা) এষঃ (স্থূলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)। সঃ বৈ এষঃ (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব। তস্য (অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ) অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগলিত-তাম্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ)। [পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]। [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তস্য (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (ঊর্দ্ধগতত্বাৎ মস্তকবৎ); ব্যানঃ (শরীরব্যাপী বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; আকাশঃ (সমানাখ্যঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ); পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥২৯॥

মূলানুবাদ : পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরি-ণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, সেইহেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি-প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাঁহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ); সেইহেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদন করে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগ করে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে ইতি।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ)। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ন্যায় হস্ত-মস্তকাদি-সম্পন্ন)। সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্য ভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নাদ্রসাদিভাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি স্মরণার্থঃ, প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঃ, প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ পৃথিবীমাশ্রিতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে। অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্নম্ অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশব্দঃ প্রতিশব্দার্থে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। অন্ততঃ অন্তে জীবনলক্ষণায়া বৃত্তেঃ পরিসমাপ্তৌ। কস্মাৎ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্। অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে।১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে—সর্ব্বং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি। কে? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে। কথম্? অন্নজোঽন্নাত্মান্নপ্রলয়োঽহম্,

তস্মাদন্নং ব্রহ্মেতি। কুতঃ পুনঃ সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি ? উচ্যতে,—অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। ভূতেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নত্বাজ্জ্যেষ্ঠং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে; তস্মাদুপপন্না সর্ব্বান্নাত্মোপাসকস্য সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে; জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনর্ব্বচনম্। ইদানীমন্ননির্ব্বচনমুচ্যতে—অদ্যতে ভুজ্যতে চৈব যদ্ভূতৈঃ অত্তি চ ভূতানি স্বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভুজ্যমানত্বাদ্ ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তদুচ্যতে। ইতিশব্দঃ প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

অন্নময়াদিভ্য আনন্দময়ান্তেভ্য আত্মভ্যোঽভ্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিদ্যয়া প্রত্যগাত্মত্বেন দিদর্শয়িষুঃ শাস্ত্রম্ অবিদ্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেন অনেকতুষ-কোদ্রববিতুষী-করণেনেব তণ্ডুলান্ প্রস্তৌতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদিত্যাদি। তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তাৎ অন্নরসময়াৎ পিণ্ডাদ্ অন্যঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোঽভ্যন্তরঃ আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মত্বেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্মা পুরুষবিধ এব পুরুষাকার এব শিরঃপক্ষাদিভিঃ। কিং স্বত এব ? নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং তাবদন্নরসময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধত্বম্; তস্য অন্নরসময়স্য পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ অনু অয়ং প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ মূষানিষিক্তপ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতা; তামনু উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূর্ব্বঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরোত্তরেণ পূর্ণঃ। ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অস্যেতি ? উচ্যতে,—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণ এব শিরঃ—প্রাণময়স্য বায়ুবিকারস্য প্রাণঃ মুখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ শির ইতি পরিকল্প্যতে, বচনাৎ। সর্ব্বত্র বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা। ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো বৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, স আত্মেব আত্মা, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরাঃ পর্য্যন্তা বৃত্তীরপেক্ষ্য আত্মা; "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থস্যা-ত্মত্বম্। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী, স্থিতিহেতুত্বাৎ। "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অন্যথা উদানবৃত্ত্যা ঊর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং বা স্যাচ্ছরীরস্য। তস্মাৎ পৃথিবী-দেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্যাত্মনঃ। তৎ তস্মিন্নেবার্থে প্রাণময়াত্মবিষয়ে এষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকভাষ্যম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক; অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং অন্তকালে —জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ অন্নাভিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের কারণ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নেতে বিলয়শীল)। যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেইহেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহক্লেশনিবৃত্তির উপায়) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।১

অতঃপর অন্নকে যাঁহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ফল বলা হইতেছে—তাঁহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা? যাহারা যথোক্তপ্রকারে অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি অন্ন হইতে জাত, অন্নাত্মক এবং অন্নেই বিলয়শীল; সেইহেতু অন্নই ব্রহ্ম, এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নাত্মোপাসনায় সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্ব্বভূতের প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেইহেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে; এবং সেইহেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি-ফললাভও উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বকথার উপসংহারার্থই "অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে" এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্ত্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

(১) তাৎপর্য্য—দেহ যে অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—অস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং, যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য—৬।৫।১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থূল ভাগ বিষ্ঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে, এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতেও এই স্থূল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেইহেতু—প্রাণিকর্ত্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভক্ষ্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি-সূচনার্থ—'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে (১)।২

অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্ত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিদ্যা সাহায্যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে। যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহপিণ্ড (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (২)। প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময়—বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময়। দৃতি (কর্ম্মকারের ভস্ত্রা-নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ।৩

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশের উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির 'কোশ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥" (পঞ্চদশী)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাহার খাপ। আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অমার্জ্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে; এইরূপে বুদ্ধির বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় কেহই জানিতে পারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়া উহারা কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

(২) তাৎপর্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান-বশতঃ সংসারী লোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার,* অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ প্রাণময় কোশটী কি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অনুসারেই মূষানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাম্রের ন্যায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষবিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্যত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশগুলি পরবর্ত্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত। ৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে শ্রুতিবচনানুসারেই সর্ব্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটী তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্ত্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া' ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেইহেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুচ্ছস্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১॥২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥৩॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং প্রাণোপাসনায়াঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-কোশস্বরূপমুচ্যতে—"প্রাণং দেবাঃ" ইত্যাদিনা]। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্ (প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি (তৎপ্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি)। তথা যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, (তেঽপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষং (সর্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্) উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতৈঃ)। যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সর্ব্বং (সম্পূর্ণম্) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ-মিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি যস্মাৎ (হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ, তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য (অন্নময়স্য) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা। [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ)।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ) বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা,—মনোময়ঃ। তেন (মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ)। স এষ বৈ পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) এব। তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষা-

বিধতয়ৈব) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ। যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তস্য শিরঃ ; ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩০॥

মূলানুবাদ। এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনোময় কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি। দেবগণ (ইন্দ্রিয়-সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে]। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার নিদান, সেইহেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে। যেহেতু প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। এই যে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বকথিত অন্নময়ের শারীর (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটি আত্মা আছে,তাহার নাম মনোময়। তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির ; ঋক্‌মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ (পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ প্রাণং বায়্বাত্মানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অনু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—প্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। অধ্যাত্মাধিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণম্ অনুপ্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমনু চেষ্টন্ত ইতি বা। তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্ম্মণৈব চেষ্টাবন্তো ভবন্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈব পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা আত্মবন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতর্হি? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্ব্বপিণ্ডব্যাপিনা আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপিভিঃ উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্তৈরাকাশাদিভূতারব্ধৈরবিদ্যাকৃতৈঃ আত্মবন্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন নিত্যেনাবিকৃতেন সর্ব্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সর্ব্বাত্মনা আত্মাবন্তঃ। স হি পরমার্থত আত্মা সর্ব্বেষামিত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি।১

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তীত্যাদ্যুক্তম্; তৎ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, "যাবদ্ধ্যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষম্, সর্ব্বেষামায়ুঃ সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষমিত্যুচ্যতে; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্ব্বায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য। অতঃ অস্মাদ্বাহ্যাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোঽপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং প্রাণময়মাত্মানং ব্রহ্মোপাসতে যে—'অহমস্মি প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবনহেতুত্বাৎ' ইতি, তে সর্ব্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি; নাপমৃত্যুনা ম্রিয়ন্তে প্রাক্প্রাপ্তাদায়ুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, "সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। কিং কারণম্? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। যো যদ্গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদ্গুণভাগ্ ভবতীতি বিদ্যাফলপ্রাপ্তের্হেত্বর্থং পুনর্ব্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি।২

তস্য পূর্ব্বস্যান্নময়স্য এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা। কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদ্যুক্তার্থমন্যৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তন্ময়ঃ মনোময়ঃ। সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তর আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ; তস্য শিরস্ত্বং প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ; যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্ব্বত্র।৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাত্মিকা তদ্ভাবিতা বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুরিত্যুচ্যতে। এবং ঋক্, সাম চ। এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরেবাবর্ত্ত্যত ইতি মানসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা অবিষয়ত্বান্মন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ ঘটাদিবৎ, ইতি মানসো জপো নোপপদ্যতে। মন্ত্রাবৃত্তিশ্চোদ্যতে বহুশঃ কর্ম্মসু।৪

অক্ষরবিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্"ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্র ঋচঃ অবিষয়ত্বে তদ্বিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ" ইতি ঋগাবৃত্তির্মুখ্যোঽর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নং মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্যমনাদিনিধনং যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা ইতি।৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্বেদানাম্। অন্যথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং চ স্যাৎ; নৈতদ্যুক্তম্। "সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা"ইতি চ শ্রুতির্নিত্যাত্মনৈকত্বং ব্রুবতী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা স্যাৎ। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শান্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি মনোময়াত্মপ্রকাশকঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি' ইত্যাদি। অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—প্রাণাত্মভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয়। অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা; এইজন্য দেব অর্থ ইন্দ্রিয়গণ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা দ্বারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে, কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে; তবে কি? না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের ব্যাপকীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণীই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সকলেই আকাশাদিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বাত্মক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আত্মবান্ হইয়া থাকে; কেন-না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্ব্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।১

দেবগণ প্রাণের অনুগতভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'প্রাণ যে পর্য্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আয়ুঃ (জীবন) ইতি। সেইহেতুই প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বায়ুষ অর্থ—সর্ব্বের (সকলের) আয়ুঃ—সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুই 'সর্ব্বায়ুষ' [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়]। কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা। অতএব প্রাণের সর্ব্বায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে। অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—'আমি হইতেছি সর্ব্বভূতের আত্মা আয়ুঃ—জীবনের হেতুভূত প্রাণ' এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়; কখনও প্রাপ্ত আয়ুর পূর্ব্বে অপমৃত্যু লাভ করে না; তাহারা পূর্ব্বলব্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' এইরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে 'সর্ব্ব আয়ুঃ' শব্দে শত বর্ষ আয়ুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। [ঐরূপ আয়ুপ্রাপ্তির] কারণ কি? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আয়ু; সেইহেতু সর্ব্বায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো হি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা। ইহা কে? না, এই যে প্রাণময় কোশ। "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ" ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্ম্মেতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন এখানে উহার শিরোরূপে কল্পনা করা হইতেছে।

যাগাদি কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকত্বই যজুর প্রাধান্যের কারণ; কেননা, যাগে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্মন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সর্ব্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই]। ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ন, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত-যুক্ত হইয়া 'যজুঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা।

এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপ করাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির ন্যায় মন্ত্রাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাত্মক মন্ত্রে বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না। অথচ বহু কর্ম্মেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে। ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্মরণ

(১) তাৎপর্য্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে,যাহাতে যজুর্ব্বেদকে মনোময়ের শিরোরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অন্যত্র যজুঃশব্দের যজুর্ব্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উহার অর্থ। কিরূপে যে সে অর্থ সঙ্গত হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অন্যান্য শব্দোচ্চারণের ন্যায় যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা 'প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অস্ফুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে' ইত্যাদি। এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্পের ফলে যজুর্মন্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্ব্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে 'যজুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশের শিরোরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে 'প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।' এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাক্ষরবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়; [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংসরহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।৫

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অন্য প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ-রসাদির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপতিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক 'সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা', এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাশ-তুল্য' এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্-সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে 'আদেশ' অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ; কেননা, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটী শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [মনোময়স্য চতুর্ব্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্। ততশ্চ বেদেভ্যোঽভিন্নং সর্ব্বস্য জগতঃ কারণভূতং মনোময়মিদানীং প্রস্তৌতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ।]

বাচঃ (বচনানি—বাগিন্দ্রিয়ং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলব্ধা) যতঃ (যস্মাৎ মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোঽপি জন্ম-মরণাদিদুঃখাদপি) ন বিভেতি। তস্য পূর্ব্বস্য (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা। [কঃ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ]।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি]। [কঃ?] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ)। তেন (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্কায়ানুষ্ঠানপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্যা বৃত্তিঃ) আত্মা; মহঃ (মহত্তত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্] ॥১॥৩১॥

মূলানুবাদ। [ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোশকে চতুর্ব্বেদবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি]।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাঁহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই) বটে; এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ); মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি। তস্য পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্যাভ্যন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্ব্বর্ত্তিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণবিজ্ঞানপূর্ব্বকো হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্ত্তব্যেষর্থেষু পূর্ব্বং শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। সা সর্ব্বকর্ত্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অসাবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতোঽঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজম্, "মহদ্যক্ষং প্রথমজম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কারণং হি কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা; যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী। সর্ব্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি পূর্ব্ববৎ। যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্যাপি ॥১॥ ॥৩১॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি। ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ব্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কি? না, যাহা এই মনোময়। 'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অন্য অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভ্যন্তর। [কেননা,] পূর্ব্বে মনোময়কে বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বেদার্থ-বিষয়ে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের অধ্যবসায়-স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্ম; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত (যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়; কেননা, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটী শ্লোকে কথিত হইবে।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে 'শির' রূপে কল্পিত হইয়াছে। ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা। কেননা আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরাই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে; সেইহেতু, সমাধান—যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব; কারণ, অন্য শ্রুতিতে 'যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে জানেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কেননা, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতু হইয়া থাকে; পৃথিবী যেরূপ বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ; সেইহেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (১)। উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রথম অখণ্ড একই মহত্তত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত অন্নময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ-প্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং স্তোতুমুপক্রমতে 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম) তনুতে (তনোতি—নিষ্পাদয়তি); কর্ম্মাণি (স্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তনুতে; [বিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ]। সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। চেৎ যদি বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশ্চিৎ], (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি) [অন্নময়াদিষু আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত। পরে সেই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্বই জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া ব্যাবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বুদ্ধিকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে।

শরীরে (শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্মনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) [বিজ্ঞানময়াধীনান্] সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (বিজ্ঞানময়াত্মনা ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ)। এষ এব তস্য পূর্ব্বস্য (মনোময়স্য) শারীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ [এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ]।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ। তেন (আনন্দময়েন) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূর্ণঃ। স এষঃ (আনন্দময়ঃ) বৈ পুরুষবিধ এব। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং (আনন্দময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (আনন্দময়স্য) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ; মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩২॥

মূলানুবাদ।—এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি। বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার করে (যজ্ঞারম্ভের প্রযোজক হয়), এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বিস্তার করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কোন লোক] যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শারীর আত্মা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে ; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য। ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি তনোতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্; অতো বিজ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বম্—তনুত ইতি। কর্ম্মাণি চ তনুতে। যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্ত্তৃকং সর্ব্বম্, তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি। কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজত্বাৎ; সর্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্তো ভবন্তি। ১

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজানাতি; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি; বাহ্যেষনাত্মস্বাত্মা ভাবিতঃ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্; তন্নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি। অন্নময়াদিষাত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্যাৎ ইতি? উচ্যতে—শরীরে পাপ্মনো হিত্বা; শরীরাভিমাননিমিত্তা হি সর্ব্বে পাপ্মানঃ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্যতে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়াঃ। তস্মাচ্ছরীরাভিমাননিমিত্তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাপন্নঃ তৎস্থান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্নুতে সম্যক্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বস্য মনোময়স্যাত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্। ২

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্মপ্রতীতিঃ অধিকারাৎ ময়ট্‌শব্দাচ্চ। অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ। তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ। ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময় ইত্যত্র। তস্মাৎ কার্য্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। সংক্রমণাচ্চ—"আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি বক্ষ্যতি। কার্য্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমনাত্মনাং দৃষ্টম্। সংক্রমণকর্ম্মত্বেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রূয়তে, যথা "অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি। ন চাত্মন এবোপসংক্রমণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসম্ভবাচ্চ; ন হ্যাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ। শির-আদিকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আদ্যবয়বরূপকল্পনা উপপদ্যতে; "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" "অস্থূলমনণু" "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিবিশেষাপোহশ্রুতিভ্যশ্চ। মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি, প্রিয়শিরআদ্যবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি ব্রহ্মণি নাস্তি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবাৎ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি মন্ত্রোদাহরণমুপপদ্যতে। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইত্যপি চানুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাত্মা। ৩

আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্; তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। স চ বিজ্ঞানময়াদান্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্ব্বিজ্ঞানময়াদস্যান্তরত্বশ্রুতেঃ। জ্ঞান-কর্ম্মণোর্হি ফলং ভোক্ত্রর্থত্বাদান্তরতমং স্যাৎ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বেভ্যঃ। বিদ্যাকর্ম্মণোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ। প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিদ্যাকর্ম্মণী। তস্মাৎ প্রিয়াদীনাং ফলরূপাণামাত্মসন্নিকর্ষাদ্বিজ্ঞানময়াদস্যাভ্যন্তরত্বমুপপদ্যতে, প্রিয়াদিবাসনানির্ব্বর্ত্তিতো হ্যাত্মা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে। ৪

তস্যানন্দময়স্যাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ। আনন্দ ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং সুখাবয়বানাম্, তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। আনন্দ ইতি পরং ব্রহ্ম; তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিব্যজ্যতে। তৎ বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। তদ্বৃত্তিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকস্য কর্ম্মণোঽনবস্থিতত্বাৎ সুখস্য ক্ষণিকত্বম্। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি। বক্ষ্যতি চ—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়তি, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মত্রামুপজীবন্তি" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে। ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্যমাণস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পরমেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্,যস্য চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশাঃ

উপগন্তারঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্ব্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদেব চ সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্য একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমানুবাকভাষ্যম্ ॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে; কেননা, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র, সেইহেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তিসঙ্গত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, সেইহেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে, সেইহেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; সেই প্রমাদ-নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীরে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্নময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে ? না, এই যে কোশ। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ", ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে কেননা, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ প্রকরণে) পঠিত, এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় ভৌতিক জন্য আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে, এই আনন্দ আত্মাও সেই অধিকার-মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আ বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয় দৃষ্ট হইতে যেমন 'অন্নময়' শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে; [ইহাও তেমনই অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আ নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেননা, পরে বলা হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।' উৎপ শীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অন্যত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। 'এই আনন্দ আত্মাতে সংক্রান্ত হয়' বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ হইতেছে। এই সংক্রমণ প্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাই পারে না ; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয় ; কেননা, অন্নময়াদির ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহি ঐরূপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে ; কেননা, আত্মা নিজেই ত নিজের সা সম্মিলিত হইতে পারে না ; কারণ নিজের সহিত নিজের ভেদ [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থ অভেদে হয় না]। অথচ ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পা শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেননা, কার্য্যশ্রেণীর এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকা অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; এবং তাহার সবিশেষ ভা প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহরহিত, বচনের অবিষয়ীভূত কোথাও বিলয়প্রাপ্ত হন না' 'ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে', 'প্রকৃত আত্মা কিন্তু নহে' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পরে পরবর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয় ; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

মূল, অন্বয়মুখি-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫-বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন—১৩৫৫

দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

ভগবৎকৃপায় আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। প্রকাশকের পরিবর্ত্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্-প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদ্-গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, উপনিষৎপাঠে অনুরাগ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না। ইহার পর আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বল্লী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ-প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিন্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযত্ন-বিশেষ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ-প্রধান; সুতরাং তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করা আবশ্যক; ঔপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ন্যায় উপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য-পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অনুবাক হইতে অধিলোকাদি-ভেদে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনা-প্রণালী প্রদর্শিত

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টকভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী-নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদ্‌গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী

শুভ আষাঢ়—১৩৩২

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিষয়-সূচী

শীক্ষাবল্লী

ব্রহ্মানন্দবল্লী

ভৃগুবল্লী

বর্ণক্রমানুসারে মন্ত্র-সূচী

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত

বিশিষ্ট আনন্দময় ব্রহ্মাত্মা যখন প্রত্যক্ষতই অনুভবগোচর, তখন তদ্বিষয়ে 'ব্রহ্ম নাই' বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইয়া পড়ে; [কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের যে, প্রতিষ্ঠারূপে পৃথক্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে। ৩

উপাসনা ও কর্ম্মের ফল-স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময়। সেই আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী; কেন-না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলা হইয়াছে; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত। কেন-না, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ভোক্তা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী; অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই বিদ্যা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও ইহার (আনন্দময়ের) অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়-মোদাদি-বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৪

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় (আনন্দ-বিশেষ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়; কেন-না, [আনন্দের মধ্যে] উহাই প্রথম। প্রিয় বস্তু-লাভে যে, হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [তাহা তাহার দক্ষিণ পক্ষ]। উক্ত হর্ষই যখন [প্রিয়বস্তুর উপভোগ দ্বারা] উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, [তাহাই উহার] উত্তর পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ সুখমাত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা; কেন-না, উহা সমস্ত সুখেই অনুস্যূত (নিয়ত সম্বদ্ধ) রহিয়াছে। আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎপন্ন উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, ব্যবহারক্ষেত্রে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ বিষয়ে বৃত্তি-

সমুৎপাদক; সেই কর্ম্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক; এই কারণে তদনুগত সুখও ক্ষণিক (অনিত্য)। তমোগুণের নিবারক তপস্যা, বিদ্যা (উপাসনা), ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই রসই অপরকে আনন্দিত করে; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইত্যাদি। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রশমনের উৎকর্ষা-নুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা হইবে (১)। ৫

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর (শ্রেষ্ঠ); যে ব্রহ্ম ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত লক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটী কোশ উল্লিখিত হইয়াছে; যাহা সেই পঞ্চ কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ দুর্বিজ্ঞেয়, এবং যাহা দ্বারা সেই কোশ-সমূহ আত্মবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পুচ্ছ-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত-প্রপঞ্চের অবসানস্থান। যেখানে আর দ্বৈত-সম্বন্ধ নাই, সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা। কেন-না, আনন্দময় আত্মাও ঐ স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-কল্পিত সমস্ত দ্বৈত জগতের অবসান-স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। সে বিষয়েও এই একটি শ্লোক আছে—॥ ॥ ৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকে "তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একোমনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনন্দে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের একটীমাত্র আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যাহারা গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক। এই-প্রকার মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ অপেক্ষা দেবগন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণ অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ,—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা৩ উ। সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ৩৩॥

সরলার্থঃ—চেৎ (যদি) [কশ্চিৎ] ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমানম্ আকাশ-কুসুমতুল্যং) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ) ভবতি; [আত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অস্তি (সৎ—বিদ্যমানম্) ইতি বেদ, ততঃ এনং (সদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মসত্ত্ববেদিনং) সন্তং (বিদ্যমানং সত্যরূপিণং) বিদুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি। যঃ (আনন্দময়ঃ), এষঃ এব তস্য পূর্ব্বস্য (বিজ্ঞানময়স্য), শারীরঃ (শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ) আত্মা। অতঃ (যস্মাদেবং, তস্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্) অনু (আচার্য্যোক্ত্য-নন্তরম্) প্রশ্নাঃ (বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ ভবন্তি)—কশ্চন (কশ্চিৎ) অবিদ্বান্ (অনাত্মজ্ঞঃ) উত (অপি) প্রেত্য (মৃত্বা) অমুং লোকং (পরমাত্মানং) গচ্ছতী (গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা প্লুতিঃ) [অথবা ন গচ্ছতি?]; আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ উত (প্রশ্নে) প্রেত্য অমুং লোকং (পরমাত্মানং) সমশ্নুতা (সমশ্নুতে ভুঙক্তে)? [অথবা ন?]।

[এতদুত্তরার্থমুপক্রমতে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ]। সঃ (পরমাত্মা)

অকাময়ত (ঐচ্ছৎ), [অহং] বহু (প্রভূতং) স্যাম্ (ভবেয়ম্), প্রজায়েয় (উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং) অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (পূর্ব্বোক্তরূপম্ আলোচ্য) ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)। [কিং তৎ ?] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি, তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্ট্বা, তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)। তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং, আকৃতি-বিশিষ্টং) চ, ত্যৎ (অমূর্ত্তং, আকৃতিরহিতং) চ, নিরুক্তং (দেশ-কালাদিবিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি উক্তং) চ, অনিরুক্তং (তদ্বিপরীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ, বিজ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং (অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং) চ অনৃতং (অসত্যং) চ [কিং বহুনা,] যৎ ইদং কিঞ্চ, [তৎ সর্ব্বং] [যস্মাৎ] সত্যং (সত্যাখ্যং ব্রহ্ম) অভবৎ, [তস্মাৎ] তৎ (ব্রহ্ম) সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন) হয় ; [কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে, আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দময় কোশই পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়ের' শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর—আচার্য্য-প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।—অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ? কিংবা প্রাপ্ত হয় না ? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ করে ? কিংবা করে না ? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর-প্রদানার্থ ভূমিকা করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—আমি বহু—অনেক-প্রকার হইব, এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

পর, তিনি তপস্যা করিলেন ; (তপস্যা অর্থই জ্ঞান বা চিন্তা)। তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন ; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি-পরিচ্ছিন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্—অসন্নেব অসৎসম এব ; যথা অসন্ অপুরুষার্থসম্বন্ধী, এবং স ভবতি অপুরুষার্থসম্বন্ধী। কোঽসৌ ? যঃ অসৎ অবিদ্যমানং ব্রহ্ম ইতি বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদ্বিপর্য্যয়েণ যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ব-বিশেষপ্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। কুতঃ পুনরাশঙ্কা তন্নাস্তিত্বে ? ব্যবহারাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি ব্রূমঃ। ব্যবহারবিষয়ে হি বাচারম্ভণমাত্রে অস্তিত্ব-ভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্যতে। যথা 'ঘটাদির্ব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন্, তদ্বিপরীতঃ অসন্' ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎ-সামান্যাদিহাপি স্যাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা। তস্মাদুচ্যতে—অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদেতি। ১

কিং পুনঃ স্যাৎ তদস্তীতি বিজানতঃ ? তদাহ—সন্তং বিদ্যমানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পরমার্থসদাত্মাপন্নম্ এনম্ এবংবিদং বিদুঃ ব্রহ্মবিদঃ। ততঃ তস্মাদস্তিত্ববেদনাৎ সঃ অন্যেষাং ব্রহ্মবদ্বিজ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা যো নাস্তি ব্রহ্মেতি মন্যতে, স সর্ব্ব-স্যৈব সন্মার্গস্য বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্য নাস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে ; ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বা-ত্তস্য। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তদ্বিপরীতঃ সন্ যঃ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, স তদ্ব্রহ্মপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-লক্ষণং শ্রদ্দধান-

তয়া যথাবৎ প্রতিপদ্যতে যস্মাৎ, ততঃ তস্মাৎ সন্তং সাধুমার্গস্থম্ এনং বিদুঃ সাধবঃ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ। ২

তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা। কোঽসৌ? য এষ আনন্দময়ঃ। তং প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঢ়-সর্ব্ববিশেষত্বাত্তু ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা যুক্তা; সর্ব্বসাম্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ। যস্মা-দেবম্, অতঃ তস্মাৎ অথ অস্য উত্তরং শ্রোতুঃ শিষ্যস্য অনুপ্রশ্নাঃ আচার্য্যোক্তিম্ অনু এতে প্রশ্নাঃ। সামান্যং হি ব্রহ্ম আকাশাদিকারণত্বাৎ বিদুষঃ অবিদুষশ্চ। অতঃ অবিদুষোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে—উত অপি অবিদ্বান্ অমুং লোকং পরমাত্মানম্ ইতঃ প্রেত্য কশ্চন, চনশব্দঃ অপ্যর্থে, অবিদ্বানপি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি? কিংবা ন গচ্ছতি? ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ প্রশ্নৌ—যদ্যবিদ্বান্ সামান্যং কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিদুষোঽপি ব্রহ্মাগমনমাশঙ্ক্যতে; অতস্তং প্রতি প্রশ্নঃ—আহো বিদ্বানিতি। উকারং চ বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ব্বস্মাৎ উত শব্দাদ্‌ব্যাসজ্য আহো ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বম্ উতশব্দং সংযোজ্য পৃচ্ছতি—উতাহো বিদ্বানিতি। ৩

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সমশ্নুতে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যলোপে চ কৃতে, অকারস্য প্লুতিঃ—সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমশ্নুতে অমুং লোকম্; কিংবা, যথা অবিদ্বান্, এবং বিদ্বানপি ন সমশ্নুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ। দ্বাবেব বা প্রশ্নৌ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ৌ; বহুবচনং তু সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরাপেক্ষয়া ঘটতে। 'অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি নাস্তীতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ। ব্রহ্মণোঽপক্ষপাতিত্বাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষ ইব বিদুষোঽপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুতে ইতি তৃতীয়োঽনুপ্রশ্নঃ। ৪

এতেষাং প্রতিবচনার্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাবদুচ্যতে। যচ্চোক্তং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি ইদমুচ্যতে। সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। উক্তং হি সদেব সত্যমিতি; তস্মাৎ সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অস্য গ্রন্থস্য? শব্দানুগমাৎ। অনেনৈব হ্যর্থেনান্বিতানি উত্তরবাক্যানি—"তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদীনি। ৫

তত্র অসদেব ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতে। কস্মাৎ? যদস্তি, তদ্বিশেষতো

গৃহ্যতে; যথা ঘটাদি। যন্নাস্তি, তন্নোপলভ্যতে; যথা শশবিষাণাদি। তথা নোপলভ্যতে ব্রহ্ম; তস্মাদ্বিশেষতোঽগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন; আকাশাদি-কারণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ; ন নাস্তি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? আকাশাদি হি সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহ্যতে; যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে; যথা ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি; তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্। অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যম্, নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত; উপলভ্যতে তু; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবম্; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। তত্র "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি শ্রুত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমন্বাচষ্টে ন্যায়তঃ। তস্মাৎ সদেব ব্রহ্মেতি যুক্তম্। ৬

তদ্ যদি মৃদ্বীজাদিবৎ কারণং স্যাৎ, অচেতনং তর্হি। ন; কাময়িতৃত্বাৎ। নহি কাময়িতৃ অচেতনমস্তি লোকে। সর্ব্বজ্ঞং হি ব্রহ্মেত্যবোচাম; অতঃ কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ। কাময়িতৃত্বাদস্মদাদিবদনাপ্তকামমিতি চেৎ; ন, স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাত্মভূতত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে; তেষান্তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ; অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। যথা অন্যেষামনাত্মভূতা ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকারণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ। কিংতর্হি? স্বাত্মনোঽনন্যাঃ। তদেতদাহ—সোঽকাময়ত। ৭

স আত্মা, যস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্। কথমেকস্যার্থান্তরাননুপ্রবেশে বহুত্বং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রজায়েয় উৎপদ্যেয়। নহি পুত্রোৎপত্তেরিবার্থান্তরবিষয়ং বহুভবনম্। কথং তর্হি? আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্ত্যা। যদা আত্মস্থেঽনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঽপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে। তদেতন্নামরূপব্যাকরণং ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্যথা নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরুপপদ্যতে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্যাল্পত্বং বহুত্বঞ্চ বস্ত্বন্তরকৃতমেব। অতঃ তদ্দ্বারেণৈবাত্মা বহু ভবতি। নহি আত্মনোঽন্যদনাত্ম-ভূতং তৎপ্রবিভক্তদেশকালং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা বস্তু বিদ্যতে। অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈবাত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে

তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্তু এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপাধিভ্যাং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশব্দার্থাদি-সর্ব্বসংব্যবহারভাগ্ ব্রহ্ম। ৮

স আত্মা ঐবংকামঃ সন্ তপোঽতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব তপসঃ। তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়ামালোচনামকরোদাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচ্য তপস্তপ্ত্বা প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ যথানুভবং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈরনুভূয়মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্, তদিদং জগৎ সৃষ্ট্বা কিমকরোদিতি? উচ্যতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অনুপ্রাবিশদিতি। ৯

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কথমনুপ্রাবিশদিতি। কিম্, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনানু-প্রাবিশৎ? উত অন্যেনেতি? কিংতাবদ্ যুক্তম্? ক্ত্বাপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা, স এবানুপ্রাবিশদিতি। ননু ন যুক্তং মৃদ্বচ্চেৎ কারণং ব্রহ্ম,'তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোঽপ্রবিষ্টস্যৈব কার্য্যোৎপত্তেরূর্দ্ধং পৃথক্কারণস্য পুনঃ প্রবেশোঽনুপপন্নঃ। ন হি ঘটপরিণামব্যতিরেকেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোঽস্তি। যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা মৃদোঽনুপ্রবেশঃ, এবমনেনাত্মনা নামরূপ-কার্য্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ; শ্রুত্যন্তরাচ্চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি। নৈবং যুক্তম্, একত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। মৃদাত্মনস্তু অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যুক্তো ঘটে মৃদশ্চূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, মৃদশ্চূর্ণস্য অপ্রবিষ্টদেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ প্রবেশ উপপদ্যতে। কথং তর্হি প্রবেশঃ স্যাৎ? যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ—"তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি। ১০

সাবয়বমেবাস্তু তর্হি; সাবয়বত্বাৎ মুখে হস্তপ্রবেশবৎ নামরূপকার্য্যে জীবাত্ম-নানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চেৎ, ন; অশূন্যদেশত্বাৎ। নহি কার্য্যাত্মনা পরিণতস্য নামরূপকার্য্যদেশব্যতিরেকেণাত্মশূন্যঃ প্রদেশোঽস্তি, যৎ প্রবিশেজ্জীবাত্মনা। কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহ্যাৎ; যথা ঘটো মৃৎপ্রবেশে ঘটত্বং জহাতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ শ্রুতের্ন কারণানুপ্রবেশো যুক্তঃ। কার্য্যান্তরমেব স্যাদিতি চেৎ—তদেবানুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মরূপং কার্য্যং নামরূপ-পরিণতং কার্য্যান্তরমেবাপদ্যত ইতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটান্তর-মাপদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। জীবস্য নামরূপকার্য্যব্যতিরেকানুবাদিন্যঃ

শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্ ; তদাপত্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ। নহি যতো মুচ্যমানঃ, তদেবাপদ্যতে ; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্ব্বদ্ধস্য তস্করাদেঃ। ১০

বাহ্যান্তর্ভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম শরীরাদ্যাধারত্বেন তদন্তর্জীবাত্মনা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ ; বহিষ্ঠস্য প্রবেশোপপত্তেঃ। নহি যো যস্যান্তঃস্থঃ, স এব তৎপ্রবিষ্ট উচ্যতে। বহিষ্ঠস্যানুপ্রবেশঃ স্যাৎ, প্রবেশশব্দার্থস্যৈবং দৃষ্টত্বাৎ—যথা গৃহং কৃত্বা প্রাবিশদিতি। জলসূর্য্যকাদি-প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ। পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যান্যস্যান্যত্র প্রসাদস্বভাবকে জলাদৌ সূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ স্যাৎ, ন ত্বাত্মনঃ ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতি-বিম্বাধার-বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ। ১১

এবং তর্হি নৈবাস্তি প্রবেশঃ ; ন চ গত্যন্তরমুপলভামহে, "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোঽতীন্দ্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্। নচাস্মাদ্বাক্যাদ্ যত্নবতামপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। হন্ত তর্হি অনর্থকত্বাদপোহ্য-মেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি ; অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে চর্চ্চা ? প্রকৃতো হ্যন্যো বিবক্ষিতোঽস্য বাক্যস্যার্থোঽস্তি ; স স্মর্ত্তব্যঃ—"ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্ ; প্রকৃতং চ তৎ। ব্রহ্মস্বরূপানুগমায় চ আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতম্ ; ব্রহ্মাবগমশ্চারব্ধঃ। তত্র অন্নময়াদাত্মনোঽন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তদন্তর্মনোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ ; তত্র চানন্দময়ো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেণ-আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্ব্বিকল্পোঽ-স্যামেব গুহায়ামধিগন্তব্য ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে। ১২

নহি অন্যত্রোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষত্বাৎ ; বিশেষসম্বন্ধো হি উপলব্ধিহেতু-র্দৃষ্টঃ—যথা রাহোশ্চন্দ্রার্কবিশেষসম্বন্ধঃ। এবম্ অন্তঃকরণ-গুহাত্মসম্বন্ধো ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সন্নিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণস্য। যথা চ আলোক-বিশিষ্ট-ঘটাদ্যুপলব্ধিঃ,এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্মোপলব্ধিঃ স্যাৎ ; তস্মাদুপলব্ধি-হেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি প্রকৃতমেব। তদ্বৃত্তিস্থানীয়ে ত্বিহ পুনঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং বুদ্ধৌ দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ মন্তৃ বিজ্ঞাত্রিত্যেবং বিশেষবদুপ-

লভ্যতে। স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি তৎকারণং ব্রহ্ম। অস্তিত্বাদস্তীত্যে-বোপলব্ধব্যং তৎ। ১৩

তৎ কার্য্যমনুপ্রবিশ্য; কিম্? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ। মূর্ত্তামূর্ত্তে হি অব্যাকৃতে নামরূপে আত্মস্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে। তে আত্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি কৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিরুক্তং নাম নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল-বিশিষ্টতয়া ইদং তদিত্যুক্তম্; অনিরুক্তং তদ্বিপরীতম্; নিরুক্তানিরুক্তে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্যচ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। তথা নিলয়নং চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ম্ আশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ; অনিলয়নং তদ্বি-পরীতম্ অমূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ। ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মত্বেঽপি ব্যাকৃতবিষয়া-ণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাদ্যনিরুক্তং তদেবানিলয়নঞ্চ। অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্য ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেবৈতানি। বিজ্ঞানং চেতনম্; অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণাদি। ১৪

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ; ন পরমার্থসত্যম্; একমেব হি পরমার্থ-সত্যং ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যমুচ্যতে। অনৃতং চ তদ্বিপরীতম্। কিং পুনঃ? এতৎ সর্ব্ব-মভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম্; কিং পুনস্তৎ? ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতত্বাৎ। ১৫

যস্মাৎ সৎ-ত্যদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তধর্ম্মজাতং যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকার-জাতম্ একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপ-বিকারস্য, তস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। ১৬

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নঃ প্রকৃতঃ; তস্য প্রতিবচনবিষয়ে এতদুক্তম্ "আত্মাকাময়ত বহু স্যাম্" ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্য্যং সৎত্যদাদিলক্ষণং সৃষ্ট্বা তদনু-প্রবিশ্য, পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ বহুভবৎ; তস্মাত্তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যস্থং পরমে ব্যোমন্ হৃদয়গুহায়াং নিহিতং তৎপ্রত্যয়াবভাসবিশেষেণোপলভ্যমান-মস্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে ব্রাহ্মণোক্তে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পূর্ব্বেষন্নময়াদ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি, এবং সর্ব্বান্তর-তমাত্মাস্তিত্বপ্রকাশকোঽপি মন্ত্রঃ কার্য্যদ্বারেণ ভবতি॥ ১॥ ৩৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাঃ ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই লোক] অসৎই—অসতেরই তুল্য; অসৎ

মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর— যাহা সর্ব্ববিধ বিকার বা সর্ব্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি 'অস্তি' (সৎ) বলিয়া জানে—। ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা বলি, ব্রহ্মের ব্যবহারাতীতত্বই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যারব্ধ বিকার বস্তুকেই 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া জানে; তাদৃশ সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্ব্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ যতক্ষণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততক্ষণই 'সৎ' রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থায় (ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায়) অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সাম্যানুসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' বলা হইতেছে। ১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানের ফলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের ন্যায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সৎপথেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক 'ব্রহ্ম অস্তি' (সৎ) এইরূপ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় সৎ-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ 'সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে। ২

ইহাই, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কে? না, যাঁহা এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বিধায় তাঁহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শঙ্কা যুক্তিযুক্তই

বটে। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া শ্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর কারণবিধায় বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি [প্রথম প্রশ্নে] আশঙ্কিত হইতেছে, কোন অবিদ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' পদে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই দুইটী কথায় চারিটি প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না।] বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [প্রশ্নের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্ব্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্বান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্বান্' ইতি। পূর্ব্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্ত্তী 'উ' এই দুইটি অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের অগ্রে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্বান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্‌ও আত্মলোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের ফলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জানে' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্বান্ লোকও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্‌ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আর একটী প্রশ্ন হইল বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্ত্তী

গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই বলা হইতেছে। এই যে, আপত্তি করা হইয়াছিল—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে,—তাহার 'সত্ত্ব'-(অস্তিত্ব) কথন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে। কেন-না, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য ; সুতরাং ব্রহ্মের 'সত্ত্ব' নির্দ্ধারণেরই সত্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে ? [উত্তর,] ঐরূপ অর্থানুগত শব্দ হইতেই উহা [বুঝা যায়]। দেখ, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন' ইত্যাদি। ৫

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। কারণ ? [কারণ এই যে] যাহা 'অস্তি' [সৎ], তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে ; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু। আর যাহা নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না ; যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মও উপলব্ধি-গোচর হন না ; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ। না, তাহা নহে ; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্ব্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না ; অতএব] ব্রহ্ম অসৎ নহে। কারণ ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জন্য পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই (সৎরূপেই) দৃষ্ট হয় ; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য। জগতে অসৎ (অবিদ্যমান) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি নাম-রূপময় এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত ; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না ; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে ; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কার্য্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সম্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেরূপে ত কখনও প্রতীত হয় না ; অতএব ব্রহ্ম সৎ। বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ?' ইত্যাদি অপর শ্রুতি ত যুক্তি দ্বারাই অসৎ

হইতে সদুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত। ৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজের ন্যায় জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পড়েন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু তিনি কাময়িতা (কামনা করেন)। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ (চেতন), সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন; না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন-না, তিনি স্বতন্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেরূপ প্রবর্ত্তক হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আত্মভূত; সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দ্দোষ); সেই সমুদয়ের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না; পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকাও ইহার অপর হেতু; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশেষ এবং পুণ্য-পাপানুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনান্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিপ্রকার? না, ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অনতিরিক্ত); 'সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। ৭

['সঃ অকাময়ত' বাক্যের] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কামনা করিলেন—। কি প্রকার? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটী বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় অন্য বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম ও রূপসমূহ অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করাই তাঁহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত

অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে, নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্তি-সাধন, ইহাই ব্রহ্মের বহুভবন, অন্য প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের কখনই বহুত্ব বা অল্পত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অল্পত্ব বা বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই বহু হইয়া থাকেন, [স্বরূপতঃ নহে]। কেন-না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্মভূত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্ত্তী ভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারাই আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আত্মলাভই করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। 'তপঃ' শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে. কেন-না, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপঃ'। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপ্তকাম (পূর্ণকাম); সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার তপস্যা করা সম্ভবও হয় না। 'তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন' অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

---

(১) তাৎপর্য্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদয় বিষয় সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু। কেন-না, ফেন-তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদয় যেরূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ কখনই ফেন-তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন, এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মলাভ করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু।

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্যাঁ, বলা হইতেছে,—নিজের সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। ৯

অতঃপর, তিনি যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন? অথবা অন্যরূপে? ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত? [উত্তর—] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্ত্তৃকতা-বোধক) 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বা) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না।

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; কেন-না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই যখন কারণাত্মক (উপাদান—কারণস্বরূপ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না। কেন-না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না। যদি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নামরূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে (বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্য শ্রুতিও আছে—যথা—'এই জীবাত্মারূপে [পঞ্চভূতের মধ্যে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া' ইত্যাদি।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম (অখণ্ড বস্তু); মৃত্তিকা কিন্তু এক নহে—অনেকাত্মক এবং সাবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়; বিশেষতঃ মৃত্তিকাচূর্ণের অপ্রবিষ্ট স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। অতএব তাঁহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না। ভাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি।

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে মুখে হস্ত-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-সঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই। কেন-না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্ম-শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে। কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে। যেমন ঘট যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কার্য্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থ ই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপ অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন-না, একটি ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না। অভিপ্রায় এই যে, দুইটী ঘটই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যস্বরূপ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটীতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি-বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নাম-রূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না। কারণ, যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে পারে না। ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং তদন্তর্বর্ত্তী আধেয় (আশ্রিত) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। কেন-না, যে যাহার অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আবার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যাইতে পারে না। বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে; কারণ, ব্যবহার-

ক্ষেত্রে প্রবেশশব্দের ঐরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, জলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্ভিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অমূর্ত্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিম্বাধার অপর বস্তু না থাকায় প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রবেশ করা যুক্তিসম্মতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই; এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্য কোন পথ ত দেখা যায় না। শ্রুতিই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অথচ উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এই শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থ ই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ' এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অন্যপ্রকার। অস্থানে এরূপ চর্চ্চার আবশ্যক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত) অন্যপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থ ই এখানে স্মরণ করিতে হইবে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন,' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', 'গুহানিহিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মানুভূতির কথাও আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'অন্নময় আত্মারও অন্তরস্থ অন্য আত্মা প্রাণময়, তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়' ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বা-পেক্ষা বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অনুমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্দ্ধমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই শ্রুতি-কথিত সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষরূপে এই গুহামধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, এই গূঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্নিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে। ১২

হৃদয়-গুহার অন্যত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অনুভব হয় না বা হইতে পারে না; কেন-না, ব্রহ্ম স্বরূপতই নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্ব্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয়; অতএব বিশেষণ-সংবন্ধই নির্ব্বিশেষ পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান; কারণ, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন। যেমন আলোক-সংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক সংযোগে আত্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিগুহায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে)। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি বা ব্যাখ্যাস্থানীয় এই শ্রুতিতে পুনর্ব্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এইরূপে আকাশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ [কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে]। অতএব নিশ্চয়ই কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে (অসৎরূপে নহে)। ১৩

ভাল, তিনি কার্য্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [করিলেন]? তিনি সৎ—মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ—অমূর্ত্ত হইলেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা সেই মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থগুলি কস্মিন্‌কালে বা কোন স্থানেও আত্মার সহিত বিযুক্ত নহে; এই অভিপ্রায়েই 'আত্মা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন' বলা হইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত [হইলেন]। নিরুক্ত অর্থ—যাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' (ইহা সেই বস্তু) বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তাহা)। এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটীও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বিশেষণ। 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ

যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 'নিলয়ন' ও 'অনিলয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ—নীড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম আর অনিলয়ন অর্থ—নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব), তাহাও অমূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব। 'ত্যৎ', 'অনিরুক্ত' ও 'অনিলয়ন' এই তিনটি অমূর্ত্তপদার্থের ধর্ম্ম হইলেও, [বুঝিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নাম-রূপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম্ম ; কেন-না, উক্ত ধর্ম্মগুলি সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ—চেতন ; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষাণ প্রভৃতি। ১৪

'সত্য' অর্থ—এখানে ব্যবহারিক সত্য ; কেন-না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে ; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যবহারিক সত্য)। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য ; ইহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র ; যেমন মৃগতৃষ্ণার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে, (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত' অর্থ—উক্ত-প্রকার সত্যের বিপরীত। আর কি ? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটী কে ? না, ব্রহ্ম ; কারণ, 'সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৫

যেহেতু সৎপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তধর্ম্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, এবং যেহেতু নাম-রূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই, সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে, 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি। তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্ত্তামূর্ত্তম্) আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীভূত ও কার্য্য-প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম ব্যোমপদবাচ্য হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন ; এবং তদ্বিষয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন ; অতএব তাঁহাকে 'অস্তি'

(সৎ—সত্য) বলিয়াই জানিবে। এই ব্রাহ্মণভাগে যে বিষয় কথিত হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্ব্বান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাপেক্ষাও অন্তস্থ আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে; কার্য্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১) ॥১॥৩৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন-দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽ-মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার জন্য আরব্ধ; সুতরাং ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রেও তাহা থাকা আবশ্যক। এইজন্য ব্রাহ্মণভাগে কোন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুরূপ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীয় ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত; সুতরাং এতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অনুচিত হয় নাই।

সরলার্থঃ।—ইদং (প্রত্যক্ষগোচরং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং), অসৎ (অনভিব্যক্ত-নামরূপতয়া অবিদ্যমানকল্পম্ ব্রহ্মস্বরূপম্) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাকৃতম্) অজায়ত (উৎপন্নম্)। তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকুরুত (আত্মানমেব সদ্রূপং কৃতবৎ); তস্মাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে [ঋষিভিঃ] ইতি। যৎ তৎ সুকৃতং, সঃ (তৎ সুকৃতং) বৈ (এব) রসঃ (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ)। অয়ং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধা (প্রাপ্য) আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে (গুহারূপে হৃদয়াকাশে নিহিতঃ) এষ (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন স্যাৎ (নৈব ভবেৎ), [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (অপানবায়ুচেষ্টাং কুর্য্যাৎ), কঃ হি এব প্রাণ্যাৎ (প্রাণচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ), [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) এষঃ (গুহাহিত আত্মা) এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ)। এষঃ (জীবঃ) এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃশ্যে (দর্শনাতীতে) অনাত্ম্যে (অশরীরে) [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্ব্বচনীয়ে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্ব্বপ্রকার-বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অভয়ং (সংসারভয়রহিতং যথা স্যাৎ, তথা) প্রতিষ্ঠাং (আত্মভাবেন স্থিতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ) অভয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি [তদা ভয়হেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ]। [পক্ষান্তরে] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্ (আত্মনি) অরম্ (অল্পং) উৎ (অপি) অন্তরং (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, অথ (তদ্ভেদদর্শনানন্তরং) তস্য (ভেদদর্শিনঃ) অমন্বানস্য (অবিবেকিনঃ) বিদুষঃ (আত্মভেদং বিজানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম) এব তু (পুনঃ) ভয়ং (ভয়কারণং) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়েঽপি) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত-নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই সৎ নাম-রূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশে নিহিত এই

আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন্ লোক অপান-ক্রিয়া করিত? কোন্ লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় (সর্ব্ব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমানুবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপবিশেষ-বিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে; ন পুনরত্যন্তমেবাসৎ। ন হ্যসতঃ সজ্জন্মাস্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ব্যাকৃতং জগৎ; অগ্রে পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ, ব্রহ্ম এবাসচ্ছব্দবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজায়ত উৎপন্নম্। কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্য্যমিতি—পিতুরিব পুত্র? নেত্যাহ। তৎ অসচ্ছব্দবাচ্যং স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ ব্রহ্মৈব সুকৃতং স্বয়ং কর্তৃ উচ্যতে। স্বয়ং কর্তৃ ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে, সর্ব্ব-কারণত্বাৎ। যস্মাদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনা, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং সুকৃতমুচ্যতে। সর্ব্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃত-শব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধং লোকে। যদি পুণ্যং যদি বান্যৎ, সা প্রসিদ্ধির্নিত্যে চেতন-কারণে সত্যুপপদ্যতে। তস্মাদস্তি ব্রহ্ম সুকৃতপ্রসিদ্ধেরিতি। ১

ইতশ্চাস্তি। কুতঃ? রসত্বাৎ। কুতো রসত্বপ্রসিদ্ধির্ব্রহ্মণঃ? ইত্যত আহ—যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ। রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো মধুরাম্লাদিঃ প্রসিদ্ধো লোকে। রসমেব হি খল্বয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি। নাসত আনন্দ-হেতুত্বং দৃষ্টং লোকে। বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ, নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাম্। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দকারণং রসবদ্ ব্রহ্ম।২

ইতশ্চাস্তি ; কুতঃ ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ। অয়মপি হি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ কার্য্যকরণৈর্নির্ব্বর্ত্ত্যমানা দৃশ্যন্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং নান্তরেণ চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্যত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে ব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যাৎ ন ভবেৎ, কো হ্যেব লোকে অন্যাদপানং চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং বা কুর্য্যাৎ ; তস্মাদস্তি তদ্‌ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকস্য। কুতঃ ? এষ হ্যেব পর আত্মা আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্। স এবাত্মানন্দরূপোঽবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ। ৩

ভয়াভয়হেতুত্বাদ্বিদ্বদবিদুষোরস্তি তদ্‌ব্রহ্ম। সদ্‌বস্ত্বাশ্রয়ণেন হ্যভয়ং ভবতি ; নাসদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। কথমভয়হেতুত্বমিতি ? উচ্যতে—যদা হ্যেব যস্মাদেষ সাধক এতস্মিন্ ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে ? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্বিকারস্য ; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যম্ অবিকার ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নদৃশ্যে অবিকারেঽবিষয়ভূতে, অনাত্ম্যে অশরীরে ; যস্মাদদৃশ্যম্, তস্মাদনাত্ম্যং, যস্মাদনাত্ম্যং তস্মাদনিরুক্তম্ ; বিশেষো হি নিরুচ্যতে ; বিশেষশ্চ বিকারঃ ; অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং, তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ। অভয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্মভাবং বিন্দতে লভতে। ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাত্বস্য ভয়হেতোরবিদ্যাকৃতস্যাদর্শনাদভয়ং গতো ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হ্যসৌ যদা ভবতি, তদা নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অন্যস্য হ্যন্যতো ভয়ং ভবতি, নাত্মত এবাত্মনো ভয়ং যুক্তম্ ; তস্মাদাত্মৈবাত্মনোঽভয়কারণম্। সর্ব্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সৎসু ভয়হেতুষু ; তচ্চাযুক্তম্ অসতি ভয়ত্রাণে ব্রহ্মণি। তস্মাৎ তেষামভয়দর্শনাদস্তি তদভয়কারণং ব্রহ্মেতি। ৫

কদা অসৌ অভয়ং গতো ভবতি সাধকঃ ? যদা নান্যৎ পশ্যতি, আত্মনি চ অন্তরং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভয়ং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াং, হি যস্মাৎ এষঃ অবিদ্যাবান্ অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং বস্তু তৈমিরিক-দ্বিতীয়-চন্দ্রবৎ পশ্যতি আত্মনি চৈতস্মিন্ ব্রহ্মণি, উত অপি,

অন্তরং অল্পমপি, অন্তরং ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে ; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্ ; অল্পমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ। অথ তস্মাৎ ভেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তস্য ভেদদর্শিনঃ, আত্মনো ভয়ং ভবতি। তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ। তদেতদাহ— তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদুষঃ—ঈশ্বরোঽন্যঃ মত্তঃ, অহমন্যঃ সংসারীত্যেবং বিদুষঃ ভেদদৃষ্টমীশ্বরাখ্যং তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তরং কুর্ব্বতঃ ভয়ং ভবতি একত্বেনামন্বানস্য। তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোঽয়ম্ একমভিন্নমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি।৬

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাদ্ধি উচ্ছেদ্যাভিমতস্য ভয়ং ভবতি ; অনুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-হেতুঃ ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদ্যে ন তদ্দর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্। সর্ব্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে। তস্মাৎ জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নূনং তদস্তি ভয়-কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেদ্যাত্মকম্, যতো জগদ্বিভেতীতি। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ' ইতি। এখানে 'অসৎ' পদে বিশেষ বিশেষরূপে নাম-রূপাভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাই-তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ—অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। 'ইদম্' পদের অর্থ -বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাভিব্যক্ত স্থূল জগৎ। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এক ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাল কথা, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, পৃথক্ নহেন ; সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে (ব্যাকৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু সেই ব্রহ্ম 'সুকৃত' স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা, যেহেতু তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও তিনি কারণ ; [পুণ্যের নাম সুকৃত ;] সেই কারণে তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্ম্মরাশিই 'সুকৃত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'সুকৃত' পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তদ্ভিন্নই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।১

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন্ কারণে? যেহেতু তিনি রস-স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সুকৃত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্দ্ধক মধুর অম্ল প্রভৃতি পদার্থই জগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। জগতে অসৎ পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্বাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস-স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্।২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণাদির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন) করিয়া থাকে। এইরূপে কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কথনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হৃদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে কোন্ লোক অপান-চেষ্টা করিত? কেই বা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, যাঁহার জন্য এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যেহেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র।৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন-না, জীব সদ্বস্তুর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয়-রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল, ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ

যে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন-না, দর্শনের জন্যই বিকারের [সৃষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, তিনি অনাত্ম্য শরীররহিত;—যেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাত্ম্য; যেহেতু অনাত্ম্য, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম তদ্বিপরীত অবিকার; কেন-না, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জন্য পদার্থের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যবোধ) লাভ করেন। শ্রুতির 'অভয়' পদটী 'প্রতিষ্ঠা' ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা 'অভয়াং' এইরূপে লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিদ্যাকৃত নানাত্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাঁহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু অনুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয়-নিবৃত্তির) কারণ। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান থাকিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই ভয়নিবারক না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐপ্রকার নির্ভয়ভাব যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি-দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন? যখন অন্য বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে

অতি অল্পমাত্রও অন্তর—ছিদ্র অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করেন—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন ; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই (নিজেই) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্যমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্ট (ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন ; কেন-না, সে লোক ঈশ্বরকে এক—অভিন্নরূপে চিন্তা করেন না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে অপৃথক্) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ব্যবহারক্ষেত্রে] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে। ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ্য (বিনাশযোগ্য) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ; কেননা, জগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নির্ম্মূলতা-সাধন অসম্ভব। কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগদ্ব্যাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, যাহা স্বরূপতঃ অনুচ্ছেদ্য, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটী আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ ॥১॥৩৫॥

স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণা-মানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানা-মানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানা-মানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রি-য়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৩॥৩৮॥

সরলার্থঃ—বাতঃ (বায়ুঃ) অস্মাৎ (ব্রহ্মণঃ) ভীষা (ভয়েন) পবতে (প্রবহতি) ; সূর্য্যঃ [অস্মাৎ] ভীষা উদেতি। অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমঃ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি (স্বস্বকর্ম্মসু সত্বরো ভবতীত্যর্থঃ)। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ।

[অস্য ব্রহ্মণঃ] আনন্দস্য এষা (বক্ষ্যমাণপ্রকারা) মীমাংসা (বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ) ভবতি। [তদ্‌যথা] যুবা (প্রথমবয়স্কঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। [তত্রাপি] সাধু-যুবা (সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবাপি কশ্চিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি),—তথা অধ্যায়কঃ (অধ্যয়ন-শীলঃ,) আশিষ্ঠঃ (অতিশয়েন আশাস্তা, আশুকারী বা), দৃঢ়িষ্ঠঃ (অতিশয়েন

দৃঢ়কায়ঃ), বলিষ্ঠঃ অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্যাৎ]। তস্য (যথোক্তস্য যূনঃ) [যদি] বিত্তস্য (বিত্তেন ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী স্যাৎ (স যদি সম্রাট্ স্যাদিত্যাশয়ঃ)। [তস্য যঃ আনন্দঃ] সঃ মানুষঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী) একঃ (পূর্ণঃ) আনন্দঃ [ভবতি]। যে তে (যথোক্তাঃ) মানুষাঃ (মনুষ্য-সম্বন্ধিনঃ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাং (যে মনুষ্যাতো গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবগন্ধর্ব্বানাং (দেবাশ্চ তে গন্ধর্ব্বাশ্চ, তেষাম্) অকামহতস্য (কামনা-বিহীনস্য) শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাং (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব লোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৃণাং, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) আজানজানাং (আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং) দেবানাম্ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্ম্মদেবানাম্ দেবানাং—যে কর্ম্মণা (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রাদিনা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি); [তেষাম্] অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। কর্ম্মদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবানাং (ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যকানাং হবির্ভুজাং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) ইন্দ্রস্য (দেবরাজস্য) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। ইন্দ্রস্য যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্রহ্মণঃ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্য চ একঃ আনন্দঃ॥ ১—৪। ৩৫—৩৮॥

মূলানুবাদ—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে।

[ইহা কি ? না, মনে কর, কোন লোক যদি] বয়সে যুবা—শুধু যুবা নহে, সাধু যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেষ্টা, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত থাকে ; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটী আনন্দ। শত-গুণিত যে সেই মানুষ আনন্দ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-গণের এক আনন্দ। আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের (যাহারা মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, তাহাও দেব-গন্ধর্ব্বগণের (যাঁহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) এক আনন্দ। সেই যে, দেব-গন্ধর্ব্বগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী লোকবাসী পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই আবার কর্ম্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়-গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের

(১) অগ্নিস্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না। এই কারণে ঐ লোকবাসী পিতৃগণকে 'চিরলোক-লোকানাং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মার) ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্কামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে॥ ১—৪। ৩৫—৩৮।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্—ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্য্যেষ্বায়াসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে; তদ্‌যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশাস্তৃ ব্রহ্ম। যতস্তে ভৃত্যা ইব রাজ্ঞঃ অস্মাদ্‌ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্ত্তন্তে। তচ্চ ভয়কারণমানন্দং ব্রহ্ম। তস্যাস্য ব্রহ্মণ আনন্দস্যৈষা মীমাংসা বিচারণা ভবতি। কিমানন্দস্য মীমাংস্যমিতি? উচ্যতে—কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, অহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ? ইত্যেবমেষা আনন্দস্য মীমাংসা। ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃষ্টঃ। স য এষ নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্মানন্দানুগমার্থম্। অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোঽনুগন্তুং শক্যতে। লৌকিকোঽপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা; অবিদ্যয়া তিরস্ক্রিয়মাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্যমাণায়াং চাবিদ্যায়াং ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ম্মবশাদ্‌যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসম্বন্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেঽনব-স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদ্যতে; স এবাবিদ্যাকামকর্ম্মাপকর্ষেণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদ্যুত্তরোত্তর-ভূমিষু অকামহতবিদ্বচ্ছ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো বিভাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎ-কর্ষেণ, যাবদ্ধিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণ আনন্দ ইতি। ২

নিরস্তে ত্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিদ্যয়া স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক আনন্দোঽদ্বৈতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নাহ—যুবা প্রথমবয়াঃ; সাধুযুবেতি সাধুশ্চাসৌ যুবা চেতি যূনো বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, অতোবিশেষণং যুবা স্যাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ আশাস্তৃতমঃ; দৃঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ; বলিষ্ঠঃ বলবত্তমঃ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী উর্ব্বী সর্ব্বা বিত্তস্য বিত্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্থেন অদৃষ্টার্থেন চ কর্ম্মসাধনেন সম্পন্না পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ। তস্য চ য আনন্দঃ, স একো মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ,

স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্টঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দো ভবতি। মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাদগন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাঃ। তে হ্যন্তর্ধানাদিশক্তিসম্পন্নাঃ সূক্ষ্মকার্য্যকরণাঃ; তস্মাৎ প্রতিঘাতাল্পত্বং তেষাং দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ। ততোঽপ্রতিহন্যমানস্য প্রতিকারবতো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বস্য স্যাচ্চিত্তপ্রসাদঃ। তৎপ্রসাদবিশেষাৎ সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ। এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যাঃ ভূমেরুত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষ উপপদ্যতে। ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহ্যেতে। তে হ্যবিশিষ্টে সর্ব্বত্র। অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে; অতঃ অকামহতগ্রহণং, তদ্বিশেষতঃ শতগুণ-সুখোৎকর্ষোপলব্ধেঃ অকামহতত্বস্য পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ৪

দেবগন্ধর্ব্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৄণাং বিশেষণম্। চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৄণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি। আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, স্মার্ত্তকর্ম্মবিশেষতো দেবস্থানেষু জাতাঃ। কর্ম্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিযন্তি। দেবা ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধবির্ভুজঃ। ইন্দ্রস্তেষাং স্বামী; তস্য চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। প্রজাপতিঃ বিরাট্ ত্রৈলোক্যশরীরো ব্রহ্মা সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী। ৫

যত্রৈতে আনন্দভেদা একতাং গচ্ছন্তি, ধর্ম্মশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ং যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈষ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়েণ অবৃজিনেন অকামহতেন চ সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। তস্মাদেতানি ত্রীণি সাধনানীত্যবগম্যতে। তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু উৎকৃষ্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্য। অকামহতত্ব-প্রকর্ষতশ্চোপলভ্য-মানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যস্য পরমানন্দস্য মাত্রা একদেশঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স এষ আনন্দঃ, যস্য মাত্রা সমুদ্রাম্ভস ইব বিপ্রুষঃ প্রবিভক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ, —স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ; আনন্দানন্দিনোশ্চাবিভাগোঽত্র॥

১—৪ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বায়ু ইহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [স্ব স্ব কার্য্যে] ধাবিত হইতেছেন। [এখানে বাত ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, এইজন্য মৃত্যুকে 'পঞ্চম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণাদি কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারাও (বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি ব্যবহারিক আনন্দের ন্যায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত? অথবা স্বাভাবিক? এই প্রকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে 'মীমাংসা' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। ১

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে যাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারা যায়; কেন-না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিদ্যা ও কাম কর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে পর,

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্মা বা বুদ্ধি হয় বিষয়ী, আর বাহ্য বা আন্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ীর সহিত যখন ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটী আত্মার বিষয় না হয়,

সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীবগণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্কাম) বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ২

অবিদ্যাকৃত বিষয়-বিষয়িভাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিদ্যা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অদ্বিতীয় স্বাভাবিক আনন্দ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টী বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক যুবা—প্রথম-বয়স্থ, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে; এইজন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু যুবা নহে—সাধু যুবা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন যুবা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও আশিষ্ঠ অর্থাৎ শাসনসমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসাধন ও কর্ম্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়। তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [বলিয়া গৃহীত হইতে পারে]। মনুষ্যসম্পর্কিত সেই যে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের।

যাঁহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা অন্তর্ধান (অদৃশ্য হওয়া) প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের বাধাবিঘ্ন খুবই কম; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্ট। সেই কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাঁহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ চিত্ত-

ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না, কাজেই আমাদের আনন্দ বিষয়-বিষয়িভাবসম্বন্ধসম্ভূত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকিজনের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

প্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা (মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাদি অবস্থা) অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে। ৩

প্রথমে যে, 'অকামহতত্ব' বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা শ্রোত্রিয় (১), তাহারা স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত; সুতরাং তাহাদের আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব্ব পৃথিবীশ্বর সার্ব্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম নহে। এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্ব্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয়; এই কারণে প্রথমে 'অকামহত' শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ 'সাধু যুবা' ও 'অধ্যায়ক' শব্দ দ্বারা তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্ব্বত্র ঐ দুইটী ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে,[কিন্তু কামনা-রহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না, এই জন্যই শ্রোত্রিয়কে 'অকামহত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য অকামহতত্ব যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থ এখানে 'অকামহত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যের অপরাপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪

যাহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। 'চিরলোক-লোকানাং' (চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অল্পকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। 'আজান' অর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ—যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাঁহারা উপাসনারহিত কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'কর্ম্মদেব' নামে অভিহিত। 'দেব' শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী (যজ্ঞভাগ-

---

(১) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটী কল্পসূত্রের সহিত কিংবা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত।

ভোজী) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাঁহাদের অধিপতি, বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মা। তিনি সমস্ত সংসার-মণ্ডলব্যাপী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা। নিষ্পাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব ধর্ম্ম নিয়ত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবৃজিন হইতে হয়; সুতরাং এই দুইটী ধর্ম্ম সহচর; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায় ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্ত্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার 'অন্যান্য ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [বলিয়া গণ্য] হয়, সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর দ্বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—৪॥ ৩৫—৩৮।

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাঁল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ-

---

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট; রুদ্র এগার; আদিত্য দ্বাদশ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

সংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামষ্টমোঽনুবাকঃ ॥৮॥

সরলার্থঃ—অথেদানীং মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে 'যশ্চায়ম্' ইত্যাদিনা। [যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ;] সঃ যঃ (প্রসিদ্ধঃ) চ (অপি) অয়ং (স্বয়ং প্রকাশমানঃ) পুরুষে (পঞ্চকোষাত্মকে) [ব্রহ্মপুচ্ছত্বেন উক্তঃ], যঃ (বিদুষাম্ অপরোক্ষঃ) চ (অপি) অসৌ (অস্মদ্বিধানাং পরোক্ষঃ) আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলে)। সঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ) একঃ (পুরুষে আদিত্যে চ বর্ত্তমানোঽপি বাস্তবভেদরহিতঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লোকঃ) এবংবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্ত্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিব্যাঃ) প্রেত্য (আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্যঃ সন্) এতম্ অন্নময়ম্ (অন্নবিকারাত্মকম্) আত্মানম্ (আত্মত্বেনোপকল্পিতম্) উপসংক্রামতি (সর্ব্বং স্থূলভূতম্ অন্নময়ম্ আত্মানং পশ্যতি) তথা মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। [অথ সর্ব্বাত্মত্ব জ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ] ॥ ৫ । ৩৯ ।

মূলানুবাদ—[যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিদ্যমান আছেন ; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদ-জ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,—মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিস্পৃহ হইতে পারেন ; তিনি তাহার ফলে এই [পূর্ব্বোক্ত] অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন ; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে,

তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশক্রমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫ । ৩৯ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তদেতন্মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে—স যশ্চায়ং পুরুষ ইতি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোম্নি আকাশাদি-কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং, তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চীয়তে। কোঽসৌ? অয়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নির্দ্দিষ্টঃ, যস্যৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি সুখার্হাণ্যুপজীবন্তি, স যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি নির্দ্দিশ্যতে। স একঃ, ভিন্নপ্রদেশস্থ-ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ। ১

নমু তন্নির্দ্দেশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোঽধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্নিতি তু যুক্তঃ; প্রসিদ্ধত্বাৎ। ন; পরাধিকারাৎ। পরো হ্যাত্মাত্রাধিকৃতঃ "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "সৈষানন্দস্য মীমাংসা" ইতি। ন হ্যকস্মাদপ্রকৃতো যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ পর এব নির্দ্দিশ্যতে স এক ইতি। ২

নন্বানন্দস্য মীমাংসা প্রকৃতা, তস্যা অপি ফলমুপসংহর্ত্তব্যম্। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি। নমু তদনুরূপ এবায়ং নির্দ্দেশঃ—"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ" ইতি ভিন্নাধিকরণস্থ-বিশেষোপমর্দ্দেন। নম্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্। ন অনর্থকম্; উৎকর্ষাপ-কর্ষাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতস্য হি যো মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণস্য পর উৎকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দ্দেন পরমানন্দমপেক্ষ্য সমো ভবতি, ন কশ্চিদুৎকর্ষোঽপ-কর্ষো বা তাং গতিং গতস্যেত্যভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্। ৩

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নো ব্যাখ্যাতঃ। কার্য্যরসলাভ-প্রাণনাভয়প্রতিষ্ঠাভয়-দর্শনোপপত্তিভ্যোঽস্ত্যেব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অনুপ্রশ্ন একঃ; দ্বাবন্যাবনুপ্রশ্নৌ বিদ্বদবিদুষোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ৌ। তত্র বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুত ইত্যনুপ্রশ্নোঽন্ত্যঃ; তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোঽনুপ্রশ্নঃ অন্ত্যাপ-করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্যতে। ৪

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমদ্বৈতং সত্যং জ্ঞানমনন্তমস্মীত্যেবং বেত্তীতি এবংবিৎ; এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ। স কিম্?

অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য—দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়সমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ,তস্মাদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষো ভূত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি—বিষয়জাতং অন্নময়াৎ পিণ্ডাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্যতি, সর্ব্বং স্থূলভূতমন্নময়মাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমেতং প্রাণময়ং সর্ব্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম্। অথৈতং মনোময়ং বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। অথাদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। ৫

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কোয়মেবংবিৎ, কথং বা সংক্রামতি; কিং পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ সংক্রমণকর্ত্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবেতি। কিং ততঃ? যদ্যন্যঃ, স্যাৎ শ্রুতিবিরোধঃ—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি।' 'ন স বেদ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'তত্ত্বমসি' ইতি। অথ স এব আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি; কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। পরস্যৈব চ সংসারিত্বং পরাভবো বা। যদ্যুভয়থা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা। অথ অন্যতরস্মিন্ পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে, স এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা; ন, তন্নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্ত্তুমন্যতরস্মিন্ তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে অবধৃতে ব্যর্থা চিন্তা স্যাৎ; নতু সোঽবধৃতঃ, ইতি তদবধারণার্থত্বাদর্থবত্যেবৈষা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ। চিন্তয়সি চ ত্বং, নতু নির্ণেষ্যসি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং? ন; কথং তর্হি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী ত্বং, বেদার্থপরত্বাৎ; বহবো হি নানাত্মবাদিনো বেদবাহ্যাঃ ত্বৎপতিপক্ষাঃ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেষ্যসীতি। এতদেব মে স্বস্ত্যয়নং—যন্মামেকযোগিনমনেকযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাথ। অতো জেষ্যামি সর্ব্বান্ আরভে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু স্যাৎ, তদ্ভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি অত্র বিবক্ষিতঃ—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' ইতি। নহি অন্যস্য অন্যভাবাপত্তিরুপপদ্যতে। নমু তস্যাপি তদ্ভাবাপত্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিদ্যাকৃতানাত্মাপোহার্থত্বাৎ। যা হি ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাত্মপ্রাপ্তিরুপদিশ্যতে, সা অবিদ্যাকৃতস্য অন্নাদিবিশেষাত্মনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্য অনাত্মনঃ অপোহার্থা। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে? বিদ্যামাত্রোপদেশাৎ। বিদ্যায়াশ্চ দৃষ্টং কার্য্যং অবিদ্যানিবৃত্তিঃ; তচ্চেহ বিদ্যামাত্রমাত্মপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশ্যতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ, তদাত্মত্বে বিদ্যামাত্রসাধনোপদেশোঽহেতুঃ। কস্মাৎ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গবিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গন্তেতি চেৎ, ন; বৈধর্ম্ম্যাৎ। তত্র হি

গ্রামবিষয়ং নোপদিশ্যতে, তৎপ্রাপ্তিমার্গবিষয়মেবোপদিশ্যতে বিজ্ঞানং ; ন তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিশ্যতে। ৭

উক্তকর্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন ; নিত্যত্বান্মোক্ষস্যেত্যাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্য তদাত্মত্বং দর্শয়তি। অভয় প্রতিষ্ঠোপপত্তেশ্চ। যদি বিদ্যাবান্ স্বাত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ। অন্যস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বে বিদ্যয়া অবস্তুত্বদর্শনোপপত্তিঃ ; তদ্ধি দ্বিতীয়স্য চন্দ্রস্য অসত্ত্বম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুষ্মতা ন গৃহ্যতে ; নৈবং ন গৃহ্যতে ইতি চেৎ, ন ; সুষুপ্তসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ। ৮

সুষুপ্তেঽগ্রহণমন্যাসক্তবদিতি চেৎ, ন ; সর্ব্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্যস্য গ্রহণাৎ সত্ত্বমেবেতি চেৎ, ন ; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ ; যদন্যগ্রহণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ, তদবিদ্যাকৃতম্, বিদ্যাভাবে অভাবাৎ। সুষুপ্তে অগ্রহণমপি অবিদ্যাকৃতমিতি চেৎ, ন ; স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্য হি তত্ত্বমবিক্রিয়া, পরানপেক্ষত্বাৎ ; বিক্রিয়া ন তত্ত্বম্, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তুনস্তত্ত্বং ; সতো বিশেষঃ কারকাপেক্ষঃ, বিশেষশ্চ বিক্রিয়া ; জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ বিশেষঃ। যদ্ধি যস্য নান্যাপেক্ষং স্বরূপং, তৎ তস্য তত্ত্বম্ ; যদন্যাপেক্ষং, ন তৎ তত্ত্বম্ ; অন্যাভাবে অভাবাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবৎ ন সুষুপ্তে বিশেষঃ। ৯

যেষাং পুনরীশ্বরোঽন্য আত্মনঃ, কার্য্যঞ্চ অন্যৎ, তেষাং ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়স্য অন্যনিমিত্তত্বাৎ ; সতশ্চ অন্যস্য আত্মহানানুপপত্তিঃ। নচ অসত আত্মলাভঃ। সাপেক্ষস্য অন্যস্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন ; তস্যাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্ধর্ম্মাদ্যনুসহায়ীভূতং নিত্যমনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্যদ্ভয়কারণং স্যাৎ, তস্যাপি তথাভূতস্য আত্মহানাভাবাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতোরিতরেতরাপত্তৌ সর্ব্বত্র অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্য সংসারস্য অবিদ্যাকল্পিতত্বাদদোষঃ। তৈমিরিকদৃষ্টস্য হি দ্বিতীয়চন্দ্রস্য ন আত্মলাভো নাশো বা অস্তি। বিদ্যাবিদ্যয়োঃ তদ্ধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, ন ; প্রত্যক্ষত্বাৎ। বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যক্ষাবুপলভ্যেতে অন্তঃকরণস্থৌ। নহি রূপস্য প্রত্যক্ষস্য সতো দ্রষ্টৃধর্ম্মত্বম্। ১০

অবিদ্যা চ স্বানুভবেন রূপ্যতে—মূঢ়োঽহং অবিবিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি। তথা বিদ্যাবিবেকোঽনুভূয়তে। উপদিশন্তি চ অন্যেভ্যো আত্মনো বিদ্যাং বুধাঃ।

তথা চ অন্তে অবধারয়ন্তি। তস্মান্নামরূপপক্ষস্যৈব বিদ্যাবিদ্যে নামরূপেচ; ন আত্মধর্ম্মৌ; 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্য্যহোরাত্রে ইব কল্পিতে; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে। অভেদে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কর্ম্মকর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; বিজ্ঞান-মাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলুকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে; কিং তর্হি? বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ। ১১

নমু মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রূয়তে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ; ন, অন্নময়ে অদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহ্যাদস্মাৎ লোকাৎ জলুকাবৎ সংক্রমণং দৃশ্যতে, অন্যথা বা। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্ক্রমণমিতি চেৎ, ন; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। অন্যোঽন্নময়মুপসঙ্ক্রাম-তীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমেবোপসঙ্ক্রামতীতি বিরোধঃ স্যাৎ। তথা ন আনন্দময়স্যাত্মসঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। তস্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙ্ক্রমণং, নাপি অন্নময়াদীনামন্যতমকর্তৃকং, পারিশেষ্যাদন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তাত্মব্যতিরিক্তকর্তৃকং জ্ঞানমাত্রঞ্চ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। জ্ঞানমাত্রত্বে চানন্দময়ান্তঃস্থস্যৈব সর্ব্বান্তরস্য আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিষ্টস্য হৃদয়গুহাভিসম্বন্ধাৎ অন্নময়াদিষনাত্মসু আত্মবিভ্রমঃ সঙ্ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্যতি। তদেতস্মিন্নবিদ্যা-বিভ্রমনাশে সঙ্ক্রমণশব্দউপচর্য্যতে; ন হ্যন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ। ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্; ন হি জলুকা আত্মানমেব সংক্রামতি। তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রসলাভাভয়সংক্রমণাদি পরিকল্প্যতে ব্রহ্মণি সর্ব্বব্যবহারবিষয়ে; ন তু পরমার্থতো নির্ব্বিকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্যতে। তমেতং নির্ব্বি-কল্পমাত্মানমেবং ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽপি এষ শ্লোকো ভবতি। সর্ব্বস্যৈবাস্য প্রকরণস্যানন্দবল্ল্যর্থস্য সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশনায়ৈষ মন্ত্রো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাম্ অষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এখন উক্ত মীমাংসাফলের উপসংহার করা হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উপসংহারচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।—'সঃ যঃ চায়ং পুরুষে' ইত্যাদি।

পরম ব্যোমরূপ হৃদয়-গুহায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অন্নময় কোষ

পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। [বুঝিতে হইবে,] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—অভিন্ন বস্তু। ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে দেহসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্' বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পর্কিত কথা; পূর্ব্বোক্ত 'অদৃশ্যে অনাত্ম্যে' ও 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত—শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্মাই এখানে উভয়স্থলে এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্য নহে)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই স্থূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষণ্ (অক্ষিণি)" ইতি। তাহা হইলেই অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। কেননা, অন্য শ্রুতিতে এইরূপই আছে—"য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণভাবে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক বলায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা মাত্র বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাল কথা, এখানে ত আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে' এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকতে পারে না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হন এ কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] 'অস্তি নাস্তি'-বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে আনন্দ-প্রাপ্তি, প্রাণনাদি ব্যাপার, অভয়-প্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদ্দর্শনে ও তন্মূলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই একটী প্রশ্নেরও (নাস্তিত্ব শঙ্কারও) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন, বা করেন না, এটী হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অন্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটীরও উত্তর হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমি হইতেছি—যথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ্' পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং ব্রহ্মই 'এবং' পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক—ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশুমান বিষয়রাশিকে অন্নময় দেহ-পিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় আত্মরূপে দর্শন করেন। তাহার পর, আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অন্নময় আত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নরূপে নিরীক্ষণ করেন; তাহার পর, ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত অদৃশু, অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায়। ৫

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ্' পুরুষটী কে? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কর্ত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—অন্য কেহ? না, সেই পরমাত্মাই?—ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'যিনি মনে করেন, আমি অন্য এবং আমার উপাস্যও অন্য, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' একত্ব-বোধক এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে। এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে একটী পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষটী মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দ্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক; বৃথা বিচারে আবশুক কি?—না, বিচার নিরর্থক নহে; সেই অদুষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অন্যতর পক্ষ কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন কোন একটী পক্ষই নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন তন্নির্দ্ধারণার্থই চিন্তা করা আবশুক হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশু, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং ভূয়িও

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না। ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি ? না, সে প্রকার কথা নহে ; তবে কি প্রকার কথা ? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি] কেননা, তুমি একত্ববাদী (অদ্বৈতবাদী) ; কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [কল্পনা করিয়া থাক] ; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাহ্য (বেদার্থবিমুখ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে ; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ব-বাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ। এই কারণেই আমি সকলকে পরাজিত করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৬

[প্রথমোক্ত তিনটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল, 'উত স এব' অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি ? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন ; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব-প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই শ্রুতির অভিপ্রেত। কারণ, অন্য পদার্থ কখনই অন্য পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব কখনই হইতে পারে না ; না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বস্বরূপপ্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে ; অবিদ্যাবশতঃ আত্মরূপে আরোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে)। ভাল কথা, ঐ শ্রুতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আছে। বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে—অবিদ্যানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিদ্যারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এ উপদেশ ত গন্তব্য স্থানের মার্গবিজ্ঞানোপদেশের ন্যায় হইতে পারে, সুতরাং সাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায়—দেশান্তরে যাইতে হইলে লোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে ; কিন্তু সেই গন্তব্য-স্থানই ত আর গমনের কর্ত্তা হয় না ; কর্ত্তা হয় অপর লোক। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্ত্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয়

সম্বন্ধে ; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭

আর কর্ম্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১) ; এবং 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই শ্রুতিও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত) বলিয়া বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ অভয়-প্রতিষ্ঠাও [অভেদপক্ষেই] উপপন্ন হয়,—যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তদবস্থায় ভয়ের কারণীভূত অন্য কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত (অসত্য) হয়, তবেই বিদ্যাদ্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। [আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি ; যেমন ভ্রান্তিকৃত] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকের দেখিতে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটী বস্তুকেও দুইটী বলিয়া মনে করে,—একটি চন্দ্রকেও দুইটি দেখে। অবশ্য, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চন্দ্রটী যে ভ্রান্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে ? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চন্দ্র দেখিতে পায় না ; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত ; এইরূপ অজ্ঞজনের ভয়োৎপাদক দ্বৈতপ্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত—অসত্য ; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানিগণ উহার সত্যতা দেখিতে পান না। যদি বল

(১) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য, কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয় ; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, অন্য পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয়।

এরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সুষুপ্ত ও সমাধিযুক্ত পুরুষেরা দ্বৈত জগৎ দর্শন করেন না। ৮

যদি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সম্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুষুপ্তের অদর্শনও ঠিক তেমনই? না, তাহাও বলিতে পার না; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না; [সুতরাং অন্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না]। যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই; না, তাহাও নহে; কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটীও অবিদ্যাকৃত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত; যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহারও অভাব হয়। তাহা হইলে সুষুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক (অবিদ্যাজনিত নহে)। কেন না, অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, উহা পরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয়, বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। সহবস্তুর বিশেষভাব কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তুর অন্যথা ভাব)। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে, বিষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র, [সুতরাং বিকার-মধ্যে পরিগণিত]। যাহার যে রূপটী অন্য-নিরপেক্ষ, তাঁহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব; আর যাহা অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু সেই অন্য বস্তুটীর অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাহাদের ভয় অন্যনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ,

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহার ত স্বরূপহানি হইতে পারে না; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদ্বস্তুরও যদি স্বরূপধ্বংস হয়, তবে সৎ ও অসতের পার্থক্যই চলিয়া যায়; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। একত্ববাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; কাজেই পূর্ব্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্ব্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই। তাহার পর, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপ-রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ-রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না। ১০

বিশেষতঃ অবিদ্যা পদার্থটাও 'আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য' ইত্যাদি স্বীয় অনুভবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিদ্যার পার্থক্যও আত্মানুভব-গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ আপনার বিদ্যা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অনুরূপ অর্থ অবধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম-রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মকই বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্মই নাম ও রূপের স্বরূপাধায়ক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম।' নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই।

যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক হয়, তাহা হইলে ভেদ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ও জীবের কর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না—এ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের ন্যায় এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। ১১

ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত হইতেছে? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, 'অন্নময়' কোষের স্থানে মুখ্য উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, বর্ত্তমান বহির্লোক হইতে জলুকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও,] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, তাহাও হয় না; স্বাত্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষকে স্বাত্মপ্রাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না; (কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ের কথনও বহির্গমন সম্ভবই হয় না; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির) কর্ত্তাও নহে; পরন্তু অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই উহার কর্ত্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই, আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্ব্বান্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয়গুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ-শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-বিনাশরূপ অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব

---

(১) তাৎপর্য্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয়; জ্ঞানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহি' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবভাব বা অব্রহ্মভাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ; কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্যই ভাষ্যকার সংক্রমণ কথার ঐরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না। আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলুকা (জোঁক) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, (পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয়)। অতএব আমরা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অভয় প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প (সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না। সেই এই নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিষয়েও একটি শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটি সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য-প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতꣳহ বাব ন তপতি। কিমহꣳ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

সরলার্থঃ।—বাচঃ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি বচনানি) মনসা (তত্ত্বনিশ্চায়কেন অন্তঃকরণেন) সহ অপ্রাপ্য (বক্তুং জ্ঞাতুং চ অপারয়ন্ত্যঃ) যতঃ (যস্মাৎ কারণরূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) নিবর্ত্তন্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে)। [কোঽপি জনঃ] ব্রহ্মণঃ (স্বরূপভূতং) [তম্] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কুতশ্চন (কস্মাদপি নিমিত্তাৎ) ন বিভেতি [ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ] ইতি। এতম্ হ বাব (এব), কিং (কস্মাৎ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ম্ম) ন অকরবম্

(ন কৃতবান্ অস্মি), কিং (কস্মাৎ) অহং পাপং (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) অকরবম্ (কৃতবান্ অস্মি) ইতি (এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি) সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপাচরণে) এবং (যথোক্তরূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মানং সবলং করোতি ; তম্)। হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান্) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপকর্ম্মণী) উভে এব আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মভাবেন বিজানাতি); [কঃ ?] যঃ এবং (যথোক্ত-লক্ষণম্ অদ্বৈতম্ আনন্দং) বেদ (জানাতি, স ইত্যর্থঃ)। ইতি (ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং রহস্যমিতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ—বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মন যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই; আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপও কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না; সেই—যে লোক এই প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ; কারণ, যিনি এরূপ জানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব: বিদ্যার সারভূত রহস্য বিদ্যা ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৯ ॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যতঃ যস্মান্নির্ব্বিকল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দাদাত্মনঃ বাচঃ অভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকাশ্যৈব নিবর্ত্তন্তে—স্বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্। তচ্চ, যত্রাভিধানং প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েঽপ্যর্থে, তদর্থে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনায়। যত্র চ বিজ্ঞানং, তত্র বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তস্মাৎ সহৈব বাঙ্মনসয়োরভিধানপ্রত্যয়য়োঃ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র। তস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশনায় সর্ব্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ যস্মাদপ্রত্যয়-

বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃশ্যাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা বিজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রকাশন-সমর্থেন নিবর্ত্তন্তে, তং ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্যাবৃজিনস্যাকামহতস্য সর্ব্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তস্যাত্মভূতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, নিমিত্তাভাবাৎ। ন হি তস্মাদ্বিদুষোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমস্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১

অবিদ্যয়া যদা উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্। বিদুষশ্চাবিদ্যাকার্য্যস্য তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চন্দ্রবৎ নাশাদ্ভয়নিমিত্তস্য ন বিভেতি কুতশ্চনেতি যুজ্যতে। মনোময়ে চোদাহৃতো মন্ত্রঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনত্বাৎ। তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যারোপ্য তৎস্তুত্যর্থং "ন বিভেতি কদাচন" ইতি ভয়মাত্রং প্রতিষিদ্ধম্; ইহাদ্বৈতবিষয়ে "ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি ভয়নিমিত্তমেব প্রতিষিধ্যতে। ২। /

নম্বস্তি ভয়নিমিত্তং সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ। নৈবম্। কথমিতি, উচ্যতে—এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণার্থৌ, ন তপতি নোদ্বেজয়তি ন সন্তাপয়তি। কথং পুনঃ সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি; উচ্যতে—কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম্ম নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি আসন্নে মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মীতি চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ তাপো ভবতি। তে এতে সাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে এবমেনং ন তপতঃ, যথা অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩

কস্মাৎ পুনর্ব্বিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে—স য এবং বিদ্বান্ এতে সাধ্ব-সাধুনী তাপহেতূ ইত্যাত্মানং স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাত্মভাবেনোভে পশ্যতীত্যর্থঃ। উভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান্ এতে আত্মানাত্মরূপে-ণৈব পুণ্যপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শূন্যে কৃত্বা আত্মানং স্পৃণুত এব। কঃ? য এবং বেদ যথোক্তমদ্বৈতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ। তস্যাত্মভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে নির্ব্বীর্য্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্তা অস্যাং বল্ল্যাং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ—পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষণ্ণমিতি॥ ১॥ ৪০

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যং সংপূর্ণম্॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ—বাক্যসমূহ সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, [ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে ; এইরূপ ধারণার বশে] বক্তারা নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত অদ্বয়ানন্দ-স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থপ্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) হইলেও যে পদার্থে অভিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মন সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্ত্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিষয়ীভূত এবং অভিধানেরও অযোগ্য অদৃশ্যত্বাদি বিশেষণান্বিত যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে মনের সহিত সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয় ; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম সর্ব্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ আর যাহা বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য গ্রাহকভাব) সম্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগ্‌ভূত ব্রহ্মসম্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ, তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন। ১।

লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটী মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে ; কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই মনোময়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র করা হইয়াছে ; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ২।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্ম্মের অকরণ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই

ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,—উহারা এই যথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। শ্রুতির হ' ও 'বাব' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কর্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বলা যাইতেছে,—মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু—শোভন (উত্তম) কর্ম্ম করি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং 'কিসের জন্য আমি পাপ—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী দুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই উভয়ে—সাধুকর্ম্মের অকরণ ও পাপ ক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোকদিগকে যেরূপ তাপ দেয়, কেবল ইহাকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না। ৩।

কি কারণে বিদ্বানকে সন্তাপ দেয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে—এবংবিধ সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকর্ম্মের অকরণ ও অসাধুকর্ম্মের আচরণ এতদুভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান্ হন—অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; [সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর হয় না]। যেহেতু এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধর্ম্মশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সুতরাং বীর্য্যহীন হওয়ায় উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল—জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখানেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

ভৃগুবল্লী

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

আভাষভাষ্যম্।—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যমন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যবিলক্ষণম্ অদৃশ্যাদিধর্ম্মকমেব আনন্দং তদেবাহমিতি বিজানীয়াৎ, অনুপ্রবেশস্য তদর্থত্বাৎ; তস্যৈবং বিজানতঃ শুভাশুভে কর্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ—ইত্যেবমানন্দবল্ল্যাং বিবক্ষিতোঽর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিদ্যা। অতঃপরং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনং তপো বক্তব্যম্; অন্নাদিবিষয়াণি চোপাসনান্যনুক্তানি, ইত্যতঃ পূর্ব্ববচ্ছান্তিপাঠপূর্ব্বকমিদমারভ্যতে।—

আভাষভাষ্যানুবাদ—যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) ন্যায় প্রতীতিগোচর হন, সেইহেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ব্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জানিবে; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি জন্মান্তর-সমুৎপাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত তপস্যার কথা বলিতে হইবে; এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [তাহাও বলিতে হইবে; এই জন্য] প্রথমেই শান্তিপাঠ করিয়া এই প্রকরণ (ভৃগুবল্লী) আরব্ধ হইতেছে—

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১ ॥ ৪১

সরলার্থঃ—ভৃগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ ; ভৃগুনাম্না প্রসিদ্ধঃ) বারুণিঃ (বরুণস্য অপত্যং) [জিজ্ঞাসুঃ সন্] ভগবঃ (ভগবন্), [ত্বং] ব্রহ্ম (বেদম্) অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) পিতরং বরুণম্ উপসসার (যথাবিধি উপাগতঃ)। তস্মৈ (ভৃগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [পিতা], অন্নম্ (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) ইতি (এতানি ব্রহ্মানুভূতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ)। [ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি উক্ত্বা] তং (ভৃগুম্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্—] হে সৌম্য ! যতঃ (যস্মাৎ কারণভূতাৎ) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি) ভূতানি জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) যেন (বস্তুনা) জীবন্তি (স্থিতিং লভন্তে), প্রযন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) যৎ (বস্তু) অভিসংবিশন্তি (যত্র প্রলীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্তু) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বস্তু) ব্রহ্ম ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] সঃ (ভৃগুঃ) [ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্)। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপঃ কৃত্বা)— ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ—ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—[পিতঃ, আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে [ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে [ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন]—যাঁহা হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশসময়েও যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ; তাহাই ব্রহ্ম। [ভৃগু এই কথা শুনিয়া] তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ । ৪১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুতয়ে,—প্রিয়ায় পুত্রায় পিত্রোক্তেতি—ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুস্মারকঃ, ভৃগুরিত্যেবংনামা প্রসিদ্ধোঽনুস্মার্যতে। বারুণিঃ বরুণস্যাপত্যং—বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীহি অধ্যাপয় কথয়। স চ পিতা বিধিবদুপসন্নায় তস্মৈ পুত্রায় এতদ্বচনং প্রোবাচ—অন্নং

প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। অন্নং শরীরং, তদভ্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অত্তারম্, অনন্তরমুপলব্ধিসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যুক্তবান্। উক্ত্বা চ দ্বারভূতান্যেতান্যন্নাদীনি তং ভৃগুং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। ১

কিং তৎ? যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদাত্ম্যমেব প্রতিপদ্যন্তে; উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু যদাত্মতাং ন জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। তদ্ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদন্নাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুস্তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্" ইতি। ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যেতানীতি দর্শয়তি। স ভৃগুঃ ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রুত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তপ্তবান্। ২

কুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্যৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভৃগোঃ? সাবশেষোক্তেঃ। অন্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদ্যুক্তবান্। সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণোঽনির্দ্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টব্যং জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিত্থংরূপং ব্রহ্মেতি; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ; কিন্তর্হি, সাবশেষমেবোক্তবান্। অতোঽবগম্যতে—নূনং সাধনান্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ; সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপতিপত্তেঃ।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে॥"

ইতি স্মৃতেঃ। স চ তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥ ৪১॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমানুবাকভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—'ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃগু-বরুণ-সংবাদের) উদ্দেশ্য—বর্ণনীয় বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপন করা। পিতা যখন আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন; (তখন ইহাতেই বিদ্যার উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী বিষয়ের প্রসিদ্ধতা-স্মারক;

(১) জগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র; সুতরাং পিতা পুত্রকে যাহা দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু; তন্মধ্যেও আবার প্রিয় পুত্রকে যাহা দেন,

অর্থাৎ ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের পুত্র। সেই বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট—'ভগবান্, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' (অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি' অর্থ 'অধ্যাপয়' শিক্ষাদান করুন—বলুন। সেই পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র (কর্ণ), মন ও বাক্। অন্ন অর্থ—শরীর, এখানে অন্নময় কোষ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অত্তা (ভোক্তা)। এতদুভয়ের কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টী জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভৃগুকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন। ১

সেই লক্ষণটী কি? না, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ-কালেও যে ব্রহ্মে প্রতিগত (প্রত্যাগত) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভাব লাভ করে; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয়কালেও ভূতবর্গ যাঁহার সহিত তদাত্মকভাব (অভিন্নভাব) ত্যাগ করে না, (তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (২)। সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও। অপর শ্রুতিও—'যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সর্ব্বাদি পুরাণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়সমূহ ও ব্রহ্ম-লক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২

তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এখানেও পিতা বরুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভৃগুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিদ্যা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা-পুত্র-সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাটীকে বিদ্যার প্রশংসা-সূচক বলা হইল।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। যাহা কেবল স্বরূপ-মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—সত্য,জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর যাহা সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন—সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাল কথা, তপস্যা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অনুপদিষ্ট তপস্যাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐরূপ অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে; কারণ, [এ পর্য্যন্ত] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবম্ভূত এবং এই প্রকার'; কিন্তু তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়াছেন; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতীতির জন্য আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃবাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্যার সর্ব্বার্থ-সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন-না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্যাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা; এবং তাহাই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে।' ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

---

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিলাভের যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন—'নাসাধ্যং হি তপস্বতঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্লভ কিছু নাই; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু শাস্ত্রান্তর-সংবাদে ও লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞা-সস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা— ॥ ১ ॥ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥২॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নমেব ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) ইমানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি) ভূতানি অন্নাৎ এব খলু (নিশ্চয়ে) জায়ন্তে ; জাতানি চ (সন্তি) অন্নেন জীবন্তি ; প্রয়ন্তি চ (বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি) অন্নম্ অভিসংবিশন্তি (অন্নে বিলীয়ন্তে) ইতি। তৎ (অন্ন-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) [সংশয়াপন্নঃ সন] পুনঃ এব (অপি) পিতরং বরুণম্ উপসসার (উপগতবান্) ভগবঃ (ভগবন্) [ত্বং] ব্রহ্ম অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ)। [স চ পিতা] তং (ভৃগুম্) উবাচ— তপসা (বাহ্যান্তঃকরণসমাধানেন) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। [যতঃ] তপঃ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলাভহেতুঃ) ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) [পিত্রৈবম্ উপদিষ্টঃ সন্] তপঃ অতপ্যত। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১।৪২ ॥

মূলানুবাদ—[সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ? যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশকালেও অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন—আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন ; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্বিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি যথোক্ত-লক্ষণোপেতম্। কথম্? অন্নাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। তস্মাৎ যুক্তমন্নস্য ব্রহ্মত্ব-মিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্ত্বা, অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুরস্যেতি? উচ্যতে—অন্নস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুন-রুপদেশঃ সাধনাতিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি, যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ত্ততে, তাবত্তপ এব তে সাধনম্; তপসৈব ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্বে-ত্যর্থঃ। ঋজ্বন্যৎ ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—[ভৃগু তপস্যার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত) জন্মলাভ করে; জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশ-সময়েও অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। সেই ভৃগু এইরূপে তপস্যা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ সংশয়-যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন; [এবং বলিলেন,] ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—অন্নের উৎপত্তি-দর্শনই কারণ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ব্বকারণ হইতেই পারে না; পরন্তু উহারও অন্য কারণ থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং অন্নই সর্ব্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না; এই জন্যই ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তপস্যার শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্যান্য অংশ সরল ॥১॥৪২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-ন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি [চ সন্তি] প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (প্রাণ-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] তম্ উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৩॥

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন—পঞ্চবৃত্ত্যা-ত্মক প্রাণই ব্রহ্ম। কেন-না, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥১॥৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥১॥৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসং-বিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥১॥৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণম্) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে; জাতানি চ মনসা এব

জীবন্তি ; প্রযন্তি [চ সন্তি] (মনঃ) অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (বরুণম্) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তপ্ত্বা ॥১॥৪৪॥

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম। কেন-না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও মনেই বিলীন হইয়া থাকে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে সমাগত হইলেন—বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। [পিতা] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥১॥৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥১॥৪৪॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—বিজ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে ; জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ [বিজ্ঞান-ব্রহ্ম] বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগুম্) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত ; সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৫॥

মূলানুবাদ—তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। কেননা, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া ॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥—॥১॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥—॥১॥৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব জায়ন্তে; জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি।

সা এষা (যথোক্তা) ভার্গবী (ভৃগুণা জ্ঞাতা) বারুণী (বরুণেন কথিতা) বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াম্ অদ্বৈতে আনন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তাং বিদ্যাং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি), অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মণ্যতেজসা) মহান্ ভবতি। কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ (প্রধানঃ) ভবতি। ১ ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যা করিয়া] বুঝিয়াছিলেন—যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ-সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী (ভৃগুকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত) বারুণী (বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায়) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্যা অবগত হন, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন; প্রজা (সন্তান) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী ষষ্ঠানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন্ শনৈঃশনৈরন্তঃপ্রবিশ্যান্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধনেন ভৃগুঃ, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুনা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধনমনুষ্ঠেয়মিতি প্রকরণার্থঃ। অধুনা আখ্যায়িকাং চ উপসংহৃত্য শ্রুতিঃ স্বেন বচনেনাখ্যায়িকানির্ব্বর্ত্ত্যমর্থমাচষ্টে—সা এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা বরুণেন প্রোক্তা—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেঽদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা অন্নময়াদাত্মনোঽধিপ্রবৃত্তা।১

এবমন্যোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্য আনন্দং ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চ ফলং তস্যোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমস্য বিদ্যত ইত্যন্নবান্; সত্তামাত্রেণ তু সর্ব্বো হ্যন্নবানিতি বিদ্যায়া বিশেষো ন স্যাৎ। এবমন্নমত্তীত্যন্নাদো দীপ্তাগ্নির্ভবতীত্যর্থঃ। মহান্ ভবতি। কেন মহত্ত্বমিত্যত আহ,—প্রজয়া পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা মহান্ ভবতি, কীর্ত্ত্যা খ্যাত্যা শুভাচারনিমিত্তয়া ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা-প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।১

অন্যও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিদ্যার দৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে বিদ্যাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না। (এইজন্য 'অন্নবান্' অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল)। সেই লোক অন্নাদ—অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন; এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ত্ব, তাহা বলা হইতেছে—প্রজা—পুত্রাদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্চ্চস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলব্ধ তেজে (মহান্ হন); আর কীর্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥ ১ ॥ ৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ—যতঃ [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পদ্যতে, তস্মাৎ] অন্নং

ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুর্য্যাৎ)। তৎ (অন্নস্য অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবশ্য-প্রতিপাল্যো নিয়মঃ)। [কিং তৎ অন্নম্ ?] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরান্ত-র্গতত্বাৎ); [যৎ যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তস্যান্নমিহাভিপ্রেতম্)। শরীরম্ অন্নাদম্ (অন্নভোক্তৃ), প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্য), শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তৎ এতৎ (উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ) অন্নম অন্নে প্রতি-ষ্ঠিতং। স যঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ এতৎ (উভয়ং) অন্নং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ মহান্ ভবতি ; কীর্ত্ত্যা (যশসা) মহান্ (মহত্ত্ববান্) ভবতি। (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ—[উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু] কখনও অন্নের নিন্দা করিবেন না; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রাণ হইতেছে অন্ন; আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা); [কারণ, এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে; এই জন্য] শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত; আবার প্রাণও শরীরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (জগদ্বিখ্যাত হন), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চসে (জ্ঞানজনিত তেজে) মহান্ হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীর্ত্তিতেও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, অন্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ, তস্মাদ্গুরুমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ ; তদস্যৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশ্যতে। ব্রতোপদে-শোঽন্নস্তুতয়ে ; স্তুতিভাক্ত্বঞ্চ অন্নস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যুপায়ত্বাৎ। প্রাণো বা অন্নম্, শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাণস্য। যদ্যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তত্তস্যান্নং ভবতীতি। শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোঽন্নং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যন্নং প্রাণোঽন্নাদঃ। কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ ? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অন্নমন্নাদশ্চ। যেনান্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তেনান্নম্। যেনান্যোন্যস্য প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরঞ্চোভয়-

মন্নমন্নাদং চ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অন্নান্নাদাত্মনৈব। কিঞ্চ, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা করিবে না। উক্তপ্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা-বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ (ভোক্তা)। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল, কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর-রক্ষার উপায়, সেইহেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদুভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহারা অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করেন। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় তিনিও অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৮॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ—অন্নম্ (অদনীয়ং বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ)। তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্)।

[ইদানীম্ অন্নপদার্থো নির্দ্দিশ্যতে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং ; জ্যোতিঃ (অগ্নি-প্রভৃতি) অন্নাদম্ (অপ্‌স্বরূপান্নভোক্তৃ) ; [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্‌সু প্রতিষ্ঠিতম্ ; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তৎ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উভয়ম্ অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন) এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং লভতে), অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি। [অপি চ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, [তথা] কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ—অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহা একটী ব্রত—অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। জলই অন্ন; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ (সেই জলরূপী অন্নের ভোক্তা—শোষক)। জলের মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থান করে; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তৎ ব্রতং পূর্ব্ববৎ স্তুত্যর্থম্। তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তুতং মহীকৃতমন্নং স্যাৎ। এবং যথোক্তমুত্তরেষ্বপি আপো বা অন্নমিত্যাদিষু যোজয়েৎ ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কার্য্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে। এইরূপ ভালমন্দ বিচারপূর্ব্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অন্নেরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী 'আপো বৈ অন্নম্' ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজনা করিবে ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতি-

ষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ—অন্নং বহু (প্রভূতং) কুর্ব্বীত। তৎ (অন্নস্য বহুকরণমেব) ব্রতম্। [কিং তদন্নম্? ইত্যাহ—] পৃথিবী বৈ অন্নং; আকাশঃ অন্নাদঃ (তদ্ভোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ-(সম্বদ্ধঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা; তৎ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতদ্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্যা মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ—অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটী ব্রত। [অন্ন কি?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্চ্চসে গৌরবান্বিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অপ্সু জ্যোতিরিতি অব্জ্যোতিষোরন্নান্নাদগুণত্বেনোপাসকস্য অন্নস্য বহুকরণং ব্রতম্ ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বকথিত 'অপ্সু জ্যোতিঃ' এই শ্রুতি অনুসারে অপ্ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদগুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবৃদ্ধি করা তাঁহার একটী ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে।

এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নগ্ং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নগ্ং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নগ্ং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নগ্ং রাধ্যতে॥ ১ ॥ ৫০ ॥

সরলার্থঃ—বসতৌ (স্বগৃহে) [বাসলাভার্থমাগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যাচক্ষীত ন (নিবারয়েৎ)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [যস্মাৎ বসতি-দানে কৃতে অন্নমপি তস্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (যেন কেনচিৎ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরম্) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [অতএব অন্নবন্তঃ বিদ্বাংসঃ] অস্মৈ (অন্নার্থিনে অভ্যাগতায়) অন্নম্ অরাধি (সংগৃহীতং ময়া) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে—] এতৎ (দীয়মানম্) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধং (সংগৃহীতং ময়া) [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। [তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে—] অস্মৈ (অন্ন-দাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধ্যতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্ উপতিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাদ্ধম্ [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধ্যতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধম্; অন্ততঃ (জঘন্যয়া এব বৃত্ত্যা) অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ)। ['মুখতঃ' প্রভৃতি-পদানি বয়োঽবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ] ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটী ব্রত। [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে। [এই জন্য পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইঁহার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। [দান-কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন]। তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাঁহার ধনাগম হইয়া থাকে। এই অন্ন মধ্যম (যাহা

অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ] বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তথা পৃথিব্যামাকাশোপাসকস্য বসতৌ বসতিনিমিত্তং কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্ষীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ। বাসে চ দত্তে অবশ্যং হ্যশনং দাতব্যম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া—যেন কেন প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদন্নবন্তো বিদ্বাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে, ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্ব্বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

অপি চ, অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যন্নম্, তথা তৎকালমেব প্রত্যুপনমতে। কথমিতি, তদেতদাহ—এতদ্বৈ অন্নং মুখতঃ মুখ্যে প্রথমে বয়সি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং সংসিদ্ধং প্রয়চ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তস্য কিং ফলং স্যাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূর্ব্বে বয়সি মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথা অন্ততঃ অন্তে বয়সি জঘন্যেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, তাঁহার আরও একটী ব্রত আছে। তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রার্থী হইয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না। বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক। সেই কারণে, যে কোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইহার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও 'অন্ন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[উক্ত উপাসক] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার

অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। [দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে) আদরপূর্ব্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [এই বলিয়া গৃহস্থ] অন্নদান করেন। তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বয়সে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই ভাবেই অন্নপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—সৎকার প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে [যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে] সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥ (১)

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

সরলার্থঃ—যঃ এবং বেদ (অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদ্দানস্য চ ফলং জানাতি), [তস্য পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং ফলং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। [অতঃপরং ব্রহ্মণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে—] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্যম্), প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেম ইতি (প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাসীত)। হস্তয়োঃ কর্ম্মেতি (কর্ম্মাত্মনা), পাদয়োঃ গতিরিতি (গমনাত্মনা), পায়ৌ (মলদ্বারে) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ) [প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (এতাঃ) মানুষীঃ (মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ) সমাজ্ঞাঃ (জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরং) দৈবীঃ (দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ)

---

(১) তাৎপর্য্য—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কোন লোক আসিয়া "আমি তোমার গৃহে বাস করিব" বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণ-যোগ্য অন্নও দিবে ; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না ; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি

সমাজ্ঞাঃ (উপাসনানি) [উচ্যন্তে—] বৃষ্টৌ ত ঃ (অন্নাদিদ্বারা তৃপ্তিসাধনত্বাৎ তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্যুতি বলম্ ইতি—॥ ২ ॥ ॥

মূলানুবাদ—যিনি এইরূপে ..ন্নদান ও অন্ন-মাহাত্ম্য জানেন, [তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন]। এখন প্রকারান্তরে ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য-সম্পর্কিত ; অতঃপর দৈবী উপাসনা [কথিত হইতেছে—] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—য এবং বেদ—য এবমন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদ্দানস্য চ ফলং, তস্য যথোক্তং ফলমুপনমতে। ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন-প্রকার উচ্যতে।—ক্ষেম ইতি বাচি।১

ক্ষেমো নামোপাত্তপরিরক্ষণং, ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। যোগক্ষেম ইতি, যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপানয়োর্ব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো যদ্যপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তর্হি ? ব্রহ্মনিমিত্তৌ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। এবমুত্তরেষ্বন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। ২

কর্ম্মণো ব্রহ্মনির্ব্বর্ত্যত্বাদ্ধস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যম্। গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষীঃ মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ সমাজ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দৈবীঃ দৈব্যো দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞা উচ্যন্তে। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যম্। তথা অন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিদ্যুতি ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর-পূর্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে যাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদর-পূর্ব্বকই পাইবেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পূজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়,এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়।

ভাষ্যানুবাদ—'য এবং বেদ' অর্থ যে লোক উক্ত প্রকারে অন্নের মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্তপ্রকার ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি বাচি' ইতি ॥১॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে। 'যোগক্ষেম ইতি।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল প্রাণাপানই ঐ উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, তবে কি না, ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই জন্য, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থান-সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্তৎরূপে উপাস্য বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয় ; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ্ঞা—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃ-পর দৈবী সমাজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত ; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্যান্য বিষয়েও তত্তৎরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে বলরূপে [অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।] ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

সরলার্থঃ—পশুষু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম), অমৃতম্ (অনাদিজাতা তৃপ্তিঃ), আনন্দঃ (পুত্রজননদ্বারা ঋণশোধনজং সুখম্), ইতি (অনেন প্রকারেণ ব্রহ্ম উপাস্যম্)। তথা আকাশে সর্ব্বম্ ইতি (আকাশে যৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইত্যনেন প্রকারেণ), তৎ (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠা (সর্ব্বাধারঃ) ইতি উপাসীত। [সর্ব্বত্র উপাস্যম্ উপাসীত বা

ইত্থং ক্রিয়া যোজনীয়া]। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] [যথোক্তোপাসকঃ] প্রতিষ্ঠাবান্ (অন্যেষাম্ আশ্রয়ঃ) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মহঃ (চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ,জ্যোতিঃ বা) ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। [ততশ্চ] মহান্ (মহত্ত্বগুণবান্,জ্যোতিষ্মান্ বা) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মন ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ] মানবান্ (মননসমর্থঃ, মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

মূলানুবাদ—পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে, উপস্থনামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে (পুত্রাদি উৎপাদনরূপে), অমৃতরূপে (আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে ঋণপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব্ব বস্তু-রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও,মানবান্ (চিন্তাশক্তিসম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যশোরূপেণ পশুষু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃত-মমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুত্রেণ ঋণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ সুখমিত্যেতৎ সর্ব্বমুপস্থনিমিত্তং-ব্রহ্মৈব,অনেনাত্মনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ব্বং হি আকাশে প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্ব্বমাকাশে,তদ্ব্রহ্মৈবেত্যুপাস্যম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। এবং পূর্ব্বেষ্বপি।১।

যদ্ যত্রাধিগতং ফলং, তদ্ ব্রহ্মৈব, তদুপাসনাৎ তদ্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ "তং যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহঃ মহত্ত্বগুণবৎ তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননং মনঃ, মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপে [ব্রহ্মের উপাসনা করিবে]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব-প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ), আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ; উপস্থই (জননেন্দ্রিয়ই) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে

অবস্থিত আছে ; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বাধার আকাশও ব্রহ্মই, (তদতিরিক্ত নহে) ; অতএব আকাশকে 'সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনা হেতু উপাসকও প্রতিষ্ঠাবান্ হন। অন্য সকল স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে। ১।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই ; সুতরাং তাদৃশ উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যেভাবে যেভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।' তাঁহাকে 'মহ' এইরূপে উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাঁহার উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিন্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থাৎ মনন করিতে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥ ৪ । ৫৩ ॥

সরলার্থঃ—তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [তথোপাসনাৎ] কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ) অস্মৈ (উপাসকায়) নম্যন্তে (উপনতা ভবন্তি)। তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি (প্রভুশক্তিমৎ ইতি) উপাসীত। [ততশ্চ] [উপাসকঃ] ব্রহ্মবান্ (প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ) ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতি উপাসীত (পরিম্রিয়ন্তে বিনশ্যন্তি অস্মিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ—বায়ুঃ, সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপাস্যঃ)। এবম্ (উপাসকং) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (শত্রবঃ বাহ্যাঃ আন্তরাঃ বা কামাদয়ঃ) পরিম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তি)। [তথা] যে অস্য (উপাসকস্য) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, [তে অদ্বিষন্তোঽপি ম্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ]। [ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি] যঃ চ অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা], সঃ একঃ (অভিন্নঃ)। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

মূলানুবাদ—তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে ; তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক

ব্রহ্মবান্ হন। তাঁহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে; তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায় এবং যাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়। পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুত: এক—অভিন্ন ॥ ৪ । ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তৎ নমইত্যুপাসীত। নমনং নমঃ নমনগুণবৎ তদুপাসীত। নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি ভোগ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ তদ্‌গুণো ভবতি। তদ্‌ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ—পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ। অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ১

এনমেবংবিদং প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তোঽপি সপত্না যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্না ইতি। এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ তে পরিম্রিয়ন্তে প্রাণান্ জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্য ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষন্তোঽপি, তে চ পরিম্রিয়ন্তে। "প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্" ইত্যারভ্য আকাশান্তস্য কার্য্যস্যৈব অন্নান্নাদত্বমুক্তম্। উক্তং নাম—কিং তেন? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—কার্য্যবিষয় এব ভোজ্যভোক্তৃত্বকৃতঃ সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি; আত্মনি তু ভ্রান্ত্যো-পর্য্যতে। নমু আত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্য্যম্,ততো যুক্তস্তস্য সংসার ইতি। ন; অসংসারিণ এব প্রবেশশ্রুতেঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাকাশাদিকারণস্য হি অসংসারিণ এব পরমাত্মনঃ কার্য্যেষ্বনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ কার্য্যানুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী। সৃষ্ট্বা অনুপ্রাবিশদিতি সমান-কর্ত্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োশ্চৈকশ্চেৎ কর্ত্তা, ততঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ো যুক্তঃ। ৩।

প্রবিষ্টস্য তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রবেশস্যান্যার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। "অনেন জীবেন" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। ধর্ম্মান্তরেণানুপ্রবেশ ইতি চেৎ; ন, "তত্ত্ব-মসীতি" পুনস্তদ্ভাবোক্তেঃ। ভাবান্তরাপন্নস্যৈব তদপোহার্থা সম্পদিতি চেৎ; ন, "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বম্ অসি" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন, উপলব্ধুরনুপলভ্যত্বাৎ। সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মোপলভ্যত-ইতি চেৎ; ন, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণোঽব্যতিরেকাৎ কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। উষ্ণপ্রকা-শয়োর্দাহ্য-প্রকাশ্যত্বানুপপত্তিবৎ। ৪।

ত্রাসাদিদর্শনাদ্দুঃখিত্বাত্মনুমীয়ত ইতি চেৎ ; ন, ত্রাসাদের্দ্দুঃখস্য চোপলভ্যমানত্বাদ্দোপলব্ধৃধর্ম্মত্বম্। কাপিলকাণাদাদিতর্ক-শাস্ত্রবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, তেষাং মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রান্তত্বোপপত্তেঃ। শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাঞ্চ সিদ্ধমাত্মনোঽসংসারিত্বম্। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি ? উচ্যতে—স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ। ৪ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাঁহাকে 'নম' বলিয়া উপাসনা করিবে। নম অর্থ নমন (নত হওয়া)। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কামসমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয়-সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বশীভূত থাকে। 'তদ্ব্রহ্ম ইতি উপাসীত', এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মগুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটী দেবতা যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর'। উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ুমধ্যে এইরূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অন্য শ্রুতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্; এইজন্য আকাশ হইতেছে—ব্রহ্মের পরিমর। অতএব বায়ু হইতে অপৃথগ্‌ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে। ১

এবংবিধ উপাসকের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী দ্বেষসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর মধ্যেও দ্বেষবিহীন লোক থাকিতে পারে, এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (দ্বেষকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ২

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত "অন্ন' ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাল, উক্ত ত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল ? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঘটিত (একটী ভোগ্য, অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্যজগতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই ; কেবল ভ্রান্তিবশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমাত্মারই কার্য্য, অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার-সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয়। না, তাহা

হয় না। কারণ, শ্রুতিতে অসংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাবরহিত) পরমাত্মারই কার্য্য-মধ্যে প্রবেশ শ্রুত আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্য-মধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই ; নচেৎ 'সৃষ্টি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রবেশের 'এককর্তৃকত্ব' উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্ত্তা হন, তাহা হইলেই 'ক্তা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বাপদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [কারণ, এককর্তৃকত্ব অর্থেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় বিহিত আছে। ৩]

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটিতে পারে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, (ভাবান্তর-প্রাপ্তি নহে ;] সুতরাং তাহা দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া যায়। যদি বল, সৃষ্টি-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে ; না, তাহাও নহে ; কেন-না, 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে পুনরায় তৎস্বরূপেরই উল্লেখ হইয়াছে। যদি বল, ভাবান্তরপ্রাপ্তেরই প্রবেশ বুঝাইতেছে, এবং পরমাত্মস্বরূপেব নিরাকরণের জন্যই এই বিষয়ের প্রসঙ্গ ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কেননা [এই প্রকরণেই] 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি (শ্বেতকেতু) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [কাজেই প্রবেশের পূর্ব্বে ভাবান্তর-প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না]। যদি বল, জীবের সংসারভাব ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; না ; সে কথাও সত্য নহে ; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্ত্তা (জ্ঞাতা), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য—উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় (উপলভ্য) হইতে পারে ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিত্বরূপ ধর্ম্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী (সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট), কিন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই (জীবের পক্ষে) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ যেমন দাহ্য হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ৪

যদি বল, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সদ্ভাব দেখা যায়,তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম-দুঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।] না, তাহা নহে; কারণ, ত্রাস ভয়াদি ও দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে (১)।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ্ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [কারণ, তাঁহারা আত্মার সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না। আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও সমর্থিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ' এই শ্রুতি দ্বারা;—এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

সরলার্থঃ—সঃ যঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্যাং জানাতি), [সঃ] অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো ভূত্বা) এতম্ (অনন্তরোক্তম্) অন্নময়ম্ আত্মানম্ (আত্মত্বেন কল্পিতম্ অন্নময়ং দেহম্) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ততশ্চ] এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, কামান্নী (কামতঃ অন্নং অস্য—কামনানুসারেণান্নবান্), কামরূপী (কামনানুসারেণ রূপাণি

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি ত্রাস ও দুঃখ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারাও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

গৃহ্লন্) ইমান্ (ভূ-প্রভৃতীন্) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম (সর্ব্বতঃ সমং ব্রহ্ম) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, (অহো! অহো! অহো! ইতি পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সম্বোধয়ন্) আস্তে (তিষ্ঠতি)। (বিস্ময়াধিক্য-জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েহপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া) ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

মূলানুবাদ—[এখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন; পরে এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন; শেষে বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্ত্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময়-প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—সর্ব্বম্ অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যস্যা ঋচোঽর্থো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্যা। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি তস্য ফলবচনস্য অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে? ইত্যেতদ্বক্তব্যমিতীদমিদানীমারভ্যতে। ১

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াং পূর্ব্ববিদ্যাশেষভূতায়াং তপো ব্রহ্মবিদ্যাসাধনমুক্তম্; প্রাণাদেরাকাশান্তস্য চ কার্য্যস্যান্নান্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাসনানি চ। যে চ সর্ব্বে কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদবিষয়াঃ, এতে দর্শিতাঃ। একত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বানুপপত্তিঃ, ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ। তত্র কথং যুগপদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্নুতে ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। ২

কথং সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্থাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন অপোহ্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ অবন্নময়াদীন্ আত্মনোঽবিদ্যাকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়ান্তান্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃশ্যাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমমৃতমভয়মদ্বৈতং ফলভূতমাপন্ন ইমাঁল্লোকান্ ভূরাদীননুসঞ্চরন্নিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ৩।

কথমনুসঞ্চরন্? কামান্নী কামতোহন্নমস্যেতি কামান্নী; তথা কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী; অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বাত্মনা ইমাঁল্লোকানাত্মত্বেনানুভবন্, কিম্? এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। সমত্বাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্নাস্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহো ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽত্যন্তবিস্ময়খ্যাপনার্থম্॥ ৫॥ ৫৪॥

ভাষ্যানুবাদ—[এবংবিধ বিদ্বান্ পুরুষ] অন্নময়াদি পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম (সমতাব্যঞ্জক শব্দ) গান করত অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কি প্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখন এই বাক্য আরব্ধ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রঘটিত উপাখ্যানে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে, আর আকাশাদি বিভিন্ন জন্য বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা প্রতিনিয়ত অনেক-প্রকার সাধন-সাপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব-পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তদ্ভিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য-ব্যবহার সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মভূত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত-প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব্ব-কামভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়]। ২

ভাল, তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিত্যমণ্ডলে আত্মার

একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব-বিজ্ঞানের ফলে তদুভয়গত উৎকর্ষা-পকর্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন,এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্মত্ব-স্থাপনপূর্ব্বক অবশেষে সর্ব্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ অদৃশ্যত্বাদিগুণাবিশিষ্ট স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং জন্মজরামরণভয়রহিত ও সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রভৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। 'বিচরণ' শব্দটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামান্নী—ইচ্ছানুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী—ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনুসঞ্চরণ করত অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সমস্ত জগৎ অবলোকন করত—কি [করেন]? এই সামগান-পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সাম, অর্থ ব্রহ্ম; কেন-না, তিনিই সর্ব্বত্র সম (সমান)। লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্ব্বসম আত্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন)। 'হা বু,' শব্দটী বিস্ময়প্রকাশক 'অহো' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের আধিক্য-সূচনার নিমিত্ত প্লুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত—'হা ৩ বু' হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহ ৺ শ্লোককৃদহ ৺ শ্লোককৃদহ ৺ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি, স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

[ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত্রয়োদশান্নং প্রাণো মনো বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশান্নং ন নিন্দ্যাদ্ ন পরিচক্ষীতান্নং বহু কুর্ব্বীতৈকাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টির্দশ ॥০॥ (অয়মংশঃ ক্বচি দধিকঃ পঠিতঃ)]

সরলার্থঃ—[অথ তস্য বিস্ময়প্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যাদিভিঃ]। অহং (তাদৃশবিদ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম্ অন্নম্। [বিস্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি]। অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩। তথা, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ ; (শ্লোকঃ অন্নান্নাদয়োঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদ্দেহঃ, তস্য কর্ত্তা)। অহং প্রথমজা (প্রথমজঃ—সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ) ঋতা ৩ স্য (ঋতস্য প্লুতত্বাৎ দীর্ঘঃ, ঋতস্য সত্যস্যেত্যর্থঃ) [মূর্ত্তামূর্ত্তরূপস্য জগতঃ] দেবেভ্যঃ [চ] পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য) নাভিঃ (মধ্যং মুক্ত্যধিষ্ঠানম্) অস্মি (ভবামি)। [ইদানীং দানফলমুচ্যতে—] যঃ (জনঃ) মা (মাম্ অন্নরূপিণং) দদাতি (অন্নার্থিভ্যঃ প্রযচ্ছতি), সঃ [দাতা] ইৎ (ইত্থম্) এব (নিশ্চয়ে) মা ৩ (মাং) আবাঃ (অবতি যথাভূতং রক্ষতীত্যর্থঃ)। যঃ [পুনঃ] অন্নং মাম্ অদত্ত্বা অত্তি (ভক্ষয়তি), অন্নম্ অদন্তং (ভক্ষয়ন্তং) তং (জনং) অহম্ অদ্মি (ভক্ষয়ামি)। তথা স্বঃ (আদিত্যঃ) 'ন' (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) অহং বিশ্বং (সমস্তং) ভুবনং (জগৎ—জগদাত্মনা) অভ্যভবাম্ (অভিসম্যক্, ভবামি)। ইতি (ইত্থং বল্লীদ্বয়বিহিতা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা উক্তা); যঃ এবং (যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং) বেদ (সম্যক্ জানাতি), (তস্য মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ) ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

এষা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদীর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর সেই বিদ্বানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—তিনি অনুভব করেন যে,] আমিই পূর্ব্বকথিত অন্ন, (বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্ব্বোক্ত অন্নাদ ; আমিই শ্লোককৃৎ অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্ত্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থিগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বাত্মভাব পোষণ করেন ; আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে

ভক্ষণ করি। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা। যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাঁহার মুক্তিফল লাভ হয় ॥ ৬।৫৫ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকব্যাখ্যা ॥১০॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কঃ পুনরসৌ বিস্ময় ইতি, উচ্যতে—অদ্বৈত আত্মা নিরঞ্জনোঽপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ। কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃৎ। শ্লোকো নাম অন্নান্নদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ, তস্য কর্ত্তা চেতনাবান্। অন্নস্যৈব বা পরার্থস্যান্নাদার্থস্য সতোঽনেকাত্মকস্য পারার্থ্যেন হেতুনা সঙ্ঘাতকৃৎ। ত্রিরুক্তির্ব্বিস্ময়ত্বখ্যাপনার্থা।

অহমস্মি ভবামি। প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ। ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তা-মূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্ব্বম্, অমৃতত্বস্য নাভিঃ অমৃতস্য নাভিঃ মধ্যং মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নার্থিভ্যো দদাতি-প্রযচ্ছতি—অন্নাত্মনা ব্রবীতি, স ইৎ ইত্থমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাভূতং মাম্ আবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যঃ পুনরন্যো মামদত্বা অর্থিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেঽন্নমত্তি, তমন্নমদন্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুরুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যদ্মি ভক্ষয়ামি। ২

অত্রাহ—এবং তর্হি বিভেমি সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তের্ম্মোক্ষাৎ; অস্তু সংসার এব, যতো মুক্তোঽপ্যহমন্নভূতঃ অদ্যঃ স্যামন্নস্যৈব। এবং মা ভৈষীঃ; সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বকামাশনস্য। অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণমবিদ্যাকৃতং বিদ্যয়া ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিদ্বান্; তস্য নৈব দ্বিতীয়ং বস্তুন্তরমস্তি, যতো বিভেতি; অতো ন ভেতব্যং মোক্ষাৎ; এবং তর্হি কিমিদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি? উচ্যতে—যোঽহমন্নান্নাদাদিলক্ষণঃ সংব্যবহারঃ কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন পরমার্থবস্তু। স এবম্ভূতোঽপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাসন্নিতি কৃত্বা ব্রহ্মবিদ্যাকার্য্যস্য সর্ব্বভাবস্য স্তুত্যর্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহ-মন্নাদোঽহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতো ভয়াদিদোষগন্ধোঽপ্যবিদ্যানিমিত্তঃ অবিদ্যোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্য নাস্তীতি। ৩

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সম্ভজনীয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ, ভবন্তীতি বা অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিভবামি পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ। সুবর্ন জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিত্যঃ, নকার উপমার্থে, আদিত্য ইব সকৃদ্বিভাতমস্মদীয়ং জ্যোতীঃ

জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি বল্লীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞানম্। তামেতাং যথোক্তামুপনিষদং শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা ভৃগুবৎ তপো মহদাস্থায় য এবং বেদ তস্যেদং ফলং যথোক্তমোক্ষ ইতি ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই বিস্ময় আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—অদ্বৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ—অন্ন ও অন্নাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্ত্তা—চেতনাসম্পন্ন। অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ—অন্নভক্ষকের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক—অনেক অংশ-যুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থত্ব-নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রচয়িতা। মূল শ্রুতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিস্ময়াধিক্য-প্রকাশন। ১

'অহম্ অস্মি' 'অহং' অর্থ—আমি, 'অস্মি' অর্থ হই।—প্রথমজা (প্রথমজ) প্রথমোৎপন্ন, ও 'ঋত' শব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত (স্থূলসূক্ষ্ম) জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে, অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্ন-প্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাত্মভাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্নের জন্য প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য যে লোক অর্থিগণের উদ্দেশ্যে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২

মুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অন্যের ভক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক—অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে। উক্ত বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারা-

ধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে ভয় হইবে, অতএব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই। ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্নাদ' ইত্যাদি বলা হয় কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, ভক্ষ্য-ভক্ষকাদি-কার্য্য-ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য বস্তু নহে। সেই ব্যবহার অপারমার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য বলা হইতেছে—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' এবং 'অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিদ্যা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় অবিদ্যামূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩

আমিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভুবন—ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের ভজনীয় (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। আদিত্যের ন্যায় আমাদের জ্যোতিঃ বা প্রকাশও সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান। 'সুবঃ ন' (সুবর্ন) এই 'ন' অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া (১) এবং ভৃগুমুনির ন্যায় পরম তপস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ্ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যথোক্তপ্রকার মোক্ষ-লাভ ইতি ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥*

---

(১) তাৎপর্য্য—শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ সন্ন্যাসী, অথবা, বিধি অনুসারে কর্ম্মত্যাগী, তিতিক্ষু অর্থ—শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিযুক্ত।

* উপনিষদের প্রারম্ভে এই দুইটী শান্তি মন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি॥
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্।
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ॥
আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্॥

॥ * ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥* ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ৩॥

অথর্ববেদীয়

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-
কৃতপদভাষ্য-সমেতা

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, গোড়পাদায় কারিকা-
ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৫৫ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

অথর্ব্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-
কৃতপদভাষ্য-সমেতা

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, গৌড়পাদীয় কারিকা-
ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২১।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ
১৩৫৫ সাল

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল,
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা

আভাস

উপনিষৎ-পর্য্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে গৌড়পাদীয় কারিকাসহ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সম্পূর্ণ প্রচারিত হইল। অন্যান্য উপনিষদের ন্যায় ইহাতেও সেই ব্রহ্মবিদ্যাই যথাযথভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। তবে মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদেই যেরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কিংবা কোন একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ, উপায় ও ফল নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সেইরূপ রীতির অনুসরণ করা হয় নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে। কোনও দুরধিগম তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, যেরূপ রীতির অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাতেও অতি উত্তমরূপে সেই রীতিরই গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ তুরীয় (চতুর্থ) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রতিপাদন করা এবং জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিগম্য করা সম্ভবপর নহে; এইজন্য, বুদ্ধ্যারোহের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ সবিশেষ অবস্থাত্রয় নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ সেই নির্ব্বিশেষ তুরীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ চঞ্চল-স্বভাব মানবীয় মন কোন একটি চির-পরিচিত বস্তু না পাইলে চিন্তা করিতে কাতর বা অক্ষম হইয়া থাকে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই জীবহিতৈষিণী শ্রুতি করুণাপরবশ হইয়া 'প্রণব' অবলম্বনে তুরীয় ব্রহ্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। অখণ্ড ব্রহ্মে সখণ্ডভাবের আরোপণপূর্ব্বক তাহাকে চারি পাদে বা অংশে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর প্রণবে ব্রহ্মভাব সমারোপণ করিয়া প্রণবের এক একটি মাত্রা বা অংশকে ব্রহ্মের এক একটি পাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিলেন।

উপদিষ্ট সেই চারিটি পাদ যথাক্রমে বিশ্ব, বিশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। এই পাদত্রয়ের অতীত পাদই নির্ব্বিশেষ তুরীয় পাদ। ব্রহ্মের ন্যায় প্রণবেরও চারিটি মাত্রা বা অংশ আছে, যথা—'অ', 'উ', 'ম' এবং নাদবিন্দু। এই সাদৃশ্যমূলে প্রণবের এক একটি মাত্রাকে ব্রহ্মের প্রাগুক্ত এক একটি পাদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রণবের নাদবিন্দু যেরূপ পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারণযোগ্য বা বক্তব্য হয় না, ব্রহ্মের তুরীয় পাদও সেইরূপ; সুতরাং 'ইহা

অমুক নহে, ইহা অমুক নহে' এইরূপে নিষেধমুখেই তাহার উপদেশ করা সম্ভবপর হয়; এইজন্য শ্রুতিও "নান্তঃপ্রজ্ঞং" প্রভৃতি নিষেধপ্রধান বাক্যে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রণবের যেমন অ, উ, ম এই তিনটি ভাগ আছে, জীবেরও তেমনি দৈনন্দিন তিন প্রকার অবস্থা আছে—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভব করা হয়, তাহার নাম জাগরণ। যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-নিচয় নিষ্ক্রিয় থাকে, একমাত্র মনই কেবল জাগ্রৎকালীন অনুভবের বলে (জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে) নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। আর যে অবস্থায় মনও বৃত্তিশূন্য—নির্ব্ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেই অজ্ঞানের মধ্যেও বিজ্ঞানঘন আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি অস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। উক্ত স্থানত্রয় অনুসারে আবার—ব্রহ্মের সেই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক পাদত্রয়কে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এ জীবাবস্থাত্রয়ের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট কথায় ইহা বলিয়া দিয়াছেন—

"বহিঃ-প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞ স্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥"

ফল কথা, ভক্তিমান্ পুত্র যেমন পরমারাধ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ পরদেবতা পিতার বিবিধ বিধানে সেবা, সমাদর ও গুণকীর্ত্তন করিয়াও যথেষ্ট বোধ করিতে পারে না, শ্রুতির অবস্থাও তদ্রূপ; তাই পরম পিতা পরমাত্মা এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ হইলেও, শ্রুতিভক্তি-ভরে বিহ্বল হইয়াই যেন তাঁহাকে নানা ভাবে নানা ছাঁচে ঢালিয়া ঐকান্তিক ভাবে আদর ও অর্চ্চনা করিয়াছেন। একদিকে যেমন আদরাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে আবার জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিপ্রবেশের পথও তেমনি সুগম করিয়াছেন। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতা পুরা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ মৃত্তিকা ও লৌহাদি বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র; প্রকৃতপক্ষে তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

শ্রুতি অতি আগ্রহসহকারে ব্রহ্মকে লোকবুদ্ধির গোচর করিবার জন্য বিবিধ

বিধানে যত্ন করিলেও, অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মের দুজ্ঞেয়ত্ব দূর হইবার নহে ; সুতরাং শ্রুতির অভিপ্রেত গূঢ় রহস্য অধিকাংশ জিজ্ঞাসুরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নহে ; সেইজন্য ঋষিকল্প অদ্বৈতাচার্য্য গৌড়পাদ এই সংক্ষিপ্ত শ্রুতিবাক্যের উপর দুই শত পনেরটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রুতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

সম্ভবতঃ কাহারো জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, এই গৌড়পাদাচার্য্য লোকটি কে, এবং কিরূপ অবস্থাপন্ন ; তাঁহার কথারই বা এত আদর কেন ? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, গৌড়পাদাচার্য্য স্বয়ং শুকদেবের নিকট উপদেশ লাভ করেন ; সুতরাং গৌড়পাদাচার্য্যের শ্রৌত জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। স্বামী শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ এই গৌড়পাদেরই শিষ্য ; তাই আচার্য্য স্বামী শঙ্কর পরম গুরু বলিয়া গৌড়পাদের বন্দনা করিয়াছেন।

গৌড়পাদ স্বীয় কারিকা-সমষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম আগম প্রকরণ, দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ, চতুর্থ অলাতশান্তি প্রকরণ। আগম প্রকরণে প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থ কথন, বৈতথ্য প্রকরণে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যবস্থাপন, অদ্বৈত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ এবং অলাতশান্তি প্রকরণে দ্বৈত-প্রতীতির ভ্রান্তিময়ত্ব প্রতিপাদন, অতি উত্তমরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

গৌড়পাদের শ্লোকসমূহ আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অর্থগৌরবে গরীয়ান্ এবং রহস্য-মহিমায় আরও মহীয়ান্। মনে হয়, গৌড়পাদের এক একটি শ্লোক যেন উজ্জ্বল আলোকময় রহস্য-রত্নের বিশাল আকর-স্থান ; এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক একটি পুস্তক রচিত হইতে পারে। অধিক কি, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদের কারিকা, ইহারা পরস্পরে পরস্পরের গৌরব ও শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। কেবলই অনুবাদের সাহায্যে ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহা বলিতে পারি না ; সুতরাং পাঠকবর্গকেও ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদক

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা

বিষয়-সূচী

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদীয় কারিকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যথাক্রমে নিরূপিত হইয়াছে—

প্রথম—আগম প্রকরণ

দ্বিতীয়—বৈতথ্য প্রকরণ (কারিকাংশ)

তৃতীয়—অদ্বৈত প্রকরণ

চতুর্থ—অলাতশান্তি প্রকরণ

সমাপ্ত

মাণ্ডূক্যোপনিষদীয় গৌড়পাদীয় কারিকার

অকারাদি বর্ণ ক্রমে

পদ-সূচী

অ

আ

উপনিষদ্

১। (ভূমিকা, মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, শাঙ্কর-ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত, ডিমাই বার পেজী, উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুন্দর ছাপা) ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে) ২৸০

২। বৃহদারণ্যক (চতুর্থ ভাগে সম্পূর্ণ, প্রতি ভাগের মূল্য) ৩৷০
ঐ সম্পূর্ণ মূল্য ... ... ১৪৲

৩। ঐতরেয় ... ... ১৲

৪। তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড ১৵০
ঐ ২য় খণ্ড ... ... ১৲

৫। প্রশ্ন ... ... ২৲

৬। মুণ্ডক ... ... ২৲

৭। মাণ্ডূক্য ... ... ৪৲

৮। ছান্দোগ্য (দুই ভাগে সম্পূর্ণ) ৮৷৵০

৯। উপদেশ-সহস্রী ... ... ৪৲

১০। সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ ২৷০

১১। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ শাঙ্কর-ভাষ্য, আনন্দগিরি টীকা এবং ভাষ্যানুবাদ সমেত)
(প্রমথনাথ তর্কভূষণ) ... ৪৷০

১২। বালানন্দ উপদেশাবলী ৷০

১৩। রামকৃষ্ণ উপদেশামৃত ৷০

১৪। বেদান্তদর্শনম্ (ব্রহ্মসূত্রম্) চারিভাগে সম্পূর্ণ মূল্য ১০৲
(কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত)

১৫। কতকথায় রামায়ণের পুঁথি ... ... ৭৲

গৌড়পাদীয়-কারিকোপেতা

অথর্ব্ববেদীয়-

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা

—০ঃ—ঃ০—

প্রথমম্—আগম-প্রকরণম্

—০ঃ*ঃ০—

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন মঙ্গলময় শব্দ শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম রূপ দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গসম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১

শান্তি শান্তি শান্তি।

মঙ্গলাচরণম্

। প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্বাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কামজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

অনুবাদ

যিনি স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী বিমল জ্ঞানরশ্মি বিস্তার দ্বারা সমস্তলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া [জাগ্রৎসময়ে] স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন; পরে [স্বপ্নসময়ে] বুদ্ধিসমুদ্ভাসিত (বাসনাময়) সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ পান করিয়া [সুষুপ্তিকালে] কেবল আনন্দভুক্ অবস্থায় অবস্থান করেন, এবং মায়া দ্বারা আমাদিগকেও (জীবগণকেও) ভোগ করান; সেই যে মায়িক সংখ্যানুসারে তুরীয়পদবাচ্য জন্মরহিত অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১

। যো বিশ্বাত্মা বিবিধ বিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ গতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥ ২

অনুবাদ

সর্ব্বজগদাত্মক যিনি শুভাশুভ কর্ম্মজনিত বিবিধ স্থূল ভোগ [জাগ্রৎকালে] ভোগ করিয়া পশ্চাৎ (স্বপ্নের হেতুভূত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হইলে পর) স্ববুদ্ধি-পরিকল্পিত অপরাপর সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা ভোগ করিয়া থাকেন, পুনশ্চ [সুষুপ্তিদশায়] সেই সমস্ত বিষয়রাশি ক্রমে স্বীয় আত্মায় সংস্থাপন করিয়া, পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার সবিশেষ ভাবসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই তুরীয় পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন (১) ॥ ২

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে। স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাবে স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফলে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই ভোগানুকূল কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হন; তখন জাগ্রৎকালীন মানস-সংস্কারবলে সূক্ষ্ম বাসনাময় বিষয়রাশি ভোগ করেন। স্বপ্নজনক সেই কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে, সুষুপ্তি দশা উপস্থিত হয়; তখন কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না; সমস্তই কারণে বিলীন হইয়া যায়। আত্মা যখন উক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয়, তখন তাহাকে 'তুরীয়' বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্যাবতরণিকা

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্ তস্যোপব্যাখ্যানম্। বেদান্তার্থসারসংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়ম্ ওঁমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। অতএব ন পৃথক্‌সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি, তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে ব্যাখ্যাতারঃ।

তত্র প্রয়োজনবৎসাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্ট-সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবদ্ভবতি। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি? উচ্যতে—রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা—অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বাদ্ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাৎ, ইতি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশনায় অস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যং পশ্যেদন্যোঽন্যদ্‌বিজানীয়াৎ।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ।

তত্র তাবদোঙ্কারনির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগমপ্রধানম্ আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈতপ্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্যপ্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় * তৃতীয়ং প্রকরণম্। অদ্বৈতস্য তথাত্বপ্রতিপত্তি-প্রতিপক্ষভূতানি † যানি বাদান্তরাণি অবৈদিকানি সন্তি, তেষামন্যোন্যবিরোধিত্বাদ্ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্।

অনুবাদ

এই সমস্তই 'ওঁম্' এই অক্ষরাত্মক ইত্যাদি। অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের সার-সংগ্রহভূত 'ওঁম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্' ইত্যাদি প্রকরণচতুষ্টয়াত্মক (পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়বিশিষ্ট) এই শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। এজন্য ইহার বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন পৃথগ্‌ভাবে বলা অনাবশ্যক। কারণ, বেদান্তশাস্ত্রে যে সমস্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় (প্রতিপাদ্য) ও প্রয়োজন, এই গ্রন্থেও সেই সমস্তই থাকা উচিত; [সুতরাং যদিও সে সকলের নির্দ্দেশ অনাবশ্যক,] তথাপি, ব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন যে,

* প্রতিপাদনায়, ইতি বা পাঠঃ। † বিপক্ষভূতানি ইতি বা পাঠঃ।

প্রকরণ-ব্যাখ্যাকারীর (*) পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

তন্মধ্যে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল সাধন-সমূহ প্রকাশ করে বলিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিতও শাস্ত্রের সম্বন্ধ লাভ ঘটে; সুতরাং ঐরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রেরও বিশিষ্ট সম্বন্ধ, বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য, এবং বিশিষ্ট প্রয়োজনবত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (†) ভাল, সেই প্রয়োজনটি কি? বলা হইতেছে—রোগার্ত্তের যেমন রোগনিবৃত্তিতে স্বস্থতা হয়, তেমনি দুঃখাভিমানী আত্মারও যে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তিতে স্বস্থভাব বা অদ্বৈতভাবে স্থিতি, সেই অদ্বৈতভাবই প্রয়োজন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ যখন অবিদ্যাকৃত, তখন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর; এইজন্য ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রকাশার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে। 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়।' 'যখন ভিন্নের মত হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে; অপরে অপরকে জানিয়া থাকে।' 'সমস্তই যখন ইহার (জ্ঞানীর) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে ও জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ ওঁকারের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়ীভূত আগমপ্রধান (শব্দপ্রমাণ-প্রধান) প্রথম প্রকরণ [আরব্ধ হইতেছে]। রজ্জুতে সর্পাদি-বিতর্ক নিবৃত্ত হইলে যেমন রজ্জুতত্ত্ব প্রতীতিগোচর হয়, তেমনি যে দ্বৈত-প্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত-বোধ উপস্থিত হয়, সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যে, স্বীয়

* তাৎপর্য্য—একপ্রকার গ্রন্থের নাম প্রকরণ। তাহার লক্ষণ এইরূপ—"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ 'প্রকরণং' নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ। কোন একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয়-বিশেষ-প্রতিপাদক এবং প্রধান শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকারান্তরে সেই উদ্দেশ্যেরই সাধক গ্রন্থ-বিশেষকে পণ্ডিতগণ 'প্রকরণ' বলেন। অর্থাৎ কোন একটি বৃহৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় জটিল তর্কযোগে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসমস্তের কোন কোন অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয়, তাহাই প্রকরণ-গ্রন্থ। মূল শাস্ত্রের যাহা বিষয় (প্রতিপাদ্য), সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, এবং সেই শাস্ত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই শাস্ত্রীয় প্রকরণ-গ্রন্থেরও বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন তাহাই, পৃথক্ নহে; সুতরাং প্রকরণ-গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রতিপাদ্য বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ অনাবশ্যক।

† তাৎপর্য্য—এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—মোক্ষলাভ, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান তাহার সাধন। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নাই

কারণানুসারেও মিথ্যা, তৎপ্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় প্রকরণ। সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সম্ভাবনা হইতে পারে, এই জন্য যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপাদনার্থ তৃতীয় প্রকরণ; আর অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষভূত অপরাপর যে সমস্ত অবৈদিক (বেদবহির্ভূত) বাদ বা মতান্তর আছে, তৎসমুদয় পরস্পর-বিরুদ্ধ; সুতরাং যথার্থ নহে, অতএব তাহাদেরই যুক্তি দ্বারা তাহাদের মত-সমূহের খণ্ডনকরণার্থ চতুর্থ প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে।

(উপনিষদারম্ভ)

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতম্, তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

সরলার্থঃ

[অথ ওঁঙ্কারস্য পরাপরব্রহ্মপ্রতীকত্বমাবেদয়িতুং প্রথমং তস্য সর্ব্বাত্মকত্বম উপদিশতি "ওঁম্ ইত্যেতৎ" ইত্যাদিনা।]—ইদং (দৃশ্যমানম্ অভিধেয়রূপং) সর্ব্বং (সকলং জগৎ) 'ওঁম্' ইত্যেতৎ (অভিধানাত্মকম্) অক্ষরং (প্রণবাত্মকং)। তস্য (পরাপরব্রহ্মবাচকস্য ওঁঙ্কারস্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং) উপব্যাখ্যানং (ব্রহ্মাভিধায়কতয়া বিস্পষ্টং কথনং) [আরব্ধং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ]। ভূতং (অতীতং), ভবৎ (বর্ত্তমানং), ভবিষ্যৎ (অনাগতং চ) ইতি (এতৎ) সর্ব্বং ওঁঙ্কার এব (ওঁঙ্কারাদনতিরিক্তম্ এব)। অন্যৎ (অপরং) চ (অপি) যৎ (বস্তু) ত্রিকালাতীতং (কালত্রয়াতীতং), তৎ অপি ওঁঙ্কারঃ (ওঁঙ্কারাত্মকং) এব (নিশ্চয়ে) ॥

ওঁঙ্কারই যে, পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন, ইহা জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ওঁঙ্কারের সর্ব্বাত্মকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই 'ওঁম্' এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঁঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঁঙ্কারস্বরূপই ॥ ১

সত্য, তথাপি শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান লাভ হয়. এবং তাহা দ্বারা মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়; সুতরাং এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিতও বিশিষ্ট সম্বন্ধাদির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং পুনরোঁঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইতি, উচ্যতে— "ওঁমিত্যেতৎ", "এতদালম্বনম্", "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঁঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।" "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত," "ওমিতি ব্রহ্ম," "ওঁঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্য আস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্যাস্পদং যথা, তথা সর্ব্বোঽপি বাক্‌প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঁঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওঁঙ্কারবিকারশব্দাভিধেয়শ্চ সর্ব্বঃ প্রাণাদিরাত্মবিকল্পঃ অভিধানব্যতিরেকেণ নাস্তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"; "তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দ্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্, সর্ব্বং হীদং নামনি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অত আহ—

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিতি। যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতং, তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদস্য চ ওঁঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঁঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঁঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্য অক্ষরস্য ওঁমিত্যেতস্য উপব্যাখ্যানম্, বহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাদ্ ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ, তদপি ওঁঙ্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঁঙ্কার এব ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, ওঁঙ্কারের তত্ত্বনির্ণয়ই যে, আত্মতত্ত্ববোধের উপায়, তাহা জানা যায় কিরূপে? হাঁ, বলা হইতেছে 'এই ওঁঙ্কার,' 'ইহাই (ওঁঙ্কারই) [শ্রেষ্ঠ] আলম্বন (ধ্যেয়);' 'হে সত্যকাম, এই যে ওঁঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম; সেইজন্য ওঁঙ্কারবিৎ পুরুষ এই ওঁঙ্কার আলম্বন দ্বারা [উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে] একটিকে প্রাপ্ত হন।' "আত্মাকে 'ওঁম্' ইত্যাকারে চিন্তা করিবে।" 'ওঁঙ্কারই ব্রহ্ম'। 'ওঁঙ্কারই এই সমস্ত' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [তাহা জানা যায়]। রজ্জু প্রভৃতি সত্য পদার্থ যেমন সর্পাদি-বিতর্কের আশ্রয়, তেমনি যথার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মাই প্রাণাদি বিবিধ কল্পিত ভাবের আশ্রয়। উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ ঠিক, সেইরূপই আত্মাতে

প্রাণাদি বিকল্পবুদ্ধির বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্-প্রপঞ্চ বা শব্দরাশিও ওঁঙ্কারস্বরূপই; সেই ওঁঙ্কারও আবার নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ; কেন না, ওঁঙ্কারই আত্মার অভিধায়ক বা প্রতিপাদক। শব্দমাত্রই ওঁঙ্কার-বিকার (ওঁঙ্কার হইতে উৎপন্ন), সেই শব্দের অভিধেয় প্রাণাদি পদার্থমাত্রই আত্ম-বিকল্প (আত্মাতে কল্পিত); সুতরাং সে সকলের শব্দাতিরিক্ত সত্তাই নাই। ইহা—'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ—নামমাত্র।' এই ব্রহ্মসম্বন্ধী এই সমস্ত জগৎই বাক্যরূপ দীর্ঘ-সূত্রময় নামরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ।' এই সমস্তই নামে [স্থিত]; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয়। এজন্য বলিতেছেন—

এই যে অভিধেয়রূপ (বাক্যার্থ-স্বরূপ) বিষয়সমূহ, যেহেতু তাহা স্বীয় অভিধান বা বাচক শব্দ হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং যেহেতু বাচকশব্দমাত্রই ওঁঙ্কার হইতে অনতিরিক্ত; অতএব ওঁঙ্কারই এই দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ হইতেই পর ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাও ওঁঙ্কার-স্বরূপই বটে। পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ সেই 'ওঁম্' এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান, অর্থাৎ ইহাই ব্রহ্ম-প্রতীতির উপায়স্বরূপ; অতএব, ব্রহ্মসন্নিহিতরূপে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃষ্টরূপে কথনরূপ (বর্ণনাত্মক) ইহার উপব্যাখ্যান আরব্ধ হইতেছে, বুঝিতে হইবে। [বুঝিতে হইবে] এই অংশটি উক্ত বাক্যে শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে; [ভাষ্যকার তাহাই পূরণ করিয়া দিলেন]। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে [বুঝিতে হইবে,] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়বর্ত্তী যে কোন বস্তু, তাহাও ওঁঙ্কারস্বরূপই। এতদতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উক্ত কালত্রয় দ্বারা পরিচ্ছেদ-যোগ্য নহে, অথচ কার্য্য-গম্য-মাত্র (কার্য্য-দর্শনে অনুমেয়-মাত্র), তাহাও এই ওঁঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ১

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম,
সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২

সরলার্থঃ

[ওঁঙ্কারস্য ব্রহ্মণো নামধেয়ত্বাদিরূপতাং বক্তুমাহ—সর্ব্বমিত্যাদি।] এতৎ—(অনুভূয়মানং) সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্ম-স্বরূপম্); অয়ম্ (অনুভূয়মানঃ) আত্মা (অহং-প্রতীতিগোচরঃ ত্বংপদার্থঃ) [চ] ব্রহ্ম (পূর্ব্বোক্তলক্ষণং)। সঃ (উক্তলক্ষণঃ) অয়ং আত্মা (ওঁঙ্কারবাচ্যঃ) চতুষ্পাৎ (চত্বারঃ পাদাঃ অংশাঃ বক্ষ্যমাণাঃ যস্য, স চতুষ্পাৎ)॥

এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং এই আত্মাও (জীবও) ব্রহ্ম-স্বরূপ; সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারিটী অংশযুক্ত॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বেঽপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ "ওঁমিত্যে-তদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়-প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ অভিধানাভিধেয়য়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হি অভিধানতন্ত্রা অভিধেয়-প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্য অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলা-পয়ন্ তদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেতেতি। তথা চ বক্ষ্যতি—"পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ" ইতি। তদাহ—

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মেতি। সর্ব্বং যদুক্তমোঁঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতদ্ ব্রহ্ম। তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়া অভিনয়েন নির্দ্দিশতি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি। সোঽয়ম্ আত্মা ওঁঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষা-পণবৎ, ন গৌরিবেতি। ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতি-পত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ; তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

বাচ্য ও বাচকের ভেদ না থাকিলেও "ওঁম্ ইত্যেদক্ষরং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিধান বা বাচক ওঁঙ্কারেরই প্রাধান্যানুসারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অভিধায়ক ওঁঙ্কারের প্রাধান্যানুসারে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই যে, আবার অভিধেয় বা বাচ্যার্থ-প্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচক প্রণব ও তদ্‌বাচ্য অর্থের অভেদ-প্রতিপাদন। নচেৎ বাচ্যার্থের প্রতীতি যখন

তদ্বাচক শব্দের অধীন, তখন অভিধেয়কে (বাচ্যার্থকে) যে অভিধানাত্মক বলিয়া কথন, তাহা গৌণ, এই আশঙ্কা দুর্নিবার হইতে পারিত। অভিধান ও অভিধায়কের একত্বোক্তির প্রয়োজন এই যে, একই চেষ্টায় একই বারে অভিধান ও অভিধায়কের বিলাপন বা তিরোধান করিয়া অর্থাৎ তদুভয়ের প্রতীতি স্থগিত করিয়া, বাচ্য-বাচকভাব-বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করা। সেইরূপ কথিতও হইবে যে, 'পাদসমূহই মাত্রা' (তদ্বাচক ওঁঙ্কার-স্বরূপ, মাত্রাসমূহও আবার তদ্বাচ্য পাদসমূহস্বরূপ, অর্থাৎ পাদ ও মাত্র পৃথক্ পদার্থ নহে।) শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ যে সমস্তকে ওঁঙ্কারাত্মক বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে ইতঃপূর্ব্বে পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ'। 'অয়ম্ আত্মা' এই বাক্যে 'অয়ং' শব্দ দ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে [অঙ্গুলি নির্দ্দেশের ন্যায়] অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ (জীব) আত্মা-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন *। পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঁঙ্কার শব্দার্থ সেই এই আত্মা কার্ষাপণের (কাহণের ন্যায়) চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট); কিন্তু গো'র মত নহে †। 'বিশ্ব' প্রভৃতি পাদত্রয়ের

---

* তাৎপর্য্য—"ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তী চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে, তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ে 'ইদম্' শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে 'এতদ্' শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী বস্তুবিষয়ে 'অদস্' শব্দের আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর-বিষয়ে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে 'অয়ং' পদটি 'ইদম্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ : আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহংপ্রতীতির বিষয়; সুতরাং 'অয়ং'-পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও প্রত্যক্ষ বস্তুকে যেমন 'এই' (অয়ং) বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে অয়ং আত্মা বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—ষোল পণে এক কাহণ কড়ি হয়। তাহার প্রত্যেক চারি পণকে

মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের বিলোপসাধন দ্বারা (অসত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা) তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই জন্য 'পাদ' শব্দটি করণবাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু 'পাদ' শব্দটি যখন তুরীয়ের বোধক হয়, তখন 'যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়' এই অর্থে উহা কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয় * ॥ ২

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

সরলার্থঃ

[ইদানীমাত্মনঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্ব্বক্তুমুপক্রমতে জাগরিতেত্যাদিনা।]— জাগরিতস্থানঃ (জাগরিতং স্থানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), বহিঃপ্রজ্ঞঃ (বহিঃ— বাহ্য-বিষয়ে রূপাদৌ প্রজ্ঞা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (দ্যুসূর্য্য-বায়্বাকাশ-রয়ি পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যা সপ্ত মূর্দ্ধ-চক্ষুঃ-প্রাণ-শরীরান্তর্ভাগ-মূত্রাশয়-পাদ-মুখাখ্যানি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, সঃ সপ্তাঙ্গঃ), একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চপ্রাণাঃ, চত্বারি অন্তঃকরণানি, এতানি একোনবিংশতিঃ মুখানি উপলব্ধিদ্বারাণি যস্য, স তথোক্তঃ), স্থূলভুক্, (স্থূলানি রূপাদিবিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্), বৈশ্বানরঃ (বিশ্বেষাং জগতাম্ অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্য, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ) [আত্মনঃ] প্রথমঃ পাদঃ, (প্রথমোপলব্ধিবিষয়ত্বাদস্য প্রথমত্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ) ॥

জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান বা ভোগক্ষেত্র, বাহ্যবিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা বা অনুভূতি, সাতটি যাহার অঙ্গ, ঊনবিংশতিটি যাহার মুখ বা উপলব্ধিদ্বার, স্থূলবিষয়ভোজী সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথমপাদ, সাধকের নিকট প্রথমেই প্রতীতির বিষয় হয় ॥ ৩

এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র। উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম যখন নিষ্কল— নিরংশ, তখন বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারও পাদ ব্যবহার আরোপ মাত্র,—সত্য নহে।

* তাৎপর্য্য—'বিশ্বাদি' পদে বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই চারিটি পাদ বুঝিতে হইবে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 'পদ্যতে যেন (যাহা দ্বারা পাওয়া যায়), এইরূপ করণ অর্থে যদি 'পাদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে 'পাদ শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন (করণ) বিশ্বাদিকে মাত্র বুঝাইতে পারে; কিন্তু তুরীয় ব্রহ্মকে আর 'পাদ' বলা যাইতে পারে না। কারণ, তুরীয় ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞেয়স্বরূপই

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানমস্যেতি জাগরিতস্থানঃ, বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ; বহির্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্-বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতি-কল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য, স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি মুখানীব মুখানি, তানি; উপলব্ধি-দ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবংবিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ; যদ্‌বা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগমস্য প্রাথম্যমস্য।

কথম্, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকা-দীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি? নৈষ দোষঃ; সর্ব্বস্য সাধিদৈবিকস্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্ব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষ্টঃ স্যাৎ; সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। 'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি' ইত্যাদিশ্রুত্যর্থশ্চৈবমুপসংহৃতঃ স্যাৎ; অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাৎ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ, সাংখ্যাদিদর্শনেনাবিশেষাৎ।

ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্; অতো যুক্তমেবাস্য আধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন 'বিরাড়াত্মনা অধিদৈবিকেনৈকত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ববচনম্। "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতৎ মধুব্রাহ্মণে

বটে, কিন্তু জ্ঞানসাধন নহে। আবার পাদ শব্দটি যদি 'পদ্যতে' যঃ, স পাদঃ (যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পাদ), এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে 'পাদ' শব্দে কেবল তুরীয়কেই বুঝাইতে পারে, বিশ্বতৈজসাদিকে আর বুঝাইতে পারে না; কারণ, বিশ্বাদিরা কেবলই জ্ঞান-সাধন, কিন্তু জ্ঞেয় নহে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন যে, 'পাদ' শব্দটি বিশ্বাদি অর্থে করণসাধন, আর তুরীয় অর্থে কর্ম্মসাধন।

—"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মম্" ইত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্ত্বেকত্বং সিদ্ধমেব, নির্ব্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি—সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"জাগরিতস্থানঃ" ইত্যাদি। জাগরিত (জাগরণ) যাহার স্থান অর্থাৎ কার্য্যভূমি, তিনি জাগরিতস্থান; বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থ—স্বীয় আত্মাতিরিক্ত (শব্দাদি) বিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি, তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞ। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার অবিদ্যাজনিত জ্ঞান বাহ্যবিষয়াবলম্বীর ন্যায় প্রতিভাত হয়। সেইরূপ সাতটি যাঁহার অঙ্গ, অর্থাৎ 'সেই এই বৈশ্বানর-নামক আত্মার সম্বন্ধে এই সুতেজা (দ্যুলোকই) শীর্ষস্বরূপ, বিশ্বরূপ (সূর্য্য) তাঁহার চক্ষুঃ, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ু) তাঁহার প্রাণ, বহুল (আকাশ) তাঁহার দেহ, রয়ি (অন্ন বা জল) তাঁহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবীই তাঁহার পাদ', এই শ্রুতিতেই কল্পিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গরূপে অগ্নিকে মুখরূপ আহবনীয় (হোম-কুণ্ড) বলা হইয়াছে; উক্তপ্রকার সাতটি যাঁহার অঙ্গ, তিনি সপ্তাঙ্গ; সেইরূপ একোনবিংশতিটি (উনিশটি) যাঁহার মুখ, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই (উনিশটি) যাঁহার মুখ—মুখের ন্যায়, অর্থাৎ উপলব্ধির উপায়। এবংবিধ বিশেষণবিশিষ্ট বৈশ্বানর উক্ত দ্বারসমূহ দ্বারা স্থূল বিষয়-সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'স্থূলভুক্'। ['বৈশ্বানর' নামের যোগার্থ এইরূপ]—সমস্ত নরগণের অনেক প্রকার সুখাদি সম্পাদন করেন বলিয়া 'বিশ্বানর', অথবা সর্ব্ব নরস্বরূপ বলিয়া তিনি বিশ্বানর; বিশ্বানরই বৈশ্বানর [স্বার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় হইয়াছে]। সমস্ত দেহ হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন বলিয়া তিনি প্রথম পাদ। পরবর্ত্তী পাদত্রয়-জ্ঞানের পূর্ব্বেই ইঁহাকে জানিতে হয়; এইজন্য ইঁহার প্রাথমিকত্ব।

ভাল, "অয়ম্ আত্মা" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত প্রত্যক্ আত্মার

পাদ-চতুষ্টয় প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয়; তবে দ্যুলোক প্রভৃতিকে মূর্দ্ধপ্রভৃতি অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইতেছে কেন? না—এ দোষ হয় না; কারণ, আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত-জগৎপ্রপঞ্চকে এই আত্মা দ্বারা চতুষ্পাদরূপে বর্ণনা করাই এখানে বিবক্ষিত। এইরূপ হইলেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত-ভাব সিদ্ধ হইতে পারে এবং সর্ব্বভূতস্থিত আত্মার একত্ব এবং আত্মাতেও সর্ব্বভূতের অবস্থিতি সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে; এরূপ হইলে, 'যিনি সর্ব্বভূতকে—' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা না হইলে, সাংখ্যাদি দার্শনিকগণের ন্যায় নিজ নিজ দেহ পরিচ্ছিন্নরূপেই প্রত্যক্ আত্মার (জীবাত্মার) উপলব্ধি হইত। তাহা হইলে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'অদ্বৈতবাদ'-রূপ বিশেষোক্তি উৎপন্ন হইত না; কারণ, এইমতে সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য থাকে না, অর্থাৎ সাংখ্যাদি দর্শনে যে ভেদবাদ (দ্বৈতবাদ) প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদেও যদি সেই দ্বৈতবাদই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে, আর উপনিষৎ শাস্ত্রের অদ্বৈত-ব্রহ্ম-প্রতিপাদনাত্মক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইতে পারে না। অথচ, সমস্ত উপনিষদেরই সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদকতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক দেহীর দ্যুলোকাদি অঙ্গসম্বন্ধ-নিবন্ধন যে, আধিদৈবিক বিরাট্স্বরূপেরও একত্ব-প্রতিপাদন এবং তদভিপ্রায়ে যে সপ্তাঙ্গত্ব-কথন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত' ইত্যাদি সর্ব্বাত্মকতা-গ্রাহক বাক্যও ইহার অপর হেতু। *

---

* তাৎপর্য্য—যে লোক দ্যুলোক ও সূর্য্যাদি এক একটিকে 'বৈশ্বানর' বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার পক্ষেই মস্তক-পতন ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিন্দা দ্বারা দ্যুলোকাদি সমস্ত বৈশ্বানরত্ব-জ্ঞানে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, দ্যুলোকাদি এক একটি বস্তু বৈশ্বানরের অংশবিশেষ মাত্র,—উহাই 'মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য।

এখানে যে, [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের সহিত] বিরাটের একত্ব বা অভেদ কথিত হইল, তাহা হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতাত্মা প্রাজ্ঞেরও উপলক্ষণার্থ বা তদুভয়ের বোধক। মধু-ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ,.এবং এই যে অধ্যাত্ম পুরুষ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত ও অব্যাকৃত পুরুষের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন তদুভয়ের একত্বও সিদ্ধই আছে। এইরূপ হইলেই সর্ব্বদ্বৈতনিবৃত্তিতে যে অদ্বৈত সিদ্ধ, তাহাও উপপন্ন হইবে ॥ ৩

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

সরলার্থঃ

[দ্বিতীয়ং পাদমাহ]—স্বপ্নস্থানঃ (ইন্দ্রিয়াণামুপরমে জাগ্রৎ-সংস্কারজঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, স এব স্থানং যস্য সঃ তথোক্তঃ), অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃ চক্ষুরাদ্যপেক্ষয়া অভ্যন্তরে মনোবিলাসমাত্রে প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (পূর্ব্বোক্তানি স্বতেজঃ প্রভৃতীনি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, তথোক্তঃ) একোনবিংশতিমুখঃ (পূর্ব্ববৎ) প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং বাসনামাত্রং ভুঙ্ক্তে ইতি প্রবিবিক্তভুক্) তৈজসঃ (তেজোময়ান্তঃকরণমাত্রোজ্জ্বলিতত্বাৎ তৈজসঃ), দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (জাগরিতস্য পশ্চাদ্ভাবিত্বেন অস্য দ্বিতীয়ত্বমিতি ভাবঃ)।

আত্মার দ্বিতীয় পাদ কথিত হইতেছে—স্বপ্নদর্শন ইহার স্থান, অন্তরে (অবাহ্য বিষয়ে) ইহার জ্ঞান, স্বতেজঃ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সাতটি ইহার অঙ্গ, এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি উনিশটি ইহার মুখ, কেবল সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ভোগী এই তৈজস (তেজোময় অন্তঃকরণস্বামী) [আত্মার] দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নঃ স্থানমস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ব্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে; তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রদ্বৎ অবভাসতে। তথা চোক্তম্*—"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" ইত্যাদি। তথা "পরে দেবে মনস্যেকীভবতি" ইতি প্রস্তুত্য "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমান-

---

* তথাচেতি। অস্য লোকস্যেতি জাগরিতোক্তিঃ, তস্য বিশেষণং সর্ব্বাবদিতি। সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিরস্মিন্ অস্তীতি সর্ব্ববান্, সর্ব্ববানেব সর্ব্বাবান্, তস্য মাত্রা—

মনুভবতি” ইত্যাথর্ব্বণে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্‌বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেতি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ। বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়াঃ ভোজ্যত্বম্; ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি। সমানমন্যৎ। দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

স্বপ্নই এই তৈজসের স্থান, এইজন্য ইহাকে স্বপ্নস্থান বলা হইয়া থাকে; অনেকবিধ সাধন-সাধ্য জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কেবল মনোব্যাপার হইলেও, যেন বাহ্য বিষয়-গত হইয়াই প্রতীত হইয়া মনেতে তাদৃশ সংস্কার সমুৎপাদন করে। চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায় তথাবিধ সংস্কারসম্পন্ন সেই মনই অবিদ্যা, বাসনা ও তৎকৃত কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়া বাহ্য সাধননিরপেক্ষভাবে জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছেঃ—‘সর্ব্বাবৎ (সর্ব্বপ্রকার সাধনসম্পন্ন) এই জাগরিত অবস্থার বাসনা গ্রহণ করিয়া [স্বপ্ন দর্শন করে]’ ইত্যাদি। সেইরূপ ‘অপরাপর ইন্দ্রিয়া-পেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশস্বভাব মনে [স্বপ্নকালে সমস্তই] একীভূত হইয়া থাকে।’ এইরূপ ভূমিকার পর আথর্ব্বণশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ‘এই স্বপ্নাবস্থায় এই স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা মহিমা—মনের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে।’ মন স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অন্তঃস্থ; স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার স্থান সেই মানস-বাসনাময় হয়, এই কারণে তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ; আর শব্দাদি বিষয়বিহীন—কেবলই প্রকাশময় প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) বিষয়ী (অনুভবিতা) হয় বলিয়া, তাহার নাম তৈজস। পূর্ব্বোক্ত ‘বিশ্ব’-সংজ্ঞক প্রথম পাদের শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে ভোগ বিদ্যমান থাকে, এইজন্য স্থূল প্রজ্ঞা তাহার ভোজ্য; কিন্তু এই তৈজসের কেবল বাসনাময় প্রজ্ঞাই একমাত্র ভোগ্য, এইজন্য ইহার ভোগও

লেশো—বাসনা; তাম্ অপাদায়—অপচ্ছিদ্য—গৃহীত্বা স্বপিতি বাসনাপ্রধানং স্বপ্নমনুভবতীত্যর্থঃ (আনন্দগিরিঃ)।

প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম)। অপর সমস্তই পূর্ব্ব শ্রুতির সমান। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

সরলার্থঃ

[ইদানীং তৃতীয়ং পাদমাহ—যত্রেত্যাদিনা]।—যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সুপ্তঃ (উপরতকরণবর্গঃ পুরুষঃ) কঞ্চন (কমপি) কামং (পুত্র-দারাদিকং) ন কাময়তে (প্রার্থয়তে); কঞ্চন (কমপি) স্বপ্নং (প্রাগুক্তলক্ষণং মানসবিলাসং) পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তং (গাঢ়নিদ্রাবিশেষঃ) সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তং স্থানং যস্য স তথোক্তঃ) একীভূতঃ (সর্ব্ববিক্ষেপোপরমাৎ একতামিব গতঃ), প্রজ্ঞানঘন এব (বাহ্যান্তরবিষয়োপরমাৎ প্রজ্ঞানপিণ্ডিতমিব প্রাপ্তঃ) [এবশব্দঃ পূর্ব্বোক্তাবস্থাদ্বয়-বৈলক্ষণ্যসূচনার্থঃ]। আনন্দময়ঃ (বিক্ষেপবিরহাৎ আনন্দপ্রচুরঃ) হি (নিশ্চয়ে) আনন্দভুক্ (স্বরূপম্ আনন্দং ভুঙ্‌ক্তে ইতি আনন্দভুক্), চেতোমুখঃ (চেতঃ চিৎস্বরূপং মুখং ভোগদ্বারং যস্য সঃ তথোক্তঃ), প্রাজ্ঞঃ (প্রকৃষ্টে স্বাত্মবিষয়ে জ্ঞা—জ্ঞানং যস্য, সঃ প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ) তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সুষুপ্ত পুরুষ যে স্থানে বা অবস্থায় কোনরূপ ভোগ্য-বিষয় প্রার্থনা করে না, কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহাই 'সুষুপ্ত'; এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, [বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বিষয় বিজ্ঞান না থাকায়] যিনি একীভাবপ্রাপ্ত, যিনি কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি, প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা ইহার তৃতীয় পাদ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ তত্ত্বাপ্রবোধলক্ষণস্য স্বাপস্য তুল্যত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং 'যত্র সুপ্তঃ' ইত্যাদিবিশেষণম্। অথবা ত্রিষপি স্থানেষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোঽবিশিষ্টঃ, ইতি পূর্ব্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজতে—যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ন হি সুষুপ্তে পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কশ্চন বিদ্যতে। তদেতৎ সুষুপ্তং স্থানমস্যেতি সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথা

রূপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূত-মিত্যুচ্যতে। অতএব স্বপ্নজাগ্রন্মনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব; সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এবশব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞান-ব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ। মনসো বিষয়বিষয্যাকারস্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দ-ময় আনন্দপ্রায়ঃ; নানন্দ এব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ। যথা লোকে নিরায়াসঃ স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে, অত্যন্তানায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিঃ অনেনাত্মনা অনু-ভূয়ত ইত্যানন্দভুক্, "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্বপ্নাদিপ্রতিবোধং চেতঃ প্রতি দ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ; বোধলক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যা-গমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। ভূতভবিষ্যজ্‌জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বমস্যৈবেতি প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তোঽপি হি ভূতপূর্ব্বগত্যা প্রাজ্ঞ উচ্যতে। অথবা, প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যৈব অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ; ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। সোঽয়ং প্রাজ্ঞ-স্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ

দর্শনবৃত্তি অর্থ—জাগরিত স্থান, আর অদর্শনবৃত্তি অর্থ—স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তাবস্থার ন্যায় ঐ অবস্থাদ্বয়েও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ স্বপ্নের সাদৃশ্য রহিয়াছে, (কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই); এইজন্য ঐ অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্তাবস্থার পার্থক্য-সাধনের উদ্দেশে "যত্র সুপ্তঃ" ইত্যাদি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক স্বপ্ন-ধর্ম্মটি অবস্থা-ত্রয়েই অবশিষ্ট বা সমান; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্ত্যবস্থাকে পৃথক্ করা হইতেছে—'যত্র' অর্থ—যে স্থানে বা যে কালে সুপ্ত পুরুষ কোনও কাম (ভোগ্যবিষয়) কামনা করে না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না। কারণ, সুষুপ্ত সময়ে পূর্ব্বাবস্থাদ্বয়ের ন্যায় অন্যথাদর্শনাত্মক স্বপ্নদর্শন কিংবা কোনপ্রকার ভোগস্পৃহা বর্ত্ত-মান থাকে না। সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাঁহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশি দ্বারা গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে বিভিন্নপ্রকার, মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ

দ্বৈতসমূহ নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যেন অবিবেক বা ভেদ-বুদ্ধিতে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয় ; এই কারণেই 'একীভূত' বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞানসমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে ; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া 'প্রজ্ঞানঘন' নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয় যেমন ঘনভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞান-ঘনই হয়। 'এব' শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না ; এই জন্য 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দ-বহুল হয় ; কিন্তু কেবলই আনন্দ-স্বরূপ নহে ; কেন না, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন [আয়াস ক্লেশরাহিত্য নিবন্ধন] আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হয়, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন ; এই কারণে তিনি আনন্দভুক্ ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ।' চেতঃ অর্থ—স্বপ্নাদি জ্ঞান, ইহা তাহার স্বরূপ বলিয়া চেতোমুখ ; অথবা স্বপ্নাদি লাভে জ্ঞানরূপী চেতঃই ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ, এই কারণে চেতোমুখ। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিজ্ঞানের কর্ত্তা ; এই জন্য 'প্রাজ্ঞ' [নামে অভিহিত]। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে [সুষুপ্তি-সময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও] 'ভূতপূর্ব্ব গতি' নিয়মানুসারে সুষুপ্তি-সময়ে 'প্রাজ্ঞ' বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে, প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা, তাহা ইহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম ; এজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থা-দ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, [কিন্তু এই অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে] এই জন্য সেই এই প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ [বলিয়া কথিত হন] ॥ ৫ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ-যোনিঃ ; সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

এষঃ (উক্তরূপঃ প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বেশ্বরঃ (সর্ব্বেষাং ভেদানাম্ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ) এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বং জানাতীতি তথা) ; এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) অন্তর্যামী (অন্তঃস্থঃ সন্ সর্ব্বান্ যময়তি যথানিয়মং চালয়তি, স তথোক্তঃ) ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) ভূতানাং (উৎপত্তি-ধ্বংসশীলানাং বস্তূনাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভবঃ— উৎপত্তিস্থানং, অপ্যয়ঃ বিলয়স্থানং চ, তৌ) [ভবত ইতি শেষঃ]। [অতঃ] এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বস্য (জগতঃ) যোনিঃ (কারণম্) ॥ ৬ ॥

ইনি (প্রাজ্ঞ) সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী (যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন), এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান ; অতএব ইনিই সর্ব্ব জগতের কারণ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য সর্ব্বস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা ; নৈতস্মাৎ জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেতি এষ সর্ব্বজ্ঞঃ ; অতএব এষোঽন্তর্যামী অন্তরনু-প্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব। অতএব যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রসূয়ত ইতি এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য। যত এবং, প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামেষ এব ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

উপাধির প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যখন কেবল চৈতন্যেরই প্রাধান্য হয়, তাহাই স্বরূপাবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, অর্থাৎ আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত কার্য্যজগতের ঈশ্বর—ঈশিতা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা। ঈশ্বর পদার্থটি অপরাপরের ন্যায় ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (তৎস্বরূপই বটে)। 'হে সোম্য, প্রাণশব্দাভিহিত ব্রহ্মই মনের অর্থাৎ মন-উপাধিক আত্মার বন্ধন বা পর্য্যবসান-স্থান।' এই শ্রুতিও এই অর্থের গ্রাহক। সর্ব্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সকলের জ্ঞাতা ; এই কারণে সর্ব্বজ্ঞ ; ইনিই অন্তর্যামী, অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিয়মনকারীও বটে ; এবং যেহেতু

ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান: অতএব, ইনিই বিভিন্ন প্রকার জগৎ প্রসব করেন; সেইজন্য সমস্ত জগতের যোনি বা উৎপত্তি-স্থানও ইনিই ॥ ৬ ॥

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

[গৌড়পাদীয়-কারিকারম্ভঃ]

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ * ॥ ১ ॥

অত্র এতস্মিন্ অর্থে উক্তার্থ-সংগ্রাহকা এতে বক্ষ্যমাণাঃ শ্লোকাঃ ভবন্তি (বিদ্যন্তে)—

সরলার্থঃ

বহিঃপ্রজ্ঞঃ (জাগরিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানবান্) বিভুঃ (ব্যাপকঃ প্রথমঃ পাদঃ) বিশ্বঃ (বিশ্বসংজ্ঞকঃ); হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (স্বপ্নে মানস-সংস্কারোপস্থাপিত-বিষয়-বিজ্ঞাতা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) তু (পুনঃ) তৈজসঃ (তৈজস-সংজ্ঞকঃ)। তথা (তদ্বৎ) ঘনপ্রজ্ঞঃ (প্রজ্ঞানঘনঃ) [তৃতীয়ঃ পাদঃ] প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞসংজ্ঞকঃ) [ভবতীতি সর্বত্রান্বয়ঃ]। [এবমৌপাধিক-ভেদসত্ত্বেঽপি বস্তুতস্তু] এক এব (আত্মা) ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ]।

বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক [প্রথম পাদ] বিশ্বনামক; আর অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মানস স্বপ্নদর্শী [দ্বিতীয় পাদটি] তৈজসনামক; সেইরূপ ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞান-ঘন [তৃতীয় পাদটি] প্রাজ্ঞনামক হয়; বস্তুতঃ একই আত্মা কেবল ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন মাত্র ॥ ১ ॥

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অত্র এতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি। বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বম-সঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ

[শ্রুতিতে যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে], তদ্বিষয়ে "বহিঃপ্রজ্ঞঃ"

* স্মৃত ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যাদি নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ আছে—অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই] স্থানত্রয়ে একই আত্মার পর পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে, এবং যে হেতু [সর্ব্বত্রই] 'সেই আমি' ইত্যাকার প্রতীতি বিদ্যমান থাকে, সেই হেতুতেই আত্মা যে স্থানত্রয় হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু, শুদ্ধ (নিত্যনির্দ্দোষ) এবং অসঙ্গ, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাকৃত দোষে অসংস্পৃষ্ট ; ইহা প্রমাণিত হইল ; শ্রুতিতে বর্ণিত মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্তও ইহার অপর হেতু * ॥ ১ ॥

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২॥

সরলার্থঃ

[জাগরিতাবস্থায়ামপি বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামৈক্যোপদেশার্থমাহ—দক্ষিণেত্যাদি] —বিশ্বঃ (তৎসংজ্ঞকঃ স্থূলদর্শী আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (দক্ষিণং অক্ষি চক্ষুঃ [এব] মুখং দ্বারং তস্মিন্ প্রত্যক্ষকালে) [অনুভূয়তে ইতি শেষঃ] ; অন্তঃ (অভ্যন্তরে) মনসি (অন্তঃকরণে) তৈজসঃ (স্বপ্নবৎ বাসনামাত্রোপস্থাপিতবিষয়দর্শী) তু (পুনঃ) [অনুভূয়তে]। প্রাজ্ঞঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রজ্ঞানঘনঃ) দি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ [সর্ব্বথা মনোব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুভূয়তে]। [এবং এক এব আত্মা] ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ] ॥ ২ ॥

জাগ্রৎ অবস্থায়ও উক্ত ত্রৈবিধ্যানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে [স্থূলবিষয়দর্শী] বিশ্বনামক আত্মা, অভ্যন্তরে মনোমধ্যে সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়স্মর্ত্তা তৈজস, আর হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ আত্মা অনুভূত হন। এইরূপে একই আত্মা তিনরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—দাক্ষণা-

---

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে আছে—জলচর মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় পারেই বিচরণ করে, অথচ কোন পারেই আসক্ত বা বশীভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মাও পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করিয়াও কোন অবস্থাতেই আসক্ত বা তদীয় দোষ-গুণে সংস্পৃষ্ট হন না।

ক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং, তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোঽনুভূয়তে, "ইন্দ্রো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইন্দ্রো দীপ্তি-গুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ।

নন্বন্যো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽক্ষিণি অক্ষ্ণোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহ-স্বামী; ন স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ; "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। সর্ব্বেষু করণেষু অবিশেষেঽপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটব-দর্শনাৎ তত্র বিশেষেণ নির্দ্দেশো বিশ্বস্য।

দক্ষিণাক্ষিগতো রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র, তথা স্বপ্নে; অতো মনসি অন্তস্তু তৈজ-সোঽপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শন-স্মরণে এব হি মনঃস্পন্দিতম্; তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্,'"প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে" ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। 'লিঙ্গং মনঃ' "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

নমু ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তি; কথমব্যাকৃততা? নৈষ দোষঃ অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্য, তথাপি পিণ্ড-পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভি-মানিনাং প্রাণোঽব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষাপত্তাবব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ; তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভিমানিনা-মধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণম্—'একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যা-দ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন্ উক্তহেতুত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য? "প্রাণ-বন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

নমু, তত্র "সদেব সোম্য" ইতি প্রকৃতং সদ্ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈষ দোষঃ; বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীব-প্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি হি নির্ব্বীজ-রূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভাবস্যৎ, "নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে," "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যবক্ষ্যৎ। "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ।

নির্ব্বীজতয়ৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ, মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, বীজাভাবাবিশেষাৎ। জ্ঞানদাহ্য-বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্ব-শ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অত এব "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি" ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন * ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং তস্যৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ-জাগ্রদাদিরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্ বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি 'ন কিঞ্চিদবে-দিষম্' ইত্যুত্থিতস্য প্রত্যয়দর্শনাদ্দেহে অনুভূয়ত এব, ইতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এক জাগরিত অবস্থায়ই বিশ্বাদি ত্রয়ের যেরূপে অনুভব হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনার্থ এই "দক্ষিণাক্ষি" ইত্যাদি [শ্লোক হইতেছে]। দক্ষিণ অক্ষিই মুখ (উপলব্ধি-দ্বার), তাহাতেই প্রধানতঃ স্থূল বিষয়-দর্শী 'বিশ্ব' অনুভূত হইয়া থাকে ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, ইনিই প্রসিদ্ধ 'ইন্ধ'। ইন্ধ অর্থ—দীপ্তিগুণ-সম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। আদিত্যমণ্ডলগত বৈরাজসংজ্ঞক আত্মা আর চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা, উভয়ই এক।

প্রশ্ন হইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র আর দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত চক্ষুর্দ্বয়ের নিয়ামক ও দর্শনকর্ত্তা দেহস্বামী ক্ষেত্রজ্ঞও স্বতন্ত্র ; [সুতরাং উভয়ের ঐক্য হয় কিরূপে ?] না—এ প্রশ্ন হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকৃত হয় না, 'একই প্রকাশশীল আত্মা সমস্ত ভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন,' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। 'হে ভারত (অর্জ্জুন), আমাকে সমস্ত দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী) বলিয়াও জানিবে।' '[বস্তুতঃ আমি] বিভক্ত না হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তবৎ অবস্থিত।' এই গীতাস্মৃতিও অপর প্রমাণ। [বিশ্ব-সংজ্ঞক আত্মার] সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধগত বৈশিষ্ট্য বা তারতম্য না

* বীজবত্ত্বাপনয়নেন ইতি কুচিৎ পাঠঃ।

থাকিলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে দর্শন-পটুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এই কারণেই সেই স্থানে বিশ্বের বিশেষ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

দক্ষিণ চক্ষুঃস্থিত আত্মা [বাহ্য] রূপ দর্শন করিয়া স্বপ্ন-সময়ের ন্যায় নিমীলিত নেত্রে তাহাই মনোমধ্যে স্মরণ করিয়া সংস্কাররূপে অভিব্যক্ত ঐ রূপই দর্শন করিয়া থাকে। এখানে যেরূপ, ঠিক স্বপ্নেও তদ্রূপ ; অতএব মনোমধ্যগত তৈজসও ফলতঃ বিশ্বই (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। স্মরণ-সংজ্ঞক মানস ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া গেলে, হৃদয়াকাশেও নিশ্চয় সেই প্রাজ্ঞই একীভূত প্রজ্ঞানঘন হন ; কারণ, তৎকালে কোনরূপ মনোব্যাপার থাকে না। দর্শন ও স্মরণই মনের ব্যাপার বা কার্য্য ; তাহার অভাব হইলে অবিশেষ ভাবে প্রাণরূপেই অবস্থিতি হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—'প্রাণই এ সমস্ত বিষয়কে সংবৃত বা সংহৃত করিয়া থাকে।' 'মনে অধিষ্ঠিত বলিয়া হিরণ্যগর্ভই তৈজস।' * 'এই পুরুষ (জীব) মনোময়, অর্থাৎ মনঃ-প্রধান' ; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মন অর্থ লিঙ্গ শরীর।

ভাল, সুষুপ্তি-সময়ে প্রাণ ত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যক্তীভূত থাকে, এবং ইন্দ্রিয়সমূহও তখন তন্ময় হইয়া থাকে ; তবে আর অব্যাকৃততা হয় কিরূপে ? না—এ দোষ হয় না ; অব্যাকৃত পদার্থের দেশ ও কালকৃত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য হয় না ; কারণ, যদিও প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের

---

* পূর্ব্বমেব বিশ্ব-বিরাজোরৈক্যস্যানন্তরং চ সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োরেকত্বস্য দর্শিতত্বাৎ তৈজসহিরণ্যগর্ভয়োরনুক্তমভেদং বক্তব্যমিদানীমুপন্যস্যতি—তৈজস ইতি। তত্র হেতুমাহ মনঃস্থত্বাদিতি। হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিমনোঽধিষ্ঠিতত্বাৎ তৈজসস্য ব্যষ্টিমনোগতত্বাৎ, তয়োশ্চ সমষ্টিব্যষ্টিমনসোরেকত্বাৎ, তদ্গতয়োরপি তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োরেকত্বমুচিতমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

মর্ম্মার্থ এই যে, স্থূল সম্বন্ধ উভয়েরই তুল্য ; এইজন্য পূর্ব্বেই বিশ্ব ও বিরাটের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ; অনন্তর সুষুপ্তাবস্থা ও অব্যাকৃত, এতদুভয়েরও অভেদ উক্ত হইয়াছে ; এখন তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একত্ব বলা আবশ্যক, তাহাই এখন কথিত হইতেছে—অভেদের হেতু এই যে, হিরণ্যগর্ভ হইল সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা, —তৈজস হইল ব্যষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফলতঃ এক ; সুতরাং তদ্গত তৈজস এবং হিরণ্যগর্ভও এক, কেবল উপাধির সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে প্রভেদ মাত্র।

প্রাণাভিমান-সমকালে ব্যাকৃত ভাবই অব্যাহত থাকে, তথাপি যাহারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের পক্ষেও সুষুপ্তি-সময়ে দেহ-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহানুগত যে অভিমান, সুষুপ্তি-সময়ে সেই প্রাণ-বিষয়ক [আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ ইত্যাদি] অভিমান অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যাহারা প্রাণকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, প্রাণলয়ে—মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও প্রাণ যেরূপ অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরি-চ্ছেদাভিমানরহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণাভিমানীর পক্ষেও নির্ব্বি-শেষ-ভাবপ্রাপ্তি-সময়ে (সুষুপ্তিকালে) প্রাণের অব্যাকৃতভাব-প্রাপ্তি তুল্য এবং [অব্যাকৃত অবস্থা যেরূপ জগৎ-প্রসবের বীজ,] উক্ত প্রাণাখ্য সুষুপ্তিও তদ্রূপ [স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থাদ্বয়ের] উৎপত্তির কারণ। * বিশেষতঃ অব্যাকৃতাবস্থা ও সুষুপ্তি, এতদুভয়েরই অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা এক—চৈতন্য ; সুতরাং পরিচ্ছিন্নাভিমানী ও অধ্যক্ষসমূহেরও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; তাহার ফলে পূর্ব্বকথিত 'একীভূত ও প্রজ্ঞানঘন' এই বিশেষণদ্বয়ও সুসঙ্গত হইল। বিশেষতঃ কথিত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের একত্বরূপ] হেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে ; [সুতরাং অব্যাকৃত প্রাণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত উক্ত বিশেষণ অসঙ্গত হইতে পারে না]।

---

* প্রথমে আপত্তি হইয়াছিল যে, 'আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে যখন প্রাণভেদ প্রতীত হইতেছে, তখন প্রাণ অব্যাকৃত—অবিভক্ত এক হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিলেন যে, যদিও উক্ত প্রকার প্রাণভেদ প্রতীতিগম্য হয় সত্য, তথাপি সুষুপ্তি-সময়ে উক্ত সর্ব্ববিধ ভেদই বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তখন আর দেহাদি-সম্বন্ধাধীন পরিচ্ছেদ ও ভেদ-প্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না ; সুতরাং অবস্থাঘটিত ভেদাদি প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা অভিন্ন এক পদার্থ। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, অব্যাকৃতি প্রকৃতিরও যিনি অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা, সুষুপ্তিকালীন প্রাণেরও তিনিই অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং উপহিতের ঐক্যদ্বারাও তদুপাধিদ্বয়ের (অব্যাকৃত ও সুষুপ্তির) ঐক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রলয়কালীন প্রসিদ্ধ অব্যাকৃত হইতে যেমন সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি এই সৌষুপ্ত প্রাণ হইতেও স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণের অব্যাকৃতত্বোক্তি অসঙ্গত হইতেছে না।

ভাল, অব্যাকৃত বস্তুটি 'প্রাণ' শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? [উত্তর] 'হে সোম্য, মনঃ এই প্রাণের অধীন', এই শ্রুতিই তাহার হেতু। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেখানেত 'হে সোম্য। সৎ ব্রহ্মই' এই প্রকরণপ্রাপ্ত সৎস্বরূপ ব্রহ্মই প্রাণ শব্দের অর্থ (অব্যাকৃত নহে)। না—ইহা দোষ নহে; কেননা সেখানে সৎপদার্থকে বীজস্বরূপই স্বীকার করা হইয়াছে।—যদিও সেখানে সৎ ব্রহ্মই প্রাণ-শব্দবাচ্য হউক, তথাপি সেই পদার্থটি জীবোৎপত্তি-বীজভাব ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ সেই বীজভাবসহকারেই প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য এবং সৎ-পদবাচ্য হইয়াছেন। সেখানে যদি বীজভাবশূন্য ব্রহ্মই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'যাঁহার নকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে', 'তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্' এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেন। যেহেতু স্মৃতিও তাঁহাকে 'সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি নির্বীজভাবই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে সতে (ব্রহ্মে) বিলীন—সৎস্বরূপসম্পন্ন জীবগণের আর সুষুপ্তি ও প্রলয়-কালে পুনরুত্থান সঙ্গত হইত না; পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনরুৎপত্তি হইতে পারিত; কারণ, [উৎপত্তির কারণীভূত] বীজের (অদৃষ্টের) অভাব উভয় স্থলেই সমান। *

* তাৎপর্য্য—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপে ছিল," এই শ্রুতিতে যে দ্বৈত জগতের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি বলা হইয়াছে; সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, পুনরুৎপত্তির বীজভূত অদৃষ্ট-সহকারেই জীবগণ ব্রহ্মে লীন ছিল; সুষুপ্তিও এক-প্রকার প্রলয়; সুতরাং সে সময়েও যে জীবগণ অব্যাকৃত ভাবে বিলীন হয়, তাহাও অদৃষ্ট-সহকারেই। এই কর্ম্মফল—অদৃষ্টকেই এখানে 'বীজ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রলয়কালে জীবগণের পুনরুৎপত্তির বীজভূত এই অদৃষ্ট অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়াই প্রলয়ান্তে জীবগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; নচেৎ ব্রহ্মেই তাহারা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, কখন সংসারে আসিতে বাধ্য হইত না।

সুষুপ্তি-সময়ে যে, তাহারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের কর্ম্মসূত্র সঙ্গে সঙ্গেই থাকিয়া যায়; কর্ম্মসূত্র থাকে বলিয়াই সুষুপ্তির পর পুনশ্চ

কর্ম্মবীজকে জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ করিতে হয় ; [সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে] সেই জ্ঞানদাহ্য বীজ যদি আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না, উহা অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব সবীজভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বকই সৎপদার্থের প্রাণত্ব-ব্যবহারও সমস্ত শ্রুতিতে কারণত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এ সকল স্থলে সবীজভাবে নির্দ্দেশ থাকাতেই 'পর অক্ষর হইতেও পর', 'তিনি জন্মরহিত এবং বাহ্য ও আন্তর সহকৃত' 'যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়।' 'ইহা [ব্রহ্ম] নহে—ইহা নহে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আবার সেই সবীজভাব অপনয়নপূর্ব্বক [নির্বীজভাবের] উল্লেখ হইয়াছে। 'প্রাজ্ঞ'-শব্দবাচ্য সেই সৎপদার্থেরই যে দেহাদি সম্বন্ধ ও জাগ্রদাদি অবস্থারহিত পারমার্থিক নির্বীজাবস্থা, তাহাও তুরীয়-ভাবে পৃথক্ করিয়া বলিবেন। আর সেই বীজাবস্থাটিও 'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ পরামর্শ বা স্মৃতি হইতেও এই দেহে সেই বীজাবস্থার অনুভূতি হইয়া থাকে ; এই নিমিত্তই 'দেহে তিন প্রকারে অবস্থিত' বলা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩ ॥

স্বপ্ন ও জাগরণ দশা দর্শন করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ সৎসম্পন্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না। আচার্য্যগণ অতি স্পষ্ট কথায় এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সুষুপ্তি-কালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ ॥"

অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, তখন তমোগুণে সমাবৃত হইয়া আনন্দময়রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তরার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় সৎরূপলাভ করিয়াও সেই জীবই আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রলয় ও সুষুপ্তি-সময়ে জীব কখনই কর্ম্ম-বীজশূন্য হইয়া অব্যাকৃত ব্রহ্মভাব লাভ করে না ; লাভ করিলেত আর অকারণ জন্ম হইত না ; আর কারণ (বীজ) না থাকিলেও যদি জন্ম হইবার সম্ভব হইত, তাহা হইলে, যাঁহারা কর্ম্মবীজ ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণেরও

সরলার্থঃ

[ইদানীং বিশ্বাদিভেদেন ভোগমপি ত্রিধা বিভজতে "বিশ্বঃ" ইত্যাদিনা।]— বিশ্বঃ (পূর্ব্বোক্তঃ প্রথমপাদঃ) হি (নিশ্চয়ে) নিত্যং (সর্ব্বদা) স্থূলভুক্ (স্থূলং জাগ্রদ্‌বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। তৈজসঃ (পূর্ব্বোক্তঃ দ্বিতীয়পাদরূপঃ) প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং সূক্ষ্মং সংস্কারোপস্থাপিতং বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। তথা (তদ্‌বৎ) প্রাজ্ঞঃ (তৃতীয়-পাদরূপঃ) আনন্দভুক্ (কারণশরীরগতম্ আনন্দং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। [ইত্থং] ভোগং (বিষয়োপলব্ধিং), ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) নিবোধত (জানীত) [হে শিষ্যাঃ, যূয়মিতি শেষঃ]।

এখন বিশ্বাদি পাদত্রয়ের ত্রিবিধ ভোগ নির্দ্দেশ করিতেছেন—বিশ্ব সর্ব্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করে; তৈজস সর্ব্বদা বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ই ভোগ করে; আর প্রাজ্ঞ সর্ব্বদা আনন্দমাত্র ভোগ করে। এই প্রকারে ভোগও তিনপ্রকার জানিবে ॥ ৩ ॥

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং, প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং, ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং তেষাং ভোগজ-তৃপ্তিমপি ত্রিধা বিভজতে "স্থূলম্" ইত্যাদিনা।]— স্থূলং (জাগ্রদ্‌বস্তু) বিশ্বং তর্পয়তে (প্রীণাতি); প্রবিবিক্তং (সূক্ষ্মং) তু (পুনঃ) তৈজসং [তর্পয়তে]। তথা আনন্দঃ (অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতঃ) প্রাজ্ঞং [তর্পয়তে]। [অতঃ তেষাং] তৃপ্তিং [অপি, ইত্থং] ত্রিধা (ত্রিপ্রকারাং) নিবোধত [পূর্ব্ববৎ]।

এখন তাহাদের ভোগজ তৃপ্তিও তিনপ্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন—স্থূল বিষয় 'বিশ্বে'র তৃপ্তি জন্মায়; সূক্ষ্ম বিষয় আবার 'তৈজসের' এবং আনন্দমাত্র 'প্রাজ্ঞের' তৃপ্তি সাধন করে; এইরূপে তাহাদের তৃপ্তিও তিনপ্রকার জানিবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তার্থৌ হি শ্লোকৌ ॥ ৩।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩।৪ ॥

পুনর্ব্বার জন্মলাভ—সংসার-যাতনা ভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। অতএব, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে বীজসংস্কারেই সৎস্বরূপ প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু সঃ ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ

[ইদানীং পূর্ব্বোক্তভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানফলমাহ—"ত্রিষু" ইত্যাদিনা।]—ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিস্থানেষু) যৎ ভোজ্যং (স্থূল-সূক্ষ্মানন্দরূপং), যশ্চ (যোঽপি) ভোক্তা (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞকঃ) প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ); যঃ (জনঃ) তু (পুনঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তম্) উভয়ং (ভোজ্যং ভোক্তারং চ) বেদ (জানাতি); সঃ (জনঃ) ভুঞ্জানঃ (ভোগং কুর্ব্বন্ অপি) ন লিপ্যতে (তত্র ন আসক্তো ভবতি), সর্ব্বত্র একভোক্তৃ-ভোজ্যত্ব-দর্শনাদিতি ভাবঃ] ॥

এখন উক্ত ভোক্তৃ ভোজ্য-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ে যাহা ভোগার্হ এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হইলেন,—এই উভয়কে যিনি জানেন, তিনি বিষয়-সেবা করিয়াও তাহাতে লিপ্ত (আসক্ত) হন না ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্ ভোজ্যমেকং ত্রিধাভূতম্ ; যশ্চ বিশ্ব-তৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ 'সোঽহম্' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ; যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নং, স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্য সর্ব্বস্য একভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ, স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি, তদ্বৎ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

জাগ্রৎ প্রভৃতি স্থানত্রয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম) ও আনন্দ নামক যে একই ভোজ্য (ভোগার্হ বিষয়) তিন প্রকারে বিভক্ত ; আর 'সেই আমি' এইরূপে সর্ব্বত্রই একত্বানুসন্ধান থাকায় এবং দ্রষ্টৃত্বাংশেও কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞসংজ্ঞক একই ভোক্তা কথিত হইয়াছে। ভোজ্য ও ভোক্তৃরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন এই উভয়কে (ভোজ্য ও ভোক্তাকে) যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না ; কেননা, সমস্ত ভোজ্যই একই

ভোক্তার ভোজ্য। কারণ, অগ্নি যেমন স্ববিষয় (নিজের দাহ্য) কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া [হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না], তেমনি যাহার যাহা বিষয় (ভোগার্হ বস্তু), তাহা দ্বারা সে কখনই হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সেই ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হয় না ॥ ৫ ॥

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোঽংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ

["এষ যোনিঃ" ইত্যত্র প্রাপ্তং যৎ প্রাজ্ঞস্য কারণত্বং তচ্চ সংকার্য্যং প্রত্যেব, ইত্যাহ]—সতাং (বিদ্যমানানাং) সর্ব্বভাবানাং (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞানাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিঃ) [ভবতীতি শেষঃ]। প্রাণঃ (বীজাত্মা মায়োপাধিপ্রধানং ব্রহ্ম) সর্ব্বং (অচেতনং জগৎ) জনয়তি (উৎপাদয়তি)। পুরুষঃ (বিশ্বভূতঃ চিদাত্মা) [অংশুমান্ সূর্য্য ইব] চেতোঽংশূন্ [অংশূন্ ইব চিদাভাসান্ জীবান্] পৃথক্ [জনয়তি] ॥

সত্তাবান্ (বিদ্যমান) ভাব-পদার্থ-সমূহের (বিশ্ব-তৈজস প্রভৃতিরই) উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বীজাত্মক প্রাণ সমস্ত জড়জগৎ উৎপাদন করে এবং চিদাত্মা পুরুষ চৈতন্যাংশ-সমূহ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃত-নামরূপমায়াস্বরূপেণ সর্ব্বভাবানাং বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ—"বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণোঽ-ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনামবিদ্যাকৃত-মায়া-বীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্, ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ ক্বচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি। শ্রুতিরপি "ব্রহ্মৈবেদম্" "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি।

অতঃ সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঽংশূন্ অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বভেদেন দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিদেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোঽংশবো যে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি—বিষয়ভাববিলক্ষণা-

অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্তু ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, "যথোর্ণনাভিঃ" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ

সৎ অর্থ যাহারা অবিদ্যাকৃত নাম-রূপাত্মক স্বীয় মায়িকরূপে বিদ্যমান আছে, এবংবিধ সমুদয় ভাবপদার্থের বিভিন্নরূপ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের প্রভব—উৎপত্তি [হইয়া থাকে]। নিজেও বলিবেন—'বাস্তবিক কিংবা মায়িক রূপেও বন্ধ্যার পুত্র জন্ম লাভ করে না।' [কারণ, বন্ধ্যার পুত্র সৎ পদার্থ নহে, অসৎ—অলীক]।

যদি অসৎ পদার্থেরই উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোক-ব্যবহারাতীত ব্রহ্মেরও অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়িত। কারণ, তাঁহার অস্তিত্বগ্রহণের অন্য কোনও উপায় নাই *। দেখাও যায়, অবিদ্যাজনিত যে, মায়াবীজোৎপন্ন রজ্জু-সর্প প্রভৃতি, রজ্জুপ্রভৃতি-রূপেই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব; কেননা রজ্জু-সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতিকে কেহ কোথাও নিরাশ্রয় দেখিতে পায় না; অর্থাৎ কোনও একটি সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির পূর্ব্বে সর্প যেমন রজ্জুরূপে সৎ—বর্ত্তমানই ছিল, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত ভাবপদার্থের প্রাণরূপ বীজভাবে নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল। শ্রুতিও ইহা বলিতেছেন—'এই জগৎ ব্রহ্মই,' 'অগ্রে এই জগৎ আত্মস্বরূপেই ছিল'।

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। কেবল এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপ কার্য্য দর্শনে তাহারই কারণরূপে ব্রহ্মাস্তিত্ব অনুমিত হয় মাত্র। কারণ, ইহাদের মতে জন্য বস্তুগুলি উৎপত্তির পূর্ব্বেও স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; নচেৎ অসৎ—অবিদ্যমান কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এখন সেই জগৎপ্রপঞ্চকেই যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ব্রহ্ম বিষয়ে প্রদর্শিত অনুমান দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না, এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং এমতে প্রমাণহীন ব্রহ্ম অসৎ—অবস্তু হইয়া পড়েন।

অতএব, প্রাণই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণরাশি যেরূপ অপর কিরণরাশি (জলসূর্য্যাদি) সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ চিন্ময় পুরুষের (বিম্বভূত ব্রহ্মের) প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব, এই বিভেদানুসারে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে প্রতীয়মান যে, জল সূর্য্য সদৃশ--চেতনাত্মক অংশুসমূহ (চিদাভাস—জীবগণ), পুরুষ তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টি করেন; সেই জীবগণ অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিষয়ভাব-বিলক্ষণ, অর্থাৎ প্রকাশ্য-প্রকাশভাব-রহিত এবং জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় সলক্ষণ বা পুরুষেরই সমান-স্বভাব। বীজাত্মা (প্রলয়কালে জগদ্‌বীজ যাহাতে নিহিত থাকে, সেই) প্রাণ অপর সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেন *। ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন [সূত্র সৃষ্টি করে], এবং 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গনিচয় [নির্গত হয়]' ইত্যাদি শ্রুতি, এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ৬ ॥

বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা ॥ ৭॥

সরলার্থঃ

[সৃষ্টৌ মতান্তরমুপন্যস্যতি বিভূতিমিত্যাদিনা]—অন্যে সৃষ্টিচিন্তকাঃ (যে সৃষ্টিতত্ত্বমেব চিন্তয়ন্তি, ন পরমার্থতত্ত্বং, তে ইত্যর্থঃ) বিভূতিং (ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্য-বিস্তারং) প্রসবং (সৃষ্টিং) মন্যন্তে। অন্যৈঃ (পরমার্থচিন্তকৈঃ) সৃষ্টিঃ স্বপ্নমায়া-সরূপা (স্বপ্নসমানরূপা, মায়াসমানরূপাচ) ইতি (ইত্থং) বিকল্পিতা ("শব্দজ্ঞানা-নুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" ইত্যুক্ত লক্ষণা মিথ্যারূপা ইতি নিশ্চিতা)

---

* তাৎপর্য্য—সৃষ্টি দুই প্রকার—চেতন সৃষ্টি, আর অচেতন সৃষ্টি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, অচেতন সৃষ্টির কর্ত্তা—প্রাণ; আর বিশ্ব, তৈজসাদি সৃষ্টির কর্ত্তা—পুরুষ। অনাদিকালপ্রবৃত্ত মায়ারূপ উপাধিটির যেখানে প্রাধান্য, এবং সৃষ্টির বীজশক্তি যাহাতে নিহিত, সেই চেতনের নাম 'প্রাণ'; লূতা (মাকড়শা) যেমন স্বীয় চৈতন্যের সাহায্যে স্বদেহ হইতে সূত্র প্রসব করে, তেমনি উক্ত প্রাণও স্বীয় চেতনাংশভাবে দেহস্থানীয় স্বীয় মায়া হইতে অচেতন জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। আর সেই প্রাণেরও যিনি বিম্বস্বরূপ—চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনিই এখানে পুরুষ-পদবাচ্য; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির অনুরূপ স্ফুলিঙ্গরাশি নিঃসৃত হয়, এবং সৌর-বিম্ব হইতে যেমন তদনুরূপ অপর প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হয়, তেমনি এই পুরুষ হইতে তৎসমানস্বভাব অসংখ্য পুরুষ নির্গত হয়।

এখন সৃষ্টি-বিষয়ে মতান্তর উল্লেখ করিতেছেন—যাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব-চিন্তাপরায়ণ, তাঁহারা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ মনে করেন। অপর পরমার্থ-দর্শিগণ এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে; ন তু পরমার্থ-চিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি-সতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্ত-স্বপ্নাদিবিকাসঃ; তদারূঢ়-মায়াবি-সমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিঃ; সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থ-তত্ত্বম্ অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদরইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ—স্বপ্ন-মায়াসরূপেতি, স্বপ্নসরূপা, মায়াসরূপা চেতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি (ঐশ্বর্য্যবিস্তার) বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ পরমার্থচিন্তাপরায়ণগণের সৃষ্টিচিন্তায় আদর বা আগ্রহ নাই; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান', এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। দেখ, মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্রসহকারে (আকাশে) আরোহণপূর্ব্বক চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত হইল এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইল; ইহা যাহারা দর্শন করে, তাহাদের সেই মায়াবীর মায়া ও তদধীন কার্য্যের সত্যতা-চিন্তায় আদর হয় না। ঠিক সেইরূপ এই সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদির বিকাশও মায়াবীর সূত্র-প্রসারণেরই সমান; সেই অবস্থান্বিত প্রাজ্ঞতৈজস প্রভৃতিও সূত্রারূঢ় মায়াবীর সমান। যথার্থ মায়াবী ব্যক্তি (যিনি এইরূপ মায়ার বিস্তার করিতেছেন, তিনি) যেমন সূত্র ও সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে পৃথক্, অথচ সেই পরমার্থ মায়াবীই যেমন ভূমিতে থাকিয়াও মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্যমানভাবে অবস্থান করে, তুরীয়সংজ্ঞক পরমার্থ-

তত্ত্বও ঠিক সেইরূপ। অতএব মুমুক্ষু আর্য্যগণের সেই পরমার্থ-তত্ত্বের চিন্তায়ই আদর বা আগ্রহ হইয়া থাকে; কিন্তু সৃষ্টি-চিন্তায় তাঁহাদের আগ্রহ হয় না; কারণ, উহা নিরর্থক। অতএব সৃষ্টি-চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গেরই এই সমস্ত বিকল্প (অন্যের নহে)। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন, 'স্বপ্ন-মায়াসরূপা' (এই সৃষ্টি) স্বপ্নের সমান এবং মায়ার সমান ॥ ৭ ॥

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ

[মতান্তরমাহ—ইচ্ছামাত্রমিতি।]—প্রভোঃ (সর্ব্বশক্তেঃ ঈশ্বরস্য) ইচ্ছামাত্রং (সংকল্পমাত্রং) সৃষ্টিঃ (জগৎ), ইতি সৃষ্টৌ (সৃষ্টিবিষয়ে) বিনিশ্চিতাঃ (নিশ্চিত-বুদ্ধয়ঃ) [মন্যন্তে ইতি শেষঃ]। কালচিন্তকাঃ (জ্যোতির্বিদঃ) [পুনঃ] ভূতানাং (উৎপন্ন-পদার্থানাং) কালাৎ (নিত্যস্বরূপাৎ) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) মন্যন্তে; [কালাদেব সৃষ্টিরিতি তেষামাশয়ঃ]॥

সৃষ্টি-বিষয়ে মতান্তর বলিতেছেন—সৃষ্টিবিষয়ে যাঁহাদের স্থিরমতি, তাঁহারা মনে করেন যে, সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টি; আর কালচিন্তাপরায়ণ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করেন, কাল হইতে সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সৃষ্টির্ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রং, ন সঙ্কল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রভু (ঈশ্বর) সত্যসংকল্প; অতএব, তাঁহার ইচ্ছাই—কেবল চিন্তাই—ঘটাদি পদার্থের সৃষ্টি, অর্থাৎ এই সৃষ্টি কেবল তাঁহার চিন্তারই বিকাশ মাত্র; বস্তুতঃ সংকল্পের অতিরিক্ত কিছু মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন—কাল হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥ ৯ ॥ ইতি

সরলার্থঃ

স্বষ্টিঃ ভোগার্থম্ [আত্মন্ এব] (ভোগায়) ইতি অন্যে (কেচিৎ) [মন্যন্তে]; ক্রীড়ার্থং (লীলার্থং) ইতি চ (এতদপি) অপরে [মন্যন্তে]। দেবস্য (ঈশ্বরস্য) অয়ং (অশোচ্যমানঃ) এষঃ (স্বষ্টি-ক্রিয়ালক্ষণঃ) স্বভাবঃ ; [যতঃ] আপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) স্পৃহা কা ? [ন কাপি সম্ভবতীত্যাশয়ঃ]।

কেহ কেহ বলেন, ভোগের জন্য স্বষ্টি ; অপর সকলে বলেন, ক্রীড়ার জন্য স্বষ্টি ; [স্বভাববাদী বলেন] ঈশ্বরের ইহাই স্বভাব ; কারণ, পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা কি ? [অভিপ্রায় এই যে, যাহার কামনা আছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে, স্নুতরাং পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা সম্ভব হয় না] ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অন্যে ভোগার্থং, ক্রীড়ার্থমিতি চ স্বষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মিতি। দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য, সর্ব্বেষাং বা পক্ষাণাম্— আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। নহি রজ্জ্বাদীনাম্ অবিদ্যাস্বভাব-ব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যা-ভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অপর সকলে মনে করেন, এই স্বষ্টি কেবল ভোগের নিমিত্ত অথবা ক্রীড়ার নিমিত্ত [হইয়াছে]। 'ইহাই দেব—ঈশ্বরের স্বভাব' এই বাক্যে ঈশ্বরীয় স্বভাবপক্ষ অবলম্বনে উক্ত পক্ষদ্বয়ে দোষপ্রদর্শন [করা হইতেছে], অথবা 'আপ্তকামের (যাহার কোন বিষয়ই অপ্রাপ্ত বা কাম্য নাই, তাহার) আর স্পৃহা কি ?' এই কথায় [পূর্ব্বোক্ত] সমস্ত পক্ষেরই দোষ প্রদর্শন [করা হইয়াছে]। কেন না, রজ্জুপ্রভৃতির যে, সর্পাদি আকারে প্রতিভাস (স্ফূর্ত্তি), রজ্জু-প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না ॥ ৯

অথ শ্রুত্যারম্ভঃ

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

[পারম্পর্য্যক্রমপ্রাপ্তং চতুর্থং পাদং বক্তুমুপক্রমতে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিনা] —অন্তঃপ্রজ্ঞং (বাসনাময়সূক্ষ্মভুক্) ন [এতেন তৈজসাৎ ব্যাবৃত্তিঃ] ; বহিঃপ্রজ্ঞং (বাহ্যবিষয়ভুক্) ন [এতেন স্থূলভুগ্-বিশ্বতো ব্যাবৃত্তিঃ] ; উভয়তঃপ্রজ্ঞং (জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালে প্রজ্ঞা যস্য, তৎ তথোক্তং, তথাবিধং) ন ; প্রজ্ঞানঘনং (সুষুপ্তাবস্থং) ন [এতেন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন-প্রাজ্ঞাৎ ব্যাবৃত্তিঃ] ; প্রজ্ঞং (যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃ) ন ; অপ্রজ্ঞং (অচৈতন্যং) [চ] ন। [অতঃপরং নির্ব্বিশেষস্য জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বমাহ—অদৃশ্যমিত্যাদিনা।] অদৃশ্যং (চক্ষুরবিষয়ঃ), [অতএব] অব্যবহার্য্যং (ইদন্তয়া ব্যবহারাযোগ্যং) ; অগ্রাহ্যং (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং), অলক্ষণং (অলিঙ্গম্ অনুমানাগোচরঃ), [অতএব] অচিন্ত্যং (মনসোঽপি অগম্যং), [অতএব] অব্যপদেশ্যং (শব্দৈঃ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং), একাত্মপ্রত্যয়সারং (একঃ কেবলঃ যঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু 'আত্মা' ইতি অব্যভিচারী প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানং, তৎসারং তেন অনুসরণীয়মিত্যর্থঃ ; যদ্বা, একঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ—'অহম্' ইতি জ্ঞানং সারং প্রমাণং যস্য অধিগমে, তৎ তথা), প্রপঞ্চোপশমং (জাগ্রদাদি-স্থান-সম্বন্ধশূন্যং), [অতঃ] শান্তং (নির্ব্ব্যাপারং), শিবং (মঙ্গলময়ং), অদ্বৈতং (ভেদবিকল্পরহিতং) চতুর্থং (তুরীয়ং) মন্যন্তে [বিবেকিনঃ]। সঃ (তুরীয়ঃ) আত্মা (প্রত্যক্স্বরূপঃ) ; সঃ [চ] বিজ্ঞেয়ঃ (তৎসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ)॥

বিবেকিগণ চতুর্থকে (তুরীয়কে) মনে করেন যে, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন ; বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন ; প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নহেন ; জ্ঞাতা নহেন ; অচেতন নহেন ; পরন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, [অনুমানযোগ্য] কোনরূপ চিহ্নরহিত, মানস-চিন্তার অবিষয়, শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য ; কেবল 'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান,

শান্ত (নির্বিকার), মঙ্গলময়, অদ্বৈত। তিনিই আত্মা; এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য পদার্থ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা। সর্ব্বশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যত্বাৎ তস্য শব্দানভিধেয়ত্বমিতি বিশেষ-প্রতিষেধেনৈব তুরীয়ং নির্দ্দিদিক্ষতি। শূন্যমেব তর্হি; তন্ন, মিথ্যাবিকল্পস্য নির্নিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ; ন হি রজত-সর্প-পুরুষ মৃগতৃষ্ণিকাদিবিকল্পাঃ শুক্তিকা-রজ্জু-স্থাণূষরাদি-ব্যতিরেকেণ অবস্ত্বাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।

এবং তর্হি প্রাণাদিসর্ব্ববিকল্পাস্পদত্বাৎ তুরীয়স্য শব্দবাচ্যত্বম্ ইতি, ন প্রতিষেধৈঃ প্রত্যায্যত্বম্ উদকাধারাদেরিব ঘটাদেঃ; ন, প্রাণাদিবিকল্পস্যাসত্বাৎ শুক্তিকাদিষিব রজতাদেঃ; ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তি-নিমিত্ত-ভাক্, অবস্তুত্বাৎ; নাপি প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ, আত্মনো নিরুপাধিকত্বাৎ; গবাদিবৎ নাপি জাতিমত্ত্বম্, অদ্বিতীয়ত্বেন সামান্য-বিশেষাভাবাৎ, নাপি ক্রিয়াবত্ত্বং পাচকাদিবৎ, অবিক্রিয়ত্বাৎ; নাপি গুণবত্ত্বং নীলাদিবৎ, নির্গুণত্বাৎ; অতো নাভিধানেন নির্দ্দেশমর্হতি।

শশ-বিষাণাদিসমত্বাৎ নিরর্থকত্বং তর্হি? ন, আত্মত্বাবগমে তুরীয়স্য অনাত্মতৃষ্ণাব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ শুক্তিকাবগম ইব রজততৃষ্ণায়াঃ; ন হি তুরীয়স্যাত্মত্বাবগমে সতি অবিদ্যাতৃষ্ণাদিদোষাণাং সম্ভবোঽস্তি। ন চ তুরীয়স্য আত্মত্বাবগমে কারণমস্তি, সর্ব্বোপনিষদাং তাদর্থ্যেনোপক্ষয়াৎ—"তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তৎ সত্যম্, স আত্মা", "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম", "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদীনাম্।

সোঽয়মাত্মা পরমার্থাপরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্যুক্তঃ। তস্যাপরমার্থরূপমবিদ্যাকৃতং রজ্জুসর্পাদিসমমুক্তং পাদত্রয়লক্ষণং বীজাঙ্কুরস্থানীয়ম্। অথেদানীমবীজাত্মকং পরমার্থস্বরূপং রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানয়োক্তস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা।

নন্থ আত্মনশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থস্যান্তঃ-প্রজ্ঞাদিভ্যোঽন্যত্বে সিদ্ধে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ; ন, সর্পাদি-বিকল্পপ্রতিষেধেনৈব রজ্জুস্বরূপপ্রতিপত্তিবৎ ত্র্যবস্থস্যৈব আত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ

ষিতত্বাৎ, "তত্ত্বমসি" ইতিবৎ। যদি হি ত্র্যবস্থাত্মবিলক্ষণং তুরীয়মন্যৎ, তৎপ্রতিপত্তিদ্বারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তির্বা। রজ্জুরিব সর্পাদিভির্বিকল্প্যমানা স্থানত্রয়েঽপি আত্মৈক এবান্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বেন বিকল্প্যতে যদা, তদা অন্তঃপ্রজ্ঞাদিত্ব-প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণসমকালমেব আত্মনি অনর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণং ফলং পরিসমাপ্তম্ ইতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং সাধনান্তরং বা ন মৃগ্যম্; রজ্জুসর্পবিবেকসমকাল ইব রজ্জ্বাং সর্পনিবৃত্তিফলে সতি রজ্জ্বধিগমস্য। যেষাং পুনস্তমোঽপনয়নব্যতিরেকেণ ঘটাধিগমে প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে, তেষাং ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধ-বিয়োগব্যতিরেকেণ অন্যতরাবয়বেঽপি ছিদির্ব্যাপ্রিয়ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। যদা পুনর্ঘটতমসোর্বিবেককরণে প্রবৃত্তং প্রমাণমনুপাদিৎসিততমোনিবৃত্তিফলাবসানং ছিদিরিব ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধ-বিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়বদ্বৈধীভাবফলাবসানা, তদা নান্তরীয়কং ঘটবিজ্ঞানং, ন তৎ প্রমাণফলম্।

ন চ তদ্বদপি আত্মন্যধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্য প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্য অনুপাদিৎসিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি-নিবৃত্তিব্যতিরেকেণ তুরীয়ে ব্যাপারোপপত্তিঃ, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদিভেদনিবৃত্তেঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"জ্ঞাতেঽদ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি। জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অবস্থানে বা অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ দ্বৈতানিবৃত্তিঃ; তস্মাৎ প্রতিষেধবিজ্ঞান-প্রমাণব্যাপারসমকাল এব আত্মনি অধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদ্যনর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্।

নান্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিষেধঃ। ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ। নোভয়তঃপ্রজ্ঞমিতি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থাপ্রতিষেধঃ। ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থাপ্রতিষেধঃ, বীজভাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ। ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সর্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বপ্রতিষেধঃ। নাপ্রজ্ঞমিতি অচৈতন্যপ্রতিষেধঃ।

কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদীনামাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবৎ প্রতিষেধাৎ অসত্ত্বং গম্যত ইতি? উচ্যতে জ্ঞস্বরূপবিশেষেঽপি ইতরেতরব্যভিচারাৎ অসত্যত্বং রজ্জ্বাদাবিব সর্পধারাদিবিকল্পভেদবৎ; সর্বত্রাব্যভিচারাজ্ জ্ঞস্বরূপস্য সত্যত্বম্। সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেৎ, ন, সুষুপ্তস্যানুভূয়মানত্বাৎ, "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ; অত এবাদৃষ্টম্। যস্মাদদৃষ্টং, তস্মাদব্যবহার্যম্। অগ্রাহ্যং কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ। অলক্ষণম্ অলিঙ্গমিত্যেতৎ, অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অত এবাচিন্ত্যম্। অত এব অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদিস্থানেষু এক এবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ তেনানুসরণীয়ম্; অথবা এক

আত্মপ্রত্যয়ঃ সারঃ প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে, তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্, "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি শ্রুতেঃ। অতঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানিধর্ম্মপ্রতিষেধঃ কৃতঃ, প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদাদিস্থানধর্ম্মাভাব উচ্যতে। অতএব শান্তম্ অবিক্রিয়ং, শিবং, যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে, প্রতীয়মানপাদত্রয়রূপ-বৈলক্ষণ্যাৎ। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ইতি প্রতীয়মানসর্পদণ্ডভূচ্ছিদ্রাদিব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুঃ, তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যার্থঃ। আত্মা "অদৃষ্টো দ্রষ্টা", "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-র্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা। জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

পারম্পর্য্য-ক্রমানুসারে এখন চতুর্থ পাদটি বলা আবশ্যক; এই-জন্য "নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলিতেছেন। তদ্‌বিষয়ে কোন শব্দেরই প্রবৃত্তি (প্রকাশনসামর্থ্য) নাই ; সুতরাং তিনি শব্দ-বাচ্য নহেন ; এই নিমিত্ত [লোকপ্রতীতির যোগ্য] বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

[ভাল, তুরীয়ে যদি কোনরূপই বিশেষ ভাব না থাকে] ; তাহা হইলে তাহা ত শূন্য হইয়া পড়ে ? না—তাহা শূন্য নহে ; কারণ, বিনা কারণে কখনই মিথ্যাময় কল্পনা হইতে পারে না ; কেননা, শুক্তি, রজ্জু, স্থাণু (কাণ্ডশাখাদিবিহীন বৃক্ষাংশ) ও মরুভূমি প্রভৃতি আশ্রয় ব্যতিরেকে নিরাশ্রয়ভাবে কখনই [যথাক্রমে] রজত, সর্প, মনুষ্য, মৃগতৃষ্ণাদি ভ্রমপ্রতীতি কল্পনা করিতে পারা যায় না। তিনি যদি সর্ব্বকল্পনার আশ্রয়স্থান হন, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জলা-ধারাদিরূপে শব্দ-বাচ্য হয়, সেইরূপ তুরীয়ও [ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে] শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন ; সুতরাং নিষেধ দ্বারা তাঁহার প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক হয় না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিকা প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদির ন্যায় প্রাণাদির কল্পনাও অসৎ—অবস্তু ; সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না ; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা। আর গবাদি সত্য পদার্থ যেরূপ

স্বরূপতই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিষয় হয়, সেরূপও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা বস্তুটি নিরুপাধিক। গবাদির ন্যায় জাতি-বিশিষ্টও নহে, কারণ, অদ্বিতীয় পদার্থের সামান্য বিশেষভাব নাই; আর পাচকাদির ন্যায় ক্রিয়াবত্তও নাই, কারণ, অবিক্রিয়; নীলাদি দ্রব্যের ন্যায় গুণবত্তাও নাই, কারণ, তিনি নির্গুণ; কাজেই তিনি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য হন না।

ভাল, তাহা হইলে ত শশবিষাণাদির ন্যায় আনর্থক্য দোষ ঘটে; না—শুক্তিকার জ্ঞান হইলে যেমন রজততৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তুরীয়কে আত্মা বলিয়া অবগত হইলেও তেমনি অনাত্ম-বিষয়ক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়; ঐ আত্মাবগমই তৃষ্ণানিবৃত্তির হেতু; [সুতরাং তুরীয় বস্তুটি নিরর্থক নহে]। আর তুরীয়কে আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে যে কোন প্রতিবন্ধক আছে, তাহাও নহে; কেননা, ঐ আত্ম-ত্বাবগতির উদ্দেশেই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে—'তুমি তৎস্বরূপ,' 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ', 'তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা', 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম', 'তিনিই বাহ্য, আভ্যন্তর ও জন্ম-রহিত (নিত্য)', 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি। সেই এই আত্মাই পরমার্থ ও অপবমার্থ পাদচতুষ্টয়-বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বীজাঙ্কুর-স্থানপাতী যে তাঁহার পাদত্রয়, তাহা অবিদ্যা-কৃত—অপারমার্থিক; সুতরাং রজ্জুসর্পতুল্য কথিত হইয়াছে। তাহার পর এখন পূর্ব্বোক্ত সর্পাদিস্থানীয় স্থানত্রয় প্রতিষেধ দ্বারা অবীজা-ত্মক রজ্জুস্থানীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি।

ভাল, আত্মার চতুষ্পাদত্ব প্রতিজ্ঞার পর পাদত্রয়-নিরূপণেই ত 'অন্তঃপ্রজ্ঞ' প্রভৃতি হইতে চতুর্থ পাদের পার্থক্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং "নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি প্রতিষেধক বাক্য নিরর্থক বা অনা-বশ্যক। না—নিরর্থক হয় না; কারণ, কল্পিত সর্পাদি পদার্থের নিষেধ দ্বারাই যেমন রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তেমনি অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট

আত্মারই এখানে [ঐ অবস্থাত্রয়ের প্রতিষেধ দ্বারা] তুরীয়ভাব প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত; যেমন "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে। অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট আত্ম-বিলক্ষণ তুরীয় যদি সেই অবস্থাত্রয়-সম্পন্ন আত্মা হইতে অন্য—অতিরিক্ত হইত, তাহা হইলে তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভের কোনরূপ উপায়ই থাকিত না; সুতরাং তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রোপদেশেরও আনর্থক্য ঘটিতে পারিত; পক্ষান্তরে শূন্যবাদও আসিতে পড়িতে পারিত। বস্তুতঃ রজ্জু যেরূপ সর্পাদিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই আত্মা যখন পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত হইতেছে, তখন অন্তঃপ্রজ্ঞত্ব প্রভৃতি অবস্থার প্রতিষেধসমকালেই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ফল সমাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণে তুরীয়-বিজ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ সাধন বা প্রমাণের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না। রজ্জু-সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই যেরূপ রজ্জুতে সর্পনিবৃত্তিরূপ ফল সিদ্ধ হয়, রজ্জু-জ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

আর যাহাদের মতে [অন্ধকারস্থিত] ঘট জানিবার জন্য তত্রত্য অন্ধকারের অপনয় ছাড়া আরও প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহাদের মতে ছেদ্য বস্তুর অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস করাই ছেদনক্রিয়ার ফল হইলেও অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস ভিন্ন, তদবয়বেও ছেদনক্রিয়ার অন্য কোনরূপ ব্যাপার বা কার্য্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয় *। ছেদ্য বস্তুর অবয়বের

* তাৎপর্য্য—ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞানই তদ্‌গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া দেয়, তদর্থে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। এখন পরপক্ষ নিরাস দ্বারা সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নিবৃত্তি করা আবশ্যক হয়, ঐ অন্ধকার নিবৃত্তি-বিষয়েই দীপের ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে; অন্য বিষয়ে নহে। এখন যদি সেই দীপের অন্ধকার নিবৃত্তি ভিন্ন আরও কোন ব্যাপার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঠিক এইরূপ কথাই স্বীকার করা হয় যে, ছেদন একটি ক্রিয়া, তাহার কার্য্য ছেদ্যবস্তুর অবয়বসম্বন্ধ ধ্বংস করিয়া দেওয়া; তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে উহার কোনরূপ কার্য্য নাই; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন যদি অন্ধকার নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়েও দীপের ব্যাপার স্বীকার করা যায়,

সংযোগ-বিনাশে প্রবৃত্ত ছেদনক্রিয়া যেরূপ সেই অবয়বের দ্বৈধীভাব-মাত্র (দ্বিখণ্ডিত করণমাত্র) ফল সম্পাদন করিয়াই পরিসমাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ ঘট ও অন্ধকারের বিশ্লেষণার্থ প্রবৃত্ত প্রমাণও যখন অনুপাদিৎসিত (যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, সেই) অন্ধকার নিবৃত্তিরূপ ফলসম্পাদনেই সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারই আনু-ষঙ্গিক ঘটবিষয়ক জ্ঞান কখনই সেই প্রমাণের ফলস্বরূপ হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অপনয়নে প্রবৃত্ত নিষেধ-বোধক প্রমাণের ('নান্তঃপ্রজ্ঞং' ইত্যাদির) অনুপাদেয় অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিধর্ম্ম-নিবারণ ভিন্ন তুরীয়ব্রহ্মে অন্য কোনরূপ ব্যাপার উপপন্ন হয় না; কেননা, যেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তন্মুহূর্ত্তেই [আত্মার] প্রমাতৃত্বাদি (জ্ঞাতৃত্বাদি) ভেদেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়; [প্রমাণ-প্রমাতৃত্বাদিভাবগুলি ভেদসাপেক্ষ; সুতরাং তখন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না]। সেইরূপ বলাও হইবে যে, "তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত বা ভেদবুদ্ধি থাকে না।" কারণ, ঐ প্রমাণ জ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিসময়ের পর আর ক্ষণমাত্রও থাকে না; আর যদি বল, তখনও থাকে, তাহা হইলে ত অনবস্থা দোষই উপস্থিত হইয়া পড়ে।* ফলে দ্বৈতনিবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব উক্ত নিষেধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যে, আত্মাতে অধ্যারোপিত অনর্থকর অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়, ইহা প্রমাণিত হইল।

তাহা হইলে, ঐ ছেদনক্রিয়াটিও অবয়ব-সংযোগ ধ্বংস ছাড়া সেই অবয়বেও অন্য কোনরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়; অথচ তাহা কেহই স্বীকার করে না। অতএব অজ্ঞান-নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপার কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না।

* তাৎপর্য্য—অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিবার জন্য যে সকল প্রমাণের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেগুলিও দ্বৈতপ্রপঞ্চান্তর্গত—অদ্বৈতের অন্তর্ভূত নহে। অতএব, ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা যখন দ্বৈত-নিবৃত্তি হইয়া যায়, তৎসঙ্গে সেই দ্বৈত প্রমাণগুলিও অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নচেৎ সেই দ্বৈত-প্রমাণ নিবৃত্তির জন্যও আবার অপর একটি প্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়, সেটিও দ্বৈতাত্মক; সুতরাং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ এবং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ গ্রহণের আবশ্যক হয়; এইরূপে প্রমাণ কল্পনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে; তাহার আর কুত্রাপি বিশ্রাম হইতে পারে না; এখানে এইরূপ 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে।

'নান্তঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'তৈজসের' প্রতিষেধ; 'ন বহিঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'বিশ্বের প্রতিষেধ'; 'নোভয়তঃপ্রজ্ঞ' ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার প্রতিষেধ; 'ন প্রজ্ঞানঘন' এটি সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ; কারণ, উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক; 'ন প্রজ্ঞ' এইটি এককালে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ; আর 'ন অপ্রজ্ঞ' এইটি অচৈতন্যের প্রতিষেধ [বুঝিতে হইবে]।

প্রশ্ন হইতেছে যে, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবগুলি যখন আত্মাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেবল প্রতিষেধ-বলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির ন্যায় তাহাদের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব বুঝা যায় কিরূপে? [উত্তর—] বলা হইতেছে—[বিশ্ব-তৈজসাদির] স্বরূপগত চৈতন্যাংশে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের একটির অবস্থিতিকালে যখন অপরটি থাকে না, তখন উহারা ইতরেতর-ব্যভিচারী অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছাড়িয়া থাকে। এই কারণেই রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদির ন্যায় উহারা অসত্য—মিথ্যা; আর আত্মার জ্ঞাতৃভাবটি কোথাও ব্যভিচারী হয় না,—সর্ব্বত্রই অনুস্যূত থাকে; সুতরাং উহা সত্য। যদি বল, সুষুপ্তিকালে আত্মারও ত জ্ঞাতৃভাব থাকে না; সুতরাং উহাও ব্যভিচারী হইতে পারে? না; সে সময়েও [তাহার জ্ঞাতৃভাব] অনুভবগোচর হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, 'বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না', আর এই কারণেই [তুরীয়] অদৃশ্য [দর্শনের অযোগ্য]। যেহেতু অদৃশ্য, সেই হেতুই অব্যবহার্য্য, [এবং] কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য নহে)। অলক্ষণ অর্থ—জ্ঞানোপযোগী লিঙ্গরহিত, অর্থাৎ অনুমানের অবিষয়; অচিন্তনীয় বলিয়াই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য নহে। 'একাত্ম-প্রত্যয়-সার' অর্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ে অনুভূয়মান আত্মা এক—অভিন্ন; এই প্রকার যে প্রতীতি, তাহা দ্বারা তাঁহার অনুসরণ বা অনুসন্ধান করিতে হয়; অথবা, আত্ম-প্রত্যয় অর্থ—'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিই যাহার তুরীয়ের অনুভব-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সেই তুরীয় পদার্থ 'একাত্ম-প্রত্যয়সার' পদবাচ্য; কেননা,

"তাঁহাকে কেবল 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে,' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত, জাগ্রদাদি স্থানবর্ত্তী আত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের (স্থানিধর্ম্মের) প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। এখন 'প্রপঞ্চোপশম' ইত্যাদি কথায় [আত্মাতে] জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি স্থানধর্ম্মেরও অভাব (প্রতিষেধ) কথিত হইতেছে। [যেহেতু প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ জাগ্রদাদি সম্বন্ধশূন্য], অতএব, শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও শিব (মঙ্গলময়); (জ্ঞানিগণ) অদ্বৈত অর্থাৎ ভেদ-কল্পনারহিত চতুর্থ—তুরীয় বলিয়া মনে করেন; কেননা, পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের যাহা স্বরূপ, এই চতুর্থ তাহা হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্নপ্রকার। সেই তুরীয়ই [প্রকৃত] আত্মা, এবং তাহাই বিশেষরূপে জ্ঞেয়। রজ্জু যেমন প্রতীয়মান সর্প, দণ্ড ও ভূ-রেখা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, তেমনি 'তুমি তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাদ্য যে আত্মা—কেবলই 'দ্রষ্টা, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় নহে,' এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনই বিলোপ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। 'জানিতে হইবে' এই কথাটি 'ভূতপূর্ব্ব-গতি' নিয়মানুসারে কথিত হইয়াছে। * কেননা, জ্ঞানের পর আর দ্বৈত-প্রপঞ্চ থাকে না বা থাকিতে পারে না; সুতরাং তখন আর কিছুই বিজ্ঞেয় থাকিতে পারে না॥ ৭

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥ ১০

সরলার্থঃ

[ইদানীং "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তে অর্থে শ্লোকান্ অবতারয়িতুমাহ—

* তাৎপর্য্য—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইয়া যায়; তখন জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগ থাকে না; বিশেষতঃ শ্রুতি এখানেও যখন তুরীয়কে 'অব্যবহার্য্য' বলিয়াছেন, তখন তাহাকেই আবার 'বিজ্ঞেয়' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ভূতপূর্ব্বগতি আশ্রয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যাদশায় যে জ্ঞেয়ত্ব ছিল, সেই জ্ঞেয়ত্ব স্মরণ করিয়াই তুরীয়কেও বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তুরীয় দশায় বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ নাই।

অত্রেতি]।—অব্যয়ঃ (সর্ব্বপ্রকার-বিকার-বর্জ্জিতঃ) ঈশানঃ (ঈশানাদি শক্তিমান্ তুরীয়ঃ) সর্ব্বদুঃখানাং (প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বাদিরূপাণাং) নিবৃত্তেঃ (প্রশমনস্য) প্রভুঃ (সমর্থঃ) [ভবতি]। [যতঃ] সর্ব্বভাবানাং (সর্ব্ববস্তূনাং) [মিথ্যাত্বাৎ] অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়ত্বলক্ষণঃ) দেবঃ (প্রকাশশীলঃ) তুর্য্যঃ (তুরীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) [বিবেকিভিরিতি শেষঃ]।

সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত ঈশান-পদবাচ্য তুরীয়ই প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিভাবাত্মক সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রভু। কেননা, [মিথ্যাময়] সর্ব্ব বস্তুর সম্বন্ধে প্রকাশ-স্বভাব অদ্বৈত তুরীয়ই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাজ্ঞ তৈজস-বিশ্বলক্ষণানাং সর্ব্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ ঈশানস্তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি ; দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ ; তদ্‌বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ো ন-ব্যেতি স্বরূপাৎ ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ। কুতঃ ? যস্মাদদ্বৈতঃ, সর্ব্বভাবানাং—সর্পাদীনাং রজ্জুরদ্বয়া সত্যা চ এবং তুরীয়ঃ, "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, অতো রজ্জুসর্পবৎ মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবো দ্যোতনাৎ, তুর্য্যশ্চতুর্থঃ, বিভুর্ব্যাপী স্মৃতঃ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

ঈশান অর্থ—তুরীয় আত্মা ; তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বাদিরূপ সমস্ত দুঃখের নিবারণে প্রভু। 'প্রভু' কথাটি 'ঈশান' শব্দেরই অর্থ-প্রকাশক। [উহার অর্থ এই যে,] সর্ব্ব দুঃখ-নিবৃত্তির সম্বন্ধে প্রভু হন ; কেননা, তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র কারণ। অব্যয় অর্থ—তিনি ব্যয়িত হন না—স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ইহা কি কারণে হয় ? যেহেতু তিনি অদ্বৈত ও সত্য ; অন্য সমস্ত পদার্থই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। অতএব দ্যুতিমান্ বলিয়া দেবপদবাচ্য সেই এই তুরীয়—চতুর্থ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১০

কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১

সরলার্থঃ

[বিশ্বাদীনামবাস্তব-স্বরূপ-নিরূপণেন তুরীয়মেব নির্দ্ধারয়তি কার্য্যেত্যাদিনা]। —তৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) বিশ্ব-তৈজসৌ কার্য্য-কারণবদ্ধৌ (কার্য্যং ফলাবস্থা, কারণং বীজাবস্থা, তাভ্যাং পরিগৃহীতৌ) ইষ্যেতে (স্বীকৃতৌ) [জ্ঞানিভিঃ]। প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) কারণবদ্ধঃ (কারণেন বীজভাবেন এব বদ্ধঃ) [ইষ্যতে]। তৌ দ্বৌ (পূর্ব্বোক্তৌ বীজভাব-ফলভাবৌ) তুর্য্যে (চতুর্থে) ন সিধ্যতঃ (ন বিদ্যেতে)।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, উভয়ই কার্য্য—ফলাবস্থা ও কারণ—বীজাবস্থা দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হন ; প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই কারণস্বরূপ বীজভাব (তত্ত্বজ্ঞানের অভাব) দ্বারাই আবদ্ধ। তুরীয় আত্মায় ঐ দুইই সম্ভব হয় না॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্য্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্—কার্য্যং —ক্রিয়তে ইতি ফলভাবঃ, কারণং—করোতীতি বীজভাবঃ। তত্ত্বাগ্রহণান্যথা-গ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্ব-তৈজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ ইষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বে নিমিত্তম্। ততো দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ ন বিদ্যেতে, ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

তুরীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থ বিশ্বাদির মধ্যে একটা সামান্য-বিশেষভাব (সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মের সদ্ভাব) নিরূপণ করা হইতেছে—কার্য্য অর্থ—যাহা করা হয়, সেই ফলভাব বা ফলাবস্থা ; কারণ অর্থ—কার্য্যের যাহা কারণ সেই বীজভাব ; আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ বীজভাব ও ফলভাব দ্বারা যথোক্ত প্রকার সেই বিশ্ব ও তৈজস, উভয়কেই বদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই বীজভাব দ্বারা বদ্ধ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ বীজভাবই প্রাজ্ঞত্বলাভের একমাত্র কারণ ; অতএব তত্ত্বজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ সেই বীজভাব ও ফলভাব দুইটি তুরীয়ে সিদ্ধ হয় না—বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ সম্ভবপর হয় না॥ ১১

নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্ ।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তূর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা ॥ ১২

সরলার্থঃ

[ইদানীং প্রাজ্ঞস্য কারণবদ্ধত্বং তুরীয়স্য চ তদভাবং সমর্থয়তে "নাত্মানম্" ইত্যাদিনা]। প্রাজ্ঞঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণাঃ) আত্মানং (স্বস্বরূপং) ন, পরং (আত্ম-বিলক্ষণং বাহ্যং) চ (অপি) ন, সত্যং ন, অনৃতম্ (অসত্যং) চ অপি— [কিং বহুনা], কিঞ্চন (কিমপি) নৈব সংবেত্তি (সম্যক্ জানাতি)। তুর্য্যং (চতুর্থং) [পুনঃ] সর্ব্বদা (সর্ব্বস্মিন্ এব কালে) তৎসর্ব্বদৃক্ (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং পশ্যতি, অলুপ্ত-চৈতন্যস্বভাব ইত্যর্থঃ)। [ইতি তয়োর্বিশেষঃ বেদিতব্যঃ]।

পূর্ব্ব-কথিত প্রাজ্ঞ আত্মা আপনাকে জানে না, পরকেও জানে না ; [অধিক কি] সত্য, মিথ্যা কিছুমাত্র দর্শন করে না। [কিন্তু] সেই তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু দর্শন করিয়া থাকে ; তাহার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য, তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণলক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যতঃ ? ইতি। যস্মাৎ—আত্মানং, বিলক্ষণম্, অবিদ্যাবীজপ্রসূতং বেদ্যং বাহ্যং দ্বৈতম্—প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্ব-তৈজসৌ ; ততশ্চাসৌ তত্ত্বাগ্রহণেন তমসা অন্যথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাৎ তূর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সর্ব্বদা সদৈব ভবতি, সর্ব্বঞ্চ তদ্ দৃক্ চেতি সর্ব্বদৃক্, তস্মাৎ ন তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্ তত্র, তৎপ্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপি অতএবাভাবঃ ন হি সবিতরি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্‌বিরুদ্ধমপ্রকাশনম্ অন্যথাপ্রকাশনং বা সম্ভবতি, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সর্ব্বভূতাবস্থঃ সর্ব্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্ব্বদৃক্ সদা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ

কেনই বা প্রাজ্ঞ আত্মা কারণবদ্ধ ? এবং কেনই বা তুরীয় আত্মাতে তত্ত্বের অগ্রহণ ও বিপরীত গ্রহণাত্মক দ্বিবিধ বন্ধের সম্ভব হয় না ? (উত্তর—) যেহেতু প্রাজ্ঞ আত্মা অন্য হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) কিংবা অবিদ্যারূপ বীজসম্ভূত বহিঃস্থিত বিজ্ঞেয় পদার্থ কিছুমাত্র সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না ; অর্থাৎ বিশ্ব ও

তৈজস যেরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রাজ্ঞ সেরূপ পারে না; সেই কারণেই এই প্রাজ্ঞ আত্মা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও বিপরীত জ্ঞানের সম্ভাবরূপ বন্ধনদ্বয়ে আবদ্ধও হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্ব্বকথিত তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পদার্থ না থাকায়, সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্বাত্মক এবং দ্রষ্টা, অতএব সর্ব্বদৃক্ থাকেন, এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক অবিদ্যা-বীজ তাহাতে থাকে না, এবং সেই বীজসম্ভূত বিপরীত জ্ঞানেরও সম্ভাবনা হয় না। কেন না, নিত্যপ্রকাশময় সূর্য্যে কখনই তদ্বিরুদ্ধ অপ্রকাশ (অন্ধকার) কিংবা অন্যরূপে প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হয় না; যেহেতু 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হইতে দেখা যায় না' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে। অথবা, 'ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ব্ববস্তুদ্রষ্টার ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকেন ॥ ১২

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ।
বীজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥ ১৩

সরলার্থঃ

[তুরীয়ে বীজাভাব-শূন্যতামাহ দ্বৈতেত্যাদি]।—প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ (প্রাজ্ঞস্য তুরীয়স্য চ) উভয়োঃ [এব] দ্বৈতস্য (জগৎপ্রপঞ্চস্য) অগ্রহণং (অনুভবাভাবঃ) তুল্যং (সমানং) [তত্র তু অয়মেব বিশেষঃ, যৎ] প্রাজ্ঞঃ বীজ-নিদ্রাযুতঃ (তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণয়া নিদ্রয়া সম্বদ্ধঃ); সা চ (নিদ্রা) তুর্য্যে (তুরীয়ে আত্মনি) ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ); [অতঃ তয়োর্বিশেষ ইতি ভাবঃ]॥

প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত-বিজ্ঞানের অভাব তুল্য। [কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে,] প্রাজ্ঞ আত্মা অবিদ্যা-বীজরূপ নিদ্রাযুক্ত; আর তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়ং শ্লোকঃ—কথং দ্বৈতাগ্রহণস্য তুল্যত্বে কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্যৈব, ন তুরীয়স্যেতি প্রাপ্তা আশঙ্কা নিবর্ত্ত্যতে। যস্মাদ্ বীজ-নিদ্রাযুতঃ, তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা; সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধপ্রসবস্য বীজং, সা বীজনিদ্রা; তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ সদা সর্ব্বদৃক্স্বভাবত্বাৎ, তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা বীজনিদ্রা তুর্য্যে ন বিদ্যতে; অতো ন কারণবন্ধস্তস্মিন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৩

ভাষ্যানুবাদ

কারণান্তরবশতঃ উপস্থিত আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য এত শ্লোক [আরব্ধ হইতেছে]—অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি না করা যখন [উভয়েরই] তুল্য, তখন কেবল প্রাজ্ঞেরই কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ? এইরূপে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, [এই শ্লোকে] তাহা নিবারণ করা হইতেছে। যেহেতু বীজ-নিদ্রাযুক্ত, [ইহার অর্থ এই যে,] এখানে নিদ্রা অর্থ বস্তুতত্ত্ব বোধের অভাব, তাহাই আবার [বস্তুবিষয়ক] বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ ; প্রাজ্ঞ সেই বীজ-নিদ্রা দ্বারা সংযুক্ত। তুরীয় সর্ব্বদাই সর্ব্বদৃক্-স্বভাব ; এই কারণে তত্ত্ব-বোধের অভাবাত্মক বীজ-নিদ্রা তাহাতে নাই। অভিপ্রায় এই যে, এই কারণেই তুরীয়ে উক্ত কারণ বন্ধের সম্ভব হয় না ॥ ১৩

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৪

সরলার্থঃ

আদ্যৌ (বিশ্বতৈজসৌ) স্বপ্ন-নিদ্রাযুতৌ (স্বপ্নঃ—অন্যথাগ্রহণং, নিদ্রা তু উক্তলক্ষণম্ অজ্ঞানং, তাভ্যাং সংবদ্ধৌ), প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) অস্বপ্ন-নিদ্রয়া (স্বপ্ন-রহিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া) [যুক্তঃ]। নিশ্চিতাঃ (স্থিরবুদ্ধয়ঃ ব্রহ্মবিদঃ) তুর্য্যে (তুরীয়ে) নিদ্রাং ন, স্বপ্নং চ ন এব পশ্যন্তি। [অত এতন্ত্রিতয়-বিলক্ষণং তুরীয়মিতি ভাবঃ]।

প্রথমোক্ত বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত ; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত কেবলই নিদ্রাযুক্ত। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্‌গণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই দর্শন করেন না ॥১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নঃ অন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাং, নিদ্রা উক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ন-নিদ্রাভ্যাং যুতৌ বিশ্ব-তৈজসৌ ; অতস্তৌ কার্য্যকারণ-বদ্ধাবিত্যুক্তৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্। নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ সবিতরীব তমঃ ; অতো ন কার্য্য-কারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ ॥১৪

ভাষ্যানুবাদ

রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় [এক বস্তুকে] অন্যপ্রকার দর্শনের

নাম স্বপ্ন ; নিদ্রা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির অভাবাত্মক তমঃ (অজ্ঞান), বিশ্ব ও তৈজস সেই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত ; এই-জন্যই তাহাদিগকে কার্য্য ও কারণ দ্বারা বদ্ধ 'বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মা স্বপ্নরহিত ; এই কারণে তাহাকে কেবলই নিদ্রাযুক্ত—কারণবদ্ধ বলা হইয়াছে। নিশ্চিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ সূর্য্যে অন্ধকার-সম্বন্ধের ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তুরীয়ে উক্ত উভয় অবস্থারই অভাব দর্শন করিয়া থাকেন ; এই জন্য 'তুরীয় কার্য্য-কারণবদ্ধ নহে' এই কথা অভিহিত হইয়াছে ॥১৪

অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥১৫

[ইদানীং তুরীয়পদপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—অন্যথেত্যাদি]।—অন্যথা (যস্য যৎ স্বরূপং ন, তস্য তেন প্রকারেণ) গৃহ্ণতঃ (জানতঃ) স্বপ্নঃ (স্বপ্নাখ্যা অবস্থা) [ভবতি] ; তত্ত্বম্ (বস্তুযাথার্থ্যম্) অজানতঃ (অপ্রতিপদ্যমানস্য) নিদ্রা (তদাখ্যা অবস্থা) [ভবতি]। [অথ] তয়োঃ বিপর্য্যাসে (তত্ত্বাগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণরূপ-বিপর্য্যয়-জ্ঞানে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) তুরীয়ং পদম্ (ব্রহ্মভাবম্) অশ্নুতে (ভুঙ্‌ক্তে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

এক বস্তুকে অন্যরূপে গ্রহণকারীর অবস্থার নাম স্বপ্ন ; আর বস্তু বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা। তাহাদের উক্তপ্রকার বিপর্য্যয়-বোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [জীব] তুরীয় পদ (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধি করে॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীতি, উচ্যতে—স্বপ্নজাগরিতয়োঃ অন্যথা রজ্জ্বাং সর্পবৎ গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো ভবতি ; নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ তিসৃষু অবস্থাসু তুল্যা। স্বপ্ন-নিদ্রয়োস্তুল্যত্বাদ্ বিশ্বতৈজসয়োঃ একরাশিত্বম্। অন্যথাগ্রহণপ্রাধান্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ। তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণা নিদ্রৈব-কেবলা বিপর্য্যাসঃ। অতস্তয়োঃ কার্য্য-কারণস্থানয়োঃ অন্যথাগ্রহণ-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণ-বিপর্য্যাসে কার্য্য-কারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদম্ অশ্নুতে ; তদা উভয়লক্ষণং বন্ধনং তত্রাপশ্যন্ তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥১৫

ভাষ্যানুবাদ

কোন্ সময়ে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়? তাহা কথিত হইতেছে—স্বপ্ন ও জাগরণ-কালে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্যপ্রকারে বস্তুগ্রহণকারীর অবস্থাই স্বপ্ন; বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমের অবস্থাই নিদ্রা; ইহা অবস্থাত্রয়েই একরূপ। স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার তুল্যতা-নিবন্ধন, [তদুভয়াবস্থাসম্পন্ন] বিশ্ব ও তৈজস এক শ্রেণীভুক্ত; [এইজন্যই শ্লোকে দ্বিবচন দ্বারা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনেরই উক্তি হইয়াছে]। [বিশ্ব ও তৈজসের পক্ষে] অন্যথা জ্ঞানেরই প্রাধান্য; নিদ্রার প্রাধান্য নাই; এইজন্য সে স্থলে স্বপ্নই একমাত্র বিপর্য্যাস। কিন্তু তৃতীয় স্থানে (সুষুপ্তিতে) তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক নিদ্রাই একমাত্র বিপর্য্যাস। অতএব, কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন উক্ত স্থানদ্বয়ের তত্ত্ববিষয়ক অন্যপ্রকার জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান স্বরূপ কার্য্য-কারণাত্মক বিপর্য্যাস বা ভ্রম পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তুরীয় পদ ভোগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ তখন উল্লিখিত উভয়প্রকার বন্ধ দর্শন না করায় তুরীয় ব্রহ্মভাবে স্থিরমতি হইয়া থাকে ॥১৫

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥১৬

সরলার্থঃ

[বিপর্য্যাসক্ষয়াবস্থাং বিশিষ্য দর্শয়তি অনাদীত্যাদিনা]:—অনাদিমায়য়া (অনাদিকাল-প্রবৃত্তয়া মায়য়া অহং-মমাদিভাবরূপয়া) সুপ্তঃ (স্বপ্নদর্শীব মোহনিদ্রাং গতঃ) জীবঃ (সংসারী আত্মা) যদা (যস্মিন্ কালে) প্রবুধ্যতে (আত্মবিষয়ে প্রবোধং লভতে), [সঃ জীবঃ] তদা (তস্মিন্ কালে) অজম্ (জন্মাদিবিকাররহিতম্) অনিদ্রম্ (সুষুপ্তিশূন্যম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নরহিতম্) অদ্বৈতং (সর্ব্ববিধভেদবর্জ্জিতম্) [আত্মতত্ত্বং] বুধ্যতে (সাক্ষাৎ করোতি), [ন ততঃ প্রাগিত্যভিপ্রায়ঃ]।

অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত মায়া-নিদ্রায় সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয় (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে); সে তখন জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জ্জিত অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে ॥১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যোঽয়ং সংসারী জীবঃ, স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বাপ্রতিবোধরূপেণ বীজাত্মনা, অন্যথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোঽয়ং নপ্তা ক্ষেত্রং গৃহং পশবঃ অহমেষাং স্বামী সুখী দুঃখী, ক্ষয়িতোঽহমনেন, বর্দ্ধিতশ্চানেন, ইত্যেবংপ্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েঽপি পশ্যন্ সুপ্তঃ যদা বেদান্তার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারুণিকেন গুরুণা 'নাস্যেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ, কিন্তু তত্ত্বমসি,' ইতি প্রতিবোধ্যমানঃ তদৈবং প্রতিবুধ্যতে। কথম্? নাস্মিন্ বাহ্যমাভ্যন্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোঽস্তি, অতঃ অজং "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্ব-ভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ অবিদ্যা-তমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইতি অনিদ্রম্; অনিদ্রং হি তত্তুরীয়ম্, অতএব অস্বপ্নম্, তন্নিমিত্ত-ত্বাৎ অন্যথাগ্রহণস্য। যস্মাচ্চ অনিদ্রমস্বপ্নং, তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥১৬

ভাষ্যানুবাদ

এই যে, প্রসিদ্ধ সংসারী জীব, সেই জীব অনাদিকাল হইতে আরব্ধ, বীজাবস্থাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও অন্যপ্রকার জ্ঞানরূপ মায়াময় স্বপ্নবশে 'ইনি আমার পিতা, অমুক আমার পুত্র, পৌত্র, ক্ষেত্র, গৃহ ও পশু; আমি ইহাদের প্রভু, সুখী, দুঃখী; আমি ইহা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি', সুপ্ত ব্যক্তি উভয়-স্থলেই এবংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। সে যখন বেদান্ত-শাস্ত্রের তত্ত্বাভিজ্ঞ পরম দয়ালু গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয় যে, 'তুমি উক্তপ্রকার কারণ ও তাহার ফলস্বরূপ (কার্য্য-কারণ-ভাবপূর্ণ) নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ,' তখন সে উক্তরূপে প্রতিবুদ্ধ হয় (মায়া-নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে)। কি প্রকারে?—'এই আত্মাতে বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোথাও ভাব বস্তুর নিত্যসহচর জন্মাদি বিকার নাই'; অতএব, 'তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তী ও অজ,' এই শ্রুতি হইতে (জানা যায় যে, তিনি) অজ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিকারবর্জ্জিত *। যেহেতু জন্মাদি বিকারের

* জায়তে (জন্ম), অস্তি (সত্তা বা স্থিতি), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি), বিপরিণমতে (বৃদ্ধি-ক্ষয়ের মধ্যাবস্থা), অপক্ষীয়তে (ক্ষয়), নশ্যতি (বিনাশ)। ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত ভাব-পদার্থই উক্ত ছয় প্রকার বিকারগ্রস্ত।

কারণীভূত অবিদ্যাত্মক নিদ্রা ইহাতে নাই; এই কারণেই অনিদ্র (নিদ্রাবস্থারহিত); সেই তুরীয় ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নিদ্রারহিত, এই কারণেই অস্বপ্ন; কেননা, অন্যথা জ্ঞানের ইহাই কারণ। বিশেষতঃ যেহেতু নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত, সেই হেতুই তখন অজ অদ্বৈতস্বরূপ তুরীয় আত্মাকে বুঝিতে পারে ॥১৬

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭

সরলার্থঃ

[অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতানুভূতিঃ? ইত্যাহ]—প্রপঞ্চঃ (দৃশ্যমানং জগৎ) যদি বিদ্যেত (যদি বস্তুভূতঃ সত্যঃ স্যাৎ); [তদা সঃ] নিবর্ত্তেত (নিবৃত্তিং লভেত) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। [বস্তুতস্তু] ইদং (দৃশ্যমানং) দ্বৈতং (ভেদজাতং) মায়ামাত্রং (মিথ্যাভূতং); অদ্বৈতং (দ্বৈতহীনং তুরীয়ম্) [এব] পরমার্থতঃ (পারমার্থিকং সৎ)॥

জগৎপ্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সৎ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] এই দ্বৈত (জগৎ) কেবলই মায়াময় (অসত্য), অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য ॥১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎ প্রতিবুধ্যতে, অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতমিতি। উচ্যতে—সত্যমেবং স্যাৎ প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত; রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স বিদ্যতে। বিদ্যমানশ্চেৎ, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ; নৈব মায়া মায়াবিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্ব্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা; তথেদং প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রজ্জুবৎ মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ; তস্মান্ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো নিবৃত্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ

প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিতে যদি প্রতিবোধ হয়, তবে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি না হইলে অদ্বৈত হয় কিরূপে? [উত্তর] বলা হইতেছে—নিশ্চয়ই এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত, প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সত্য হইত; বাস্তবিক পক্ষে ইহা নাই—রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় ইহা

অসৎ। আর যদি বিদ্যমানই থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইত, ইহাতেও সংশয় নাই। [দেখ] ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে যে সর্প কল্পিত হয়, সেই সর্প কখনই সেখানে সত্তা লাভ করিয়া বিবেক জ্ঞানের সাহায্যে নিবৃত্ত হয় না; এবং মায়াবী—ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত মায়া [ভেল্কী] প্রথমে সত্তা লাভ করিয়া যে, দর্শকবৃন্দের চক্ষুর দোষ অপনীত হইলে নিবৃত্ত [অদৃশ্য] হইয়া যায়, তাহা নহে। [অভিপ্রায় এই যে, রজ্জুতে কস্মিন্ কালেও সর্প ছিল না, এবং ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত দৃশ্যসমূহও কখনই বিদ্যমান ছিল না,—ঐ সমস্তই মায়ামাত্র; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে আর সে সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না; [যাহা আছে—সৎ, তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, অসতের আর নিবৃত্তি কি?]। এই প্রপঞ্চ-নামক দ্বৈতও ঠিক তদ্রূপ কেবল মায়ামাত্র [অসৎ], আর উক্ত রজ্জু ও মায়াবীর ন্যায় অদ্বৈতই পরমার্থ সৎ। অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রপঞ্চ বলিয়া কোন পদার্থ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নাই ॥১৭

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥১৮

সরলার্থঃ

[গুরু-শিষ্যাদিবিকল্পোঽপি এবমেব, ইত্যাহ—“বিকল্পঃ” ইত্যাদি।]—বিকল্পঃ (অয়ং গুরুঃ, অয়ং শিষ্যঃ, অয়ম্-উপদেশঃ ইত্যেবং বিতর্কঃ) যদি (সম্ভাবনায়াং) কেনচিৎ (কারণেন) কল্পিতঃ [স্যাৎ; তর্হি] নিবর্ত্তেত। উপদেশাৎ (উপদেশার্থং কল্পিতঃ) অয়ং (গুরু-শিষ্যাদিরূপঃ) বাদঃ (বিকল্পঃ) [প্রবর্ত্ততে]। জ্ঞাতে (উপদেশকার্য্যে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি) দ্বৈতং (উক্তলক্ষণং) ন বিদ্যতে (বিলুপ্যতে)। [তত্ত্বজ্ঞানার্থং কল্পিতোঽয়ং গুরুশিষ্যাদিবাদঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ বর্ত্তমানোঽপি তৎফলে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে স্বয়মেব নিবর্ত্ততে, ন তেন অদ্বৈতহানিরিতিভাবঃ]।

গুরুশিষ্যাদিভাবরূপ বিকল্প যখন কোন কারণ-বিশেষে (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে) কল্পিত হইয়াছে; তখন তাহা অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। উপদেশার্থই ঐ গুরু-শিষ্যাদি কল্পনা, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পর আর কোন দ্বৈতই থাকে না ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ননু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নিবৃত্ত ইতি, উচ্যতে—বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎ কল্পিতঃ স্যাৎ। যথা অয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্পবৎ, তথাঽয়ং শিষ্যাদিভেদ-বিকল্পোঽপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তঃ; অত উপদেশাদয়ং বাদঃ—শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিতি উপদেশকার্য্যে তু জ্ঞানে নির্ব্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে, দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, উপদেশকর্ত্তা, শাস্ত্র ও শিষ্য, এই বিকল্প নিবৃত্ত হয় কিরূপে ? বলা যাইতেছে—যদি কোন কারণে কল্পিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত বিকল্প নিবৃত্ত হইতে পারে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ যেমন মায়া ও রজ্জু-সর্পের ন্যায়, তেমনি এই গুরুশিষ্যাদি-ভেদ-কল্পনাও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কেবল উপদেশের নিমিত্ত [ব্যবস্থিত হইয়াছে]; শিষ্য, শাসনকর্ত্তা ও শাস্ত্র, এই কথা কেবল উপদেশের নিমিত্ত কল্পিত; কিন্তু উপদেশের ফল তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে—পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই দ্বৈত আর বিদ্যমান থাকে না ॥১৮

পুনঃশ্রুতিরারভ্যতে

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ
পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

সরলার্থঃ

[যোঽয়ং ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদ্ আত্মা কথিতঃ], সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) অয়ম্ আত্মা অধ্যক্ষরং (অক্ষরমধিকৃত্য) ওঙ্কারঃ (প্রণবাত্মকঃ), অধিমাত্রং (মাত্রাং পাদম্ অধিকৃত্য) [পাদরূপঃ]; [যতঃ আত্মনঃ] পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ, [তথা] অকারঃ, উকারঃ, মকার ইতি [এতাঃ] মাত্রাঃ চ (অপি) পাদাঃ, [পাদানাং মাত্রাণাং চ পরমার্থতঃ ভেদো নাস্তি, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে ওঙ্কারস্বরূপ; আর মাত্রাধিকারে পাদস্বরূপ। পাদও মাত্রাস্বরূপ, এবং মাত্রাও পাদস্বরূপ; অকার, উকার ও মকার, ইহারা 'মাত্রা' পদবাচ্য ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অভিধেয়প্রাধান্যেন ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো যঃ, সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য অভিধানপ্রাধান্যেন বর্ণ্যমানোঽধ্যক্ষরম্। কিংপুনস্তদক্ষরমিত্যাহ —ওঁকারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্। কথম্? আত্মনো যে পাদাঃ তে ওঙ্কারস্য মাত্রাঃ। কাস্তাঃ? অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

ইতঃপূর্ব্বে, অভিধেয়প্রধান [বাচ্যার্থ-প্রধান] ওঙ্কারস্বরূপে যাহাকে চতুষ্পাদ আত্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে বর্ণিত হন; এই কারণে অধ্যক্ষর; অর্থাৎ অক্ষর-স্বরূপও বটে। সেই অক্ষরটি কি? এইজন্য বলিতেছেন—[সেই অক্ষরটি—] 'ওঙ্কার'। সেই ওঙ্কারও আবার পাদ বা অংশক্রমে বিভক্ত হইলে মাত্রাস্বরূপে অবস্থিত হয়; এই কারণে 'অধিমাত্র' হয়। কি প্রকারে? আত্মার যে সমস্ত পাদ, তৎসমস্তই আবার ওঙ্কারের মাত্রা। সেই মাত্রা কাহারা? [উত্তর]—অকার, উকার ও মকার। অর্থাৎ আত্মার পাদ ও ওঙ্কারের মাত্রা একই পদার্থ ॥ ৮

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরা-দিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥৯

[তত্রাপি বিশেষো নিরূপ্যতে 'জাগরিতে'ত্যাদিনা।]—জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ) অকারঃ প্রথমা মাত্রা (আদ্যঃ অংশঃ); [অত্র হেতুমাহ], আপ্তেঃ (ব্যাপ্তত্বাৎ), আদিমত্ত্বাৎ (প্রাথমিকত্বাৎ) বা (চ) ॥ [বৈশ্বানরঃ যথা আদিমান্ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চ, অকারোঽপি তথা অক্ষরেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ; তস্মাদুভয়োঃ সাদৃশ্যমিত্যাশয়ঃ।] যঃ (উপাসকঃ) এবম্ (উক্তলক্ষণং বৈশ্বানরঃ) বেদ (জানাতি), সঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধাবধারণার্থৌ নিপাতৌ) সর্ব্বান্ কামান্ (কাম্যবিষয়ান্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) আদিঃ (সর্ব্বেষু প্রথমঃ) চ (অপি) ভবতি।

জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই প্রথম মাত্রা অকারস্বরূপ; কেননা, উভয়ই ব্যাপক

ও আদ্য। যে উপাসক এইরূপ জানে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করে এবং সকলের মধ্যে প্রথম-স্থান অধিকার করে ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে—জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো যঃ, স ওঁকারস্য অকারঃ প্রথমা মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ—আপ্তেঃ, আপ্তির্ব্ব্যাপ্তিঃ অকারেণ সর্ব্বা বাগ্ ব্যাপ্তা, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতেঃ। তথা বৈশ্বানরেণ জগৎ; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বঞ্চাবোচাম। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমৎ; যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং, তথৈব বৈশ্বানরঃ, তস্মাদ্বা সামান্যাদকারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং, য এবং বেদ—যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

কথিত বিষয়ে বিশেষাবধারণ করা হইতেছে—জাগরিত-স্থানবর্ত্তী যে বৈশ্বানর-নামক আত্মা, তাহাই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার। [উভয়ের মধ্যে] সাদৃশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আপ্তি (ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে); 'আপ্তি' অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা); কেননা, অকার দ্বারা সমস্ত বর্ণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; যেহেতু শ্রুতি আছে যে, 'অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ।' বৈশ্বানর কর্ত্তৃকও সেইরূপ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 'এই দ্যুলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক,' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। আর বাচক ও বাচ্যার্থ যে এক—অভিন্ন, তাহা বলিয়াছি। যাহার আদি আছে, তাহা আদিমান্; অকার নামক অক্ষরটি যেমন আদিমান্, বৈশ্বানরও ঠিক সেই-রূপই আদিমান্; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বৈশ্বানরের অকার-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। তদুভয়ের একত্বজ্ঞের ফল বলিতেছেন—সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন এবং মহাজনগণের মধ্যেও প্রথম হন, যিনি এরূপ জানেন—উক্তপ্রকার একত্ব জানেন ॥ ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজসঃ উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-

ত্বাদ্‌বা ; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা-ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

সরলার্থঃ

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ (আত্মা) দ্বিতীয়া মাত্রা উকারঃ [(উকাররূপঃ), কুতঃ? উৎকর্ষাৎ (শ্রেষ্ঠত্বাৎ) উভয়ত্বাৎ (অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থত্বাৎ) বা (চ)। তদ্‌বিজ্ঞানফলমাহ—যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তপ্রকারম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] জ্ঞানসন্ততিম্ (বিজ্ঞানপ্রবাহম্) উৎকর্ষতি (বর্দ্ধয়তি) [সতাং] সমানঃ (তুল্যঃ) [অপি] ভবতি। অস্য (বিদুষঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (ন জায়তে) ॥ ১০

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নস্থানগত তৈজস আত্মাই [ওঙ্কারের] দ্বিতীয়া মাত্রা উকারস্বরূপ; কেননা [উভয়েরই] উৎকর্ষ ও মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম তুল্য। যিনি এতদুভয়ের একত্ব জানেন; তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, সাধুজনের সমান হন, এবং তাঁহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেহ জন্মে না ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ, স ওঙ্কারস্য উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ; অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসো বিশ্বাৎ। উভয়ত্বাদ্‌বা—অকার-মকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকারঃ; তথা বিশ্ব-প্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে তৈজসঃ; অত উভয়ভাক্ত্বসামান্যাৎ। বিদ্বৎফলমুচ্যতে—উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং, বিজ্ঞানসন্ততিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ; সমানস্তুল্যশ্চ, মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিচ্চ অস্য কুলে ন ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

যিনি স্বপ্নস্থানবর্ত্তী তৈজস-নামক আত্মা, তিনিই দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ। কোন্ সাদৃশ্যে? এইজন্য বলিতেছেন—উৎকর্ষ হেতু—যেহেতু অকার উকার অপেক্ষাও যেন উৎকৃষ্ট; তৈজসও সেইরূপ 'বিশ্ব' হইতে [যেন উৎকৃষ্ট]। অথবা, উভয়ত্বই হেতু, অর্থাৎ উকার অক্ষরটি [যেরূপ] অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী, সেইরূপ তৈজসও 'বিশ্ব' এবং 'প্রাজ্ঞে'র মধ্যস্থিত; অতএব, উভয়ভাগিত্ব-রূপ সাদৃশ্য থাকায় [তৈজসের উকারত্ব সিদ্ধ হইল]। এতদ্‌বিজ্ঞানের

ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং সমান—তুল্য হন, অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষেরও বিদ্বেষের পাত্র হন না। বিশেষতঃ ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মজ্ঞ হন না॥ ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা; মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি; য এবং বেদ॥ ১১

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ [ওঙ্কারস্য] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (মকারস্বরূপঃ), কুতঃ ? মিতেঃ (বিশ্ব-তৈজসয়োঃ পরিমাপকত্বাৎ হেতোঃ), অপীতেঃ (বিলয়নাৎ অত্রৈব সর্ব্বেষাং একীভূতত্বাৎ হেতোঃ) বা। [এতদ্‌বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তলক্ষণম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] হ বৈ (প্রসিদ্ধ্যবধারণার্থকৌ নিপাতৌ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং জগৎ মিনোতি (যাথাত্ম্যেন বিজানাতি); অপীতিঃ (প্রলয়স্থানং জগদাধার ইত্যর্থঃ) চ অপি ভবতি।

সুষুপ্তি-স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মাও ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ—মকারস্বরূপ; কেননা [প্রাজ্ঞ ও মকার, উভয়েই বিশ্ব ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের] পরিমাপক বা নির্গমস্থান, এবং অপীতি বা বিলয়স্থান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্ত জগৎ অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ীভূত হন॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ, স ওঙ্কারস্য মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ইত্যাহ—সামান্যমিদমত্র—মিতেঃ, মিতির্ম্মানম্; মীয়েতে ইব হি বিশ্বতৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশ-নির্গমাভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বা, অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ। ওঁকারোচ্চারণে হি অন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিব অকারোকারৌ। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ। বিদ্বৎফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ব্বং, জগদ্‌যাথাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাবান্তরফলবচনং প্রধানসাধনস্তুত্যর্থম॥১১

ভাষ্যানুবাদ

যিনি সুষুপ্তিস্থানবর্ত্তী প্রাজ্ঞ; তিনিই ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ মকারস্বরূপ। কিরূপ সাদৃশ্য? তাহা বলিতেছেন, এখানে এইরূপ সাদৃশ্য—যেহেতু মিতি; 'মিতি' অর্থ—পরিমাণ; যবসমূহ যেরূপ 'প্রস্থ' দ্বারা পরিমিত করা হয়, প্রলয় ও উৎপত্তি সময়ে ঠিক সেইরূপ বিশ্ব-তৈজসও যেন এই প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক পরিমিতই হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের সমাপ্তি ও পুনঃপ্রয়োগ সময়ে অকার ও উকার মকারে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন বহির্গত হইয়া থাকে। অথবা অপীতি হেতু [উভয়ের একত্ব]। অপীতি অর্থ—অপ্যয়—একীভাব-প্রাপ্তি; কেননা, ওঙ্কারের উচ্চারণ-কালে অকার ও উকার যেন অন্ত্য অক্ষরে (মকারে) একীভূতই হইয়া থাকে। সুষুপ্তি-সময়ে বিশ্ব এবং তৈজসও ঠিক সেইরূপ প্রাজ্ঞে [যেন একীভূত হইয়া থাকে]; অতএব এইরূপ সাদৃশ্য-নিবন্ধন বা প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব [কথিত হইয়াছে]। বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—[যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ প্রমিত করেন, অর্থাৎ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন, এবং অপীতি—অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও হন। প্রধান সাধনার প্রশংসার্থ এখানে অবান্তর [প্রাসঙ্গিক] ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১১

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

বিশ্বস্যাত্ব-বিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯

[পাদানাং মাত্রাণাং চ শ্রুত্যুক্তমেকত্বং বিশদীকৃত্য বর্ণয়িতুমাহ]—বিশ্বস্যেত্যাদি। বিশ্বস্য (বিশ্বসংজ্ঞকস্য আত্মনঃ) অত্ব-বিবক্ষায়াং (অকাররূপত্ব-নিরূপণে) আদি-সামান্যম্ (প্রাথমিকত্বরূপং সাদৃশ্যম্) উৎকটম্ (প্রধানম্)। মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (বিশ্বস্য মাত্রারূপত্বপ্রতিপাদনে) চ আপ্তিসামান্যং (ব্যাপকত্ব-রূপং সাধর্ম্ম্যমেব) [উৎকটং] স্যাৎ (ভবেৎ) ॥

শ্রুতিতে যে, পাদ ও মাত্রাসমূহের একত্ব কথিত হইয়াছে, এখন তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম

পাদের অকাররূপত্ব-নির্ব্বাচনে প্রাথমিকত্বরূপ সামান্যই প্রধান কারণ; অর্থাৎ বিশ্বও প্রথম এবং অকার অক্ষরটিও প্রথম; এইজন্য উভয়েই এক। আর বিশ্বের মাত্রারূপে ভাবনায় ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, সমস্ত বর্ণই অকারব্যাপ্ত, অর্থাৎ অকার হইতে অপৃথগ্ভাবে অবস্থিত; বিশ্বও সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; সুতরাং উভয়েই এক ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অত্র এতে শ্লোকা—মন্ত্রা ভবন্তি। বিশ্বস্য অত্বমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে, তদা আদিত্বসামান্যম্ উক্তন্যায়েন উৎকটম্ উদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অত্ব-বিবক্ষায়া-মিত্যস্য ব্যাখ্যানম্—মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ ইতি; বিশ্বস্য অকারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতি-পদ্যতে ইত্যর্থঃ। আপ্তিসামান্যমেব চ উৎকটমিত্যনুবর্ত্ততে, চ-শব্দাৎ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ

বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের যখন 'অ-ত্ব' অর্থাৎ কেবলই অকার-বর্ণরূপত্ব বলা হয়; সে সময় ঐ কথিত নিয়মানুসারে 'আদিত্ব' (প্রথমত্ব) সাধর্ম্ম্যই উৎকট-প্রধানরূপে প্রাদুর্ভূত দেখা যায়। "মাত্রা-সংপ্রতিপত্তৌ" কথাটি সেই অ-ত্ববিবক্ষা কথারই ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে সময় বিশ্ব আত্মার কেবল অকাররূপত্ব গৃহীত হয়, সে সময় আপ্তি-সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্যই উৎকট হইয়া থাকে। 'চ' শব্দের সাহায্যে 'উৎকট' কথাটির পর পর অনুবৃত্তি হইয়াছে ॥ ১৯

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০

সরলার্থঃ

তৈজসস্য (তন্নামক দ্বিতীয়পাদস্য) উ-ত্ববিজ্ঞানে (উকারস্বরূপত্ব-ভাবনায়াম্) উৎকর্ষঃ (প্রাধান্যং) স্ফুটং (স্পষ্টং) দৃশ্যতে। [তৈজসস্য] মাত্রা-সংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপত্ব-বিজ্ঞানে) উভয়ত্বং (উভয়মধ্যবর্ত্তিত্বং) তথাবিধং (স্ফুটং) স্যাৎ।

তৈজসনামক দ্বিতীয় পাদের উকারত্ব-জ্ঞানেই উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। আর মাত্রারূপত্ব জ্ঞানে উভয়ত্বই পরিস্ফুট হইয়া থাকে ॥ ২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তৈজসস্য উ-ত্ববিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়াম্ উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্টমিত্যর্থঃ। উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ২০

ভাষ্যানুবাদ

তৈজসের উ-ত্ববিজ্ঞানে অর্থাৎ উকারত্ব-বিবক্ষা-সময়ে সুস্পষ্টরূপে উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর উভয়ত্ব বা উভয়মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্মত পরিস্ফুটই রহিয়াছে। অপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ২০

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ ॥ ২১

প্রাজ্ঞস্য (তন্নামক-তৃতীয়পাদস্য) মকারভাবে (মকারত্বে) মানসামান্যম্ (পরিমাণসাধর্ম্ম্যম্) উৎকটং (প্রধানং) [ভবতি], মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপ-জ্ঞানে) লয়সামান্যম্ (লয়নাশ্রয়ত্বসাধর্ম্ম্যম্) এব (অবধারণে) তু (উৎকটং স্যাদিতি শেষঃ)।

প্রাজ্ঞনামক তৃতীয় পাদের মকারত্ব-জ্ঞানে পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান; কিন্তু [তাহারই] মাত্রাকার-বিজ্ঞানে লয়াশ্রয়ত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

মকারত্বে প্রাজ্ঞস্য মিতি-লয়াবুৎকৃষ্টে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ

প্রাজ্ঞের মকারত্ব-ভাবনায় পরিমাণ ও বিলয়ই উৎকৃষ্ট সামান্য বা সাদৃশ্য ॥ ২১

ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ২২

সরলার্থঃ

যঃ (বিবেকী) নিশ্চিতঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ সন্) ত্রিষু ধামসু (উক্তে স্থানত্রয়ে) সামান্যং তুল্যং বেত্তি (জানাতি); সঃ (সমদর্শী) মহামুনিঃ (মনস্বিশ্রেষ্ঠঃ) সর্ব্বভূতানাং পূজ্যঃ (পূজার্হঃ) বন্দ্যঃ (স্তবনীয়ঃ) চ (অপি) এব (নিশ্চয়ে) [ভবতি]॥

যে বিবেকী পুরুষ স্থিরবুদ্ধি হইয়া উক্ত স্থানত্রয়েই তুল্যভাবে সাদৃশ্য দেখেন, সেই সমদর্শী পুরুষ জগতে সর্ব্বভূতের পূজনীয় এবং স্তবনীয় হইয়া থাকেন ॥ ২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তস্থানত্রয়ে যঃ তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্তি এবমেবৈতদিতি নিশ্চিতঃ সন্ সঃ পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিৎ লোকে ভবতি ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ

যিনি 'ইহা এবম্প্রকারই' এইরূপে স্থিরবুদ্ধি হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয়ে তুল্যরূপে স্বাধর্ম্য অবগত হন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ এবং জগতে পূজনীয় ও বন্দনীয় হইয়া থাকেন ॥ ২২

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্ ।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ॥ ২৩

সরলার্থঃ

[যথোক্তরীত্যা পাদশ ওঙ্কারধ্যানং কুর্ব্বতাং ফলবিভাগমাহ—"অকারঃ" ইত্যাদিনা।] অকারঃ (প্রথমঃ পাদঃ) [উপাস্যমানঃ সন্ উপাসকং] বিশ্বং নয়তে (প্রাপয়তি) [সঃ বিশ্বত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি ভাবঃ]। উকারঃ (দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) অপি চ (সমুচ্চয়ে) তৈজসং [নয়তে]; মকারঃ (তৃতীয়ঃ পাদঃ) চ (অপি) প্রাজ্ঞং [নয়তে]; অমাত্রে (মাত্রারহিতে তুরীয়ে) পুনঃ গতিঃ (ক্বচিৎ গমনং) ন বিদ্যতে [বীজভাবক্ষয়াদিতিভাবঃ] ॥

প্রথম পাদ অকার উপাসিত হইলে [উপাসককে] বিশ্বত্ব প্রাপ্ত করায়; দ্বিতীয় পাদ উকারও তৈজসকে প্রাপ্ত করায়, এবং তৃতীয় পাদ মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়; কিন্তু মাত্রারহিত চতুর্থের উপাসনায় আর কোথাও গমন হয় না ॥ ২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ আত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহ একত্বং কৃত্বা যথোক্তোঙ্কারং প্রতিপদ্যতে যো ধ্যায়ী, তম্ অকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি। অকারালম্বনমোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ। তথা উকারস্তৈজসম্। মকারশ্চাপি পুনঃ প্রাজ্ঞং, 'চ'-শব্দাৎ নয়ত ইত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়াৎ অমাত্রে ওঙ্কারে গতিঃ ন বিদ্যতে কচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে যেরূপ সাধারণ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া আত্মার পাদসমূহকে মাত্রাসমূহের সহিত একীকৃত করিয়া যে উপাসক

ওঙ্কারের উপাসনা করেন, সেই অকারই তাঁহাকে বিশ্বনামক আত্ম-পাদ প্রাপ্ত করায়; অর্থাৎ যে লোক অকারকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি বৈশ্বানরত্ব লাভ করেন। সেইরূপ উকার তৈজসকে এবং মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়; শ্লোকে 'চ' শব্দ থাকায় "নয়তে" ক্রিয়াটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু মকারও ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ মকারের ভাবনাও বিরত হইয়া গেলে, বীজভাব না থাকায়, অমাত্র (মাত্রারহিত) ওঙ্কারের উপাসনায় আর কোথাও গতি হয় না ॥ ২৩

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥

[ওঙ্কারস্য তুরীয়ত্ব-বিবক্ষয়া তদর্থং বিশদীকৃত্যাহ—"অমাত্রঃ" ইতি]—অমাত্রঃ (অকারাদিমাত্রারহিতঃ), অব্যবহার্য্যঃ (বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরত্বাৎ ব্যবহর্তুম্ অশক্যঃ), প্রপঞ্চোপশমঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানরহিতঃ), শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) চতুর্থঃ (তুরীয়ঃ) এবং (যথোক্তজ্ঞানবতা প্রযুক্তঃ) ওঙ্কারঃ অদ্বৈতঃ (ভেদবর্জ্জিতঃ) আত্মা এব, [ন ততোঽতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং (পার-মার্থিকং রূপং) সংবিশতি (প্রবিশতি), [ন ততঃ পুনরাবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্ব্বোক্ত মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং জ্ঞানিকর্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রযুক্ত চতুর্থ ওঙ্কার অদ্বৈত আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি নিজেও আত্মাতে (পারমার্থিক আত্মভাবে) প্রবেশ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্রঃ ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ অভিধানাভিধেয়রূপয়োর্ব্বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাদব্যবহার্য্যঃ; প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ সংবৃত্তঃ এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রিমাত্রস্ত্রিপাদঃ আত্মৈব;

সংবিশতি আত্মনা স্বেনৈব স্বং পারমার্থিকমাত্মানং, যঃ এবং বেদ। পরমার্থদর্শনাৎ ব্রহ্মবিৎ তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা আত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে, তুরীয়স্যা বীজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়োর্ব্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববৎ তদ্বিবেকিনামুত্থাস্যতি। মন্দ-মধ্যমধিয়াস্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গগামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ ক৯প্তসামান্যবিদাং যথাবদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে আলম্বনীভবতি। তথা চ বক্ষ্যতি।—"আশ্রমাস্ত্রিবিধাঃ" ইত্যাদি ॥ ১২

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অমাত্র অর্থ—যাহার মাত্রা নাই; সেই অমাত্র নির্ব্বিশেষ ওঙ্কার তুরীয় আত্মস্বরূপই বটে; অভিধান (বাচক) শব্দ ও অভিধেয় (তদ্‌বাচ্য) মন, এতদুভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অব্যবহার্য্য *; প্রপঞ্চোপশম (জগৎসম্বন্ধরহিত), শিব ও অদ্বৈতভাবসম্পন্ন, কথিতানুরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষপ্রযুক্ত, এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পাদত্রয়যুক্ত ওঙ্কার আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংই স্বীয় পারমার্থিক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমার্থ-দর্শনের বলে তৃতীয় বীজভাব দগ্ধ করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন; এই কারণে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না; কেননা, তুরীয়ে কোনরূপ জন্মাদিবীজ নিহিত নাই। কারণ, রজ্জু ও সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, কল্পিত সর্পটি রজ্জুতে প্রবিষ্ট হইয়া (বিলীন হইয়া) পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কখনই বিবেকিগণের নিকট পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না। কিন্তু যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি (অল্পবুদ্ধি) ও মধ্যম-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক

* তাৎপর্য্য—এখানে অভিধান অর্থ—বাক্য, আর অভিধেয় অর্থ—মন; এই জগৎ যখন মনেরই কল্পনা-প্রসূত, তখন মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই; আর মন ঐরূপ কল্পনা করে বলিয়াই বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এখন মূলীভূত অজ্ঞানের ক্ষয় হওয়ায় তদধীন বাক্য ও মনের ক্ষয় হইয়াছে; বাক্য ও মন ক্ষীণ হওয়ায় অমাত্রের ব্যবহারযোগ্যতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কাজেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলা হইয়াছে।

সাধকভাব বা সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, নিয়ত সৎপথে চলিয়া থাকেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাত্রা ও পদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ওঙ্কারই যথাযথভাবে উপাস্যমান হইয়া, ব্রহ্মাবগতির অবলম্বন বা সহায় হইয়া থাকে। 'আশ্রম তিনপ্রকার' ইত্যাদি স্থলে সেইরূপ কথিতও হইবে ॥১২

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-মন্ত্র-ভাষ্যানুবাদসমাপ্ত।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪

সরলার্থঃ

ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদং পাদং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ ; [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদক্রমেণ) জ্ঞাত্বা (সম্যক্ অনুভূয়) কিঞ্চিদপি (অন্যৎ কিমপি) ন চিন্তয়েৎ ; [তাবতা এব কৃতার্থো ভবতীতিভাবঃ]।

ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে ; পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ ; ইহাতে সংশয় নাই। ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না ॥২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পূর্ব্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ তস্মাৎ ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং চিন্তয়েৎ, কৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥২৪

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই সকল শ্লোক হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ সামান্য বা সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে [বুঝিতে হয় যে] পাদই মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ ; (উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই) ; অতএব ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। এইরূপে ওঙ্কার

পরিজ্ঞাত হইলেই [সাধকের] কৃতার্থতা লাভ হয়, তখন দৃষ্টার্থ বা অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক কোনও প্রয়োজনে চিন্তা করিবে না ॥ ২৪

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৫

সরলার্থঃ

[ইদানীমোঙ্কারানুসন্ধানরহিতস্য ওঙ্কারধ্যানমুপদিশতি "যুঞ্জীত" ইত্যাদিনা।]— প্রণবে (ওঙ্কারে) চেতঃ (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ; [যতঃ] প্রণবঃ নির্ভয়ং (সংসারভয়বারকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপম্)। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য (নিত্যং সমাহিতচিত্তস্য) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ভয়ং ন বিদ্যতে (নাস্তি) ["আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥]

প্রণবে (ওঙ্কারে) চিত্ত সমাহিত করিবে ; কারণ প্রণবই অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ। যে লোক সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিতচিত্ত, তাহার কুত্রাপি ভয় থাকে না ॥২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথাব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনঃ, যস্মাৎ-প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। ন হি তত্র সদাযুক্তস্য ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ, "বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥২৫

ভাষ্যানুবাদ

"যুঞ্জীত" অর্থ—সমাহিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত পরমার্থস্বরূপ প্রণবে চেতঃ (মনকে) সমাহিত করিবে ; যেহেতু প্রণবই নির্ভয় (সংসারভয়রহিত) ব্রহ্মস্বরূপ ; কেননা, তাঁহাতে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় সম্ভাবিত হয় না ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না" ॥২৫

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥২৬

প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (এব) অপরং ব্রহ্ম (কার্য্যোপাধিকব্রহ্মস্বরূপঃ) প্রণবঃ পরং (নিরুপাধিকং) [ব্রহ্ম] চ (অপি) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ)। প্রণবঃ অপূর্ব্বঃ (নাস্তি পূর্ব্বং কারণং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনন্তরঃ (নাস্তি অন্তরং

বিজাতীয়ং ভেদো বা যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অবাহ্যঃ (নাস্তি বাহ্যং তদতিরিক্তং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনপরঃ (নাস্তি অপরং—কার্য্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), [তথা] অব্যয়ঃ (ন ব্যেতি বিশেষরূপং ন প্রাপ্নোতি, ইতি অব্যয়ঃ) [চ]। [মন্দ-মধ্যমাধিকারিণোঃ ধ্যেয়রূপং পূর্ব্বার্দ্ধে উক্তম্ ; উত্তমাধিকারিণস্তু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপতয়া ধ্যেয়রূপম্ উত্তরার্দ্ধে উক্তমিতি বিবেকঃ] ॥

প্রণবই অপর ব্রহ্ম এবং প্রণবই পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। এই প্রণবের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বহির্ভাব নাই, ইহা অব্যয়—নির্ব্বিকার-স্বভাব ॥২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পরাপরে ব্রহ্মণী প্রণবঃ ; পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রা-পাদেষু পর এবাত্মা ব্রহ্মেতি ; ন পূর্ব্বং কারণমস্য বিদ্যত ইত্যপূর্ব্বঃ ; নাস্য অন্তরং ভিন্নজাতীয়ং কিঞ্চিদ্‌বিদ্যত-ইত্যনন্তরঃ ; তথা বাহ্যমন্যৎ ন বিদ্যত ইত্যবাহ্যঃ ; অপরং কার্য্যমস্য ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ, "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

ভাষ্যানুবাদ

প্রণবই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে পাদ ও মাত্রাবুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [এই প্রণবই] পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হন ; এই নিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ না থাকায় অপূর্ব্ব ; ইঁহা হইতে অন্তর ভিন্নজাতীয় কিছু নাই, এইজন্য অনন্তর ; সেইরূপ ইঁহার বাহিরেও কিছু নাই, এইজন্য অবাহ্য ; ইঁহার অপর অর্থাৎ কোনও কার্য্য নাই, এই কারণে অনপর। সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় ইনি বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান এবং জন্মরহিত ॥ ২৬

সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥২৭

[অথ প্রণবস্য সর্ব্বাত্মতামুপদিশতি—'সর্ব্বস্য' ইতি।]—প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (জগতঃ) আদিঃ (উৎপত্তিঃ), মধ্যং (স্থিতিঃ) তথৈব (তদ্বদেব) অন্তঃ (প্রলয়ঃ) চ (অপি)। এবং (উক্তেন রূপেণ) প্রণবং জ্ঞাত্বা (আত্মস্বরূপতয়া অনুভূয়) অনন্তরং (তৎক্ষণাদেব) তৎ ("অপূর্ব্বঃ" ইত্যাদিবিশেষণং ব্রহ্ম) ব্যশ্নুতে (বিশেষেণ প্রতিপদ্যতে) ॥

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াঃ সর্ব্বস্য প্রণব এব। মায়াহস্তি-রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণিকা-স্বপ্নাদিবদুৎপদ্যমানস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য যথা মায়াব্যাদয়ঃ, এবং হি প্রণবমাত্মানং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবং ব্যশ্নুতে ইত্যর্থঃ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ। মায়াময় হস্তী, রজ্জু-সর্প, মৃগতৃষ্ণা ও স্বপ্নাদির ন্যায় উৎপদ্যমান আকাশাদি প্রপঞ্চের পক্ষে, মায়াবিপ্রভৃতি যেরূপ [অবিকারী কারণ,] ঠিক তদ্রূপ মায়াবিস্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে কারণরূপে জানিয়া তৎক্ষণাৎই সেই আত্মভাব প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥২৮

সরলার্থঃ

প্রণবং (ওঙ্কারং) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (প্রাণিনঃ) হৃদি (বুদ্ধৌ) সংস্থিতম্ (অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতম্) ঈশ্বরং (ঈশ্বরাভিন্নং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)। ধীরঃ (বিবেকী) সর্ব্বব্যাপিনং (ব্যোমবৎ সর্ব্বতঃ স্থিতং) ওঙ্কারং মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (ন শোকং করোতি), ["তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ]।

প্রণবকেই সর্ব্ববুদ্ধিসন্নিহিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর পুরুষ সর্ব্বব্যাপী প্রণবকে অবগত হইয়া আর শোক করেন না; অর্থাৎ শোকোত্তীর্ণ হন॥২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য স্মৃতিপ্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ। সর্ব্বব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন শোচতি শোকনিমিত্তানুপপত্তেঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥২৮

ভাষ্যানুবাদ

প্রণবকেই সমস্ত প্রাণীর স্মৃতি-জ্ঞানাশ্রয় হৃদয়দেশে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে। ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ পুরুষ ওঙ্কারকেই

আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও অসংসারী আত্মস্বরূপ জানিয়া আর শোক করেন না; কারণ, তখন আর শোকের কোনই কারণ থাকে না, 'আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করে' ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ২৮

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ॥২৯

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরাসু গৌড়পাদীয়-
কারিকাসু প্রথমমাগমপ্রকরণম্ ॥১

[প্রকরণার্থমুপসংহরতি অমাত্রেতি।]--যেন (সাধকেন) অমাত্রঃ (মাত্রাদি-বিভাগরহিতঃ) অনন্তমাত্রঃ (অনন্তা মাত্রা—পরিমাণং যস্য, স তথোক্তঃ), চ (অপি) দ্বৈতস্যোপশমঃ (দ্বৈতবিশ্রান্তস্থানং) [অতএব] শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ); [সঃ] জনঃ [এব] মুনিঃ (যথার্থমনন-শীলঃ), ইতরঃ (অনেবংবিৎ জনঃ) ন [মুনিরিত্যর্থঃ]।

যে জন, অমাত্র (মাত্রাবিভাগশূন্য) অথচ অনন্তমাত্র (অসীম), দ্বৈতবিশ্রান্তভূমি, মঙ্গলময় ওঙ্কারকে জানিয়াছেন; তিনিই যথার্থ মুনি, অপরে নহে ॥২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অমাত্রস্তুরীয় ওঙ্কারঃ, মীয়তেঽনয়েতি মাত্রা পরিচ্ছিত্তিঃ, সা অনন্তা যস্য, সোঽনন্তমাত্রঃ; নৈতাবত্ত্বমস্য পরিচ্ছেত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ; ওঙ্কারো যথাব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন, স এব পরমার্থতত্ত্বস্য মননাৎ মুনিঃ নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শঙ্কর-ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গৌড়পাদীয়কারিকাসহিত-
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

অমাত্র অর্থ—[মাত্রাশূন্য] তুরীয় ওঙ্কার; যাহা দ্বারা [কোন বস্তুকে] পরিমিত করা যায়, তাহা মাত্রা, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ বা পরিমাণ; সেই পরিমাণ যাহার অনন্ত, তাহা অনন্তমাত্র। অভিপ্রায় এই যে, ইহার পরিমাণ ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না।

সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত-বিশ্রান্তি-স্থান বলিয়াই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ওঙ্কারকে যে লোক বর্ণিতপ্রকারে অবগত হইয়াছেন; পরমার্থ সত্য বস্তুর মনন করায়—চিন্তা করায় তিনি মুনি; অপর লোক (যিনি এবং-বিধ নহেন, তিনি) শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও নহে, অর্থাৎ মুনিপদবাচ্য নহেন ॥ ২৯

আগমপ্রকরণীয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

গৌড়পাদীয় কারিকাসু বৈতথ্যাখ্যং
দ্বিতীয়ং প্রকরণম্

বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥ ৩০ ॥ ১

সরলার্থঃ

[পূর্ব্বম্ আগমপ্রাধান্যেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্য ইদানীং যুক্তিতোঽপি তৎ সমর্থয়িতুং দ্বিতীয়ং বৈতথ্যনামকং প্রকরণমারভ্যতে—তত্র প্রথমং স্বপ্নমিথ্যাত্বং সাধয়তি—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।]

মনীষিণঃ (বিচারকুশলাঃ) স্বপ্নে [দৃশ্যমানানাং] ভাবানাম্ (পদার্থানাং হয়-হস্তি-প্রভৃতীনাম্) অন্তঃ (শরীরমধ্যে অন্তঃকরণে ইতি যাবৎ), স্থানাৎ (অবস্থিতেঃ) সংবৃতত্বেন (তৎস্থানস্য সূক্ষ্মত্বেন) হেতুনা (কারণেন) [অনুপ-যুক্ত-দেশবর্ত্তিনাং স্বাপ্নানাং] সর্ব্বভাবানাং (বস্তুত্বেন প্রতীয়মানানাং) বৈতথ্যং (বিতথস্য ভাবঃ বৈতথ্যং মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)। [ন হি সূক্ষ্মে দেহমধ্যে প্রতীয়মানানাং বিপুলবপুষাং হয়হস্ত্যাদীনাং সত্যত্বমুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

মনীষিগণ স্বপ্নদৃশ্য সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, স্বাপ্নপদার্থসমূহ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে; অথচ সেই স্থানটি সংবৃত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপ অল্প-পরিমাণ দেহমধ্যে কখনই হস্তী ও পর্ব্বতাদি বিপুলকায় পদার্থ স্থান পাইতে পারে না; অতএব স্বপ্নদৃশ্যমাত্রই অসত্য—মিথ্যা ॥ ৩০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' ইত্যুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ; তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভ্যতে—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।

বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। কস্য? সর্ব্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মি-কানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ আহুঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণকুশলাঃ। বৈতথ্যে হেতুমাহ—অন্তঃস্থানাৎ, অন্তঃ শরীরস্য মধ্যে স্থানং

যেষাম্; তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ঃ, ন বহিঃ শরীরাৎ; তস্মাৎ তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি।

নন্থ অপাবরকাত্মন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃ সংবৃতস্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবোঽস্তি; নহি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি॥ ৩০॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে কথিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না। তাহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র; যুক্তি দ্বারাও যে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে "বৈতথ্যং" ইত্যাদি বাক্যে এই দ্বিতীয় প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

বৈতথ্য অর্থ বিতথের (যাহা একরূপে থাকে না—মিথ্যা, তাহার) ভাব বা ধর্ম্ম, অর্থাৎ অসত্যতা। [বৈতথ্য] কাহার? স্বপ্নে বাহ্য (ঘটপটাদি) আধ্যাত্মিক (সুখদুঃখাদি) যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সেই সমুদয় ভাবের অর্থাৎ পদার্থের [বৈতথ্য] * মনীষিগণ বলিয়া থাকেন; মনীষী অর্থ—প্রমাণ-প্রয়োগে কুশল। বৈতথ্যে হেতু বলিতেছেন—অন্তরে (দেহমধ্যে) অবস্থিতি, শরীরের অভ্যন্তরে যে সমুদয়ের স্থান, [সেই সমুদয় পদার্থই বিতথ]। কেন না, পর্ব্বত-হস্তি-প্রভৃতি পদার্থ-সমুদয় সেই শরীরাভ্যন্তরেই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের বাহিরে [অনুভূত হয়] না; এই কারণে সেই পদার্থসমূহ বিতথ (মিথ্যা) হইবার যোগ্য।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্ত্রাদি আবরণের অভ্যন্তরে অনুভূয়মান ঘটাদি পদার্থ যখন মিথ্যা হয় না, তখন উক্ত হেতুটি ত ঐকান্তিক বা

---

* তাৎপর্য্য - 'বৈতথ্য' শব্দের মৌলিক অর্থ এইরূপ —'তথা' অর্থ—সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যেরূপ দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার সেইরূপটি। 'বি' অর্থ—বিগত;—যাহার তথাভাব [পূর্ব্বরূপটি] বিগত হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহাকে বলে 'বিতথ'; বিতথের ভাব বা স্বভাবকে 'বৈতথ্য' বলা হয়। সুতরাং 'বৈতথ্য' আর মিথ্যাত্ব একই অর্থ।

অব্যভিচারী * হইতে পারে না, অনৈকান্তিক হয়; এই আশঙ্কায় সংবৃতত্ব হেতুর উল্লেখ করিতেছেন। যেহেতু ঐ অন্তর স্থানটি সংবৃত বা সঙ্কুচিত। দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অল্প-পরিমাণ নাড়ী-মধ্যে কখনই পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতি পদার্থের অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, দেহের মধ্যে ত আর পর্ব্বত নাই? [সুতরাং স্বপ্নে দৃশ্য সমুদয়ই অসত্য] ॥ ৩০ ॥ ১

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥২

সরলার্থঃ

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি—"অদীর্ঘত্বাৎ" ইত্যাদি।—কালস্য (স্বপ্নকালস্য) অদীর্ঘত্বাৎ (স্বল্পত্বাৎ) চ (অপি) [হেতোঃ] দেহাৎ (স্বশরীরাৎ) গত্বা (বহির্নির্গম্য) [দিন-মাসাদিগম্যেষু বহুযোজনান্তরিতেষু দেশেষু] গত্বা স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্ পদার্থান্) ন পশ্যতি [স্বপ্নদর্শী ইতি শেষঃ]। সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) চ (অপি) [সন্] তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বৈ নৈব) বিদ্যতে (তিষ্ঠতি)। [স্বপ্নদর্শী যদি স্বদেহাৎ বহির্নির্গম্য তত্তদ্দেশেষু গত্বৈব স্বাপ্নান্ বিষয়ান্ পশ্যেৎ, তর্হি ক্ষণমাত্রাৎ জাগরিতঃ সন্ তস্মিন্নেব দূরবর্ত্তিনি দেশে স্থিতো ভবেৎ; নচৈবম্; অতো দেহ-মধ্যে'এব স্বপ্নদর্শনং যুক্তমিত্যাশয়ঃ]॥

স্বপ্নদর্শী পুরুষ যে, দেহ হইতে নির্গত হইয়া (উপযুক্ত স্থানে যাইয়া) স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা নহে; কারণ ঐ সময় দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ ঐরূপ দূর দেশে গমনাগমনের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ কোন স্বপ্নদর্শীই জাগরিত হইয়া ত আর সেইদেশে (যেখানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্থানে) বর্ত্তমান থাকে না, [পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই থাকে] ॥ ৩১ ২

---

* কোন একটি বিষয়ের অনুমান করিতে হইলেই এরূপ একটি হেতু দিতে হয়, যাহা কস্মিন্কালেও ব্যভিচার হয়। সেই হেতু-সত্ত্বেও যদি সেই নিয়মানুসারে কোন স্থলে সেই জাতীয় বিষয় প্রমাণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সেই হেতুটি 'অনৈকান্তিক' হইয়া পড়ে। অনৈকান্তিক হেতু দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। আলোচ্য স্থলেও শঙ্কা হইতেছে যে, কোন দৃশ্য পদার্থকে অপর কোন পদার্থের মধ্যে দেখিলেই যদি সেই পদার্থটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘটাদিও মিথ্যা হইতে পারিত; অথচ ঘটাদি ত মিথ্যা নহে; অতএব অন্তরে স্থিতিরূপ হেতুটি অনৈকান্তিকত্ব দোষে দূষিত হইতেছে।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃতস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্ ; যস্মাৎ প্রাচ্যেষু সুপ্ত উদক্ষু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে, ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—ন দেহাৎ বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। যস্মাৎ সুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্‌যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। ন চ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘঃ কালোঽস্তি। অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ন স্বপ্নদৃক্ দেশান্তরং গচ্ছতি। কিঞ্চ, প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্রৈব প্রতিবুধ্যতে। নচৈতদস্তি ; রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি ; যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত, নচ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ 'ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়ম্' ইতি ব্রূয়ুঃ ; নচৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ৩১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলির যে, শরীরমধ্যে অল্পস্থানস্থিতি বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকে শয়ান ব্যক্তিও যেন উত্তর দিকেই স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, [ইহা ত দেহমধ্যে থাকিলে হইতে পারে না।] এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, দেহ হইতে বাহিরে—দেশান্তরে যাইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না ; কেন না, যেহেতু নিদ্রিত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে শত-যোজন-ব্যবহিত —মাসগম্য স্থানেই যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; অথচ ঐরূপ দূর দেশে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনের উপযুক্ত দীর্ঘ কালও থাকে না। অতএব উপযুক্ত দীর্ঘকালের অভাব-নিবন্ধনই বলিতে হয় যে, স্বপ্নদর্শনকারী স্থানান্তরে গমন করে না, (দেহেই থাকে)। আরও এক কথা, সমস্ত স্বপ্নদর্শীই যেখানে স্বপ্ন দর্শন করে, জাগরিত হইয়া ত আর সেখানে থাকে না। [প্রকৃতপক্ষে] স্বপ্নদর্শী যদি অন্যত্র যাইয়াই স্বপ্নদর্শন করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই স্থানে জাগরিত হইত ; [কেন না, এত অল্প সময়ে প্রত্যাগমন হইতে পারে না।] অথচ এরূপ ত হয় না। রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়াও যেন দিনের বেলায়ই সমস্ত বিষয় দর্শন করিতেছে মনে করে ; এবং আপনাকে বহুলোকের সহিত সম্মিলিত দর্শন করে ;

কিন্তু যাহাদের সহিত মিলিত হয়, [সত্য হইলে] তাহাদেরও সেইরূপ দর্শন সম্ভব হইত ; অথচ সেরূপ ত দর্শন হয় না। আর যদি দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত যে, 'আমরা আজ তোমাকে সেখানে দেখিয়াছিলাম।' কিন্তু তাহাও ত হয় না। অতএব, স্বপ্নদর্শী স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য-দেশে গমন করে না (স্বদেহেই বর্ত্তমান থাকে) ॥ ৩১ ॥ ২

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্নআহুঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩২ ॥ ৩

সরলার্থঃ

রথাদীনাম্ (স্বপ্নদৃশ্যানাং) অভাবঃ (অসত্ত্বং) চ (অপি) ন্যায়পূর্ব্বকং (যুক্তিযুক্তং) শ্রূয়তে—["ন তত্র রথা রথযোগাঃ" ইত্যাদৌ শ্রুতৌ ইতি শেষঃ]। তেন (স্থানসংবৃতত্বাদিহেতুনা) প্রাপ্তং (সিদ্ধং) [এব] বৈতথ্যং (প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং) [শ্রুত্যা] স্বপ্নে [আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব-প্রতিপাদন-পরয়া] প্রকাশিতম্ (প্রতিপাদিতম্), আহুঃ (কথয়ন্তি) [জ্ঞানিন ইতি শেষঃ]। [যুক্তিসিদ্ধমেব বৈতথ্যং শ্রুতিরনুবদতীতি ভাবঃ]।

স্বপ্নদৃশ্য রথাদির অসত্তা যুক্ত্যনুযায়ী শ্রুতিতেও শোনা যায়। জ্ঞানিগণ বলেন যে, সেই যুক্তিসিদ্ধমিথ্যাত্বই স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্যা ভাবা বিতথাঃ ; যতঃ অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রূয়তে, ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ শ্রুতৌ "ন তত্র রথাঃ" ইত্যত্র। তেনান্তঃস্থান-সংবৃতত্বাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিন্যা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব-প্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণেও স্বপ্নদৃশ্য বিষয়গুলি মিথ্যা ; যেহেতু 'সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নদৃশ্য রথাদির যুক্তিসিদ্ধ অভাব (অসত্তা) পরিশ্রুত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, দেহমধ্যে স্থানাল্পত্বাদি কারণেই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত বা প্রমাণিত হইয়াছে ; শ্রুতি

কেবল স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়েই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্ ।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ৪

সরলার্থঃ

[স্বপ্নে সিদ্ধং বৈতথ্যং জাগরিতেঽপি অতিদিশতি "অন্তঃস্থানাৎ" ইত্যাদিনা ।] —[স্বপ্নে] ভেদানাং (বিশেষাণাং ভাবানামিতি যাবৎ) তু (পুনঃ) অন্তঃস্থানাৎ (দেহমধ্যে সংবৃতস্থানবর্ত্তিত্বাৎ হেতোঃ) [বৈতথ্যং] ; তস্মাৎ (দৃশ্যত্বাৎ হেতোঃ) জাগরিতেঽপি স্মৃতম্ বৈতথ্যমুক্তম্)। তত্র (জাগরিতে) যথা, স্বপ্নে [অপি] তথা (তদ্‌বদেব দৃশ্যত্বাদি হেতুঃ) ; [কেবলং] সংবৃতত্বেন (হেতুনা) ভিদ্যতে (স্বপ্ন জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদ ইত্যর্থঃ)।

স্বপ্নাবস্থায় পদার্থসমূহ অল্পস্থানে দৃশ্য হয় বলিয়া অসত্য : জাগরণ-দশায়ও সেই দৃশ্যত্বহেতুতেই দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞাত হয়। পদার্থসমূহ স্বপ্নে যেরূপ, জাগরণেও সেইরূপ ; স্বপ্নে কেবল স্বল্প স্থানে থাকে, এইমাত্র প্রভেদ ॥ ৩৩ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ ; স্বপ্ন-দৃশ্যভাববৎ ইতিদৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন' চ স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবিশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৩৩ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ-সমূহ মিথ্যা, ইহা প্রতিজ্ঞা ; দৃশ্যত্ব তাহার হেতু ; স্বপ্নদৃশ্য ভাবের ন্যায়, ইহা দৃষ্টান্ত। যেমন স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, জাগরিতাবস্থায়ও তেমনি ; জাগরিতাবস্থায়ও 'দৃশ্য' স্বরূপ হেতুটি তুল্য, ইহা হেতুর উপনয় ; অতএব জাগরিত অবস্থায়ও [পদার্থসমূহের] মিথ্যাত্ব জ্ঞাত হইয়াছে ; ইহা নিগমন, অভ্যন্তরে অবস্থান-নিবন্ধন অল্পস্থানবর্ত্তিত্ব হেতু জাগ্রৎকালীন দৃশ্য

পদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহের প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু দৃশ্যত্ব ও অসত্যত্ব ধর্ম্মদ্বয় উভয় স্থলেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ॥ ৩৩ ॥ ৪

ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা ॥ ৩৪ ॥ ৫
স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্ম্মনীষিণঃ ।

সরলার্থঃ

মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে (স্বপ্নস্থানে, জাগরিতস্থানে চ) প্রসিদ্ধেন (কৢপ্তেন) হেতুনা (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপেণ) ভেদানাং (ভাবানাং) সমত্বেন (তুল্যত্বেন হেতুনা) একম্ (একত্বম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) ।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ হেতুবলেই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থায় পদার্থ সকল সমান, এই কারণে উভয় স্থানেই পদার্থসমূহ এক বা সমান, অর্থাৎ অসত্য ॥ ৩৪ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিতস্থানয়োরেকত্বমাহুঃ বিবেকিন ইতি পূর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্যৈব ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থসমূহের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপ লোকপ্রসিদ্ধ হেতুতেই সাম্য থাকায় বিবেকিগণ স্বপ্ন ও জাগরিতাবস্থার একত্ব বলিয়া থাকেন ; ইহা পূর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ হেতুরই ফল-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ৫

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা ।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

সরলার্থঃ

[যুক্ত্যন্তরমাহ—আদাবিতি]—যৎ (দৃশ্যং) আদৌ (আবির্ভাবাৎ প্রাক্) অন্তে [অবসানে—তিরোভাবে) চ (অপি) ন অস্তি (অসৎ), তৎ (দৃশ্যং) বর্ত্তমানে (অনুভবসময়ে) অপি তথা (অসৎ এব) । বিতথৈঃ (রজ্জু সর্প-মৃগতৃষ্ণাদিভিঃ-) সদৃশাঃ (আদ্যন্তয়োঃ অভাবাৎ তুল্যাঃ) সন্তঃ (ভবন্তঃ) [অপি] অবিতথাঃ (সত্যরূপাঃ) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তবত্ববাচী) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভবন্তি] ।

আদিতে ও অবসানে যাহা নাই—অসৎ, বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপ—অসৎ ।

পদার্থসমূহ অসত্য মৃগতৃষ্ণাদিতুল্য হইয়াও অবিতথবৎ—সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র ॥ ৩৫ ॥ ৬

শাঙ্কর ভাষ্যম্

ইতশ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরভাবাৎ; যৎ আদৌ অন্তে চ নাস্তি মৃগতৃষ্ণিকাদি, তৎ মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। তথা ইমে জাগ্রদ্দৃশ্যা ভেদাঃ আদ্যন্তয়োরভাবাদ্‌বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাদ্‌বিতথা এব; তথাঽপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্মবিদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণেও জাগ্রৎকালে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, যেহেতু আদিতে ও অন্তে উহাদের অভাব। মৃগতৃষ্ণাদি যে সকল বস্তু আদিতে ও অন্তে নাই, মধ্যেও (বর্ত্তমান কালেও) সে সকল নাই—অসৎ; ইহা জগতে নিশ্চিত আছে। সেইরূপ এই সমুদয় জাগ্রৎ-দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তে অসত্তা-নিবন্ধন অসত্য মৃগতৃষ্ণাদির তুল্য; সুতরাং নিশ্চিতই অসত্য; তথাপি মূঢ় অনাত্মজ্ঞব্যক্তিগণ যেন অবিতথের ন্যায়—সত্য বলিয়াই যেন দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

সরলার্থঃ

তেষাং (জাগ্রদ্দৃশ্যানাং) সপ্রয়োজনতা (স্নান-পানাদিসাধনতা) স্বপ্নে (স্বপ্নদশায়াং) বিপ্রতিপদ্যতে (ব্যভিচরতি—নিবর্ত্ততে ইতি যাবৎ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন অন্তবত্ত্বেন চ হেতুনা) তে (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা (অসত্যাঃ) এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ নিশ্চিতা ইত্যর্থঃ)॥

জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থসমূহের যে প্রয়োজন সাধকতা, তাহা স্বপ্নসময়ে থাকে না; সেই কারণে ঐ সকল পদার্থ আদ্যন্তবিশিষ্ট (উৎপত্তি-বিনাশশীল); সুতরাং সে সমুদয় পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগরিতদৃশ্যানাম্ অপি অসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদযুক্তম্। তস্মাৎ জাগ্রদ্দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্ব্বন্তঃ গমনাগমনাদিকার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ; ন তু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদস্তি; তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগ্রদ্দৃশ্যানাম্

অসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি। তৎ ন ; কস্মাৎ ? যস্মাৎ যা সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা অন্নপান- দীনাং, সা স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে। জাগরিতে হি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তৃপ্তো বিনিবর্ত্তিততৃট্ সুপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্ত্তম্ অহোরাত্রোষিতম্ অভুক্তবন্তমাত্মানং মন্যতে। যথা স্বপ্নে ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তোত্থিতঃ, তথা। তস্মাৎ জাগ্রদ্ দৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা। অতো মন্যামহে—তেষামপি অসত্ত্বং স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে যে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থসমূহেরও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু অন্ন, পান ও বাহনাদি জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থসমূহ ক্ষুধা-পিপাসাদি-নিবৃত্তি এবং গমনা-গমনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্রয়োজন বা সার্থক দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের তাহা দৃষ্ট হয় না। অতএব, স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যেরও যে অসত্ত্ব, তাহা কেবল মনোরথ মাত্র না—তাহা নহে; কেন ? যেহেতু অন্নপানাদির যে সপ্রয়োজনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নে কিন্তু তাহারও বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ, জাগ্রৎকালে পান-ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক তৃষ্ণাহীন অবস্থায় নিদ্রিত হইবামাত্র [স্বপ্নে] আপনাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রপীড়িত, অহোরাত্র-উপবাসী অভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে; স্বপ্নে যেরূপ পান-ভোজন করিয়াও অতৃপ্তভাবে জাগরিত হয়, ঠিক সেইরূপ। সেই কারণেই জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ-সমূহের স্বপ্নাবস্থায় বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। অতএব মনে হয়, স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহের অসত্ত্বও আশঙ্কার বিষয় নহে, অর্থাৎ উহাদেরও অসত্ত্ব নিশ্চিত। অতএব, উভয় স্থলেই আদ্যন্তবত্তা সমান ; সুতরাং জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথা স্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮

সরলার্থঃ

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি "অপূর্ব্বম্" ইত্যাদি।]—যথা স্বর্গনিবাসিনাং (স্বর্গস্থানাম্ ইন্দ্রাদীনাং) [সহস্রলোচনত্বাদিঃ স্থানিধর্ম্মঃ] তথা

স্বপ্নে [যৎ] অপূর্ব্বং (অভিনবং চতুর্দ্দন্তগজারোহণাদি) [দৃশ্যতে সোঽপি] হি (নিশ্চয়ে) স্থানিধর্ম্মঃ (স্থানিনঃ দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) সুশিক্ষিতঃ (পথিপ্রাজ্ঞঃ জনঃ) যথা গত্বা [পশ্যতি], [তথা] এব অয়ং (স্বপ্নদর্শী) তান্ (স্বাপ্নপদার্থান্) প্রেক্ষতে (পশ্যতি) [তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যানামসত্ত্ব-মিত্যাশয়ঃ]।

স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্র চক্ষু প্রভৃতি অলৌকিক অবস্থা শ্রুত হওয়া যায়; তদ্রূপ স্বপ্নেও যে অপূর্ব্ব দর্শন হয়, ইহাও স্থানী—স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম্ম বা স্বভাব। পথ-বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন সেই স্থানে যাইয়া দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে, এই স্বপ্নদর্শীও সেইরূপ দৃশ্যসমূহ দর্শন করে॥ ৩৭॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নজাগ্রদ্ভেদয়োঃ সমত্বাৎ জাগ্রদ্ভেদানামসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদসৎ। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। কথং? নহি জাগ্রদ্দৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে; কিন্তর্হি? অপূর্ব্বং স্বপ্নে পশ্যতি—চতুর্দ্দন্তগজমারূঢ়মষ্টভুজমাত্মানং মন্যতে। অন্যদপ্যেবংপ্রকারমপূর্ব্বং পশ্যতি স্বপ্নে। তৎ নান্যেনাসতা সমমিতি সদেব। অতঃ দৃষ্টান্তোঽসিদ্ধঃ, তস্মাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্যাসত্ত্বমিত্যযুক্তম্। তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্ব্বং যৎ মন্যসে, ন তৎ স্বতঃসিদ্ধম্। কিন্তর্হি? অপূর্ব্বঃ স্থানিধর্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্ম্মঃ; যথা স্বর্গনিবাসিনামিন্দ্রাদীনাং সহস্রাক্ষত্বাদি; তথা স্বপ্নদৃশোঽপূর্ব্বোঽয়ং ধর্ম্মঃ; ন স্বতঃ সিদ্ধো দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ। তানেবং প্রকারান্ অপূর্ব্বান্ স্বচিত্তবিকল্পানয়ং স্থানী স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে। যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গস্তেন মার্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্ পশ্যতি, তদ্বৎ। তস্মাদ্ যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং, তথা স্বপ্নদৃশ্যানামপূর্ব্বাণাং স্থানিধর্ম্মত্বমেবেত্যসত্ত্বং; অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্ত-স্যাসিদ্ধত্বম্॥ ৩৭॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের সমতা-নিবন্ধন যে জাগ্রৎ পদার্থসমূহের অসত্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা ভাল কথা নহে; কারণ? যেহেতু দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ কি প্রকারে? [উত্তর—] জাগ্রৎসময়ে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদার্থই ত স্বপ্নে দৃষ্ট হয় না; তবে কি? স্বপ্নে অপূর্ব্বরূপ (যেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, সেইরূপ) দর্শন করে—আপনাকে চতুর্দ্দন্ত গজে

আরূঢ়, অষ্টভুজশালী বলিয়া মনে করে। এইরূপ আরও অপূর্ব্ব দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি ত অপর অসৎ পদার্থের সমান নহে; সুতরাং নিশ্চয়ই সৎ; কাজেই উক্ত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল। অতএব, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিতকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। না!—তাহা নহে। তুমি যাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট অসৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অসৎ নহে; তবে কি? নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ব্ব স্থানিধর্ম্ম; অর্থাৎ স্বপ্নস্থানবর্ত্তী স্থানী দ্রষ্টারই ধর্ম্ম। স্বর্গনিবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্রলোচনত্বাদি ধর্ম্ম, তদ্রূপ স্বপ্নদর্শীরও ইহা একপ্রকার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম; কিন্তু দ্রষ্টার নিজের ন্যায় উহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই যে স্বপ্নস্থানাধিপতি স্বপ্নদর্শী, সে স্বপ্নস্থানে গমনপূর্ব্বক স্বীয়-চিত্তপরিকল্পিত এবংবিধ অপূর্ব্ব বিষয়সমূহ দর্শন করিয়া থাকে। ইহ লোকে দেশান্তরীয় পথাভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ সেই বিজ্ঞাত পথে দেশান্তরে গমন করিয়া পদার্থসমূহ দর্শন করে, তদ্রূপ। অতএব, স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রষ্টার মনঃকল্পিত রজ্জু-সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতির যেমন অসত্যতা, তেমনি অপূর্ব্ব স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ-সমূহেরও স্থানিধর্ম্মত্বই অসত্যতা; অতএব, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি হইল না॥ ৩৭ ॥ ৮

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্‌দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ॥ ৩৮ ॥ ৯

সরলার্থঃ

স্বপ্নবৃত্তৌ (স্বপ্নাবস্থায়াং) অপি অন্তঃ (অভ্যন্তরে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং (মনঃসংকল্পমাত্রমিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) অসৎ; [স্বপ্ন এব] বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতোগৃহীতং (চেতসা উপলব্ধং ঘটাদি) তু সৎ; এতয়োঃ (অন্তর্বহিশ্চ চেতঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) দৃষ্টম্।

স্বপ্নাবস্থায়ও শরীরাভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত বিষয় অসৎ; কিন্তু বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়গুলি সৎ; এইরূপ সদসৎ বিভাগ-সত্ত্বেও উভয়ের মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়॥ ৩৮ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অপূর্ব্বত্বাশঙ্কাং নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্য পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং

প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানে অপ্যন্তশ্চেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ; সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাৎ। তত্রৈব স্বপ্নে বহিশ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-দ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সৎ ইত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতেঽপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ। উভয়োরপি অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ-কল্পিতয়োর্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

স্বপ্নদৃষ্টান্তের অপূর্ব্ব-শঙ্কা নিরাসপূর্ব্বক জাগ্রৎ পদার্থসমূহের পুনর্ব্বার স্বপ্নতুল্যতা প্রকাশনার্থে বলিতেছেন—স্বপ্নবৃত্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নস্থলেও অভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত অর্থাৎ কেবলই মনোরথ-সংকল্পিত দৃশ্য পদার্থ অসৎ; কারণ, সঙ্কল্পের পর তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়; আর সেই স্বপ্নেই বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত ঘটাদি পদার্থ সৎ; 'অসত্য' বলিয়া নিশ্চয় সত্ত্বেও এরূপ সৎ-অসৎ বিভাগ দেখা গিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে মনঃ-সংকল্পিত এই উভয়ের বৈতথ্যই দৃষ্ট হইয়াছে * ॥ ৩৮ ॥ ৯

জাগ্রদ্‌বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।
বহিশ্চেতো-গৃহীতং সদ্‌যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০

সরলার্থঃ

জাগ্রদ্‌বৃত্তৌ (জাগরিতস্থানে) অপি তু (পুনঃ) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং (রজ্জুসর্পাদি) অসৎ; বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতো-গৃহীতং (চেতসা ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাতং) তু (পুনঃ) সৎ। [অতঃ] এতয়োঃ (অন্তর্ব্বহিঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) যুক্তং (যুক্তিসম্মতম্)।

জাগ্রৎ অবস্থায়ও অন্তরে মনঃসঙ্কল্পিত বিষয় অসৎ; আর বহির্দ্দেশে মনের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সৎ। অতএব, এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব হওয়া যুক্তি-সম্মত ॥ ৩৯ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সদসতোর্বৈতথ্যং যুক্তম্; অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃকল্পিতত্বাবিশেষাদিতি। ব্যাখ্যাত-মন্যৎ ॥ ৩৯ ॥ ১০

---

* তাৎপর্য্য—পদার্থের সৎ, অসৎ বিভাগ জগতে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে স্বপ্নকালে যে সমস্ত পদার্থ কেবলই মনের কল্পনাবশে দেখা যায়, সে সমস্তই [illegible]; আর বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জানা যায়, তৎসমুদয় [illegible]। এইরূপ জাগ্রৎকালেও মনঃকল্পিত রজ্জুসর্পাদি অসৎ, আর বাহ্য ঘটপদাদি সৎ; প্রকৃত পক্ষে বাহিরে ও অন্তরে সমস্তই মনঃকল্পিত, সুতরাং অসৎ।

ভাষ্যানুবাদ

সৎ ও অসৎ উভয়েরই মিথ্যাত্ব যুক্তিসম্মত; কেন না অন্তরে ও বাহিরে, উভয়স্থানেই চিত্তপরিকল্পনার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অন্য অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ ১০

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥ ৪০ ॥ ১

সরলার্থঃ

[পূর্ব্বপক্ষী বৈতথ্যমাক্ষিপন্ আহ—"উভয়োঃ" ইত্যাদি।]—যদি (সম্ভাবনায়াং) উভয়োঃ স্থানয়োঃ (স্বপ্ন-জাগরয়োঃ) অপি ভেদানাং (পদার্থানাং) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) [স্যাৎ]; [তর্হি] কঃ (পুরুষঃ) এতান্ ভেদান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), কঃ বৈ (বা) তেষাং (পদার্থানাং) বিকল্পকঃ (কল্পনালম্বনং) [ভবেৎ]।

দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যদি উভয় স্থানেই (স্বপ্নে ও জাগরণে) মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কে-ই বা এ সমস্ত উপলব্ধি করে? এবং কে-ই বা সে সমস্তের কল্পনা করে? ॥ ৪০ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

চোদক আহ—স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং, ক এতান্ অন্তর্ব্বহিঃ চেতঃ-কল্পিতান্ বুধ্যতে? কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক আলম্বনম্? ইত্যভিপ্রায়ঃ; ন চেন্নিরাত্মবাদ ইষ্টঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষকারী বলিতেছেন—স্বপ্ন ও জাগরণ, এই উভয় স্থানেই যদি পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব হয়, [তাহা হইলে] অন্তরে ও বাহিরে মনঃকল্পিত এই অনন্ত পদার্থরাশি অনুভব করে কে? এবং সে সমস্তের কল্পনাকারীই বা কে? অভিপ্রায় এই যে, উক্ত স্মরণ ও অনুভবের অবলম্বন বা বিষয় কে? নচেৎ নিরাত্মবাদ অর্থাৎ অসদ্-বাদই স্বীকার করিতে হয় * ॥ ৪০ ॥ ১১

* কর্ত্তাই পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্ব্বক তজ্জাতীয় পদার্থ অনুভব করিয়া থাকে; এই কারণে স্মরণ ও অনুভব দর্শন করিলে তদাশ্রয়রূপে কর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। এখন যদি সমস্ত পদার্থ মিথ্যা স্থিরীকৃত হইল; তাহা হইলে কর্ত্তা প্রভৃতির নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; দেহস্থ প্রমাতা জীব

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

সরলার্থঃ

[অথ সিদ্ধান্তী স্বমতসিদ্ধয়ে তৎপ্রক্রিয়ামাহ—"কল্পয়তি" ইত্যাদি। —দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) আত্মা স্বমায়য়া (আত্মনঃ মায়াশক্ত্যা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং কল্পয়তি (ভেদাকারেণ ব্যবস্থাপয়তি); সঃ (আত্মা) এব (নিশ্চয়ে) ভেদান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), ইতি (এষঃ) বেদান্তনিশ্চয়ঃ (বেদান্তসিদ্ধান্তঃ)।

এখন সিদ্ধান্তবাদী স্বমত সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে আপনিই আপনাকে [বিভিন্ন পদার্থাকারে] কল্পিত করেন; এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ৪১ ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্যেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন্; স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব; ইত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ। নাঽন্যোঽস্তি জ্ঞান-স্মৃত্যাশ্রয়ঃ। ন চ নিরাস্পদে এব জ্ঞান-স্মৃতী বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪১ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ

প্রকাশমান আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদির ন্যায় আপনিই আপনাকে বক্ষ্যমাণ ভেদাকারে (পদার্থাকারে) কল্পনা করেন, এবং সেইরূপ নিজেই সে সমস্ত বিশেষ বিশেষ পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই বেদান্তের স্থির সিদ্ধান্ত। জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় অপর কেহ নাই। অভিপ্রায় এই যে, শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান ও স্মৃতি যে নিরাশ্রয়ই হইয়া থাকে, তাহাও নহে ॥ ৪১ ॥ ১২

এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর, এই উভয়ই যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলেত প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, এ সমস্তই অসৎ হইয়া পড়িল; আর এ সকলের অভাব স্বীকার করিলেত ফলতঃ 'নৈরাত্ম্যবাদই অঙ্গীকার করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মার পর্য্যন্ত অসত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয় না; কেন না, আত্মা না থাকিলে অন্যের অস্তিত্ব নিরাস করিবে কে? যিনিই বস্তুসত্তা প্রত্যাখ্যান করিতে বসিবেন, তাঁহাকেইত আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে, সুতরাং নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥ ১৩

সরলার্থঃ

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ আত্মা) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চিত্তে (মনসি) ব্যবস্থিতান্ (সংস্কারাত্মনা অবস্থিতান্—মনোরথকল্পিতান্ ইতি যাবৎ) অপরান্ ভাবান্ (শব্দাদীন্ পদার্থান্) বিকরোতি (বিবিধাকারেণ কল্পয়তি); এবং (তথা) বহিশ্চিত্তঃ (বহির্দ্দেশে চিত্তং যস্য, স তথোক্তঃ সন্) নিয়তান্ (নিয়তবৃত্তীন্ পৃথিব্যাদীন্) চ (অপি) [চকারাৎ অনিয়তবৃত্তীন্ চ] কল্পয়তে (সৃজতি)।

প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূপে চিত্তমধ্যস্থিত অপরাপর পদার্থসমূহ বিবিধাকারে কল্পনা করেন। আবার বহির্দ্দেশে চিত্ত-সমাবেশ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ ও অনিয়ত পদার্থ-সমূহ কল্পনা করিয়া থাকেন॥ ৪২ ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্যুচ্যতে—বিকরোতি নানা করোত্যপরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন্ অন্যাংশ্চ অন্তশ্চিত্তে বাসনারূপেণ ব্যবস্থিতান্ অব্যাকৃতান্ নিয়তাংশ্চ পৃথ্ব্যাদীন্ অনিয়তাংশ্চ কল্পনাকালান্ বহিশ্চিত্তঃ সন্। তথা অন্তশ্চিত্তো মনোরথাদিলক্ষণান্ ইত্যেবং কল্পয়তি, প্রভুঃ ঈশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥৪২॥১৩

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্কল্পকারী কি প্রকারে কল্পনা করে, তাহা কথিত হইতেছে—প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা বহিশ্চিত্ত অর্থাৎ বহির্মুখ হইয়া লোক-প্রসিদ্ধ শব্দাদি ভাব-সমূহকে—পদার্থ-সমূহকে এবং আরও যে সমস্ত পদার্থ সংস্কাররূপে অব্যক্তাবস্থায় মনোমধ্যে অবস্থিত আছে, সেই সমুদয় নিয়ত (স্থিরতর) পৃথিব্যাদি ও অনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানসমকাল-বর্ত্তী (যতক্ষণ প্রতীতি, ততক্ষণ যাহাদের স্থিতি, সেই সকল বিদ্যুৎ প্রভৃতি) পদার্থ-সমূহ বিশেষরূপে করিয়া থাকেন—নানাকারে কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অন্তশ্চিত্ত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মনোরথাদি বিষয়সমূহ এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ ১৩ *

* তাৎপর্য্য—এতদুক্তং ভবতি—যথা লোকে কুলালো বা তন্তুবায়ো বা ঘটং পটং বা কার্য্যং চিকীর্ষুঃ আদৌ ব্যবহারযোগ্যাং ব্যক্তিং বুদ্ধৌ আবির্ভাব্য পশ্চাৎ তামেব বহিঃ নামরূপাভ্যাং সম্পাদয়তি, তথৈবায়মাদিকর্ত্তা মায়ালক্ষণে স্বচিত্তে

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥ ৪৩ ॥ ১৪

সরলার্থঃ

[ভূয়োঽপি পদার্থানাং কল্পিতত্বং সমর্থয়তে—"চিত্তকালাঃ" ইতি]। যে তু **অন্তঃ** (অন্তঃকরণে) চিত্তকালাঃ (জ্ঞানসমকালবর্ত্তিনঃ), যে চ [অপি] বহিঃ (বহির্দ্দেশে) দ্বয়কালাঃ (উভয়কালপরিদৃশ্যাঃ) [পদার্থাঃ], তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (কল্পিতত্বাৎ অসত্যা ইতি ভাবঃ)। **অন্যহেতুকঃ** (হেত্বন্তরসাধ্যঃ) বিশেষঃ (পার্থক্যং) ন [অস্তি]।

অন্তঃকরণস্থিত যে সমস্ত বিষয় চিত্তকাল অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এবং বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়, উভয়েরই তুল্য কাল স্থায়ী; সে সমস্ত পদার্থই কল্পিত (মনের কল্পনা-প্রসূত); ইহাদের বৈলক্ষণ্যের অর্থাৎ আন্তর পদার্থ অসত্য, আর বাহ্য পদার্থ সত্য, এইরূপ বিশেষ কল্পনার অপর কোনও হেতু নাই ॥ ৪৩ ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নবচ্চিত্তপরিকল্পিতং সর্ব্বমিত্যেতদাশঙ্ক্যতে,—যস্মাচ্চিত্তপরিকল্পিতৈর্ম্মনোরথাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্ব্বৈলক্ষণ্যং বাহ্যানামন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যত্বমিতি, সা ন যুক্তা আশঙ্কা। চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ, নান্যঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালাঃ; কল্পনাকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বয়কালাশ্চ ভেদকালা অন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যাঃ; যথা আগোদোহনমাস্তে, যাবদাস্তে, তাবৎ গাং দোগ্ধি, যাবদ্গাং দোগ্ধি, তাবদাস্তে; তাবানয়ম্ এতাবান্ সঃ ইতি পরস্পর-পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং, তে দ্বয়কালাঃ। অন্তশ্চিত্তনামরূপাভ্যামব্যক্তরূপেণ স্থিতান্ দ্রষ্টব্যপদার্থান্ প্রথমং সিসৃক্ষিতাকারেণ অন্তর্বিভাব্য পশ্চাৎ বহিঃ সর্ব্বপ্রতিপত্তৃ-সাধারণরূপেণ সম্পাদয়তি ইতি কল্পনায়াং ক্রমাধিগতিরিতি। [আনন্দগিরিঃ]

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুম্ভকার কিংবা তন্তুবায় যখন ঘট বা বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন প্রথমেই ব্যবহার-যোগ্য ঘট ও বস্ত্রের আকৃতি বুদ্ধিতে স্থাপন করে; শেষে বুদ্ধিপরিকল্পিত সেই ঘট ও বস্ত্রকেই বাহিরে—ব্যবহারক্ষেত্রে আবিষ্কৃত করে এবং তাহাতে 'ঘট' ও 'বস্ত্র' ইত্যাদি নাম যোজনা করে। এইরূপ আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরও প্রথমে দ্রষ্টব্য জগতের সূক্ষ্ম আকৃতিটি মায়ারূপ অন্তঃকরণে সঙ্কলন করিয়া—শেষে উপযুক্ত নাম ও স্থূল আকৃতি-সম্পন্নভাবে বাহিরে প্রকটিত করেন মাত্র।

কালা বাহ্যাশ্চ দ্বয়কালাঃ কল্পিতা এব তে সর্ব্বে। ন বাহ্যো দ্বয়কালত্ববিশেষঃ কল্পিতত্বব্যতিরেকেণান্যহেতুকঃ। অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব ॥ ৪৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ

সমস্ত জগৎই স্বপ্নের ন্যায় মানস-সংকল্পমাত্র, এই সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা হইতেছে—যেহেতু কেবলই চিত্তপরিকল্পিত এবং চিত্তমধ্যে পরিচ্ছিন্ন, মনোরথাদির সহিত বাহ্য পদার্থসমূহের পরস্পর-পরিচ্ছেদ্যত্বরূপ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; [অতএব স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইতে পারে না।] এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, অন্তঃস্থিত যে সমুদয় পদার্থ 'চিত্তকাল' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অতিরিক্ত কোনকালই যে সকলের পরিচ্ছেদক হয় না, তাহারাই 'চিত্তকাল'-পদবাচ্য। অভিপ্রায় এই যে, মনে মনে যতক্ষণ কল্পনা থাকে, ততক্ষণই সে সকলের উপলব্ধি হয়, এবং কল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। আর যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল—ভেদকালীন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদার্হ ; যেমন 'গোদোহন-কাল পর্য্যন্ত আছে', বলিলে বুঝা যায় যে, ইনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ গোদোহন করিতেছে, আর যতক্ষণ গোদোহন করিতেছে, ততক্ষণ ইনি আছেন ; 'ইহা সেই পরিমাণ, তাহাও এই পরিমাণ', এইরূপে পরস্পরেই পরস্পরের ব্যবচ্ছেদ্য বা অপর হইতে পৃথক্কৃত হইয়া থাকে ; এই জাতীয় পদার্থসমূহই 'দ্বয়কাল' পদবাচ্য। অভ্যন্তরস্থ চিত্তসমকালীন এবং বহির্দ্দেশস্থ দ্বয়কালীন, এ সমস্তই কল্পিত ; কিন্তু বাহ্য পদার্থ যে কালদ্বয়ত্বগত বিশেষ-বিশিষ্ট, কল্পনা ব্যতীত তাহার অপর কোনও কারণ নাই। অতএব এ বিষয়ে স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ১৪

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে ॥ ৪৪ ॥ ১৫

অন্তঃ (অন্তঃকরণে বাসনারূপেণ স্থিতাঃ) যে এব ভাবাঃ (পদার্থাঃ অব্যক্তাঃ (অস্ফুটাঃ), যে এব চ (অপি) বহিঃ স্ফুটাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ), তে সর্ব্বে

এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (চিত্তসংকল্পজাঃ)। [তেষাং] বিশেষঃ (বৈলক্ষণ্যং) তু (পুনঃ) ইন্দ্রিয়ান্তরে (ইন্দ্রিয়ভেদে) [ভবতীতি শেষঃ]।

অন্তঃকরণে বাসনারূপে অবস্থিত যে সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট, আর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে [প্রকাশ পায়], তৎসমস্তই চিত্তের কল্পিত ; (গ্রহণোপযোগী) ইন্দ্রিয়ভেদে কেবল ভেদের প্রতীতি হয় মাত্র ॥ ৪৪ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্যপি অন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং, স্ফুটত্বং বা বহিশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ, নাসৌ ভেদানাম্ অস্তিত্বকৃতঃ, স্বপ্নেঽপি তথা দর্শনাৎ। কিন্তর্হি ? ইন্দ্রিয়ান্তরকৃত এব। অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৪ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ

অন্তঃকরণে কেবল বাসনাবলে অভিব্যক্ত পদার্থসমূহের যদিও অব্যক্ততা (অস্ফুটতা) আছে, আর বহির্দ্দেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিশেষ দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া স্ফুটত্বরূপে বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা যে, পদার্থসমূহের অস্তিত্বের ফল, তাহা নহে ; কেন না, স্বপ্নেও ঐরূপ দেখা যায়। পরন্তু ইহা কেবল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয় মাত্র ; অতএব জাগ্রৎকালীন পদার্থ-সমূহও স্বপ্নবৎ কল্পিতই (বাস্তবিক নহে) ॥ ৪৪ ॥ ১৫

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৬

সরলার্থঃ

[তত্র কল্পনাপ্রকারমাহ—জীবমিতি।]—পূর্ব্বং (প্রথমং) জীবং (অহং করোমি, অহং সুখী ইত্যাদিলক্ষণং) কল্পয়তে ; ততঃ (অনন্তরং) বাহ্যান্ (শব্দাদীন্) আধ্যাত্মিকান্ (প্রাণাদীন্) চ (অপি) পৃথগ্‌বিধান্ (নানারূপান্) ভাবান্ (ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকান্) [কল্পয়তে]। [অয়ং চ জীবঃ] যথাবিদ্যঃ (যথা যাদৃশী বিদ্যা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), তথাস্মৃতিঃ (তথা তাদৃশী স্মৃতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) [ভবতি]।

প্রথমতঃ 'আমি কর্ত্তা, সুখী দুঃখী' ইত্যাদি ভাবাপন্ন জীবের কল্পনা করা হয় ;

অনন্তর নানাবিধ বাহ্যশব্দাদি ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি বিষয়সমূহ কল্পনা করা হয়। উক্ত জীব যাদৃশ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাদৃশই স্মৃতি লাভ করে॥ ৪৫ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাম্ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি। উচ্যতে—জীবং হেতুফলাত্মকম্, 'অহং করোমি, মম সুখদুঃখে' ইত্যেবংলক্ষণম্। অনেবংলক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সর্পং কল্পয়তে পূর্ব্বম্। ততস্তাদর্থ্যেন ক্রিয়া-কারক-ফলভেদেন প্রাণাদীন্ নানাবিধান্ ভাবান্ বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চৈব কল্পয়তে। তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিতি, উচ্যতে—যোঽসৌ স্বয়ংকল্পিতো জীবঃ সর্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যঃ, তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্য, ইতি তথাস্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনাবিজ্ঞানাৎ ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতুফলস্মৃতিঃ, ততস্তদ্‌বিজ্ঞান-তদর্থক্রিয়া-কারক-তৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎস্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্ত-দ্বিজ্ঞানানি, ইত্যেবং বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চ ইতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন অনেকধা কল্পয়তে॥ ৪৫ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের কল্পনার মূল কারণ কি? [তাহা] বলা হইতেছে—'আমি করিতেছি' 'আমার সুখ দুঃখ' ইত্যাকার-লক্ষণান্বিত, হেতু-ফলাত্মক জীবকে, সুখদুঃখাদি-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্মায় রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় কল্পনা করা হয়। অনন্তর সেই জীবভোগার্থ, ক্রিয়াকারক-ফলভেদে বিভিন্নপ্রকার বাহ্য ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি পদার্থ-সমূহকেও নিশ্চিতরূপে কল্পনা করা হয়। সেই কল্পনার হেতু কি? তাহা বলা হইতেছে—এই যে স্বয়ংকল্পিত এবং সমস্ত কল্পনার অধিকারপ্রাপ্ত জীব, সেই জীব যথাবিদ্য হয় অর্থাৎ যাহার যে প্রকার বিদ্যা জ্ঞান, সে সেইরূপই স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব, বুঝিতে হইবে, প্রথমে হেতুকল্পনার জ্ঞান, তাহা হইতেই তৎফলের জ্ঞান হয়, তাহার পর হেতুফলের স্মরণ, তাহার পর তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, তদর্থ ক্রিয়া, কারক ও ফল-বিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে। পুনশ্চ সেই সমস্ত কারণ এবং তদ্‌বিষয়ক স্মৃতি হইতে বিজ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার সেই জ্ঞান হইতে স্মৃতি,

এবং স্মৃতি হইতে আবার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এই প্রকারে পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে সম্পন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ নানা রকমে কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

সরলার্থঃ

অন্ধকারে অনিশ্চিতা ('ইদমিত্থমেব' ইতি নিশ্চয়রহিতা) রজ্জুঃ যথা সর্প- [জল-] ধারাদিভিঃ ভাবৈঃ (পদার্থাকারেণ) বিকল্পিতা (কল্পিতা) [ভবতি], আত্মা (জীবঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথা) বিকল্পিতঃ (নানাকারেণ কল্পনাবিষয়ো ভবতি)।

'ইহা অমুকই' এইরূপ নিশ্চয়রহিত রজ্জুই যেমন অন্ধকারমধ্যে সর্প ও জলধারাদি নানা আকারে কল্পিত হয়, আত্মা জীবও তেমনি [নানারূপে] বিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তত্র জীবকল্পনা সর্ব্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং, সৈব জীবকল্পনা কিংনিমিত্তেতি দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি,—যথা লোকে স্বেন রূপেণ অনিশ্চিতা অনবধারিতা 'এবমেব' ইতি, রজ্জুঃ মন্দান্ধকারে কিং সর্পঃ উদকধারা দণ্ডঃ? ইতি বা অনেকধা বিকল্পিতা ভবতি—পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্। যদি হি পূর্ব্বমেব রজ্জুঃ স্বরূপেণ নিশ্চিতা স্যাৎ, ন সর্পাদিবিকল্পোঽভবিষ্যৎ, যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাদিষু; এষ দৃষ্টান্তঃ। তদ্ধেতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধবিজ্ঞপ্তিমাত্র-সত্ত্বাদ্বয়রূপেণানিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিতঃ, ইত্যেষ সর্ব্বো-পনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ

জীবকল্পনাই যে, সমস্ত কল্পনার মূল, এ কথা উক্ত হইয়াছে। সেই জীবকল্পনারই বা মূল কি? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—জগতে [দেখিতে পাওয়া যায়] 'ইহা এইরূপই' এই ভাবে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে অনিশ্চিত—যাহার অবধারণ করা হয় নাই, সেই অনিশ্চিত রজ্জু যেরূপ অল্প অন্ধকারে 'ইহা কি সর্প? কিংবা জলধারা? অথবা দণ্ড?' ইত্যাদি অনেক প্রকারে কল্পিত হয়;

তৎপূর্ব্বে রজ্জুর স্বরূপ না জানা থাকাই উহার কারণ; কেন না, পূর্ব্বেই যদি রজ্জুর স্বরূপ নিশ্চিত থাকিত, তাহা হইলে স্বীয় হস্তাঙ্গুলী প্রভৃতির ন্যায় উহাতেও কখনই সর্পাদির কল্পনা হইতে পারিত না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ, প্রোক্ত হেতু-ফলাদি সংসার-ধর্ম্মময় অনর্থ হইতে বিলক্ষণ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তারূপী আত্মাকে জানা না থাকায়ই জীব, প্রোণাদি অনন্তপ্রকার ভেদে বিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৬ ॥ ১৭

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

সরলার্থঃ

রজ্জ্বাং যথা 'রজ্জুঃ এব [ন সর্পঃ]' ইতি (ইত্থং) নিশ্চিতায়াং (নিঃসংশয়ম্ অবধারিতায়াং সত্যাং) বিকল্পঃ (ভূ-রেখা-জলধারা-সর্পাদি-বিতর্কঃ) বিনিবর্ত্ততে (বিশেষেণ নিবর্ত্ততে), [ততশ্চ] 'রজ্জুরেব' ইতি অদ্বৈতং (বিতর্কাভাবাৎ কেবলীভাবঃ) চ (অপি) [সম্পদ্যতে], আত্মনিশ্চয়ঃ (আত্মনঃ অসংসারিত্বাধ্য-ধ্যবসায়ঃ) [অপি] তদ্বৎ তথৈব) ইত্যর্থঃ ॥

'ইহা রজ্জুই অপর কিছু নহে' এইরূপে রজ্জুনিশ্চয় হইলে পর যেমন [রজ্জু-গত] [সর্পাদি] বিতর্ক নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবলই রজ্জুর অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুত্বমাত্র স্ফূর্ত্তি পায়, আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়ও তেমন-ই ॥ ৪৭ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ব্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং যথা, তথা 'নেতি নেতি'ইতি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য-প্রতিপাদকশাস্ত্রজনিত-বিজ্ঞানসূর্য্যালোক-কৃতাত্মবি-নিশ্চয়ঃ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং, অপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজো-ঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয় এক এবাদ্বয়ঃ" ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ

'ইহা রজ্জুই,' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের পর সর্পাদি-বিতর্ক নিবৃত্ত হইয়া গেলে, যেরূপ 'রজ্জুই' [অপর কিছু নহে,] এইরূপে রজ্জুর অদ্বিতীয় ভাব (কেবল রজ্জুত্ব) [স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে]; তদ্রূপ [আত্মার] সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম-(সুখদুঃখাদি)-শূন্যতা-প্রতিপাদক

'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' ইত্যাদি শাস্ত্র-সমুৎপাদিত বিজ্ঞানরূপ সূর্য্যালোকের সাহায্যে এইরূপ আত্মনিশ্চয় হয় যে, 'আত্মাই এই সমস্ত, [আত্মার] কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বাহির নাই, জন্ম নাই, জরা নাই, [সুতরাং] আত্মা বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অমৃত, অভয়, এবং নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' ॥ ৪৭ ॥ ১৮

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

সরলার্থঃ

[আত্ম যৎ] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণাদিস্বরূপৈঃ) অনন্তৈঃ (অসংখ্যেয়ৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থস্বরূপেণ) বিকল্পিতঃ (বিতর্ক-বিষয়তাং নীতঃ) ; এষা [খলু] তস্য দেবস্য (দ্যোতমানস্য আত্মনঃ) মায়া (অচিন্ত্য-শক্তিঃ) ; যয়া (মায়য়া) অয়ং (মায়াশ্রয়োঽপি) স্বয়ং মোহিতঃ (মোহমিব নীতঃ), [নতু মোহিত এব, আত্মনঃ স্বতঃ মোহাসংসর্গিত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[আত্মা যে,] এই সমস্ত অসংখ্য প্রাণাদি বস্তুরূপে বিকল্পের বিষয়ীভূত হয়, ইহা কেবল সেই প্রকাশময় আত্মার মায়ামাত্র; যে মায়া দ্বারা—তিনি নিজেও যেন মোহিতই হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদি আত্মা এক এবেতি নিশ্চয়ঃ, কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ সংসার-লক্ষণৈর্ব্বিকল্পিত ইতি? উচ্যতে, শৃণু—মায়ৈষা তস্যাত্মনো দেবস্য। যথা মায়াবিনা বিহিতা মায়া গগনমতিবিমলং কুসুমিতৈঃ সপলাশৈস্তরুভিরাকীর্ণমিব করোতি, তথা ইয়মপি দেবস্য মায়া, যয়া অয়ং স্বয়মপি মোহিত ইব মোহিতো ভবতি। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, 'আত্মা একই' এইরূপই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে সংসার-গোচর এই প্রাণাদিরূপ অসংখ্য পদার্থাকারে বিকল্পিত হয় কিরূপে?* হাঁ, বলা হইতেছে, শ্রবণ কর—সেই প্রকাশময়ের

* আত্মা আছে কি না, জগতে এরূপ সংশয় কাহারো নাই; আপামর সকলেই জানে, আত্মা আছে, আমি আছি। তবে সংশয় হয় কেবল আত্মার স্বরূপ নিরূপণ লইয়া—আত্মা পদার্থটা কি?—উহা কি দেহ, প্রাণ, মন, অথবা বুদ্ধি, কিংবা আর কিছু? আত্মা বেচারী অনাদিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক-

(আত্মার) ইহা মায়া। মায়াবিপ্রযুক্ত মায়া যেরূপ বিমল গগনমণ্ডলকে পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরুলতারাজি দ্বারাই যেন সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকে; দ্যোতমান আত্মার মায়াও সেইরূপ—যে মায়া-প্রভাবে তিনি নিজেও মোহিত অর্থাৎ যেন মোহিতই হন। কথিতও হইয়াছে—'আমার (ঈশ্বরের) মায়া দুরত্যয়া' অর্থাৎ অতি কষ্টে তাহাকে অতিক্রম করা যায়। * ॥ ৪৮ ॥ ১৯

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্‌বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৪৯ ॥ ২০

সরলার্থঃ

[সংক্ষেপতঃ আত্মনি বিকল্পবিষয়া প্রাণাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে "প্রাণাঃ" ইত্যাদিভিঃ।]—প্রাণবিদঃ (প্রাণতত্ত্বচিন্তকাঃ) প্রাণা ইতি (প্রাণাপানাদি-পঞ্চকমেব আত্মা ইতি) [আহুঃ, ইতি শেষঃ]। ভূতানি [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (ভূত-চিন্তকাঃ); গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি আত্মা) ইতি গুণ-বিদঃ (ত্রিগুণজ্ঞাঃ), তত্ত্বানি (মহদাদিচতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকানি) [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) [সর্ব্বত্র 'আহুঃ' ইত্যস্য সম্বন্ধঃ]।

বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছে; বোধ হয় সুদূর ভবিষ্যতেও উক্ত বিতর্কের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। উক্তপ্রকার বিতর্ককে লক্ষ্য করিয়াই এখানে প্রাণাদি বিকল্পের কথা বলা হইয়াছে।

* তাৎপর্য্য—স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অভিমত অদ্বৈতবাদে 'মায়া' একটি প্রধান অবলম্বন; সুতরাং মায়া সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা এখানে তাহার স্থূল মর্ম্ম মাত্র প্রদান করিতেছি,—পরমাত্মা পরমেশ্বরের শক্তির নাম মায়া; পরমেশ্বর এই শক্তির প্রভাবেই জগৎ রচনা ও তাহার পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং এই মায়া সম্বন্ধ থাকায়ই ঈশ্বর লোকপ্রতীতির বিষয় হন। ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন, "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত-গুণৈর্মুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি।" অর্থাৎ হে নারদ, আমি যে মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ; নচেৎ সর্ব্বপ্রকার ভূতগুণ—শব্দাদিরহিত আমাকে কখনই এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পার না। মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত কর্হিচিৎ। তাং বিদ্যাৎ আত্মনো মায়াং," অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ তত্ত্বদর্শনে কোথাও যাহার প্রতীতি হয় না; তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে।

প্রাণ-চিন্তকগণ বলেন, প্রাণই আত্মা; ভূতচিন্তকগণ বলেন—ভূতসমূহই [আত্মা], গুণবিদ্‌গণ বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই [আত্মা], আর তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই [আত্মা] ॥ ৪৯ ॥ ২০

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি তদ্‌বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫০ ॥ ২১

সরলার্থঃ

পাদাঃ (বিশ্বাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি পাদবিদঃ (পাদাঃ—বিশ্বাদয়ঃ আত্মনঃ অংশাঃ, তান্ যে বিদন্তি, তে পাদবিদঃ); বিষয়াঃ (ভোগার্হাঃ শব্দাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি তদ্‌বিদঃ (বিষয়সত্যতাবিদঃ বাৎস্যায়ন-প্রভৃতয়ঃ); লোকাঃ (ভূঃ ভুবঃ স্বরিতি ত্রয়ো লোকাঃ সন্তঃ) ইতি লোকবিদঃ (পৌরাণিকাঃ); দেবাঃ (অগ্নীন্দ্রাদয়ঃ এব সন্তঃ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (কর্ম্মিণঃ) [বদন্তীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]।*

আত্মার পাদবিদ্‌গণ বলেন, বিশ্বাদি পাদসমূহই তত্ত্ব; বিষয়াভিজ্ঞ বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বলেন—শব্দাদি বিষয়ই সত্য; লোকবিৎ পৌরাণিকগণ বলেন—'ভূর্ভুবঃ স্বর্' এই লোকত্রয়ই সত্য; এবং দেবতাভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ বলেন—দেবতাই সত্য ॥ ৫০ ॥ ২১

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫১ ॥ ২২

সরলার্থঃ

বেদাঃ (ঋগ্বেদাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি, বেদবিদঃ (ঋগ্বেদাদিপাঠকাঃ), যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (যাজ্ঞিকা বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ),

---

*তাৎপর্য্য—অগ্নীন্দ্রাদয়ো দেবাঃ তত্তৎফলদাতারো নেশ্বরাস্তথা, ইতি দেবতা-কাণ্ডীয়াঃ। তদপি কল্পনামাত্রম্, অস্মদাদিপ্রযত্নমপেক্ষ্য ফলদাতৃত্বে তেষাং ভৃত্যেভ্যো বিশেষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, স্বাতন্ত্র্যেণোপকারকত্বে তদারাধনবৈয়র্থ্যাৎ, তদ্‌ভক্তানামপি বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ, তৎপ্রসাদস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি চেতনদেবতাগণই যথাযোগ্য ফল দান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের এ কথাও কেবল কল্পনামাত্র,—সত্য হইতে পারে না। কেন না, দেবতাগণ যদি আমাদের চেষ্টা অনুসারে ফলদান করেন, তাহা হইলে ভৃত্য অপেক্ষা তাঁহাদের কিছু মাত্র বিশেষ থাকে না; আর যদি আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছামতেই ফল প্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের

ভোক্তা (ভোক্তৈব ন কর্ত্তা) ইতি ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যপ্রভৃতয়ঃ), ভোজ্যং (ভোগার্হং বস্তু এব তত্ত্বম্) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (ভোজনপরাঃ) [বদন্তি]। *

বেদপাঠকগণ বলেন—ঋক্ প্রভৃতি বেদই প্রকৃত তত্ত্ব: যাজ্ঞিকগণ বলেন—যজ্ঞ ; ভোক্তৃত্ববিৎ সাংখ্যবাদিগণ বলেন—ভোক্তাই প্রকৃত তত্ত্ব (কর্ত্তা নহে) ; আর ভোগাভিজ্ঞগণ বলেন—ভোজনীয় বস্তুই প্রকৃত সত্য ॥ ৫১ ॥ ২২

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদোঽমূর্ত্ত ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫২ ॥ ২৩

সরলার্থঃ

সূক্ষ্মঃ (অণুপরিমাণঃ) ইতি তদ্‌বিদঃ (পরমাণুবিদঃ) ; স্থূলঃ (দেহাদিরূপঃ) ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (দেহাত্মপ্রত্যয়াঃ বৌদ্ধাঃ) ; মূর্ত্তঃ মূর্ত্তিমান্—ত্রিশূলাদি-ধারী, শঙ্খ-চক্রাদিধারী বা) ইতি মূর্ত্তবিদঃ (আগমিকাঃ) ; অমূর্ত্তঃ (শূন্যং) ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (শূন্যবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) [বদন্তি]।

সূক্ষ্ম পরমাণুচিন্তকগণ বলেন—সূক্ষ্ম—পরমাণুস্বরূপ ; দেহাত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন স্থূলগ্রাহিগণ বলেন—স্থূলই (দেহই) সত্য ; মূর্ত্তিসেবকগণ বলেন—মূর্ত্ত—ত্রিশূলাদি-ধারী কিংবা শঙ্খ-চক্রাদিধারী মূর্ত্তিমান্‌ই তত্ত্ব ; আবার অমূর্ত্ত-চিন্তাশীল শূন্যবাদি-গণ বলেন—অমূর্ত্তই (শূন্যই) সত্য ॥ ৫২ ॥ ২৩

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

আরাধনার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষতঃ দেবতা-ভক্তগণের মধ্যেও ভজনীয় দেবতার উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের অনুগ্রহ বিশেষ কার্য্যকর নহে।

* তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা বস্তুভূতাঃ ভবন্তীতি বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ যাজ্ঞিকা মন্যন্তে ; তদপি ভ্রান্তিমাত্রম্। "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ"। ইত্যত্র একস্মিন্ যজ্ঞবিজ্ঞানাভাবাৎ সমুদয়স্যাবস্তুত্বাৎ, ইত্যাহ যজ্ঞ-ইতি। (আনন্দগিরিঃ)।

অভিপ্রায় এই যে,—বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিক মনে করেন যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই যথার্থ সত্য ; কিন্তু তাঁহাদের সে কথাও কেবল ভ্রান্তিমাত্র ; কারণ, তাঁহারা বলেন, দ্রব্য দেবতা ও দেবতোদ্দেশে দ্রব্য-ত্যাগই যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ ; সুতরাং তাঁহাদের মতে এক একটির যজ্ঞত্ব নাই, সুতরাং এক একটিতে না থাকায় সমুদয়েও যজ্ঞত্ব থাকিতে পারে না।

সরলার্থঃ

কালঃ (পরমার্থঃ) ইতি কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদঃ) ; দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ পরমার্থাঃ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (দিক্‌তত্ত্বজ্ঞাঃ—স্বরোদয়বিশারদাঃ) ; বাদাঃ (মন্ত্র-পদ-প্রভৃতয়ঃ পরমার্থাঃ) ইতি বাদবিদঃ ; ভুবনানি (চতুর্দ্দশ লোকাঃ পরমার্থাঃ) ইতি তদ্‌বিদঃ (ভুবনকোষবিদঃ) [বদন্তীতি শেষঃ]।

কালবিৎ জ্যোতির্বিদগণ বলেন—কালই সত্যবস্তু ; দিক্‌তত্ত্বজ্ঞ স্বরোদয়বিশারদগণ (যাঁহারা শ্বাসাদির অবস্থাদ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেন, তাঁহারা) বলেন—দিক্‌সমূহই সত্য ; বাদবিদ্‌গণ (বস্তুর স্বভাব-বিচারকগণ) বলেন—ধাতুবাদ ও মন্ত্রবাদ প্রভৃতি বাদই সত্য ; ব্রহ্মাণ্ডকোষের তত্ত্বাভিজ্ঞগণ বলেন—চতুর্দ্দশ ভুবনই সত্য ॥ ৫৩ ॥ ২৪

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্‌বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

সরলার্থঃ

মনঃ (চিত্তমেব আত্মা) ইতি মনোবিদঃ (লোকায়তিকবিশেষাঃ) ; বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণমেব আত্মা) ইতি তদ্‌বিদঃ (বিজ্ঞানবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) ; চিত্তং (বাহ্যাকারশূন্যং অন্তর্ব্বিজ্ঞানমেব আত্মা) ইতি চিত্তবিদঃ (বৌদ্ধাঃ) ; ধর্ম্মাধর্ম্মৌ (বিধিনিষেধগম্যে পুণ্য-পাপে সত্যভূতে) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (কর্ম্মমীমাংসকাঃ) [বদন্তি ইতি শেষঃ]।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ (একজাতীয় নাস্তিক) বলেন—মনই আত্মা ; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—বুদ্ধিই আত্মা ; চিত্তবিদ্‌গণ (যাঁহারা বাহিরে বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা) বলেন—চিত্তই সত্য ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ কর্ম্মমীমাংসকগণ বলেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সত্য পদার্থ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে ॥ ৫৫ ॥ ২৬

সরলার্থঃ

একে (সাংখ্যাঃ) পঞ্চবিংশকঃ (পঞ্চবিংশতিসংখ্যকঃ প্রকৃত্যাদিগণঃ) ইতি ; ষড়্‌বিংশঃ (উক্তানি পঞ্চবিংশতিঃ ঈশ্বরশ্চ), ইতি ষড়্‌বিংশতি-সংখ্যা-পরিমিতো গণঃ) ইতি চ অপরে (পাতঞ্জলাঃ) ; [কেচিৎ] একত্রিংশকঃ (একত্রিংশৎ-সংখ্যা-পরিমিতো গণঃ) ইতি, অপরে (বাদিনঃ) চ অনন্তঃ (অসংখ্যঃ পদার্থভেদঃ) ইতি আহুঃ (বদন্তি)।

কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—পঞ্চবিংশতি ; অপরে (পাতঞ্জলগণ) বলেন, ষড়্বিংশতি ; কেহ কেহ বলেন, একত্রিংশৎ এবং অপর সম্প্রদায় বলেন, জাগতিক পদার্থ অনন্ত ॥ ৫৫ ॥ ২৬

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্বিদঃ ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে ॥ ৫৬ ॥ ২৭

সরলার্থঃ

লোকবিদঃ (লোকানুরঞ্জনপরাঃ) লোকান্ (লোকপ্রসাধনমেব তত্ত্বম্ ইতি) প্রাহুঃ ; তদ্বিদঃ (আশ্রমতত্ত্বজ্ঞা দক্ষপ্রভৃতয়ঃ) আশ্রমাঃ (এব পরমার্থাঃ) ইতি [প্রাহুঃ], লৈঙ্গাঃ (বৈয়াকরণাঃ) স্ত্রীপুংনপুংসকং (স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গক-শব্দরাশিঃ এব তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ] ; অথ (পক্ষান্তরে) অপরে (বাদিনঃ) পরাপরং (পরাপরে ব্রহ্মণী তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ] ।

যাঁহারা লোকানুরঞ্জনে তৎপর, তাঁহারা লোকানুরঞ্জনকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; আশ্রমবিৎ দক্ষ প্রভৃতি আশ্রমকেই তত্ত্ব বলেন ; লৈঙ্গ বৈয়াকরণগণ স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; এবং অপর সম্প্রদায় পরাপর উভয়প্রকার ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৫৬ ॥ ২৭

সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বে চেহ তু সর্ব্বদা ॥ ৫৭ ॥ ২৮

সরলার্থঃ

সৃষ্টিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) সৃষ্টিঃ [তত্ত্বম্] ইতি ; লয়ঃ (প্রলয় এব তত্ত্বং) ইতি তদ্বিদঃ (প্রলয়বিদঃ পৌরাণিকাঃ) ; স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থিতিরিতি [প্রাহুঃ] ; ইহ (আত্মনি) তু (পুনঃ) সর্ব্বে (উক্তা অনুক্তা অপি) সর্ব্বদা [বর্ত্তন্তে] ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিৎ পৌরাণিকগণের মধ্যে কেহ বলেন—সৃষ্টিই পরমার্থ সৎ ; কেহ বলেন—প্রলয়ই সত্য, আবার কেহ বলেন—স্থিতিই সত্য ; বস্তুতঃ উক্ত অনুক্ত সমস্ত পদার্থ ই সর্ব্বদা এই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা, তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ। অন্যে চ সর্ব্বে লৌকিকাঃ সর্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছূন্যে আত্মনি আত্ম-স্বরূপানিশ্চয়হেতোঃ অবিদ্যয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোঽর্থঃ। প্রাণাদিশ্লোকানাং

প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাচ্চ যত্নো ন কৃতঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণ অর্থ—প্রাজ্ঞ, যিনি বীজাবস্থাপন্ন ; [সেই প্রাণ হইতে] স্থিতি পর্য্যন্ত অপর যাহা কিছু, তৎসমস্তই তাহার কার্য্যভেদমাত্র। লোকপ্রসিদ্ধ অপর সমস্ত বিষয়গুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকর্তৃক পরিকল্পিত ; আত্মাতে সে সমস্ত না থাকিলেও আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞান না থাকায়, মায়া দ্বারা তাহাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে ; ইহাই [উক্ত শ্লোকসমূহের] স্থূলার্থ। প্রাণাদি শ্লোক-সমূহের প্রত্যেক পদার্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক ; এই কারণে আর সেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮

যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্গ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥ ৫৮ ॥ ২৯

সরলার্থঃ

[আচার্য্যঃ] যং ভাবং (উক্তম্ অনুক্তং বা) যস্য (জিজ্ঞাসোঃ সম্বন্ধে) দর্শয়েৎ (প্রকাশয়েৎ), সঃ (জিজ্ঞাসুঃ) তু (পুনঃ) তং ভাবং [আত্মস্বরূপেণ] পশ্যতি (অহং মম ইতি বা অনুভবতি), অসৌ (আত্মা) সঃ (উপদিষ্টঃ ভাবস্বরূপঃ) ভূত্বা তম্ (জিজ্ঞাসুম্) অবতি (সর্ব্বতঃ রক্ষতি) ; তদ্গ্রহঃ (তস্মিন্ গ্রহঃ আগ্রহঃ ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি অভিনিবেশঃ) তং (দ্রষ্টারং) সমুপৈতি (তদাত্মভাবং সাধয়তি) ইত্যর্থঃ।

গুরু যাহাকে যে ভাব পরম তত্ত্ব বলিয়া প্রদর্শন করান, সে সেই ভাবই আত্ম-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে ; আত্মা সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, এবং তদ্বিষয়ে যে আগ্রহ অর্থাৎ আত্মত্বাভিনিবেশ, তাহাই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং বহুনা, প্রাণাদীনাম্ অন্যতমম্ উক্তমনুক্তং বা অন্যং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েৎ যস্যাচার্য্যোঽন্যো বা আপ্ত 'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্যতি 'অয়মহমিতি বা মমেতি বা', তঞ্চ দ্রষ্টারং স ভাবোঽবতি, যো দর্শিতো ভাবঃ, অসৌ স ভূত্বা রক্ষতি, স্বেনাত্মনা সর্ব্বতো নিরুণদ্ধি। তস্মিন্ গ্রহস্তদ্গ্রহঃ

তদভিনিবেশঃ—'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং গ্রহীতারমুপৈতি, তস্যাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ২৯

ভাষ্যানুবাদ

অধিক কি, আচার্য্য কিংবা অপর কোনও আপ্ত-পুরুষ কথিত প্রাণাদির মধ্যে যে কোন একটি উক্ত বা অনুক্ত অপর যে কোন একটি পদার্থকে 'ইহাই তত্ত্ব' বলিয়া যাহার নিকট প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি সেই ভাবকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করে, অর্থাৎ 'আমি বা আমার' ইত্যাকারে গ্রহণ করে। যে পদার্থটি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পদার্থই সেই দ্রষ্টাকে রক্ষা করে, তাহাই তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করে, অর্থাৎ স্বীয় আত্মস্বরূপে [তাঁহাকে] সর্ব্ব বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই ভাবের উপরে যে গ্রহ, তাহাই 'তদ্‌গ্রহ' অর্থাৎ 'ইহাই তত্ত্ব' এই-রূপে যে অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশই সেই উপদেশ-গ্রহীতাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার আত্মভাব লাভ করে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

এতৈরেষোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ ॥ ৫৯ ॥ ৩০

সরলার্থঃ

এষঃ (আত্মা) এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) অপৃথগ্‌ভাবৈঃ (অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপি প্রাণাদিভিঃ) পৃথক্ (ব্যতিরিক্তঃ) এব (নিশ্চয়ে) লক্ষিতঃ (নিশ্চিতঃ) [ভবতি, মূঢ়ৈরিতিশেষঃ]। যঃ (বিবেকী) এবং (আত্মব্যতিরেকেণ অসত্ত্বং প্রাণাদীনাং) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) বেদ (জানাতি); সঃ (জ্ঞানী) অবিশঙ্কিতঃ (নিঃশঙ্কঃ সন্) [বেদবাক্যস্য অর্থং] কল্পয়েৎ (অস্য বাক্যস্য ইদং তাৎপর্য্যম্, অস্য চ ইদম্, ইতি বিভাগশঃ নিরূপয়েৎ)।

এই আত্মা উক্ত প্রাণাদি হইতে পৃথক্ না হইয়াও, অজ্ঞজনকর্ত্তৃক পৃথক্ বলিয়াই কল্পিত হইয়া থাকে। [কিন্তু] যে লোক যথাযথভাবে এইরূপ জানে—আত্ম-ব্যতিরেকে প্রাণাদির সত্তা নাই, এই ভাব বুঝিতে পারে, সেই জ্ঞানী নিঃশঙ্কচিত্তে [বেদবাক্যের তাৎপর্য্য-বিভাগ] বুঝিয়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ ৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনঃ অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপৃথগ্‌ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোঽভিলক্ষিতো নিশ্চিতো মূঢ়ৈরিত্যর্থঃ।

বিবেকিনান্তু রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্মব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। এবমাত্মব্যতিরেকেণাসত্ত্বং রজ্জুসর্পবদাত্মনি কল্পিতানাম্, আত্মানঞ্চ কেবলং নির্ব্বিকল্পং যো বেদ তত্ত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ, সোঽবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্পয়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ—'ইদমেবংপরং বাক্যম্, অদোঽন্যপরম্' ইতি। "নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ। নহ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে" ইতি হি মানবং বচনম্॥ ৫৯॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ

রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় আত্মা হইতে অভিন্ন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদি পদার্থের সহিত এই আত্মা পৃথক্ বলিয়াই মূঢ়জনকর্ত্তৃক লক্ষিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বিবেকী জনগণের নিকট কিন্তু রজ্জু-কল্পিত সর্পাদির ন্যায় এই প্রাণাদিরও আত্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; কারণ, 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ', এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। যে লোক শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত পদার্থসমূহের আত্ম-ব্যতিরেকে অসত্ত্ব এবং আত্মাকেই কেবল নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষরূপ জানেন, তিনি অশঙ্কিতভাবে (নিঃশঙ্কচিত্তে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদার্থ কল্পনা করেন, অর্থাৎ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, অমুক বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ, এইভাবে বেদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। কারণ, 'অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ হয় না; এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।' এইরূপ মনুবচন আছে॥ ৫৯॥ ৩০

স্বপ্ন-মায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ ৬০॥ ৩১

সরলার্থঃ

স্বপ্ন-মায়ে (স্বপ্নশ্চ মায়া চ) যথা দৃষ্টে (অসত্যে অপি সত্যবৎ অনুভূতে) গন্ধর্ব্বনগরং (অকস্মাৎ আকাশে যৎ বিচিত্রনগরাকারং দৃশ্যতে; তৎ গন্ধর্ব্বনগরম্ উচ্যতে; তৎ) যথা (দৃষ্টং), ইদং (দৃশ্যমানং) বিশ্বং (জগৎ অপি) বিচক্ষণৈঃ (প্রাজ্ঞৈঃ) বেদান্তেষু তথা (তদ্বৎ এব—অসত্যমপি সত্যবৎ প্রতিভাসমানং) দৃষ্টং (জ্ঞাতং ভবতি)।

স্বপ্ন ও মায়া যেরূপ [মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ] দৃষ্ট হয়, এবং গন্ধর্ব্বনগরও

যেরূপ দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ বেদান্তে এই জগৎকেও সেইরূপই দেখিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদেতৎ দ্বৈতস্য অসত্ত্বমুক্তং যুক্তিতঃ, তদ্‌বেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ—স্বপ্নশ্চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্‌বস্ত্বাত্মিকে অসত্যৌ সদ্‌বস্ত্বাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ। যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যবহারাকীর্ণমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্যমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্, যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টে অসদ্রূপে, তথা বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টম্। ক ? ইত্যাহ—বেদান্তেষু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ"। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।" "ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" "নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদিষু, বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তুদর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ। "তমঃশ্বভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্। নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্" ইতি ব্যাসস্মৃতেঃ ॥ ৬০ ॥ ৩১

ভাষ্যানুবাদ

যুক্তি অনুসারে এই জগতের যে অসত্যতা উক্ত হইয়াছে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদান্ত হইতেই তাহা অবগত ; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্ন ও মায়া, এই উভয় অসৎস্বরূপ—অসত্য হইলেও, অবিবেকিগণ কর্তৃক সদ্‌বস্তু বলিয়াই যেন লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং প্রসারিত পণ্য, আপণ-গৃহ, প্রাসাদ, স্ত্রীপুরুষ ও গ্রামাদি ব্যবহারযোগ্য স্থানে পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখিতে দেখিতেই হঠাৎ অদৃশ্য তা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, স্বপ্ন ও মায়া যেমন অসৎস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই সমস্ত বিশ্ব—দ্বৈত জগৎ অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথায় ? তাহা বলিতেছেন—'জগতে নানা কিছু নাই' ; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা (বহুরূপ হন)' ; 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল' ; 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই ছিল' ; 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে' ; 'কিন্তু সেই দ্বিতীয় ত কেহ নাই', 'যে অবস্থায় এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রে। বিচক্ষণ অর্থ—খুব নিপুণতাসহকারে দর্শনকারী পণ্ডিত ; [তাঁহাদের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে]। যেহেতু ব্যাস-স্মৃতিতেও আছে—'[বিবেকিগণ কর্তৃক] 'অন্ধকারস্থ

ভূগর্ভের ন্যায় দৃষ্ট [এই বিশ্ব] বর্ষার জলবুদ্বুদ-সদৃশ, বিনাশ-বহুল, সুখহীন এবং বিনাশের পরই অভাবপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬০ ॥ ৩১

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৬১ ॥ ৩২

সরলার্থঃ

[প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—"ন নিরোধঃ" ইতি]—[দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে সতি] নিরোধঃ (প্রলয়ঃ) ন, উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন ; বদ্ধঃ (সংসারী) ন ; সাধকঃ (সাধনবান্) ন ; মুমুক্ষুঃ (মুক্তিমিচ্ছুঃ) ন ; মুক্তঃ চ (অপি) ন [ভবতি ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (উক্তরূপা) এষা পরমার্থতা (পারমার্থিকী অবস্থা)।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পর, প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধভাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই এবং মুক্তও নাই ; এইরূপ ভাবই পারমার্থিক ভাব ॥ ৬১ ॥ ৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রকরণার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—যদা বিতথং দ্বৈতম্, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থতঃ সন্, তদেদং নিষ্পন্নং ভবতি—সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারোঽবিদ্যাবিষয় এবেতি। তদা ন নিরোধঃ, নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয়ঃ, উৎপত্তিঃ জন্ম, বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ, সাধকঃ সাধনবান্ মোক্ষস্য, মুমুক্ষুর্মোচনার্থী, মুক্তঃ—বিমুক্তবন্ধঃ। উৎপত্তি-প্রলয়য়োরভাবাৎ বদ্ধাদয়ো ন সন্তীত্যেষা পরমার্থতা।

কথমুৎপত্তি-প্রলয়য়োঃ অভাব ইতি ? উচ্যতে—দ্বৈতস্যাস্য অসত্ত্বাৎ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "য ইহ নানেব পশ্যতি।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্," ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ইদং সর্ব্বং, যদয়মাত্মা" ইত্যাদিনা দ্বৈতস্যাসত্ত্বং সিদ্ধম্। সতো হ্যুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্যাৎ, নাসতঃ শশবিষাণাদেঃ। নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা অদ্বয়ঞ্চ উৎপত্তি-প্রলয়বচ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। যস্তু পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ স রজ্জুসর্পবৎ আত্মনি প্রাণাদিলক্ষণঃ কল্পিতঃ ইত্যুক্তম্। ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়া রজ্জ্বাং প্রলয় উৎপত্তির্বা ; ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্যোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা ; ন চোভয়তো বা। তথা মানসত্বাবিশেষাৎ দ্বৈতস্য। ন হি নিয়তে মনসি সুষুপ্তে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে। অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ সূক্তং দ্বৈতস্যাসত্ত্বাৎ নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি।

যদ্যেবং দ্বৈতাভাবে শাস্ত্রব্যাপারঃ নাদ্বৈতে বিরোধাৎ। তথা চ সত্যাদ্বৈতস্য বস্তুত্বে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ, দ্বৈতস্য চাভাবাৎ ; ন। রজ্জুসর্পাদি-

বিকল্পনায়া নিরাস্পদত্বে অনুপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুক্তাবয়সীত্যাহ—রজ্জু-রপি সর্পবিকল্পস্য আস্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ ; ন ; বিকল্পনাক্ষয়ে অবিকল্পিতস্য অবিকল্পিতত্বাদেব সত্ত্বোপপত্তেঃ। রজ্জুসর্পবৎ অসত্ত্বমিতি চেৎ ; ন, একান্তেনাবিকল্পিতত্বাৎ অবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎ প্রাক্ সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ বিকল্পয়িতুশ্চ প্রাক্ বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব অসত্ত্বানুপপত্তিঃ।

কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাভাবে শাস্ত্রস্য দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বম্? নৈষ দোষঃ ; রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ আত্মনি দ্বৈতস্য অবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ ; কথং 'সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কর্ত্তা ফলী সংযুক্তো বিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোঽহং মমৈতৎ,' ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে। আত্মা এতেষ-নুগতঃ সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ, যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ। যদা চৈবং বিশেষ্য-স্বরূপ-প্রত্যয়স্য সিদ্ধত্বান্ন কর্ত্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ ; অকৃতকর্ত্তৃচ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বে অপ্রমাণম্। যতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিত-সুখিত্বাদিবিশেষ-প্রতিবন্ধাদেব আত্মনঃ স্বরূপেণ অনবস্থানম্, স্বরূপাবস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি সুখিত্বাদিনিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্ আত্মনি অসুখিত্বাদিপ্রত্যয়-করণেন নেতি নেত্যস্থূলাদিবাক্যৈঃ আত্মস্বরূপবৎ অসুখিত্বাদিরপি সুখিত্বাদিভেদেষু নানুবৃত্তোঽস্তি ধর্ম্মঃ। যদ্যনুবৃত্তঃ স্যাৎ, নাধ্যারোপ্যেত, সুখিত্বাদি-লক্ষণে বিশেষঃ ; যথা উষ্ণত্বগুণবিশেষবতি অগ্নৌ শীততা, তস্মান্নির্ব্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্ত অসুখিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনঃ, তৎ সুখিত্বাদি-বিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। "সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাৎ" ইত্যাগমবিদাং সূত্রম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য উপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি [রচিত] হইয়াছে—যখন [জানিতে পারে যে] দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ, তখন এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিদ্যার বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাধীন) ; তদবস্থায় নিরোধ থাকে না, নিরোধ অর্থ—নিরোধন—প্রলয়। উৎপত্তি অর্থ জন্ম ; বদ্ধ অর্থ—সংসারী জীব ; সাধক—মোক্ষোপযোগী সাধন-সম্পন্ন, মুমুক্ষু—মোক্ষার্থী ; মুক্ত—বন্ধন-বিমুক্ত। উৎপত্তি ও প্রলয় না থাকায় বদ্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই পরমার্থতা (যথার্থ অবস্থা)।

ভাল, উৎপত্তি ও প্রলয় নাই কেন? বলা হইতেছে—যেহেতু দ্বৈতের সত্ত্ব নাই; 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়,' 'যিনি ইহাতে নানাত্বের ন্যায় দর্শন করেন; 'এই সমস্তই আত্মা,' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়', 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দ্বৈত জগতের অসত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সৎ পদার্থেরই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্ভবপর, কিন্তু অসৎ—শশশৃঙ্গাদির পক্ষে কখনই নহে। আর অদ্বৈত বস্তুর যে উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ অদ্বিতীয়ও বটে, আবার উৎপত্তি-প্রলয়শীলও বটে, একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এই যে, দ্বৈত প্রাণাদি জগতের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত মাত্র, একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কেন না, কেবলই মনের কল্পনাপ্রসূত রজ্জুসর্পাদি পদার্থের কখনই রজ্জুতে উৎপত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হয় না; আর মনোমধ্যেও যে রজ্জুসর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। অথবা তদুভয় হইতে অর্থাৎ মন ও রজ্জু হইতেও যে, সর্পাদির উৎপত্তি-প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। মানসত্ব (মানস-সংকল্প-প্রসূতত্ব) উভয়ের পক্ষেই তুল্য; সুতরাং দ্বৈত জগৎও রজ্জুসর্পেরই তুল্য। কারণ, মন যখন [সমাধি দ্বারা] নিয়মিত হয়, কিংবা সুষুপ্তি-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে দ্বৈতপ্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না; অতএব, দ্বৈতজগৎ যে, মনের কল্পনামাত্র, ইহা নিশ্চিত। অতএব, দ্বৈতের অসত্তা-নিবন্ধন নিরোধাদি অবস্থার অভাবকে যে পরমার্থতা বলা হইয়াছে, তাহা সু-সঙ্গতই হইয়াছে।

ভাল, এইরূপে যদি দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদনেই শাস্ত্রের ব্যাপার (চেষ্টা) স্বীকার করা হয়, আর বিরোধবশতঃ অদ্বৈত-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করা না হয়, অর্থাৎ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং একের অভাব-বোধনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র দ্বারা অপরের সত্তা-প্রতিপাদন স্বীকার করিতে গেলেও যদি বিরোধ

উপস্থিত হয়; [তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] অদ্বৈত-প্রতিপাদনে যদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই স্বীকার করা না হয়, এবং দ্বৈতমাত্রেরই অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতের সত্যতা বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় 'শূন্যবাদই ত' স্বীকার করা হইল। * না—তাহা হয় না। কোন একটি আশ্রয় না থাকিলে যে রজ্জু-সর্পাদিরই কল্পনা হইতে পারে না, তাহা ত পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব এখন আবার সেই খণ্ডিত আপত্তিরই উত্থাপন করিতেছ কিরূপে?

[শূন্যবাদী পুনশ্চ] প্রশ্ন করিতেছেন যে, ভাল, সর্পকল্পনার (ভ্রমের) আশ্রয়ীভূত রজ্জুও ত কল্পিত—অসত্য; সুতরাং [অদ্বৈতের সত্যতা-সাধনে উহা] দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। না—এ আপাত্ত হইতে পারে না; কারণ, যাহা কল্পিত নহে (সত্য), বিকল্প বা ভ্রমবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে পর অকল্পিতত্ব নিবন্ধনই ত তাহার (অদ্বৈতের) সত্যতা সিদ্ধ হয়। যদি বল, রজ্জু-সর্পের ন্যায় তাহারও অসত্যতা হউক? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, অকল্পিত রজ্জুভাব যেরূপ সর্পাভাব-জ্ঞানের পূর্ব্বেও সত্য, অতএব উহা একান্তই কল্পিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মও যখন একেবারেই অকল্পিত, [সুতরাং তাঁহার অসত্যতাও সম্ভাবিত হইতে পারে না]। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত বিকল্প-কল্পনার কর্ত্তা, সেই বিকল্পয়িতাকে ত সর্প-কল্পনার পূর্ব্বেই সিদ্ধ বা অকল্পিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কাজেই অসত্ত্ব বা শূন্যবাদের সম্ভাবনা হয় না।

ভাল, স্বরূপতঃ দ্বৈতবিজ্ঞানের উপর যখন নিষেধ-শাস্ত্রের কোনরূপ

---

* তাৎপর্য্য—বৌদ্ধের একটি সম্প্রদায়কে 'শূন্যবাদী' বলে। তাঁহারা বলেন, জগতে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে; শূন্যই একমাত্র যথার্থ সত্য। যাহা কিছু সত্তাবান্ পদার্থ—ঘটপটাদি, তৎসমুদায়েরই পরিণামে ধ্বংসের পর শূন্যে পর্য্যবসান হইয়া থাকে। দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল; কেন না, দীপশিখা প্রতিনিয়তই এক একটি করিয়া হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ জগতের সমস্ত সৎপদার্থ ই অসৎ। আলোচ্য স্থলেও কেবল দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতসত্তা প্রতিপাদনে তাহার উদ্দেশ্য নাই; কাজেই দ্বৈত ও অদ্বৈত কোন বিষয়ই সত্য না হওয়ায় শূন্যবাদ আসিয়া পড়িল।

ব্যাপার নাই, তখন সেই শাস্ত্র দ্বৈতবিষয়ক জ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে কিরূপে? না—এ দোষও হয় না; কারণ, রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতেও দ্বৈতভাব অধ্যস্ত হইয়াছে। কি প্রকারে?— 'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়, জাত, মৃত, জীর্ণ, দেহী, আমি দর্শন করিতেছি, ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপ, কর্ত্তা, সফল, সংযুক্ত, বিযুক্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ এবং এ সমস্ত আমার' ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সর্প-জলধারাদি নানাবিধবিকল্পের মধ্যে রজ্জু যেমন অনুস্যূতই থাকে, তেমনি উক্ত অধ্যাস-সমূহেও আত্মা সর্ব্বদাই অনুস্যূত রহিয়াছে; কারণ, তাহার কোথাও ব্যভিচার বা অভাব নাই। এইরূপই যখন নিয়ম, তখন স্বতঃসিদ্ধ বিশেষ্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত প্রতীতি বিষয়ে শাস্ত্রের আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। বিশেষতঃ শাস্ত্র হইতেছে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক; সেই শাস্ত্র যদি কৃতানুকারী অর্থাৎ বিজ্ঞাত-জ্ঞাপক (অনু-বাদক) হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যেহেতু আত্মাতে অবিদ্যারোপিত সুখিত্বাদি বিশেষ ভাবসমূহের বাধাবশতঃ আত্মার স্বরূপাবস্থানও সিদ্ধ হইতেছে না; পরন্তু এই স্বরূপাবস্থানই জীবের পরম শ্রেয়ঃ; অতএব, "নেতি নেতি অস্থূলং" অর্থাৎ 'ইহা আত্মা নহে', 'আত্মা স্থূল নহে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সুখিত্বাদি ধর্ম্ম-প্রতিষেধক শাস্ত্রও আত্মার অসুখিত্বাদি প্রতীতি সমুৎপাদন করায় সাফল্য লাভ করিয়া থাকে; [অতএব অদ্বৈত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতেছে না।] বিশেষতঃ আত্ম-স্বরূপ যেরূপ সুখিত্বাদি বিভিন্ন প্রতীতিতে অনুগত থাকে, তদ্রূপ সুখিত্বাদি রূপ বিভিন্ন প্রত্যয়ে অনুগত অসুখিত্বাদি বলিয়া যে কোনরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা নহে। যদি অনুগত থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণ অগ্নিতে যেরূপ শীতলতা ধর্ম্মের আরোপ হয় না, তদ্রূপ সুখিত্বাদি-রূপ বিশেষ ধর্ম্মও কখনই আত্মায় আরোপিত হইতে পারিত না। অতএব বুঝিতে হইবে, নির্ব্বিশেষ আত্মাতেই সুখিত্বাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কল্পিত হইয়া থাকে। আত্মার অসুখিত্বাদি-প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, কেবল সুখিত্বাদি ধর্ম্মবিশেষের প্রতিষেধ করাই তাহার উদ্দেশ্য; কারণ, শাস্ত্রজ্ঞগণের এইরূপ একটি সূত্র আছে যে, 'সুখিত্বাদি

ধর্ম্মের প্রতিষেধ করে বলিয়া অস্থূলত্বাদি-বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়' * ॥ ৬১ ॥ ৩২

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩

সরলার্থঃ

অয়ম্ (আত্মা) অসদ্ভিঃ (পরমার্থসত্তারহিতৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভাবৈঃ (প্রাণাদিভিঃ) [পরমার্থসত্যেন] অদ্বয়েন (অদ্বিতীয়ত্বেন) চ (অপি) কল্পিতঃ (বিকল্পাস্পদতাং নীতঃ)। ভাবাঃ (প্রাণাদয়ঃ) অপি অদ্বয়েন (সতা আত্মনা) কল্পিতাঃ (স্বস্মিন্ আরোপিতাঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) অদ্বয়তা (কল্পনাকালেঽপি অদ্বয়ভাবঃ এব) শিবা (সর্ব্বভয়নিবারকত্বাৎ শুভা) [ভবতি ইতি শেষঃ]।

এই [পরমার্থ সত্য] আত্মাই অসত্য (কল্পিত) প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং স্বীয় অদ্বয়রূপেও কল্পিত হন। প্রাণাদি পদার্থসমূহও আবার অদ্বয়ভাবে (সৎরূপে) কল্পিত হয়; অতএব অদ্বয়ভাবই মঙ্গলময় [দ্বৈতভাব নহে] ॥ ৬২ ॥ ৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পূর্ব্বশ্লোকার্থস্য হেতুমাহ—যথা রজ্জ্বামসদ্ভিঃ সর্প-ধারাদিভিরদ্বয়েন রজ্জুদ্রব্যে সতা অয়ং সর্পঃ, ইয়ং ধারা, দণ্ডোঽয়ম্ ইতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্প্যতে, এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈঃ অসদ্ভিরেবাবিদ্যমানৈঃ, ন পরমার্থতঃ। নহ্যপ্রচলিতে মনসি কশ্চিদ্ভাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাত্মনঃ প্রচলনমস্তি। প্রচলিতস্যৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। অতোঽসদ্ভিরেব প্রাণাদিভির্ভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসতা আত্মনা রজ্জুবৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদভূতেন অয়ং স্বয়মেব আত্মা কল্পিতঃ সদৈকস্বভাবোঽপি সন্। তে চাপি প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনৈব সতা আত্মনা বিকল্পিতাঃ; নহি নিরাস্পদা কাচিৎ কল্পনা উপলভ্যতে; অতঃ সর্ব্ব-কল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনা অদ্বয়স্য অব্যভিচারাৎ কল্পনাবস্থায়ামপি অদ্বয়তা শিবা

* তাৎপর্য্য—"সিদ্ধং তু" ইত্যাদি সূত্রটির অর্থ এইরূপ—ব্রহ্মণি পদানাং ব্যুৎপত্ত্যভাবেঽপি সিদ্ধমেব শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্ অভাববোধনব্যুৎপন্ন-নঞ্‌পদসংসৃষ্টৈঃ স্থূলাদি-ব্যুৎপন্নপদৈঃ স্বাভাবিক-দ্বৈতাভাববোধনেন অধ্যস্তনিবর্ত্তকত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। [আনন্দগিরিঃ]। অর্থাৎ ব্রহ্মবোধনে কোন শব্দের সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা শক্তি না থাকিলেও, নিশ্চয়ই তদ্‌বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, অভাব-বোধনে ব্যুৎপন্ন (শক্তিমান্) নঞ্‌পদের ('ন' পদের) সহিত মিলিত করিয়া ব্যুৎপন্ন (যাহার অর্থবোধন-ক্ষমতা সিদ্ধ আছে, সেই) স্থূল প্রভৃতি (নঞ্‌যোগে অস্থূলাদি-রূপ) শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন দ্বারা ঐ শাস্ত্রই অধ্যস্ত স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে।

ল্পনা এব স্বশিবাঃ, রজ্জুসর্পাদিবৎ ত্রাসাদিকারিণ্যো হিতাঃ। অদ্বয়তা অভয়া; যতঃ সৈব শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্ব শ্লোকে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে হেতু-প্রদর্শন করিতেছেন—রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প জলধারাদি ভাবে এবং অদ্বয়ভাবে—অর্থাৎ একই রজ্জু যেমন সত্য রজ্জুদ্রব্যরূপে এবং 'ইহা সর্প, ইহা জলধারা অথবা ইহা দণ্ড' ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি [আত্মাও] অসৎ—অবিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থসত্তাশূন্য প্রাণাদি অনন্ত পদার্থরূপে [কল্পিত হয়]। কেন না, মন চঞ্চল বা ক্রিয়োন্মুখ না হইলে কেহ কখনও কোন বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না; অথচ আত্মার কখনও প্রচলন (ক্রিয়া) নাই; সুতরাং প্রচলিত (চিন্তা-পরিণত) মনের পরিকল্পিতরূপে উপলভ্যমান্ পদার্থসমূহকে পরমার্থসৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না। অতএব অসৎস্বরূপ প্রাণাদি পদার্থাকারে এবং সর্ব্ব কল্পনার আশ্রয়ীভূত পরমার্থসৎ অদ্বয় আত্মাকারে—এই আত্মা সর্ব্বদা একরূপ হইলেও স্বয়ংই তদাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। আবার সেই প্রাণাদি পদার্থসমূহও এই পরমার্থ-সৎ অদ্বয় আত্মস্বরূপে কল্পিত হয়; কারণ আশ্রয় ব্যতীত কোন কল্পনাই উৎপন্ন হয় না; অতএব সমস্ত কল্পনার আশ্রয়ত্ব হেতু এবং স্বরূপতও অদ্বয়ভাবের ব্যভিচার না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] প্রাণাদি কল্পনাকালেও অদ্বয়তাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, কল্পনাটাই কেবল অমঙ্গল; কারণ, কল্পনা অসত্য হইলেও রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় ত্রাসাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু অদ্বয়ভাবে কোন ভয় নাই; অতএব তাহাই মঙ্গলময় ॥ ৬২ ॥ ৩৩

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্‌নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

সরলার্থঃ

নানা (নানাত্বেন প্রতীয়মানং) ইদং (জগৎ) আত্মভাবেন (পরমার্থ-স্বরূপেণ) ন [সৎ], স্বেন (স্বস্বরূপেণ জগদাকারেণ) অপি (সমুচ্চয়ে) কথঞ্চন (কথমপি)

ন [সৎ]; কিঞ্চিৎ (কিমপি বস্তু) পৃথক্ (ব্রহ্মণঃ ভিন্নং) ন, অপৃথক্ (ব্রহ্মস্বরূপং চ) ন [ভবতি], ইতি (এবং) তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বদর্শিনঃ) বিদুঃ (জানন্তি)।

নানারূপে প্রতীতিগোচর এই জগৎ ব্রহ্মরূপেও সৎ নহে, এবং স্বরূপতও (জগৎরূপেও) সৎ নহে; কোন বস্তুই [ব্রহ্ম হইতে] পৃথক্ও নহে, আবার অপৃথক্ও (অভিন্নস্বরূপও) নহে, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কুতশ্চাদ্বয়তা শিবা? নানাভূতং পৃথক্ত্বম্ অন্যস্য অন্যস্মাৎ যত্র দৃষ্টং, তত্রাশিবং ভবেৎ। ন হ্যত্রাদ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাত্মভাবেন পরমার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানা বস্ত্বন্তরভূতং ভবতি; যথা রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণো ন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোঽস্তি, তদ্বৎ। নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাত্মনা ইদং বিদ্যতে কদাচিদপি, রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতত্বাদেব। তথা অন্যোন্যং ন পৃথক্ প্রাণাদি বস্তু; যথা অশ্বান্মহিষঃ পৃথগ্বিদ্যতে, এবম্। অতঃ অসত্ত্বাৎ নাপি অপৃথগ্বিদ্যতেঽন্যোন্যং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি। এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ। অতঃ অশিবহেতুত্বাভাবাৎ অদ্বয়তৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ

অদ্বয়তাই বা শিব কেন? [উত্তর—] যেখানেই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর নানাত্ব—পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানেই অশিব হইয়া থাকে। কেন না, পরমার্থসৎ এই অদ্বিতীয় আত্মাতে [কল্পিত] প্রাণাদি-সংসারাত্মক এই জগৎ আত্মভাবে—পরমার্থসত্যরূপে নিরূপণ করিলে পর নানা অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, রজ্জুকে রজ্জুস্বরূপে চিন্তা করিলে তাহাতে যেমন নানাভূত অর্থাৎ রজ্জু হইতে যেরূপ পৃথক্রূপে কল্পিত সর্প আর সত্তালাভ করে না, ইহাও সেইরূপ। আর স্বীয় প্রাণাদিস্বরূপেও যে, এই জগৎ কখনও বিদ্যমান (সত্তাযুক্ত) হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, ইহাও রজ্জুসর্পের ন্যায় নিশ্চয়ই কল্পিত। সেইরূপ, অশ্ব হইতে যেরূপ মহিষের পৃথক্ সত্তা আছে; তদ্রূপ প্রাণাদি বস্তুগুলিরও যে, পরস্পর পৃথক্ সত্তা আছে, তাহা নহে; অতএব অসত্যতা নিবন্ধনই পরস্পর বা অপরের সহিত ইহাদের অপৃথগ্ভাবও নাই। পরমার্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণগণ এইরূপই অবগত আছেন। অতএব অমঙ্গলের কোনও কারণ না থাকায় এই অদ্বয়ভাবই মঙ্গলময় ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

সরলার্থঃ

[তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তোতুমাহ—বীতেত্যাদি।]—বীতরাগ-ভয়ক্রোধৈঃ (বীতাঃ অপগতাঃ রাগঃ বিষয়াভিলাষঃ, ভয়ং, ক্রোধঃ চ যেভ্যঃ, তে তথোক্তাঃ, তৈঃ) বেদপারগৈঃ (বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈঃ) মুনিভিঃ (মননশীলৈঃ কর্তৃভিঃ) অয়ং (আত্মা) হি (নিশ্চয়ে) নির্ব্বিকল্পঃ (প্রাণাদি-বিকল্পরহিতঃ) প্রপঞ্চোপশমঃ (নিষ্প্রপঞ্চঃ) অদ্বয়ঃ (দ্বৈতসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) [চ] দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ)।

রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণকর্তৃক এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, দ্বৈতবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তূয়তে—বিগতরাগ-ভয়-দ্বেষ-ক্রোধাদিসর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বদা মুনিভিঃ, মননশীলৈর্ব্বিবেকিভিঃ, বেদপারগৈঃ অবগতবেদার্থতত্ত্বৈর্জ্ঞানিভিঃনির্ব্বিকল্পঃ সর্ব্ববিকল্পশূন্যঃ অয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো দ্বৈতভেদবিস্তারঃ, তস্যোপশমোঽভাবো যস্মিন্, স আত্মা প্রপঞ্চোপশমঃ, অতএব অদ্বয়ঃ। বিগতদোষৈরেব পণ্ডিতৈঃ বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যঃ, নান্যৈঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈঃ তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

ভাষ্যানুবাদ

সেই এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে—সর্ব্বদা যাঁহাদের রাগ (বিষয়ানুরাগ), ভয়, দ্বেষ ও ক্রোধাদি সমস্ত দোষ অপগত হইয়াছে, এবং যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন ; বেদান্তার্থ-নিরূপণ-তৎপর সেই সমস্ত মুনিগণকর্তৃক—বিবেকসম্পন্ন মননশালী জ্ঞানিগণ-কর্তৃক এই আত্মা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্পনাসম্বন্ধ-রহিত, প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ দ্বৈতভেদের বিস্তাররূপ যে প্রপঞ্চ, যেখানে তাহার উপশম রহিয়াছে [তাহাই প্রপঞ্চোপশম]। যেহেতু সেই আত্মা প্রপঞ্চোপশম, সেই হেতুই অদ্বয়। অভিপ্রায় এই যে, রাগদ্বেষরহিত ও বেদান্তার্থচিন্তাতৎপর সন্ন্যাসিগণই পরমাত্মাকে দেখিতে

পান, কিন্তু তদ্ভিন্ন রাগদ্বেষাদি-দোষ-কলুষিতচিত্ত [অতএব] স্বপক্ষ-পাতদর্শী অপর তার্কিকগণ দেখিতে পান না ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

সরলার্থঃ

তস্মাৎ এনং (আত্মানং) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং সর্ব্ববিকল্পাদিশূন্যং) বিদিত্বা (বিশেষতঃ জ্ঞাত্বা) অদ্বৈতে (অদ্বৈতভাবোপগমে) স্মৃতিং (মতিং) যোজয়েৎ (সম্পাদয়েৎ)। অদ্বৈতং (অদ্বিতীয়ভাবং) সমনুপ্রাপ্য (সম্যক্ অনুভূয়) জড়বৎ (জড়ইব) লোকম্ আচরেৎ (আত্মানং অপ্রকাশয়ন্ লোকব্যবহারং কুর্য্যাদিত্যাশয়ঃ) ॥

অতএব, আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া সেই অদ্বৈততত্ত্ববিষয়েই মনোনিবেশ করিবে, এবং আত্মাকে অবগত হইয়া জড়ের ন্যায় লোকের সহিত ব্যবহার করিবে ; অর্থাৎ আপনার জ্ঞানিভাব প্রকাশ করিবে না ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম

যস্মাৎ সর্ব্বানর্থপ্রশমনরূপত্বাৎ অদ্বয়ং শিবম্ অভয়ম্, অতএবং বিদিত্বা অদ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ ; অদ্বৈতাবগমায়ৈব স্মৃতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ অদ্বৈতম্ অবগম্য 'অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইতি বিদিত্বা অশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাদপরোক্ষাৎ অজমাত্মানং সর্ব্বলোকব্যবহারাতীতং জড়বৎ লোকমাচরেৎ—অপ্রখ্যাপয়ন্ আত্মানমহম্ এবং-বিধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-প্রশমনের কারণ বলিয়া অদ্বয়ই অভয় ও মঙ্গলময় ; অতএব ইহাকে (আত্মাকে) জানিয়া অদ্বৈত-বিষয়ে স্মৃতি সংযোজনা করিবে, অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বাবগতি-বিষয়েই স্মৃতি করিবে। সেই অদ্বৈত অবগত হইয়া 'আমি হইতেছি পরব্রহ্মস্বরূপ', ইহা অবগত হইয়া ভোজনেচ্ছাদিরহিত, সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ জন্মশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার লোকব্যবহারাতীত আত্মাকে (আপনাকে) জড়ের ন্যায় আচরণ করিবে। অভিপ্রায় এই যে, 'আমি এবংপ্রকার' এইরূপে আপনাকে প্রকাশিত না করিয়া আচরণ করিবে ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

সরলার্থঃ

[আচারপ্রকারমাহ—নিঃস্তুতিরিত্যাদিনা।]—যতিঃ (সংযমশীলঃ বিদ্বান্) নিঃস্তুতিঃ (নিঃ নাস্তি স্তুতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) নির্নমস্কারঃ (নমস্কাররহিতঃ) নিঃস্বধাকারঃ (পৈত্রকর্ম্মবর্জ্জিতঃ), চলাচলনিকেতঃ (চলম্ অচলং চ শরীরং নিকেতঃ আশ্রয়ঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) এব চ সন্ যাদৃচ্ছিকঃ (যদৃচ্ছাপ্রাপ্তপরিতুষ্টঃ) ভবেৎ, নতু গ্রাসাচ্ছাদনার্থং যত্নং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥

উক্ত যতি (যমশীল জ্ঞানী) স্তুতিহীন, নমস্কারবর্জ্জিত, পৈত্রকর্ম্মরহিত হইয়া কেবল চলাচল-স্বভাব শরীর-মাত্রাশ্রিতভাবে যাদৃচ্ছিক হইবেন অর্থাৎ ঘটনাক্রমে লব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম

কয়া চর্য্যয়া লোকমাচরেদিত্যাহ—স্তুতিনমস্কারাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ, ত্যক্ত-সর্ব্ববাহ্যৈষণঃ প্রতিপন্নপরমহংসপারিব্রাজ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ, অচলম্ আত্মতত্ত্বম্, যদা কদাচিদ্ভোজনাদি-সংব্যবহারনিমিত্তম্, আকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বম্ আত্মনো নিকেতম্ আশ্রয়মাত্ম-স্থিতিং বিস্মৃত্য 'অহম্' ইতি মন্যতে যদা, তদা চলো দেহো নিকেতো যস্য, সোঽয়-মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্ব্বাহ্যবিষয়াশ্রয়ঃ। স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ যদৃচ্ছাপ্রাপ্তকৌপীনাচ্ছাদন-গ্রাসমাত্রদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ

কিরূপ ভাবে লোক-ব্যবহার করিবে? তাহা বলিতেছেন—স্তুতি-নমস্কারাদি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা-বর্জ্জিত, অর্থাৎ পরমহংস-পারিব্রাজ্যধারী (সন্ন্যাসী); যেহেতু এ বিষয়ে 'এই সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য এবং 'যাঁহাদের বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা, তাঁহাতে (ব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং যাঁহারা তাঁহাতেই শরণাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র আছে। প্রতিক্ষণে অন্যথাভাব হয় বলিয়া এই শরীরই 'চল', আত্মতত্ত্বই অচল (কূটস্থ); যখন কোন সময়েই ভোজনাদি ব্যবহারের জন্য আত্মা চঞ্চল হয় না,

অতএব আকাশবৎ অচল; সেই আত্মতত্ত্ব যাঁহার নিকেত বা আশ্রয়-স্থান, এবং যখন সেই আত্মস্থিতি বিস্মৃত হইয়া 'আমি' বলিয়া অভিমান করে, তখন চল দেহ যাঁহার নিকেত বা আশ্রয় হন, সেই এই বিদ্বান্ উক্ত প্রকারে চলাচল-দেহ হন; কিন্তু কখনও বাহ্য বিষয়কে আশ্রয় করেন না। তিনি যাদৃচ্ছিক হইবেন, অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) প্রাপ্ত কৌপীনাচ্ছাদন এবং সামান্য আহার্য্য দ্বারাই তাঁহার দেহরক্ষা হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরাসু গৌড়পাদীয়কারিকাসু
বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ২

সরলার্থঃ

[তদা সঃ] আধ্যাত্মিকং (আত্মবিষয়কং) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা (সম্যক্ অবগম্য), বাহ্যতঃ (বহিরপি) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তদারামঃ (ব্রহ্মতত্ত্বে এব আ—সম্যক্ রমতে যঃ, সঃ তথাভূতঃ) তত্ত্বীভূতঃ (তত্ত্বাদভিন্নতাং গতঃ সন্) তত্ত্বাৎ (পরতত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ) অপ্রচ্যুতঃ (ভ্রষ্টঃ ন) ভবেৎ। [সঃ কদাচিদপি তত্ত্বভ্রষ্টো ন ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

[সে সময় সেই বিবেকী পুরুষ] আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দর্শন করিয়া এবং বাহ্য তত্ত্বও অনুভব করিয়া তত্ত্বেই সর্ব্বদা প্রীতিমান্ ও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, কখনও তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন না ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তত্ত্বম্, আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং রজ্জুসর্পাদিবৎ স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অসৎ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মা চ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়ঃ 'তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতিশ্রুতেঃ। ইত্যেবং তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণঃ; যথা অতত্ত্বদর্শী কশ্চিৎ তম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নঃ চিত্তচলনমনু চলিতমাত্মানং মন্যমানঃ তত্ত্বাচ্চলিতং দেহাদিভূতম্ আত্মানং কদাচিন্মন্যতে—প্রচ্যুতোঽহম্ আত্মতত্ত্বাদিদানীমিতি। সমাহিতে তু মনসি কদাচিৎ তত্ত্বভূতং প্রসন্নমাত্মানং মন্যতে ইদানীমস্মি তত্ত্বীভূত ইতি। ন তথা আত্মবিত্তবেৎ। আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভবাচ্চ। সদৈব ব্রহ্মাস্মীত্য-

প্রচ্যুতো ভবেত্তত্ত্বাৎ, সদা অপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ।" "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে
দ্বিতীয়-প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ

বাহ্য পৃথিব্যাদি-তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি-তত্ত্ব, উভয়ই রজ্জুসর্পবৎ এবং স্বপ্নকালীন মায়ার ন্যায় অসৎ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'বিকার অর্থ কেবল বাক্যারম্ভ নাম মাত্র' ইত্যাদি। অথচ, আত্মা কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, জন্মরহিত, কারণরহিত ও কর্ম্মশূন্য, অন্তর ও বাহ্যরহিত, পরিপূর্ণ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, অতিশয় সূক্ষ্ম, অচল, নির্গুণ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয় স্বরূপ। কারণ, 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ', এই শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপে তত্ত্ব দর্শন করিয়া নিজেও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, এবং তত্ত্বারাম হন, অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ে প্রীতিভোগ করেন না। অতত্ত্বদর্শী কোন লোক যেরূপ মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক মনের চাঞ্চল্যানুসারে আত্মাকেও চলিত (ক্ষুব্ধ) মনে করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত এবং দেহাদিরূপে চলিত আপনাকে মনে করে, 'আমি এখন তত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত হইতেছি'। আর মন সমাহিত হইলে কখনও তত্ত্ব-স্বরূপ, নিত্যপ্রসন্ন আত্মাকে মনে করে যে, 'আমি এখন তত্ত্বীভূত হইয়াছি'। কিন্তু আত্মবিৎ কখনও সেরূপ মনে করেন না। কেননা, আত্মা একরূপ (কূটস্থ); সুতরাং কখনও তাঁহার স্বরূপপ্রচ্যুতি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বদাই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এই ভাবনা থাকায় স্বরূপপ্রচ্যুত হন না; কাজেই তিনি আত্মতত্ত্ব হইতে কখনও স্বরূপতঃ প্রচ্যুত হন না। 'কুক্কুরেও শ্বপাক চণ্ডালে [সমদর্শন করেন]।' 'সর্ব্বভূতে সমান [ঈশ্বরকে যিনি জানেন]' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্যানুবাদে বৈতথ্য-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত ॥

গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং
তৃতীয়ং প্রকরণম্

—— :*: ——

উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ ১

সরলার্থঃ

[তর্কবলেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রসাধ্য অদ্বৈতপারমার্থিকত্বমপি তর্কবলেনৈব সাধয়িতুং প্রকরণমিদম্ আরভ্যতে, উপাসনেত্যাদিভিঃ]—উপাসনাশ্রিতঃ (আত্মন উপাসনাং মোক্ষসাধনত্বেন প্রাপ্তঃ) ধর্ম্মঃ (দেহস্য প্রাণানাং বা ধারকত্বাৎ জীবঃ) জাতে (দেহাদ্যাকারেণ বিবর্ত্তমানে) ব্রহ্মণি বর্ত্ততে; যদ্বা, উপাসনাশ্রিতঃ (উপাসনাঙ্গরূপঃ তাৎকালিকঃ) ধর্ম্মঃ (অনুষ্ঠানাত্মকঃ) জাতে ব্রহ্মণি (কার্য্যব্রহ্মণি ঈশ্বরস্বরূপে) বর্ত্ততে [তুরীয়ে তু মানস-ব্যাপাররূপায়া উপাসনায়া অপ্রবৃত্তেরিত্যাশয়ঃ]। উৎপত্তেঃ (সৃষ্টেঃ) প্রাক্ (পূর্ব্বং তু) সর্ব্বম্ (আত্মানং, তদিতরৎ চ) অজং (জন্মরহিতং—ব্রহ্মস্বরূপং) [মন্যতে]। তেন (হেতুনা) অসৌ (উপাসকঃ জীবঃ) কৃপণঃ (ক্ষুদ্রাশয়ঃ) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ) [জ্ঞানিভিঃ ইতি শেষঃ]।

উপাসনাবলম্বী জীব কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আপনাকে তাহারই অধীন বলিয়া মনে করে; এবং উৎপত্তির পূর্ব্বেই সকলকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [বলিয়া মনে করে, বর্ত্তমান নহে]। এই কারণে [জ্ঞানিগণ] তাহাকে কৃপণ (ক্ষুদ্রাশয়) বলিয়া জানেন ॥ ৬৮ ॥ ১

শাঙ্কর ভাষ্যম্

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মেতি; প্রতিজ্ঞামাত্রেণ, "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি চ। তত্র দ্বৈতাভাবস্তু বৈতথ্যপ্রকরণেন স্বপ্ন-মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদিদৃষ্টান্তৈঃ দৃশ্যত্বাদ্যন্তবত্ত্বাদিহেতুভিঃ, তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ। অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যম্? আহোস্বিৎ তর্কেণাপি, ইত্যত আহ—শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্; তৎ কথম্ ইত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।

উপাস্যোপাসনাদিভেদজাতং সর্ব্বং বিতথং, কেবলশ্চাত্মা অদ্বয়ঃ পরমার্থঃ, ইতি

স্থিতমতীতে প্রকরণে। যত উপাসনাশ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গতঃ—উপাসকোঽহং, মমোপাস্যং ব্রহ্ম, তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানঃ অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং প্রতিপৎস্যে, প্রাগুৎপত্তেশ্চ অজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ। যদাত্মকোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতঃ জাতে ব্রহ্মণি চ বর্ত্তমানঃ, উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎস্য ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাত্মভিরিত্যভিপ্রায়ঃ। "যদ্বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্॥ ৬৮॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

ওঙ্কার নির্ণয়াবসরে কেবল প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, 'আত্মা প্রপঞ্চশূন্য, শিব ও অদ্বৈত; 'এবং আত্মজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত থাকে না', ইহাও কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতীত বৈতথ্য-প্রকরণে, স্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্টান্ত, দৃশ্যত্ব ও আদ্যন্তবত্তা (বিনাশশীলতা) প্রভৃতি হেতু দ্বারা এবং তর্কের সাহায্যেও দ্বৈতাভাবমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, অদ্বৈততত্ত্বটি কি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে? অথবা তর্কের সাহায্যেও? অর্থাৎ শাস্ত্র, তর্ক, এই উভয়ের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় কি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, তর্কের সাহায্যেও [অদ্বৈতভাব] বুঝিতে পারা যায়; তাহাই বা হয় কি প্রকারে? তন্নিরূপণার্থ এই অদ্বৈত-প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—অতীত প্রকরণে অবধারিত হইয়াছে যে, উপাস্য ও উপাসনাদি প্রভেদসমূহ মিথ্যা, কেবল অদ্বয় আত্মাই পরমার্থ সৎ; কারণ, উপাসনাশ্রিত অর্থাৎ আমি উপাসক, ব্রহ্ম আমার উপাস্য, এই ভাবে যিনি উপাসনাকেই মোক্ষ-সাধনরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহার উপাসনা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য-ব্রহ্মে অবস্থিত আমিই দেহপাতের পর জন্মরহিত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব; উৎপত্তির পূর্ব্বেও কিন্তু এই সমস্ত জগৎ এবং আমি, সকলেই অজ বা জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [ছিলাম]। আমি উৎপত্তির পূর্ব্বে যদাত্মক বা যে ব্রহ্মস্বরূপ ছিলাম, জন্মলাভের পর কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান আমি উপাসনার সাহায্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মভাবই লাভ করিব; এই প্রকারে উপাসনাবলম্বিত ধর্ম্ম, অর্থাৎ

সাধক পুরুষ যেহেতু এই প্রকার ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞ, সেই কারণেই এই সাধককে নিত্যব্রহ্মদর্শী মহাত্মগণ কৃপণ—দীন অর্থাৎ ক্ষুদ্রহৃদয় বলিয়া জানিয়াছেন। কারণ, তলবকার শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) [কথিত আছে যে,] 'যিনি বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং'রূপে (সম্মুখীন বস্তুরূপে) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে, অর্থাৎ তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না ॥ ৬৮ ॥ ১

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ ॥ ৬৯ ॥ ২

সরলার্থঃ

[যত উপাসনাশ্রিতো ধর্মঃ (জীবঃ) কৃপণঃ,] অতঃ অজাতি (জন্মরহিতং) সমতাং গতম্ (সর্ব্বত্র সমং) অকার্পণ্যং (ব্রহ্মস্বরূপম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যথা (যেন প্রকারেণ) সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ) জায়মানং (উৎপদ্যমানং) [অপি] কিঞ্চিৎ [বস্তু] [রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যাত্বাৎ পরমার্থতঃ] ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), [তথা ইতি শেষঃ] ॥

[যেহেতু উপাসনাশ্রিত জীব কৃপণস্বভাব] অতএব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, জন্মরহিত, অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব। যাহাতে [বুঝিতে পারা যায় যে,] সর্ব্বত্রই যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহার কিছুই জন্মিতেছে না, অর্থাৎ রজ্জু-সর্পের ন্যায় তৎসমস্তই কল্পিত মাত্র ॥ ৬৯ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্নুবন্ অবিদ্যয়া দীনমাত্মানং মন্যমানো জাতোঽহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্তে, তদুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপৎস্যে, ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ কৃপণো ভবতি যস্মাৎ, অতো বক্ষ্যামি অকার্পণ্যম্ অকৃপণভাবমজং ব্রহ্ম। তদ্ধি কার্পণ্যাস্পদং, 'যত্রান্যোঽন্যৎপশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি, তদল্পং,' 'মর্ত্ত্যং তৎ', 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদ্বিপরীতং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমকার্পণ্যং ভূমাখ্যং ব্রহ্ম যৎ প্রাপ্য অবিদ্যাকৃতসর্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিঃ, তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তদজাতি অবিদ্যমানা জাতিরস্য, সমতাং গতং সর্ব্বসাম্যং গতম্; কস্মাৎ? অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু, তদবয়ববৈষম্যং গচ্ছৎ জায়ত ইত্যুচ্যতে; ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎ সমতাং গতমিতি ন কৈশ্চিদ-

বয়বৈঃ স্ফুটতি, অতঃ অজাতি অকার্পণ্যম্; সমন্ততঃ সমন্তাৎ যথা ন জায়তে কিঞ্চিদল্পমপি ন স্ফুটতি, রজ্জুসর্পবদবিদ্যাকৃত-দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্বতঃ অজমেব ব্রহ্ম ভবতি, তথা তৎ প্রকারং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু, বাহ্যাভ্যন্তর-সহকৃত অজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যাবশে আপনাকে দীন মনে করিয়া 'আমি জাত হইয়াছি, জন্মের পরও কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছি,' এবং 'তাঁহার উপাসনা আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিব,' এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন জীব কৃপণ হইতেছে, অতএব, অকার্পণ্য অর্থাৎ অকৃপণস্বভাব জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিব। 'যে অবস্থায় অপরে অপরকে দেখে, অপরকে শ্রবণ করে এবং অপরকে জানে, তাহা অল্প অর্থাৎ তাহাই মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল।' 'বিকার অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,ঐরূপ দীনভাবই কার্পণ্য-স্থান,আর তদ্বিপরীত-ভাবাপন্ন, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ ভূমা ব্রহ্মই অকার্পণ্যস্বরূপ। অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাকৃত সমস্ত কার্পণ্যের নিবৃত্তি হয়, সেই অকার্পণ্য বলিব। তাহাই অজাতি, অর্থাৎ যাহার জাতি বা জন্ম নাই; সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের সহিত সমানভাবপ্রাপ্ত। কারণ কি? যেহেতু তাঁহার অবয়বকৃত বৈষম্য নাই। যে বস্তু সাবয়ব, তাহাই অবয়ব-বৈষম্য লাভ করিয়া 'উৎপন্ন হইতেছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরবয়ব; সুতরাং সর্ব্বসাম্য প্রাপ্ত হন, কোন অবয়ব দ্বারাই অভিব্যক্ত বা বিকৃত হন না; এইজন্যই তিনি জন্মরহিত, কার্পণ্যদোষশূন্য এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, অবিদ্যাকৃত ভ্রমদৃষ্টিবশতঃ রজ্জু-সর্পবৎ জায়মান হইলেও বস্তুতঃ অতি অল্পমাত্রও যে প্রকারে জন্মে না, সর্ব্বতোভাবে অজই থাকেন, সেই প্রকার [বলিতেছি,] শ্রবণ কর ॥ ৬৯ ॥ ২

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৭০ ॥ ৩

সরলার্থঃ

আকাশবৎ (আকাশেন তুল্যঃ) আত্মা (পরমাত্মা) হি ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটোপহিতাকাশতুল্যৈঃ) জীবৈঃ (অন্তঃকরণোপহিতৈঃ চিদাভাসৈঃ) উদিতঃ (উৎপন্নঃ) [জীবভাবেন উৎপন্ন ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ]। ঘটাদিবৎ (ঘটাদিভিরিব) সংঘাতৈঃ (দেহৈঃ) চ (অপি) [উৎপন্নঃ ভবতি]। জাতৌ (আত্মনো জন্মনি) এতৎ নিদর্শনং (দৃষ্টান্তঃ), [যথোক্তাকাশবৎ আত্মা, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

পরমাত্মা আকাশবৎ হইয়াও ঘটাকাশসদৃশ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, এবং ঘটাদির ন্যায় দেহ-সংঘাত ভাবেও উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। আত্মার জন্ম-বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত ॥ ১০ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তৎসিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীত্যাহ—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্ব্বগতঃ আকাশবদুক্তঃ জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যৈঃ উদিত উক্তঃ ; স এব আকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা, ঘটাকাশৈর্যথা, আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ, তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নঃ। জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমা ন পরমার্থত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথা উৎপদ্যন্তে, এবমাকাশস্থানীয়াৎ পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূত-সঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যকরণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে। অত উচ্যতে—"ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈরুদিতঃ" ইতি। যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যা আত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাম্, তদা জাতাবুপগম্যমানায়াম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদিঃ ॥ ১০ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আমি, জন্মহীন (অজ) অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিব এবং তাহা প্রমাণ করিবার — হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব ; এইজন্য বলিতেছেন—যেহেতু পরমাত্মা আকাশবৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; সেই পরমাত্মাই ঘটাকাশ-তুল্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণ-কর্ত্তৃক আকাশ-সদৃশ কথিত হইয়াছেন। অথবা, ঘটাকাশ দ্বারা আকাশ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি পরমাত্মাও জীবগণ-রূপে উৎপন্ন

হন। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্রে যে, পরমাত্মা হইতে জীবগণের উৎপত্তি শোনা যায়, তাহা ঠিক মহাকাশ হইতে ঘটাকাশোৎপত্তির তুল্য, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। সেই আকাশ হইতেই যেমন ঘটাদি পদার্থনিচয় জন্মলাভ করে, ঠিক তেমনি আকাশ-স্থানীয় পরমাত্মা হইতে পৃথিব্যাদি ভূতসমষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি রজ্জু-সর্পবৎ কল্পিত ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই "ঘটাদিবচ্চ" কথা কথিত হইতেছে—শ্রুতি যখন অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রবোধার্থ আত্মা হইতে জীবাদি পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করেন, তখনই আত্মার জন্ম স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেই অবস্থায়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকার আকাশাদি দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে ॥ ৭০ ॥ ৩

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৭১ ॥ ৪

সরলার্থঃ

ঘটাদিষু প্রলীনেষু (কারণেষু লয়ং গতেষু সৎসু) ঘটাকাশাদয়ঃ (ঘটাদ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্না আকাশপ্রভৃতয়ঃ) যথা (যদ্বৎ) আকাশে (স্বস্বরূপে) সংপ্রলীয়ন্তে (সম্যক্ তদাত্মতাং গচ্ছন্তি) ; তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ (বুদ্ধিপরিচ্ছিন্নাঃ আত্মানঃ) ইহ আত্মনি (স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি) [প্রলীয়ন্তে ইতি শেষঃ]।

ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশও যেরূপ আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ [অন্তঃকরণরূপ উপাধির অপগমে] জীবগণও এই আত্মায় (ব্রহ্মে) বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ ; যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকাশাদি-প্রলয়ঃ, তদ্বদ্ দেহাদিসঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ, তৎপ্রলয়ে চ জীবানামিহ আত্মনি প্রলয়ঃ ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

ঘটাদির উৎপত্তিতে যেরূপ ঘটাকাশাদির উৎপত্তি, এবং ঘটাদির প্রলয়ে যেরূপ ঘটাকাশাদির প্রলয় হয়, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের (ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টির) সমুৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং তাহার

প্রলয়ে জীবগণের এই আত্মাতে প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে ॥ ৭১ ॥ ৪

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥ ৫

সয়লার্থঃ

যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ (বাহ্যমলৈঃ) যুতে (সতি), সর্ব্বে (ঘটাকাশাঃ) ন সংপ্রযুজ্যন্তে (ন লিপ্যন্তে), তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ সুখাদিভিঃ [ন লিপ্যন্তে ইতি শেষঃ]।

একটি ঘটাকাশ ধূলি-ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন সকল ঘটাকাশই তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি জীবও সুখাদি ধর্ম্ম দ্বারা (লিপ্ত হয় না)। [অর্থাৎ এক জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বারা অপরাপর জীব কখনই সুখী দুঃখী হয় না] ॥৭২॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্বদেহেষু আত্মৈকত্বে একস্মিন্ জনন-মরণ-সুখাদিমতি আত্মনি সর্ব্বাত্মনাং তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাৎ, ইতি যে আহুর্দ্বৈতিনঃ, তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে —যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুতে সংযুক্তে ন সর্ব্বে ঘটাকাশাদয়ঃ তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুজ্যন্তে, তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ।

নম্নু এক এবাত্মা? বাঢ়ম্; নম্নু ন শ্রুতং ত্বয়া—আকাশবৎ সর্ব্বসঙ্ঘাতেষু এক এবাত্মেতি। যদি এক এবাত্মা, তর্হি সর্ব্বত্র সুখী দুঃখী চ স্যাৎ। ন চেদং সাঙ্খ্যস্য চোদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাঙ্খ্য আত্মনঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপগমাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। ন চোপলব্ধিস্বরূপস্য আত্মনো ভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। ভেদাভাবে প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; প্রধানকৃতস্যার্থস্য আত্মনি অসমবায়াৎ; যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষেষু ভেদেন সমবৈতি, ততঃ প্রধানস্য পারার্থ্যমাত্মৈকত্বে নোপপদ্যতে, ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা। ন চ সাংখ্যৈর্বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষসমবেতোঽভ্যুপগম্যতে; নির্ব্বিশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মানোঽভ্যুপগম্যন্তে। অতঃ পুরুষসত্তামাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্য পারার্থ্যং সিদ্ধং, ন তু পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি। অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ ন প্রধানস্য পারার্থ্যং; ন চান্যৎ পুরুষভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্। পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্নিমিত্তীকৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্। পরশ্চোপলব্ধিমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রবৃত্তৌ হেতুঃ; ন কেনচিদ্‌ বিশেষেণেতি কেবলমূঢ়তয়ৈব পুরুষভেদকল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ।

যে তু আহুর্বৈশেষিকাদয়ঃ—ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি। তদপ্যসৎ; স্মৃতিহেতুনাং সংস্কারাণামপ্রদেশবতি আত্মনি অসমবায়াৎ। আত্ম-মনঃসংযোগাচ্চ-স্মৃত্যুৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ, যুগপদ্বা সর্ব্বস্মৃত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভিন্ন-জাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন আদিভিঃ সম্বন্ধো যুক্তঃ; ন চ দ্রব্যাৎ রূপাদয়ো গুণাঃ কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়া ভিন্নাঃ সন্তি। পরেষাং যদি হ্যত্যন্ত-ভিন্না এব দ্রব্যাৎ স্যুঃ ইচ্ছাদয়শ্চাত্মনঃ, তথা সতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। অযুতসিদ্ধানাং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুধ্যত ইতি চেৎ, ন; ইচ্ছাদিভ্যোঽনিত্যেভ্য আত্মনো নিত্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ, নাযুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ। আত্মনা অযুত-সিদ্ধত্বে চ ইচ্ছাদীনামাত্মগতমহত্ত্ববৎ নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ, আত্মনোঽনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্য চ দ্রব্যাদন্যত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্; যথা দ্রব্য-গুণয়োঃ। সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ; তথা সতি সমবায়-সম্বন্ধবতাং নিত্যসম্বন্ধ-প্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যাদীনাং স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যয়োরিব ষষ্ঠ্যর্থানুপপত্তিঃ। ইচ্ছাদ্যুপজনাপায়বদ্গুণবত্ত্বে চাত্মনোঽনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। দেহফলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবত্ত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি দোষৌ অপরিহার্য্যৌ। যথা ত্বাকাশস্য অবিদ্যাধ্যারোপিত ঘটাদ্যুপাধিকৃত-রজো-ধূমমলত্বাদি-দোষবত্ত্বং, তথা আত্মনোঽবিদ্যাধ্যারোপিত-বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃত-সুখ-দুঃখাদি-দোষবত্ত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরুধ্যন্তে; সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাকৃত-ব্যবহারাভ্যুপগমাৎ পরমার্থানভ্যুপগমাচ্চ। তস্মাদাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব তার্কিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি ॥ ১২ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

একই আত্মা যদি সমস্ত দেহে থাকে, তাহা হইলে এক আত্মা জন্মমরণ-সুখ-দুঃখাদি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত আত্মাই তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ক্রিয়াফলেরও সাংকর্য্য অর্থাৎ একজনের ক্রিয়াফল অপরে ভোগ করিতে পারে? যে সকল দ্বৈতবাদী এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এই কথা বলা হইতেছে,—একটি ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা সংযুক্ত হইলে, যেমন অপর সমস্ত ঘটাকাশ সেই ধূলি-ধূমাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি জীবগণও [অপরের] সুখাদি দ্বারা [স্পৃষ্ট হয় না]।

ভাল, আত্মা ত সর্ব্বত্রই এক; হাঁ, একই বটে; আকাশের ন্যায়

একই আত্মা যে, সমস্ত দেহে রহিয়াছেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? বেশ কথা, আত্মা যদি একই হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে। সাংখ্যমতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সাংখ্য কখনও আত্মায় সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতে সুখ-দুঃখাদি সমস্তই বুদ্ধি-সমবেত (বুদ্ধি-ধর্ম্ম); সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ আত্মার ভেদকল্পনা-পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই। যদি বল, আত্মার ভেদ না থাকিলে প্রধানের (প্রকৃতির) পারার্থ্য উপপন্ন হইতে পারে না; * না—এ আপত্তিও হইতে পারে না। কেন না, প্রকৃতি-সম্পাদিত কোন প্রয়োজনই (সুখ-দুঃখাদি বিষয়ই) আত্মাতে সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতি-সম্পাদিত বন্ধ-মোক্ষাদি প্রয়োজন যদি আত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার একত্ব পক্ষে প্রকৃতির পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না বলিয়াই পুরুষের ভেদ-কল্পনা আবশ্যক হইত; কিন্তু বন্ধ বা মোক্ষরূপ প্রয়োজন যে আত্মাতেই সম্পন্ন হয়, তাহা ত সাংখ্যবাদিগণ অঙ্গীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, আত্মা নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ। অতএব, কেবল পুরুষাস্তিত্ব নিবন্ধনই প্রকৃতির পরার্থতা (পুরুষার্থতা) সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই পরার্থতা যে, পুরুষের (আত্মার) ভেদজনিত, তাহা নহে। অতএব প্রকৃতির পরার্থতাই যে, আত্মভেদ-কল্পনার হেতু, তাহা নহে; অথচ সাংখ্যবাদিগণের পক্ষে আত্মভেদ-কল্পনার ইহা ছাড়া আর কোন প্রমাণও নাই। এই প্রধান (প্রকৃতি) অপরের (আত্মার) সত্তাকে সহায় করিয়া নিজেই বন্ধ ও

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ ও নিরবয়ব চেতনস্বরূপ, প্রকৃতি জড়-পদার্থ, ক্রিয়াশীল এবং সুখদুঃখাদি-সম্পন্ন। জড়পদার্থের নিজের কোনরূপ ভোগ নাই; সুতরাং তাহার সমস্ত কার্য্যই পরার্থ—পুরুষের উদ্দেশ্যে। পুরুষ, আত্মা একই পদার্থ। আত্মা যদি এক হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সম্পাদিত সুখ, দুঃখাদি কার্য্যগুলি একসঙ্গে সকল দেহেই সমানভাবে অনুভূত হইত; কেন না, দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা ত আর ভিন্ন নহে; সুতরাং একের সুখেই সকলে সুখী হইতে পারিত। অতএব, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং একের সুখ-দুঃখাদি অপরে ভোগ করে না। এখন ভাষ্যকার তাহাদের আত্মভেদ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনুভবস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতিগত চেষ্টার হেতুভূত হন, তাহাও কেবল স্বীয় সান্নিধ্যমাত্রে, কিন্তু অন্য কোন প্রকার বিশেষকার্য্য দ্বারা নহে, অর্থাৎ চেতন পুরুষ সন্নিহিত থাকায়ই অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তদুদ্দেশে পুরুষের কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না; অতএব, পুরুষ-বহুত্ব কল্পনা আর প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ করা কেবল মূঢ়তারই ফল।

আর বৈশেষিকগণ যে বলিয়া থাকেন, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মসমবেত, অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুলি স্বভাবতঃ আত্মাতেই থাকে, বুদ্ধিতে নহে। তাহাও উত্তম কথা নহে, কেন না, আত্মা প্রদেশহীন নিরবয়ব; স্মৃতিজ্ঞানের হেতুভূত সংস্কারসমূহ কখনই সেই আত্মাতে সমবেত থাকিতে পারে না। আর কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ স্মৃতি-সমুৎপত্তি স্বীকার করিলেও স্মৃতির নিয়ম (ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হওয়ার ব্যবস্থা) উপপন্ন হইতে পারে না।* পক্ষান্তরে, একসঙ্গেই সমস্ত স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ স্পর্শাদি গুণহীন বিভিন্নজাতীয় আত্মসমূহের সহিত মন প্রভৃতির সম্বন্ধও হইতে পারে না। কেন না, রূপরসাদি গুণসমূহ এবং কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ, সমবায়ও যে, ‡ দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে আছে, তাহা নহে। পরমতে (বৈশেষিক মতে) রূপরসাদি গুণসমূহ যদি দ্রব্য হইতে, আর ইচ্ছাদি গুণসমূহও যদি আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নই হয়, তাহা হইলে

* তাৎপর্য্য—আত্মা যখন অংশহীন অখণ্ড বস্তু, তখন তাহাতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, তাহা কোন স্থানবিশেষে থাকিতে পারে না; সুতরাং এক দেহে আত্মাতে স্মরণ হইলেই সর্ব্বদেহে তাহার বোধ হইতে পারে। প্রত্যেক মনের সহিতই প্রত্যেক আত্মার সংযোগ থাকায়, আত্মমনঃসংযোগও উহার ভেদক হইতে পারে না।

‡ তাৎপর্য্য—বৈশেষিক মতে সাধারণতঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব পদার্থ আছে; ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, পৃথক্ সত্তাবান্। তন্মধ্যে দ্রব্য অর্থ—যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গুণক্রিয়াদি থাকে। গুণ—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি চব্বিশটি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া। সামান্য অর্থ—জাতি, মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি। বিশেষ—পরমাণুর পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম, যাহার ফলে বিভিন্নপ্রকার পরমাণু হইতে বিভিন্নপ্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়। সমবায়—একপ্রকার সম্বন্ধ, যেমন গুণ, কর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতির সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ—সমবায়।

ত দ্রব্যের সহিত ঐ সকল গুণের সমবায়-সম্বন্ধও হইতে পারে না। যদি বল, 'অযুতসিদ্ধ' পদার্থসমূহের (জন্মসিদ্ধ যাহাদের সম্বন্ধ, সেই সকলের) পক্ষে সমবায়-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না; (রূপের সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকারে কোন আপত্তি হইতে পারে না)। না,— একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইচ্ছাদিগুণ সমুদয় অনিত্য (পরভবিক), আর আত্মা হইতেছে নিত্য, সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণোৎপত্তির পূর্ব্বেই বর্ত্তমান; অতএব, নিত্যানিত্য পদার্থের অযুত-সিদ্ধত্ব হইতে পারে না। আর যদি আত্মার সহিত ইচ্ছাদিগুণসমূহের অপৃথক্‌কালবর্ত্তিত্বরূপ অযুতসিদ্ধত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও আত্মগত মহৎপরিমাণ যেরূপ নিত্য, ইচ্ছাদি গুণগুলিও সেইরূপ নিত্য হইতে পারে; তাহাও ত তোমার অভিমত নহে; কারণ, তাহা হইলে আত্মার আর মুক্তি-সম্ভাবনা থাকে না। (কেন না, নিত্য ইচ্ছাদি গুণগুলি ত আত্মা হইতে কখনও বিযুক্ত হইতে পারে না।) [আরও এক কথা] সমবায়-সম্বন্ধটি যদি দ্রব্য হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে [তাহার জন্য] অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক হয়, যেরূপ দ্রব্য ও গুণের জন্য সমবায়নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর সমবায়ও যে নিশ্চয়ই নিত্য সম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না; তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ-নিত্যতা নিবন্ধন [উভয়ের মধ্যে] পার্থক্য থাকা প্রমাণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ অত্যন্ত ভিন্ন হইলে স্পর্শযোগ্য ও তদ্‌বিপরীত পদার্থ দ্বারা, যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি দ্রব্যগুণাদিরও সম্বন্ধ (দ্রব্যের গুণ ইত্যাদি প্রকার) নির্দ্দেশ করা যাইত না। আর আত্মা যদি উৎপত্তি-বিনাশশীল ইচ্ছাদি-গুণসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আত্মারও অনিত্যতা সম্ভব হইত; আর দেহাদির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও বিকারিত্ব এই দুইটি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। আমাদের মতে] কিন্তু, আকাশের যেমন অবিদ্যা-সমারোপিত ধূলিধূমাদি-দোষবত্তা হয়, তেমনি আত্মাতেও

অবিদ্যাসমারোপিত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত সুখদুঃখাদি-দোষসম্বন্ধ থাকিলেও, ব্যবহারসিদ্ধ বন্ধমোক্ষাদি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হয় না ; কারণ সমস্ত বাদীরাই ব্যবহারের অবিদ্যাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব তার্কিকগণের যে আত্মভেদ-কল্পনা, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা ॥ ৭৫ ॥ ৫

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্‌বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ৬

সরলার্থঃ

[আত্মন ঔপাধিকভেদসম্বন্ধম্ এব ভেদব্যবহারহেতুতয়া উপপাদয়তি—রূপেত্যাদিনা।] তত্র তত্র [আকাশে যথা—] রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাঃ (রূপাণি—ঘটাদ্যুপাধিকৃতানি আকাশস্য অল্পত্ব-মহত্ত্বাদীনি, কার্য্যাণি—জলাহরণাদীনি, সমাখ্যাঃ—নামানি—ঘটাকাশমঠাকাশাদীনি) চ (চকারঃ প্রত্যেকসম্বন্ধার্থঃ) ভিদ্যন্তে (ভিন্নাঃ ভবন্তি), আকাশস্য বৈ (পুনঃ) [স্বরূপতঃ] ভেদঃ (বিভাগঃ) ন অস্তি (ন ভবতি) ; জীবেষু (দেহোপাধিভিন্নেষু চৈতন্যেষু) [অপি] তদ্বৎ (ঘটাদ্যুপহিতাকাশবৎ এব) নির্ণয়ঃ (সিদ্ধান্তঃ) [বিবেকিনামিতি শেষঃ]।

ঘটাদি উপাধিসংযুক্ত সেই সেই আকাশে [যেরূপ] অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপ, জলাহরণাদি কার্য্য, এবং ঘটাকাশাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; [কিন্তু] আকাশের কোনই ভেদ হয় না ; জীবগণের (দেহোপহিত চৈতন্যের) সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও সেইরূপ ॥ ৭৩ ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপবরকাদ্যাকাশানাম্ অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে কার্য্যমুদকাহরণধারণ-শয়নাদি ; সমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশ-করকাকাশাদ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে ; তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽয়মাকাশে রূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব। পরমার্থতস্তু আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি। ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারোঽস্তি অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্। যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপাধিভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমদ্ভির্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

একই আত্মাতে কেবল অবিদ্যাকৃত ভেদ-নিবন্ধনই বা ভেদ-ব্যবহার উপপন্ন হয় কিরূপে? বলা হইতেছে—ব্যবহারক্ষেত্রে এই একই আকাশে যেমন ঘট, করক (কমণ্ডলু) ও অপবরক (গৃহ-বিশেষ) প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের অল্পত্ব-মহত্ত্বাদি রূপসমূহ (আকৃতি) বিভিন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ জলের আহরণ, ধারণ ও শয়নাদি কার্য্য এবং সেই উপাধিকৃত ঘটাকাশ ও করকাকাশ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে যে ঐ সমস্ত রূপনামাদি-বিভাগকৃত ভেদ-ব্যবহার, বস্তুতঃ তৎসমস্তই অসত্য; বাস্তবিক পক্ষে উহা দ্বারা আকাশের কোন প্রকারই ভেদ হয় না; কেন না, কোন একটি ঔপাধিক দ্বার অবলম্বন ব্যতীত কখনই আকাশের ভেদ-ঘটিত ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না। উক্ত উদাহরণ যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই দেহোপাধিভেদে বিভিন্নতাপন্ন, ঘটাকাশ-স্থলবর্ত্তী জীবসমূহেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ দেহাদি উপাধিভেদেই জীবগণের ভেদ, কিন্তু বাস্তবিক কোন ভেদ নাই ॥ ৭৩ ॥ ৬

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥ ৭৪ ॥ ৭

সরলার্থঃ

ঘটাকাশঃ (ঘটোপাধিক আকাশঃ) যথা আকাশস্য (মহাকাশস্য) বিকারাবয়বৌ (বিকারঃ পরিণামঃ, অবয়বঃ অংশঃ চ) ন [ভবতি], তথা জীবঃ (দেহাদ্যুপাধিকঃ) [অপি] সদা (নিত্যং) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বিকারাবয়বৌ ন [ভবতঃ], [অপিতু তৎস্বরূপ এব ইত্যভিপ্রায়ঃ।]

ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] তেমনি জীবও কখনই পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে, বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে ॥ ৭৪ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নহু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহার ইতি;

নৈতদস্তি ; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্ত ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা স্বর্ণস্ত রুচকাদিঃ ; যথা বা অপাং ফেনবুদ্বুদহিমাদিঃ ; নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্ত শাখাদিঃ। ন তথাকাশস্ত ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্ত পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্ত ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্ব্বদা যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ, নাপ্যবয়বঃ। অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, ঘটাকাশ প্রভৃতিতে যে রূপ ও কার্য্যাদিভেদ-ব্যবহার তাহা ত যথার্থই বটে, (মিথ্যা হইবে কেন ?) না, ইহা পরমার্থ হইতে পারে না ; কেন না, রুচকাদি অলঙ্কার যেরূপ স্বর্ণের বিকার, অথবা ফেনবুদ্বুদহিমাদি যেমন জলের বিকার, ঘটাকাশ কখনই তেমনি সত্য আকাশের বিকার নহে, বৃক্ষের শাখার ন্যায় উহা (মহাকাশের) অবয়ব বা অংশও নহে। ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে, সেইরূপ ঘটাকাশস্থানীয় জীবও মহাকাশস্থানীয় পরমার্থ সৎ পরমাত্মার—উক্ত দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ বিকার বা অবয়ব নহে। অতএব আত্ম-ভেদকৃত ভেদব্যবহার নিশ্চয়ই মিথ্যা ॥ ৭৪ ॥ ৭

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ ॥ ৭৫ ॥ ৮

সরলার্থঃ

বালানাং (শিশূনাং সমীপে) গগনং (আকাশং) যথা মলৈঃ (রজোধূমাদিভিঃ) মলিনং ভবতি (মলিনমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ), তথা অবুদ্ধানাং (অজ্ঞানাং সমীপে) আত্মা অপি মলৈঃ (বাহ্যদোষৈঃ রাগাদিভিঃ) মলিনঃ [ইব] ভবতি। (রাগাদিদোষদূষিত ইব প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)।

আকাশ যেমন বালকগণের নিকট ধূলিধূমাদি মলের দ্বারা মলিন [বলিয়া প্রতীত হয়], তেমনি অজ্ঞ জনগণের সমীপে আত্মাও রাগদ্বেষাদি-দোষে মলিন বলিয়া [প্রতিভাত হইয়া থাকে] ॥ ৭৫ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাদ্ যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহারঃ, তথা দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্মফল-মলবত্ত্বম্ আত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—যথা ভবতি লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদিমলৈর্ম্মলিনং মলবৎ, ন গগন-যাথাত্ম্যবিবেকবতাম্; তথা ভবত্যাত্মা পরোঽপি, যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্— ক্লেশকর্ম্মফলমলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং—প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতানাং, নাত্মবিবেকবতাম্। ন হি ঊষরদেশস্তৃট্‌বৎপ্রাণ্যধ্যারোপিতোদকফেনতরঙ্গাদিমান্, তথা নাত্মা অবুধা-রোপিতক্লেশাদিমলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ

ঘটাকাশাদি ভেদবুদ্ধি হইতে যেরূপ উক্ত রূপকার্য্যাদি ভেদ-ব্যবহার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি ব্যবহারও যেহেতু দেহো-পাধিকৃত জীবভেদ হইতেই সমুৎপন্ন হয়; সেই হেতু, আত্মার যে ক্লেশ* কর্ম্ম ও তৎফলভোগরূপ মলসম্বন্ধ, তাহাও নিশ্চয়ই উপাধি-কৃত, কিন্তু তাহা পারমার্থিক নহে। এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতি-পাদনেচ্ছায় বলিতেছেন—

সংসারে বালক অর্থাৎ অবিবেকিগণের নিকট যেমন গগন অর্থাৎ আকাশমণ্ডল মেঘ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা মলিন অর্থাৎ মালিন্যযুক্ত [বিবেচিত হয়], বস্তুতঃ গগনের প্রকৃত তত্ত্বাভিজ্ঞদিগের নিকট নহে; তেমনি যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ (সর্ব্বব্যাপী) পরমাত্মা, তিনিও প্রত্যক্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকদিগের নিকট ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-রূপ মলের দ্বারা মলিনবৎ হন; কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিবেকিগণের নিকট নহে। কারণ তৃষ্ণাতুর প্রাণিকর্তৃক জল, ফেন ও তরঙ্গাদি আরোপিত হইলেও ঊষর ভূমি (ক্ষার ভূমি) কখনই জলাদিসম্পন্ন হয় না; সেইরূপ আত্মাও কখনই অজ্ঞজনসমারোপিত ক্লেশাদি মলের দ্বারা মলিন হন না ॥ ৭৫ ॥ ৮

---

* তাৎপর্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে 'ক্লেশ' সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা জীব-গণের ক্লেশ-সমুৎপাদক, তাহারাই 'ক্লেশ' পদবাচ্য; সেই ক্লেশ পাঁচ প্রকার—

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥ ৭৬ ॥ ৯

সরলার্থঃ

[উক্তমেবার্থং বিশদয়তি—"মরণে" ইত্যাদিনা।]—মরণে (দেহাত্মসম্বন্ধ-ধ্বংসে) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) চ (অপি), গত্যাগমনয়োঃ (ইহলোকে পরলোকে চ গমনাগমনয়োঃ) অপি সর্ব্বশরীরেষু স্থিতৌ চ [আত্মা] আকাশেন (ঘটাকাশেন) অবিলক্ষণঃ (অপৃথক্স্বভাবঃ) [বেদিতব্যঃ]।

মৃত্যু, জন্ম, লোকান্তরে গমনাগমন এবং সর্ব্বশরীরে অবস্থিতিতেও ঘটাকাশের সহিত আত্মার বৈলক্ষণ্য নাই, অর্থাৎ ঘটাকাশের ন্যায়ই আত্মার জন্ম-মরণ ব্যবহার কেবল ঔপাধিক মাত্র ॥ ৭৬ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ঘটাকাশজন্মনাশগমনাগমনস্থিতিবৎ সর্ব্বশরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—ঘটাকাশের জন্ম, নাশ, গমন, আগমন ও স্থিতির ন্যায় আত্মারও যে সর্ব্বদেহে জন্মমরণাদি ব্যবহার, আকাশের সহিত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য (প্রকারভেদ) নাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥ ৯

সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥ ৭৭ ॥ ১০

সরলার্থঃ

সর্ব্বে সংঘাতাঃ (দেহাদয়ঃ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদেহবৎ) আত্ম-মায়াবিসর্জ্জিতাঃ (আত্মনঃ মায়য়া অবিদ্যয়া বিসর্জ্জিতাঃ উৎপাদিতাঃ) [ন পরমার্থতঃ সন্তঃ ইতি

"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। তন্মধ্যে (১) অবিদ্যা—অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করা। (২) অস্মিতা—বুদ্ধির সহিত আত্মাকে এক বলিয়া দর্শন করা। (৩) রাগ—বিষয়াভিনিবেশ। (৪) দ্বেষ—ইচ্ছার ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ। (৫) অভিনিবেশ—মরণাদিত্রাস।

ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) আধিক্যে (পশ্বাদি-দেহাপেক্ষয়া দেবাদিদেহানাম্ উৎকর্ষে) সর্ব্বসাম্যে (সর্ব্বেষাং সাম্যে) বা (অপি) উপপত্তিঃ (উৎকর্ষাদিজনকঃ হেতুঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ)।

সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি সমষ্টিই) স্বীয় মায়া বা অবিদ্যার সাহায্যেই সমুত্থিত হইয়াছে, (বস্তুতঃ উহারা সত্য পদার্থ নহে); কারণ, সমস্ত দেহাদিরই অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা সমতালাভে অপর কোন প্রকার কারণ নাই ॥ ৭৭ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদিসঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়াবি-কৃতদেহাদিবচ্চ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ, আত্মনো মায়া অবিদ্যা, তয়া প্রত্যুপস্থাপিতাঃ, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তির্য্যগ্‌দেহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদিকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানাং, যদি বা সর্ব্বেষাং সমতৈব, তেষাং ন হ্যুপপত্তিসম্ভবঃ সদ্ভাব-প্রতিপাদকো * হেতুর্ব্বিদ্যতে নাস্তি, হি যস্মাৎ; তস্মাৎ অবিদ্যাকৃতা এব ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

[ঘটাকাশের] ঘটাদি-স্থানীয় দেহাদি সংঘাতসমূহ স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ন্যায় এবং মায়াবি-প্রদর্শিত (ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত) দেহাদির ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা বিসর্জ্জিত অর্থাৎ আত্মার যে মায়া— অবিদ্যা (অজ্ঞান), তাহা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। কেন না, আধিক্য অর্থ—অধিকভাব (উৎকর্ষ); পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ অপেক্ষায় যে, দেবতা প্রভৃতির কার্য্যকরণাত্মক দেহের আধিক্য, অথবা, যদি সমস্ত দেহের সমতাই ঘটে, যেহেতু তৎসমুদায়ের সম্পাদনসমর্থ কোন কারণ নাই; সেই হেতুই [বুঝিতে হয়,] ঐ সমস্তই অবিদ্যাকৃত, পারমার্থিক সত্য নহে ॥ ৭৭ ॥ ১০

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥ ৭৮ ॥ ১১

* সম্ভবপ্রতিপাদকঃ ইতি বা পাঠঃ।

সরলার্থঃ

তৈত্তিরীয়কে (তৈত্তিরীয়শাখোপনিষদি) রসাদয়ঃ ('অন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ' ইত্যাদয়ঃ) যে (পঞ্চ) কোষাঃ (কোষশব্দিতাঃ) ব্যাখ্যাতাঃ (স্পষ্টং বর্ণিতাঃ); খং যথা (আকাশমিব) পরঃ (পরমাত্মা) তেষাং (কোষাণাং) আত্মা [সন্] জীবঃ (জীবনহেতুত্বাৎ জীবসংজ্ঞয়া) সংপ্রকাশিতঃ (বর্ণিতঃ), ["আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অস্মাভিঃ, ইতিশেষঃ]।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি (অন্নময়াদি) যে পাঁচটি কোষ ব্যাখ্যাত আছে, আকাশবৎ পরমাত্মাই সেই পঞ্চ কোষের আত্মস্বরূপ জীব বলিয়া আমরা [ইতঃপূর্ব্বে] প্রকাশ করিয়াছি ॥ ৭৮ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উৎপত্ত্যাদিবর্জ্জিতস্য অদ্বয়স্যাস্য আত্মতত্ত্বস্য শ্রুতিপ্রমাণকত্বপ্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপন্যস্যন্তে—রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোষা ইব কোষাঃ, অস্যাদেরিব উত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য, ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাখ্যাতাঃ তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্ল্যাং, তেষাং কোষাণামাত্মা, যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোষা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন; স হি সর্ব্বেষাং জীবননিমিত্তত্বাৎ জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ—পর এবাত্মা, যঃ পূর্ব্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতঃ; যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্ন-মায়াদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদয়ঃ কোষলক্ষণাঃ সঙ্ঘাতা আত্মমায়াবিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অস্মাভির্যথা খং, তথেতি সম্প্রকাশিতঃ "আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদিশ্লোকৈঃ। ন তার্কিকপরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ৭৮ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

উৎপত্ত্যাদিবিহীন অদ্বিতীয় বস্তুই যে প্রকৃত আত্মা, ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার উদ্দেশে শ্রুতিবাক্যসমূহ উল্লিখিত হইতেছে—তৈত্তিরীয়কে, অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে, রসাদি অর্থাৎ অন্নরসময় ও প্রাণময় প্রভৃতি যে সমস্ত কোষ * ব্যাখ্যাত আছে;

* তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যথাক্রমে এই পাঁচটি কোষ বর্ণিত আছে; যথা—(১) 'অন্নময়', (২) 'প্রাণময়', (৩) 'মনোময়', (৪) 'বিজ্ঞানময়', (৫) 'আনন্দময়'। তন্মধ্যে অন্নরসের পরিণামস্বরূপ স্থূলদেহ—অন্নময় কোষ।

অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উত্তরোত্তর কোষসমূহ অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্ব কোষগুলি বহির্ভূত বা বাহিরে অবস্থিত; এই কারণে খড়্গাধার কোষের সাদৃশ্যানুসারে অন্নময়াদিকে কোষ বলা হইয়া থাকে; সুতরাং কোষ অর্থ—কোষের ন্যায়; বাস্তবিকই কোষ নহে। সেই কোষসমূহের আত্মস্বরূপ; সর্ব্বাভ্যন্তরস্থ যে আত্মা দ্বারা পাঁচটি কোষই আত্মবান্ হইয়া থাকে; তাহাই সকলের জীবনের কারণ, এই নিমিত্ত 'জীব' শব্দবাচ্য। এই জীব কে? তাহাই বলিতেছেন—পরমাত্মাই, যিনি ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে রসাদি (অন্নময়াদি) কোষরূপ সঙ্ঘাতসমূহ স্বপ্ন ও মায়ার ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা সমুপস্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "আত্মাই আকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে আমরাও সেই আত্মাকে আকাশের সদৃশ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি। অভিপ্রায় এই যে, তার্কিক-কল্পিত আত্মার ন্যায় এই আত্মা কেবলই মনুষ্যবুদ্ধিমাত্রগম্য নহে, [পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণগম্য] ॥ ৭৮ ॥ ১১

দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২

সরলার্থঃ

[লোকে] যথা (যদ্বৎ) পৃথিব্যাম্ (অধিভূতে) উদরে (অধ্যাত্ম-জঠরে) চ আকাশঃ এব (এক এব আকাশ ইত্যর্থঃ) প্রকাশিতঃ (প্রকটিতঃ ভবতি), [তথা] মধুজ্ঞানে (বৃহদারণ্যকোক্ত মধুব্রাহ্মণে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (অধ্যাত্মম্ অধি-দৈবতং চ, যাবৎদ্বৈতবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ), পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ (আত্মতয়া নিরূপিতম্) [অস্তি ইতি শেষঃ]।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণ – প্রাণময় কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন—মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি-সংস্কৃত বুদ্ধি—বিজ্ঞানময় কোষ। আর প্রিয়, মোদ, প্রমোদ-নামক বৃত্তিযুক্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন 'কারণশরীর'— অবিদ্যাই আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রিয়বস্তুর দর্শনে, লাভে এবং ভোগে যে আনন্দ হয়, তাহাই যথাক্রমে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ নামে কথিত হয়।

সংসারক্ষেত্রে পৃথিবী ও উদর-মধ্যে যেমন একই আকাশ [অবস্থিত বলিয়া] প্রমাণিত হইয়া থাকে, তেমনি মধুব্রাহ্মণেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত—এই উভয় স্থানে একই ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ যঃ বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ আদ্বৈতক্ষয়াৎ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্; ক্বেত্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদনহেতুত্বাৎ, তদ্ বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুজ্ঞানং—মধুব্রাহ্মণং, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিব? ইত্যাহ—পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে তেজোময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃতময় পুরুষ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত এবং বিজ্ঞাতা (জীবস্বরূপ) যে আত্মা, পরমাত্মাই তৎসমস্ত, এইরূপে উভয়স্থলেই দ্বৈতক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ; কোথায়, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা-নামক যে মধুস্বরূপ অমৃত ; আনন্দের হেতু বলিয়াই ইহার অমৃতত্ব ; তাহা বিজ্ঞাত হয় যেখানে, তাহার নাম 'মধুজ্ঞান' অর্থাৎ 'মধুব্রাহ্মণ', তাহাতে [অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মধু-ব্রাহ্মণ' নামক একটি অংশ আছে ; সেই অংশে]। কাহার মত ? তাহা বলিতেছেন—সংসারে যেমন পৃথিবী ও উদরে একই আকাশ অনুমান দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ নিরূপিত হয়, তাহার ন্যায় ॥ ৭৯ ॥ ১২

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥ ৮০ ॥ ১৩

সরলার্থঃ

যৎ (যস্মাৎ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য পরমাত্মনঃ চ) অনন্যত্বম্ (একত্বম্) অভেদেন (ভেদপ্রত্যাখ্যানেন) প্রশস্যতে (স্তূয়তে)। যৎ চ নানাত্বং (ভেদ-

দর্শনং) নিন্দ্যতে, [শ্রুত্যা শাস্ত্রকৃদ্ভিশ্চ], তৎ (তস্মাৎ) এবং (যথোক্তম্ একত্বম্ এব) সমঞ্জসম্ (যুক্তিযুক্তং, নির্দ্দোষমিতি যাবৎ) ॥ ৮০ ॥ ১৩

যেহেতু জীব ও পরমাত্মার অভেদে একত্ব দর্শন প্রশংসিত এবং যেহেতু ভেদ-দর্শন নিন্দিত হইতেছে, সেই হেতু উক্ত অভেদই সামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ৮০ ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্ যুক্তিতঃ শ্রুতিতশ্চ নির্দ্ধারিতং জীবস্য পরস্য চাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে স্তূয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিশ্চ ; যচ্চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্র-বহিষ্কৃতৈঃ কুতার্কিকৈঃ বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে - "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি", "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" "উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যেবমাদি-বাক্যৈঃ অন্যৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ যচ্চৈতৎ, তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজ্বববোধং ন্যায্য-মিত্যর্থঃ। যাস্তু তার্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ তা অনৃজ্ব্যো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাঞ্চন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮০ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু শাস্ত্র ও ব্যাসাদি মুনিগণ, যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে অব-ধারিত জীব ও পরমাত্মার অনন্যত্ববাদেরই তুল্যরূপে প্রশংসা অর্থাৎ স্তব করিয়া থাকেন ; এবং শাস্ত্রবহির্ভূত কুতার্কিকগণ-কল্পিত সর্ব্ব-প্রাণিসাধারণ (প্রাণিমাত্রেই যাহা জানে, সেই) স্বাভাবিক ভেদ-দর্শনের 'কিন্তু সেই দ্বিতীয় কিছু নাই,' 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়,' ['যে লোক ইঁহাতে] অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তাহারই ভয় হইয়া থাকে।' 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।' 'যে লোক ইহাতে ভেদের মতও দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি প্রকার শ্রুতি-বাক্য এবং অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্গণও নিন্দা করিয়া থাকেন, এই যে স্তুতি ও নিন্দা, তাহা উক্ত প্রকারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ; অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রার্থ বোধ করাই ন্যায্য। আর কুতার্কিকগণের পরিকল্পিত যে সমস্ত কুদৃষ্টি (ভেদদর্শন), বিচার করিয়া দেখিলে সে সমস্ত ঋজুতাযুক্ত (সরল) নহে এবং সামঞ্জস্যও লাভ করে না ॥৮০॥১৩

জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥ ৮১ ॥ ১৪

সরলার্থঃ

প্রাক্ (পূর্ব্বং কর্ম্মকাণ্ডে) উৎপত্তেঃ (উৎপত্তিবোধকোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য আত্মনশ্চ) যৎ পৃথক্ত্বং (ভেদঃ) প্রকীর্ত্তিতং (কথিতং), তৎ (পৃথক্ত্বকীর্ত্তনং) ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা (সৃষ্ট্যুত্তরভাবি-দেহাদ্যুপাধিকৃতং ভেদম্ অনুসৃত্য উক্তং) [ভাবিনি ভূতবৎ উপচারাৎ ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ] গৌণম্। হি (যস্মাৎ) [তস্য] মুখ্যত্বং (যথার্থত্বং) ন যুজ্যতে (ন সংগচ্ছতে), [উক্ত শ্রুত্যাদি বিরোধাৎ এবেতি ভাবঃ]।

উৎপত্তিবোধক উপনিষৎ-বাক্য হইতে যে, (কর্ম্মকাণ্ডে) জীব ও আত্মার পার্থক্য কথিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ভেদ অনুসারে, অর্থাৎ সৃষ্টির পর যে, দেহাদি উপাধি-ভেদে ভেদ হইবে, তদনুসারে বলা হইয়াছে বলিয়া গৌণ, বস্তুতঃ ঐ ভেদবাক্যের ঐরূপ মুখ্যার্থ হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ননু শ্রুত্যাপি জীব-পরমাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ উৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্-বাক্যেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং কর্ম্মকাণ্ডে অনেকশঃ কামভেদতঃ 'ইদং কামঃ, অদঃ কামঃ' ইতি পরশ্চ "স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ; তত্র কথং কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থস্য এব একত্বস্য সামঞ্জস্যম্ অবধার্য্যত ইতি।

অত্রোচ্যতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।" "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "তদৈক্ষত", "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ প্রাক্ পৃথক্ত্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রকীর্ত্তিতং যৎ, তৎ ন পরমার্থতঃ কিন্তর্হি? গৌণম্; মহাকাশ-ঘটাকাশাদিভেদবৎ, যথৌদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা, তদ্বৎ। ন হি ভেদবাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বম্ উপপদ্যতে, স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ প্রাণিভেদদৃষ্ট্যনুবাদিত্বাৎ আত্মভেদবাক্যানাম্। ইহ চ উপনিষৎসু উৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈঃ জীব-পরমাত্মনোঃ একত্বমেব প্রতিপিপাদয়িষিতম্, "তত্ত্বমসি," "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিভিঃ; অত উপনিষৎসু একত্বং শ্রুত্যা প্রতিপিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনীমিব বৃত্তিমাশ্রিত্য লোকে ভেদদৃষ্ট্যনুবাদো গৌণ এবেত্যভিপ্রায়ঃ।

অথবা, "তদৈক্ষত, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যেকত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। তদেব চ "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি," ইত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র ক্বচিদ্ বাক্যে গম্যমানং তদ্গৌণম্, যথা ওদনং পচতীতি, তদ্বৎ ॥ ৮১ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, স্বয়ং শ্রুতিও যখন ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে পুরুষের বহুবিধ কামনা-ভেদানুসারে 'ইহার ইহা কামনা' 'অমুকের অমুক বিষয়ে কামনা' ইত্যাদি উৎপত্তিবোধক উপনিষদ্বাক্য হইতে জীব ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং 'তিনি পৃথিবীকে এবং এই দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন', ইত্যাদি মন্ত্রে পরমেশ্বরকেও পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধসত্ত্বে কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যলব্ধ একত্বেরই সামঞ্জস্য অবধারিত হইতেছে কিরূপে ?

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে', 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ [নির্গত হয়]', 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল,' 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,' 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' উৎপত্তিবোধক এই সকল উপনিষদ্-বাক্য হইতে প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে যে পৃথক্ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে ; তবে কি ? গৌণার্থক, অর্থাৎ মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি ভেদের ন্যায় উহা গৌণ ; যেমন, 'ওদন (অন্ন) পাক করিতেছে', এই স্থলে ভবিষ্যৎ অবস্থা (অন্নভাব) চিন্তা করিয়া 'ওদন' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ। [লোকে চাউলই পাক করিয়া থাকে, পাকের পর ওদন (ভাত) হয় ; তথাপি ভাবী ওদনভাব মনে করিয়া তণ্ডুল-পাককেই ওদন-পাক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে ; সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন জীব-পরমাত্মার বিভাগ-নির্দ্দেশও তদ্রূপ]। কেন না, ভেদবোধক বাক্যগুলির মুখ্য ভেদার্থবোধকতা কস্মিন্ কালেও উপপন্ন হয় না ; কারণ, আত্ম-ভেদ-বোধক বাক্যগুলি কেবল প্রাণিগণের স্বভাবসিদ্ধ যে ভেদদর্শন,

তাহারই অনুবাদক মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষৎসমূহের উৎপত্তি-প্রলয়-বোধক 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ,' ['যে মনে করে'] 'ব্রহ্ম অন্য, আর আমি অন্য, সে জানে না', ইত্যাদি বাক্যনিচয় দ্বারা কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত ; অতএব উক্ত উপনিষৎসমূহে শ্রুতিকর্তৃক জীব-পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হইবে, তাই ভাবী একত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই যেন লোকপ্রসিদ্ধ এই ভেদদর্শনের অনুবাদ করা হইয়াছে, অতএব, ইহা নিশ্চয়ই গৌণার্থক (মুখ্যার্থক নহে)।

অথবা, "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে—'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,' 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একত্বই আবার 'তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ" এই স্থলে অভিহিত হইবে, এই ভবিষ্যৎকালীন একত্বকে অপেক্ষা করিয়াই যে কোনও বাক্যে জীব ও পরমাত্মার যে পৃথকত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা গৌণ ; যেমন 'ওদন পাক করিতেছে' বাক্য, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮১ ॥ ১৪

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

সরলার্থঃ

[পুরা (প্রথমং)] মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ (মৃত্তিকা-লোহাদি-দৃষ্টান্তৈঃ) অন্যথা (অভেদে ভেদং সমারোপ্য) যা সৃষ্টিঃ (সর্গক্রমঃ) চোদিতা (উক্তা), সঃ (সর্ব্বঃ সৃষ্টিপ্রকারঃ) [কেবলং] অবতারায় (বুদ্ধ্যারোহার্থং) উপায়ঃ (সাধনং) ; [বস্তুতস্তু] কথঞ্চন (কথমপি) ভেদঃ (পৃথক্ত্বং) ন অস্তি (ন বিদ্যতে)।

প্রথমে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র ; বস্তুতঃ, উহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮২ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নমু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ অজং সর্ব্বমেকমেব অদ্বিতীয়ং, তথাপি উৎপত্তেরূর্দ্ধং

জাতমিদং সর্ব্বং জীবাশ্চ ভিন্না ইতি। নৈবম্; অন্যার্থত্বাৎ উৎপত্তিশ্রুতীনাম্। পূর্ব্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ—স্বপ্নবৎ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ সঙ্ঘাতাঃ, ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবৎ জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি। ইত এব উৎপত্তি-ভেদাদি-শ্রুতিভ্য আকৃষ্য ইহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পর্য্য-প্রতিপিপাদয়িষয়োপন্যাসঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ সৃষ্টিঃ যা চ উদিতা প্রকাশিতা কল্পিতা অন্যথা অন্যথা চ, স সর্ব্বঃ সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যবতারায় উপায়োঽস্মাকম্, যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যাসুর-পাপ্মবেধাদ্যাখ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায়। তদপি অসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, শাখাভেদেষন্যথা অন্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ। যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাভূৎ, একরূপ এব সংবাদঃ সর্ব্বশাখাসু অশ্রোষ্যৎ, বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ, শ্রূয়তে তু; তস্মাৎ ন তাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাম্। তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি। কল্পসর্গভেদাৎ সংবাদশ্রুতীনাম্ উৎপত্তিশ্রুতীনাঞ্চ প্রতিসর্গমন্যথাত্বমিতি চেৎ, ন নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ যথোক্তবুদ্ধ্যবতার-প্রয়োজন-ব্যতিরেকেণ। ন হ্যন্যপ্রয়োজনবত্ত্বং সংবাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাত্ব-প্রতিপত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেৎ, ন, কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়ৈব, ন অন্যার্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদিও সমস্ত জগৎই এক অদ্বিতীয় অজ-স্বরূপ থাকুক, তথাপি উৎপত্তির পরে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎ এবং জীবগণ ত পৃথক্ই বটে। না—এরূপ হইতে পারে না; কেননা, উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার, (ভেদ-প্রতিপাদনে নহে)। এই দেহাদি সংঘাতসমষ্টি স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ, এবং জীবগণের যে উৎপত্তি ও ভেদ প্রভৃতি, তাহাও ঘটাকাশের উৎপত্তি ও ভেদাদির অনুরূপ, (বাস্তবিক নহে,) ইত্যাদি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত দোষের সমাধান করা হইয়াছে। সেখান হইতেই উৎপত্তি-ভেদাদি-বোধক শ্রুতিসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক এখানে উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও উক্ত প্রকার তাৎপর্য্য প্রতিপাদনার্থই উল্লেখ করা হইয়াছে। [ইতঃপূর্ব্বে] মৃত্তিকা, লোহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যে ভিন্ন ভিন্ন

প্রকারে সৃষ্টিপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সমস্ত সৃষ্টিপ্রকারই কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব-বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশের উপায়স্বরূপ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশার্থ 'প্রাণসংবাদে' বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে যেরূপ আসুরপাপস্পর্শাদির আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ *। যদি বল, তাহাও হইতে পারে না; না—তাহা নহে; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও এক প্রাণসংবাদই বিভিন্নপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, ঐ প্রাণসংবাদ যদি যথার্থ ই হইত, তাহা হইলে সমস্ত শাখায় একপ্রকারেরই প্রাণসংবাদ শোনা যাইত,পরস্পর বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কখনই শোনা যাইত না; পরন্তু ঐরূপই শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব, প্রাণসংবাদাদিপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের যথার্থতা বিষয়ে তাৎপর্য্য নহে, জগদুৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অবস্থাও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

যদি বল, বিভিন্নকল্পীয় সৃষ্টিভেদানুসারে প্রাণসংবাদাদি শ্রুতিসমূহ এবং উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও প্রত্যেক সৃষ্টিতেই ত অন্যথাত্ব হইয়া থাকে; না—পূর্ব্বে যে বুদ্ধ্যারোহরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ঐরূপ প্রয়োজন-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই; কেননা, প্রাণসংবাদও উপত্ত্যাদি শ্রুতিসমূহের কখনই অন্যরূপ প্রয়োজন কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর তাদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানার্থ ই যে ঐরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও নহে; কারণ, কলহ (বিবাদ), উৎপত্তি ও প্রলয়প্রাপ্তি কখনই ইষ্ট হইতে পারে না; (বরং সকলেরই

* তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে—এক সময় অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এখানে অসুর অর্থে মনের রজোবৃত্তি, আর দেবতা অর্থে সাত্ত্বিক বৃত্তি; সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির সহিত রাজসিক মনোবৃত্তির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। দেবগণ 'উদ্গীথ' বিদ্যা দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়কে উদ্গীথ গানে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বার্থপরতা-পাপে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। অবশেষে মুখ্য প্রাণকে নিযুক্ত করিলেন, প্রাণ সকলের জন্য সমানভাবে উদ্গীথ গান করিতে লাগিল; সুতরাং সে আর অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল না; তাহার ফলে দেবগণের জয় হইল।

অনিষ্ট)। অতএব আত্মৈকত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশের জন্যই উৎপত্ত্যাদি-বোধক শ্রুতিসমূহ; উহাদের অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয় না। অতএব কোন প্রকারেই উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৮২ ॥ ১৫

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥ ৮৩ ॥ ১৬

সরলার্থঃ

হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ (হীনা অপকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনশক্তিঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ) ত্রিবিধাঃ (ত্রিপ্রকারাঃ) আশ্রমাঃ (আশ্রমিণঃ—ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থরূপাঃ) [অন্যে চ বর্ণিনঃ সন্তি;] [শ্রুত্যা] অনুকম্পয়া (হীন-মধ্যমৌ অপি উত্তমাং দৃষ্টিং লভেতাং, ইতি করুণয়া) তদর্থম্ (হীন-মধ্যমোপ-কারার্থং) ইয়ম্ (যথোক্তপ্রকারা) উপাসনা উপদিষ্টা (বিহিতা)।

অধিকারিগণের হীন, মধ্যম ও উত্তম দর্শনশক্তি অনুসারে তিন প্রকার আশ্রম (আশ্রমী) আছে; শ্রুতি দয়াপূর্ব্বক হীন ও মধ্যমাধিকারীর উপকারার্থ এই উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু, উত্তমাধিকারীর পক্ষে ভেদসাপেক্ষ উপাসনার বিধান নাই ॥ ৮৩ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদি হি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থতঃ সন্ "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অসদন্যৎ, কিমর্থেয়মুপাসনা উপদিষ্টা?—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" "য আত্মা অপহতপাপ্মা", "স ক্রতুং কুর্ব্বীত।" "আত্মেত্যেবো-পাসীত" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি? শৃণু তত্র কারণম্—আশ্রমা আশ্রমিণোঽধিকৃতাঃ, বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ, আশ্রমশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ, ত্রিবিধাঃ। কথং? হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ; হীনা নিকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনসামর্থ্যং যেষাং, তে, মন্দ-মধ্যমোত্তম-বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ। উপাসনা উপদিষ্টেয়ং, তদর্থং মন্দ-মধ্যমদৃষ্ট্যাশ্রমাদ্যর্থং কর্ম্মাণি চ। ন চ 'আত্মৈক এবাদ্বিতীয়ঃ' ইতি নিশ্চিতোত্তম-দৃষ্ট্যর্থম্। দয়ালুনা বেদেন অনুকম্পয়া সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাম্ উত্তমাম্ একত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুরিতি। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব

ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে," "তত্ত্বমসি," "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ॥ ৮৩ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মাই একমাত্র সত্য হন, এবং তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে 'আত্মাকে দর্শন করিবে', 'যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ)', 'তিনি চিন্তা করিবেন', 'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ কিসের জন্য ? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর, —আশ্রম অর্থাৎ অধিকারী আশ্রমী (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমগ্রহণে অধিকারী) এবং সৎপথবর্ত্তী [অপরাপর] বর্ণভুক্ত লোকসমূহ ত্রিবিধ—তিন প্রকার। কি প্রকারে ?—[যেহেতু তাহারা] হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাহাদের দৃষ্টি—দর্শন-শক্তি হীন—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উত্তম, সেই সমস্ত মন্দ, মধ্যম ও উত্তম বুদ্ধি-সামর্থ্য-সম্পন্ন লোকসকল। তাহাদের জন্য অর্থাৎ সেই সকল মন্দ ও মধ্যম বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন আশ্রমীদিগের উদ্দেশে এই উপাসনা ও কর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু, 'আত্মা এক অদ্বিতীয়', এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক উত্তমদৃষ্টিসম্পন্নদিগের উদ্দেশে নহে। [মন্দ ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাও] সৎপথাবলম্বী হইয়া কি প্রকারে এই উত্তম দৃষ্টিলাভ করিতে পারে, এই প্রকার দয়াপরবশ হইয়া বেদ 'যাহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, পরন্তু [পণ্ডিতগণ] মনও যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে 'ইদং' বলিয়া (পরিচ্ছিন্নভাবে) উপাসনা কর, তাহাকে নহে।' 'তুমি তৎস্বরূপ,' 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা [উপাসনা ও কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন] * ॥ ৮৩ ॥ ১৬

---

* তাৎপর্য্য—যাহারা আত্মৈকত্ব জ্ঞানে অনধিকারী—মন্দ ও মধ্যম, তাহারা

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৪ ॥ ১৭

সরলার্থঃ

দ্বৈতিনঃ (ভেদবাদিনঃ) স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু (স্বস্ববুদ্ধিপরিকল্পিত-সিদ্ধান্ত-ভেদেষু) দৃঢ়ং (যদা স্যাৎ, তথা-) নিশ্চিতাঃ ('ইদমেব তত্ত্বং' ইতি কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ), পরস্পরম্ (অন্যোন্যং) বিরুধ্যন্তে (মমৈব সিদ্ধান্তঃ সাধীয়ান্, নতু অন্যেষাং দ্বৈতিনামপি, ইত্থং বিরোধং কুর্ব্বন্তি)। অয়ং (অস্মদীয়ঃ আত্মৈকত্বপক্ষঃ) [পুনঃ] তৈঃ (পরস্পর-বিরোধিভিঃ সহ) ন বিরুধ্যতে, [এতদনন্যভূতত্বাৎ তেষামিতি ভাবঃ]।

দ্বৈতবাদিগণ আপন আপন বিভিন্নপ্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু, এই আত্মৈকত্বদর্শী তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন না; কারণ, তাঁহাদের উপর ত ইঁহার আর পার্থক্য বোধ নাই ॥ ৮৪ ॥ ১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

শাস্ত্রোপপত্তিভ্যাম্ অবধারিতত্বাৎ অদ্বয়াত্মদর্শনং সম্যগ্‌দর্শনং, তদ্‌বাহ্যত্বাৎ মিথ্যাদর্শনমন্যৎ। ইতশ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং—রাগদ্বেষাদি দোষাস্পদত্বাৎ। কথং, স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্তরচনানিয়মেষু কপিল-কণাদ-বুদ্ধার্হতাদি-দৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ, 'এবম্ এবৈষ পরমার্থো নান্যথা' ইতি তত্র তত্র অনুরক্তাঃ প্রতিপক্ষঞ্চ আত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শন-নিমিত্তমেব পরস্পরম্ অন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে। তৈঃ অন্যোন্যবিরোধিভিঃ অস্মদীয়োঽয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদ্ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষাদিদোষানাস্পদত্বাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্-দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৪ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ

শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা অবধারিত হয় বলিয়া এই অদ্বিতীয় আত্মদর্শনই

প্রথমতঃ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল ও স্থির করিয়া ক্রমে উপাসনার দিকে অগ্রসর হইবে। উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে 'আত্মৈকত্ব'-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কাহার কতটুকু অধিকার আছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, না বুঝিলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্যগ্‌দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান, ইহার বহির্ভূত বলিয়া অপর সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা। এই কারণেও দ্বৈতবাদীদিগের দর্শন মিথ্যা দর্শন; যেহেতু তাহা রাগ-দ্বেষাদি দোষের বিষয়ীভূত। কি প্রকারে?—স্ব-সিদ্ধান্ত-ব্যবস্থা সমূহে, অর্থাৎ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের নিয়মে কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, আর্হত (জৈনবিশেষ) প্রভৃতির পথানুসারী দ্বৈতবাদিগণ নিশ্চিত হইয়া—এই প্রকার সিদ্ধান্তই যথার্থ সত্য, অন্যপ্রকার নহে, এই প্রকার নিশ্চয়ানুসারে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া, আবার স্বমতের প্রতিপক্ষ দর্শনে তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে থাকে। এইরূপে রাগ-দ্বেষপরায়ণ হইয়া স্বসিদ্ধান্ত ব্যবহার জন্য পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। আত্মৈকত্বদর্শনে সমস্তই যখন অনন্য বা অভিন্ন হইয়া যায়, তখন আমাদের এই বেদসিদ্ধ আত্মৈকত্ব দর্শন পক্ষটি নিজের হস্তপদাদির ন্যায় [অনন্যভূত] সেই পরস্পর-বিরোধী দ্বৈতবাদিগণের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকারে রাগদ্বেষাদি দোষের আশ্রয় না হওয়ায়, এই আত্মৈকত্ব-দর্শনই যথার্থ দর্শন (জ্ঞান), (তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান)॥ ৮৪ ॥ ১৭

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৫ ॥ ১৮

সরলার্থঃ

[অবিরোধে হেতুমাহ—অদ্বৈতমিত্যাদি।]—হি (যস্মাৎ) অদ্বৈতং (দ্বৈতাভাবঃ) পরমার্থঃ (সত্যং), দ্বৈতং প্রপঞ্চভেদঃ) তদ্ভেদঃ (তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ—কার্য্যং) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবেকিভিরিতিশেষঃ]। তেষাং (দ্বৈতিনাং) [পুনঃ] উভয়থা (পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ) দ্বৈতং [এব], তেন (হেতুনা) অয়ং (অস্মৎপক্ষঃ) ন বিরুধ্যতে [দ্বৈতিভিরিতি শেষঃ]।

যেহেতু, [আমাদের মতে] অদ্বৈতই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত কেবল তাহার ভেদ বা কার্য্য বলিয়া কথিত হয়; আর দ্বৈতবাদিগণের মতে [পরমার্থ, অপরমার্থ] উভয়রূপে কেবলই দ্বৈত, (অদ্বৈত নহে), সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না॥ ৮৫ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কেন হেতুনা তৈঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যুচ্যতে—অদ্বৈতং পরমার্থঃ, হি যস্মাদ্ দ্বৈতং নানাত্বম্ তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ তদ্ভেদঃ, তস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ ; উপপত্তেশ্চ, স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ বা অভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। দ্বৈতিনাং তু তেষাং পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব, যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিঃ অভ্রান্তানাং, তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" "ন তু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি" ইতি শ্রুতেঃ। যথা মত্তগজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং 'প্রতিগজারূঢোঽহং, গজং বাহয় মাং প্রতি' ইতি ব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা, তদ্বৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ

কি কারণে তাহাদের সহিত বিরোধ হয় না, তাহা কথিত হইতেছে —'হি' অর্থ যেহেতু ; যেহেতু অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য, দ্বৈত—নানাত্ব কেবল তাহার—অদ্বৈতেরই ভেদ, অর্থাৎ তাহারই কার্য্য ; যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়ই,' 'তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,' এই শ্রুতি হইতে এবং সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি সময়ে স্বীয় চিত্তের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেলে কোন দ্বৈতেরই অস্তিত্ব থাকে না ; এই জাতীয় যুক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। অতএব, দ্বৈত জগৎ তাহারই কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই সমুদয় দ্বৈতবাদীর মতে উভয়প্রকারেই—পরমার্থরূপে ও অপরমার্থরূপে কেবলই দ্বৈত (পদার্থ) ; দ্বৈতদৃষ্টি যখন ভ্রান্তদিগের, আর অদ্বৈতদৃষ্টি যখন অভ্রান্ত আমাদের [অভিমত], তখন সেই হেতুতেই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপ হন],' 'কিন্তু তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে (দ্বৈতের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে)। মদমত্ত গজে আরূঢ় ব্যক্তিকে যদি ভূমিষ্ঠ কোন মদমত্ত ব্যক্তি বলে— 'তোমার প্রতিকূলে আমিও গজে আরোহণ করিয়াছি, তুমি আমার

দিকে হস্তী পরিচালিত কর,' এই কথা বলিলেও সেই গজারূঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার দিকে হস্তী চালনা করে না ; কারণ, সে বুঝিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে আমার কেহ বিরোধী বা প্রতিপক্ষ নাই, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বৈতবাদিগণের আত্ম-স্বরূপই বটে, সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ১৮

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥ ১৯

সরলার্থঃ

[অদ্বৈতভেদে কারণমাহ—মায়য়েতি।]—এতৎ অজম্ (অদ্বৈতং সৎ) মায়য়া (অবিদ্যাশক্ত্যা) ভিদ্যতে (নানাত্বং গচ্ছতি), কথঞ্চন (কথমপি) অন্যথা নহি (নৈব), হি (যস্মাৎ) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) ভিদ্যমানে (অদ্বৈতে দ্বৈততাং গতে সতি) অমৃতং (অবিনাশি অজং) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)। [অজমপি বিনশ্যেত ইতি ভাবঃ]।

এই অজ (জন্মরহিত) অদ্বৈতই মায়া দ্বারা বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অন্যথা নহে, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষেই ভেদপ্রাপ্ত হন না ; কারণ, অদ্বৈত যদি প্রকৃতই ভেদপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলেই নিশ্চয়ই সেই অমৃতস্বরূপ অদ্বৈতও মরণশীলতা (বিনশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইতেন ॥ ৮৬ ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদিতি স্যাৎ কস্যচিৎ আশঙ্কা, ইত্যত আহ—যৎ পরমার্থসৎ অদ্বৈতং, মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ তৈমিরিকানেকচন্দ্রবৎ রজ্জুঃ সর্পধারাদিভির্ভেদৈরিব ; ন পরমার্থতঃ, নিরবয়বত্বাদাত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে, যথা মৃৎ ঘটাদিভেদৈঃ। তস্মাৎ নিরবয়বমজং নান্যথা কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানং হি অমৃতম্ অজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ, যথা অগ্নিঃ শীততাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরীত্যগমনম্, সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। অজমব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ। তস্মাৎ ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্ ॥ ৮৬ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ

এই দ্বৈত জগৎ অদ্বৈতেরই ভেদ বা কার্য্য, একথা বলিলে কাহারও মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, অদ্বৈতের ন্যায় তৎকার্য্য দ্বৈতও বোধ হয়, সত্য পদার্থ; এইজন্যই বলিতেছেন—পরমার্থ সত্য যে অদ্বৈত, সেই অদ্বৈতই তৈমিরিক-রোগীর দৃষ্ট বহু চন্দ্রের ন্যায়, এবং সর্প ও জলধারাদিরূপে বিকল্পিত রজ্জুর ন্যায় মায়া দ্বারা বিভেদ (নানাত্ব) প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ভেদ পারমার্থিক নহে; কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই নিরবয়ব (অংশহীন); সাবয়ব পদার্থই অবয়বের পরিবর্ত্তনে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিভেদে পরিণত হয়, তদ্রূপ। অতএব, নিরবয়ব অজ (আত্মা) অন্য কোন প্রকারেই ভেদপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। আর যদি বাস্তবিকই ভেদপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে অজ অদ্বয় বস্তু স্বভাবতঃ অমৃত (অনশ্বর) হইয়াও অগ্নির শীতলতাপ্রাপ্তির ন্যায় মর্ত্ত্যতা (মরণশীলতা) প্রাপ্ত হইত। স্বভাবের যে বিপর্য্যয়, তাহা ত কাহারই ইষ্ট (অভিলষিত) নহে। কারণ, তাহা হইলে সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। [অতএব বুঝিতে হইবে] অজ অদ্বয় আত্মতত্ত্ব কেবল মায়া দ্বারাই নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ নহে। এই কারণেই দ্বৈত জগৎ পরমার্থ সৎ নহে ॥ ৮৬ ॥ ১৯

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ৮৭ ॥ ২০

সরলার্থঃ

[বিপক্ষে বাধকমাহ]—বাদিনঃ (দ্বৈতিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ভাবস্য (সত্যবস্তুনঃ ব্রহ্মণঃ) জাতিং (জন্ম) ইচ্ছন্তি, [কিন্তু] অজাতঃ (জন্মরহিতঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) হি (এব) [চ] ভাবঃ (আত্মা) কথং (কেন প্রকারেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ? [অমৃতঃ ম্রিয়তে ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ]।

দ্বৈতবাদিগণ জন্মহীন সত্য পদার্থ আত্মারও জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু, যে পদার্থ নিশ্চয়ই জন্ম ও মরণহীন, তাহা কি প্রকারে মরণধর্ম—মর্ত্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? অমৃত পদার্থের মৃত্যু, ইহা বিরুদ্ধ কথা॥ ৮৭॥ ২০

শাঙ্কর ভাষ্যম্

যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজাতস্য এব আত্মতত্ত্বস্য অমৃতস্য স্বভাবতো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জাতং চেৎ, তদেব মর্ত্ত্যতাম্ এষ্যত্যবশ্যম্। স চাজাতো হ্যমৃতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি? ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যম্ এষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৮৭॥ ২০

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা যে সমস্ত ব্রহ্মবাদী বাবদূক (বহুভাষী লোক) অজাত, স্বভাবতঃই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সত্য সত্যই জন্ম বা উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, [তাঁহাদের মতেও,] যদি উৎপন্নই হয়, তাহা হইলে, সেই উৎপন্ন পদার্থ ত অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অজাত সেই ভাব পদার্থ (আত্মা) স্বভাবতঃ অমৃত হইয়া (মরণ-শূন্য হইয়া) কিরূপে মর্ত্ত্যতা লাভ করিবে? অর্থাৎ কোন প্রকারেই স্বভাবের বিপরীত মর্ত্ত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না॥ ৮৭॥ ২০

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥ ৮৮॥ ২১

সরলার্থঃ

অমৃতং (স্বভাবতঃ মরণরহিতং বস্তু) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন ভবতি; তথা মর্ত্ত্যম্ (মরণশীলম্) [অপি] অমৃতং (মরণরহিতং—নিত্যং) ন [ভবতি], কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) ন ভবিষ্যতি। স্বভাবং পরিত্যজ্য ক্ষণমপি বস্তু ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ।

যাহা স্বভাবতঃই অমৃত—মরণরহিত, তাহা কখনই মরণশীল হয় না; সেইরূপ

যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল, তাহাও কখন অমৃত হয় না; [কারণ] কোন প্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বভাবের বিপর্য্যয় হইবে না ॥ ৮৮ ॥ ২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্ত্যং লোকে নাপি মর্ত্ত্যম্ অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি; অগ্নেরিব ঔষ্ণ্যস্য ॥ ৮৮ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু জগতে অমৃত বস্তু কখনই মর্ত্ত্য (মরণশীল) হয় না, সেইরূপ মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না; সেই হেতুই প্রকৃতির—স্বভাবের অন্যথাভাব অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন উষ্ণতার প্রচ্যুতি ঘটে না, তেমনি স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি কোন প্রকারেই হইবে না, ॥ ৮৮ ॥ ২১

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ৮৯ ॥ ২২

সরলার্থঃ

যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) ভাবঃ পদার্থঃ মর্ত্ত্যতাং (নশ্বরতাং) গচ্ছতি (লভতে); তস্য (বাদিনঃ মতে) কৃতকেন (জন্যত্বেন হেতুনা) অমৃতঃ (ভাবঃ) কথং নিশ্চলঃ (অমৃতত্বেন স্থিরঃ সন্) স্থাস্যতি; উৎপদ্যতে চ, ন নশ্যতি চ, ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধং লোকে।

যাহার মতে অমৃতস্বভাব পদার্থও মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহার মতে, জন্যত্ব হেতু 'অমৃত' বলিয়া কোন পদার্থ চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না ॥ ৮৯ ॥ ২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্য পুনর্ব্বাদিনঃ স্বভাবেন অমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং গচ্ছতি—পরমার্থতো জায়তে, তস্য প্রাগুৎপত্তেঃ স ভাবঃ স্বভাবতোঽমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষৈব। কথং তর্হি? কৃতকেন অমৃতস্তস্য স্বভাবঃ। কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ? অমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎ স্থাস্যতি। আত্ম-জাতিবাদিনঃ সর্ব্বথা অজং নাম নাস্ত্যেব; সর্ব্বমেতন্মর্ত্ত্যম্। অতঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৯ ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ

যে বাদীর মতে স্বভাবতঃ অমৃত পদার্থও মর্ত্ত্যতা লাভ করে—অর্থাৎ সত্যসত্যই জন্মে, তাহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই ভাব পদার্থ স্বভাবতঃই অমৃত এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, কৃতকত্ব বা জন্যত্ব নিবন্ধন তাহার অমৃত স্বভাবটি কিরূপে স্থির থাকিবে? অর্থাৎ উহা যখন ক্রিয়াজন্য, তখন কোন প্রকারেই ঐ অমৃত ভাব স্থির (অবিনষ্ট) থাকিতে পারে না। অতএব যাঁহারা আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সর্ব্বদা 'অজ' বলিয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না; সমস্তই মর্ত্ত্য হইয়া পড়ে।* তাহার ফলে কাহারই আর মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না॥ ৮৯॥ ২২

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ॥ ৯০॥ ২৩

সরলার্থঃ

ভূততঃ (পরমার্থতঃ) অভূততঃ (অসত্যাৎ মায়াতঃ) বা অপি সৃজ্যমানে (উৎপাদ্যমানে বস্তুনি বিষয়ে) সমা (তুল্যা) শ্রুতিঃ [অস্তি]। [ততশ্চ] নিশ্চিতং (শ্রুত্যা সাধিতং) যুক্তিযুক্তং চ (যুক্ত্যা চ সমর্থিতং) যৎ, তৎ এব [গ্রাহ্যং] ভবতি, ইতরৎ (তদ্বিপরীতং) ন [গ্রাহ্যম্ ইতি শেষঃ]।

পরমার্থ সৃষ্টি ও অপরমার্থ সৃষ্টি, উভয় বিষয়েই সমান শ্রুতি রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে বিষয়টি শ্রুতিনিশ্চিত ও যুক্তিসম্মত হয়, তাহাই গ্রহণীয়, অপর নহে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ননু অজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতির্ন সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ম্; বিদ্যতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ, সা তু অন্যপরা, 'উপায়ঃ সোঽবতারায় ইতি

---

* তাৎপর্য্য এই যে, যে লোক বদ্ধ হয়, বন্ধবিগমে তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা যদি নিত্য না হইয়া জন্মমরণশীল অনিত্যই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও 'আমি বদ্ধ ছিলাম, এখন মুক্ত হইলাম', এইরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব; কারণ, আত্মা ত আর তখন থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। জন্মশীল পদার্থের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই।

অবোচাম। ইদানীন্তু উক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি-শ্রুত্যক্ষরাণাম্ আনুলোম্যবিরোধাশঙ্কামাত্রপরিহারার্থৌ। ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াবিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। নন্বু গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা, ন, অন্যথা সৃষ্টেরপ্রসিদ্ধত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম। অবিদ্যাসৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ ন পরমার্থতঃ। 'সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যা নিশ্চিতং যৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেব ইত্যবোচাম পূর্ব্বৈগ্রন্থৈঃ তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরৎ কদাচিদপি ক্বচিদপি ॥ ৯০ ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ

প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে ত সৃষ্টি-প্রতিপাদনে শ্রুতির সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না; হাঁ, সত্য কথা; সৃষ্টি-বোধক শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি-প্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'উহা কেবল অদ্বৈত-বিষয়ে বুদ্ধ্যা-রোহের উপায় মাত্র।' উক্ত পরিহার বিষয়ে অভিপ্রেত অদ্বৈতসিদ্ধির সম্বন্ধে সৃষ্টিবোধক শ্রুতিসমূহের আক্ষরিক অর্থ অনুকূল হয় কি না— এই শঙ্কা-পরিহারার্থই এখন পুনর্ব্বার আপত্তি ও তাহার পরিহার প্রদর্শিত হইতেছে। ভূততঃ অর্থাৎ যথার্থরূপে সৃজ্যমান বস্তুবিষয়ে, অথবা অভূততঃ অর্থাৎ অযথার্থরূপে মায়াবী যেমন মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তেমনি ভাবে, সৃজ্যমান বিষয়ে সৃষ্টিবোধক তুল্য শ্রুতি রহিয়াছে; [অভিপ্রায় এই যে, সৃজ্যমান পদার্থ সত্য সত্যই সৃষ্টি হউক বা মায়া-দ্বারাই রচিত হউক, উভয় পক্ষেরই অনুকূলে তুল্যরূপ শ্রুতি রহিয়াছে]। ভাল, গৌণার্থক ও মুখ্যার্থক শব্দদ্বয়ের মধ্যে মুখ্যার্থক শব্দানুযায়ী বোধ হওয়াই ত যুক্তিসম্মত? না, সে কথা হইতে পারে না; কারণ, সত্য সৃষ্টিতেই যে, সৃষ্টিশব্দের মুখ্যার্থকল্পনা, তাহা অপ্রসিদ্ধ এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গৌণ, মুখ্য, সমস্ত সৃষ্টিই অবিদ্যামূলক সৃষ্টি-বিষয়ে, পারমার্থিক সৃষ্টি-বিষয়ে

নহে ; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন—'বাহ্য ও অন্তর, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি অজ।' অতএব, শ্রুতি দ্বারা যাহা এক অদ্বিতীয়, অজ ও অমৃত বলিয়া নিশ্চিত এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত, তাহাই [শ্রুতির প্রকৃত অর্থ, ইহা] পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি। তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ; অপর অর্থ কখনও কোথাও [শ্রুতির অভিপ্রেত] নহে * ॥ ৯০ ॥ ২৩

নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥ ৯১ ॥ ২৪

সরলার্থঃ

নেহ নানেত্যাম্নায়াৎ ('ইহ নানা নাস্তি' ইতি এবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) 'ইন্দ্রঃ মায়াভিরিতি' ইন্দ্রঃ (ঈশ্বরঃ) মায়াভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) [বহুরূপ ঈয়তে] (ইত্যেবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) অপি অজায়মানঃ (অনুৎপদ্যমানঃ) সঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) বহুধা (নানারূপেণ) জায়তে (প্রকাশতে), [নতু স্বত ইতি ভাবঃ]।

'ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই,' এবং 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপে প্রকাশ পান]' এই শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায় যে,] সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও, মায়াপ্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ—যদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃ স্যাৎ, ততঃ সত্যমেব

---

* তাৎপর্য্য—বিপক্ষ বলিয়াছেন যে, সত্য-সৃষ্টিই সৃষ্টি-শব্দের মুখ্য অর্থ, ঐন্দ্রজালিকের মায়িক সৃষ্টিতে যে সৃষ্টি-শব্দের প্রয়োগ, তাহা গৌণ; অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ সৃষ্টি-শব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। গৌণার্থ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য। তেজস্বিতা গুণ দেখিয়া কোন লোককে যদি 'অগ্নি' বলা হয়, তাহা তাহার গৌণ প্রয়োগ। তৎকালেই যদি কেহ তাহাকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলে, তাহা হইলে সে লোক কখনই প্রসিদ্ধ অগ্নি না আনিয়া সেই অগ্নিতুল্য লোকটিকে আনয়ন করে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, মুখ্য সৃষ্টিই সৃষ্টি-শব্দের অর্থ নহে, পরন্তু গৌণ-মুখ্য উভয়ই, নচেৎ স্বাপ্ন সৃষ্টিকে 'সৃষ্টি' বলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে না; কারণ, উহা যে বাস্তবিক সৃষ্টি নহে—গৌণ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

নানা বস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থম্ আম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসংবাদবৎ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ।

নন্থ প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ; সত্যম্। ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাময়ত্বেন মায়াত্বাভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয়প্রজ্ঞাভিঃ অবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ। তু-শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবেতি। ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি। অগ্নেরিব শৈত্যম্ ঔষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাৎ চ আত্মৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোঽর্থঃ, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ ॥ ২১ ॥ ২৪

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, উক্ত সিদ্ধান্তটি শ্রুতি-সিদ্ধ কিপ্রকারে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—সৃষ্টি যদি যথার্থ সত্যই হইত, তাহা হইলে জাগতিক বিভাগ বা নানাত্বও অবশ্যই সত্য হইত; সুতরাং তাহা হইলে ভেদ-নিষেধক শ্রুতি কখনই স্থান পাইত না; অথচ দ্বৈতভাবের সত্যতা-প্রতিষেধক 'ইহাতে কিছুই নানা বা ভেদ নাই' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব, আত্মার একত্ব-প্রতিপাদনার্থ পরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রাণসংবাদেরই অনুরূপ অসত্য; এই কারণেই, "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ" এই স্থলে অসত্যতা-বোধক 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাল, 'মায়া' শব্দ ত প্রজ্ঞাবাচক (জ্ঞানবোধক); হাঁ, তাহা সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিদ্যাময়, এই কারণেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে 'মায়া' বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সুতরাং [আলোচ্য স্থলে] কোন দোষ হয় নাই। "মায়াভিঃ" কথার অর্থ—অবিদ্যাত্মক ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞা দ্বারা; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি জন্মহীন, অথচ বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' অতএব, সেই পরমাত্মা মায়া দ্বারাই জন্মলাভ করেন, (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নহে)।

মূলের 'তু' শব্দের অর্থ—অবধারণ, অর্থাৎ 'মায়া দ্বারাই' এইরূপ অর্থ। বস্তুতঃ একই বস্তুতে সত্যসত্যই জন্মহীনতা ও বহুপ্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবপর হয় না; যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও শীতলতা সম্ভবে না, তদ্রূপ। অতএব, প্রতিনিয়ত 'একত্ব-দর্শনকারী ব্যক্তির আর শোকই বা কি? মোহই বা কি?' এই মন্ত্র হইতে এবং [যে এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে,] 'সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে ভেদবুদ্ধির নিন্দা-দর্শন হইতে এবং আত্মৈকত্ব দর্শনের ফলোল্লেখ হইতেও [জানা যায় যে] আত্মৈকত্ব-জ্ঞানই শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ, (ভেদদর্শন নহে) ॥ ৯১ ॥ ২৪

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কোন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥ ৯২ ॥ ২৫

সরলার্থঃ

সংভূতেঃ (জন্মনঃ) অপবাদাৎ ("অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যে সম্ভূতিম্ উপাসতে" ইত্যাদৌ নিন্দনাৎ) সম্ভবঃ (জন্ম) প্রতিষিধ্যতে (নিষিধ্যতে)। [তথা] কঃ নু (আক্ষেপে কঃ খলু ন কোঽপি ইত্যর্থঃ,) এনং (পরমাত্মানং) জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ), ["নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইত্যাদি-শ্রুতেরিতি ভাবঃ]; ইতি (অনেন বাক্যেন) কারণং (তদুৎপাদকং চ) প্রতিষিধ্যতে। [উৎপাদকাভাবাৎ ন স উৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ]।

[শ্রুতিতে] সম্ভূতির নিন্দা হইতে [বুঝা যায় যে,] সম্ভব নিষিদ্ধ হইতেছে। আর কেইবা ইহাকে উৎপাদন করিবে? এই কথা হইতে [জানা যায় যে,] তাহার উৎপত্তির কারণও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৯২ ॥ ২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে"ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। নন্বু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথা "অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" ইতি। সত্যমেব, দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দ-

বাচ্যস্ত কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্ত কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তিরূপস্ত মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্ববৎ দেবতাদর্শনকর্ম্মসমুচ্চয়স্ত পুরুষসংস্কারার্থস্ত কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্ত সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্ত মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাৎ অবিদ্যয়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্ত বিরক্তস্ত উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থালোচনপরস্ত নান্তরীয়কী পরমাত্মৈকত্ব-বিদ্যোৎপত্তিঃ, ইতি পূর্ব্ব-ভাবিনীম্ অবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চাদ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমুচ্চীয়ত ইত্যুচ্যতে। অতোঽন্তার্থত্বাৎ অমৃতত্বসাধনং ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ। যদ্যপি অশুদ্ধিবিয়োগ-হেতুঃ অতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অতএব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেঃ আপেক্ষিকমেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বম্ অপেক্ষ্য অমৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়া-নির্ম্মিতস্যৈব জীবস্ত অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতস্ত অবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো নু এনং জনয়েৎ? ন হি রজ্জ্বাম্ অবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ; তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদিতি। কো নু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্ত নষ্টস্ত জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। "নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ

'যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে,' এই শ্রুতিতে সম্ভূতির উপাসনায় নিন্দাশ্রবণহেতু সম্ভবের প্রতিষেধ করা হইতেছে; কেননা, সম্ভূতি যদি যথার্থই সত্য হইত, তাহা হইলে কখনই তদুপাসনার নিন্দা করা সঙ্গত হইত না।

ভাল, 'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে' ইত্যাদির ন্যায় বিনাশের সহিত সম্ভূতির সমুচ্চয়-বিধানার্থও ত সম্ভূতির নিন্দাবাদ হইতে পারে। অর্থাৎ যেখানেই উৎপত্তি আছে, সেখানেই বিনাশও আছে, ইহা জ্ঞাপনার্থই ঐরূপ নিন্দা করা হইয়াছে। হাঁ, একথা সত্যই বটে; যদিও সম্ভূতি-বিষয়ক দেবতা-চিন্তা এবং বিনাশ-শব্দবাচ্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান-বিধানার্থই সম্ভূতির অপবাদ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি স্বাভাবিক অজ্ঞানমূলক

প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করা যেমন 'বিনাশ'-সংজ্ঞক কর্ম্মের প্রয়োজন, তেমনি কর্ম্মফলে অনুরাগমূলক প্রবৃত্তিরূপ যে সাধ্য ও সাধনবিষয়ক দ্বিবিধ বাসনাত্মক মৃত্যু, তাহা অতিক্রম করাই পুরুষ-সংস্কার-বিষয়ক দৈবতচিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেন না, পুরুষ এইরূপে উক্ত দ্বিবিধ কামনাময় মৃত্যু ও চিত্তগত অশুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ হইতে পারে। অতএব, পুরুষকে উক্তলক্ষণ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করাই দেবতা-চিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। ঠিক এইরূপেই উক্ত বাসনাদ্বয়রূপ অবিদ্যা-মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ, বিষয়-বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং উপনিষৎ-শাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর পুরুষের পক্ষে পরমাত্মার একত্ববুদ্ধিরূপা বিদ্যার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া থাকে; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যা অপেক্ষা পরভবিক অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা একই পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, অবিদ্যার সহিত সমুচ্চিত হয় বলা হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা [সমুচ্চয়ানুষ্ঠান যখন] অন্যার্থ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সাধকমাত্র, তখন উহা অশুদ্ধিক্ষয়ের হেতুভূত হইলেও অমৃতত্বাংশে তাৎপর্য্য না থাকায় উক্ত সম্ভূতির অপবাদ নিশ্চয়ই নিন্দার্থ। অতএব উক্ত অপবাদ হইতেই বুঝা যায় যে, সম্ভূতির সত্তা আপেক্ষিক মাত্র; সুতরাং পরমার্থসৎ আত্মার একত্ব অপেক্ষা করিয়াই অমৃতনামক সম্ভব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে মায়ানির্ম্মিত এবং অবিদ্যা-সমুদ্‌বোধিত জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, স্বরূপে অবস্থিতি হয়; সুতরাং তৎকালে সত্যসত্যই ইহাকে কে আর উৎপাদন করিবে? কেন না, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যা-সমারোপিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বিবেকজ্ঞানে একবার বিনষ্ট হইলে, তাহা কি আর কেহ জন্মাইতে পারে?—কখনই নহে; সেই প্রকার ইহাকেও আর কেহই জন্মাইতে পারে না। 'কঃ নু' ইহার অর্থ—আক্ষেপ—অপরকে প্রতিষেধ করা; সুতরাং এখানে উৎপত্তি-কারণের প্রতিষেধ করা হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত পদার্থ

একবার বিনষ্ট হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহাকে জন্মাইতে পারে, এমন কোন কারণ নাই। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহা কোন কারণ হইতে কোনরূপে উৎপন্ন হন নাই।' ॥ ৯২ ॥ ২৫

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাজং প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

সরলার্থঃ

যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) "সঃ এষঃ নেতি নেতি" (শ্রুতিঃ) অগ্রাহ্যভাবেন (গ্রহণাযোগ্যত্বেন) হেতুনা (কারণেন) ব্যাখ্যাতং (উপায়ত্বেন বর্ণিতং) সর্ব্বং (দ্বৈতং) নিহ্নুতে (গোপায়তি, মিথ্যাত্বেন বারয়তি) [তস্মাৎ হেতোঃ] অজং (জন্মরহিতম্ আত্মস্বরূপং) প্রকাশতে। ৯৩ ॥ ২৬

যেহেতু, 'সেই এই আত্মা ইহা নহে' এই শ্রুতি অগ্রাহ্যত্বনিবন্ধন পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত বিষয়ের অপলাপ করিতেছে, সেই হেতুই অজ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি প্রতিপাদিতস্য আত্মনো দুর্ব্বোধত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ উপায়ান্তরত্বেন তস্যৈব প্রতি-পিপাদয়িষয়া যদ্‌যদ্‌ব্যাখ্যাতং, তৎসর্ব্বং নিহ্নুতে, গ্রাহ্যং জনিমদ্‌বুদ্ধিবিষয়ম্ অপলপতি, অর্থাৎ "স এষ নেতি নেতি" ইত্যাত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ। উপায়স্য উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্য উপেয়বদ্‌গ্রাহ্যতা মা ভূৎ, ইতি অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুত ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ উপায়স্য উপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি, তস্য সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্ আত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ৯৩ ॥ ২৬

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর এইরূপ উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে যে,] 'ইহা নহে, ইহা নহে' এই শ্রুতি, [ইতঃ পূর্ব্বে] সমস্ত বিশেষ বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা যে আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দুর্জ্ঞেয় মনে করিয়া তাহারই

উপপাদনার্থ বিভিন্ন উপায়ে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া অপলাপ করিতেছেন। অর্থাৎ 'সেই এই আত্মা, ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপে আত্মার অদৃশ্যতা (অগ্রাহ্যতা)-প্রতিপাদক এই শ্রুতিই জন্য-বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ীভূত—গ্রাহ্য পদার্থের অপলাপ করিতেছেন। উপেয় বা প্রাপ্য-নির্ণয়েই যে উপায়ের পর্য্যবসান, ইহা যে জানে না, তাহার মনে এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উপেয় ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় তদুপায়রূপে নিরূপিত বিষয়গুলিও হয় ত গ্রহণীয় অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই ভ্রান্তি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অগ্রাহ্যত্ব-রূপ হেতু দ্বারা [উহার সত্তা] অপলাপ করিতেছেন। অনন্তর এইরূপে 'জ্ঞাতব্য-নির্ণয়ই উপায়ের তাৎপর্য্য, এবং জ্ঞাতব্য পদার্থটিই (পরমাত্মাই) নিত্য একরূপ' ইহা যিনি জানেন, তাঁহার নিকট বাহ্যাভ্যন্তরস্থ, অজ আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥ ২৬

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

সরলার্থঃ

হি (যস্মাৎ) সতঃ (নিত্যস্য) জন্ম মায়য়া যুজ্যতে (সম্ভবতি), ন তু (ন পুনঃ) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) [জন্ম যুজ্যতে]। যস্য (বাদিনঃ মতে) তত্ত্বতঃ (পরমার্থত এব) জায়তে, তস্য (মতে) হি (নিশ্চয়ে) জাতং (উৎপন্নম্ এব) জায়তে (নতু অজম্; অজস্য জন্মাসম্ভবাৎ, জাতস্য চ জায়মানত্বে অনবস্থাদোষাপত্তেরিতি ভাবঃ] ॥ ৯৪ ॥ ২৭

যেহেতু সৎপদার্থের জন্ম মায়া দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না। যাহার মতে বাস্তবিকই জন্ম হয়, নিশ্চয়ই তাহার মতে জাত পদার্থই জন্মে, একথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্, আত্মতত্ত্বমদ্বয়ং ন ততোঽন্যৎ

অস্তীতি নিশ্চিতমেতৎ। যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুনর্নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ, তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা অগ্রাহ্যমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তৎ ন, কার্য্যগ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজ্জন্ম যুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ। ন তু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বতো যথা, তথা অগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম। যস্য পুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনঃ, ন হি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্ ততশ্চানবস্থা জাতাৎ জায়মানত্বেন। তস্মাৎ অজমেকমেবাত্মতত্ত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ

উক্তপ্রকার শত শত শ্রুতি দ্বারা ইহাই অবধারিত হইল যে, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অজ অদ্বয় আত্মতত্ত্বই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই। এখন যুক্তির সাহায্যে পুনশ্চ তাহাই অবধারিত হইতেছে। এইরূপ প্রমাণিত হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব যদি চিরদিনই অগ্রাহ্য—জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহা হইলে ত তাহা 'অসৎ' বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য মায়াবীর যেরূপ মায়া দ্বারা জন্ম অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগতেরও জন্ম বা উৎপত্তিরূপ কার্য্য দর্শনেই প্রতীতি জন্মাইয়া দেয় যে, পরমার্থসৎ আত্মাই মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ-জন্মনিদান মায়ার আশ্রয়ীভূত, অর্থাৎ তাহার মায়ায়ই এই জগতের উৎপত্তি প্রতীতি হইতেছে। যেহেতু মায়াবীর মায়া-সৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সৎ কারণ হইতেই জগতের জন্ম সম্ভবপর হয়, অসৎ কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভব হয় না, এবং সত্যসত্যই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না; [অতএব জগদুৎপত্তিও মায়াময় ভিন্ন আর কিছু নহে]।

অথবা, সৎ—বিদ্যমান রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের যেমন মায়া দ্বারা সর্পাদিরূপে জন্মলাভ সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ হয় না; তেমনি সৎ ব্রহ্ম অগ্রাহ্য হইলেও, রজ্জু-সর্পের ন্যায় তাঁহারও মায়া দ্বারা জগদাকারে জন্ম সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই জন্মরহিত এই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু, যে বাদীর মতে পরমার্থ সৎ অজ আত্মার প্রকৃতপক্ষেই জগদাকারে জন্ম স্বীকৃত হয়, তাহার মতেও অজ—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ [অজের জন্ম বলিলে] বিরুদ্ধ কথা হয়। অতএব, তাহার মতে জাত পদার্থ জন্মে, এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হওয়ায় ফলতঃ জন্মই সিদ্ধ হইতে পারে না।* অতএব আত্মতত্ত্ব যে অজ ও এক, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৯৪ ॥ ২৭

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে॥ ৯৫ ॥ ২৮

সরলার্থঃ

অসতঃ (মিথ্যাভূতস্য) মায়য়া তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ বা) জন্ম (উৎপত্তিঃ) ন এব (নিশ্চয়ে) যুজ্যতে (সংগচ্ছতে)। [যতঃ] বন্ধ্যাপুত্রঃ (বন্ধ্যায়া অপুত্রায়াঃ পুত্রঃ) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) মায়য়া অপি বা ন জায়তে। [পুত্র-জনন্যাঃ বন্ধ্যাত্বমেব নোপপদ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৯৫ ॥ ২৮

অসত্য পদার্থের মায়িক বা পারমার্থিক, কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না; কারণ, মায়া দ্বারা কিংবা প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না॥ ৯৫ ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অসদ্‌বাদিনাম্ অসতো ভাবস্য মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে,

---

* তাৎপর্য্য—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ বলিয়াই ঐরূপ কথা বলা যায় না; সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, যাহা জন্মে (জাত), তাহারই জন্ম হয়। এ কথা বলিলেও 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 'জাতং জায়তে' অর্থাৎ যাহা জন্মিয়াছে, তাহাই আবার জন্মিয়াছে; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও তাহার জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বেও আবার জন্ম এইরূপে জন্মপ্রবাহ-কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটে।

অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্ত্রোমায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে, তস্মাদত্র অসদ্বাদো দূরত এব অনুপপন্ন ইত্যর্থঃ॥ ৯৫॥ ২৮

ভাষ্যানুবাদ

অসদ্বাদীর পক্ষেও মায়া দ্বারা কিংবা যথার্থরূপে, কখনই অসৎ পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেন না ঐরূপ দেখা যায় না। কারণ, মায়া দ্বারা বা সত্যসত্যই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না। অতএব, এ বিষয়ে অসদ্বাদীর পক্ষ একেবারেই অসঙ্গত॥ ৯৫॥ ২৮

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥ ৯৬॥ ২৯

সরলার্থঃ

স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) মনঃ (চিত্তং) যথা মায়য়া (অবিদ্যয়া) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (দ্বৈতবিষয়ে চেষ্টাং কুরুতে); তথা (তদ্বৎ) মনঃ মায়য়া জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং (জাগ্রৎকালীন-দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (বিবিধাং চেষ্টাং কুরুতে ইত্যর্থঃ)। ৯৬॥ ২৯

স্বপ্নকালে মন যেরূপ মায়াদ্বারা দ্বৈতাকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া নানাবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) করিয়া থাকে; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে॥ ৯৬॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্মেতি? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং-বিকল্পিতঃ সর্পো রজ্জুরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন্, এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যা * আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণং সৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া, রজ্জ্বামিব সর্পঃ; তথা তদ্-বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ, স্পন্দত ইবেত্যর্থঃ। ৯৬॥ ২৯

ভাষ্যানুবাদ

মায়া দ্বারা সৎপদার্থের জন্ম কিরূপ? তাহা কথিত হইতেছে

* পরমাত্মবিজ্ঞপ্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেরূপ রজ্জুরূপে পরিদৃষ্ট হয় [প্রকাশ পায়], এইরূপ, আত্ম-বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া মনই মায়াদ্বারা গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ (জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃস্বরূপ) দ্বৈতাকারে প্রকাশমান হইয়া দর্শনাদি কার্য্য করে ; যেমন—রজ্জুতে কল্পিত সর্প। ঠিক তেমনই জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা [নানাকারে] স্পন্দিত হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ তাহার ঐ স্পন্দন বাস্তবিক নহে ॥ ৯৬ ॥ ২৯

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ ৩০

সরলার্থঃ

স্বপ্নে চ অদ্বয়ং (দ্বিতীয়রহিতম্ অপি) মনঃ দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) [প্রকাশতে, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। তথা (তদ্বদেব) অদ্বয়ং চ (অপি) জাগ্রৎ (জাগরিতাবস্থা) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] ; [স্বপ্নবৎ জাগ্রদপি মনঃকল্পিতমেব ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৯৭ ॥ ৩০

স্বপ্নাবস্থায় যেমন একক মনই মায়া দ্বারা সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদবস্থায়ও একাকী মনই মায়া দ্বারা বিবিধ দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ ৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে, ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং, তদ্গ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ অস্তি। জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥ ৯৭ ॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ

রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুরূপে অদ্বিতীয়ই বটে, তেমনি স্বপ্নাবস্থায় প্রকৃত পক্ষে মন আত্মস্বরূপে অদ্বিতীয় হইলেও [মায়া-দ্বারা] সদ্বিতীয়বৎ প্রতিভাত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় একমাত্র বিজ্ঞান ব্যতীত হস্তিপ্রভৃতি দৃশ্য কিংবা তদ্গ্রাহক

চক্ষুঃ প্রভৃতি দ্বৈত যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে, জাগ্রদবস্থাও ঠিক তদ্রূপই ; কারণ, তখনও পরমার্থ সত্য কেবল বিজ্ঞানরূপতের কিছমাত্র বিশেষ হয় না ॥ ৯৭ ॥ ৩০

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৯৮ ॥ ৩১

সরলার্থঃ

দৃশ্যম্ (দর্শনযোগ্যম্) ইদং (অনুভূয়মানং) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহিতং) যৎ কিঞ্চিৎ দ্বৈতং, [তৎ সর্ব্বং] মনঃ (মন এব, ন ততো ভিন্নম্); হি (যস্মাৎ) মনসঃ অমনীভাবে (নিরোধসমাধৌ সংকল্পাদিবিরহে জাতে) দ্বৈতং (জগৎ) ন এব উপলভ্যতে (উপলব্ধিবিষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥

দৃশ্যমান এই চরাচরাত্মক যে কিছু দ্বৈত, [তৎসমস্তই] মনঃস্বরূপ ; [মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই]। কারণ, [নিরোধ-সময়ে] মনের যখন মনস্ত্ব (সংকল্পনা) বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না ॥ ৯৮ ॥ ৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এবেত্যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিতি অন্বয়-ব্যতিরেকলক্ষণম্ অনুমানমাহ—কথং ? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং—মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে অভাবাৎ। মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ং গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ ৩১

ভাষ্যানুবাদ

মনই রজ্জু-সর্পের ন্যায় দ্বৈতরূপে বিকল্পনাময় ইহা বলা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি ? এইজন্য অন্বয় ও ব্যতিরেকাত্মক অনুমান প্রমাণ বলিতেছেন—কি প্রকার ? যেহেতু, বিকল্প্যমান মন দ্বারা দৃশ্য—মনোদৃশ্য এই সমস্ত দ্বৈত নিশ্চয়ই মনঃস্বরূপ, ইহা প্রতিজ্ঞা, (সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ) ; কেন না, যেহেতু, মনের সত্তায় দ্বৈতের সত্তা,

আর মনের অসত্তায় দ্বৈতের অসত্তা। মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থা হইলে, বিবেকদর্শনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও বৈরাগ্য দ্বারা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় লয়প্রাপ্তি হইলে, অথবা সুষুপ্তিতে কখনই দ্বৈত উপলব্ধ হয় না; অতএব, অভাব-বশতঃই দ্বৈতভাব অসিদ্ধ ॥ ৯৮ ॥ ৩১

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৯৯ ॥ ৩২

সরলার্থঃ

তৎ (মনঃ) আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মনঃ সত্যত্বোপলব্ধ্যা) যদা (যস্মিন্ কালে) ন সংকল্পয়তে (সংকল্পং ন করোতি), তদা গ্রাহ্যাভাবে (গ্রহণযোগ্য-বস্ত্বনুপলব্ধৌ) অগ্রহং (গ্রহণচিন্তারহিতং সৎ) অমনস্তাং (অমনোভাবং বিকল্পরাহিত্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।

সেই মন যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করে, তখন আর গ্রহণযোগ্য কোন বস্তু না থাকায় বস্তু-গ্রহণের চিন্তা-বর্জ্জিত হইয়া অমনস্তা (সংকল্পরাহিত্য) লাভ করে ॥ ৯৯ ॥ ৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং পুনরয়ম্ অমনীভাবঃ? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং, মৃত্তিকাবৎ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু বোধ আত্মসত্যানুবোধঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাৎ তৎ ন সঙ্কল্পয়তে, দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগ্নেঃ যদা যস্মিন্ কালে, তদা তস্মিন্ কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি; গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণ-বিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ

সেই অমনীভাব হয় কি প্রকারে? তাহা বলিতেছেন—'বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য' এই শ্রুতি অনুসারে [জানা যায় যে,] মৃত্তিকার ন্যায় আত্মাই একমাত্র সত্য

পদার্থ—আত্মসত্য, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে, তাহার জ্ঞান, তাহারই নাম—আত্মসত্যানুবোধ; সেই হেতু, দাহ্যাভাবে অগ্নির ন্যায় সংকল্পযোগ্য বিষয় না থাকায়, যে সময় সেই মন আর সংকল্প করে না; তখন অর্থাৎ সেই কালে গ্রাহ্য পদার্থ না থাকায় মন অগ্রহ হইয়া—গ্রহণবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অমনস্তা—অমনোভাব (সংকল্প-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥ ৩২

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ১০০ ॥ ৩৩

সরলার্থঃ

নিত্যম্ (কূটস্থম্) অজং ব্রহ্ম [যস্য জ্ঞানস্য] জ্ঞেয়ং [ভবতি, তৎ] অকল্পকম্ (সর্ব্বকল্পনারহিতম্) অজং (নিত্যং) জ্ঞানং (জ্ঞানমেব) জ্ঞেয়া-ভিন্নং (জ্ঞেয়েন ব্রহ্মণা অভিন্নং) প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিন ইতি শেষঃ]। নিত্যম্ অজং (ব্রহ্ম) [স্বয়মেব] অজেন (জ্ঞানেন) বিবুধ্যতে (বোধং লভতে)। যদ্বা অজেন (নিত্যেন জ্ঞানেন কর্ত্তৃস্বরূপেণ) অজম্ (আত্মতত্ত্বং) বিবুধ্যতে (বিজ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ)।

নিত্য অজ ব্রহ্ম যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সর্ব্ববিকল্পবর্জ্জিত সেই অজ (নিত্য) জ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, অজ ব্রহ্ম নিজেই নিত্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥ ৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদি অসদিদং দ্বৈতং, কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যতে? ইতি উচ্যতে—অক-ল্পকং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং, অতএব অজং জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরি-লোপো বিদ্যতে" অগ্ন্যুষ্ণবৎ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" "সত্যং জ্ঞানমানন্দং* ব্রহ্ম"। ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য, স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্; তেন আত্মস্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি। নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিতা নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥ ৩৩

---

* জ্ঞানমনন্তম্ ইতি বা পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, এই সমস্ত দ্বৈতই যদি অসৎ হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য আত্মতত্ত্ব কাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়? বলা হইতেছে—অকল্পক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত, এই কারণেই অজ (উৎপত্তিশূন্য) কেবলই জ্ঞান-বস্তুটিকে জ্ঞেয়রূপী পরমার্থসত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—এক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় 'বিজ্ঞাতার জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় না।' 'ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ,' 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি। তাঁহারই বিশেষণ—ব্রহ্ম যাহার জ্ঞেয়, স্বরূপস্থ সেই এই জ্ঞান, অগ্নির উষ্ণতাবৎ জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সেই অজ জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব স্বয়ংই আপনাকে স্বস্বরূপ অজ জ্ঞান দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ এক জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয়, আবার স্বরূপতঃ জ্ঞাতা। নিত্যপ্রকাশ-স্বরূপ সূর্য্য যেমন [আত্মপ্রকাশের জন্য আর অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না,] তেমনি আত্মাও একমাত্র নিত্য জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং [আপনার প্রকাশের জন্য] জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না ॥ ১০০ ॥ ৩৩

নিগৃহীতস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ ॥ ১০১ ॥ ৩৪

সরলার্থঃ

নিগৃহীতস্য (নিরুদ্ধস্য) নির্ব্বিকল্পস্য (বিকল্পনারহিতস্য) ধীমতঃ (বিবেকশালিনঃ) মনসঃ [যঃ] প্রচারঃ (ব্যাপারঃ), স (প্রচারঃ) তু [এব] বিজ্ঞেয়ঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ) [যোগিভিরিতি শেষঃ]। সুষুপ্তে (সুষুপ্ত্যবস্থায়াং) [পুনঃ] অন্যঃ (অন্যপ্রকারঃ—অবিদ্যামোহকলিতঃ) [প্রচারঃ ভবতি, অতঃ] ন তৎসমঃ (নিরুদ্ধসম ইত্যর্থঃ)।

নিরোধাবস্থাপন্ন, বিকল্পশূন্য ও বিবেকসম্পন্ন মনের যে প্রচার, তাহাই [যোগিগণের] বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য; সুষুপ্তাবস্থায় যে প্রচার বা বৃত্তি, তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার—অবিদ্যা-মোহ-সমন্বিত; অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার সমান নহে ॥ ১০১ ॥ ৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

আত্মসত্যানুবোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং সৎ নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশ্চোক্তঃ। তস্যৈবং নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ, স তু প্রচারঃ বিশেষেণ জ্ঞেয়ো বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ।

নন্থ সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারঃ, তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি, প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎ কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—নৈবম্, যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারঃ অবিদ্যামোহতমোগ্রস্তস্য অন্তর্লীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাবতঃ মনসঃ আত্মসত্যানুবোধ-হুতাশবিপ্লুষ্টাবিদ্যাদ্যনর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্য অন্য এব প্রশান্তসর্ব্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ, অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১ ১॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমার্থসত্য আত্মার উপলব্ধিবশতঃ সংকল্প পরিত্যাগ করায় বাহ্য বিষয় [জ্ঞাতব্য] থাকে না, তখন মন কাষ্ঠশূন্য অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হইয়া নিগৃহীত—নিরুদ্ধ হইয়া থাকে; এইপ্রকার মনের মননস্বভাব রহিত হইয়া গেলে যে দ্বৈতাভাব ঘটে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। সেই যে, এই নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন এবং সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত ও বিবেকসম্পন্ন মনের প্রচার—প্রচরণ অর্থাৎ ব্যাপার, সেই প্রচারই যোগিগণের বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য *।

* তাৎপর্য্য—যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মনের অবস্থা পাঁচ প্রকার, (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, (৫) নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে, রজোগুণের প্রবলতা-নিবন্ধন মনের যে নিরন্তর চাঞ্চল্য, তাহাই ক্ষিপ্তাবস্থা; এইরূপ, মনেই যে, কিয়ৎকালের জন্য কোন এক বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা, তাহাই বিক্ষিপ্তাবস্থা; আর তমোগুণের প্রাধান্য নিবন্ধন মনের যে জড়ভাব বা মোহ-প্রাবল্য, তাহাই মূঢ়াবস্থা; কোন একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়-বিশেষে যে, মনের তন্ময়তা—নিরন্তর চিন্তাশীলতা, তাহা একাগ্রতা; ক্রমে সত্ত্বোৎকর্ষবশতঃ বিষয়ের রূপনামাদি চিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক যে বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার, মনোবৃত্তির নিরোধ, তাহাই নিরুদ্ধাবস্থা।

ভাল, নিরুদ্ধাবস্থায় যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতির অভাব হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি-সময়ে মনের যে প্রকার অবস্থা হয়, নিরোধাবস্থাপন্ন মনের অবস্থাও ত সেই প্রকারই হইল? কারণ, উভয় স্থলেই প্রতীতির অভাব তুল্য; সুতরাং সে অবস্থায় আর কি জানিতে হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—না—এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সুষুপ্তি-সময়ে মনঃ অবিদ্যা-মোহরূপ তমোগ্রস্ত থাকে, এবং অনেকানেক অনর্থোৎপত্তির বীজবাসনাও তাহার অভ্যন্তরে লীন হইয়া থাকে, তাহার ব্যাপার অন্যপ্রকার; আর আত্মার সত্যতা উপলব্ধিরূপ হুতাশন দ্বারা যাহার অনর্থপ্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যাদি দোষরাশি বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়াছে, এবং যাহার ক্লেশ-নিদান রজোগুণ প্রশমিত হইয়াছে, নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন সেই মনের প্রচার বা ব্যাপার সৌষুপ্ত প্রচার হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথগ্‌ভূত; অতএব, ঐ উভয় প্রচার সমান নহে; সুতরাং নিরুদ্ধে মনোব্যাপার জানিতে পারা যাইতে পারে * ॥ ১০১ ॥ ৩৪

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ১০২ ॥ ৩৫

সরলার্থঃ

[অবস্থাদ্বয়ে প্রচারভেদে হেতুং দর্শয়তি—"লীয়তে" ইত্যাদিনা।]—হি (যস্মাৎ) সুষুপ্তে তৎ (মনঃ) লীয়তে (কারণশরীরে অবিদ্যায়াং প্রবিশতি)

---

* তাৎপর্য্য—আপত্তি হইল যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ কোন প্রকার মনোব্যাপার থাকে না, সেইরূপ নিরুদ্ধাবস্থায়ও যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতি বা মনোব্যাপার বিরত হইয়া যায়, তাহা হইলে সে অবস্থায় ত কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না; সুতরাং জ্ঞাতব্যাভাব জানিবার আদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—নিরুদ্ধ ও সুষুপ্তি অবস্থা তুল্য নহে; সুষুপ্তি অবস্থায় মন চেষ্টারহিত ও অবিদ্যামোহে সমাবৃত থাকে; তখন প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানেরই বৃত্তি হয়; আর নিরুদ্ধাবস্থায় সত্ত্বোৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়া স্বতন্ত্র একপ্রকার ব্যাপার উপস্থিত করে, তখন আর অজ্ঞান-বৃত্তি থাকে না; সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণেই নিরুদ্ধকালীন সাত্ত্বিক মনোব্যাপারকে জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে।

নিগৃহীতং (নিরুদ্ধাবস্থাপন্নং) [তু] ন লীয়তে (স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি)। [তস্মিন্ সময়ে] তৎ (মনঃ) এব নির্ভয়ং (সর্ব্বভয়নিমিত্তশূন্যং) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) জ্ঞানালোকং (জ্ঞানৈকরসং) ব্রহ্ম [সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

যেহেতু সুষুপ্তিদশায় মন অবিদ্যায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন মন তাহাতে বিলীন হয় না ; তখন সেই মনই অভয় ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান-প্রকাশ-সম্পন্ন ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রচারভেদে হেতুমাহ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিঃ অবিদ্যাদিপ্রত্যয়-বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপম্ অবিশেষরূপং বীজভাবমাপদ্যতে, তদ্‌বিবেকবিজ্ঞান-পূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে। তস্মাদ্‌যুক্তঃ প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যাকৃতমলদ্বয়বর্জ্জিতং, তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্, ইত্যতস্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়-নিমিত্তস্য অভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম, যদ্‌বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, তদেব বিশেষ্যতে—জ্ঞপ্তির্জ্ঞানম্ আত্মস্বভাবচৈতন্যং, তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যস্য, তদ্ ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনম্ ইত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবৎ নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ॥ ১০২ ॥ ৩৫

ভাষ্যানুবাদ

মনের প্রচারভেদে হেতু বলিতেছেন—যেহেতু সুষুপ্তি-অবস্থায় মন অবিদ্যাদি সমস্ত প্রতীতির কারণীভূত বাসনার সহিত তমঃস্বভাব অবিশেষরূপ (যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ) বীজভাব (কারণাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মন বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন হইয়া আর লীন হয় না—তমঃস্বভাব বীজভাব প্রাপ্ত হয় না; অতএব, সুষুপ্ত ও সমাহিত (নিরুদ্ধ) চিত্তের প্রচারভেদ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। [মন] যখন অবিদ্যাকৃত গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবজনিত দ্বিবিধ মলবর্জ্জিত হয়, তখন তাহা অদ্বৈত পরব্রহ্মভাবেই সম্পন্ন হয়, এই কারণে তাহাই নির্ভয় ; কেননা, ভয়ের কারণীভূত দ্বৈতবিজ্ঞান তখন থাকে না। ব্রহ্মই শান্ত ও অভয়স্বরূপ, পুরুষ যাহাকে জানিলে

কোথা হইতেও ভীত হয় না, তাহাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে —জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি (বোধ), অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চৈতন্য; সেই জ্ঞানই যাহার আলোক অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, তাহাই জ্ঞানালোক অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানমূর্ত্ত। সমন্তত অর্থ—সর্ব্বদিকে অর্থাৎ আকাশের ন্যায় নিরন্তরভাবে সর্ব্বদিক্‌ব্যাপী ॥ ১০২ ॥ ৩৫

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্ ।
সকৃদ্‌বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ১০৩ ॥ ৩৬

সরলার্থঃ

[ব্রহ্ম] অজম্ (জন্মরহিতম্) অনিদ্রম্ (অবিদ্যা-নিদ্রা-রহিতম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নদর্শনশূন্যম্) অনামকম্ (নাম্না নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্), অরূপকম্ (ন কেনচিৎ নিরূপয়িতুং শক্যং) সকৃৎ (একবারমেব) বিভাতং (প্রকাশমানং) সর্ব্বজ্ঞং (সর্ব্বাত্মকং, জ্ঞস্বরূপং চ); [অতঃ তস্মিন্] কথঞ্চন (কথমপি) উপচারঃ (কর্ত্তব্যঃ) ন [বিষ্ণুতে ইতি শেষঃ]।

ব্রহ্ম স্বরূপতই জন্মরহিত, নিদ্রাশূন্য (সুষুপ্তিরহিত), স্বপ্নবর্জ্জিত, নামরূপশূন্য এবং একবারই প্রকাশমান সর্ব্বাত্মক ও জ্ঞানস্বরূপ; অতএব, তাঁহাতে কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্ভবপর হয় না ॥ ১০৩ ॥ ৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জন্মনিমিত্তাভাবাৎ সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজম্; অবিদ্যানিমিত্তং হি জন্ম রজ্জুসর্পবৎ, ইত্যবোচাম। সা চাবিদ্যা আত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্, অত-এবানিদ্রম্,—অবিদ্যালক্ষণানাদিমায়া-নিদ্রা-স্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয়স্বরূপেণ আত্মনা; অতঃ অস্বপ্নম্। অপ্রবোধকৃতে হ্যস্য নাম-রূপে; প্রবোধাচ্চ তে রজ্জুসর্পবদ্বিনষ্টে; ন নাম্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম, রূপ্যতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্ অরূপকঞ্চ তৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

কিঞ্চ, সকৃৎ বিভাতং সদৈব বিভাতং সদা ভারূপম্, গ্রহণান্যথাগ্রহণাবির্ভাব-তিরোভাববর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী; তমশ্চাবিদ্যালক্ষণং সদা অপ্রভাতত্বে কারণম্; তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্যভারূপত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্‌বিভাতমিতি। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্; নেহ ব্রহ্মণি এবংবিধে উপচরণমুপচারঃ

কর্ত্তব্যঃ, যথা অন্যেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমাধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবত্বাদ্‌ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবঃ অবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ ॥১০৩॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ

জীবের জন্ম যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যাকৃত, তাহা বলিয়াছি। জন্মের সেই কারণ না থাকায় বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী ব্রহ্ম অজ,—যেহেতু আত্ম-সত্যের উপলব্ধি দ্বারা সেই অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই অজ; সেই কারণেই অনিদ্র অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যারূপ মায়া-নিদ্রা না থাকায় অদ্বয় আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ (সর্ব্বদা জাগরিত), এই জন্যই অস্বপ্ন (স্বপ্নদর্শনরহিত)। ইহার নাম ও রূপ, উভয়ই অজ্ঞানকৃত; প্রবোধ হওয়ায় রজ্জু-সর্পের ন্যায় সেই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্ম কোন নামে অভিহিত হন না, এবং কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না; এই কারণে তিনি অনামক ও অরূপক। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'মন যাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি।

অপিচ, তিনি সকৃদ্বিভাত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রকাশমান,—সর্ব্বদা প্রকাশ-স্বরূপ; কেননা, বিষয় গ্রহণ কিংবা বিপরীত ভাবে গ্রহণ অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপ অপ্রকাশ তাঁহার নাই। বিষয় উপলব্ধি করা আর না করা, দিন-রাত্রিস্থানীয়, এই উভয় এবং অবিদ্যাত্মক তম (মোহ), ইহারাই অপ্রকাশের কারণ হইয়া থাকে, তাহা না থাকায় এবং নিত্য-চৈতন্যময় প্রকাশরূপত্ব হেতু তাহার সকৃৎবিভাতত্বও যুক্তিযুক্তই বটে; এই কারণেই তিনি সর্ব্বও বটেন এবং জ্ঞানস্বরূপও বটেন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ। অপরাপর লোকদিগের যেরূপ আত্মস্বরূপ ব্যতীতও সমাধি-চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্ভব হয়, এবংবিধ ব্রহ্মে তদ্রূপ কোনপ্রকার উপচার কর্ত্তব্য বলিয়া সম্ভব হয় না। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ) ও মুক্তস্বভাব হন, এইজন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন প্রকারেই কোন কর্ত্তব্যতা সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০৩ ॥ ৩৬

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ ৩৭

সরলার্থঃ

[উক্তেঽর্থে হেতুমাহ—সর্ব্বেত্যাদি।]—সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ (অভিধানসাধনবাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিতঃ) ['অভিলাপ'পদং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ উপলক্ষণার্থং, তেন সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিত ইত্যর্থঃ]; সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ (সর্ব্বাভ্যঃ চিন্তাভ্যঃ সমুত্থিতঃ উদ্গতঃ অন্তঃকরণশূন্য ইত্যর্থঃ) ; সুপ্রশান্তঃ (ক্ষোভরহিতঃ), সকৃজ্জ্যোতিঃ (সকৃদ্বিভাতঃ), সমাধিঃ (সমাধিলভ্যত্বাৎ সমাধিস্বরূপঃ), অচলঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) [অতএব] অভয়ঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানবিলয়াৎ সর্ব্বভয়রহিতশ্চ ইত্যর্থঃ) [আত্মা ইতি শেষঃ]।

[আত্মা স্বভাবতঃই] সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়রহিত (সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্য), সর্ব্বপ্রকার চিন্তার সাধনীভূত অন্তঃকরণশূন্য, সুপ্রশান্ত, সকৃৎপ্রকাশময়, সমাধিগম্য এবং অচল ও অভয়স্বরূপ ॥ ১০৪ ॥ ৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অনামকত্বাদ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ—অভিলপ্যতে অনেনেতি অভিলাপো বাক্করণং সর্ব্বপ্রকারস্য অভিধানস্য, তস্মাদ্ বিগতঃ। বাগত্র উপলক্ষণার্থা, সর্ব্ববাহ্যকরণবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তথা, সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ, চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা বুদ্ধিঃ, তস্যাঃ সমুত্থিতঃ, অন্তঃকরণবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ, "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ", "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ সর্ব্ববিষয়বর্জ্জিতঃ; অতঃ সুপ্রশান্তঃ। সকৃজ্জ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্যস্বরূপেণ; সমাধিঃ সমাধিনিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ, সমাধীয়তে অস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ। অচলঃ অবিক্রিয়ঃ; অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়াভাবাৎ ॥ ১০৪ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত অনামকত্বাদি প্রমাণ করিবার নিমিত্ত হেতু বলিতেছেন—যাহা দ্বারা শব্দ করা যায়, তাহার নাম অভিলাপ, সর্ব্বপ্রকার শব্দোচ্চারণের সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়; তাহা হইতে বিগত—রহিত, বাক্-শব্দটি এখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও প্রতিপাদক; [সুতরাং

বুঝিতে হইবে,] সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-বর্জ্জিত। সেইরূপ সর্ব্বচিন্তা-সমুত্থিত—যাহা দ্বারা কোন বিষয় ভাবা যায়, তাহার নাম চিন্তা, অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি হইতে উত্থিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণবর্জ্জিত; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, তিনি 'অপ্রাণ অমনা ও শুভ্র (শুদ্ধ)', পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি অপেক্ষা পর ইত্যাদি। যেহেতু সমস্ত বিষয় বর্জ্জিত, সেই হেতুই সম্যক্‌রূপে প্রশান্ত। সকৃজ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদাই জ্যোতিঃস্বরূপ। সমাধি অর্থ—সমাধি-জনিত বুদ্ধিগম্য বলিয়া 'সমাধি' পদবাচ্য; অথবা, যাহার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করা যায়, তাহার নাম সমাধি। অচল—বিকাররহিত, এই কারণেই অভয়—নির্ব্বিকার বলিয়াই অভয়-পদবাচ্য ॥ ১০৪ ॥ ৩৭

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥ ১০৫ ॥ ৩৮

সরলার্থঃ

যত্র (ব্রহ্মণি) চিন্তা ন বিদ্যতে (অমনস্কত্বাৎ মনোধর্ম্মঃ চিন্তা নাস্তি); তত্র (ব্রহ্মণি) গ্রহঃ (গ্রহণং) ন, উৎসর্গঃ (ত্যাগশ্চ) ন [বিদ্যতে ইতি শেষঃ]। তদা (আত্মসত্যানুবোধসময়ে) আত্মসংস্থং (স্বরূপাপন্নং) অজাতি (জন্মবর্জ্জিতং) জ্ঞানং সমতাং গতং (সাম্যপ্রাপ্তং ভবতি, ভেদজ্ঞানং নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ)।

যাঁহাতে (ব্রহ্মে) কোনরূপ চিন্তা নাই, তাঁহাতে গ্রহণ বা পরিত্যাগও সম্ভবে না; সেই অবস্থায় (আত্ম-সত্যানুভবসময়ে) আত্মপ্রতিষ্ঠ ও জন্মরহিত জ্ঞান সমতা লাভ করে; অর্থাৎ তখন ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১০৫ ॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাদ্ ব্রহ্মৈব "সমাধিরচলোঽভয়" ইত্যুক্তং; অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণম্ উপাদানং, ন উৎসর্গ উৎসর্জ্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্-বিষয়ত্বং বা, তত্র হানোপাদানে স্যাতাম্; ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি; বিকার-হেতোঃ অন্যস্যাভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ; অতো ন তত্র হানোপাদানে সম্ভবতঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে, সর্ব্বপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভবতি যত্র অমনস্ত্বাৎ; কুতস্তত্র

হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ, তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানম্, অজাতি জাতিবর্জ্জিতম্; সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নং ভবতি। যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতম্ "অতো বক্ষ্যাম্য-কার্পণ্যমজাতিসমতাং গতম্" ইতি, ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তম্ উপসংহ্রিয়তে—অজাতি সমতাং গতমিতি। এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০৫ ॥ ৩৮

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু ব্রহ্মকেই সমাধি, অচল ও অভয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব, তাঁহাতে—সেই ব্রহ্মে গ্রহণ অর্থাৎ গ্রহ বা উপাদান নাই, এবং উৎসর্গ বা হান (পরিত্যাগ) নাই। কারণ, যাহাতে বিকার বা বিকারযোগ্যতা থাকে, তাহাতেই হান (ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ) হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মে তাহার দুইই অসম্ভব; কারণ, [তাঁহার] বিকারোৎপাদক অপর কোন পদার্থও নাই, এবং স্বয়ংও নিরবয়ব; এইজন্যই তাঁহাতে হান ও উপাদান সম্ভবপর হয় না। যাঁহাতে চিন্তা নাই—অর্থাৎ চিন্তাসাধন মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তাই যাঁহাতে সম্ভব হয় না, তাঁহাতে আবার হান বা উপাদান সম্ভব হয় কিরূপে? যে সময়েই আত্ম-সত্যের বোধ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই মন আত্মসংস্থ হয়—অর্থাৎ [দাহ্যাভাবে] অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নিরূপে অবস্থিত হয়, তেমনি জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় তখন জ্ঞানও আত্মাতেই অবস্থিত হয়, এবং অজাতি অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত ও সমতা-প্রাপ্ত অর্থাৎ পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে 'অতঃপর অজাতি ও সমতাপ্রাপ্ত অকার্পণ্য বলিব' এই বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল, এখানে "অজাতি ও সমতাংগতম্" কথায় শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে। এই আত্মসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে কার্পণ্যের বিষয়ীভূত বস্তুটি পৃথক্। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'হে গার্গি! যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে

প্রয়াণ করে, সে লোক কৃপণ' ইতি। অভিপ্রায় এই যে, সকলেই এই তত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥ ৩৮

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

সরলার্থঃ

অস্পর্শযোগঃ (সর্ব্ববিষয়সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বযোগিভিঃ (কর্ত্তৃভিঃ) দুর্দ্দর্শঃ (দুঃখেন দ্রষ্টুং অধিগন্তুং শক্যঃ) বৈ (এব)। অভয়ে (অস্মিন্ নির্ব্বিকল্পযোগে) ভয়দর্শিনঃ (ভয়ং মন্যমানাঃ) যোগিনঃ হি (নিশ্চয়ে) অস্মাৎ (অস্পর্শযোগাৎ) বিভ্যতি (আত্মনাশ-সম্ভাবনয়া ভীতা ভবন্তি)।

সর্ব্বপ্রকার বিষয়সংস্পর্শরহিত এই অস্পর্শ যোগটি যোগিগণের পক্ষে দুর্লভ; [এই কারণে] অভয়ে (যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও) ভয়দর্শী যোগিগণ এই অস্পর্শ যোগ হইতে ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্যপি ইদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শ-বর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু। দুঃখেন দৃশ্যত ইতি দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বৈর্যোগিভিঃ বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্ব্বযোগিভিঃ আত্মসত্যানু-বোধায়াসলভ্য এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হি অস্মাৎ সর্ব্বভয়বর্জ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি, অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয়-নিমিত্তাত্মনাশ-দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

ভাষ্যানুবাদ

যদিও পরমার্থ-তত্ত্বটি এইরূপই (সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তকই বটে), [তথাপি] অস্পর্শযোগ, অর্থাৎ কোনপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ স্পর্শ না থাকায় উপনিষৎশাস্ত্রে ইহা 'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। দুঃখে দর্শন করা যায় বলিয়া, বেদান্ত-বিজ্ঞান-বিরহিত সমস্ত যোগিগণের দুর্দ্দর্শ, অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের পক্ষেই একমাত্র আত্মসত্যানুবোধোপযোগী ক্লেশ দ্বারাই লভ্য। এই অভয় যোগেও

ভয়দর্শী অর্থাৎ আত্মবিনাশ-সম্ভাবনায় ভয়দর্শনশীল অবিবেকী যোগিগণ এই যোগকে আত্মবিনাশরূপী মনে করিয়া সর্ব্বভয়-বর্জ্জিত এই যোগ হইতেও ভীত হন, অর্থাৎ ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥ ৩৯

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্ ।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ১০৭ ॥ ৪০

সরলার্থঃ

সর্ব্বযোগিনাং (আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং হীন-মধ্যম-প্রজ্ঞানাং) অভয়ং (ভয়নিবৃত্তিঃ), দুঃখক্ষয়ঃ (দুঃখনিবৃত্তিঃ), প্রবোধঃ (আত্মবোধঃ), অক্ষয়া (নিত্যা) শান্তিঃ (মোক্ষঃ) এব চ (অপি) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) নিগ্রহায়ত্তং (সংযমাধীনং ভবতি) । ['নিগ্রহায়ত্ত'শব্দস্য যথাযোগং সর্ব্বত্র লিঙ্গব্যত্যয়ঃ কার্য্যঃ] ।

যে সমস্ত যোগী আত্মসত্যবোধরহিত, তাহাদের পক্ষে ভয়নিবৃত্তি, দুঃখধ্বংস, আত্মবোধ ও অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি, এ সমস্তই মনের নিগ্রহাধীন ॥ ১০৭ ॥ ৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যেষাং পুনর্ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতিরেকেণ রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে, তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা, নান্যায়ত্তা, "নোপচারঃ কথঞ্চন" ইত্যুক্তেঃ । যে তু অতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোঽন্যৎ আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি, তেষাম্ আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ, দুঃখক্ষয়োঽপি ; ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্তি অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ, আত্মপ্রবোধোঽপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব। তথা, অক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো-নিগ্রহায়ত্তৈব ॥ ১০৭ ॥ ৪০

ভাষ্যানুবাদ

যাহাদের নিকট মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মব্যতিরেকে কেবলই কল্পিত, পরমার্থ সত্য নহে, অর্থাৎ রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সত্য, আর দৃশ্যমান সর্প কল্পিত মাত্র—অসত্য, তেমনি যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানেন, এবং তদতিরিক্ত সমস্তকেই কল্পিত অসত্য বলিয়া

বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে অভয় এবং মোক্ষনামক অক্ষয় শান্তি স্বভাবতই সিদ্ধ, অন্যের অধীন নহে; কেননা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে কোন প্রকার উপচার সম্ভব হয় না। কিন্তু সৎপথবর্ত্তী এবং হীন ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন, অপর যে সমস্ত যোগী মনকে অন্য বলিয়া —আত্মা হইতে পৃথক্ আত্ম-সম্বন্ধী বলিয়া দর্শন করেন, সত্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপানভিজ্ঞ সেই সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয়প্রাপ্তি মনো-নিগ্রহের (মনঃসংযমের) আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন। আরও এক কথা, দুঃখক্ষয়ও (মনোনিগ্রহের আয়ত্ত); কারণ, বিবেকবিহীন ব্যক্তি-গণের আত্মসম্বন্ধী মন চঞ্চল হইলে কখনই দুঃখক্ষয় হয় না, এবং আত্ম প্রবোধও মনোনিগ্রহেরই অধীন। সেইরূপ তাহাদের অক্ষয় (অবিনাশী) মোক্ষনামক শান্তিও মনোনিগ্রহেরই আয়ত্ত ॥ ১০৭ ॥ ৪০

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪১

সরলার্থঃ

কুশাগ্রেণ (অতিসূক্ষ্মেণ) একবিন্দুনা (একৈকবিন্দুনা) উদধেঃ (সমুদ্রস্য) উৎসেকঃ (সেচনং) যদ্বৎ, অপরিখেদতঃ (অনির্ব্বেদাৎ অবসাদং বিনা) মনসঃ নিগ্রহঃ (আয়ত্তীকরণং সংযমঃ) [অপি] তদ্বৎ ভবতি (তথৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ)॥

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল তুলিয়া সমুদ্র-সেচনের ন্যায় অখিন্ন-চিত্তে উদ্যমসহকারে মনোনিগ্রহও ঠিক সেইরূপ [সম্ভবপর হয়] ॥ ১০৮ ॥ ৪১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

মনোনিগ্রহোঽপি তেষাম্ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নান্তঃকরণানাম্ অনির্ব্বেদাৎ অপরিখেদতঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪১

ভাষ্যানুবাদ

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া জলসেচন দ্বারা সমুদ্রশোষণ-প্রয়াস যেরূপ, [যোগানুষ্ঠানে] যাহাদের অন্তঃকরণ অবসন্ন বা

অনুৎসাহসম্পন্ন হয় না, উত্তমশীল সেই সমস্ত লোকের মনোনিগ্রহও সেইরূপ [সম্পন্ন] হইয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥ ৪১

উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্‌বিক্ষিপ্তং কাম-ভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ১০৯ ॥ ৪২

সরলার্থঃ

কাম-ভোগয়োঃ (কামবিষয়ে ভোগবিষয়ে চ) বিক্ষিপ্তং (চঞ্চলং) [মনঃ] উপায়েন (বক্ষ্যমাণেন) নিগৃহ্ণীয়াৎ (নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ)। [লীয়তে সর্ব্বমস্মিন্ ইতি লয়ঃ সুষুপ্তিঃ, তস্মিন্] লয়ে চ (অপি) সুপ্রসন্নম্ (উদ্বেগবর্জ্জিতম্) [অপি মনঃ নিগৃহ্ণীয়াৎ] এব। [যতঃ] কামঃ (বিষয়স্পৃহা) যথা (যদ্বৎ অনর্থহেতুঃ), লয়ঃ [অপি] তথা (অনর্থহেতুরিত্যর্থঃ)। [অতঃ সোঽপি ত্যাজ্যঃ ইত্যাশয়ঃ]।

কাম্য বিষয়ে ও ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে, এবং যাহাতে সমুদয় বিলীন হয় সেই লয়-নামক সুষুপ্তির অবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন (সর্ব্ববিধ উদ্‌বেগহীন) মনকেও নিগৃহীত করিবে; কারণ, কাম যেরূপ অনর্থকর, লয়ও তেমনি অনর্থকর ॥ ১০৯ ॥ ৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিম্ অপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ঃ? ন ইত্যুচ্যতে। অপরিখিন্নব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহ্ণীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, লীয়তে অস্মিন্নিতি সুষুপ্তো লয়ঃ, তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ, নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যনুবর্ত্ততে। সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মাৎ নিগৃহ্যতে? ইতি, উচ্যতে—যস্মাদ্ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ, তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরোদ্ধব্যত্বম ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ ৪২

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, অখিন্নচিত্তে উত্তমই কি মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায়? না—বলা হইতেছে যে, উহাই একমাত্র উপায় নহে; অখিন্নভাবে

চেষ্টাবান্ হইয়া কাম ও ভোগবিষয়ে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলীভূত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায়ে নিগৃহীত করিবে, অর্থাৎ আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে। আরও কথা, যাহাতে লয় পায়, সেই সুষুপ্তির নাম লয়; সেই লয়াবস্থায় সুপ্রসন্ন বা আয়াসবর্জ্জিত মনকেও নিগৃহীত করিবে। এখানেও নিগৃহ্নীয়াৎ কথাটির সম্বন্ধ হইতেছে। ভাল, যদি সুপ্রসন্ন থাকে, তবে আর নিগ্রহ করিবে কেন? বলা হইতেছে—যেহেতু কাম (বিষয়স্পৃহা) যেরূপ অনর্থহেতু, লয়ও ঠিক তদ্রূপই [অনর্থহেতু]; অতএব কামবিষয়াসক্ত মনের নিগ্রহের ন্যায় লয় হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করা আবশ্যক ॥ ১০৯ ॥ ৪২

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কাম-ভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥ ১১০ ॥ ৪৩

সরলার্থঃ

সর্ব্বং (দ্বৈতং) দুঃখং (দুঃখমিশ্রিতং) অনুস্মৃত্য (নিয়তং স্মৃত্বা) কামভোগাৎ (অভিলষিতাৎ ভোগাৎ) [মনঃ] নিবর্ত্তয়েৎ (নিগৃহ্নীয়াৎ)। সর্ব্বম্ (দ্বৈতম্) অজম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্) অনুস্মৃত্য তু (পুনঃ) জাতং (দ্বৈতং) ন এব পশ্যতি, (দ্বৈতসত্তাং নানুভবতীত্যর্থঃ)।

সমস্ত দ্বৈত বস্তুই দুঃখমিশ্রিত—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া মনকে অভিলষিত বিষয়ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করিবে, আবার সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা স্মরণ করিয়া দ্বৈত বস্তু দর্শন করে না, অর্থাৎ তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া দর্শন করে ॥ ১১০ ॥ ৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কঃ স উপায় ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বং দ্বৈতম্ অবিদ্যাবিজৃম্ভিতং দুঃখমেব, ইত্যনুস্মৃত্য কামভোগাৎ—কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ, তস্মাৎ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অনুস্মৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি, অভাবাৎ ॥ ১১০ ॥ ৪৩

ভাষ্যানুবাদ

সেই উপায়টি কি? তাহা কথিত হইতেছে—অবিদ্যা-সমুদ্ভূত সমস্ত দ্বৈতই দুঃখ-মিশ্রিত, ইহা নিরন্তর স্মরণ করিয়া কাম-ভোগ হইতে অর্থাৎ কামনাবশতঃ যে ভোগ—অভিলাষের বিষয়, তদাসক্ত মনকে তাহা হইতে বৈরাগ্যভাবনা দ্বারা নিবর্ত্তিত করিবে; অজ ব্রহ্মই সর্ব্ব অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতই ব্রহ্মস্বরূপ, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে ইহা [অবগত হইয়া] নিরন্তর স্মরণ করত নিশ্চয়ই দ্বৈত-সমূহ দর্শন করে না; কারণ, [দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য বস্তু] নাই ॥ ১১০ ॥ ৪৩

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ১১১ ॥ ৪৪

সরলার্থঃ

চিত্তং লয়ে (সুষুপ্তে লীনং সৎ) সংবোধয়েৎ (আত্মবিবেকেন যোজয়েৎ), বিক্ষিপ্তং (কাম-ভোগেষু প্রধাবৎ) পুনঃ (বারংবারম্ অভ্যাসেন) শময়েৎ (প্রশান্তং—স্থিরং কুর্য্যাৎ); সকষায়ং (বিষয়ানুরক্তং সৎ) বিজানীয়াৎ (বিষয়-দোষ-দর্শনেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ নিযোজয়েৎ); সমপ্রাপ্তং (সাম্যম্ উপগতং সৎ) ন চালয়েৎ (ততঃ প্রত্যাহৃত্য ন বিষয়াভিমুখীকুর্য্যাৎ) ॥

চিত্ত লয়াখ্য সুষুপ্তাবস্থায় লীন হইলে তাহাকে জাগরিত করিবে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিয়োজিত করিবে। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইতস্ততঃ কাম্য বিষয়ে ধাবমান হইলে, বারংবার অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে; সকষায় হইলে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে সমাসক্ত হইলে, বিষয়ের দোষদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিবে; কিন্তু একবার সমতা লাভ করিলে, তাহাকে আর চঞ্চল বা বিষয়োন্মুখ করিবে না ॥ ১১১ ॥ ৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবমনেন জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে সুষুপ্তে লীনং সম্বোধয়েৎ মনঃ, আত্মবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ। চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্। বিক্ষিপ্তঞ্চ কাম-ভোগেষু শময়েৎ পুনঃ। এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যস্যতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ

ব্যাবর্ত্তিতং, নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সকষায়ং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপি যত্নতঃ সাম্যম্ আপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি—সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতীত্যর্থঃ; ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ ৪৪

ভাষ্যানুবাদ

চিত্ত অর্থাৎ মন লয়াখ্য সুষুপ্তে লীন হইলে উক্তপ্রকার জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে সংবোধিত করিবে অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক বিবেকজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিবে [অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদর্শনে মনোযোগ করিবে]। চিত্ত ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে—একই। কাম্যবিষয়ের উপভোগে [মন] বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত করিবে, মনের স্থিরতা সম্পাদন করিবে। এইরূপে বারংবার অভ্যাসবশতঃ লয়াবস্থা হইতে প্রবোধিত এবং ভোগ্য বিষয় হইতেও নিবৃত্ত, কিন্তু সমতা-প্রাপ্ত না হইয়া মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় স্থিত—সকষায় অর্থাৎ [সংস্কারবশতঃ] অনুরাগযুক্ত মনকে "আমার মন সরাগ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগযুক্ত" এইরূপে জানিবে, অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা) সেই অবস্থা হইতেও মনের সমতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু, যে সময় সমতা লাভ করে—সমভাব প্রাপ্তিতে উন্মুখ হয়, সেই সমভাব হইতে তাহাকে চালিত করিবে না, অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ করিবে না ॥ ১১১ ॥ ৪৪

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১১২ ॥ ৪৫

সরলার্থঃ

অপিচ, তত্র (সমতাপ্রাপ্তৌ) সুখং (সমাধিজম্ আনন্দং) ন আস্বাদয়েৎ (অনুরক্তো ন ভবেদিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞয়া (বিবেকজ্ঞানেন) নিঃসঙ্গঃ (নিরভিলাষঃ) ভবেৎ। নিশ্চলম্ [অপি] চিত্তং নিশ্চরৎ (বহির্গন্তুমুদ্যতং সৎ) প্রযত্নতঃ

(যোগোক্তপ্রকারেণ) একীকুর্য্যাৎ (সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব নিবেশয়েৎ, ইত্যর্থঃ)।

সে সময় যে রস বা সুখের উদ্ভব হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না ; পরন্তু বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ (নিঃস্পৃহ) হইবে। সেই স্থিরীভূত চিত্ত যদি পুনশ্চ বাহিরে যাইতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের সহিত সম্মিলিত করিবে ॥ ১১২ ॥ ৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সমাধিৎসতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে, তৎ ন আস্বাদয়েৎ, তত্র ন রজ্যেত ইত্যর্থঃ। কথং তর্হি ? নিঃসঙ্গঃ নিঃস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা,—যৎ উপলভ্যতে সুখং, তৎ অবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইতি বিভাবয়েৎ ; ততোঽপি সুখরাগাৎ নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সৎ নিশ্চরদ্ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং, ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেব একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ, চিৎস্বরূপসত্তামাত্রমেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥ ৪৫

ভাষ্যানুবাদ

সমাধিসম্পাদনেচ্ছু যোগীর যে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইবে না। তবে কিপ্রকারে ? এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইয়া এইরূপ ভাবনা করিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত নিশ্চয়ই মিথ্যা, অর্থাৎ সেই সুখবিষয়ক অনুরাগ হইতেও [মনকে] নিগৃহীত করিবে। চিত্ত যখন সুখানুরাগ হইতেও নিবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ বাহ্য বিষয়ে গমনোন্মুখ হয়, তখন তাহা হইতে নিয়মিত (নিবারিত) করিয়া উক্ত উপায়ানুসারে যত্নপূর্ব্বক আত্মাতে একীভূত করিবে, অর্থাৎ কেবলই সৎচিৎ-আত্মস্বরূপতা সম্পাদন করিবে ॥ ১১২ ॥ ৪৫

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥ ১১৩ ॥ ৪৬

সরলার্থঃ

যদা পুনঃ চিত্তং [সুষুপ্তৌ] ন লীয়তে, ন চ বিক্ষিপ্যতে (চঞ্চলীক্রিয়তে) অনিঙ্গনং (নিষ্কম্পং) অনাভাসং (বিষয়াকারেণ চ ন অবভাসমানং) [ভবতি], তদা তৎ (চিত্তং) ব্রহ্ম নিষ্পন্নং (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তং ভবতি)।

চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না, এবং বিক্ষেপযুক্তও হয় না, এবং নিশ্চল ও বিষয়-প্রকাশশীলতাশূন্য হয়, তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥ ৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তেন উপায়েন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তৌ ন লীয়তে, ন চ পুনর্ব্বিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে, অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্, অনাভাসং ন কেনচিৎ কল্পিতেন বিষয়ভাবেন অবভাসতে ইতি ; যদা এবং লক্ষণং চিত্তং, তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম-স্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥ ৪৬

ভাষ্যানুবাদ

যথোক্ত উপায়ে নিগৃহীত চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না, এবং বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না, এবং অনিঙ্গন—নিশ্চল—নিবাত-প্রদীপকল্প ও অনাভাস হয়, অর্থাৎ কল্পিত কোন বিষয়াকারেই প্রকাশ পায় না ; চিত্ত যখন উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়, তখনই ব্রহ্মভাবে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ চিত্ত তখনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥ ৪৬

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণম্ অকথ্যং সুখমুত্তমম্ ।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥ ১১৪ ॥ ৪৭

সরলার্থঃ

[এতচ্চ] উত্তমং (নিরতিশয়ং) সুখং (আত্মবোধরূপং) স্বস্থং (স্বাত্মনি স্থিতং, নির্ব্বিকারং বা) শান্তং (সর্ব্বদুঃখপ্রশমনরূপং) সনির্ব্বাণং (নির্ব্বাণেন কৈবল্যেন সহ বর্ত্ততে ইতি নির্ব্বাণপদভাক্), অকথ্যং (বর্ণয়িতুম্ অশক্যম্), অজং (অনুৎপন্নং নিত্যসিদ্ধম্) অজেন (নিত্যেন) জ্ঞেয়েন (ব্রহ্মরূপেণ) সর্ব্বজ্ঞং (ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ) পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ] ॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই আত্মবোধরূপ পরম সুখকে স্বস্থ—আত্মগত, শান্ত, কৈবল্য-

সহচারী, অবর্ণনীয় এবং অজ ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অজ (নিত্য) ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৪ ॥ ৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তং পরমার্থসুখম্ আত্মসত্যানুবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাত্মনি স্থিতম্; শান্তং সর্ব্বানর্থোপশমরূপম্। সনির্ব্বাণং, নির্ব্বৃতিনির্ব্বাণং কৈবল্যং, সহ নির্ব্বাণেন বর্ত্ততে। তচ্চ অকথ্যং—ন শক্যতে কথয়িতুম্, অত্যন্তাসাধারণবিষয়ত্বাৎ। সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব। ন জাতম্ ইত্যজম্; যথা বিষয়-বিষয়ং; অজেন অনুৎপন্নেন জ্ঞেয়েন অব্যতিরিক্তং সৎ স্বেন সর্ব্বজ্ঞরূপেণ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১১৪ ॥ ৪৭

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মবিদ্‌গণ আত্মসত্যানুবোধাত্মক যথোক্ত পারমার্থিক সুখকে স্বস্থ—স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত; শান্ত—সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-(দুঃখ-) প্রশমনস্বরূপ; সনির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ অর্থ—নির্ব্বৃতি অর্থাৎ কৈবল্য (মুক্তি), সেই নির্ব্বাণের সহিত বর্ত্তমান; তাহাও আবার অকথ্য —নির্দ্দেশ করিয়া বলিবার অযোগ্য; কেন না, উহা অত্যন্ত অসাধারণ, অর্থাৎ অনুভবকারী ভিন্ন অপরে গ্রহণ করিতে পারে না; উত্তম—নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই), তাহা কেবল যোগিগণেরই প্রত্যক্ষগম্য; বৈষয়িক সুখের ন্যায় জন্মে না বলিয়াই অজ; সেই অজ (অনুৎপন্ন সুখ) জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হইতে স্বতন্ত্র নহে; এইজন্য স্বীয় সর্ব্বজ্ঞরূপে ব্রহ্মকেই ঐ সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ১১৪ ॥ ৪৭

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ১১৫ ॥ ৪৮

ইতি গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয়ং প্রকরণম্ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ

কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য)

সম্ভবঃ (সম্ভবতি অস্মাদিতি সম্ভবঃ কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তি)। তৎ এতৎ (যথোক্তং) উত্তমং (পূর্ব্বোক্তানাং উপায়ভূতসত্যানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠং) সত্যং (পরমার্থং), যত্র (যস্মিন্ সত্যে ব্রহ্মণি) কিঞ্চিৎ (স্বল্পমাত্রম্ অপি) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)।

কোন জীবই জন্মে না, ইহার উৎপাদকও নাই। ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম সত্য বা পরমার্থ বস্তু ব্রহ্ম), যে ব্রহ্মে কিছুমাত্রও জন্মে না, অর্থাৎ যাঁহাতে জন্ম-প্রতীতিটা কেবল মায়ামাত্র ॥ ১১৫ ॥ ৪৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্বোঽপ্যয়ং মনোনিগ্রহাদিঃ মৃল্লোহাদিবৎ সৃষ্টিরুপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন; ন পরমার্থসত্যেতি। পরমার্থসত্যং তু—ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ। অতঃ স্বভাবতঃ অজস্য অস্য একস্য আত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি। যস্মাৎ ন বিদ্যতে অস্য কারণং, তস্মাৎ ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইত্যেতৎ। পূর্ব্বেষু উপায়ত্বেন উক্তানাং সত্যানাম্ এতৎ উত্তমং সত্যং, যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণি অণুমাত্রমপি কিঞ্চিৎ ন জায়তে ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিব-
রণেঽদ্বৈতাখ্য-তৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত মনোনিগ্রহাদি, মৃত্তিকা-লৌহাদির ন্যায় সৃষ্টিপদ্ধতি এবং উপাসনা, এই সমস্তই কেবল পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় মাত্র; কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে। কিন্তু পরমার্থ সত্য হইতেছে এই যে, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ কোন জীবই কোন প্রকারেই জন্মে না—উৎপন্ন হয় না, অতএব স্বভাবত অজ (জন্মরহিত) এই এক (অদ্বিতীয়) আত্মার সম্ভব—কারণ নাই। যেহেতু ইহার কারণ বিদ্যমান নাই; সেই হেতুই কোন জীব জন্মে না। পূর্ব্বে উপায়রূপে-যে সমস্ত সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাই উত্তম (উৎকৃষ্ট) সত্য, যেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন বস্তু জন্মলাভ করে না ॥১১৫॥৪৮

তৃতীয় অদ্বৈত-প্রকরণ সমাপ্ত ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকাসু অলাতশান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণম্

—:*:—

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাংবরম্॥ ১১৬॥ ১

সরলার্থঃ

যঃ (পুরুষোত্তমঃ) আকাশকল্পেন (আকাশাদ্ ঈষন্ন্যূনেন শূন্যপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ) জ্ঞেয়াভিন্নেন (জ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা, তদভিন্নেন, আত্মস্বরূপানতিরিক্তেন) জ্ঞানেন [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ গগনোপমান্ (আকাশকল্পান্ অসদ্রূপান্) সংবুদ্ধঃ (জ্ঞাতবান্), তং দ্বিপদাং (পুরুষাণাং) বরং (শ্রেষ্ঠং, পুরুষোত্তমং নারায়ণমিতি যাবৎ) বন্দে (অভিবাদয়ে)।

যিনি আকাশ-সদৃশ অথচ জ্ঞেয় আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞানবলে আকাশ-সদৃশ [আত্মার] ধর্ম্মসমূহ অবগত হইয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করিতেছি॥ ১১৬॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ওঙ্কারনির্ণয়দ্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্য অদ্বৈতস্য বাহ্যবিষয়ভেদ-বৈতথ্যাচ্চ প্রসিদ্ধস্য পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্ধারিতস্য এতদুত্তমং সত্যম্, ইত্যুপ-সংহারঃ কৃতোঽন্তে তস্য এতস্য আগমার্থস্য অদ্বৈতদর্শনস্য প্রতিপক্ষভূতা দ্বৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ; তেষাং চ অন্যোন্য-বিরোধাৎ রাগদ্বেষাদিক্লেশাস্পদং দর্শনমিতি মিথ্যাদর্শনত্বং সূচিতম্, ক্লেশানাস্পদত্বাৎ সম্যগ্ দর্শনমিতি অদ্বৈতদর্শনমস্তূয়তে। তদিহ বিস্তরেণ অন্যোন্যবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্ দর্শনত্বং প্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেন অদ্বৈত-দর্শনসিদ্ধিঃ উপসংহর্ত্তব্যা অবীতন্যায়েন, ইতি অলাতশান্তি-প্রকরণম্ আরভ্যতে। তত্র অদ্বৈতদর্শনসম্প্রদায়কর্তুঃ অদ্বৈতস্বরূপেণৈব নমস্কারার্থোঽয়ম্ আদ্যশ্লোকঃ। আচার্য্যপূজা হি অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থেষ্যতে শাস্ত্রারম্ভে। আকাশেন ঈষদসমাপ্তম্ আকাশকল্পম্ আকাশতুল্যমিত্যেতৎ। তেন আকাশকল্পেন জ্ঞানেন। কিং? ধর্ম্মানাত্মনঃ। কিংবিশিষ্টান্? গগনোপমান্ গগনমুপমা যেষাং তে গগনো-

পমাঃ, তানাত্মনো ধর্ম্মান্। জ্ঞানস্যৈব পুনর্ব্বিশেষণম্—জ্ঞেয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ আত্মভিঃ অভিন্নম্ অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবচ্চ যৎ জ্ঞানং, তেন জ্ঞেয়াভিন্নেন জ্ঞানেন আকাশকল্পেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধর্ম্মান্ যঃ সম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবান্ নিত্যমেব ঈশ্বরো যো নারায়ণাখ্যঃ, তং বন্দে অভিবাদয়ে, দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপদেষ্টৃ-নমস্কারমুখেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপিপাদয়িষিতং প্রতিপক্ষপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি ॥ ১১৬ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ

প্রথমতঃ ওঁকারের স্বরূপ-নিরূপণ দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে এবং বাহ্যবিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তাহা সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, পুনশ্চ অদ্বৈতবিষয়ক শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও অদ্বৈততত্ত্ব অবধারিত করিয়া অবশেষে ইহাকেই সর্ব্বোত্তম সত্য বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিকগণই (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য এই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষ। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, তাহাদের দর্শন রাগ-দ্বেষাদি দোষে কলুষিত ; সুতরাং তাহাদের দর্শনের মিথ্যাত্ব বা অসারত্বও সূচিত হইয়াছে। কোনরূপ ক্লেশের (পূর্ব্বোক্ত দোষের) বিষয়ীভূত নয় বলিয়া অদ্বৈত দর্শনই ঠিক যথার্থ দর্শন, এইরূপে অদ্বৈতবিদ্যার প্রশংসা করাই ঐরূপ সূচনার উদ্দেশ্য। এখানে প্রতিপক্ষগণের দর্শন-সমুদয় পরস্পর বিরোধ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, অসম্যক্ দর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোপদেশ নহে, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার প্রত্যাখ্যান দ্বারা অবীত বা ব্যতিরেকী অনুমান-প্রণালী অনুসারে * অদ্বৈতসিদ্ধির উপসংহার করা আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে এই 'অলাতশান্তি'-নামক চতুর্থ প্রকরণ আরব্ধ হই-

* তাৎপর্য্য—অনুমান সাধারণতঃ দুইপ্রকার, এক—অন্বয়ী, অপর—ব্যতিরেকী। এই ব্যতিরেকী অনুমানেরই অপর নাম 'অবীত'। অন্বয়ী অনুমানে একের সত্তায় অপরের সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর ব্যতিরেকী অনুমানে একের অভাবে অপরের ভাব কিংবা অভাব প্রমাণিত করা হয়।

তেছে ; তাহাতেও আবার অদ্বৈত-দর্শনের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের পক্ষে অদ্বৈত পদার্থেরই নমস্কার করা সঙ্গত ; সুতরাং তথাবিধ নমস্কারার্থেই এই আদ্যশ্লোক [রচিত হইয়াছে] ; যেহেতু অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রারম্ভে আচার্য্যপূজা অভিলষিত হইয়া থাকে।

যাহা আকাশ হইতে ঈষৎ অল্প, তাহাই আকাশকল্প, অর্থাৎ আকাশের তুল্য। সেই আকাশকল্প জ্ঞান দ্বারা,—কি? আত্মার ধর্ম্মসমূহকে,—কি প্রকার ধর্ম্মসমূহকে? গগনোপম, অর্থাৎ আকাশ যাহাদের উপমানভূত, গগনোপম সেই সমস্ত আত্ম-ধর্ম্মকে। পুনশ্চ জ্ঞানের বিশেষণ [প্রদত্ত হইতেছে]। নারায়ণনামক যে ঈশ্বর অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ধর্ম্মস্বরূপ আত্ম-সমূহের সহিত অভিন্ন যে জ্ঞান, জ্ঞেয়াভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্‌ভূত, আকাশতুল্য সেই জ্ঞান দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদাই অবগত আছেন; তাঁহাকে বন্দনা করি—প্রণাম করি। * "দ্বিপদাং বরং" এ কথার অভিপ্রায় এই যে, দ্বিপদগণের মধ্যে অর্থাৎ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুরুষোত্তম। এই প্রকরণে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃভেদরহিত, পরমার্থ আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এই উপদেষ্টা গুরুর নমস্কার-স্থলেই প্রতি-পক্ষ-সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল ॥ ১১৬ ॥ ১

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥ ১১৭ ॥ ২

---

* তাৎপর্য্য—আচার্য্যো হি পুরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণাধিষ্ঠিতে নারায়ণং ভগবন্তমভিপ্রেত্য তপো মহৎ অতপ্যত; ততো ভগবান্ অতিপ্রসন্নস্তস্মৈ বিদ্যাং প্রাদাৎ; ইতি প্রসিদ্ধং পরমগুরুত্বং পরমেশ্বরস্যেতিভাবঃ ॥ [আনন্দগিরিঃ]

ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরাকালে আচার্য্য গৌড়পাদ নর-নারায়ণাধিষ্ঠিত বদরিকাশ্রমে যাইয়া নারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়পাদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে গৌড়পাদকে পরমেশ্বরের শিষ্য এবং তাঁহাকে ইহার পরমগুরু বলিয়া প্রণাম করা অসঙ্গত হয় না।

সরলার্থঃ

অস্পর্শযোগঃ (নাস্তি স্পর্শস্য যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্মিন্, স তথোক্তঃ, ব্রহ্মস্বভাবঃ) বৈ (এব) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বসত্ত্বসুখঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং চিত্তানাং বা সুখাবহঃ) হিতঃ (কল্যাণকরঃ) অবিবাদঃ (বিসংবাদ-রহিতঃ) অবিরুদ্ধঃ (বিরোধশূন্যঃ) চ (সমুচ্চয়ে) [যঃ যোগঃ] দেশিতঃ (শাস্ত্রেণ উপদিষ্টঃ), অহং তং (যোগং) নমামি (বন্দে) ॥ ১১৭ ॥ ২

সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সংস্পর্শরহিত—'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ, সর্ব্বসুখাবহ, হিতকর, এবং বিবাদরহিত ও অবিরুদ্ধ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি তাহাকে নমস্কার করি ॥ ১১৭ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অধুনা অদ্বৈতদর্শনযোগস্য নমস্কারঃ তৎস্তুতয়ে ; স্পর্শনং স্পর্শঃ সম্বন্ধো ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি, সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব, বৈ নামেতি ব্রহ্মবিদাম্ অস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। স চ সর্ব্বসত্ত্বসুখো ভবতি। কশ্চিৎ অত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোঽপি দুঃখরূপঃ, যথা তপঃ ; অয়ন্তু ন তথা ; কিন্তর্হি ? সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখঃ। তথেহ ভবতি কশ্চিদ্বিষয়োপভোগঃ সুখঃ, ন হিতঃ ; অয়ন্তু সুখো হিতশ্চ, নিত্যম্ অপ্রচলিতস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ, অবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ ন বিদ্যতে, সোঽবিবাদঃ। কস্মাৎ ? যতঃ অবিরুদ্ধশ্চ, য ঈদৃশো যোগো দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ ; তং নমাম্যহং প্রণমামীত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ

এখন অদ্বৈতদর্শনযোগের প্রশংসার্থ তাহার নমস্কার করিতেছেন। স্পর্শ অর্থ স্পর্শন অর্থাৎ কখনও কোন বিষয়ের সহিত যাহার স্পর্শ বা সম্বন্ধ নাই, তাহা অস্পর্শযোগ, তাহা ব্রহ্মস্বভাবই বটে, ['বৈ,' ও 'নাম' শব্দ অবধারণ ও প্রসিদ্ধ্যর্থক] ব্রহ্মবিদ্গণের নিকট 'অস্পর্শযোগ' এইরূপ প্রসিদ্ধ। সেই যোগ সকলেরই সুখাবহ হইয়া থাকে। কোন বিষয় অত্যন্ত সুখসাধন হইয়াও দুঃখময় হইয়া থাকে, যেমন তপস্যা ; ইহা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিরূপ ?—না, সকল প্রাণীরই সুখকর। সেইরূপ কোন কোন বিষয়োপভোগ সুখকর হইয়াও অহিত হইয়া

থাকে ; ইহা কিন্তু সুখকরও বটে এবং হিতও বটে। কারণ, কোন কালেই ইহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অপিচ, ইহা অবিবাদ। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যে বিরুদ্ধ কথন, তাহার নাম বিবাদ ; সেই বিবাদ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহাই অবিবাদ ; কারণ ? যেহেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে—অবিরুদ্ধও বটে। ঈদৃশ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি সেই যোগকে প্রণাম করিতেছি॥ ১১৭॥ ২

ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্॥ ১১৮॥ ৩

সরলার্থঃ

[দ্বৈতিনাং বিবাদপ্রকারমাহ—ভূতস্যেত্যাদি।]—পরস্পরং বিবদন্তঃ (বিরুদ্ধ-কথনশীলাঃ) কেচিৎ এব (ন তু সর্ব্বে) বাদিনঃ (সাংখ্যাঃ এব) ভূতস্য (বিদ্যমানস্য সতঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিম্) ইচ্ছন্তি। অপরে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) (বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ বাদিনঃ) অভূতস্য (অসতঃ) [জাতিম্ ইচ্ছন্তি ইতি শেষঃ]॥ ১১৮॥ ৩

পরস্পর বিবাদকারী কোন কোন বাদীরাই (সাংখ্যমতাবলম্বীরাই কেবল) ভূত বা সৎপদার্থের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন ; আবার বুদ্ধিমান্ অপরাপর বাদিগণ (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ) অসৎপদার্থেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন॥ ১১৮॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং দ্বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুধ্যন্তে, ইতি উচ্যতে—ভূতস্য বিদ্যমানস্য বস্তুনো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাঙ্খ্যাঃ ; ন সর্ব্ব এব দ্বৈতিনঃ। যস্মাৎ অভূতস্য অবিদ্যমানস্য অপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ, বিবদন্তঃ বিরুদ্ধং বদন্তো হি অন্যোন্যম্ ইচ্ছন্তি জেতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১৮॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ

দ্বৈতবাদীরা পরস্পর কি প্রকারে বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহা

কথিত হইতেছে—কোন কোন বাদীরাই—কেবল সাংখ্যবাদীরাই ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুরই জাতি বা উৎপত্তি ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন), কিন্তু সমস্ত দ্বৈতবাদীরাই নহে; যেহেতু ধীর—ধীমান্ অর্থাৎ যাঁহারা আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সেই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাদি অপরাপর বাদিগণ বিবাদ করিয়া অর্থাৎ পরস্পর জয় লাভের ইচ্ছায় বিরুদ্ধভাষণ-তৎপর হইয়া অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থেরও উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। * ॥ ১১৮ ॥ ৩

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ১১৯ ॥ ৪

সরলার্থঃ

ভূতং (বিদ্যমানং সৎ) কিঞ্চিৎ (কিমপি) ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে আত্মবৎ); অভূতং (অবিদ্যমানং—অসৎ অপি) ন এব জায়তে; ইতি (ইত্থং) বিবদন্তঃ (পরস্পরং বিরুদ্ধং বাদং কুর্ব্বন্তঃ সাংখ্যাঃ তার্কিকাশ্চ) [বস্তুতঃ] অদ্বয়াঃ (অদ্বৈতমতানুসারিণ এব সন্তঃ) তে (বাদিনঃ) অজাতিং (অনুৎপত্তিং) হি (এব) খ্যাপয়ন্তি (প্রকাশয়ন্তি) ইত্যর্থঃ। ১১৯ ॥ ৪

কোন সৎপদার্থই জন্মে না, এবং কোন অসৎ পদার্থই জন্মে না, এইরূপে বিবাদ করায় সেই বাদিগণ (সাংখ্য ও নৈয়ায়িকাদি) [ফলতঃ] অদ্বৈতমতানুযায়ী হইয়া অনুৎপত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥ ৪

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যবাদীরা বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে, নচ সৎ বিনশ্যতি", অর্থাৎ অসৎ—যাহার অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পদার্থ কখনও জন্মে না; আর সৎ—যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, সেইরূপ পদার্থও কখনই বিনষ্ট হয় না; সৎপদার্থ চিরকালই আছে এবং থাকিবেও চিরকাল; আর অসৎপদার্থ—আকাশ-কুসুমাদি কস্মিন্ কালেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে না। আবির্ভাব বা অভিব্যক্তির নাম 'জন্ম', আর তিরোভাব বা স্ব স্ব কারণে বিলয়-প্রাপ্তির নাম 'নাশ'। তিলের মধ্যে তৈল ছিল বলিয়াই পীড়নে তাহা অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর বালুকামধ্যে কখনও তৈল নাই—অসৎ, তাই শত চেষ্টায়ও তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, বা হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল, আবার বিনষ্ট হইয়া কি হইল? না, মৃত্তিকারূপে পরিণত হইল,

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেন অন্যোন্যপক্ষপ্রতিষেধং কুর্ব্বদ্ভিঃ কিং খ্যাপিতং ভবতীতি উচ্যতে—ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্‌বিদ্যমানত্বাৎ এব, আত্মবৎ; ইত্যেবং বদন্ অসদ্‌বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি সজ্জন্ম। তথা অভূতম্ অবিদ্যমানম্ অবিদ্যমানত্বাৎ ন এব জায়তে, শশবিষাণবৎ; ইত্যেবং বদন্ সাঙ্খ্যোঽপি অসদ্‌বাদিপক্ষম্ অসজ্জন্ম প্রতিষেধতি। বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তঃ অদ্বয়া অদ্বৈতিনোঽপ্যেতে অন্যোন্যস্য পক্ষৌ সদসতোর্জ্জন্মনা প্রতিষেধন্তঃ অজাতিম্ অনুৎপত্তিম্ অর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥ ১১৯ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহারা এইরূপে পরস্পরের পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক বিবাদ করায়, কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহা বলা হইতেছে—ভূত বা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া আত্মা যেমন উৎপন্ন হয় না; তেমনি ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না, বিদ্যমানতাই তাহার কারণ। এইরূপ বলিয়া অসৎবাদী (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) সাংখ্য-সম্মত সৎ-পদার্থের জন্ম প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, অভূত অর্থাৎ শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অবিদ্যমান পদার্থ অবিদ্যমানতা হেতুই—অর্থাৎ নাই বলিয়াই জন্মে না; এইরূপ বলিয়া সাংখ্যও আবার অসদ্‌বাদি-সম্মত অসতের জন্মবাদ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। বিবাদ করতঃ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদকারী এই বাদিগণ পরস্পরের সৎ-জন্ম, আর অসৎ-জন্ম, এই পক্ষদ্বয় খণ্ডন করিয়া [প্রকৃত পক্ষে] অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈতমতানুযায়ীই হইয়া পড়েন।

--অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যান্য যুক্তি সাংখ্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে, না; যাহা সৎ—বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি? অবিদ্যমান—অসৎ ঘটপটাদি পদার্থই কুম্ভকারাদির চেষ্টাবলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিদ্যমান—উৎপন্ন ঘট-পটাদির ত আর কখনও উৎপত্তির সম্ভব হয় না। আর বস্তু যদি উৎপন্নই থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত কাহারই চেষ্টা হইতে পারে না; বালুকা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় না, তাহার কারণ, বালুকাতে তৈলোৎপাদক শক্তির অভাব। ইত্যাদি।

তাহার ফলে প্রকারান্তরে তাঁহারা অজাতি অর্থাৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিই খ্যাপন—প্রকাশ করিয়া থাকেন * ॥ ১১৯ ॥ ৪

খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত ॥ ১২০ ॥ ৫

সরলার্থঃ

তৈঃ (বাদিভিঃ) খ্যাপ্যমানাম্ (নিরূপ্যমাণাম্) অজাতিম্ (উৎপত্ত্যভাবং) বয়ং (অদ্বৈতবাদিনঃ) অনুমোদামহে (স্বীকুর্ম্মঃ); তৈঃ (সাংখ্যাদিভিঃ) সার্দ্ধং (সহ) ন বিবদামঃ (বিবাদং কুর্ম্মঃ)। [হে শিষ্যাঃ !] অবিবাদং (বিবাদ-রহিতং পরমার্থতত্ত্বং) নিবোধত (অবগচ্ছত) ॥

সেই বাদিগণকর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদ আমরা অনুমোদনই করি : কিন্তু তাঁহাদের সহিত বিবাদ করি না। হে শিষ্যগণ, পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ব্বিবাদ বলিয়া অবগত হও ॥ ১২০ ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তৈঃ এবং খ্যাপ্যমানাম্ অজাতিম্ 'এবমস্তু' ইতি অনুমোদামহে কেবলং, ন তৈঃ সার্দ্ধং বিবদামঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষগ্রহণেন; যথা তে অন্যোন্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতস্তম্ অবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনম্ অনুজ্ঞাতম্ অস্মাভিঃ নিবোধত, হে শিষ্যাঃ ॥ ১২০ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহাদের প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদকে আমরা 'এবম্ অস্তু' (এই রূপই হউক) বলিয়া কেবল অনুমোদনই করি, কিন্তু পক্ষ ও প্রতি-পক্ষ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ করি না। অভিপ্রায়

* তাৎপর্য্য—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন যে, সৎ—বিদ্যমান পদার্থ কখনই জন্মলাভ করিতে পারে না; আবার সাংখ্যবাদীরাও বলেন যে, না,—অসতের জন্ম হইতে পারে না; এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ই যখন উৎপত্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান, তখন ফলে-ফলে তাহাদের মতেও কোন বস্তুরই উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর সহিতই একমত হইয়া পড়িতেছেন। কেননা, তাঁহারা কেহই যখন স্বীয় মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন; তখন কাহার মত সত্য, আর কাহার মত মিথ্যা, ইহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই অদ্বৈতবাদীর অভিমত 'কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় না,' এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইতেছে।

এই যে, তাঁহারা যেরূপ পরস্পর বিবাদ করেন, আমরা সেরূপ বিবাদ করি না। অতএব, হে শিষ্যগণ, আমাদের অনুমোদিত সেই অবিবাদ বা বিবাদরহিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হও ॥ ১২০ ॥:৫

অজাতস্যৈব ধর্ম্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্ম্মো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ১২১ ॥ ৬

সরলার্থঃ

বাদিনঃ (সদসদ্‌বাদিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিম্) ইচ্ছন্তি [কিন্তু] অজাতঃ হি (এব), [অতএব] অমৃতঃ (নাশরহিতঃ) ধর্ম্মঃ কথং (কেন রূপেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণ-শীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি)? [ন কথমপি ইতি ভাবঃ]॥

সদসদ্‌বাদিগণ (যাঁহারা সৎ অসৎ উভয়রূপই স্বীকার করেন, তাঁহারা) অজাত পদার্থেরই উৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু, যাহা নিশ্চয়ই অজাত ও অমৃত—বিনাশরহিত ধর্ম্ম; তাহা আবার মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে? ॥ ১২১ ॥ ৬

শাঙ্কর-ভা

সদসদ্‌বাদিনঃ সর্ব্বে। অয়ন্তু পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যঃ শ্লোকঃ ॥ ১২১ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ

বাদী অর্থ যাঁহারা সৎ ও অসৎ, উভয়রূপই স্বীকার করেন, তাঁহারা। পূর্ব্বেই (তৃতীয় প্রকরণে) এই শ্লোকের ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১২১ ॥ ৬

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১২২ ॥ ৭
স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্ম্মো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ১২৩ ॥ ৮

সরলার্থঃ

মর্ত্ত্যং (মরণশীলং বস্তু) অমৃতং (নাশরহিতং) ন ভবতি, তথা (তদ্বৎ)

অমৃতং (মরণরহিতং) [অপি বস্তু] মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন [ভবতি]। [যতঃ] প্রকৃতেঃ (বস্তুস্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) কথঞ্চিৎ (কথমপি) ন ভবিষ্যতি ॥

মরণশীল পদার্থ অমরণশীল হয় না, সেইরূপ অমরণশীল পদার্থও মরণশীল হইতে পারে না। যেহেতু কোনপ্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব (স্বভাব-বিপর্য্যয়) হইতে পারে না ॥ ১২২ ॥ ৭

যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন (প্রকৃত্যা এব) অমৃতঃ (অবিনশ্বরঃ) ধর্ম্মঃ মর্ত্ত্যত্বাং (বিনাশং) গচ্ছতি, তস্য কৃতকেন (ক্রিয়া-লব্ধঃ) অমৃতঃ (মোক্ষঃ) নিশ্চলঃ (অবিকৃতঃ সন্) কথং স্থাস্যতি ? [ন কথমপীতি ভাবঃ] ॥ ১২৩ ॥ ৮

যাহার মতে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব (অনশ্বরত্ব) ধর্ম্মও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার সৎ-ক্রিয়ালব্ধ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি কিরূপে নিশ্চল বা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে ? তাহা কখনই অবিকৃত থাকিতে পারে না ॥ ১২৩ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তার্থানাং শ্লোকানাম্ ইহোপন্যাসঃ পরবাদিপক্ষাণাম্ অন্যোন্যবিরোধ-খ্যাপিতানুমোদন-প্রদর্শনার্থঃ ॥ ১২২-২৩ ॥ ৭-৮

ভাষ্যানুবাদ

উক্তার্থবিশিষ্ট শ্লোক-সমূহের এইস্থানে উপন্যাস অর্থাৎ কথন কেবল পরবাদিগণের পরস্পর-বিরোধখ্যাপনের অনুমোদন-প্রদর্শনার্থ ॥ ১২২-২৩ ॥ ৭-৮

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥ ১২৪ ॥ ৯

সরলার্থঃ

যা সাংসিদ্ধিকী (যোগসিদ্ধিলব্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপা), স্বাভাবিকী (বস্তুস্বভাবসিদ্ধা অগ্ন্যুষ্ণত্বাদিবৎ), সহজা (আশ্রয়েণ সহৈব জাতা পক্ষ্যাদীনাং আকাশ-গমনাদিঃ), যা চ (অপি) অকৃতা (ন ক্রিয়য়া সম্পন্না), যা [অপি] স্বভাবং ন জহাতি (ন ত্যজতি), সা চ 'প্রকৃতিঃ' ইতি (জ্ঞাতব্যা) লৌকিকৈরিতি শেষঃ] ॥ ১২৪ ॥ ৯

যাহা যোগসাধনাদিসিদ্ধি সাংসিদ্ধিকী, কিংবা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ, অথবা সহজ অর্থাৎ আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাত, এবং যাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত নহে, আর যাহা স্বীয় স্বরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না; তাহাই 'প্রকৃতি' বলিয়া জ্ঞাতব্য ॥ ১২৪ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাল্লৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্য্যেতি, কা অসাবিত্যাহ—সম্যক্সিদ্ধিঃ সংসিদ্ধিঃ তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী; যথা যোগিনাং সিদ্ধানামণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিঃ প্রকৃতিঃ, সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনাং ন বিপর্য্যেতি, তথৈব সা। তথা, স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা; যথা অগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা; সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ। তথা সহজা আত্মনা সহৈব জাতা; যথা পক্ষ্যাদীনামা-কাশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিদকৃতা কেনচিন্ন কৃতা; যথা অপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি, সা সর্ব্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া। লোকে মিথ্যাকল্পিতেষু লৌকিকেষ্বপি বস্তুষু প্রকৃতির্নান্যথা ভবতি, কিমুত অজস্বভাবেষু পরমার্থবস্তুষ্বমৃতত্বলক্ষণা প্রকৃতির্নান্যথা ভবতীত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১২৪ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু লৌকিক প্রকৃতিও বিপর্য্যস্ত বা অন্যথাভূত হয় না। এই লৌকিক প্রকৃতি কি, তাহা বলিতেছেন,—সংসিদ্ধি অর্থ সম্যক্রূপে সিদ্ধি; তাহা হইতে উৎপন্ন -সাংসিদ্ধিকী; যেমন সিদ্ধ যোগিগণের 'অণিমা' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি একটি প্রকৃতি; যোগিগণের সেই প্রকৃতি অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকালেও অন্যথাভূত হয় না, সেই রূপেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিকী—যাহা দ্রব্যের স্বভাব-সিদ্ধ, যেমন অগ্নিপ্রভৃতির উষ্ণপ্রকাশাদি প্রকৃতি, তাহাও কালান্তরে বা দেশান্তরে রূপান্তরিত হয় না; [সেইরূপই থাকে]। সেইরূপ সহজা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎপন্ন; যেমন পক্ষিপ্রভৃতির আকাশ-গমনাদি। আরও যাহা কিছু অকৃত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সম্পাদিত নহে, [তাহাও প্রকৃতি]; যেমন জলের নিম্নদেশে গমন

প্রভৃতি। আরও যাহা কিছু স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করে, সে সমুদয়ও প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সংসারে মিথ্যা কল্পিত বস্তুগত লোকসিদ্ধ প্রকৃতিও যখন অন্যথাভূত হয় না, তখন স্বভাবতঃ অজ পরমার্থবস্তু ব্রহ্মগত অমৃতত্ব প্রকৃতি যে অন্যথা হয় না, ইহা ত আর বলিতেই হয় না ॥ ১২৪ ॥ ৯

জরা-মরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।
জরা-মরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া ॥ ১২৫ ॥ ১০

সরলার্থঃ

স্বভাবতঃ (স্বভাবেনৈব) জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ (জরামরণাদি-বিকারবর্জ্জিতাঃ), সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) জরামরণম্ (স্বোপাধিদেহেষু আত্মত্বাধ্যাসেন জরাং মৃত্যুং চ) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) তন্মনীষয়া (জরামরণাদিচিন্তয়া) চ্যবন্তে (স্বভাবাৎ প্রচ্যুতা ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

স্বভাবতই জরামরণাদিবর্জ্জিত আত্মা নামক ধর্ম্মসমূহ জরামরণ ইচ্ছা করিয়া সেই চিন্তায়ই স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিংবিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতিঃ, যস্যা অন্যথাভাবো বাদিভিঃ কল্প্যতে? কল্পনায়াং বা কো দোষঃ? ইত্যাহ—জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ জরামরণাদি-সর্ব্ববিক্রিয়াবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। কে? সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, সর্ব্বে আত্মান ইত্যেতৎ, স্বভাবতঃ প্রকৃতিত এব। অত এবংস্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পম্ আত্মনি কল্পয়ন্তশ্চ্যবন্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ। তন্মনীষয়া জরা-মরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিতত্ব-দোষেণ ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ

বাদিগণ যে প্রকৃতির অন্যথাভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতির বিষয় কি? আর সেই কল্পনায়ই বা দোষ কি? তাহা বলিতেছেন—জরামরণনির্ম্মুক্ত অর্থ—জরামরণাদি সর্ব্বপ্রকার

বিকারবর্জ্জিত। কাহারা?—সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মা। 'স্বভাবতঃ' অর্থ—প্রকৃতি হইতে। অতএব ধর্ম্ম বা আত্মসমূহ এবং-বিধ স্বভাবসম্পন্ন হইয়াও জরামরণ ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আত্মাতেও জরামরণাদি ধর্ম্মসমূহ কল্পনা করিয়া তদ্-বিষয়ক মনীষা দ্বারা অর্থাৎ সেই জরামরণচিন্তায় তদ্ভাবে ভাবিত হয়, সেই দোষেই তাহারা চ্যুত হয়, অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত অবস্থা হইতে বিচলিত হয়॥ ১২৫ ॥ ১০

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥ ১২৬ ॥ ১১

সরলার্থঃ

যস্য (বাদিনঃ মতে) কারণম্ (উপাদানং) বৈ (এব) কার্য্যং [ভবতি] (কারণম্ এব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ), তস্য (সৎকার্য্যবাদিনঃ মতে) কারণম্ (উপাদানং মৃত্তিকাদি), জায়তে (ঘটাদিরূপেণ পরিণমতে)। জায়মানম্ (উৎপদ্যমানং) চ তৎ (কারণং প্রধানং) কথং (কেন রূপেণ) অজং (জন্ম-রহিতং), ভিন্নং (কার্য্যাকারেণ ভেদং চ প্রাপ্তং সৎ) নিত্যং [ভবেৎ]; [সাবয়বং ভিন্নং চ ঘটাদি অনিত্যমেব দৃষ্টম্, নতু নিত্যমিতি ভাবঃ]॥

যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ, তাহার মতে কারণই কার্য্যাকারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, উৎপন্ন পদার্থ (প্রধান) কিরূপে অজ হইতে পারে? আর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে নিত্য থাকিতে পারে? ॥ ১২৬ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ অনুপপন্নমুচ্যতে? ইত্যাহ বৈশেষিকঃ। কারণং মৃদ্‌বদুপাদানলক্ষণং, যস্য বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তস্য বাদিন ইত্যর্থঃ। তস্য অজমেব সৎ প্রধানাদি কারণং মহদাদি-কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ। মহদাদ্যাকারেণ চেৎ জায়মানং প্রধানং কথম্ অজমুচ্যতে তৈঃ, বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং জায়তে অজঞ্চেতি। নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে প্রধানং; ভিন্নং বিদীর্ণম্ স্ফুটিতম্ একদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ। ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ।

বিদীর্ণঞ্চ স্যাৎ একদেশেনাজং নিত্যঞ্চেতি এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২৬ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ

সদুৎপত্তিবাদী সাংখ্যকারগণ অসঙ্গত কথা বলেন কিপ্রকারে? তদুত্তরে বৈশেষিক বলিতেছেন—যে বাদীর মতে মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণই কার্য্য-স্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাঁহার মতে প্রধান বা প্রকৃতি প্রভৃতি কারণগুলি অজ হইয়াও মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ যদি মহদাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে তাঁহারা [কারণকে] অজ বলেন কিপ্রকারে? জন্মে, অথচ অজ বা জন্মরহিত, ইহা বিরুদ্ধ কথা। তাঁহারা [প্রধানকে] নিত্যও বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রধান যখন ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়—একাংশে স্ফুটিত বা বিকৃত হয়, তখন কি প্রকারেই বা নিত্য হইবে? কেন না, সাবয়ব ঘটাদি পদার্থ একাংশে স্ফুটিত হইয়া কোথাও নিত্য থাকিতে দেখা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, একাংশে স্ফুটিত হইবে, অথচ অজ, নিত্যও থাকিবে—এইটি তাঁহারা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকেন ॥ ১২৬ ॥ ১১

কারণাদ্ যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি। *
জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণং তে কথং ধ্রুবম্ ॥ ১২৭ ॥ ১২

সরলার্থঃ

[তব মতে] যদি (সম্ভাবনায়াং) [কার্য্যস্য] কারণাৎ (অজাৎ) অনন্যত্বং (অভিন্নত্বং) [স্যাৎ]; অতঃ (হেতোঃ) [তব মতে] কার্য্যম্ [অপি] অজং (জন্মরহিতং) স্যাৎ (ভবেৎ)। [অপিচ,] জায়মানাৎ (উৎপদ্যমানাৎ অনিত্যাৎ) কার্য্যাৎ [অনন্যং (অভিন্নং)] হি (নিশ্চয়ে) কারণং তে (তব মতে) কথং ধ্রুবং (নিত্যং) [স্যাৎ], [ন কথমপীতি ভাবঃ] ॥

---

* কার্য্যমজং তব ইতি বা পাঠঃ।

কার্য্য যদি অজ কারণ হইতে অন্ত বা পৃথক্ই না হয়, তবে তোমার মতে কার্য্যও অজ (জন্মরহিত) হইতে পারে। আর তোমার মতে জায়মান কার্য্য হইতে অনন্যভূত কারণই বা কিরূপে ধ্রুব (অবিকৃত) থাকিতে পারে? ॥ ১২৭ ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তস্যৈবার্থস্য স্পষ্টীকরণার্থমাহ—কারণাদজাৎ কার্য্যস্য যদি অনন্যত্বম্ ইষ্টং ত্বয়া, ততঃ কার্য্যমপ্যজমিতি প্রাপ্তম্। ইদঞ্চ অন্যদ্‌বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজঞ্চেতি তব। কিঞ্চান্যৎ, কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বে জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণমনন্যৎ নিত্যং ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ। ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে ॥ ১২৭ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থার্থই স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যও অজরূপই হইবে। ইহাও তোমার বড়ই বিরুদ্ধ কথা যে, কার্য্যও বটে, অথচ অজও বটে; (অর্থাৎ জন্য পদার্থ কখনও অজ হইতে পারে না)। আরও এক কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলে জায়মান কার্য্য হইতে অপৃথগ্‌ভূত কারণই বা তোমার মতে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য থাকে কিরূপে? কেননা, কুক্কুটীর এক অংশ পাক হইতেছে, আর অপর অংশ সন্তানপ্রসবের জন্য রক্ষিত হইতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না ॥ ১২৭ ॥ ১২

অজাদ্‌বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥ ১২৮ ॥ ১৩

সরলার্থঃ

যস্য (সাংখ্যবাদিনঃ মতে) অজাৎ (জন্মরহিতাৎ কারণাৎ) [কার্য্যং] জায়তে, তস্য (বাদিনঃ মতে) দৃষ্টান্তঃ (উদাহরণম্) ন অস্তি, বৈ (নিশ্চয়ে, নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ)। জাতাৎ (উৎপন্নাৎ অনিত্যাৎ) [কারণাৎ] জায়মানস্য

(উৎপদ্যমানস্য) চ (অপি) ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে, (অপিতু অব্যবস্থা—অনবস্থা আপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

যাহার মতে অজ কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার মতে নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত নাই। আর জাত পদার্থ হইতে কার্য্য জন্মিলেও কোন ব্যবস্থা থাকে না, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ১২৮ ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ অন্যৎ, অজাদনুৎপন্নাৎ বস্তুনো জায়তে যস্য বাদিনঃ কার্য্যম্, দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ, দৃষ্টান্তাভাবে অর্থাৎ অজাৎ ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধন্তবতীত্যর্থঃ। যদা পুনর্জাতাৎ জায়মানস্য বস্তুনঃ অভ্যুপগমঃ, তদপি অন্যস্মাৎ জাতাৎ, তদপি অন্যস্মাদিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ; অনবস্থানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ

আরও কিছু ; যে বাদীর মতে অজ অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তু হইতে যে কোন কার্য্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তের অভাবে, ফলতঃ অজ কারণ হইতে যে, কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যখন উৎপন্ন কারণ হইতেই বস্তুর জন্ম স্বীকার করা হয়, তখনও অন্য কারণ হইতে জাত, তাহাও আবার অন্য কারণ হইতে—এইরূপে অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ হয় * ॥ ১২৮ ॥ ১৩

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥ ১২৯ ॥ ১৪

সরলার্থঃ

যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং (শরীরপরিগ্রহরূপং জন্ম) হেতোঃ (তৎ-

* তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোৎপন্ন কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎকারণটিও তৎপূর্ব্বে ঐরূপ কোন একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণটিও আবার অপর কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে।

কারণস্য ধর্ম্মাদেঃ) আদিঃ (কারণম্), হেতুঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপং কারণং) চ (অপি) ফলস্য (জন্মনঃ) আদিঃ (কারণং) [ভবতি] ; তৈঃ (বাদিভিঃ) হেতোঃ (কারণস্য) [তৎ] ফলস্য চ (অপি) অনাদিঃ (সম্বন্ধঃ) কথং বর্ণ্যতে (নিরূপ্যতে) ? [নিত্যকূটস্থস্য হেতু-ফলভাবঃ ন কথমপি উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ] ।

যাঁহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল জন্মই তৎকারণ ধর্ম্মাদির কারণ ; এবং হেতুভূত ধর্ম্মাদিও আবার তৎফল-জন্মের কারণ ; তাঁহারা ঐ হেতু ও ফলের অনাদি সম্বন্ধ বর্ণনা করেন কি প্রকারে ? ॥ ১২৯ ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ" ইতি পরমার্থতো দ্বৈতাভাবঃ শ্রুত্যোক্তঃ ; তমাশ্রিত্যাহ—হেতোঃ ধর্ম্মাদেঃ আদিঃ কারণং দেহাদিসঙ্ঘাতঃ ফলং যেষাং বাদিনাম্ ; তথা আদিঃ কারণম্ হেতুঃ ধর্ম্মাদিঃ ফলস্য চ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য । এবং হেতু-ফলয়োঃ ইতরেতরকার্য্যকারণত্বেন আদিমত্ত্বং ব্রুবদ্ভিরেবং হেতোঃ ফলস্য অনাদিত্বং কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে ? বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্য কূটস্থস্যাত্মনো হেতু-ফলাত্মকতা সম্ভবতি ॥ ১২৯ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ

'যে অবস্থায় এই বিবেকীর নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' এই শ্রুতি কর্ত্তৃক পরমার্থতই দ্বৈতাভাব কথিত হইয়াছে ; সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বলিতেছেন—যে সমস্ত বাদীর মতে ফলস্বরূপ দেহাদি-সমষ্টিই [তাহার] হেতুভূত ধর্ম্মাদির কারণ; সেইরূপ, হেতুভূত ধর্ম্মাদিই আবার তৎফল দেহাদি-সমষ্টির আদি অর্থাৎ কারণ; এই প্রকারে হেতু ও ফলের পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে আদিমত্ববাদী (জন্মবাদী) তাঁহারা কিরূপে হেতু ও ফলের উক্তপ্রকার অনাদিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা ; কারণ, নিত্য ও কূটস্থ আত্মার ত আর হেতু-ফলভাব কথনও সম্ভব হয় না * ॥ ১২৯ ॥ ১৪

---

* তাৎপর্য্য—এই যে সমস্ত দ্বৈতবাদীরা জগতে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থা রক্ষার জন্য হেতু ও ফলের অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥ ১৩০ ॥ ১৫

সরলার্থঃ

[বাদিনামুক্তেৰ্বিরুদ্ধত্বং বিশদয়িতুমাহ]—যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং [এব] হেতোঃ (কারণস্য) আদিঃ (কারণং), হেতুঃ চ (কারণমপি) ফলস্য আদিঃ; তেষাং [মতে] পুত্রাৎ পিতুঃ (জনকস্য) জন্ম (উৎপত্তিঃ) যথা (যদ্বৎ অসম্ভাব্যং), [উক্ত প্রকারং] জন্ম [অপি] তথা (তদ্বদেব অসম্ভবম্ ইত্যর্থঃ)।

যাঁহাদের মতে ফলই (কার্য্যই) হেতুর কারণ, এবং হেতুও আবার ফলের কারণ; তাঁহাদের মতে পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ [অসম্ভব], তাঁহাদের অভিমত জন্মও ঠিক সেইরূপই হইয়া পড়ে ॥ ১৩০ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং তৈর্ব্বিরুদ্ধম্ অভ্যুপগম্যতে? ইতি; উচ্যতে—হেতুজন্যাদেব ফলাৎ হেতোর্জ্জন্ম অভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি, যথা পুত্রাৎ জন্ম পিতুঃ ॥ ১৩০ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহারা যে কিপ্রকারে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাহা কথিত হইতেছে—হেতু-সম্ভূত ফল হইতে হেতুর জন্ম স্বীকারকারী তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি—পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ বিরুদ্ধ, ঠিক সেইরূপই বিরুদ্ধ হয় ॥ ১৩০ ॥ ১৫

সম্ভবে হেতু-ফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ ॥ ১৩১ ॥ ১৬

সরলার্থঃ

হেতু-ফলয়োঃ (কার্য্য-কারণয়োঃ) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) ক্রমঃ (হেতোঃ

থাকেন, তাঁহাদের মতে যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তৎফল জন্মের পরস্পর কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হয়, তখন আর হেতু-ফলের অনাদিত্ব রক্ষা পায় কিরূপে? আর আত্মাকেও তাঁহারা মূল উপাদান বলিতে পারেন না; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য ও নির্ব্বিকার-স্বরূপ; সুতরাং তাহারও পরিণামাত্মক উপাদানতা সম্ভবপর হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং, ফলস্য চ পরবর্ত্তিত্বং, এবং রূপং পারম্পর্য্যং) ত্বয়া (দ্বৈতবাদিনা) এষিতব্যঃ (স্বীকর্ত্তব্যঃ); যস্মাৎ যুগপৎ-সম্ভবে (অক্রমেণ উৎপত্তৌ সত্যাং) বিষাণবৎ (সব্যেতর-শৃঙ্গয়োঃ ইব) অসম্বন্ধঃ (কার্য্যকারণভাবরূপ-সম্বন্ধাভাবঃ) [ভবেৎ]। [যথা যুগপদুৎপন্নয়োঃ দক্ষিণ-বামশৃঙ্গয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ নাস্তি; তদ্বদেবেদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তিতে তোমাকে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, এক সঙ্গে উভয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দক্ষিণ ও বামপার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় উহাদের কার্য্য-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না ॥ ১৩১ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তঃ অভ্যুপগন্তুমিতি চেৎ, মন্যসে, সম্ভবে হেতু-ফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যঃ, ত্বয়া অন্বেষ্টব্যঃ—হেতুঃ পূর্ব্বং, পশ্চাৎ ফলঞ্চেতি। ইতশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাৎ হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অসম্বন্ধঃ। যথা যুগপৎ-সম্ভবতোঃ সব্যেতর-গো-বিষাণয়োঃ ॥ ১৩১ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ

যদি মনে কর, যেরূপ বিরোধ প্রদর্শিত হইল, তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; [তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে,] সম্ভব বা উৎপত্তি বিষয়ে হেতু ও ফলের ক্রম অর্থাৎ হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী, আর ফল তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য তোমাকে অবশ্যই অন্বেষণ করিতে হইবে। [ক্রম থাকিলেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।] এই হেতুও [ক্রম স্বীকার করিতে হইবে,] যেহেতু যুগপৎ (এক সঙ্গে) উৎপত্তি স্বীকার করিলে যুগপৎ সমুৎপন্ন সব্য ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব-সম্বন্ধই হইতে পারে না ॥ ১৩১ ॥ ১৬

ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১৩২ ॥ ১৭

সরলার্থঃ

তে (তব অভিমতঃ) হেতুঃ (কারণং) ফলাৎ (কার্য্যাৎ) উৎপদ্যমানঃ (জায়মানঃ) সন্ ন প্রসিধ্যতি (কারণত্বেন সিদ্ধিং ন লভতে), অপ্রসিদ্ধঃ (কারণত্বেন অসিদ্ধঃ) হেতুঃ (চ) কথং ফলম্ উৎপাদয়িষ্যতি (জনয়িষ্যতি, ন কথমপীতি ভাবঃ)।

তোমার মতে হেতু যখন কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার হেতুত্বই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং অসিদ্ধ হেতু আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? ॥ ১৩২ ॥ ১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথমসম্বদ্ধ ইত্যাহ—জন্যাৎ স্বতঃ অলব্ধাত্মকাৎ ফলাৎ উৎপদ্যমানঃ সন্ শশবিষাণাদেরিব অসতো ন হেতুঃ প্রসিধ্যতি জন্ম ন লভতে। অলব্ধাত্মকঃ অপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিষাণাদিকল্পঃ তে তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি? ন হি ইতরেতরাপেক্ষ-সিদ্ধ্যোঃ শশবিষাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ কচিদ্দৃষ্টঃ অন্যথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩২ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ

[হেতু ও ফলের] অসম্বন্ধ হয় কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—জন্য অর্থাৎ যে নিজেই আত্মলাভ করে নাই (উৎপন্ন হয় নাই), শশ-শৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ মিথ্যাভূত সেই ফল বা কার্য্য হইতে যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই হেতুটি নিজেই সিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ উৎপত্তিই লাভ করিতে পারে না; অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিজেই আত্মলাভ করিতে না পারায় শশশৃঙ্গসদৃশ তোমার অভিমত সেই হেতুটি আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? অভিপ্রায় এই যে, পরস্পর-সাপেক্ষ যাহাদের উৎপত্তি, শশশৃঙ্গতুল্য সেই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে কোথাও কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ কিংবা অন্যপ্রকার সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না * ॥ ১৩২ ॥ ১৭

* তাৎপর্য্য—কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধের নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি পূর্ব্বে থাকিবে, পশ্চাৎ তাহা হইতে কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তোমার মতে যদি কারণ ও কার্য্য, উভয়ই এক সময়ে উৎপন্ন হয়, কারণের

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং, যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥ ১৩৩ ॥ ১৮

সরলার্থঃ

[তদেব বিশদয়ন্ আহ]—ফলাৎ (কার্য্যাৎ) যদি হেতোঃ (কারণস্য) সিদ্ধিঃ (নিষ্পত্তিঃ—আত্মলাভ ইতি যাবৎ)। হেতুতঃ (কারণাৎ) চ (অপি) ফল-সিদ্ধিঃ (কার্য্যোৎপত্তিঃ) [ভবেৎ], [তর্হি] কতরৎ (তয়োঃ মধ্যে কিং পুনঃ) পূর্ব্বনিষ্পন্নং (প্রথমোৎপন্নং) যস্য অপেক্ষয়া (সাহায্য দ্বারা) [উত্তরস্য কার্য্যস্য] সিদ্ধিঃ (উৎপত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)।

কার্য্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয়, এবং কারণ হইতেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, যাহার সাহায্যে পরবর্ত্তীর সিদ্ধি হইবে? [অথচ যুগপৎসমুৎপন্নের মধ্যে সেরূপ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না] ॥ ১৩৩ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অসম্বন্ধতাদোষেণ অপোদিতেঽপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবে, যদি হেতু-ফলয়োঃ অন্যোন্যসিদ্ধিঃ অভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া, কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং হেতুফলয়োঃ, যস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ

সম্বন্ধের অসম্ভাবনা দোষে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, যদি হেতু-ফলের পরস্পর-সাপেক্ষ সিদ্ধিই তুমি অঙ্গীকার কর, [তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি,] হেতু ও ফলের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, পশ্চাদ্ভাবীর সিদ্ধিতে (উৎপত্তিতে) যাহার পূর্ব্বসিদ্ধি অপেক্ষিত হইতে পারে? তাহা বল ॥ ১৩৩ ॥ ১৮

পূর্ব্বে থাকার আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে এক-কারণোৎপন্ন দুইটীর মধ্যে কে যে কাহার কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। এইরূপেই যদি কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গো প্রভৃতি প্রাণীর এককালোৎপন্ন শৃঙ্গদ্বয়ও পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন হইতে পারে; অথচ এরূপ কার্য্য-কারণভাব কেহই স্বীকার করে না। বিশেষতঃ, পরস্পরসাপেক্ষ উৎপত্তি বলিলে প্রকৃত পক্ষে একটিরও উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত কার্য্য-কারণভাব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ ১৩৪ ॥ ১৯

সরলার্থঃ

[এতৎ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং চেৎ ত্বয়া, তর্হি এষা] অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানং (অজ্ঞতা —মূঢ়তা ইত্যর্থঃ), অথবা, (হেতুফলয়োরক্রমিকত্ব-স্বীকারে) ক্রমকোপঃ (হেতোঃ কার্য্যং, কার্য্যাৎ চ হেতুঃ ইত্যেবং আনন্তর্য্যরূপস্য ক্রমস্য কোপঃ বাধঃ) পুনঃ (অপি) [ভবতি], এবং হি (উক্তেনৈব ক্রমেণ) বুদ্ধৈঃ (কর্তৃভিঃ) অজাতিঃ অনুৎপত্তিঃ [এব] পরিদীপিতা (দৃঢ়ীকৃতা)।

[পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর-দানে যে] অশক্তি বা অসামর্থ্য, তাহাই [তাহাদের] অপরিজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতার চিহ্ন। আর অক্রমে (যুগপৎ) উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাহাদের কথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয়। তাহার ফলে বুদ্ধেরা এই প্রকারে উৎপত্তির অভাব পক্ষই দৃঢ়তর করিয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অথৈতৎ ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্যসে, সা ইয়ম্ অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানম্, তত্ত্বাবিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ। অথবা যোঽয়ং ত্বয়োক্তঃ ক্রমঃ—হেতোঃ ফলস্য সিদ্ধিঃ ফলাচ্চ হেতোঃ সিদ্ধিরিতি ইতরেতরানন্তর্য্যলক্ষণঃ, তস্য কোপো বিপর্য্যাসঃ অন্যথাভাবঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তেঃ অজাতিঃ সর্ব্বস্য অনুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতা অন্যোন্যাপেক্ষদোষং ব্রুবদ্ভির্বাদিভিঃ বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ

যদি মনে কর যে, ইহা বলিতে পারা যায় না; [তাহা হইলে] সেই এই অশক্তি অপরিজ্ঞানই অর্থাৎ তত্ত্ব-বিবেকের অভাবস্বরূপ মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে, তুমি যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছ— কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি, এবং কার্য্য হইতে কারণোৎপত্তি, এই যে হেতু-ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহার অন্যথাভাব—বিপর্য্যয় ঘটে। প্রতিপক্ষ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ এই প্রকারে—পরস্পরাপেক্ষতা দোষ প্রকাশ করিয়া প্রদর্শিত পদ্ধতিক্রমে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণ-

ভাবের অনুপপত্তি নিবন্ধন সমস্ত পদার্থেরই অজাতি বা জন্মাভাব-বাদই পরিদীপিত—প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ১৩৪ ॥ ১৯

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে ॥ ১৩৫ ॥ ২০

সরলার্থঃ

বীজাঙ্কুরাখ্যঃ (বীজাৎ অঙ্করো জায়তে, অঙ্কুরাৎ চ বীজম্, ইত্যেবংলক্ষণঃ যঃ) দৃষ্টান্তঃ (জন্মানামপি অনাদিত্বে উদাহরণম্) ; সঃ (দৃষ্টান্তঃ) সদা সাধ্যসমঃ (সাধ্যেন সহ অবিশিষ্টঃ—অসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) হি [এব]। সাধ্যসমঃ হেতুঃ (লিঙ্গং) সাধ্যস্য (সাধনীয়স্য) সিদ্ধৌ (অস্তিত্বসাধনে) ন হি (নৈব) যুজ্যতে (ঘটতে) ॥

বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হইতে বীজ হয়, এই যে 'বীজাঙ্কুর' নামক উদাহরণ, তাহাও সাধ্যেরই সমান ; অর্থাৎ তাহার অনাদিত্বও অসিদ্ধ। আর স্বয়ং অসিদ্ধ হেতু কখনই সাধনীয়ের সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ১৩৫ ॥ ২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নমু হেতু-ফলয়োঃ কার্য্য-কারণভাব ইতি অস্মাভিঃ উক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্যাচ্ছল-মিদং ত্বয়োক্তং—'পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা,' 'বিষাণবচ্চাসম্বন্ধঃ' ইত্যাদি। ন হি অস্মাভিঃ অসিদ্ধাৎ হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ, অসিদ্ধাৎ বা ফলাৎ হেতুসিদ্ধিঃ অভ্যুপগতা ; কিন্তর্হি ? বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্য-কারণভাবঃ অভ্যুপগম্যত ইতি। অত্রোচ্যতে।—বীজাঙ্কুরাখ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ।

নমু প্রত্যক্ষঃ কার্য্য-কারণভাবো বীজাঙ্কুরয়োঃ অনাদিঃ, ন পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য অপর-বদাদি-মত্বাভ্যুপগমাৎ। যথা ইদানীমুৎপন্নঃ অপরঃ অঙ্কুরঃ বীজাদিমান্, বীজঞ্চ অপরম্ অন্যস্মাৎ অঙ্কুরাৎ ইতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাৎ আদিমৎ ; এবং পূর্ব্বপূর্ব্বঃ অঙ্কুরঃ, বীজঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বম্ আদিমৎ এবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্য বীজাঙ্কুরজাতস্য আদিমত্বাৎ কস্যচি-দপি অনাদিত্বানুপপত্তিঃ। এবং হেতুফলয়োঃ।

অথ বীজাঙ্কুরসন্ততেঃ অনাদিমত্বম্ ইতি চেৎ ; ন, একত্বানুপপত্তেঃ। ন হি বীজাঙ্কুরব্যতিরেকেণ বীজাঙ্কুরসন্ততির্নামৈকা অভ্যুপগম্যতে হেতুফলসন্ততিঃ বা তদনাদিত্ববাদিভিঃ। তস্মাৎ সূক্তং "হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে"

ইতি। তথাচ, অন্যদপি অনুপপত্তেঃ ন চ্ছলম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ, ন চ লোকে সাধ্যসমো হেতুঃ সাধ্যস্য সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং যুজ্যতে প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ। হেতুরিতি দৃষ্টান্তঃ অত্রাভিপ্রেতঃ গমকত্বাৎ। প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতু-রিতি॥ ১৩৫ ॥ ২০

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, আমরা যে হেতু-ফলের কার্য্য-কারণ-ভাব বলিয়াছি, তুমি কেবল সেই কথাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া—'পুত্র হইতে যেমন পিতার জন্ম,' এবং 'শশ-বিষাণের ন্যায় অসম্বন্ধ' ইত্যাদি বাক্‌ছলের প্রয়োগ করিয়াছ: বস্তুতঃ আমরা ত কখনই অসিদ্ধ হেতু হইতে কার্য্যোৎপত্তি, কিংবা অসিদ্ধ কার্য্য হইতেও কারণোৎপত্তি স্বীকার করি না; তবে কি?—বীজাঙ্কুরের ন্যায় [অনাদি] কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার করিয়া থাকি। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তোমার যে 'বীজাঙ্কুর' নামক দৃষ্টান্ত, তাহা আমার অভিমত সাধ্যেরই সমান—অনুরূপ।

ভাল, বীজাঙ্কুরের কার্য্য-কারণ-ভাব যে অনাদি, তাহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ? না—কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুই যখন উত্তরোত্তর বস্তুর আকার ধারণ করে, তখন ত তাহার আদিমত্তা বা সাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বীজ হইতে সমুৎপন্ন একটি অঙ্কুর যেমন আদিমান্, বীজও আবার অপর অঙ্কুর হইতে এইক্রমে উৎপন্ন হয় বলিয়া আদিমান্; এইপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্কুর ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ যেমন নিশ্চয়ই আদিমান্; অতএব উক্তপ্রকারে বীজাঙ্কুরজাত প্রত্যেকই যখন আদিমান্; তখন উহার কোনটিরই অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ও ফল সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

যদি বল, [বীজ ও অঙ্কুর অনাদি না হইলেও] বীজাঙ্কুর-প্রবাহ ত অনাদি হইতে পারে? না—একত্বের অনুপপত্তি-নিবন্ধন তাহাও হইতে পারে না। কেননা, হেতু-ফলের অনাদিত্ব-বাদিগণও বীজাঙ্কুরাতিরিক্ত বীজাঙ্কুর-প্রবাহ কিংবা হেতু-ফল-প্রবাহ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। অতএব, 'তাঁহারা হেতু ও ফলের অনাদিত্ব

কিরূপে বর্ণনা করেন,' একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, তাহা হইলে অন্যপ্রকার ছলও সম্ভব হয় না। কেননা, জগতে যাঁহারা প্রমাণপটু, তাঁহারা কখনই সাধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সাধ্যসম (সাধ্যেরই অনুরূপ—অনিশ্চিত) হেতুর প্রয়োগ করেন না। এখানে 'হেতু' অর্থ—দৃষ্টান্ত ; কারণ, তাহা জ্ঞাপক বা প্রতীতি-সাধক হইতেছে, আর আলোচ্য স্থলেও দৃষ্টান্তই প্রস্তাবিত, হেতু নহে ॥ ১৩৫ ॥ ২০

পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্ ।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্ম্মাৎ কথং পূর্ব্বং ন গৃহ্যতে ॥ ১৩৬ ॥ ২১

সরলার্থঃ

[হেতুফলয়োঃ] পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং (পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানাভাবঃ) অজাতেঃ (জন্মাভাবস্য) পরিদীপকম্ (জ্ঞাপকম্)। হি (যস্মাৎ) জায়মানাৎ ধর্ম্মাৎ (কার্য্যাৎ) পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তি) [তৎকারণং] কথং ন গৃহ্যতে ? [কার্য্যং যদি সত্যমেব জায়তে, তর্হি, তদ্গ্রহণসমকালমেব তৎকারণম্ অপি অবশ্যমেব গৃহ্যেত, নচৈবম, অতো ন জায়তে ইত্যাশয়ঃ]

হেতু ও ফলের যে পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ের অসদ্ভাব, তাহাই জন্মাভাবের জ্ঞাপক ; কারণ, কার্য্য যদি সত্যসত্যই জন্মিত, তাহা হইলে সেই কার্য্য-দর্শনেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কারণও পরিজ্ঞাত হইয়া যাইত ॥ ১৩৬ ॥ ২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা? ইত্যাহ—যদেতৎ হেতু-ফলয়োঃ পূর্ব্বাপরা-পরিজ্ঞানং, তচ্চ এতদজাতেঃ পরিদীপকং অববোধকম্ ইত্যর্থঃ। জায়মানো হি চেৎ ধর্ম্মো গৃহ্যতে, কথং তস্মাৎ পূর্ব্বং কারণং ন গৃহ্যতে ? অবশ্যং হি জায়মানস্য গ্রহীত্রা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্, জন্য-জনকয়োঃ সম্বন্ধস্য অনপেতত্বাৎ। তস্মাৎ অজাতিপরিদীপকং তৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, বুদ্ধগণ জন্মাভাব উদ্দীপিত করিলেন কিরূপে ? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—এই যে, হেতু ও ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণের অসামর্থ্য,

ইহাই জন্মাভাবের পরিদীপক অর্থাৎ জ্ঞাপক। কারণ, উৎপত্তি-সময়ে ধর্ম্মই (কার্য্যই) যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পদার্থটি পরিজ্ঞাত হইবে না কেন? যে লোক জায়মান কার্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই কার্য্যের জনককে দর্শন করাও অবশ্যই সম্ভবপর। কারণ, জন্য ও জনকের সম্বন্ধ ত তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই; কাজেই তাহা (জ্ঞানাভাব) অজাতির পরিজ্ঞাপক॥ ১৩৬॥ ২১

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্‌বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে॥ ১৩৭॥ ২২

সরলার্থঃ

স্বতঃ (অপরাধীনতয়া) বা, পরতঃ (পরস্মাৎ কারণান্তরাৎ) বা (অপি) কিঞ্চিৎ অপি (কিমপি বস্তু) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)। সৎ (সত্তাবৎ—পৃথিব্যাদি), অসৎ (সত্তাহীনং আকাশকুসুমাদিকং), সদসৎ (উভয়াত্মকং) বা, অপি (সম্ভাবনায়াং) কিঞ্চিৎ ন জায়তে, (ন কেনাপি রূপেণ কিমপি সমুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ কোনরূপেই উৎপন্ন হইতে পারে না॥ ১৩৭॥ ২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইতশ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ; যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরতঃ উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্‌বা জায়তে, ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি। ন তাবৎ স্বয়মেব অপরিনিষ্পন্নাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে, যথা ঘটঃ, তস্মাদেব ঘটাৎ। নাপি পরতঃ অন্যস্মাৎ অন্যঃ, যথা ঘটাৎ ঘটঃ, পটাৎ পটান্তরম্। তথা নোভয়তঃ, বিরোধাৎ। যথা ঘটপটাভ্যাং ঘটঃ পটো বা ন জায়তে। ননু মৃদো ঘটো জায়তে পিতুশ্চ পুত্রঃ? সত্যম্; অস্তি, জায়তে ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ মূঢ়ানাম্। তৌ এব তু শব্দ-প্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেতে—কিং সত্যমেব তৌ? উত মৃষা? ইতি। যাবতা পরীক্ষ্যমাণে শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্তু ঘটপুত্রাদিলক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ, "বাচারম্ভণম্" ইতি শ্রুতেঃ। সচ্চেৎ, ন জায়তে, সত্ত্বাৎ, মৃৎপিত্রাদিবৎ। যদি

অসৎ, তথাপি ন জায়তে, অসত্ত্বাদেব, শশবিষাণবৎ। অথ সদসৎ, তথাপি ন জায়তে, বিরুদ্ধস্য একস্য অসম্ভবাৎ। অতো ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়ত ইতি সিদ্ধম্। যেষাং পুনর্জ্জনিঃ এব জায়ত ইতি ক্রিয়াকারকফলৈকত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ, তে দূরত এব ন্যায়াপেতাঃ। ইদম্ ইত্থম্ ইতি অবধারণক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অননুভূতস্য স্মৃত্যনুপপত্তেশ্চ ॥ ১৩৭ ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণেই কিছু জন্মলাভ করে না; কারণ, জায়মান যে বস্তু স্বতঃ, পরতঃ কিংবা উভয়তও সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ—উভয়রূপেও জন্মে না, তাহার কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না। কেন না, ঘট যেমন সেই ঘট হইতেই জন্মিতে পারে না, তেমনি কার্য্য নিজেই যখন অনিষ্পন্ন—অনুৎপন্ন, তখন আর সে স্বরূপ হইতেই (আপনা হইতেই) জন্মিতে পারে না। ঘট হইতেই যেমন পট হয় না, তেমনি অন্য হইতে—পৃথগ্‌ভূত কারণান্তর হইতেও জন্মিতে পারে না। আর বিরুদ্ধ বলিয়াই উভয়রূপ হইতে (সদসদাত্মক কারণ হইতে) হয় না; দেখা যায়, ঘট ও পট হইতে ঘট কিংবা পট কখনই সমুৎপন্ন হয় না।

কেন, মৃত্তিকা হইতে ত ঘট জন্মে, এবং পিতা হইতেও পুত্র জন্মিয়া থাকে? হাঁ, মূঢ়লোকদিগের নিকট 'জন্মে' বলিয়া একটা প্রতীতি ও শব্দব্যবহার আছে, সত্য। কিন্তু প্রতীতি এবং শব্দ এই দুইটির সত্য মিথ্যা বিষয়ে বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শব্দ ও প্রতীতির বিষয়ীভূত যে ঘট ও পুত্রাদিরূপ বস্তু, তাহা কেবলই শব্দমাত্রসার; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাকারব্ধ নামই বিকার (কার্য্য)"। [জায়মান] পদার্থ যদি সৎ হইত, তবে কখনই জন্মিত না; সত্তাই তাহার হেতু; মৃত্তিকা ও পিতা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও জন্মিতে পারে না, অসত্তাই তাহার হেতু; যেমন—শশশৃঙ্গ প্রভৃতি। আর যদি সদসৎ উভয়াত্মক হয়, তথাপি জন্মিতে পারে না; একই বস্তু কখনও বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না; সুতরাং কোন কিছুই যে জন্মে না, ইহা প্রমাণিত হইল। আর যে বৌদ্ধদিগের মতে জন্ম-ক্রিয়াই জন্ম লাভ করে, তাহাতে ক্রিয়া, কারক

ও ফলের একত্ব স্বীকার করা হয়—এবং বস্তুর ক্ষণিকত্বও অঙ্গীকার করা হয়, তৎসমুদয় ত একেবারেই যুক্তিবহির্ভূত; কারণ 'ইহা এই-রূপ' এইপ্রকার অবধারণের পরক্ষণেই যখন কিছু থাকে না, পক্ষান্তরে, যাহা অনুভূত হয় নাই, সে বিষয়ের স্মরণ হওয়াও উপপন্ন হয় না; [অতএব, এই বৌদ্ধ-মত সঙ্গত নহে] ॥ ১৩৭ ॥ ২২

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥ ১৩৮ ॥ ২৩

সরলার্থঃ

অনাদেঃ (আদিরহিতাৎ ফলাৎ) হেতুঃ (তৎকারণং) ন জায়তে; ফলং (কার্য্যং) চ (অপি) স্বভাবতঃ :(নির্নিমিত্তং) অপি (এব) [ন জায়তে]। যস্য (বস্তুনঃ) আদিঃ (কারণং) ন বিদ্যতে (অস্তি), তস্য হি (নিশ্চয়ে) আদিঃ (জন্ম) ন বিদ্যতে (নৈব বিদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥

অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং অনাদি কারণ হইতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই বস্তুর স্বভাব। কারণ, যাহার আদি বা কারণ নাই, নিশ্চয়ই তাহার জন্মও নাই ॥ ১৩৮ ॥ ২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, হেতু-ফলয়োঃ অনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাৎ হেতু-ফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগতং স্যাৎ, কথম্? অনাদেঃ আদিরহিতাৎ ফলাৎ হেতুর্ন জায়তে। ন হ্যনুপন্নাৎ অনাদেঃ ফলাৎ হেতোঃ জন্ম ইষ্যতে ত্বয়া, ফলঞ্চ আদিরহিতাৎ অনাদের্হেতোঃ অজাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে। তস্মাৎ অনাদিত্বম্ অভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া হেতুফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগম্যতে যস্মাৎ আদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য লোকে, তস্য আদিঃ পূর্ব্বোক্তা জাতির্না বিদ্যতে। কারণবত এব হ্যাদিঃ অভ্যুপগম্যতে, ন অকারণবতঃ ॥ ১৩৮ ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, হেতু ও ফল, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকার করায়, তোমার পক্ষে হেতু-ফলের জন্মাভাব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। কি

প্রকারে? [কারণ,] অনাদি অর্থাৎ আদিরহিত ফল হইতে হেতু উৎপন্ন হইতে পারে না; কেন না, অনুৎপন্ন অনাদি ফল হইতে যে তৎকারণের উৎপত্তি, তাহা ত তুমিও স্বীকার কর না; আর আদি-রহিত—অনাদি অজ হেতু হইতে যে বিনা কারণেই—স্বভাবতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাও তুমি স্বীকার কর না। অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব স্বীকারকারী তোমাকে হেতু ও ফলের জন্মাভাবই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু, জগতে যাহার আদি অর্থাৎ কারণ বিদ্যমান নাই, নিশ্চয়ই তাহার আদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্মও বিদ্যমান নাই। কেননা, যাহার কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কারণহীনের তাহা হয় না ॥ ১৩৮ ॥ ২৩

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা ॥ ১৩৯ ॥ ২৪

সরলার্থঃ

প্রজ্ঞপ্তেঃ (শব্দাদিজ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) [স্বীকর্ত্তব্যম্]; অন্যথা (জ্ঞানস্য সনিমিত্তত্বাভাবে) দ্বয়নাশতঃ (দৃশ্যমান-বৈচিত্র্যস্য অভাব-প্রসঙ্গাৎ) সংক্লেশস্য (অনুভূয়মান-দুঃখস্য) উপলব্ধেঃ (প্রত্যক্ষতঃ) চ (অপি) পরতন্ত্রাস্তিতা (পরেষাং দ্বৈতবাদিনাং তন্ত্রস্য শাস্ত্রস্য অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্য বাহ্যপদার্থস্য অস্তিতা সত্তা) মতা (সম্মতা ইত্যর্থঃ)॥

জ্ঞানমাত্রেরই (শব্দাদি-বিষয়ক জ্ঞানের) একটি নিমিত্ত বা বিষয় থাকে; তাহা না হইলে শব্দস্পর্শাদি জগদ্বৈচিত্র্যের বিলোপ হইতে পারে। বিশেষতঃ (বাহ্য-পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ যখন) দুঃখের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, তখন পরকীয় শাস্ত্রোক্ত [বাহ্যপদার্থের] অস্তিত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তস্যৈব অর্থস্য দৃঢ়ীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাক্ষিপতি,—প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ, তস্যাঃ সনিমিত্তত্বম্; নিমিত্তং কারণং বিষয় ইত্যেতৎ; সনিমিত্তত্বং সবিষয়ত্বং স্বাত্ম-ব্যতিরিক্তবিষয়তা ইত্যেতৎ, প্রতিজানীমহে। ন হি নির্ব্বিষয়া

প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্যাৎ ; তস্যাঃ সনিমিত্তত্বাৎ। অন্যথা নির্ব্বিষয়ত্বে শব্দ-স্পর্শ-নীলপীতলোহিতাদি প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য নাশতঃ, নাশঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য অভাবোঽস্তি, প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য দর্শনাৎ, পরেষাং তন্ত্রং পরতন্ত্রম্ ইত্যন্যশাস্ত্রং, তস্য পর-তন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য প্রজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা মতা অভিপ্রেতা। ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীল-পীতাদি বাহ্যালম্বন-বৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাব-ভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি। স্ফটিকস্যেব নীলাদ্যুপাধ্যাশ্রয়ৈঃ বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতশ্চ পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা। সংক্লেশনং সংক্লেশো দুঃখম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে হি অগ্নিদাহাদিনিমিত্তং দুঃখং, যদি অগ্ন্যাদিবাহ্যং দাহাদি নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন স্যাৎ, ততো দাহাদিদুঃখং ন উপলভ্যেত, উপলভ্যেত তু অতস্তেন মন্যামহে অস্তি বাহ্যোঽর্থ ইতি। ন হি বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ, অন্যত্রাদর্শনাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩৯॥ ২৪

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে পুনশ্চ দোষো-দ্ভাবন করিতেছেন—প্রজ্ঞপ্তি অর্থ—প্রজ্ঞান, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি; যেহেতু তাহা সনিমিত্ত; নিমিত্ত অর্থ—কারণ, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়; [আমরা জ্ঞানের] সনিমিত্তত্ব—সবিষয়ত্ব, অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়-সত্তা প্রতিজ্ঞা করিতেছি; [অর্থাৎ জ্ঞানের যে, জ্ঞানাতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় আছে, তাহা আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।] কেননা, প্রজ্ঞপ্তি বা শব্দাদিজ্ঞান কখনই বিষয়শূন্য হইতে পারে না। যেহেতু জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক। অন্যথা—জ্ঞানের নির্ব্বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে, শব্দ, স্পর্শ, নীল, পীত, লোহিতাদি জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্যরূপ দ্বয়ের (ভেদের) নাশ অর্থাৎ অভাব হইতে পারে ; অথচ জ্ঞানবৈচিত্র্য যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন সেই বৈচিত্র্যময় দ্বৈতের অভাব কখনই হইতে পারে না। অতএব প্রত্যয়গত বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অপরাপর [বাদীর] শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অভিমত হয়। পরতন্ত্র অর্থ—পরের

কৃত তন্ত্র (শাস্ত্র), তাহার অর্থাৎ সেই পরতন্ত্রাশ্রিত বাহ্যার্থের। কেননা, একমাত্র প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন তাহার স্বভাবতঃ কোন ভেদ নাই। নীল, পীতাদি বাহ্যপদার্থের অবলম্বনজাত বৈচিত্র্য ব্যতীত সেই প্রকাশমাত্ররূপ জ্ঞানের কখনই স্বরূপগত ভেদ সম্ভবপর হয় না। অভিপ্রায় এই যে, নীল প্রভৃতি কোন বর্ণের সংসর্গ ব্যতীত স্ফটিকের যেরূপ বর্ণভেদ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এই কারণেও পরকীয় শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সংক্লেশ অর্থ—ক্লেশপ্রদ, অর্থাৎ দুঃখ; অগ্নিদাহাদি-জনিত যে দুঃখ, তাহা সকলেরই উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে। যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত দাহকর অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাহাদি-নিমিত্ত-সম্ভূত দুঃখ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না ; অথচ সকলেই কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব, ইহা হইতেই মনে হয় যে, [বিজ্ঞানাতিরিক্ত,] বাহ্যপদার্থ আছে ; কেবলই বিজ্ঞান হইলে উক্তপ্রকার ক্লেশোৎপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, অন্যত্র কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ॥ ১৩৯ ॥ ২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ ॥ ১৪০ ॥ ২৫

সরলার্থঃ

যুক্তিদর্শনাৎ (ক্লেশোপলব্ধিরূপ-যুক্তিদর্শনাৎ হেতোঃ) [দ্বৈতবাদিনা ত্বয়া] প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বম্ (সবিষয়ত্বম্) ইষ্যতে। [অদ্বৈতবাদিভিঃ অস্মাভিঃ অপি] ভূতদর্শনাৎ (পরমার্থব্রহ্মৈকত্বদর্শনাৎ হেতোঃ) নিমিত্তস্য (তব জ্ঞান-বিষয়ত্বেন অভিমতস্য ঘটাদেঃ) অনিমিত্তত্বম্ (জ্ঞানবৈচিত্র্যাহেতুত্বম্) ইষ্যতে। [মৃদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বাৎ মৃদেকস্বত্বাচ্চ ঘটাদয়োঽপি একরূপাঃ সন্তঃ জ্ঞানবৈচিত্র্যং সাধয়িতুং নালমিত্যভিপ্রায়ঃ]

ক্লেশোপলব্ধিরূপ যুক্তি অনুসারে তুমি জ্ঞানের সবিষয়ত্ব ইচ্ছা করিতেছ। ভাল, আমরাও (অদ্বৈতবাদিগণও) প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে জ্ঞানবিষয়ীভূতরূপে অভিমত ঘটাদি বিষয়কে জ্ঞানবৈচিত্র্যের অহেতু বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি। অর্থাৎ

মৃত্তিকারূপে সমস্ত ঘটই যেমন এক, তেমনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থই এক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং তোমার অভিমত বিষয়গুলিও জ্ঞানভেদ জন্মাইতে পারে না ॥ ১৪০ ॥ ২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অত্রোচ্যতে— বাঢ়ম্ এবং, প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তিদর্শনাৎ ইষ্যতে ত্বয়া। স্থিরীভব তাবৎ ত্বং—যুক্তিদর্শনং বস্তুনঃ তথাত্বাভ্যুপগমে কারণম্ ইত্যত্র। ব্রূহি কিং তত ইতি। উচ্যতে—নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভিমতস্য তব ঘটাদেঃ অনিমিত্তত্বম্ অনালম্বনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বম্ ইষ্যতে অস্মাভিঃ। কথং? ভূতদর্শনাৎ পরমার্থদর্শনাৎ ইত্যেতৎ। ন হি ঘটো যথাভূতমৃদ্রূপদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, যথা অশ্বাৎ মহিষঃ, পটো বা তন্তুব্যতিরেকেণ, তন্তবশ্চ অংশুব্যতিরেকেণ, ইত্যেবম্ উত্তরোত্তরভূতদর্শনে আ শব্দপ্রত্যয়নিরোধাৎ নৈব নিমিত্তম্ উপলভামহ ইত্যর্থঃ।

অথবা, অভূতদর্শনাদ্বাহ্যার্থস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে রজ্জ্বাদৌ ইব সর্পাদেঃ ইত্যর্থঃ। ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্য অনিমিত্তত্বং ভবেৎ, তদভাবে অভাবাৎ। ন হি সুষুপ্ত-সমাহিত-মুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থ উপলভ্যতে। ন হি উন্মত্তাবগতং বস্তু অনুন্মত্তৈঃ অপি তথাভূতং গম্যতে। এতেন দ্বয়দর্শনং সংক্লেশোপলব্ধিশ্চ প্রত্যুক্তা ॥ ১৪০ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—আচ্ছা, দুঃখোৎপাদক দ্বৈত-দর্শনরূপ যুক্তির বলে তুমি (দ্বৈতবাদী) জ্ঞানের সবিষয়তা ইচ্ছা করিতেছ, উল্লিখিত যুক্তিদর্শনই যে, বস্তুর দুঃখোৎপাদনের হেতু, এ বিষয়ে তুমি একটুকু স্থির হও, অর্থাৎ স্বীয় সংকল্প রক্ষা করিতে যত্নপর হও। আচ্ছা, বল, তাহাতে কি হইল? [শ্রবণ কর,] বলা হইতেছে—নিমিত্তের অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বন বা বিষয়রূপে তোমার অভিমত যে ঘটাদি বিষয়, আমরা সেই ঘটাদি বিষয়ের আলম্বনত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতুত্ব ইচ্ছা করি না। কি হেতু? ভূতদর্শনহেতু অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দর্শনই ইহার হেতু। কেননা, যথা-

যথরূপে ঘটের মৃন্ময়তা পরিজ্ঞাত হইলে আর অশ্ব হইতে মহিষের ন্যায় মৃত্তিকাতিরিক্ত ঘট বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না ; অথবা, তন্তু ব্যতিরেকে বস্ত্র, এবং অংশু (আঁশ) হইতে পৃথক্ তন্তু বলিয়া কোন বস্তু থাকে না ; এইরূপে উত্তরোত্তর পরমার্থতত্ত্ব-দর্শন সংঘটিত হইলে, যতক্ষণ শব্দ ও শব্দজ্ঞানের ব্যবহার বিনিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ ত আর বৈচিত্র্যের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

অথবা, রজ্জুতে সমারোপিত সর্পাদি বাহ্য পদার্থের অভূতত্ব বা অসত্যতা দর্শন হেতুই তৎসমুদয়ের নিমিত্ততা ইচ্ছা করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া কল্পিত হইলেও ঐ সমস্ত নিমিত্তের অনিমিত্ততা হইতে পারে; যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানের অভাবে বাহ্য পদার্থেরও অভাব হইয়া থাকে। কেননা, সুষুপ্ত, সমাহিত ও মুক্ত পুরুষের ভ্রান্তি-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলে পর আত্মাতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই উপলব্ধির বিষয় হয় না, কারণ, উন্মত্ত ব্যক্তি যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, অনুন্মত্ত ব্যক্তি কখনই সে বস্তু সেরূপ অনুভব করে না। ইহা দ্বারাই (উক্ত যুক্তিবলে) দ্বৈত-দর্শন ও দুঃখোপলব্ধি প্রত্যাখ্যাত হইল *॥ ১৪০ ॥ ২৫

চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥ ১৪১ ॥ ২৬

সরলার্থঃ

[তস্মাৎ] চিত্তং (মনঃ) অর্থং (বাহ্যবিষয়ং) ন সংস্পৃশতি (ন গৃহ্লাতি

* তাৎপর্য্য—দ্বৈতবাদীর যুক্তি এই যে, কোন একটি বস্তুর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বা হইতে পারে না ; পরন্তু বাহ্য বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ জ্ঞান স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও যখন তাহার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়='ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান' ইত্যাদি ; তখন জ্ঞানগত সেই বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ বিজ্ঞেয় বিষয় ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারে না। অধিকন্তু, বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান যে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তাহারও একমাত্র কারণ, সেই বিষয়-ভেদ। এই সকল কারণ-বশতঃ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে

অর্থাভাসং (বিষয়ত্বেন প্রতিভাসমানং) চ (অপি) তথা এব (তদ্‌বৎ এব) (ন স্পৃশতীত্যর্থঃ)। যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) অর্থঃ (বাহ্যঃ পদার্থঃ) অভূতঃ (অসত্যঃ) হি (এব), অর্থাভাসঃ চ (অপি) তত্তঃ (চিত্তাৎ) পৃথক্ (অতিরিক্তঃ) ন [অস্তি]।

অতএব, চিত্ত কখনই বাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করে না, এবং অর্থাভাস (মনঃকল্পিত বিষয়কেও) গ্রহণ করে না। যেহেতু বাহ্য পদার্থ কখনই সত্য নহে, এবং অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে ; অর্থাৎ চিত্তকল্পিত বিষয়সমূহ চিত্তেরই স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে ॥ ১৪১ ॥ ২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাৎ নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং, অতশ্চিত্তং ন স্পৃশত্যর্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্, নাপি অর্থাভাসং, চিত্তত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ। অভূতো হি জাগরিতেঽপি স্বপ্নার্থবৎ এব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ। নাপি অর্থাভাসঃ চিত্তাৎ পৃথক্ ; চিত্তমেব হি ঘটাদ্যর্থবৎ অবভাসতে, যথা স্বপ্নে ॥ ১৪১ ॥ ২৬

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু বাহ্য কোনও নিমিত্ত বা বিষয় নাই, অতএব চিত্ত কোন অর্থকে, অর্থাৎ জ্ঞানের আলম্বনীভূত বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না এবং অর্থাভাসকেও স্পর্শ করে না ; [যাহা বস্তুতঃ বিষয় না হইয়াও কেবল কল্পনাবলে বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হয়, তাহাকে 'অর্থাভাস' বলা যায়।] কারণ, উহাও স্বপ্নচিত্তের ন্যায় চিত্তস্বরূপই বটে, (তদতি-

আচার্য্য বলিতেছেন যে,—না ; উল্লিখিত যুক্তিবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। স্বপ্নসময়ে যে বিচিত্র জ্ঞানভেদ হইয়া থাকে, তখন বাহ্য পদার্থ কোথায় আছে ? আর রজ্জুতে যখন সর্প দৃষ্ট হয়, তখন সেখানেও ত সর্পের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না ; অথচ বিভিন্নাকারে সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে ; সুতরাং বাহ্যার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান-বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুরই যখন সত্তা নাই—সমস্তই অসৎ, তখন মৃত্তিকাতিরিক্ত যেমন ঘটের পৃথক্ অস্তিত্ব কিংবা প্রতীতি হয় না, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাতিরিক্তভাবে কোন বাহ্য পদার্থ ই নাই এবং তদ্‌বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও হয় না ; অতএব, অনর্থক অযৌক্তিক বাহ্যার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

রিক্ত নহে)। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শব্দাদি বাহ্যপদার্থ স্বপ্নকালীন বিষয়ের ন্যায় জাগরিতকালেও নিশ্চয়ই অভূত (অবিদ্যমান—অসৎ),আর অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। কেননা, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিতকালেও চিত্তই ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥ ২৬

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বসু ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥ ২৭

সরলার্থঃ

চিত্তং (মনঃ) ত্রিষু (অতীতানাগতবর্ত্তমানেষু) অধ্বসু (অবস্থাসু) [অপি] সদা (নিত্যং) নিমিত্তং (বিষয়ং) ন স্পৃশতি। [তথা সতি] তস্য (চিত্তস্য) অনিমিত্তঃ (নির্ব্বিষয়ঃ) বিপর্য্যাসঃ (ভ্রান্তিঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ভবিষ্যতি [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ]।

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ করে না ; সুতরাং বিপর্য্যাসের কারণীভূত বিষয়ই যখন না রহিল, তখন, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম কিরূপেই বা হইবে ? ১৪২ ॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ননু বিপর্য্যাসঃ তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য ; তথা চ সতি অবিপর্য্যাসঃ ক্বচিদ্বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে—নিমিত্তং বিষয়ম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানাধ্বসু ত্রিষপি সদা চিত্তং ন সংস্পৃশেদেব হি। যদি হি ক্বচিৎ সংস্পৃশেৎ, সঃ অবিপর্য্যাসঃ পরমার্থঃ, ইত্যতঃ তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটাভাসতা বিপর্য্যাসঃ স্যাৎ ; ন তু তদস্তি কদাচিদপি চিত্তস্য অর্থসংস্পর্শনম্। তস্মাৎ অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি ? ন কথঞ্চিৎ বিপর্য্যাসোঽস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মেব হি স্বভাবঃ চিত্তস্য, যদুত অসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্বৎ অবভাসনম্ ॥ ১৪২ ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, তাহা হইলে ত ঘটাদি বিষয়ের অভাবে চিত্তের যে ঘটাদি-

বিষয়াকারে প্রতিভাস, তাহা ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? তাহা হইলে ত কোন একস্থলে অবিপর্য্যাস বা সত্য বিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েও সর্ব্বদা চিত্ত নিমিত্তকে—বিষয়কে স্পর্শ করে না ; যদি কোনস্থলে বিষয়কে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সেই অবিপর্য্যাস পরমার্থ সত্য হইত ; এবং তাহার অপেক্ষায় অসৎ ঘটাদি-বিষয়ক ঘটাভাসাকার জ্ঞানও বিপর্য্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা ত হয় না, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও ত চিত্তের বিষয়সংস্পর্শ নাই। অতএব, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস (ভ্রম) কিরূপে হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, কোন প্রকারেই বিপর্য্যাস নাই। চিত্তের স্বভাবই এইপ্রকার যে, ঘটাদিবিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও নিজেই তদাকারে প্রতিভাসমান হয় ॥ ১৪২ ॥ ২৭

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥ ১৪৩ ॥ ২৮

সরলার্থঃ

তস্মাৎ (উক্তাৎ এব কারণাৎ) চিত্তং ন জায়তে, চিত্তদৃশ্যং (বাহ্যং বস্তু—ঘটাদি) [অপি] ন জায়তে, যে (বাদিনঃ) তস্য (চিত্তস্য) জাতিং (জন্ম) পশ্যন্তি (মন্যন্তে), তে (চিত্তজন্মবাদিনঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) খে (আকাশে) পদং পশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি, অত্যন্তমসম্ভবমপি সম্ভাবয়ন্তি তে ইতি ভাবঃ)।

উক্ত হেতুতেই চিত্ত জন্মে না, চিত্তের দৃশ্য ঘটাদিও জন্মে না। যাহারা সেই চিত্তের জন্মদর্শন করে. তাহারা আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির চরণচিহ্ন দর্শন করে ॥ ১৪৩ ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম

"প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বম্" ইত্যাদি এতদন্তং বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং বাহ্যার্থবাদিপক্ষ প্রতিষেধপরম্ আচার্য্যেণ অনুমোদিতম্। তদেব হেতুং কৃত্বা তৎপক্ষপ্রতিষেধায় তদিদম্ উচ্যতে "তস্মাৎ" ইত্যাদি। যস্মাৎ অসত্যেব ঘটাদৌ

ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনা অভ্যুপগতা, তদনুমোদিতম্ অস্মাভিরপি ভূতদর্শনাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি চিত্তস্য জায়মানাবভাসতা অসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিতি, অতো ন জায়তে চিত্তম্ ; যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে, অতস্তস্য যে জাতিং পশ্যন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদুঃখিত্বশূন্যত্বানাত্মত্বাদি চ। তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্যন্তঃ খে বৈ পশ্যন্তি তে পদং পক্ষ্যাদীনাম্। অত ইতরেভ্যোঽপি দ্বৈতিভ্যঃ অত্যন্তসাহসিকা ইত্যর্থঃ। যেঽপি শূন্যবাদিনঃ পশ্যন্ত এব সর্ব্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজানতে, তে ততোঽপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাপি জিঘৃক্ষন্তি ॥ ১৪৩ ॥ ২৮

ভাষ্যানুবাদ

বিজ্ঞানবাদী বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মত-খণ্ডনার্থ "প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং" এই হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা আচার্য্যেরও (গৌড়পাদেরও) অনুমোদিত। উক্ত যুক্তিনিচয়কেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া এখন সেই পক্ষ-প্রতিষেধার্থ এই "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইতেছে। যেহেতু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ঘটাদি বিষয়ের অসত্ত্বেও চিত্তের ঘটাদিরূপে প্রতিভাস স্বীকার করিয়াছেন, ভূতদর্শনবলে বা পরমার্থদৃষ্টিতে আমরাও তাহা অনু-মোদন করিয়া থাকি। সেই হেতুই প্রকৃতপক্ষে জন্ম না হইলেও, সেই চিত্তের জায়মানতা প্রতীতি হওয়া অযুক্ত হয় না ; অতএব চিত্তের দৃশ্য—ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জন্মে না, তদ্রূপ [প্রকৃতপক্ষে] চিত্তও জন্ম লাভ করে না। অতএব, যে সকল বিজ্ঞানবাদী (বৌদ্ধ প্রভৃতি) সেই চিত্তের জন্মলাভ দর্শন করিয়া থাকেন, ক্ষণিকত্ব দুঃখিত্ব, শূন্যত্ব ও অনাত্মত্বাদি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং চিত্ত দ্বারাই সেই চিত্তের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব হইলেও, যাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আকাশেও পক্ষী প্রভৃতির পদদর্শন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর দ্বৈতবাদী অপেক্ষাও তাঁহারা অত্যন্ত সাহসী। আর যে সমস্ত শূন্যবাদী স্বয়ং দেখিয়াও সর্ব্বশূন্যতা এমন কি স্বীয় প্রত্যক্ষেরও শূন্যত্ব সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী

অপেক্ষাও অধিকতর সাহসিক—আকাশকেও মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৩ ॥ ২৮

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৪৪ ॥ ২৯

সরলার্থঃ

অজাতং (জন্মরহিতং চিত্তং) যস্মাৎ (কারণাৎ) জায়তে, সা প্রকৃতিঃ (কারণং) অজাতিঃ (জন্মশূন্যা); ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) প্রকৃতেঃ (অজায়াঃ) অন্যথাভাবঃ (বিকারঃ) কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) ন ভবিষ্যতি।

জন্মরহিত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার প্রকৃতিটি স্বভাবতই অজা। সেই কারণে প্রকৃতির অন্যথাভাব (অজার জন্ম) কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না ॥ ১৪৪ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

উক্তৈঃ হেতুভিঃ অজমেকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধং, যৎ পুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎ-ফলোপসংহারার্থঃ অয়ং শ্লোকঃ। অজাতং যচ্চিত্তং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে, তৎ অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিঃ, তস্য; ততঃ তস্মাৎ অজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৪৪ ॥ ২৯

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্ম যে অজ ও এক, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাফলের উপসংহারার্থ এই শ্লোক আরব্ধ হইতেছে—অজাত, অতএবই ব্রহ্ম-স্বরূপ যে চিত্তকে বাদিগণ সমুৎপন্ন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্মলাভ করে, সেই অজাই তাহার প্রকৃতি; [অজপদার্থের জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ কথা] সেই কারণেই স্বরূপতই জন্মহীন প্রকৃতির অন্যথাভাব বা বিকার (জন্ম) কোন প্রকারেই হইবে না ॥ ১৪৪ ॥ ২৯

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥ ১৪৫॥ ৩০

সরলার্থঃ

[মোক্ষ-সংসারয়োঃ পারমার্থিকত্বপক্ষ-নিরসনায় আহ—"অনাদেঃ" ইত্যাদি]—[বাদিনামভিমতস্য] অনাদেঃ সংসারস্য অন্তবত্ত্বং (পরিসমাপ্তিঃ) চ (অপি) ন সেৎস্যতি। আদিমতঃ (জন্যস্য) মোক্ষস্য চ (অপি) অনন্ততা (অপরিসমাপ্তিঃ) ন ভবিষ্যতি॥

বাদিগণের অভিমত অনাদি সংসারের অন্ত হইতে পারে না, এবং আদিমান্ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানজন্য মোক্ষের অনন্তত্ব বা অক্ষয়ত্ব হইতে পারে না॥ ১৪৫॥ ৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অয়ঞ্চ অপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসদ্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে,—অনাদেঃ অতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্য অন্তবত্ত্বং সমাপ্তিঃ ন সেৎস্যতি যুক্তিতঃ সিদ্ধিং ন উপযাস্যতি। ন হি অনাদিঃ সন্ অন্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে। বীজাঙ্কুরসম্বন্ধ-নৈরন্তর্য্য-বিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ; ন, একবস্ত্বভাবেন অপোদিতত্বাৎ। তথা অনন্ততাপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকালপ্রভবস্য মোক্ষস্য আদিমতো ন ভবিষ্যতি; ঘটাদিষু অদর্শনাৎ। ঘটাদিবিনাশবৎ অবস্তুত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ; তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসদ্ভাব-প্রতিজ্ঞাহানিঃ; অসত্ত্বাদেব; শশবিষাণস্যেব আদিমত্ত্বাভাবশ্চ॥ ১৪৫॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার সংসার ও মোক্ষ, এই উভয়কেই যাঁহারা পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আর একটি দোষ কথিত হইতেছে—অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি বা পূর্ব্ব নাই, সেই সংসারের অন্তবত্তা অর্থাৎ সমাপ্তি বা শেষ কোন যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবে না; কারণ, জগতে অনাদি কোন পদার্থকেই অন্তবান্ (বিনাশী) দেখা যায় না। যদি বল, বীজ ও অঙ্কুরের অনাদি সম্বন্ধেরও ত বিচ্ছেদ দেখা যায়? না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, এক বস্তু নয় বলিয়াই

উহা পরিত্যক্ত, অর্থাৎ সেখানে বীজ ও অঙ্কুর, দুইটি পৃথক্ পদার্থ ; সুতরাং তত্রত্য অনাদি সম্বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু অনাদি অথচ এক, এরূপ পদার্থের বিনাশ কোথাও দেখা যায় না। এইরূপ বিজ্ঞানোদয়ের সমকালভাবী অতএব আদিমান্ (জন্য) মোক্ষেরও অনন্তত্ব (অনশ্বরত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেননা, জন্য ঘটাদি পদার্থে (অনন্তত্ব) দেখা যায় না। যদি বল, ঘটাদিবিনাশের ন্যায় উহাও অবস্তু, সুতরাং দোষ নাই ; তাহা হইলেও 'মোক্ষ পরমার্থ সৎ' এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। পক্ষান্তরে, অসত্ত্বনিবন্ধনই শশ-বিষাণাদির ন্যায় উহারও আদিমত্তা হইতে পারে না ॥ ১৪৫ ॥ ৩০

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৩১

সরলার্থঃ

যৎ (বস্তু) আদৌ (উৎপত্তেঃ প্রাক্) অন্তে (বিনাশোত্তরং) চ (অপি) ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তৎ (বস্তু) বর্ত্তমানে অপি তথা (নাস্ত্যেব)। [অতঃ] [তে] বিতথৈঃ (অসত্যৈঃ) সদৃশাঃ (অনুরূপাঃ) সন্তঃ অবিতথা ইব (পরমার্থা ইব) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভ্রান্ত্যা ভবন্তীতি শেষঃ]।

যাহা আদিতে ও অন্তে নাই—অসৎ, বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাহা তদ্রূপই অর্থাৎ অসৎই। অতএব, তাহা মিথ্যার অনুরূপ হইয়াও ভ্রমবশতঃ কেবল সত্য বস্তুর ন্যায় পরিলক্ষিত হয় মাত্র ॥ ১৪৬ ॥ ৩১

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ ৩২

সরলার্থঃ

তেষাং (পদার্থানাং) সপ্রয়োজনতা (কার্য্যকারিতা) স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) বিপ্রতিপদ্যতে (বিরুদ্ধভাবমাপদ্যতে, নিষ্প্রয়োজনা সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন—জন্যত্বেন, অন্তবত্ত্বেন—বিনাশিত্বেন চ

হেতুনা) তে (পদার্থাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিঃ ইতি শেষঃ]।

যেহেতু দৃশ্য পদার্থনিচয়ের কার্য্যকারিতা-স্বভাব স্বপ্নসময়ে বিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব আদি ও অন্ত অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ থাকায় বিবেকিগণ এই সমস্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই চিন্তা করিয়াছেন ॥ ১৪৭ ॥ ৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকৌ ইহ সংসার-মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গেন পঠিতৌ ॥ ১৪৬ ॥ ৩১-১৪৭ ॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ

বৈতথ্য-প্রকরণেই এই শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সংসার ও মোক্ষের অসত্যতা স্থাপন-প্রসঙ্গে এখানে আবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ ৩১—১৪৭ ॥ ৩২

সর্ব্বে ধর্ম্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃতেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩

সরলার্থঃ

স্বপ্নে কায়স্য (দেহস্য) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) নিদর্শনাৎ (অনুভবাৎ) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (বাহ্যাঃ পদার্থাঃ) মৃষা (মিথ্যাভূতাঃ); [তৎসারূপ্যাৎ] অস্মিন্ সংবৃতে (নিরবকাশে অখণ্ডস্বরূপে) প্রদেশে (ব্রহ্মণি) ভূতানাং [বিদ্যমানানাং] দর্শনং বৈ (অবধারণে) কুতঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) [মৃষা ন স্যাদিতি শেষঃ]।

স্বপ্নসময়ে দেহের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় বলিয়া যখন স্বাপ্ন পদার্থ-সমূহ মিথ্যা, তখন নিরবকাশ (ফাঁক-শূন্য) ব্রহ্মে বিদ্যমান পদার্থসমূহই বা মিথ্যা হইবে না কেন? ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

"নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে ভূতদর্শনাৎ" ইত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদ

পরমার্থ-দৃষ্টিতে তোমার অভিপ্রেত নিমিত্তেরও অনিমিত্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যার্থ ই অত্রত্য শ্লোকসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪৮ ॥ ৩৩

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

সরলার্থঃ

[স্বপ্নে] গতৌ (শরীরাদ্ বহির্দেশগমনে) কালস্য (জাগরিতে যাবতা কালেন তদ্দেশে গমনং ভবতি, তাবতঃ কালস্য) অনিয়মাৎ (ব্যবস্থাভাবাৎ, মাস-পরিমিত-কালগম্যেঽপি তৎক্ষণাদেব গমনদর্শনাদিত্যর্থঃ) গত্বা (বিষয়দেশং প্রাপ্য) দর্শনং (বিষয়োপলব্ধিঃ) ন যুক্তং (অযুক্তমিত্যর্থঃ)। বৈ (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বিদ্যতে, [অপিতু, স্বীয়-শয়ন কক্ষে এব তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ] ॥

[স্বপ্নসময়ে, দৃশ্যদেশে] গমনোপযোগী কালের নিয়ম না থাকায়, বিষয়দেশে যাইয়া বিষয় দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; বিশেষতঃ, স্বপ্নদর্শী সকলেই জাগরিত হইয়া আর সেই স্বপ্নানুভূত প্রদেশে থাকে না ; পরন্তু নিজের শয়নকক্ষেই বিদ্যমান থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জাগরিতে গত্যাগমনকালৌ নিয়তৌ, দেশঃ প্রমাণতো যঃ, তস্য অনিয়মাৎ নিয়মস্য অভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ

জাগরিতাবস্থায় গমনাগমনের উপযুক্ত যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং প্রমাণসিদ্ধ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনিয়মহেতু অর্থাৎ নিয়মাভাবহেতু স্বপ্নসময়ে আর বহির্দ্দেশে গমন হয় না ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে।
গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

সরলার্থঃ

[স্বপ্নে] মিত্রাদ্যৈঃ (সুহৃৎপ্রভৃতিভিঃ) সহ সংমন্ত্র্য (সংভাষ্য) সংবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) ন প্রপদ্যতে (তৎ সংমন্ত্রণং নোপলভতে)। [স্বপ্নে] যৎ কিঞ্চিৎ (যৎ কিমপি) গৃহীতং (লব্ধং) চ [ভবতি], প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] অপি ন পশ্যতি। [অতঃ স্বপ্নে বাসনাতিরিক্তং কিমপি বস্তুভূতং নাস্তীত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি (স্বপ্নকালে) মিত্রাদির সহিত কথোপকথন করিয়া জাগরিত হইয়া আর তাহা প্রাপ্ত হয় না এবং স্বপ্ন-সময়ে যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগরিত হইয়া [তাহাও] আর দেখিতে পায় না ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে। গৃহীতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি প্রাপ্নোতি। গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

ভাষ্যানুবাদ

মিত্র প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা বা কথোপকথন করিয়া প্রতিবুদ্ধ [জাগরিত] হইলে আর তাহা দেখিতে পায় না। [স্বপ্নে] হিরণ্যাদি যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগ্রদবস্থায় আর তাহা প্রাপ্ত হয় না; এই কারণেও স্বপ্নে আর দেশান্তরে গমন করে না ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ।
যথা কায়স্তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্ ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

সরলার্থঃ

স্বপ্নে চ পৃথক্ অন্যস্য দর্শনাৎ (এতচ্ছরীর-ভিন্নত্বেন কায়ান্তরস্য উপলব্ধেঃ হেতোঃ) কায়ঃ (স্বাপ্নঃ দেহঃ) অবস্তুকঃ (বস্তুশূন্যঃ)। কায়ঃ (শরীরং) যথা (যদ্বৎ), তথা (তদ্বৎ এব) চিত্তদৃশ্যং সর্ব্বং (স্বাপ্নং বস্তু) অবস্তুকং (মিথ্যারূপমিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নে যখন পৃথক্ বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন ঐ শরীর অবস্তু মিথ্যাময়।

শরীর যেমন অবস্তু—মিথ্যা, তেমনি কেবল চিত্তদৃশ্য অর্থাৎ কেবলই মনের বাসনাকল্পিত অপর সমস্তই অবস্তু—মিথ্যা ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

স্বপ্নে চ অটন্ দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ, সঃ অবস্তুকঃ, ততোঽন্যস্য স্বাপদেশস্থস্য পৃথক্ কায়ান্তরস্য দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়ঃ অসন্, তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যম্ অবস্তুকং জাগরিতেঽপি, চিত্তদৃশ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বপ্নসমত্বাৎ অসৎ জাগরিতমপীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদ

স্বপ্নে পর্য্যটনকারী যে দেহ দৃষ্ট হয়, নিজ নিদ্রাকক্ষে তাহা হইতে পৃথক্ অপর দেহ যখন দৃষ্ট হয়, তখন ঐ দেহ অবস্তু—অসত্য। স্বপ্নদৃশ্য দেহ যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও চিত্তদৃশ্য যাহা কিছু, তৎ-সমস্তই অবস্তু; চিত্তদৃশ্যত্বই ঐ মিথ্যাত্বের হেতু। স্বপ্নসদৃশ বলিয়া জাগ্রৎকালীন বস্তুও অসৎ। ইহাই এই প্রকরণলব্ধ অর্থ ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।
তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

সরলার্থঃ

[স্বপ্নে] জাগরিতবৎ (জাগরিতস্য ইব) গ্রহণাৎ (বিষয়োপলব্ধেঃ হেতোঃ) স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ (জাগরিতজন্যঃ) ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ (জাগরিতজন্যত্বাৎ হেতোঃ) তু (পুনঃ) তস্য (স্বপ্নদর্শিনঃ) এব [তৎ (স্বপ্নকারণীভূতং)] জাগরিতং সৎ (সত্যং) ইষ্যতে; [ন তু তদন্যস্য ইত্যাশয়ঃ] ॥

স্বপ্নসময়ে জাগরিতানুভূতির অনুরূপ দর্শন হয়, এইজন্য জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থার হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয়; কিন্তু সেই জাগরণ যাহারই মতে স্বপ্নদর্শনের হেতু তাহার পক্ষেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; অপরের নিকটে নহে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইতশ্চ অসত্ত্বং জাগ্রদ্বস্তুনঃ জাগরিতবৎ জাগরিতস্যেব গ্রহণাদ্ গ্রাহ্য-গ্রাহক-রূপেণ স্বপ্নস্য, তজ্জাগরিতং হেতুরস্য স্বপ্নস্য, স স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ জাগরিতকার্য্যম্

ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ জাগরিতকার্য্যত্বাৎ তস্যৈব স্বপ্নদৃশ এব সৎ জাগরিতং, ন তু অন্যেষাম্; যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণ-বিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসতে, তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসনম্, ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবৎ এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণেও জাগ্রৎবস্তুর অসত্ত্ব; কেননা, জাগ্রৎ-কালীন্ দর্শনের অনুসারে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে স্বাপ্ন পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে। এইজন্য জাগরিতাবস্থাই স্বপ্নের হেতু, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রদবস্থারই কার্য্য বা ফল বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। জাগরিতাবস্থাটি সেই স্বপ্নদর্শনের কারণ; এইজন্য সেই স্বপ্নদর্শীর পক্ষেই জাগরিতাবস্থাটি সত্য, অপরের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন যেমন স্বপ্নদর্শীর নিকটই অপরাপর সাধারণ সত্য বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রদ্বস্তুও সাধারণ বর্ত্তমান বস্তুর আকারে প্রতিভাসমান হয় মাত্র; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহা কখনই সাধারণভাবে বিদ্যমান নহে, পরন্তু স্বপ্নেরই অনুরূপ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্ব্বমুদাহৃতম্।
ন চ ভূতাদভূতস্য সম্ভবোঽস্তি কথঞ্চন ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮

সরলার্থঃ

অপিচ, উৎপাদস্য (উৎপত্তেঃ) অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (অসিদ্ধত্বাৎ) সর্ব্বং (জগৎ) অজম্ (জন্মরহিতং মায়াময়ং) উদাহৃতম্ (উক্তম্)। [যস্মাৎ] ভূতাৎ (নিত্যসিদ্ধাৎ ব্রহ্মণঃ) অভূতস্য (অসতঃ কার্য্যস্য) কথঞ্চন (কথমপি) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) চ (অপি) ন অস্তি (বিদ্যতে)॥

উৎপত্তিই সিদ্ধ হয় না বলিয়া, সমস্তই অজ (জন্মরহিত) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্যপদার্থব্রহ্ম হইতে কখনই অসৎ—মিথ্যা কার্য্যের কোন মতেই উৎপত্তি হইতে পারে না॥ ১৫৩ ॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নম্বু স্বপ্নকারণত্বেঽপি জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবৎ অবস্তুত্বম্। অত্যন্তচলো হি

স্বপ্নঃ. জাগরিতস্ত স্থিরং লক্ষ্যতে। সত্যমেবম্ অবিবেকিনাং স্তাৎ, বিবেকিনান্ত ন কস্তচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধঃ ; অতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্ত আত্মৈব সর্ব্বমিতি অজং সর্ব্বম্ উদাহৃতং বেদান্তেষু 'সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' ইতি।

যদপি মন্তসে. জাগরিতাৎ সতঃ অসন্ স্বপ্নো জায়তে ইতি, তৎ অসৎ ; ন ভূতাৎ বিদ্যমানাৎ অভূতস্ত অসতঃ সম্ভবোঽস্তি লোকে। ন হ্যসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮

ভাষ্যানুবাদ

প্রশ্ন হইতেছে যে, জাগ্রৎ বস্তু যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কারণই হইল, তাহা হইলে ত জাগ্রৎ-বস্তুনিচয়ের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] স্বপ্ন অত্যন্ত চঞ্চল (অ-চিরস্থায়ী); কিন্তু জাগরিত পদার্থ স্থির বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। হাঁ, অবিবেকিগণের নিকট এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু বিবেকিগণের নিকট কোন বস্তুরই উৎপত্তি প্রসিদ্ধ নহে। অতএব, উৎপত্তিই যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন আত্মাই এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুময় ; এই কারণেই 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তর-সর্ব্বত্র স্থিত ও অজ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে সমস্ত জগৎকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আর তুমি যে মনে কর, সৎস্বরূপ জাগরিত হইতেই অসৎ স্বপ্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও উত্তম কথা নহে ; কারণ, জগতে ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান সৎপদার্থ হইতে কখনই অসৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয় না ; কেননা, শশবিষাণ প্রভৃতি অসৎ পদার্থের সত্তা কখনই কোন রূপে দৃষ্ট হয় না ॥ ১৫৩ ॥ ৩৮

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।
অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯

সরলার্থঃ

[জনঃ] জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) অসৎ (অসত্যং বস্তু) দৃষ্ট্বা তন্ময়ঃ (তৎসংস্কারপ্রবণঃ সন্) স্বপ্নে পশ্যতি (জাগ্রদ্দৃষ্টমেব বিলোকয়তি), স্বপ্নে অপি অসৎ দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] ন পশ্যতি ॥

জাগরিতাবস্থায় অসৎ পদার্থনিচয় দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারের বশ্যবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে তাহা দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় অসৎ পদার্থ দর্শন করিয়াও আবার জাগরিতাবস্থায় সে সমুদয় দেখিতে পায় না ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নমু উক্তং ত্বয়ৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি, তৎ কথম্ উৎপাদঃ অপ্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে? শৃণু, তত্র যথা কার্য্যকারণভাবঃ অস্মাভিঃ অভিপ্রেত ইতি। অসৎ অবিদ্যমানং রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিতঃ তন্ময়ঃ স্বপ্নেঽপি জাগরিতবৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি, তথা অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্, চশব্দাৎ। তথা জাগরিতেঽপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ জাগরিতং স্বপ্নহেতুঃ ইত্যুচ্যতে, ন তু পরমার্থসৎ ইতি কৃত্বা ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, তুমিই ত বলিয়াছ যে, স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রৎ-অবস্থার কার্য্য; তবে আবার উৎপত্তির অসম্ভাবনা বলিতেছ কি প্রকারে? [উত্তর—] সেখানে আমরা কি ভাবে কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। জাগ্রৎ অবস্থায়, রজ্জু-সর্পের ন্যায় কল্পিত অসৎ—অবিদ্যমান বস্তু দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া স্বপ্নেও জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে বিকল্প করিয়া বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপ, স্বপ্নেও আবার অসৎ পদার্থ দর্শনের পর জাগরিত হইয়া ঐরূপ বিকল্পনার অভাবে তাহা আর দর্শন করে না। সেইরূপ কখন কখন জাগরিতাবস্থায়ও বস্তু দর্শন করিয়া তাহা আর স্বপ্নে দেখিতে পায় না। এইজন্য জাগরিতকে স্বপ্নের হেতুভূত বলা হইয়া থাকে; কিন্তু উহা পরমার্থ সত্য বলিয়া নহে ॥ ১৫৪ ॥ ৩৯

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎ সদসদ্ধেতুকস্তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎ কুতঃ ॥ ১৫৫ ॥ ৪০

সরলার্থঃ

[পরমার্থতস্তু কার্য্যকারণভাব এব নাস্তীত্যাহ]—অসদ্ধেতুকং (অসৎ হেতুঃ যস্য তৎ তথা), অসৎ ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তথা অসদ্ধেতুকং (অসৎ-সমুৎপাদিতম্ অপি) সৎ [নাস্তি]। সদ্ধেতুকং (সজ্জনিতং) সৎ [অপি] ন অস্তি, অতঃ সদ্ধেতুকম্ অসৎ (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

অসৎ পদার্থ কখনও অসৎ-সমুৎপন্ন হয় না, সৎ কখন অসৎ জনিত হয় না; আবার সৎপদার্থ হইতেও সৎ উৎপন্ন হয় না, অতএব অসৎ হইতে আর সদুৎপত্তির কারণ কি সম্ভবে? ১৫৫ ॥ ৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পরমার্থতস্তু ন কস্যচিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্য্যকারণভাব উপপদ্যতে। কথম্? নাস্তি অসদ্ধেতুকম্ অসৎ শশবিষাণাদি হেতুঃ কারণং যস্য অসত এব খ-পুষ্পাদেঃ, তৎ অসদ্ধেতুকম্ অসৎ ন বিদ্যতে। তথা সদপি ঘটাদি বস্তু অসদ্ধেতুকং শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি। তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্ত্বন্তরকার্য্যং নাস্তি। সৎকার্য্যম্ অসৎ কুতঃ এব সম্ভবতি? ন চান্যঃ কার্য্যকারণভাবঃ সম্ভবতি, শক্যো বা কল্পয়িতুম্। অতো বিবেকিনাম্ অসিদ্ধ এব কার্য্য-কারণভাবঃ কস্যচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥ ৪০

ভাষ্যানুবাদ

প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকারেই কোন পদার্থের কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয় না। কেন?—অসৎহেতুক অসৎপদার্থ নাই; অর্থাৎ অসৎ—শশবিষাণ প্রভৃতিই যাহার—আকাশ কুসুমাদির হেতু; এরূপ অসদ্ধেতুক কোনও অসৎ পদার্থ বিদ্যমান নাই; সেইরূপ সৎ—ঘটাদি পদার্থও অসদ্ধেতুক অর্থাৎ শশবিষাণাদি হইতে সমুৎপন্ন নাই। সেই প্রকার সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুও আবার ঘটাদি অপর বস্তুর কার্য্যভূত নাই; অতএব, কিরূপে বা সত্যের কার্য্য অসৎ পদার্থ সম্ভবিতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিবেকিগণের নিকট কোন পদার্থেরই কার্য্য-কারণভাব-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥ ১৫৫ ॥ ৪০

বিপর্য্যাসাদ্‌যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্ধর্ম্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥ ১৫৬ ॥ ৪১

সরলার্থঃ

জাগ্রদচিন্ত্যান্ (জাগরিতেঽপি চিন্তয়িতুমশক্যান্ রজ্জুসর্পাদীন্) বিপর্য্যাসাৎ (ভ্রমাৎ) যথা ভূতবৎ (পরমার্থসত্যবৎ) স্পৃশেৎ (বিকল্পয়তি)। তথা (তদ্বদেব) স্বপ্নে [অপি] বিপর্য্যাসাৎ [হেতোঃ] ধর্ম্মান্ (হস্তি-প্রভৃতীন্) তত্রৈব (স্বপ্নদৃষ্টস্থানে এব) পশ্যতি (অনুভবতি) [নতু বাস্তবমিত্যাশয়ঃ] ॥

জাগ্রদবস্থায় যেমন ভ্রান্তিবশতঃ অচিন্তনীয় রজ্জুসর্পাদি কল্পিত হয়, স্বপ্নেও তদ্রূপ ভ্রান্তিবশে তথায় নানাবিধ দৃশ্য পদার্থ দর্শন করে; কিন্তু সেইগুলি সত্য নহে ॥ ১৫৬ ॥ ৪১

শাঙ্কর ভাষ্যম্

পুনরপি জাগৎ-স্বপ্নয়োঃ অসতোঃ অপি কার্য্যকারণভাবাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ আহ—বিপর্য্যাসাদবিবেকতো যথা জাগ্রৎ জাগরিতে অচিন্ত্যান্ ভাবান্ অশক্য-চিন্তনান্ রজ্জুসর্পাদীন ভূতবৎ পরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েৎ ইত্যর্থঃ, কশ্চিদ্ যথা, তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাৎ হস্ত্যাদীন্ পশ্যন্নিব বিকল্পয়তি, তত্রৈব পশ্যতি; ন তু জাগরিতাৎ উৎপদ্যমানান্ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৪১

ভাষ্যানুবাদ

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা অসৎ হইলেও তৎসম্বন্ধে কার্য্যকারণভাব আশঙ্কাপূর্ব্বক তদপনয়নার্থ বলিতেছেন—কোনও লোক যেমন বিপর্য্যাস অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায়ও অচিন্তনীয় অর্থাৎ চিন্তার অযোগ্য রজ্জুসর্পাদি বিষয়সমূহ পরমার্থ-সত্যের ন্যায় স্পর্শ বা অনুভব করে; অর্থাৎ যেন স্পর্শ করিতেছে বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; তেমনি স্বপ্নেও বিপর্য্যাস বশতঃই হস্তি-প্রভৃতি দর্শন করিতেছি বলিয়াই যেন মনে করিয়া থাকে। সেখানেই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু, জাগ্রদবস্থা হইতে সমুৎপন্ন [বিষয়সমূহ] নহে ॥ ১৫৬ ॥ ৪১

উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি-বস্তুত্ববাদিনাম্ ।
জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা ॥ ১৫৭ ॥ ৪২

সরলার্থঃ

বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ) তু (পুনঃ) উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষাৎ) সমাচারাৎ (বর্ণাশ্রমাদ্যাচরণাৎ) [চ] অস্তি-বস্তুত্ববাদিভিঃ ('অস্তি বস্তু' ইত্যেবং বদতাং) অজাতেঃ (অনুৎপত্তেঃ চ) ত্রসতাং (বিভ্যতাম্ অবিবেকিনাং সম্বন্ধে) জাতিঃ (জন্ম) দেশিত (উপদিষ্টা) [ন পুনঃ তত্র তাৎপর্য্যম্ ইতি ভাবঃ] ।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং বর্ণাশ্রমাদি আচার হইতে যাঁহারা বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা স্বীকার করেন এবং জন্মাভাব কথায় ভয় পান, বুদ্ধ—জ্ঞানিগণ তাঁহাদের জন্যই উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু বিবেকীদিগের জন্য নহে ॥ ১৫৭ ॥ ৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যাপি বুদ্ধৈঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ জাতিঃ দেশিতা উপদিষ্টা, উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ, তস্মাৎ উপলব্ধেরিত্যর্থঃ। সমাচারাৎ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মসমাচরণাচ্চ, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ অস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্ অস্তি বস্তুভাব ইত্যেবংবদনশীলানাং দৃঢ়াগ্রহবতাং শ্রদ্দধানানাং মন্দবিবেকিনাম্ অর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ ; তাং গৃহ্লন্তু তাবৎ। বেদান্তাভ্যাসিনাং তু স্বয়মেব অজাদ্বয়াত্মবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা। তে হি শ্রোত্রিয়াঃ। স্থূলবুদ্ধিত্বাদজাতেঃ অজাতিবস্তুনঃ সদা ত্রস্যন্ত্যাত্মনাশং মন্যমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। "উপায়ঃ সোঽবতারায়" ইত্যুক্তম্ ॥ ১৫৭ ॥ ৪২

ভাষ্যানুবাদ

বুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ যে, উপলম্ভ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষোপলব্ধি ও সমাচার দেখিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ব্যবহার দর্শনানুসারে জাতি—বাহ্যপদার্থের উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল যাহারা অস্তিবস্তুত্ববাদী অর্থাৎ 'স্বভাবসিদ্ধ বস্তু আছে', এইরূপ কথনশীল, দৃঢ়তর আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান্ অল্পবিবেকী লোক তাহাদেরই বুদ্ধি প্রবেশের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাহা গ্রহণ

করে, করুক ; কিন্তু, বেদান্তাভ্যাস-তৎপর লোকদিগের সম্বন্ধে অজ, অদ্বয়, আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হইবে,—পরন্তু উহাতে পরমার্থ দৃষ্ট কখনই হইবে না। সেই শ্রোত্রিয়গণ (যাঁহারা কেবলই শ্রোতা, তত্ত্ব-বোদ্ধা নহেন), স্থূলবুদ্ধিত্ব দোষে অজাতি অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বদাই ত্রাস বা ভয় অনুভব করিয়া থাকেন ; কারণ, সেই অবিবেকিগণ উহাতে আত্মবিনাশ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, 'এ সমস্ত কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র।' [বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ নাই।] ॥ ১৫৭ ॥ ৪২

অজাতেস্ত্রসতাং তেষামুপলম্ভাদ্ বিয়ন্তি যে।
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩

সরলার্থঃ

অজাতেঃ ত্রসতাং (বিভ্যতাং) তেষাং (দ্বৈতবাদিনাং) যে (সন্মার্গপ্রবৃত্তাঃ) উপলম্ভাৎ (বস্তূনামুপলব্ধেঃ হেতোঃ) বিয়ন্তি (বিরুদ্ধং যন্তি, প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ), তেষাং জাতিদোষাঃ (জাতিস্বীকারকৃতাদোষাঃ) ন সেৎস্যন্তি (ন সম্পৎস্যন্তে), দোষঃ অপি অল্পঃ [এব] ভবিষ্যতি, [যতঃ তে শ্রদ্ধয়া সৎপথপ্রবৃত্তা ইতি ভাবঃ] ॥

অজাতিভীরু লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা দ্বৈতপ্রত্যক্ষ বশতঃ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হন, [অর্থাৎ দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন], তাঁহাদের সেই জাতি-স্বীকার-জনিত দোষ হয় না, আর হইলেও অল্পমাত্রই হয় ; কারণ, তাঁহারা দ্বৈতাবলম্বনেও সৎপথে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যে চৈবম্ উপলম্ভাৎ সমাচারাচ্চ অজাতেঃ অজাতিবস্তুনঃ ত্রসন্তঃ 'অস্তি বস্তু' ইত্যদ্বয়াৎ আত্মনঃ, বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি, দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাম্ অজাতেঃ ত্রসতাং শ্রদ্দধানানাং সন্মার্গাবলম্বিনাং জাতিদোষা জাত্যুপলম্ভকৃতা দোষা ন সেৎস্যন্তি, সিদ্ধিং ন উপযাস্যন্তি, বিবেকমার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ। যদ্যপি কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ, সোঽপি অল্প এব ভবিষ্যতি, সম্যগ্দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩

ভাষ্যানুবাদ

যাহারা উক্তপ্রকার উপলব্ধি ও তদনুরূপ ব্যবহার দর্শনে অজাতি হইতে—জন্মরহিত বস্তু হইতে অর্থাৎ অদ্বিতীয় আত্মা হইতে ভীত হইয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, অজাতি হইতে ত্রাসপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবান্ এবং সৎপথবর্ত্তী সেই সমস্ত লোকের পক্ষে জাতিদোষ অর্থাৎ জন্মোপলব্ধি-জনিত দোষসমূহ উপস্থিত হয় না অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা [প্রকৃত পক্ষে] বিবেকপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও কোন দোষ হয়, অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কোন দোষ হয়, তাহাও অল্পপরিমাণেই হইবে ॥ ১৫৮ ॥ ৪৩

উপলম্ভাৎ সমাচারান্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪

সরলার্থঃ

উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষতঃ), সমাচারাৎ (দ্বৈতোচিতক্রিয়াদর্শনাৎ চ) মায়াহস্তী (মায়ানির্ম্মিতঃ হস্তী) যথা (যদ্বৎ) [হস্তী ইতি] উচ্যতে [অজ্ঞৈরিতিশেষঃ]; তথা (অনুবদেব) উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ 'বস্তু অস্তি' ইতি উচ্যতে, [ন চ এতাবতা বস্তুত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ]।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তদুচিত ব্যবহার দর্শন বশতঃ মায়াময় হস্তীকে যেরূপ 'হস্তী' বলা যায়, ঠিক সেইরূপ উপলব্ধি ও সমাচার দর্শন বশতঃ 'বস্তু আছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নমু উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাৎ অস্ত্যেব দ্বৈতং বস্তু, ইতি; ন; উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ ব্যভিচারাৎ। কথং ব্যভিচার ইতি? উচ্যতে—উপলভ্যতে হি মায়া-হস্তী হস্তীব; হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদি-হস্তিসম্বন্ধিভিঃ ধর্ম্মৈঃ হস্তী ইতি চ উচ্যতে অসন্নপি যথা; তথৈব উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ দ্বৈতং ভেদরূপমস্তি বস্তু ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ ন উপলম্ভ-সমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসদ্ভাবে হেতু ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, উপলব্ধি এবং সমাচার বা ব্যবহারও যখন প্রমাণ, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব আছে ; না,—কারণ, উপলব্ধি ও সমাচারের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অভাবেও উপলব্ধি ও সমাচার হইতে দেখা যায়। ব্যভিচার কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে—যেমন মায়াময় হস্তীও হস্তীর ন্যায়ই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে ; সে স্থলে উহা বন্ধন ও আরোহণ প্রভৃতি হস্তিধর্ম্মসমূহদ্বারা হস্তীর ন্যায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যদিও উহা অসৎ ; তথাপি 'হস্তী' বলিয়াই কথিত হয় ; ঠিক তেমনি, উপলব্ধি ও সমাচার অনুসারেই বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতাত্মক বস্তু আছে, বলিয়া অভিহিত হয় মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত কারণেই উপলব্ধি ও সমাচার কখনই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব-সাধনের হেতু হইতে পারে না ॥ ১৫৯ ॥ ৪৪

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্ ॥ ১৬০ ॥ ৪৫

সরলার্থঃ

জাত্যাভাসং (অজাতি অপি জাতিবৎ প্রকাশমানং) চলাভাসং (সক্রিয়মিব), তথা এব বস্ত্বাভাসং (বস্তুবদবভাসমানং) চ (অপি) বিজ্ঞানং [পরমার্থতঃ] অজাচলং (অজম্ অচলঞ্চ) অবস্তুত্বং (ঘটাদিবদ্ বস্তু-স্বভাবরহিতং), [অতএব] শান্তম্ (নির্ব্বিশেষম্) অদ্বয়ম্ [দ্বৈতরহিতমিত্যর্থঃ) ॥

এক বিজ্ঞানই জাতি, ক্রিয়া ও বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; প্রকৃতপক্ষে সেই বিজ্ঞান জাতি, ক্রিয়া ও বস্তুধর্ম্মরহিত, শান্ত ও অদ্বিতীয় ॥ ১৬০ ॥ ৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিং পুনঃ পরমার্থসৎ-বস্তু, যদাস্পদা জাত্যাদ্যসদ্বুদ্ধয়ঃ, ইত্যাহ—অজাতি সৎ জাতিবৎ অবভাসত ইতি জাত্যাভাসম্ ; তদ্‌যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি। চলাভাসং চলমিব আভাসত ইতি ; যথা, স এব দেবদত্তো গচ্ছতীতি। বস্ত্বাভাসং, বস্তু দ্রব্যং ধর্ম্মি, তদ্বৎ অবভাসত ইতি বস্ত্বাভাসম্ ; যথা, স এব দেবদত্তো গৌরো

দীর্ঘ ইতি। জায়তে দেবদত্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবম্ অবভাসতে। পরমার্থতঃ তু অজম্ অচলম্ অবস্তুত্বম অদ্রবাঞ্চ। কিং তৎ এবম্প্রকারম্? বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ; জাত্যাদিরহিতত্বাৎ শান্তম্ অতএব অদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥ ৪৫

ভাষ্যানুবাদ

জন্মাদি অসৎপদার্থও যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতীতির বিষয় থাকে, সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটি কি? তাহা কথিত হইতেছে—অজাতি হইয়াও জাতিবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইজন্য জাত্যাভাস; উদাহরণ যথা,—'দেবদত্তনামক কোন লোক জন্মিতেছে। চলাভাস;—যাহা চলেব ন্যায় (সক্রিয়ের ন্যায়) প্রতিভাত হয়; উদাহরণ যথা,—'সেই দেবদত্তই গমন করিতেছে'। বস্ত্বাভাস,—বস্তু অর্থ—দ্রব্য, বা ধর্ম্মী অর্থাৎ গুণাদি ধর্ম্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহার ন্যায় প্রকাশ পায় বলিয়া বস্ত্বাভাস; উদাহরণ যেমন, 'সেই দেবদত্তই গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ।' অর্থাৎ দেবদত্তই জন্মিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে, দীর্ঘ ও গৌরবর্ণ, এই প্রকার প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা অজ, অচল এবং বস্তুত্বশূন্য অদ্রব্য। এবংবিধ বস্তুটি কি? না—বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মরাহিত্য-নিবন্ধন শান্ত, এবং শান্ত বলিয়াই অদ্বয় বা অদ্বিতীয় ॥ ১৬০ ॥ ৪৫

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ১৬১ ॥ ৪৬

সরলার্থঃ

এবম্ (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) চিত্তং (চিত্তকল্পিতং বস্তু) [তথা] এবং (যথোক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অজাঃ (জন্মরহিতাঃ) স্মৃতাঃ [ব্রহ্মবিদ্ভিঃ কর্ত্তৃভিঃ চিন্তিতাঃ উক্তা ইত্যর্থঃ]। এবম্ (উক্তপ্রকারম্) এব (নিশ্চয়ে) বিজানন্তঃ (বিশেষেণ অবগচ্ছন্তঃ সন্তঃ) বিপর্য্যয়ে (ভ্রান্তৌ) ন পতন্তি (ন ভ্রান্তা ভবন্তি ইত্যর্থঃ)।॥

উক্তপ্রকার হেতু হইতে [জানা যায় যে,] চিত্ত অর্থাৎ চিত্তকল্পিত কিছুই

জন্মে না, এবং ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও অজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপই অবগত হন, তাঁহারা আর ভ্রমে পতিত হন না ॥ ১৬১ ॥ ৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তম্। এবং ধর্ম্মাঃ আত্মানঃ অজাঃ স্মৃতাঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ধর্ম্মা ইতি বহুবচনম্ দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয়স্যৈব উপচারতঃ। এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাদিরহিতম্, অদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং বিজানন্তঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণাঃ পুনর্ন পতন্তি অবিদ্যাধ্বান্তসাগরে বিপর্য্যয়ে, 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত' ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ১৬১ ॥ ৪৬

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত হেতু হইতে [সিদ্ধ হয় যে,] চিত্ত জন্মে না, এই প্রকার ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক অজ বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে। আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের উপচার বা আরোপ করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ঠিক এই প্রকার বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বকে জানিয়া যাঁহারা বাহ্য বস্তুর কামনা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা আর সাগর-সদৃশ অবিদ্যান্ধকার-রূপ বিপর্য্যয়ে (ভ্রমে) পতিত হন না। মন্ত্রে আছে, 'একত্বদর্শীর সে অবস্থায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?' ॥ ১৬১ ॥ ৪৬

ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা ॥ ১৬২ ॥ ৪৭

সরলার্থঃ

অলাতস্পন্দিতং (উল্কাভ্রমণং) যথা (যদ্বৎ) ঋজুবক্রাদিকাভাসং (ঋজুভাবেন, বক্রভাবেন, আদিশব্দাৎ ভাবান্তরেণাপি আভাসমানং) [ভবতি]; বিজ্ঞানস্পন্দিতং (অবিদ্যাত্মক-বিজ্ঞানব্যাপারঃ) [অপি] তথা (তদ্বৎ এব) গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং (গ্রহণাকারেণ, গ্রাহকাকারেণ চ বিষয়-বিষয়িরূপেণ আভাসমানং) [ভবতি ইতিশেষঃ] ॥

অলাতের (জ্বলৎকাষ্ঠখণ্ডের) পরিভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানা ভাবে প্রকাশমান হয়, অবিদ্যাকৃত বিজ্ঞানস্পন্দনও গ্রহণাকারে (বিষয়াকারে) ও গ্রাহকাকারে (বিষয়িরূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬২ ॥ ৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আহ—যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি-প্রকারাভাসম্ অলাতস্পন্দিতম্ উল্কাচলনং, তথা গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিষয়ি-বিষয়াভাসম্ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ? বিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতম্ অবিদ্যয়া; ন হি অচলস্য বিজ্ঞানস্য স্পন্দনমস্তি "অজাচলম্" ইতি হি উক্তম্॥ ১৬২ ॥ ৪৭

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত পরমার্থজ্ঞানেরই বিস্তারার্থ বলিতেছেন—সংসারে অলাতস্পন্দিত অর্থাৎ উল্কাভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানাভাবে প্রকাশমান হইয়া থাকে, গ্রহণ-গ্রাহকাভাস অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়াকারে বিজ্ঞান-প্রকাশও ঠিক তদ্রূপ। সেই প্রকাশমান বস্তুটি কি?—বিজ্ঞানস্পন্দিত, অর্থাৎ [প্রকৃতপক্ষে স্পন্দন না থাকিলেও] অবিদ্যাবশে বিজ্ঞান যেন স্পন্দিতই হইয়া থাকে; কেননা, নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানের কখনই স্পন্দন নাই; পূর্ব্বেও [বিজ্ঞানকে] অজ ও অচল বলা হইয়াছে। [তাহাই ঐরূপ নানাকারে প্রতিভাত হয়] * ॥ ১৬২ ॥ ৪৭

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮

সরলার্থঃ

অস্পন্দমানম্ (নিশ্চলম্) অলাতম্ (উল্কাচক্রং) যথা অনাভাসম্ (ঋজুবক্রাদিভাবেন অপ্রকাশমানম্) অজং [চ] [ভবতি], তথা অস্পন্দমানং বিজ্ঞানম্ [অপি] অনাভাসম্ (বিষয়াকার-নির্ভাসরহিতম্) অজং (জন্মরহিতং চ) [ভবতি]॥

---

* তাৎপর্য্য—যে কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম 'অলাত' বা 'উল্কা'। সেই জ্বলদগ্র কাষ্ঠদণ্ডটি যদি সবেগে ভ্রমণ করান যায়, তাহা

নিস্পন্দ অলাত যেমন ঋজুবক্রাদিভাবে প্রকাশ কিংবা জন্ম লাভ করে না; অস্পন্দমান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থ বিজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে প্রতিভাত কিংবা জন্ম লাভ করে না ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জ্জিতং তদেব অলাতম্ ঋজ্বাদ্যাকারেণ অজায়মানম অনাভাসম্ অজং যথা, তথা অবিদ্যয়া স্পন্দমানম্ অবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণ অনাভাসম্ অজম্ অচলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮

ভাষ্যানুবাদ

সেই অলাতই অস্পন্দমান অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হইলে যেমন ঋজু-বক্রাদিভাবে আর প্রতিভাসমান হয় না, অজই থাকে; অবিদ্যাবশে স্পন্দমান বিজ্ঞানও তেমনি অবিদ্যা-বিরামে অস্পন্দমান অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি প্রকারভেদে অপ্রকাশমান, এবং অজ অর্থাৎ অচলভাবেই থাকিবে ॥ ১৬৩ ॥ ৪৮

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯

সরলার্থঃ

কিঞ্চ, অলাতে স্পন্দমানে (ভ্রাম্যতি সতি) আভাসাঃ (বক্রাদিরূপাঃ আকারাঃ) ন অন্যতোভুবঃ (অলাতভিন্নাৎ কারণাৎ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে); [স্পন্দবিরামে চ] তে (আভাসাঃ) নিস্পন্দাৎ (নিশ্চলাৎ) ততঃ (তস্মাৎ অলাতাৎ) অন্যত্র ন [গতাঃ]; ন চ (নাপি) অলাতং প্রবিশন্তি ॥

আরও এক কথা, অলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ঋজুবক্রাদি আকারে আভাস-সমুদয় কখনই অলাত ভিন্ন অপর কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয় না;

হইলে একটি অচ্ছিন্ন অগ্নিরেখা দৃষ্ট হয়, অলাতের পরিভ্রমণের অবস্থানুসারে সেই অগ্নিরেখাটি কখনও সরল, কখনও বা বক্র দেখা যায়। এই প্রকার বিজ্ঞান একরূপ হইলেও, অজ্ঞানের পরিস্পন্দানুসারে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্পন্দন-বিরত হইলেও, তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় না, এবং অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, তস্মিন্ এব অলাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাৎ অন্যতঃ কুতশ্চিদ্ আগত্য অলাতে নৈব ভবন্তীতি নান্যতোভুবঃ। ন চ তস্মান্নিস্পন্দাৎ অলাতাদ্ অন্যত্র নির্গতাঃ। ন চ নিস্পন্দম্ অলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯

ভাষ্যানুবাদ

আরও এক কথা, সেই অলাতই যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন সেই ঋজুবক্রাদিভাবে বিস্ফুরণগুলি অলাত ভিন্ন অপর কোনও কারণ হইতে যে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা নহে; এই জন্যই উহারা 'অন্যতোভূ' নহে। আর সেই নিস্পন্দ অলাত হইতে অন্যত্রও যে নির্গত হয়, তাহাও নহে; এবং সেই আভাস-সমুদয় নিস্পন্দ অলাতেই যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ॥ ১৬৪ ॥ ৪৯

ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ ॥ ১৬৫ ॥ ৫০

সরলার্থঃ

তে (আভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ, অবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ) অলাতাৎ ন নির্গতাঃ (ন নিঃসৃতাঃ); [বস্তুন এব প্রবেশনির্গমাদি ব্যবহারঃ সম্ভবতি, ন অবস্তুন ইত্যাশয়ঃ]। আভাসস্য (আভাসমানতায়াঃ) অবিশেষতঃ (অবিশেষাৎ তুল্যত্বাৎ) বিজ্ঞানে (চিত্তবিজ্ঞানে) অপি [জন্মাদ্যাভাসাঃ] তথা (তদ্বৎ) এব (নিশ্চয়ে) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) [জন্মাদ্যাভাসাঃ অলাতচক্রভ্রান্তিবৎ বিজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাঃ অবস্তুভূতাঃ ইত্যাশয়ঃ]।

অলাতচক্রে প্রতীত সেই ঋজু-বক্রাদি ভাবসমূহ যখন অবস্তু—মিথ্যা, তখন তাহারা অলাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; বুদ্ধি-পরিকল্পিত জন্মাদি আভাসও ঠিক তদ্রূপই; উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। জন্মাদি ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও ঐরূপে জ্ঞান হয় মাত্র; এইজন্য ঐগুলিকে আভাস বলা হয় ॥ ১৬৫ ॥ ৫০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কিঞ্চ, ন নির্গতা অলাতাৎ তে আভাসাঃ গৃহাদিব, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ, দ্রব্যস্ত .ভাবো দ্রব্যত্বং, তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ, দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি, ন অবস্তুনঃ। বিজ্ঞানেঽপি জাত্যাদ্যাভাসাঃ তথৈব স্যুঃ আভাসস্যাবিশেষতঃ তুল্যত্বাৎ ॥ ১৬৫॥৫০

ভাষ্যানুবাদ

অপিচ, সেই আভাস সমুদয় (ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ) গৃহের ন্যায় সেই অলাত হইতে বহির্গত হয় না, দ্রব্যত্বাভাবই ইহার কারণ। দ্রব্যের যাহা ভাব বা ধর্ম্ম, তাহাই দ্রব্যত্ব, তাহার অভাব—দ্রব্যত্বাভাব; [সুতরাং]—"দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ" কথার অর্থ হইতেছে—দ্রব্যত্বাভাবযুক্তিহেতু, অর্থাৎ বস্তুত্বের অভাবই ঐ বিষয়ে প্রধান যুক্তি; কেননা, কোথাও প্রবেশ কিংবা কোথা হইতে নির্গত হওয়া বস্তুর পক্ষেই সম্ভব হয়, কিন্তু অবস্তুর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। আরও এক কথা, বিজ্ঞানেও যে জন্মাদি ভাবের প্রতীতি, তাহাও ঠিক ঐরূপই; কেননা, উভয় স্থলেই আভাসাংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ আভাসভাবটি উভয় স্থলেই তুল্য ॥ ১৬৫ ॥ ৫০

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দাৎ ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে ॥ ১৬৬ ॥ ৫১

সরলার্থঃ

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে সতি বৈ (নিশ্চয়ে) আভাসাঃ (জন্মাদিবুদ্ধয়ঃ) অন্যতোভুবঃ (কারণান্তরোৎপন্নাঃ) ন [ভবন্তি]। নিস্পন্দাৎ (নির্ব্যাপারাৎ) ততঃ (বিজ্ঞানাৎ) অন্যত্র ন [স্থিতাঃ], তে (আভাসাঃ) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানে) ন বিশন্তি (ন লীয়ন্তে), [তেষাম্ অবস্তুত্বাদিতি ভাবঃ]।

বুদ্ধিবিজ্ঞান স্পন্দমান বা সব্যাপার হইলেই যখন আভাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয় না। আবার

বিজ্ঞানের ক্রিয়া বিরত হইলে পর, অন্য কাহাকেও আশ্রয় করে না, কিংবা সেই বিজ্ঞানেও লয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা ॥ ১৬৬ ॥ ৫১

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্য-কারণতাভাবাদ্ যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে ॥ ১৬৭ ॥ ৫২

সরলার্থঃ

তে (জন্মাদ্যাভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (অবস্তুত্বাৎ হেতোঃ) বিজ্ঞানাৎ ন নির্গতাঃ (নিঃসৃতাঃ), যতঃ (হেতোঃ) তে (আভাসাঃ) কার্য্য-কারণতাভাবাৎ (জন্য-জনকভাবস্য অসম্ভবাৎ) সদা এব অচিন্ত্যাঃ (চিন্তয়িতুমপি অশক্যাঃ)। [বিজ্ঞানাভাসয়োঃ কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ, প্রত্যক্ষমুপলব্ধেশ্চ অচিন্ত্যত্বং যুক্তমেব তয়োরিতিভাবঃ]।

উক্ত আভাসসমূহ যখন কোন বস্তুই নহে, তখন তাহারা বিজ্ঞান হইতে নির্গত হইতেই পারে না ; কেননা, বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে কার্য্যকারণভাব অনুপপন্ন হওয়ায় সেই আভাস-সমুদয় সর্ব্বদাই অচিন্তনীয় ॥ ১৬৭ ॥ ৫২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং তুল্যত্বমিত্যাহ—অলাতেন সমানং সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য সদা অচলত্বস্তু বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ। জাত্যাদ্যাভাসা বিজ্ঞানে অচলে কিংকৃতাঃ ? ইত্যাহ—কার্য্য-কারণতাভাবাৎ জন্যজনকত্বানুপপত্তেঃ অভাবরূপত্বাৎ অচিন্ত্যাঃ তে যতঃ সদৈব। যথা অসৎসু ঋজ্বাদ্যাভাসেষু ঋজ্বাদিবুদ্ধিঃ দৃষ্টা অলাতমাত্রে, তথা অসৎসু এব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধিঃ মৃষৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১৬৬ ॥ ৫১—১৬৭ ॥ ৫২

ভাষ্যানুবাদ

আভাস-সমূহ অলাতচক্রতুল্য কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—বিজ্ঞানের সমস্তই অলাতের তুল্য বা অনুরূপ, বিজ্ঞান স্বরূপতঃ সর্ব্বদাই অচল বা নির্ব্ব্যাপার ; এইমাত্র কিঞ্চিৎ বিশেষ। বিজ্ঞান যখন নিস্পন্দ হয়, তখন জন্মাদি আভাসসমূহ কোথা হইতে জন্মে, তাহা বলিতেছেন—উহাদের মধ্যে যখন কার্য্য-কারণভাব, অর্থাৎ বিজ্ঞান জনক, আর আভাস তাহার জন্য বা ফল, ইহা যখন উপপন্ন

হইতেছে না; তখন আভাসসমূহ অভাবাত্মকই (মিথ্যাই বটে)। যেহেতু সেই আভাসসমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা উহাদের তত্ত্বনিরূপণ করা যায় না, ঋজুপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমান না থাকিলেও যেমন শুধু অলাতেই ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃত পক্ষে জন্মাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও কেবল বিজ্ঞানেই মিথ্যা জন্মাদি বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ॥ ১৬৬ ॥ ৫১—১৬৭ ॥ ৫২

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।
দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

সরলার্থঃ

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ (কারণং) স্যাৎ, অন্যৎ (অদ্রব্যম্ অবস্তু) চ অন্যস্য (অবস্তুনঃ) এব হেতুঃ হি স্যাৎ। ধর্ম্মাণাং (আত্মবিজ্ঞানানাং) [পুনঃ] দ্রব্যত্বম্ অন্যভাবঃ (অন্যত্বম্ অদ্রব্যত্বং) চ ন উপপদ্যতে (সংগচ্ছতে)।

এক দ্রব্যই অপর দ্রব্যের হেতু হইতে পারে, এবং অপরই (অদ্রব্যই) দ্রব্যেতর পদার্থের হেতু হইতে পারে। কিন্তু কোন আত্মারই দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অজমেকম্ আত্মতত্ত্বমিতি স্থিতম্। তত্র যৈরপি কার্য্যকারণভাবঃ কল্প্যতে, তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্য, অন্যস্য অন্যদ্ধেতুঃ কারণং স্যাৎ, ন তু তস্যৈব তৎ। নাপি অদ্রব্যং কস্যচিৎ কারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে। ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণাম্ আত্মনাম্ উপপদ্যতে, অন্যত্বং বা কুতশ্চিৎ; যেন অন্যস্য কারণত্বং কার্য্যত্বং বা প্রতিপদ্যেত। অতঃ অদ্রব্যত্বাৎ অনন্যত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্য্যং কারণং বা আত্মা ইত্যর্থঃ ॥১৬৮॥৫৩

ভাষ্যানুবাদ

আত্মতত্ত্ব যে এক ও অজ, ইহা অবধারিত হইয়াছে, যাহারা তন্মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিকল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতেও

দ্রব্যই দ্রব্যের এবং অপর পদার্থই অপর পদার্থের হেতু হইয়া থাকে ; কিন্তু নিজেই নিজের হেতু নহে। আর জগতে অদ্রব্য পদার্থকেও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে অপর কাহারো কারণতা লাভ করিতে দেখা যায় না। আর ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের যে, কোন কারণে দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও নহে ; যাহার ফলে আত্মা অপরের কার্য্য বা কারণভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যখন দ্রব্য কিংবা অদ্রব্য কিছুই নহে, তখন উহা কাহারো কার্য্য বা কারণ হইতে পারে না ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

এবং ন চিত্তজা ধর্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্মজম্।
এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

সরলার্থঃ

এবম্ (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) ধর্ম্মাঃ (বাহ্যধর্ম্মাঃ) চিত্তজাঃ (জ্ঞানস্বরূপাৎ চিত্তাৎ সমুৎপন্নাঃ) ন, চিত্তং বা অপি ধর্ম্মজং (বাহ্যপদার্থজাতং) ন। মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) এবং (যথোক্তহেতুভ্যঃ) হেতুফলাজাতিং (হেতোঃ) [তৎকার্য্যস্য চ] ফলস্য অজাতিং (জন্মাভাবং) প্রবিশন্তি (অধ্যবস্যন্তি)।

এই প্রকারে [জানা যায় যে], বাহ্য জাগতিক অবস্থাসমূহ (আত্মস্বরূপ) চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও কখন সেই বাহ্য-ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন নহে। মনীষি-গণ (ব্রহ্মবিদ্গণ) এই প্রকারেই হেতু ও কার্য্যের জন্মাভাব অধ্যবসায় বা অবধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং যথোক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি, ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মাঃ, নাপি বাহ্যধর্ম্মজং চিত্তম্, বিজ্ঞানস্বরূপাভাসমাত্রত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্। এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে, নাপি ফলাৎ হেতুঃ, ইতি হেতু-ফলয়োঃ অজাতিং হেতু-ফলাজাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবস্যন্তি। আত্মনি হেতু-ফলয়োঃ অভাবমেব প্রতি-পদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ্ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

ভাষ্যানুবাদ

উক্তপ্রকার হেতুনিচয় হইতে জানা যায় যে, চিত্ত পদার্থটি

আত্মজ্ঞানস্বরূপ ; বাহ্যধর্ম্মসমূহ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও বাহ্য-ধর্ম্মজাত নহে ; কেননা, সমস্ত ধর্ম্ম বা অবস্থা জ্ঞানেরই পরিস্ফুরণ মাত্র। এই কারণেই হেতু হইতে ফল (কার্য্য) জন্মে না, এবং ফল হইতেও হেতু জন্মে না। [মনীষিগণ] এই প্রকারে হেতু ও ফলের অজাতি অর্থাৎ হেতু ও ফলের জন্মাভাব নিশ্চয় (অবধারণ) করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ আত্মাতে হেতু ও ফলের অভাবই বুঝিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশস্তাবদ্ধেতু-ফলোদ্ভবঃ।
ক্ষীণে হেতু-ফলাবেশে নাস্তি হেতু-ফলোদ্ভবঃ ॥ ১৭০ ॥ ৫৫

সরলার্থঃ

যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) হেতুফলাবেশঃ (হেতৌ তৎফলে চ আবেশঃ আগ্রহঃ স্যাৎ), তাবৎ হেতুফলোদ্ভবঃ (হেতোঃ ফলস্য কার্য্যস্য) চ উদ্ভবঃ (প্রতীতিঃ) [স্যাৎ]। হেতুফলাবেশে ক্ষীণে সতি হেতু-ফলোদ্ভবঃ (কার্য্য-কারণ-ভাবঃ) [অপি] ন [ভবতি ইতি শেষঃ]।

যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-ভাবে লোকের আগ্রহ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায় ; কিন্তু সেই হেতু-ফলভাবের চিন্তা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হেতু-ফল-ভাব আর স্ফূর্ত্তি পায় না ॥ ১৭০ ॥ ৫৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যে পুনঃ হেতু-ফলয়োঃ অভিনিবিষ্টাঃ, তেষাং কিং স্যাদিতি, উচ্যতে—ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যস্য হেতোঃ 'অহং কর্ত্তা, মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলং কালান্তরে কচিৎ প্রাণি-নিকায়ে জাতো ভোক্ষ্যে' ইতি যাবৎ হেতুফলয়োঃ আবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মনি অধ্যারোপণং, তচ্চিত্ততা ইত্যর্থঃ। তাবৎ হেতুফলয়োঃ উদ্ভবঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলস্য চ অনুচ্ছেদেন প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ মন্ত্রৌষধিবীর্য্যেণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাদ্বৈতদর্শনেন অবিদ্যোদ্ভূত-হেতুফলাবেশঃ অপনীতো ভবতি, তদা তস্মিন্ ক্ষীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ১৭০ ॥ ৫৫

ভাষ্যানুবাদ

যাহারা হেতুফলভাবে (কার্য্য-কারণভাব চিন্তায়) অভিনিবেশ-

সম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে? বলা হইতেছে—'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক-ফল-হেতুর আমি কর্ত্তা, ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমারই, আমি অপর কোনও দেহে জন্ম লাভ করিয়া সময়ান্তরে তাহার ফল উপভোগ করিব,' যে পর্য্যন্ত এইরূপে হেতুতে ও ফলে 'অভিনিবেশ' বা আগ্রহ অর্থাৎ আত্মাতে ঐ হেতু ও তৎফলের আরোপ বা তদ্-বিষয়ে একাগ্রতা থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই হেতু-ফলোদ্ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তাহার ফলে নিরন্তর প্রবৃত্তি থাকিবে। কিন্তু যেমন মন্ত্র ও ঔষধ-শক্তি দ্বারা গ্রহাবেশ (দেবতা-বিশেষের আবেশ) নিবৃত্ত হয়, তেমনি উক্তপ্রকার অদ্বৈতাত্মদর্শনে অবিদ্যাকৃত হেতু-ফলাভিনিবেশ অপনীত হইলে তাহার আর হেতু-ফলের চিন্তা থাকে না॥ ১৭০ ॥ ৫৫

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে॥ ১৭১ ॥ ৫৬

সরলার্থঃ

[পুংসাং] যাবৎ হেতু-ফলাবেশঃ (হেতৌ—কারণে, ফলে—তৎকার্য্যে চ আবেশঃ—অভিলাষঃ) [তিষ্ঠেৎ], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) সংসারঃ (জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদিভোগরূপঃ) আয়তঃ (বিস্তৃতঃ) [ভবতি]। হেতুফলাবেশে (উক্তলক্ষণ-কার্য্য-কারণ-বিষয়কাগ্রহে) ক্ষীণে [সতি] সংসারং ন প্রপদ্যতে (নৈব লভতে) [পুরুষ ইতি শেষঃ, মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ]।

জীবের যে পর্য্যন্ত হেতু ও ফল বিষয়ে অভিলাষ অব্যাহত থাকে, তৎকাল পর্য্যন্তই জন্ম-মরণাদি-প্রবাহরূপ এই সংসার বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু, কারণ ও তৎফলবিষয়ক আগ্রহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, জীব পুনরায় সংসার লাভ করে না॥ ১৭১ ॥ ৫৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি, উচ্যতে—যাবৎ সম্যগ্‌দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণাভাবাৎ॥ ১৭১ ॥ ৫৬

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, যদি হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণের পর কার্য্য, আবার সেই কার্য্যের পর কারণ—এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবের উপর অভিনিবেশই থাকে, তাহা হইলেই বা দোষ কি? [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে যে পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণবিষয়ে আগ্রহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল এই সংসার ক্ষীণ না হইয়া দীর্ঘতা বা বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু হেতু ও ফলবিষয়ক অভিনিবেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কারণের অভাবে (হেতু-ফলাভিনিবেশাত্মক কারণ বিনষ্ট হইলে) জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৭১ ॥ ৫৬

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭

সরলার্থঃ

সংবৃত্যা (ব্যবহারিকাজ্ঞানেন) সর্ব্বং (বস্তুজাতং) জায়তে (উৎপদ্যতে), তেন (হেতুনা) শাশ্বতং (অবিকারি) [বস্তু] ন অস্তি বৈ (অবধারণে), [পক্ষান্তরে চ] সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) সদ্ভাবেন (পরমার্থসত্তয়া) অজং (জন্মরহিতং), তেন (হেতুনা) উচ্ছেদঃ (বিনাশঃ) বৈ (অপি) ন অস্তি, ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

সমস্ত পদার্থ ই অবিদ্যাবশে জন্মলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কোন বস্তুই শাশ্বত বা নিত্য নহে। আবার পরমার্থ-সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুই অজ—জন্ম-রহিত; সুতরাং সেইরূপে কাহারো উচ্ছেদ বা অত্যন্ত ধ্বংস হয় না ॥ ১৭২ ॥ ৫৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ননু অজাৎ আত্মনঃ অন্যৎ নাস্ত্যেব; তৎ কথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্য চোৎ-পত্তিবিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া? শৃণু; সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিঃ অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিকব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বম্। তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থ-সদ্ভাবেন তু অজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ; অতো জাত্যভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২ ॥ ৫৭

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, অজ আত্মা ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন তুমি হেতু, ফল ও সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশ বলিতেছ কি প্রকারে? [বলিতেছি] শ্রবণ কর; সংবৃতি অর্থ সংবরণ, অর্থাৎ অবিদ্যার বিষয়ীভূত লৌকিক ব্যবহার; সেই সংবৃতি দ্বারা সমস্ত বস্তুই জন্ম লাভ করিয়া থাকে; সেই হেতু অবিদ্যার অধিকার পর্য্যন্ত কোন বস্তুই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য নহে; এই কারণে উৎপত্তি-বিনাশাত্মক সংসার আয়ত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু, পরমার্থসত্তা অনুসারে সমস্তই অজ আত্মস্বরূপ; সুতরাং, জন্মের অভাব জন্য হেতুফলাদি বস্তুরই উচ্ছেদ বা অত্যন্ত অভাব নাই॥ ১৭২ ॥ ৫৭

ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

সরলার্থঃ

যে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ, অন্যে বা) জায়ন্তে ইতি [উচ্যন্তে], তে [অপি ধর্ম্মাঃ] তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন জায়ন্তে। তেষাং জন্ম (উৎপত্তিঃ), মায়োপমং (মায়া সদৃশং), সা (মায়া) চ (মায়াপি) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন বিদ্যতে।

ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য যে সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত আত্মা জন্মে না; সে সমস্তের জন্ম কেবল মায়াসদৃশ, সেই মায়াও আবার প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান নাই—অসৎ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যে অপি আত্মানঃ অন্যে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্প্যন্তে তে, ইতি, এবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতিঃ নির্দ্দিশ্যতে, ইতি সংবৃত্যৈব ধর্ম্মা জায়ন্তে; ন তে তত্ত্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে। যৎ পুনঃ তৎসংবৃত্যা জন্ম তেষাং ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্ যথা মায়য়া জন্ম তথা তৎ মায়োপমং প্রত্যেতব্যম্। মায়া নাম বস্তু তর্হি? নৈবং; সা চ মায়া ন বিদ্যতে। মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

ভাষ্যানুবাদ

যে সমস্ত আত্মা কিংবা অন্যান্য ধর্ম্ম জন্মে বলিয়া কল্পনা করা হয়;

অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সংবৃতি উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তপ্রকার সংবৃতিই 'ইতি' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ কেবল সংবৃতিবলেই উক্ত ধর্ম্মসমূহের জন্ম-ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সত্যসত্যই সে সমস্ত ধর্ম্ম জন্মে না। আর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহের যে, সংবৃতিমূলক জন্ম, তাহাও মায়া দ্বারা যেরূপ জন্ম হয়, ঠিক তাহারই সদৃশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাল, তবে ত মায়াই বস্তুভূত; না,—এরূপ হইতে পারে না। কারণ, সেই মায়ারও কোন সত্তা নাই। অভি-প্রায় এই যে, অবিদ্যমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম—'মায়া' [সুতরাং তাহা বস্তুভূত নহে] ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

যথা মায়াময়াদ্ বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাঽসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বদ্ধর্ম্মেষু যোজনা ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

সরলার্থঃ

যথা মায়াময়াৎ (পরমার্থতঃ অসদ্রূপাৎ আম্রাদিবীজাৎ) তন্ময়ঃ (মায়াময়ঃ) [এব] অঙ্কুরঃ জায়তে (উৎপদ্যতে), অসৌ (অঙ্কুরঃ) ন নিত্যঃ ন চ (নাপি) উচ্ছেদী (বিনাশী)। তদ্বৎ (তথৈব) ধর্ম্মেষু (আত্মসু অপি) যোজনা (জন্মাদিচিন্তা) [কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ]।

মায়াময় আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথচ সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, কিংবা উচ্ছেদশীল অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে; ধর্ম্মপদ-বাচ্য আত্মাতে জন্মনাশাদি সম্বন্ধও ঠিক তদ্রূপ ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং মায়োপমং তেষাং ধর্ম্মাণাং জন্ম? ইত্যাহ—যথা মায়াময়াৎ আম্রাদি-বীজাৎ জায়তে তন্ময়ো মায়াময়ঃ অঙ্কুরঃ, নাসৌ অঙ্কুরো নিত্যঃ, ন চোচ্ছেদী বিনাশী বা। অভূতত্বাৎ এব ধর্ম্মেষু জন্মনাশাদিযোজনা-যুক্তিঃ, ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্ম নাশো বা যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

ভাষ্যানুবাদ

সেই সমস্ত ধর্ম্মের জন্ম মায়াময় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়াময় (অসত্য) আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ

তদনুরূপ অর্থাৎ মায়াময় অঙ্কুর জন্ম লাভ করে ; কিন্তু এই অঙ্কুর নিত্য নহে, 'এবং উচ্ছেদী অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে'। ধর্ম্ম-সমুদয় যখন অভূত বা অনুৎপন্ন, তখন সেই অভূতত্ব-নিবন্ধনই তৎসমুদয়ের জন্ম-নাশাদির যোজনা অর্থাৎ যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমূহের জন্ম বা বিনাশ কিছুই যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১৭৪ ॥ ৫৯

নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে ॥ ১৭৫ ॥ ৬০

সরলার্থঃ

অজেষু (স্বভাবতঃ জন্মরহিতেষু) সর্ব্বধর্ম্মেষু (সর্ব্বেষু আত্মসু) শাশ্বতা-শাশ্বতাভিধা (শাশ্বতঃ—নিত্যঃ, অশাশ্বতঃ—অনিত্যঃ ইতি অভিধানং) ন প্রবর্ত্ততে (ইতি শেষঃ)। [বর্ণ্যন্তে, অর্থাঃ যৈঃ, তে] বর্ণাঃ শব্দাঃ যত্র (আত্মনি) ন বর্ত্তন্তে (ন প্রবর্ত্তন্তে), তত্র (আত্মনি বিষয়ে) বিবেকঃ (ইদম্ ইত্থমেব স্বরূপাব-ধারণং) ন উচ্যতে (ন কথ্যতে), "নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

সমস্ত আত্মাই অজ (জন্মরহিত), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে শাশ্বত বা অশাশ্বত (নিত্যানিত্য) শব্দ প্রযোজ্য নহে। যেখানে কোন শব্দই অভিধায়ক (বাচক) হয় না, তাহার স্বরূপত বিবেক বা নিত্যানিত্যাদি-বিভাগও নির্দ্দেশ করা যায় না ॥ ১৭৫ ॥ ৬০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পরমার্থতঃ তু আত্মসু অজেষু নিত্যৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্তাকেষু শাশ্বতঃ অশাশ্বত ইতি বা ন অভিধা, ন অভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যত্র যেষু, বর্ণ্যন্তে যৈঃ অর্থাঃ তে বর্ণাঃ শব্দা ন বর্ত্তন্তে—অভিধাতুং প্রকাশয়িতুং ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ইদম্ এব ইতি বিবেকো বিবিক্ততা তত্র নিত্যঃ অনিত্যঃ ইতি ন উচ্যতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭৫ ॥ ৬০

ভাষ্যানুবাদ

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আত্মা অজ নিত্য একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং সেই অজ আত্মাতে 'শাশ্বত' (নিত্য) বা 'অশাশ্বত' (অনিত্য)

ইত্যাদি অভিধান অর্থাৎ নাম বা শব্দ প্রবৃত্ত হয় না; (কোন শব্দ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না)। বস্তুসমূহ যাহা দ্বারা বর্ণন করা যায়, তাহার নাম বর্ণ অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দ; সেই বর্ণসমূহ অর্থাৎ শব্দসমূহ যাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; অর্থাৎ তাহাকে বলিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত বা সচেষ্ট হয় না। 'ইহা এইপ্রকারই' এবংবিধ ভাবে তাহার বিবেক অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য বলিয়া পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে ॥ ১৭৫ ॥ ৬০

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ॥ ১৭৬ ॥ ৬১

সরলার্থঃ

স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) চিত্তম্ (অন্তঃকরণং) যথা মায়য়া (অবিদ্যাবশাৎ) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাভাবেঽপি দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) চলতি (স্পন্দতে, সব্যাপারং ভবতি), তথা জাগ্রৎ (জাগ্রতি অপি) চিত্তং মায়য়া দ্বয়াভাসং সৎ চলতি (স্পন্দতে)।

স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দ্বৈত না থাকিলেও চিত্তই সংস্কারবশে দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া স্পন্দমান হয় (নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে), তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও চিত্তই মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥ ৬১

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥ ৬২

সরলার্থঃ

স্বপ্নে অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিতং) চ (অপি) চিত্তং দ্বয়াভাসং (দ্বয়াকারেণ আভাসতে প্রকাশতে ইতি দ্বয়াভাসং) [ভবতি, ইত্যত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি ইতি শেষঃ]। তথা অদ্বয়ং জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) চ (অপি) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি, ইতি শেষঃ]।

স্বপ্নসময়ে অদ্বয় চিত্তই যে দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থাও যে অদ্বয় হইয়াও দ্বৈতাকারে প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৭৭ ॥ ৬২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যৎ পুনর্ব্বাগ্‌গোচরত্বং পরমার্থতঃ অদ্বয়স্য বিজ্ঞানমাত্রস্য, তৎ মনসঃ স্পন্দন-মাত্রং, ন পরমার্থত ইত্যুক্তার্থৌ শ্লোকৌ ॥ ১৭৬ ॥ ৬১—১৭৭ ॥ ৬২

ভাষ্যানুবাদ

তথাপি যে, প্রকৃত অদ্বয় ও বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ আত্মার বাক্য-বিষয়তা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনের স্পন্দন মাত্র (মানসিক চিন্তা মাত্র), কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। এই দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭৬ ॥ ৬১—১৭৭ ॥ ৬২

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩

সরলার্থঃ

স্বপ্নদৃক্ (স্বপ্নদর্শী জনঃ) স্বপ্নে বৈ দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ (অণ্ডেভ্যো জাতান্ পক্ষিপ্রভৃতীন্) স্বেদজান্ (স্বেদেভ্যো জাতান্ যূক-মশকাদীন্) জীবান্ (প্রাণিভেদান্) সদা পশ্যতি।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় পর্য্যটন করিতে করিতে দশদিক্‌স্থিত, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইতশ্চ বাগ্‌গোচরস্য অভাবো দ্বৈতস্য—স্বপ্নান্ পশ্যতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্ত্তমানান্ জীবান্ প্রাণিনঃ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি ॥ ১৭৮ ॥ ৬৩

ভাষ্যানুবাদ

এই কারণেও শব্দগোচর দ্বৈতের (জগতের) অভাব [বুঝিতে হইবে],—স্বপ্নদৃক্ অর্থ—যে লোক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে; সেই

স্বপ্নদৃক্ পুরুষ স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণ অর্থাৎ পর্য্যটন করিতে করিতে দশ দিকে অবস্থিত—বর্ত্তমান অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে—প্রাণীকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে,—॥ ১৭৮॥ ৬৩

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্-চিত্তমিষ্যতে ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪

সরলার্থঃ

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাঃ (স্বপ্নদর্শিনঃ চিত্তেন অনুভবনীয়াঃ) তে (জীবাঃ) ততঃ (স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (ন সন্তি)। তথা ইদং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যং (স্বপ্নদর্শিনা দৃশ্যম্) ইষ্যতে, (চিত্তমপি স্বপ্নদৃশঃ পৃথক্ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি ভাবঃ)।

স্বপ্নদর্শীর চিত্তমাত্রদৃশ্য সেই সমস্ত জীব স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে; সেইরূপ স্বপ্নদর্শীর এই চিত্তও আবার সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য বা দর্শন-যোগ্য বলিয়াই ইচ্ছা করা হইয়া থাকে (প্রতীত হইয়া থাকে); সুতরাং স্বপ্নদর্শী হইতে উহাও পৃথক্ নহে ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদ্যেবং, ততঃ কিম্ ? উচ্যতে—স্বপ্নদৃশঃ চিত্তং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং তেন দৃশ্যাঃ তে জীবাঃ; ততঃ তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সন্তীত্যর্থঃ। চিত্তমেব হি অনেক-জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্প্যতে। তথা তদপি স্বপ্নদৃক্‌চিত্তমিদং তদ্দৃশ্যমেব, তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যং তদ্দৃশ্যম্। অতঃ স্বপ্নদৃগ্‌ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম ন অস্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতেই বা কি হইল? বলা হইতেছে—স্বপ্নদৃক্‌চিত্ত অর্থ স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, উক্ত সেই জীবগণ সেই চিত্তেরই দৃশ্য; সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে সে সমস্ত জীব আর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ চিত্তই অনেকানেক জীবাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, এই যে সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, তাহাও

কেবল তাহার—সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য—তদ্দৃশ্য। অতএব স্বপ্নদর্শীর অতিরিক্ত চিত্ত বলিয়া কিছু নাই ॥ ১৭৯ ॥ ৬৪

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদ্দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা॥ ১৮০ ॥ ৬৫
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥ ১৮১ ॥ ৬৬

সরলার্থঃ

জাগ্রৎ (পুরুষঃ) জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) চরন্ (পর্য্যটন্) দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্, স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ (প্রাণিনঃ) সদা পশ্যন্তি ; তে [খলু] জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াঃ (জাগ্রতঃ পুরুষস্য চিত্তেন দৃশ্যাঃ) ততঃ (তস্মাৎ জাগ্রচ্চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ; তথা (তদ্বদেব) জাগ্রতঃ (পুরুষস্য) ইদং চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যম্ (জাগ্রতা পুরুষেণ প্রকাশ্যম্) এব (নিশ্চয়ে) ইষ্যতে। [ন পুনঃ ততঃ পৃথক্ ইতি ভাবঃ]।

জাগ্রৎ ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় পর্য্যটন করিতে করিতে দশ দিকে স্থিত অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে, তৎসমস্তই জাগ্রৎ পুরুষের চিত্তমাত্রদৃশ্য ; সেই চিত্ত হইতে উহারা পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই। সেইরূপ জাগ্রৎ ব্যক্তির এই চিত্তকেও আবার সেই জাগ্রৎ ব্যক্তিরই দৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥ ৬৫—১৮১ ॥ ৬৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জাগ্রতো দৃশ্যা জীবাঃ তচ্চিত্তাব্যতিরিক্তাঃ, চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ স্বপ্নদৃক্-চিত্তেক্ষণীয়-জীববৎ। তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকং চিত্তং দ্রষ্টুঃ অব্যতিরিক্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥ ১৮০ ॥ ৬৫—১৮১ ॥ ৬৬

ভাষ্যানুবাদ

জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য জীবসমূহ যেহেতু কেবলই একমাত্র চিত্ত-দৃশ্য ; সেই কারণে তাহারা সেই চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ নহে। স্বপ্নদর্শীর চিত্ত-দৃশ্য জীব ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই জীবদর্শী চিত্তও আবার স্বপ্নচিত্তের ন্যায় একমাত্র দ্রষ্টৃ-দৃশ্যত্বনিবন্ধন দ্রষ্টা হইতে

অতিরিক্ত নহে। ইহার অবশিষ্ট অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥ ১৮০ ॥ ৬৫ -১৮১ ॥ ৬৬

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদস্তীতি চোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে॥ ১৮২ ॥ ৬৭

সরলার্থঃ

তে উভে (জীবঃ চিত্তং চ) হি (নিশ্চয়ে) অন্যোন্যদৃশ্যে (পরস্পর-প্রকাশ্যে ;) [অতঃ বিবেকিনা] তৎ অস্তি ইতি কিং (কথম্) উচ্যতে (নৈবেত্যর্থঃ)। [লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি লক্ষণা—প্রমাণং] ; [যতঃ] লক্ষণাশূন্যম্ (অপ্রামাণিকম্) উভয়ং (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চ) তন্মতেনৈব (তচ্চিত্ত-স্বরূপতয়া এব) গৃহ্যতে (প্রতীয়তে), [ন তু স্বতঃ পৃথক্ ইত্যাশয়ঃ]।

যেহেতু সেই চিত্ত ও তদ্দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্য-দৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষিত ; অতএব, বিবেকিগণ তাহাকে সৎ বলিবেন কেন ? বিশেষতঃ অপ্রামাণিক ঐ উভয়ই ত (চিত্ত ও দৃশ্য) উভয়ের সহযোগে গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৮২ ॥ ৬৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জীবচিত্তে উভে চিত্ত-চৈত্যে তে অন্যোন্যদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে। জীবাদি-বিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি। চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্। অতঃ তে অন্যোন্যদৃশ্যে। তস্মাৎ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি চ উচ্যতে—'চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং বা। কিং তদস্তীতি বিবেকিনা উচ্যতে ! ন হি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিত্তং বা বিদ্যতে ; তথা ইহাপি বিবেকিনাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং? লক্ষণাশূন্যং ; লক্ষ্যতে অনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং, প্রমাণশূন্যম্ উভয়ং চিত্তং চৈত্যং দ্বয়ং যতঃ, তন্মতেনৈব তচ্চিত্ততয়ৈব তদ্ গৃহ্যতে। ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে, নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ। ন হি তত্র প্রমাণ-প্রমেয়ভেদঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৮২ ৬৭

ভাষ্যানুবাদ

জীব ও চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত ও তাহার দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্যদৃশ্য

অর্থাৎ পরস্পরের বিষয়ীভূত ; কেননা, জীবাদি বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত, আবার চিত্তকে অপেক্ষা করিয়া জীবাদি দৃশ্য হয় ; অতএব, তাহারা উভয়ে পরস্পর দৃশ্যভাবাপন্ন। এই কারণেই বলা হয় যে, চিত্ত বা চিত্তদৃশ্য কিছুই নাই অর্থাৎ তৎসমস্তই অসৎ। [এইজন্যই] বিবেকিগণ কর্তৃক কোন বস্তুই 'অস্তি' (আছে) বলিয়া উক্ত হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নে দৃশ্যমান হস্তী কিংবা হস্তিচিত্ত থাকে না, বিবেকিগণের নিকট এই জাগ্রদবস্থায়ও তদ্রূপ। কি প্রকারে ? যেহেতু লক্ষণাশূন্য ; যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হয়, তাহাই লক্ষণা—প্রমাণ ; যেহেতু চিত্ত ও চৈত্য (চিত্তের গ্রাহ্য) এই উভয়ই প্রমাণশূন্য, অথচ সেই চিত্তস্বরূপেই গৃহীত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কেননা, ঘটাকার বুদ্ধিব্যতীত, কখনই ঘট-পদার্থকে জানা যায় না, এবং ঘটকে ত্যাগ করিয়াও আবার ঘটবুদ্ধি জানা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, [ঘট ও ঘটবুদ্ধি,] এই স্থলে একটি প্রমাণ, অপরটি তাহার প্রমেয় ; এই প্রকার ভেদ-কল্পনা করা যাইতে পারে না ॥ ১৮২ ॥ ৬৭

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮

সরলার্থঃ

স্বপ্নময়ঃ (স্বপ্নদৃষ্টঃ) জীবঃ (প্রাণী) যথা (যদ্বৎ) জায়তে চ ম্রিয়তে অপি, তথা (তদ্বৎ) অমী (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে), ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ (অপি)।

স্বপ্নময় অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট জীবনিবহ যেরূপ [স্বপ্নেই] জন্মে ও মরে, এই (জাগ্রৎকালীন) জীবনিবহও ঠিক তদ্রূপ জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে ; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এই অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৪ ॥ ৬৯

সরলার্থঃ

মায়াময়ঃ (ঐন্দ্রজালিকঃ) জীবঃ যথা জায়তে চ ম্রিয়তে অপি ; তথা (জাগ্রৎ-কালীনঃ) অমী সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

ঐন্দ্রজালিক-দর্শিত মায়াময় জীব যেরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়, জাগ্রৎকালীন এই জীবগণও তদ্রূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৪ ॥ ৬৯

যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৮৫ ॥ ৭০

সরলার্থঃ

নির্ম্মিতকঃ (কৃত্রিমঃ) জীবঃ যথা জায়তে ম্রিয়তে চ, অমী (জাগ্রৎ-কালীনাঃ) সর্ব্বে জীবাঃ [অপি] ভবন্তি, ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ।

কৃত্রিম জীবনিবহ যেরূপ জন্মে ও মরে, এই সেই জাগ্রৎকালীন জীবগণও তদ্রূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৫ ॥ ৭০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ, নির্ম্মিতকো মন্ত্রৌষধ্যাদিভিঃ নিষ্পাদিতঃ, স্বপ্ন-মায়ানির্ম্মিতকা অণ্ডজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ, তথা মনুষ্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮—১৮৪ ॥ ৬৯—১৮৫ ॥ ৭০

ভাষ্যানুবাদ

মায়াময় অর্থ—মায়াবিকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় ; নির্ম্মিতক অর্থ—মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত। স্বপ্নময়, মায়াময় ও নির্ম্মিতক অণ্ডজাদি জীবনিবহ যেরূপ জন্মিয়া থাকে, এবং মরিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যাদি জীবগণও নিশ্চয়ই অবিদ্যমান—অসৎ, কেবল মানসিক বিকল্পমাত্র (পরমার্থ সত্য নহে) ॥ ১৮৩ ॥ ৬৮—১৮৫ ॥ ৭০

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ১৮৬ ॥ ৭১

সরলার্থঃ

[উক্তমর্থম্ উপসংহরতি "ন কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা।] [তস্মাৎ] কশ্চিৎ (কশ্চিৎ অপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য) সম্ভবঃ (উৎপত্তি-সম্ভাবনা অপি) ন বিদ্যতে (ন অস্তি)। যত্র (সত্যে) কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিদপি) ন জায়তে, তৎ এতৎ তু (এব) উত্তমং (পরমার্থং সত্যং), [অন্যত্তু আপেক্ষিক-মিত্যাশয়ঃ]।

কোন জীবই উৎপন্ন হয় না, এবং উৎপত্তির সম্ভাবনাও নাই। ইহাই উত্তম সত্য, যাহাতে কোন জীবই প্রকৃতপক্ষে জন্ম লাভ করে না ॥ ১৮৬ ॥ ৭১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ব্যবহারসত্যবিষয়ে জীবানাং জন্ম-মরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববৎ ইত্যুক্তম্; উত্তমং তু পরমার্থসত্যং—ন কশ্চিৎ জায়তে জীব ইতি। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥ ১৮৬ ॥ ৭১

ভাষ্যানুবাদ

ব্যবহারক্ষেত্রে যে, জীবসমূহের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার, তাহা স্বপ্নাদি-দৃষ্ট জীবের ন্যায়, ইহা কথিত হইয়াছে। কোন জীবই যে প্রকৃত পক্ষে জন্মে না, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অপরাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৬ ॥ ৭১

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্ব্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮৭ ॥ ৭২

সরলার্থঃ

ইদম্ (অনুভূয়মানং) গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ (গ্রাহ্যগ্রাহকভাববিশিষ্টং) দ্বয়ং (জগৎ) চিত্তস্পন্দিতম্ (মনঃকল্পিতম্) এব (নিশ্চয়ে); [পরমার্থতস্তু] চিত্তং নির্ব্বিষয়ং (বিষয়সম্বন্ধশূন্যম্ আত্মস্বরূপম্ এব), তেন (হেতুনা) নিত্যম্ অসঙ্গং (সঙ্গরহিতং নির্ব্বিকারং) কীর্ত্তিতং (কথিতং, বিবেকিভিরিতি শেষঃ)।

এই যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবাপন্ন দ্বৈত জগৎ ইহা কেবল চিত্তেরই স্ফুরণমাত্র; প্রকৃতপক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নির্ব্বিষয় (আত্মস্বরূপ), সেই হেতু সর্ব্বদাই উহা অসঙ্গ বলিয়া কথিত ॥ ১৮৭ ॥ ৭২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

সর্ব্বং গ্রাহ্য-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ম্। চিত্তং পরমার্থত আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ং তেন নির্ব্বিষয়ত্বেন নিত্যম্ অসঙ্গং কীর্ত্তিতম্ "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ; নির্ব্বিষয়ত্বাৎ চিত্তম্ অসঙ্গম্ ইত্যর্থঃ॥ ১৮৭॥৭২

ভাষ্যানুবাদ

ইহা গ্রাহ্য, অমুক ইহার গ্রহণকারী—গ্রাহক, এইরূপ গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবাপন্ন সমস্ত দ্বৈত (জগৎ) নিশ্চয়ই চিত্তস্পন্দন বা চিত্তের বিলাস-মাত্র (বস্তুতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্তা নাই)। চিত্তও প্রকৃত পক্ষে আত্মস্বরূপই বটে; সুতরাং নির্ব্বিষয়; সেই নির্ব্বিষয়ত্ব নিবন্ধনই নিত্য অসঙ্গ বলিয়া কথিত। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'এই পুরুষ অসঙ্গ।' কারণ, সবিষয় পদার্থেরই বিষয়ে সঙ্গ বা আসক্তি হইয়া থাকে; চিত্ত যখন নির্ব্বিষয়—বিষয়সম্পর্ক-রহিত, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসঙ্গ॥ ১৮৭॥ ৭২

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ॥ ১৮৮॥ ৭৩

সরলার্থঃ

যঃ (পদার্থঃ) কল্পিতসংবৃত্যা (কল্পিতয়া অসত্যয়া সংবৃত্যা ব্যবহারমাত্রেণ) অস্তি (সত্তাবান্ ভবতি), অসৌ (পদার্থঃ) পরমার্থেন (পরমার্থরূপেণ) ন অস্তি (বিদ্যতে)। [যশ্চ] পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা (পরেষাং তন্ত্রাণাং শাস্ত্রাণাং, সংবৃত্যা ব্যবহারেণ শাস্ত্রোক্ত-ব্যবহারতঃ) স্যাৎ, [সোঽপি] পরমার্থতঃ ন অস্তি; [তস্মাৎ অসঙ্গত্বং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ]।

যে পদার্থ কেবল কল্পিত লোকব্যবহারবলে সত্তা লাভ করিয়া থাকে, প্রকৃত-পক্ষে তাহা নাই—অসৎ। আর অপরাপর শাস্ত্রব্যবহারানুসারেও যাহা কল্পিত হয়, তাহাও ত বস্তুতঃ অসৎ [কারণ কল্পিত কোন পদার্থই সত্য হইতে পারে না; অতএব চিত্তকে 'অসঙ্গ' বলা অসঙ্গত হয় নাই]॥ ১৮৮॥ ৭৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নমু নির্ব্বিষয়ত্বেন চেৎ অসঙ্গত্বং, চিত্তস্য ন নিঃসঙ্গতা ভবতি, যস্মাৎ শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্যশ্চ ইত্যেবমাদেঃ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ। নৈষ দোষঃ; কস্মাৎ? যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদিঃ বিদ্যতে, স কল্পিতসংবৃত্যা; কল্পিতা চ সা, পরমার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা, তয়া যঃ অস্তি, পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ ন বিদ্যতে। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইত্যুক্তম্। যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্যাৎ পদার্থঃ, স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব। তেন যুক্তম্ উক্তম্ "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" ইতি॥ ১৮৮॥ ৭৩

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, বিষয়াভাব-নিবন্ধনই যদি অসঙ্গত্ব হয়, তাহা হইলে ত চিত্তের আর নিঃসঙ্গতা হইতে পারে না; কারণ, চিত্তের সম্বন্ধে শাস্তা (উপদেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য, ইত্যাদি প্রকার বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। না—ইহা দোষ হয় না। কারণ? শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কল্পিত সংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ যাহা কেবল পরমার্থ-তত্ত্বোপলব্ধির উপায়ভাবে কল্পিত-ব্যবহার, সেই সংবৃতি বা ব্যবহারানুরোধে যাহার অস্তিত্ব, প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনই নাই—অসৎ। 'তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত থাকে না,' ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর পরতন্ত্রাভিসংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ অপরাপর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহারানুসারেও যে পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে, বস্তুতঃ তত্ত্বনিরূপণ করিতে গেলে তাহাও নিশ্চয়ই অসৎ; অতএব উক্ত "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" —এই কথা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে॥ ১৮৮॥ ৭৩

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।
পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ॥ ১৮৯॥ ৭৪

সরলার্থঃ

[আত্মা অপি] কল্পিতসংবৃত্যা (কল্পিতয়া সংবৃত্যা অবিদ্যামূলক-ব্যবহারেণ এব) অজঃ [উচ্যতে], পরমার্থেন (বস্তুতঃ) অজোঽপি ন (ব্যবহারাতীতত্বা-

দিতি ভাবঃ), সঃ (অজঃ) তু (পুনঃ) পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা (পরশাস্ত্রসিদ্ধ্যা) সংবৃত্ত্যা (জন্মাদিব্যবহারমপেক্ষ্য) জায়তে (উৎপদ্যতে, ন তু পরমার্থত ইত্যর্থঃ)।

আত্মাকেও অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই অজ বলা হইয়া থাকে; বস্তুতঃ আত্মা অজও নহে। কেননা, অপরাপর শাস্ত্রসিদ্ধ অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই সেই আত্মার জন্ম কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নন্থ শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিত্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্যাৎ। সত্যম্ এবং; শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্ত্যা এব অজ ইত্যুচ্যতে। পরমার্থেন নাপ্যজঃ, যস্মাৎ পরতন্ত্রাভি-নিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধিমপেক্ষ্য যঃ অজ ইত্যুক্তঃ, স সংবৃত্ত্যা জায়তে। অতঃ অজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ে নৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, শাস্ত্রাদি সমস্তই যদি সংবৃতি অর্থাৎ অবিদ্যাত্মক হয়, তাহা হইলে ত 'আত্মা অজ', এই কল্পনাও সংবৃতি (অবিদ্যাত্মক) হইতে পারে? হাঁ, একথা সত্যই বটে, কিন্তু, শাস্ত্রাদি-কল্পিত সংবৃতি-বলেই আত্মা 'অজ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক পক্ষে ত অজও নহে। যেহেতু পরশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহা 'অজ' বলিয়া কথিত, তাহাই সংবৃতি বা অবিদ্যাবশতঃ জন্ম লাভ করিয়া থাকে মাত্র। অতএব, পরমার্থ-চিন্তা-স্থলে, 'অজ' এই কল্পনাও কখনই উপস্থিত হইতে পারে না ॥ ১৮৯ ॥ ৭৪

অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥ ১৯০ ॥ ৭৫

সরলার্থঃ

অভূতাভিনিবেশঃ (অভূতে অসত্যে দ্বৈতে, অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রং) অস্তি, তত্র (অভিনিবেশে তু) দ্বয়ং [দ্বৈতং] ন বিদ্যতে; [নহি আগ্রহমাত্রেণ বস্তু-সিদ্ধির্ভবতীত্যাশয়ঃ]। দ্বয়াভাবং [দ্বৈতাভাবম্ আভাসমাত্রং] বুদ্ধ্বা (অনুভূয়)

এব [যঃ] নির্নিমিত্তঃ (অভিনিবেশরহিতঃ ভবতি), সঃ ন জায়তে (নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

অসত্য দ্বৈতবিষয়ে লোকের অভিনিবেশ বা আগ্রহমাত্র আছে ; কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈতসিদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি দ্বৈতের অভাব অনুভব করে (সত্য উপলব্ধি করে), অভিনিবেশরূপ নিমিত্ত না থাকায় সে কখনই জন্মে না, অর্থাৎ তাহার আর জন্ম-ভ্রান্তি হয় না॥ ১৯০ ॥ ৭৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাদসদ্বিষয়ঃ, তস্মাৎ অসত্যভূতে দ্বৈতে অভিনিবেশঃ অস্তি কেবলম্। অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রং, দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাৎ তস্মাৎ, দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ, স ন জায়তে॥ ১৯০ ॥ ৭৫

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু অভিনিবেশের বিষয় মাত্রই অসৎ (মিথ্যা), সেই হেতু অসত্যস্বরূপ দ্বৈতবিষয়ে কেবল অভিনিবেশই আছে মাত্র,কিন্তু, তাহার বিষয় (দ্বৈত) নাই। অভিনিবেশ অর্থ কেবলই আগ্রহ, কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈত বিদ্যমান নাই। যেহেতু মিথ্যা অভিনিবেশও জন্মের কারণ হইয়া থাকে। সেই হেতুই যে লোক দ্বয়াভাব অবগত হইয়া মিথ্যাদ্বৈতাভিনিবেশরূপ নিমিত্ত পরিত্যাগ করে,সে লোক আর জন্মলাভ করে না॥ ১৯০ ॥ ৭৫

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ॥ ১৯১ ॥ ৭৬

সরলার্থঃ

চিত্তং যদা (যস্মিন্ কালে) উত্তমাধমমধ্যমান্ (ত্রিবিধান্) হেতূন্ (কারণানি) ন লভতে, তদা চিত্তং ন জায়তে (জন্মাদিবিকারাভাগান্ ন প্রপদ্যতে)। [যুক্তং চৈতৎ, যতঃ] হেত্বভাবে (কারণাসত্ত্বে) ফলং (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

চিত্ত যখন উত্তম, মধ্যম অথবা অধম কোন প্রকার হেতুই দর্শন করে না, তখন চিত্ত আর জন্ম লাভ করে না। কারণ, হেতুর অভাবে কার্য্য হইবে কোথা হইতে? ॥ ১৯১ ॥ ৭৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ব্বর্জ্জিতৈঃ অনুষ্ঠীয়মানা ধর্ম্মা দেবত্বাদিপ্রাপ্তিহেতব উত্তমাঃ কেবলাখ্যধর্ম্মাঃ; অধর্ম্ম-ব্যামিশ্র মনুষ্যত্বাদি-প্রাপ্ত্যর্থা মধ্যমাঃ। তির্য্যগাদি-প্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্চ অধমাঃ। তান্ উত্তম মধ্যমাধমান্ অবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মতত্ত্বং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং জানন্ ন লভতে ন পশ্যতি, যথা বালৈঃ দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্যতি, তদ্বৎ, তদা ন জায়তে ন উৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈঃ উত্তমাধমমধ্যমফলরূপেণ। ন হি অসতি হেতৌ ফলম্ উৎপদ্যতে বীজাদ্যভাবে ইব শস্যাদি ॥ ১৯১ ॥ ৭৬

ভাষ্যানুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান, জাতি ও আশ্রমানুসারে বিহিত এবং দেবত্বাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহাই কেবল-নামক অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন 'উত্তম', অধর্ম্মমিশ্রিত এবং মনুষ্যত্বাদি-প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মসমূহ 'মধ্যম', আর পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্-যোনি প্রাপ্তির হেতুভূত অধর্ম্মাত্মক বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিই 'অধম'। যেমন বালকের পরিদৃষ্ট গগনমালিন্য বিবেকিগণ দর্শন করেন না, তদ্রূপ, মনুষ্য যখন সর্ব্বপ্রকার কল্পনাবর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যাপরিকল্পিত সেই উত্তম, মধ্যম ও অধম হেতুসমূহ দেখিতে পায় না, চিত্ত তখন আর দেবাদিভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলরূপে জন্মে না। বীজাদির অভাবে যেমন শস্যাদি হয় না, তেমনি হেতুর অভাব হইলে আর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৯১ ॥ ৭৬

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়া।
অজাতস্যৈব সর্ব্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্যতঃ ॥ ১৯২ ॥ ৭৭

সরলার্থঃ

অনিমিত্তস্য (জন্মকারণরহিতস্য) [অতএব] অজাতস্য (অনুৎপন্নস্য) সর্ব্বস্য চিত্তস্য যা অনুৎপত্তিঃ (মোক্ষরূপা), সা অদ্বয়া (দ্বৈতরহিতা) সমা (নিত্যম্ একরূপা চ); যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) তৎ (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চেতি দ্বয়ং) চিত্তদৃশ্যং (ন তু বস্তু সৎ, ইত্যাশয়ঃ)।

উৎপত্তির কারণ না থাকায়, নিশ্চয়ই অজাত সমস্ত চিত্তের যে অনুৎপত্তি (মোক্ষাবস্থা), তাহা দ্বৈতরহিত এবং চিরকালই সমান বা একরূপ। কেননা, যেহেতু সেই দ্বৈত চিত্তদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১৯২ ॥ ৭৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

হেত্বভাবে চিত্তং ন উৎপদ্যতে ইতি হি উক্তম্। সা পুনঃ অনুৎপত্তিঃ চিত্তস্য কীদৃশীতি উচ্যতে—পরমার্থদর্শনেন নিরস্তধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যোৎপত্তি-নিমিত্তস্য অনিমিত্তস্য চিত্তস্যেতি যা মোক্ষাখ্যা অনুৎপত্তিঃ, সা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু সমা নির্ব্বিশেষা অদ্বয়া চ; পূর্ব্বমপি অজাতস্যৈব অনুৎপন্নস্য চিত্তস্য সর্ব্বস্য অদ্বয়স্য ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাৎ চিত্তং দৃশ্যং তদদ্বয়ং জন্ম চ, তস্মাৎ অজাতস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বদা চিত্তস্য সমা অদ্বয়ৈব অনুৎপত্তিঃ ন পুনঃ কদাচিদ্ভবতি, কদাচিৎ বা ন ভবতি। সর্ব্বদা একরূপা এব ইত্যর্থঃ ॥ ১৯২ ॥ ৭৭

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, হেতুর অভাবে চিত্ত আর উৎপন্ন হয় না, চিত্তের সেই অনুৎপত্তিই বা কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার বশতঃ সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তির কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক নিমিত্ত যাহার বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনিমিত্ত বা নিমিত্তহীন সেই চিত্তের যে মোক্ষনামক অনুৎপত্তি, তাহা সকল সময়ে এবং সমস্ত অবস্থায়ই সমান ও অদ্বিতীয়। [জ্ঞানোদয়ের] পূর্ব্বেও সমস্ত চিত্তই অনুৎপন্ন এবং অদ্বয় বা ভেদ-রহিত। যেহেতু বিজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও চিত্ত ও দৃশ্য, এই দুইই জন্ম, অর্থাৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবই জন্মের হেতু; অতএব, বস্তুতঃ অজাত সমস্ত চিত্তেরই অনুৎপত্তি চিরকালই সমান

অর্থাৎ অদ্বয়ই বটে, কিন্তু সেই অনুৎপত্তি যে কখনও হয় আর কখনও হয় না, তাহা নহে ; পরন্তু সর্ব্বদা একরূপই বটে ॥ ১৯২ ॥ ৭৭

বুদ্ধ্বানিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথাকামমভয়ং পদমশ্নুতে ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮

সরলার্থঃ

[উক্তক্রমেণ] অনিমিত্ততাং (কারণাভাবং) সত্যাং (পরমার্থরূপাং) বুদ্ধ্বা (অবগম্য) পৃথক্ (অন্যং) হেতুং (কারণং চ) অনাপ্নুবন্ (অলভমানঃ সন্) বীতশোকং (শোকবর্জ্জিতং) তথা অকামম্ (বীতস্পৃহম্) অভয়ং (সংসারভয়বর্জ্জিতং) পদম্ (অবস্থাম্) অশ্নুতে (ভজতে)।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদি কারণের অভাবকে সত্য (পরমার্থরূপ) বুঝিতে পারিয়া এবং অন্য কোনও হেতু না দেখিয়া শোকরহিত এবং কাম ও ভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মপদ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথোক্তেন ন্যায়েন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়স্য অভাবাৎ অনিমিত্ততাঞ্চ সত্যাং পরমার্থরূপাং বুদ্ধ্বা হেতুং ধর্ম্মাদিকারণং দেবাদিযোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ অনুপাদদানঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণঃ সন কামশোকাদিবর্জ্জিতম্ অবিদ্যাদিরহিতম্ অভয়ং পদমশ্নুতে, পুনঃ ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮

ভাষ্যানুবাদ

উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে জন্মাদি অবস্থার কারণীভূত দ্বৈতের অভাববশতঃ অনিমিত্ততা বা অকারণভাবকে সত্য অর্থাৎ যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়া এবং দেবাদিভাবপ্রাপ্তির পৃথক্ কোন ধর্ম্মাদি কারণ উপলব্ধি না করিয়া, বাহ্য পদার্থের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও শোকদুঃখাদিবর্জ্জিত ও অবিদ্যাদি-দোষ-শূন্য অভয় পদ (মোক্ষাবস্থা) ভোগ করিতে থাকে, পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না ॥ ১৯৩ ॥ ৭৮

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে।
বস্ত্বভাবং স বুদ্ধ্বৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯

সরলার্থঃ

অভূতাভিনিবেশাৎ (অসত্যে অনুরাগাৎ হেতোঃ) হি (এব), সদৃশে (তদনুরূপে) তৎ (চিত্তং) প্রবর্ত্ততে (ব্যাপ্রিয়তে)। সঃ (অভিনিবেশবান্ পুরুষঃ) বস্ত্বভাবং (বস্তুনঃ অসত্তাং) বুদ্ধা (অবগম্য) এব নিঃসঙ্গং (যথা স্যাৎ তথা) বিনিবর্ত্ততে (অভিনিবেশবিষয়ং বিশেষেণ পরিত্যজতীত্যর্থঃ)।

চিত্ত অসত্য বিষয়েও অনুরাগবশতঃ সদৃশ অর্থাৎ স্বানুরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব বুঝিতে পারে, তখনই নিঃসঙ্গ বা অনাসক্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাৎ অভূতাভিনিবেশাৎ অসতি দ্বয়ে দ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়ঃ অভূতাভিনিবেশঃ তস্মাৎ অবিদ্যাব্যামোহরূপাৎ হি সদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ত্ততে। তস্য দ্বয়স্য বস্তুনঃ অভাবং যদা বুদ্ধবান্, তদা তস্মাৎ নিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সৎ বিনিবর্ত্ততে অভূতাভিনিবেশবিষয়াৎ ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯

ভাষ্যানুবাদ

যে অভূতাভিনিবেশবশতঃ অর্থাৎ দ্বয় বা দ্বৈত অসত্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়, তাহারই নাম অভূতাভিনিবেশ; যেহেতু অবিদ্যা-মোহময় সেই অভূতাভিনিবেশ বশতঃই দ্বৈতসদৃশ অর্থাৎ দ্বৈতানুরূপ বিষয়ে উক্তপ্রকার চিত্তের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; আবার যখন সেই দ্বয় বস্তুর অভাব বা অসত্তা অবগত হয়, তখন নিঃসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন অপেক্ষা না করিয়া সেই অভূতাভিনিবেশ হইতে বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥ ৭৯

নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥ ১৯৫ ॥ ৮০

সরলার্থঃ

তদা (তস্মিন্ সময়ে) হি (নিশ্চয়ে) নিবৃত্তস্য (অভিনিবেশাৎ বিরতস্য) অপ্রবৃত্তস্য (পুনরপি তত্র প্রবৃত্তিম্ অকুর্ব্বতঃ) [চিত্তস্য] নিশ্চলা (চাঞ্চল্যং বিক্ষেপঃ, তদ্বর্জ্জিতা) স্থিতিঃ (অদ্বয়ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা) [ভবতি], হি (যস্মাৎ) বুদ্ধানাং (পরমার্থদর্শিনাং) সঃ (অদ্বয়ঃ পরমাত্মা) বিষয়ঃ (গ্রাহ্যঃ); [কঃ সঃ ? ইত্যাহ] তৎ (প্রক্রান্তম্) অজং, অদ্বয়ং সাম্যং (নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ)।

সেই সময় বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত এবং পুনশ্চ বিষয়ে অপ্রবৃত্ত চিত্তের নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে ; যাহারা বুদ্ধ অর্থাৎ পরম সত্য পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই অজ অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র প্রতীতির বিষয় হন ; (অন্য কিছু প্রতীতির গোচর হয় না) ॥ ১৯৫ ॥ ৮০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াৎ, বিষয়ান্তরে চ অপ্রবৃত্তস্য অভাবদর্শনেন চিত্তস্য নিশ্চলা চলনবর্জ্জিতা ব্রহ্ম-স্বরূপৈব তদা স্থিতিঃ, যা এষা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিঃ চিত্তস্য অদ্বয়-বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা। স হি যস্মাৎ বিষয়ঃ গোচরঃ পরমার্থদর্শিনাং বুদ্ধানাং, তস্মাৎ তৎ সাম্যং পরং নির্ব্বিশেষম্ অজম্ অদ্বয়ঞ্চ ॥ ১৯৫ ॥ ৮০

ভাষ্যানুবাদ

দ্বৈতবিষয় হইতে নিবৃত্ত, অভাব বা অসত্তা দর্শন করায়, অপরাপর বিষয়েও প্রবৃত্তিরহিত চিত্তের তৎকালে নিশ্চল—চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয়। চিত্তের এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় বিজ্ঞানরসঘন ব্রহ্মভাবে স্থিতি ; যেহেতু পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণের তাহাই একমাত্র বিষয় হয়, সেই কারনেই তাহা নিরতিশয় সমভাবাপন্ন, অজ ও অদ্বয়স্বরূপ ॥ ১৯৫ ॥ ৮০

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্বিভাতে হ্যেবৈষ ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতঃ ॥ ১৯৬ ॥ ৮১

সরলার্থঃ

[তদানীং তু] অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নঃ [তৎ বস্তু] স্বয়ং প্রভাতম্ (অন্যনিরপেক্ষ

প্রকাশমানং ভবতি), হি (যস্মাৎ) এবঃ ধর্ম্মঃ (আত্মা) ধাতুস্বভাবতঃ (বস্তু-স্বভাবাৎ এব) সকৃৎ বিভাতঃ (সদৈব প্রকাশময়ঃ)।

জন্ম, নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত সেই আত্মবস্তুটি তখন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। কারণ, এই আত্মরূপ ধর্ম্মটি স্বভাবতই সদাপ্রকাশমান ॥ ১৯৬ ॥ ৮১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পুনরপি কীদৃশশ্চ অসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ—স্বয়মেব তৎ প্রভাতং ভবতি ন আদিত্যাদ্যপেক্ষম্; স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্ ইত্যর্থঃ। সকৃৎ বিভাতঃ সদৈব বিভাত ইত্যেতৎ। এষ এবংলক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতো বস্তুস্বভাবত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥ ৮১

ভাষ্যানুবাদ

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই বিষয়টি জ্ঞানীদিগেরই বা কি প্রকার? বলা হইতেছে—তাহা স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশে আদিত্যাদির অপেক্ষা নাই, তাহা স্বভাবতঃই জ্যোতির্ম্ময়। এবংবিধ আত্মনামক ধর্ম্মটি স্বভাবতঃই সর্ব্বদাই প্রকাশমান ॥ ১৯৬ ॥ ৮১

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ ॥ ১৯৭ ॥ ৮২

সরলার্থঃ

যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) গ্রহেণ (গ্রহণেন) অসৌ ভগবান্ (আত্মা) সদা সুখম্ (অনায়াসেন) আব্রিয়তে (আবৃতঃ ক্রিয়তে), দুঃখম্ (অতিকৃচ্ছ্রেণ) বিব্রিয়তে (প্রকাশ্যতে, ন তু অনায়াসেন ইতি ভাবঃ)।

যে কোনও বস্তু বিষয়ে আগ্রহ হইলেই তাহা দ্বারা এই ভগবান্ অর্থাৎ প্রকাশ-সম্পন্ন আত্মাও অনায়াসে আবৃত হয়, অথচ অতি কষ্টে প্রকাশিত বা প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে ॥ ১৯৭ ॥ ৮২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবং বহুশ উচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈঃ ন গৃহ্যতে ইতি উচ্যতে —যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্টতয়া

সুখম্ আব্রিয়তে অনায়াসেন আচ্ছাদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং হি তত্রাবরণং ন যত্নান্তরম্ অপেক্ষতে। দুঃখঞ্চ বিব্রিয়তে প্রকটীক্রিয়তে, পরমার্থজ্ঞানস্য দুর্লভত্বাৎ। ভগবান্ অসৌ আত্মা অদ্বয়ো দেব ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তৈঃ আচার্যৈশ্চ বহুশঃ উচ্যমানোঽপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৯৭ ॥ ৮২

ভাষ্যানুবাদ

ভাল, এইরূপে বহুবার বলা সত্ত্বেও আত্মাকে সাধারণে বুঝিতে পারে না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেহেতু এই ভগবান্ প্রকাশশীল অদ্বিতীয় আত্মা, যে কোনও দ্বৈতবস্তুর ধর্ম্মের (অবস্থায়) গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণাভিনিবেশ বা মিথ্যা আগ্রহবশতঃ সুখে আবৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনায়াসে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। কেবল দ্বৈতোপলব্ধি নিমিত্তই তাহাতে আবরণ হয়, অপর কোনও প্রযত্নের অপেক্ষা করে না; অথচ অতি কষ্টে বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত হইয়া থাকে; কারণ, পরমার্থজ্ঞান অতি দুর্লভ। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্র-সমূহ এবং আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে উক্ত হইলেও, [তাহাকে] জানিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার বক্তা আশ্চর্য্যময়, এবং ইহার জ্ঞাতাও অতি নিপুণ' ॥ ১৯৭ ॥ ৮২

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩

সরলার্থঃ

[আবরণপ্রকারমাহ অস্তীত্যাদিনা।]—বালিশঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) [আত্মা] অস্তি, নাস্তি, অস্তি নাস্তি (সন্ অসন্ চ) ইতি, নাস্তি নাস্তি ইতি বা (অপি) পুনঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ (চলত্বেন, স্থিরত্বেন, উভয়াত্মকত্বেন, অভাবরূপেণ চ) [আত্মানম্] আবৃণোতি (আচ্ছাদয়তি)।

কিরূপে আত্মাকে আবৃত করে, তাহা কথিত হইতেছে—আত্মা আছে, নাই, আছেও বটে, নাইও বটে, এবং নিশ্চয়ই নাই, ইত্যাদি ভাবে চল, স্থির, উভয়াত্মক ও অভাবরূপে মূঢ় লোকেরা আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অস্তি নাস্তীত্যাদিসূক্ষ্মবিষয়া অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পরমাত্মন আবরণা এব ; কিমুত মূঢ়জনানাং বুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ—অস্তীতি। অস্ত্যাত্মেতি কশ্চিৎ বাদী প্রতিপদ্যতে। নাস্তীতি অপরো বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীতি অপরঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দিগ্‌বাসাঃ। নাস্তি নাস্তীতি অত্যন্ত-শূন্যবাদী।

তত্র অস্তিভাবঃ চলঃ ঘটাদ্যনিত্যবিলক্ষণত্বাৎ। নাস্তিভাবঃ স্থিরঃ, সদা বিশেষত্বাৎ। উভয়ং চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসদ্ভাবঃ। অভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ। প্রকারচতুষ্টয়স্যাপি তৈঃ এতৈঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্ব্বোঽপি ভগবন্তম্ আবৃণোত্যেব বালিশঃ অবিবেকী। যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ ; কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩

ভাষ্যানুবাদ

পণ্ডিতগণের 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি-প্রকার অতি সূক্ষ্মবিষয়ক আগ্রহ বা অভিনিবেশসমূহও যখন ভগবান্ পরমাত্মার আবরক হইয়া থাকে, তখন মূঢ় লোকদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যে আবরণ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অস্তি" ইত্যাদি। কোন এক বাদী স্বীকার করেন যে, 'আত্মা আছে,' অপর বাদী (বৈনাশিক বৌদ্ধ) বলেন যে, '[আত্মা] নাই (অসৎ)'। অর্দ্ধবৈনাশিক (বিনাশবাদী) অপর কেহ বলেন যে, 'আছেও বটে, নাইও বটে'; এটি সদসদ্‌বাদী দিগম্বর বৌদ্ধগণের মত। অত্যন্ত শূন্যবাদী বলেন—'নাই—নাই' অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ।

তন্মধ্যে অস্তি-ভাবটি চল; কেননা, উহা অনিত্য ঘটাদি পদার্থ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নপ্রকার; সুতরাং পরিণামী বা সবিশেষ। সর্ব্বদাই অবিশেষ বা একরূপ বলিয়া নাস্তি-ভাবটি স্থির। সদসদ্ভাবটি চল ও স্থির, উভয়প্রকার বিষয়াবগাহী হওয়ায় উভয়াত্মক। অভাব অর্থ অত্যন্তাভাব। সদসৎ প্রভৃতি মতবাদিগণ সকলেই বালিশ অর্থাৎ বিবেকহীন, তাহারা এই চারি প্রকার—চল, স্থির, উভয়াত্মকভাব ও

অভাব দ্বারা ভগবান্‌কে (আত্মাকে) নিশ্চয়ই আবৃত করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণও যখন পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মূর্খশ্রেণীভুক্ত হন, তখন স্বভাব-মূঢ় লোকের আর কথা কি ? * ॥ ১৯৮ ॥ ৮৩

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্ব্বদৃক্ ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪

সরলার্থঃ

এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) চতস্রঃ (চতুর্ব্বিধাঃ) কোট্যঃ (পক্ষাঃ) [সন্তি], যাসাং (কোটীনাং) গ্রহৈঃ (আগ্রহৈঃ—অস্তিত্বাদিরূপৈঃ) সদা (সর্ব্বদা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) [অপি] ভগবান্ (প্রকাশাদিমান্ আত্মা) যেন (মনস্বিনা) আভিঃ (অস্ত্যাদিকোটিভিঃ) অস্পৃষ্টঃ (অস্ত্যাদিবিকল্প-বর্জ্জিতঃ) দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ), সঃ সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী ইত্যর্থঃ)।

এই চারিপ্রকার কোটি বা পক্ষ আছে, যাহাদের উপর আগ্রহ বা অভিনিবেশ দ্বারা আত্মা সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকে। যে মনস্বী পুরুষ এই প্রকাশময় আত্মাকে উক্ত 'অস্তি নাস্তি' প্রভৃতি বিতর্ক-কল্পনায় অসংস্পৃষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ॥ ১৯৯ ॥ ৮৪

* তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে (১) 'অস্তি', (২) 'নাস্তি', (৩) 'অস্তি নাস্তি', এবং (৪) 'নাস্তি নাস্তি' কথায় যথাক্রমে [১] বৈশেষিক, [২] ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, [৩] দিগম্বর মাধ্যমিক বৌদ্ধ, এবং [৪] শূন্যবাদী বৌদ্ধের অভিমত চারিপ্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, বৈশেষিক বলেন—দেহ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক্ একটি আত্মা আছে, সেই আত্মাই সুখদুঃখাদির অনুভবিতা ও প্রমাতা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন—হাঁ, আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই ; পরন্তু প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-প্রধ্বংসশীল বুদ্ধি বিজ্ঞানই সেই আত্মা। দিগম্বর বৌদ্ধ বলেন, আত্মা আছেও বটে, নাইও বটে ; কারণ, আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলেও দেহপরিমিত, যাহার দেহ যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ ; সুতরাং দেহের যতক্ষণ স্থিতি, আত্মারও ততক্ষণই স্থিতি, এবং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ বা অভাব হইয়া থাকে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন—না—আত্মা বলিয়া কোন একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ নাই ; শূন্যই বস্তুর শেষ পরিণাম, সুতরাং শূন্যই পরমার্থ সত্য। অতএব আত্মাও শূন্যস্বভাব। শূন্যবাদীর স্বমতে দৃঢ়তাসূচনার জন্য 'নাস্তি' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং, যদববোধাৎ অবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ— কোট্যঃ প্রাবাদুকশাস্ত্রনির্ণয়াস্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যাদ্যাঃ চতস্রঃ, যাসাং কোটীনাং গ্রহৈঃ গ্রহণৈঃ উপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্ব্বদা আবৃত আচ্ছাদিতঃ তেষামেব প্রাবাদুকানাং যঃ, স ভগবান্ আভিঃ অস্তিনাস্তীত্যাদিকোটিভিঃ চতসৃভিরপি অস্পৃষ্টঃ অস্ত্যাদিবিকল্পনাবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো বেদান্তেষু ঔপনিষদঃ পুরুষঃ, স সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমার্থপণ্ডিত ইত্যর্থঃ॥ ১৯৯॥ ৮৪

ভাষ্যানুবাদ

তাহা হইলে পরমার্থ কি প্রকার? যাহার জ্ঞানে লোক মূর্খত্ব পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে। তাহা কথিত হইতেছে— প্রাবাদুক অর্থাৎ অনর্থ বক্তা; তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত 'অস্তি, নাস্তি' ইত্যাদি ভাবের, এই চারি প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। সেই বাবদূক-গণেরই উক্ত চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে অনুভবাত্মক আগ্রহ বা গ্রহণ দ্বারা যে আত্মা সর্ব্বদা আবৃত বা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, উপনিষদ্‌বেদ্য সেই ভগবান্ আত্মাকে যে মুনি অর্থাৎ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রকারেই অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ অস্ত্যাদি সর্ব্বাধিকবিকাশ-রহিত দেখিতে পান; বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী বা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত॥ ১৯৯॥ ৮৪

প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে॥ ২০০॥ ৮৫

উক্ত চারিটি মতের মধ্যে অস্তিত্ববাদী বৈশেষিকের মতে, আত্মাতে যখন জ্ঞানসুখাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয়, তখন তাহার মতে আত্মা চল-স্বভাব অর্থাৎ একরূপ নহে, পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা যখন ক্ষণিক, তখন তাহাতে আর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না; সুতরাং এমতে আত্মা স্থির—একস্বভাব। দিগম্বর-মতে আত্মার যখন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব দুইই আছে, তখন আত্মাকে উভয়রূপ বলিতে হয়। শূন্যবাদীর মতে শূন্যই (অভাবই) যখন সারতত্ত্ব, তখন আত্মাকেও অভাবাত্মকই বলিতে হয়। ফলতঃ, উল্লিখিত মত-চতুষ্টয়েই বাদিগণ যে নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবটি আবৃত করিয়া রাখেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সরলার্থঃ

[সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ] কৃৎস্নাং (সম্পূর্ণাং) সর্ব্বজ্ঞতাম্ (সর্ব্ববিষয়সাক্ষাৎকারশক্তিম্) অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ (উৎপত্তি-স্থিতি বিনাশরহিতম্) অদ্বয়ং (অদ্বিতীয়ং) ব্রাহ্মণ্যং (ব্রহ্মণঃ ইদং ব্রাহ্মণ্যং) পদং (স্থানং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) [স্থিতঃ]; অতঃ (অস্মাৎ লাভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং অধিকং বা) কিং (বস্তু) ঈহতে (চেষ্টতে)? [স তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যাশয়ঃ]।

সেই মনস্বী পুরুষ এই প্রকারে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বজ্ঞতাস্বরূপ এবং উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-রহিত অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণোচিত) পদ—অর্থাৎ অধিকার লাভ করিলে পর তাহার প্রার্থনীয় আর কি থাকে? ॥ ২০০ ॥ ৮৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

প্রাপ্যৈতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং 'স ব্রাহ্মণঃ' "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" ইতি শ্রুতেঃ। অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়া অনাপন্না অপ্রাপ্তা যস্য অদ্বয়স্য পদস্য ন বিদ্যন্তে, তৎ অনাপন্না-দিমধ্যান্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্। তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরমস্মাৎ আত্মলাভাৎ ঊর্দ্ধম্ ঈহতে চেষ্টতে, নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। "নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ" ইত্যাদি-গীতাস্মৃতেঃ ॥ ২০০ ॥ ৮৫

ভাষ্যানুবাদ

অনাপন্নাদিমধ্যান্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, অর্থাৎ যে অদ্বয় পদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রূপ আদি, মধ্য ও অন্ত বিদ্যমান নাই, সেই অনাপন্নাদিমধ্যান্ত, সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতারূপ অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য পদ (অধিকার) প্রাপ্ত হয়—লাভ করে; ইহার পর অর্থাৎ এই আত্মলাভের অনন্তর সে আর কোন্ বিষয়ে কামনা করিবে বা চেষ্টা করিবে? 'কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না' ইত্যাদি স্মৃতি হইতে [জানা যায় যে কোন বিষয়েই তাহার] প্রয়োজন নাই। 'তিনিই ব্রাহ্মণ', এবং এই সর্ব্বজ্ঞতাই 'ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞতাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য পদ ॥ ২০০ ॥ ৮৫

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বান্ শমং ব্রজেৎ ॥ ২০১ ॥ ৮৬

সরলার্থঃ

বিপ্রাণাম্ (ব্রাহ্মণানাম্) এষঃ (উক্তবিধঃ) বিনয়ঃ (বিনীতভাবঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রাকৃতঃ (স্বাভাবিকঃ) শমঃ (উপশমঃ নিবৃত্তিঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবেকিভিঃ]। [তথা] প্রকৃতি-দান্তত্বাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন সংযতত্বাৎ) [এষ এব] দমঃ (ইন্দ্রিয়োপরমঃ) [উচ্যতে]। এবং (যথোক্তং শমং ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (জানন্) শমম্ (উপশমং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)।

এই বিনয়ই ব্রাহ্মণগণের স্বভাবসিদ্ধ 'শম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃই দান্ত বা সংযমশীল বলিয়া ইহাই তাহাদের দম (ইন্দ্রিয়-সংযম) বলিয়াও কথিত হয়। লোকে উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে জানিয়া শম লাভ করিতে পারে ॥ ২০১ ৮৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যৎ এতদাত্মস্বরূপেণ অবস্থানম্। এষ বিনয়ঃ শমোঽপ্যেষ এব, প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ অকৃতক উচ্যতে। দমোঽপ্যেষ এব, প্রকৃতিদান্তত্বাৎ স্বভাবত এব চ উপশান্তস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। এবং যথোক্তং স্বভাবোপশান্তং ব্রহ্ম বিদ্বান্ শমম্ উপশান্তিং স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপাং ব্রজেৎ, ব্রহ্মস্বরূপেণ অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥ ৮৬

ভাষ্যানুবাদ

বিপ্রগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনয় বা বিনীত ভাব অর্থাৎ উক্তপ্রকার আত্মস্বরূপে অবস্থান, ইহাই বিনয়, এবং ইহাই প্রাকৃত—স্বাভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম 'শম' (শান্তভাব বা চিত্তের উপশান্তি) বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই উপশান্তরূপী (নির্ব্বিকার), সেই প্রকৃতি-দান্তত্ব বশতঃ ইহাই 'দম' (ইন্দ্রিয়সংযম)। এইরূপে স্বভাবশান্ত ব্রহ্মকে অবগত হইলে, সেই বিদ্বান্ পুরুষ শমগুণ—

অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মরূপা উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন ॥ ২০১ ॥ ৮৬

সবস্তু সোপলম্ভঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোপলম্ভঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥ ২০২ ॥ ৮৭

সরলার্থঃ

[ইদানীং স্বমতমাহ সবস্ত্ব ইত্যাদি]—সবস্তু (ব্যবহারিকেণ বস্তুনা সহ বর্ত্তমানং), সোপলম্ভং (উপলম্ভেন—বিষয়ানুভবেন সহ বর্ত্তমানং) দ্বয়ং (দ্বৈতং) লৌকিকম্ (লোকব্যবহারানুগতং অর্থাৎ জাগরিতম্) ইষ্যতে। অবস্তু (অবিদ্যাত্মক-বস্তু-সম্বন্ধ-রহিতং) সোপলম্ভং (সানুভবং) চ শুদ্ধং (জাগ্রৎসম্বন্ধরাহিত্যাৎ কেবলং) লৌকিকম্ (স্বপ্নস্থানীয়ম্) ইষ্যতে।

দৃশ্যমান বস্তু ও উপলব্ধির সহিত বর্ত্তমান দ্বৈতকে লৌকিক (জাগরিতাবস্থা) বলা হয়, আর বস্তুবিরহিত অনুভব সহকৃত দ্বৈতকে শুদ্ধ লৌকিক বলা হয় ॥ ২০২ ॥ ৮৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

এবম্ অন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ সংসারকারণ-রাগদ্বেষদোষাস্পদানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি। অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্যুক্তিভিঃ এব দর্শয়িত্বা চতুষ্কোটি-বর্জ্জিতত্বাৎ রাগাদিদোষানাস্পদং স্বভাবশান্তম্ অদ্বৈতদর্শনমেব সম্যগ্‌দর্শনম্ ইত্যুপসংহৃতম্। অথেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ—

সবস্তু সংবৃতিসতা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু, তথা চ উপলব্ধিঃ উপলম্ভঃ, তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ্য-গ্রহণলক্ষণং দ্বয়ং লোকাদনপেতং লৌকিকং জাগরিতম্ ইত্যেতৎ। এবংলক্ষণং জাগরিতম্ ইষ্যতে বেদান্তেষু। অবস্তু সংবৃতেরপ্যভাবাৎ। সোপলম্ভং বস্তুবৎ উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অসত্যপি বস্তুনি, তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সোপলম্ভঞ্চ। শুদ্ধং কেবলং প্রবিভক্তং জাগরিতাৎ স্থূলাৎ লৌকিকং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণত্বাৎ ইষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥২০২॥৮৭

ভাষ্যানুবাদ

বাচালদিগের দর্শনশাস্ত্র-সমূহ যখন এইপ্রকার পরস্পর-বিরোধগ্রস্ত, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সাংসারিক রাগদ্বেষাদি-দোষাক্রান্ত;

ইহা তাহাদের যুক্তিসমূহ দ্বারাই প্রদর্শন করিয়া—তাহার পর, পূর্ব্বোক্ত কোটি-চতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত, সুতরাং রাগদ্বেষাদি-দোষ-বিবর্জ্জিত—স্বভাব-শান্ত (অনুদ্বেগকর) এই অদ্বৈত দর্শনই যে একমাত্র সম্যক্ দর্শন বা যথার্থ জ্ঞানোপদেশক শাস্ত্র, এ কথারও উপসংহার করা হইতেছে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত-প্রণালী প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

'সবস্তু' অর্থ—সংবৃতিসৎ বা ব্যবহারিক সত্যবস্তুর সহিত বর্ত্তমান, সেইরূপ 'সোপলম্ভ', উপলম্ভ অর্থ—উপলব্ধি বা জ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান,অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সর্ব্ব ব্যবহারের বিষয়ীভূত গ্রাহ্যগ্রাহকভাবাপন্ন দ্বৈতই লৌকিক বা 'জাগরিত' পদবাচ্য ; বেদান্তে ঈদৃশ জাগরিতাবস্থা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সংবৃতি বা ব্যবহারিক বস্তুসত্তাও অবস্তু (জাগরিতের ন্যায় বস্তুসম্বন্ধবিশিষ্ট নহে), অথচ কোন বস্তু না থাকিলেও যে বস্তুর ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হওয়া অর্থাৎ বস্তু বলিয়া প্রতীত হওয়া, সেই উপলম্ভের সহিত বর্ত্তমান; শুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রাণি-সাধারণ স্থূল জাগরিতাবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কেবলই বিবিক্ত-স্বভাব লৌকিক 'স্বপ্ন' বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে ॥ ২০২ ॥ ৮৭

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

সরলার্থঃ

[ইদানীং সুষুপ্তিমাহ]—অবস্তু (বস্তুসম্বন্ধশূন্যং) অনুপলম্ভং (প্রতীতিরহিতং) চ [যৎ, তৎ] লোকোত্তরম্ (লৌকিক-ব্যবহারাতীতং সুষুপ্তম্) ইতি স্মৃতম্ (চিন্তিতম্) [জ্ঞানিভিঃ]। [যতঃ] বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ) সদা, জ্ঞানং (অনুভবঃ) জ্ঞেয়ং (উক্তমবস্থাত্রয়ং), বিজ্ঞেয়ং (বিশেষেণ জ্ঞেয়ং পরমার্থতত্ত্বং চ) প্রকীর্ত্তিতম্ (কথিতম্)।

বস্তুশূন্য এবং উপলব্ধি বা বস্তুবিষয়ক-জ্ঞানবর্জ্জিত যে অবস্থা, জ্ঞানিগণ তাহাকে লোকোত্তর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারাতীত সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন।

বুদ্ধ বা জ্ঞানিগণ সাধারণতঃ জ্ঞান (বিষয়ানুভূতি), জ্ঞেয় (বিষয়—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়), এবং বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য পরমার্থতত্ত্ব আত্মবস্তু, এই তিন প্রকার ভাব বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২০৩ ॥ ৮৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

অবস্ত্ব অনুপলম্ভঞ্চ গ্রাহ্যগ্রহণবর্জ্জিতম্ ইত্যেতৎ; লোকোত্তরম্, অতএব লোকাতীতম্। গ্রাহ্যগ্রহণবিষয়ে হি লোকঃ, তদভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সুষুপ্তম্ ইত্যেতৎ। এবং স্বতং সোপায়ম্ পরমার্থতত্ত্বং লৌকিকং, শুদ্ধলৌকিকং, লোকোত্তরং চ ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে, তজ্‌জ্ঞানং, জ্ঞেয়ম্ এতান্যেব ত্রীণি; এতদ্-ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ। সর্ব্বপ্রাবাদুককল্পিতবস্তুনঃ অত্রৈব অন্তর্ভাবাৎ; বিজ্ঞেয়ং যৎ পরমার্থসত্যং তুর্য্যাখ্যম্ অদ্বয়ম্ অজম্ আত্মতত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বমেতৎ লৌকিকাদি বিজ্ঞেয়ান্তং বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভিঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০৩ ॥ ৮৮

ভাষ্যানুবাদ

অবস্তু ও অনুপলম্ভ অর্থ—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব 'সম্বন্ধ-রহিত; এই জন্যই লোকোত্তর অর্থাৎ লোক-ব্যবহারাতীত; কেননা, 'লোক' অর্থই গ্রাহ্য-গ্রহণ-ভাবের বিষয়, তাহা না থাকায় উহা জীবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার বীজস্বরূপ সুষুপ্তাবস্থা। পরমার্থতত্ত্ব ও তাহার জ্ঞানোপায় এইরূপে লৌকিক (জাগরিতাবস্থা), শুদ্ধ লৌকিক (স্বপ্নাবস্থা), এবং লোকোত্তর (সুষুপ্তি অবস্থাও) যে জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই জ্ঞান, পূর্ব্বোক্ত এই অবস্থাত্রয়ই জ্ঞেয়; কারণ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞেয় হইতে পারে না। কেননা, সমস্ত বাক্‌পটুবাদিগণের পরিকল্পিত বস্তুরাশি উক্ত অবস্থাত্রয়েরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। তুরীয়সংজ্ঞক যে অজ অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব, তাহাই বিজ্ঞেয়। বুদ্ধগণ অর্থাৎ পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদাই সেই লৌকিক (প্রসিদ্ধ) জাগরিত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ॥ ২০৩ ॥ ৮৮

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্ব্বজ্ঞতা হি সর্ব্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ ॥ ২০৪ ॥ ৮৯

সরলার্থঃ

জ্ঞানে (লৌকিকাদি-বিষয়ানুভবে), ত্রিবিধে (লৌকিকাদৌ ত্রিপ্রকারে) জ্ঞেয়ে (বিষয়ে) চ ক্রমেণ (অধিকারক্রমেণ) বিদিতে (সম্যক্ অনুভূতে সতি) মহাধিয়ঃ (মহামতেঃ তস্য বেদিতুঃ) সর্ব্বত্র (বিষয়ে) স্বয়ম্ এব সর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বাত্মকতা, জ্ঞানিতা চ) ভবতি (স্ফুরতি ইতি ভাবঃ)।

উক্ত জ্ঞান ও ত্রিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয় ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত হইলে, সেই মহামতি পুরুষের আপনা হইতেই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥ ৮৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে, পূর্ব্বং লৌকিকং স্থূলম্, তদভাবেন পশ্চাৎ শুদ্ধং লৌকিকম্, তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেবং ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমার্থসতি তুর্য্যে অদ্বয়ে অজে অভয়ে বিদিতে স্বয়মেব আত্মস্বরূপমেব সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ তদ্ভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতা ইহ অস্মিন্ লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ। সর্ব্বলোকাতিশয়-বস্তুবিষয়বুদ্ধিত্বাৎ এবংবিদঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভবতি। সকৃদ্‌বিদিতে স্বরূপে ব্যভিচারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। নহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোদ্ভবাভিভবৌ স্তঃ, যথা অন্যেষাং প্রাবাদুকানাম্ ॥ ২০৪ ॥ ৮৯

ভাষ্যানুবাদ

লৌকিক-বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হইলে—প্রথমে লৌকিক স্থূল বিষয়, পরে অস্থূল শুদ্ধ লৌকিক বিষয়, তদনন্তর লোকোত্তর বা লোকাতীত বিষয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে উক্ত অবস্থাত্রয়-রহিত পরমার্থ-সত্য তুরীয় অজ ও অভয় অদ্বৈততত্ত্ব বিদিত হইলে মহাধী অর্থাৎ মহামতি ব্যক্তির ইহলোকেই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্বয়ং—আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে। [সেই বিদ্বানের লোকাতিশয় বা অলৌকিক আত্ম-বস্তুবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইজন্য তাঁহাকে 'মহাধী' বলা হইয়াছে], সর্ব্বজ্ঞতা অর্থ—

সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক এবং জ্ঞ অর্থ জ্ঞানী—সর্ব্বজ্ঞ, তাহার ভাব বা ধর্ম্মের নাম সর্ব্বজ্ঞতা। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তাহার সর্ব্বজ্ঞতা থাকে। কেননা, অন্যান্য বাবদূকের ন্যায় পরমার্থতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির জ্ঞানের কখনই উদ্ভব ও অভিভব বা বিলয় হয় না॥ ২০৪ ॥ ৮৯

হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযাণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ॥ ২০৫ ॥ ৯০

সরলার্থঃ

[মুমুক্ষুণা কর্ত্তা] অগ্রযাণতঃ (প্রথমতঃ) হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি (হেয়ানি জাগরিত-স্বপ্ন সুষুপ্তানি ত্যক্তব্যানি, জ্ঞেয়ং পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম, আপ্যানি লব্ধব্যানি পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনানি, পাক্যাঃ কষায়াখ্যা রাগদ্বেষাদয়ঃ দোষাঃ পরিপাকম্ উপশমং নেয়াঃ), [এতানি] বিজ্ঞেয়ানি (বিশেষতঃ জ্ঞাতব্যানি ইত্যর্থঃ)। বিজ্ঞেয়াৎ (পরমার্থসত্যাৎ আত্মতত্ত্বাৎ) অন্যত্র ত্রিষু (হেয়াপ্যপাক্যেষু) তেষাং (হেয়াদীনাং) উপলম্ভঃ (উপলব্ধিঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রমিত্যর্থঃ)।

মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই পরিত্যাজ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, জ্ঞেয়স্বরূপ সত্যব্রহ্ম, প্রাপ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য পাণ্ডিত্যাদি সাধনত্রয় এবং প্রশমনীয় রাগদ্বেষাদি দোষ নিচয়, বিশেষরূপে জানিতে হইবে। উক্ত হেয়াদির মধ্যে বিজ্ঞেয় পরমাত্মা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র—হেয়, প্রাপ্য ও পাক্য এই তিনটি বিষয়েই কেবল উপলব্ধি ব্যতীত পৃথক্ সত্তা নাই॥ ২০৫ ॥ ৯০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দ্দেশাৎ অস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাভূৎ, ইত্যাহ—হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি আত্মনি অসত্ত্বেন রজ্জ্বাং সর্পবৎ হাতব্যানীত্যর্থঃ। জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্। আপ্যানি—আপ্তব্যানি ত্যক্তবাহ্যৈষণাত্রয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্য মৌনাখ্যানি সাধনানি। পাক্যানি—রাগদ্বেষমোহাদয়ো দোষাঃ কষায়াখ্যানি পক্তব্যানি। সর্ব্বাণ্যেতানি হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেন ইত্যর্থঃ। অগ্রযাণতঃ প্রথমতঃ। তেষাং হেয়াদীনাম্ অন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জ্জয়িত্বা উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রম্। হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভি ন পরমার্থসত্যতা ত্রয়াণামিত্যর্থঃ॥ ২০৫ ॥ ৯০

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি পদবাচ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পর পর জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দেশ করায় উহাদেরও পারমার্থিক অস্তিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—লৌকিকাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আত্মাতে অবিদ্যমান (কল্পিত) বলিয়া রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য, [অস্তি নাস্তি প্রভৃতি প্রকার-] চতুষ্টয়-রহিত পরমার্থতত্ত্বই এখানে 'জ্ঞেয়'-পদগ্রাহ্য। আপ্য অর্থ প্রাপ্তিযোগ্য, অর্থাৎ [পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোক-কামনা] বাহ্য বস্তুবিষয়ক এই কামনাত্রয় পরিত্যাগী মুমুক্ষুর পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌননামক সাধনসমূহ [আশ্রয়ণীয়]। ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য, এই চারিটি উপায়রূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিজ্ঞেয় পরমাত্মা হইতে অন্যত্র অর্থাৎ পরমার্থসত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অন্য সর্ব্বত্রই সেই হেয় প্রভৃতির যে উপলম্ভ বা প্রতীতি, তাহা কেবল অবিদ্যাজনিত কল্পনামাত্র; ব্রহ্মবিদ্‌গণ হেয় আপ্য ও পাক্য, * এই তিন বিষয়েই [ঐরূপ উপলব্ধি স্থির করিয়া থাকেন]। অভিপ্রায় এই যে, [হেয়, আপ্য ও পাক্য] এই তিনেরই পারমার্থিক সত্যতা নাই ॥ ২০৫ ॥ ৯০

প্রকৃত্যাকাশবজ্‌জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন ॥ ২০৬ ॥ ৯১

* তাৎপর্য্য—সংসারী জীবমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্রে রাগদ্বেষাদি কতকগুলি দোষ থাকে। সেইগুলির অপর নাম 'কষায়'। উক্ত রাগদ্বেষাদির বিষয় অসংখ্য; সুতরাং রাগদ্বেষাদিও অসংখ্য। তন্মধ্যে কোন বিষয়ে রাগ পরিপক্ব অর্থাৎ রাগানুযায়ী ফল আরব্ধ হইয়াছে। কিয়ৎপরিমাণে ফলোন্মুখ হইয়াছে; অপর কতকগুলি বা সময় ও সহকারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তন্মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, যেগুলি পক্ব হইয়াছে, সেগুলি ত ভোগ দ্বারাই সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু যেগুলি ফলোন্মুখ মাত্র হইয়া এখনও পরিপক্ব বা ভোগার্হ হয় নাই, সেইগুলি বাছিয়া পৃথক্ করিতে হইবে এবং বিনাভোগেই তাহার ফল-জননশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। সেইগুলিকেই 'পাক্য' বলা হইয়াছে।

সরলার্থঃ

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যাকাশবৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন আকাশতুল্যাঃ নির্লেপত্বাৎ) অনাদয়ঃ (নিত্যাশ্চ) জ্ঞেয়াঃ। তেষাং (ধর্ম্মাণাং) ক্বচন (কুত্রাপি) কিঞ্চন [কিঞ্চিৎ অপি] নানাত্বং (ভেদঃ) ন হি (নৈব) বিদ্যতে (অস্তি ইত্যর্থঃ)।

ধর্ম্ম-পদবাচ্য সমস্ত আত্মাই স্বভাবতঃ আকাশ-সদৃশ এবং অনাদি। সেই সমস্ত ধর্ম্মের কুত্রাপি কিছুমাত্রও নানাত্ব বা ভেদ বর্ত্তমান নাই ॥ ২০৬ ॥ ৯১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব্বগতত্বৈঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানো জ্ঞেয়া মুমুক্ষুভিঃ অনাদয়ো নিত্যাঃ। বহুবচনকৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ—ক্বচন ক্বচিদপি কিঞ্চন কিঞ্চিৎ অণুমাত্রমপি তেষাং ন বিদ্যতে নানাত্বমিতি ॥ ২০৬ ॥ ৯১

ভাষ্যানুবাদ

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত আত্মাকেই আকাশবৎ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন ও সর্ব্বব্যাপিত্বরূপে আকাশেরই সদৃশ এবং অনাদিস্বরূপ বলিয়া জানিবেন। "ধর্ম্মাঃ" এই বহুবচন থাকায় কাহারও মনে আত্মার বহুত্ব-শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন—ক্বচন অর্থাৎ কোথাও (কোন অংশে) কিংচন অর্থ—কিছুও অর্থাৎ অণুমাত্রও তাহাদের নানাত্ব (ভেদ) নাই ॥২০৬॥৯১

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবং ভবতি ক্ষান্তিঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২০৭ ॥ ৯২

সরলার্থঃ

সর্ব্বে [এব] ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব (নিশ্চয়ে) আদিবুদ্ধাঃ (নিত্যবোধস্বরূপাঃ) সুনিশ্চিতাঃ (নিত্যনিশ্চয়স্বভাবাশ্চ)। যস্য (মুমুক্ষোঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) [আত্মনি বিষয়ে] ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা—বোধোৎ-

পাদন-প্রযত্ন-নিরৃত্তিঃ) ভবতি, সঃ (ক্ষান্তিমান্ মুমুক্ষুঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং চিরদিনই নিশ্চিতভাব (একরূপ)। যে মুমুক্ষু পুরুষ এইরূপে আত্মাতে আর নূতন জ্ঞানোৎপাদনে যত্নপর না হন, তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

জ্ঞেয়তাপি ধর্ম্মাণাং সংবৃত্যৈব, ন পরমার্থত ইত্যাহ—যস্মাদাদৌ বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব, যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ সবিতা, এবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব আত্মানঃ। ন চ তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ নিত্যনিশ্চিত-স্বরূপা ইত্যর্থঃ। ন সন্দিহ্যমানস্বরূপা এবং নৈবং বা ইতি। যস্য মুমুক্ষোঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদা বোধনিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং পরার্থং বা। যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থং বা ইত্যেবম্ভবতি ক্ষান্তির্ব্বোধকর্ত্তব্যতা-নিরপেক্ষতা সর্ব্বদা স্বাত্মনি, সোঽমৃতত্বায় অমৃতভাবায় কল্পতে মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥ ৯২

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার যে জ্ঞেয়তা, তাহাও ব্যবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যেহেতু স্বভাবতই আদিবুদ্ধ—প্রথমা-বধিই বুদ্ধ; সূর্য্যদেব যেমন স্বভাবতই নিত্য প্রকাশময়, সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও ঠিক তেমনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। আর সেই আত্মসমূহের ঐরূপ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, তাহারা স্বরূপতই নিত নিশ্চিত; অর্থাৎ 'এরূপ, কি অন্যরূপ' ইত্যাকারে সন্দিহ্যমান নহে। সূর্য্য যেরূপ অপর কোন প্রকাশ-নিরপেক্ষ হইয়া নিত্যই প্রকাশমান, তদ্রূপ যে মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট স্বার্থই হউক, বা পরার্থই হউক, আত্মার যথোক্তপ্রকার প্রকাশ সম্পাদনে ক্ষান্তি—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদনে অপেক্ষার অভাব থাকে, তিনিই অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

সরলার্থঃ

[আত্মনঃ শান্তিরপি নিত্যসিদ্ধা এব, ইত্যাহ]—সর্ব্বে হি (এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব আদিশান্তাঃ (নিত্যমেব শান্তাঃ), অনুৎপন্নাঃ (উৎপত্তিরহিতাঃ), সুনির্বৃতাঃ (সম্যক্ নির্বৃতাঃ বিমুক্তস্বভাবাঃ), সমাভিন্নাঃ (সমা অভিন্নাঃ ভেদরহিতাশ্চ) [অতঃ] অজং সাম্যং চ বিশারদং (নিঃসংশয়ং সিদ্ধমিত্যর্থঃ)

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্য-শান্ত, অনুৎপন্ন (নিত্যসিদ্ধ) নিত্যমুক্ত এবং সমান ও অভিন্নাত্মক ; সুতরাং (পূর্ব্বোক্ত) অজ এবং সাম্য উক্তি নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছে ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তথা নাপি শান্তিকর্ত্তব্যতা আত্মনীত্যাহ—যস্মাৎ আদিশান্তা নিত্যমেব শান্তা অনুৎপন্না অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ সুষ্ঠু উপরতস্বভাবা নিত্যমুক্তস্বভাবা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাশ্চ অভিন্নাশ্চ সমাভিন্নাঃ, অজং সাম্যং বিশারদং বিশুদ্ধ-মাত্মতত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ শান্তিঃ মোক্ষো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। ন হি নিত্যৈকস্বভাবস্থ কৃতং কিঞ্চিদর্থবৎ স্যাৎ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

ভাষ্যানুবাদ

সেইরূপ আত্মার শান্তিও করা যাইতে পারে না ; যেহেতু সমস্ত আত্মাই আদিশান্ত অর্থাৎ নিত্যই শান্তস্বভাব (নির্ব্বিকার), অনুৎ-পন্ন অর্থাৎ জন্মরহিত এবং স্বভাবতই সুনির্বৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিস্বভাব অর্থাৎ নিত্যমুক্তস্বভাব এবং সমান (পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই) ও অভিন্ন (মূলতঃ একই পদার্থ)। যেহেতু, আত্মতত্ত্ব অজ, সাম্য অর্থাৎ বৈষম্য-বর্জ্জিত ও বিশারদ বা বিশুদ্ধ ; অতএব আত্মার শান্তি বা মোক্ষ কিছুই আর কর্ত্তব্য নাই। কারণ, নিত্যই একরূপ বস্তুর সম্বন্ধে কিছু করিলেও তাহা অর্থবৎ বা সার্থক হইতে পারে না ॥ ২০৮॥ ৯৩

বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্‌বাদাস্তস্মাৎ তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

সরলার্থঃ

সদা (নিত্যং) ভেদে বিচরতাং (দ্বৈতচিন্তানিষ্ঠানাং) তু (পুনঃ) বৈশারদ্যং (উক্তম্ আত্মনৈর্ম্মল্যং) ন বৈ (নৈব) অস্তি, (ন প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)। তস্মাৎ (বৈশারদ্যপ্রতীত্যভাবাৎ হেতোঃ) ভেদনিম্নাঃ (দ্বৈতপ্রবণাঃ) পৃথগ্‌বাদাঃ (নানাত্ববাদিনঃ) তে (দ্বৈতিনঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ লঘুচিত্তাঃ ইত্যর্থঃ), স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিরিতিশেষঃ]।

যাহারা সর্ব্বদা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহাদের নিকট আত্মার বিশুদ্ধস্বভাব প্রতিভাত হয় না ; সেই কারণে ভেদময় সংসারানুরাগী ও ভেদ-সত্যতাবাদী সেই দ্বৈতবাদিগণ কৃপণ অর্থাৎ লঘুচিত্ত ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যে যথোক্তং পরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ, তে এব অকৃপণা লোকে ; কৃপণাস্তু অন্যে ইত্যাহ—যস্মাৎ ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ। কে ? পৃথগ্‌বাদাঃ, পৃথক্ নানা বস্তু ইত্যেবং বদনং যেষাং, তে পৃথগ্‌বাদা দ্বৈতিন ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতাঃ, যস্মাৎ বৈশারদ্যং বিশুদ্ধিঃ, তৎ নাস্তি তেষাং ভেদে বিচরতাং দ্বৈতমার্গে অবিদ্যাকল্পিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানানাম্ ইত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

ভাষ্যানুবাদ

যাঁহারা উক্তপ্রকার পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, জগতে কেবল তাঁহারাই কৃপণ নহেন ; তদ্ভিন্ন অপর সকলেই কৃপণ ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যেহেতু [তাহারা] ভেদনিম্ন অর্থাৎ ভেদানুযায়ী বা সংসারানুগত। কাহারা ? [যাহারা] পৃথগ্‌বাদ, অর্থাৎ পৃথক্—নানা 'বিভিন্নপ্রকার বস্তু আছে'—ইত্যাকার কথা বলাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা পৃথগ্‌বাদ-পদবাচ্য, অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। সেই হেতুই তাহারা কৃপণ, এবং ক্ষুদ্র অর্থাৎ লঘুচিত্ত। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা অবিদ্যাকল্পিত ভেদময় দ্বৈতপথে বিচরণ করিয়া থাকে—বর্ত্তমান থাকে ; তাহাদের নিকট [আত্মার যে স্বভাবসিদ্ধ] বৈশারদ্য

(নির্ম্মলতা), তাহা থাকে না (প্রকাশ পায় না)। অতএব তাহাদের কার্পণ্যোক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥ ২১০ ॥ ৯৫

সরলার্থঃ

যে তু (চ) কেচিৎ (পুরুষাঃ) অজে সাম্যে (পরমার্থতত্ত্বে) সুনিশ্চিতাঃ (দৃঢ়প্রত্যয়বন্তঃ) ভবিষ্যন্তি, লোকে (জগতি), তে (অজসাম্যদর্শিনঃ) হি (এব) মহাজ্ঞানাঃ (যথার্থজ্ঞানবন্তঃ)। লোকঃ (প্রাকৃতবুদ্ধিঃ) তৎ চ (তেষাং তদপি দর্শনং) ন গাহতে (ন পরিগৃহ্লাতি)।

জগতে যাঁহারা সেই অজ ও সাম্যময় পরমার্থ-তত্ত্বে সুনিশ্চিত বা দৃঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাদের সেই জ্ঞান গ্রহণ করে না ॥ ২১০ ॥ ৯৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যদিদং পরমার্থতত্ত্বম্, অমহাত্মভিঃ অপণ্ডিতৈঃ বেদান্তবহিঃষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ অল্প-প্রজ্ঞৈঃ অনবগাহ্যম্ ইত্যাহ—অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি যে কেচিৎ স্ত্র্যাদয়ঃ অপি সুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেৎ, তে এব হি লোকে মহাজ্ঞানা নিরতিশয়-তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তেষাং বর্ত্ম তেষাং বিদিতং পরমার্থতত্ত্বং সামান্যবুদ্ধিঃ অন্যো লোকো ন গাহতে ন অবতরতি—ন বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সমৈকার্থং প্রপশ্যতঃ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য * পদৈষিণঃ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যতে" ইত্যাদি স্মরণাৎ ॥ ২১০ ॥ ৯৫

ভাষ্যানুবাদ

যাহারা মহাত্মা নহে, পাণ্ডিত্যরহিত, বেদবাহ্য, ক্ষুদ্রাশয় ও অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে, এই যে পরমার্থতত্ত্ব, ইহা বিজ্ঞেয় নহে—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ (জন্মরহিত) সাম্য (বৈষম্যশূন্য) উক্ত পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে 'ইহা এই প্রকারই বটে' এইরূপে যে কোন

(*) সর্ব্বভূতহিতস্য চ দেবা মার্গেঽপি মুহ্যন্তি হ্যপদস্য—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

লোক, অধিক কি, যদি স্ত্রী প্রভৃতি (অধম অধিকারীও) সুনিশ্চিত (নিশ্চয়-বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, জগতে তাহারাই মহাজ্ঞান অর্থাৎ নিরতিশয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক। [কিন্তু] তাহাদের সেই পথে, অর্থাৎ তাহাদের পরিজ্ঞাত সেই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে, সামান্যবুদ্ধি অপর লোকে অবতরণ করে না, অর্থাৎ তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত করে না বা করিতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'সর্ব্বভূত যাঁহার আত্ম-ভূত বা আত্মস্বরূপ, এবং যিনি সমান ও এক (অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিতেছেন, সেই পদাভিলাষী দেবগণও তাঁহার অবলম্বিত পথে বিশেষরূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আকাশে (অতি উচ্চে বিচরণকারী) পক্ষিসমূহের গতি যেমন উপলব্ধি করা যায় না, [মোক্ষপথে তাঁহাদের গতিও তদ্রূপ]। ইতি ॥ ২১০ ॥ ৯৫

অজেষ্বজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ২১১ ॥ ৯৬

সরলার্থঃ

অজেষু (নিত্যেষু) ধর্ম্মেষু (আত্মসু) [স্থিতং] জ্ঞানম্ [অপি] অজম্ (নিত্যম্) অসংক্রান্তম্ (অনাত্মকং স্বাভাবিকম্) ইষ্যতে (স্বীক্রিয়তে)। যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) জ্ঞানং [তত্র] ন ক্রমতে (অন্যতঃ ন আগচ্ছতি) তেন (হেতুনা) [অজং ব্রহ্ম] অসঙ্গং (নির্লেপং) কীর্ত্তিতং (কথিতং) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ]।

জন্মহীন (নিত্য) আত্মসমূহে স্থিত জ্ঞানও অজ ও অসংক্রান্ত, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান নিত্য ও অন্য পদার্থ হইতে আগত নহে। যেহেতু জ্ঞান তাহাতে সংক্রামিত হয় না, সেই হেতুই তিনি অসঙ্গ বা নির্লেপ বলিয়া কথিত হন ॥ ২১১ ॥ ৯৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ—অজেষু অনুৎপন্নেষু অচলেষু ধর্ম্মেষু আত্মসু অজম্ অচলঞ্চ জ্ঞানম্ ইষ্যতে, সবিতরীব ঔষ্ণ্যং প্রকাশশ্চ যতঃ, তস্মাদসংক্রান্তম্ অর্থান্তরে জ্ঞানম্ অজম্ ইষ্যতে। যস্মাৎ ন ক্রমতে অর্থান্তরে জ্ঞানম্, তেন কারণেন অসঙ্গং তৎ কীর্ত্তিতম্ আকাশকল্পম্ ইত্যুক্তম্ ॥ ২১১ ॥ ৯৬

ভাষ্যানুবাদ

কি প্রকারে মহাজ্ঞান, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু অজ—অনুৎপন্ন অর্থাৎ অচঞ্চল ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের জ্ঞানকেও সূর্য্যগত উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় অজ ও অচল বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সেই হেতুই অপর বিষয়ে অসংক্রান্ত (যাহা সংক্রামিত হয় না, এবংপ্রকার) জ্ঞানকে অজ (নিত্যসিদ্ধ) বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। যেহেতু, সেই জ্ঞান অপর কোন পদার্থে সংক্রামিত হয় না—যায় না, সেইহেতু সেই জ্ঞান আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ আকাশ যেমন কোন বস্তুর সংস্রবেই তাহাতে মিলিত হইয়া তাহার দোষে বা গুণে দুষ্ট বা গুণবান্ হয় না, এই আত্মজ্ঞান ঠিক তেমন ॥ ২১১ ॥ ৯৬

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ ॥ ২১২ ॥ ৯৭

সরলার্থঃ

অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকিনঃ জ্ঞানস্য সসঙ্গত্ববাদিনঃ) অণুমাত্রে (অত্যল্পমাত্রে) অপি বৈধর্ম্ম্যে (বৈলক্ষণ্যে) জায়মানে (উৎপদ্যমানে সতি) সদা (সর্ব্বদা) অসঙ্গতা ন অস্তি (ন সিধ্যতি); কিমুত আবরণচ্যুতিঃ (বন্ধ ধ্বংসঃ)। [আবরণচ্যুতিস্তু দূরাপেতা ইত্যাশয়ঃ]।

যে অবিবেকী পুরুষ বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানের সংক্রমণ স্বীকার করে, তাহার মতে, অতি অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য বা বিকার উৎপন্ন হইলেই যখন আত্মার সর্ব্বকালীন অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না, তখন [আত্মার] অজ্ঞানাবরণ-ধ্বংসের আর কথা কি? অর্থাৎ তাহা ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২১২ ৯৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

ইতোঽন্যেষাং বাদিনামণুমাত্রে অল্পেঽপি বৈধর্ম্ম্যে বস্তুনি বহিরন্তর্ব্বা জায়মানে উৎপদ্যমানে অবিপশ্চিতোঽবিবেকিনঃ অসঙ্গতা অসঙ্গত্বং সদা নাস্তি, কিমুত বক্তব্যম্ আবরণচ্যুতিঃ, বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥ ২১২ ॥ ৯৭

ভাষ্যানুবাদ

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বাদিগণের মতে কোন বস্তুতে অণুমাত্র অর্থাৎ ভিতরে বা বাহিরে অতি অল্পপরিমাণে বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই যখন অবিবেকীর নিত্য অসঙ্গত্ব থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়, তখন আবরণচ্যুতি অর্থাৎ বন্ধ-ধ্বংস যে হয় না, তাহা কি আর বলিতে হয়? ॥ ২১২ ॥ ৯৭

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তাঃ বুধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ ॥ ২১৩ ॥ ৯৮

সরলার্থঃ

[আবরণভঙ্গবিরুদ্ধানাং মতং খণ্ডয়ন্ তদুপপত্তিমাহ]—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ), অলব্ধাবরণাঃ (কদাচিদপি অবিদ্যাবরণমপ্রাপ্তাঃ), প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ (স্বভাবশুদ্ধাঃ), আদৌ (পূর্ব্বমপি) বুদ্ধাঃ, তথা মুক্তাঃ (বন্ধরহিতাঃ) [অপি] বুধ্যন্তে (আত্মানং জানন্তি) ইতি (এবং প্রকারেণ) নায়কাঃ (নেতারঃ জ্ঞানস্বভাবাঃ) [উচ্যন্তে, ন তু জ্ঞানবন্ত ইত্যাশয়ঃ যদ্‌বা নায়কাঃ]। বেদান্তিনঃ [বদন্তীতিশেষঃ]

অদ্বৈতবাদী স্বমত বলিতেছেন—সমস্ত আত্মাই অলব্ধাবরণ অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয় নাই, স্বভাবশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বরূপ; তথাপি, জানেন—বিজ্ঞাত হন বলিয়া, বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন ॥ ২১৩ ॥ ৯৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

তেষামাবরণচ্যুতিঃ নাস্তীতি ব্রুবতাং স্বসিদ্ধান্তে অভ্যুপগতং তর্হি ধর্ম্মাণাম্ আবরণম্ ন ইত্যুচ্যতে—অলব্ধাবরণাঃ অলব্ধম্ অপ্রাপ্তম্ আবরণম্ অবিদ্যাদিবন্ধনং যেষাং, তে ধর্ম্মা অলব্ধাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবশুদ্ধাঃ আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ, যস্মাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যদ্যেবং, কথং তর্হি বুধ্যন্তে ইত্যুচ্যতে—নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থা বুদ্ধাঃ বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽপি সন্ সবিতা প্রকাশতে ইত্যুচ্যতে, যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়োঽপি 'নিত্যমেব শৈলাঃ তিষ্ঠন্তি' ইত্যুচ্যতে, তদ্বৎ ॥ ২১৩ ॥ ৯৮

ভাষ্যানুবাদ

তাহাদের মতে আবরণধ্বংস নাই বলিলে স্বমতে ত আত্মার আবরণ স্বীকার করা হয়; না—তাহা বলা হইতেছে—অলব্ধাবরণ

অর্থাৎ যাহারা আবরণ—অবিদ্যাদি-বন্ধন কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, সেই আত্মসমূহই অলব্ধাবরণ, অর্থাৎ বন্ধনরহিত; প্রকৃতিনির্ম্মল অর্থ—স্বভাবশুদ্ধ, অগ্রেই বুদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্তবোধ এবং মুক্ত, যেহেতু স্বভাবতই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ। ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আত্মার বোদ্ধৃত্ব বা জ্ঞানকর্তৃত্ব বলা হয় কিরূপে? [জ্ঞানই ত আর জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা হইতে পারে না?] [উত্তর বোধকর্ত্তা অর্থ—] নায়ক—স্বামী—জানিতে সমর্থ অর্থাৎ বোধশক্তিযুক্ত স্বভাবসম্পন্ন। সূর্য্য নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন হইলেও যেমন 'প্রকাশ পাইতেছে' বলা হইয়া থাকে, অথবা চিরকালই গতিহীন পর্ব্বতসমূহকেও যেরূপ 'পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে' *বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২১৩ ॥ ৯৮

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥ ২১৪ ॥ ৯৯

সরলার্থঃ

বুদ্ধস্য (পরমার্থদর্শিনঃ) জ্ঞানং ধর্ম্মেষু (বিষয়ান্তরেষু) ন হি (নৈব) ক্রমতে (গচ্ছতি), তথা তায়িনঃ (অখণ্ডস্য প্রজ্ঞানবতঃ বা) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) [ন ক্রমন্তে]; তথা জ্ঞানম্ (অপি) ন ক্রমতে (ন চলতীত্যর্থঃ)। এতৎ (যথোক্তপ্রকারং মতং) বুদ্ধেন (সর্ব্বজ্ঞেন) ন ভাষিতম্ (নোক্তম্) [ঔপনিষদমেতদিত্যাশয়ঃ]।

প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত হয় না] এই সিদ্ধান্তটি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে; পরন্তু ইহা ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত ॥ ২১৪ ॥ ৯৯

---

* তাৎপর্য্য—'তিষ্ঠন্তি' পদটি 'স্থা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'স্থা' ধাতুর অর্থ গতি-নিবৃত্তি; যাহার গতি আছে, তাহারই গতিনিবৃত্তি সম্ভব। পর্ব্বতের কস্মিন্‌কালেও গতি নাই; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরও সম্ভব নাই; তথাপি যেমন 'পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত আছে, বলা হয়, তেমনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে অপর জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও, 'আত্মা জানিতেছে—জ্ঞান করিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ প্রয়োগবলে আত্মার সম্বন্ধে অপর কোনরূপ জন্য জ্ঞান কল্পনা করিতে হইবে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যস্মাৎ ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্য পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেষু ধর্মেষু ধর্মসংস্থং সবিতরি ইব প্রভা। তায়িনঃ—তায়োঽস্যাস্তীতি তায়ী, তস্য সন্তানবতো নিরন্তরস্য আকাশকল্পস্য ইত্যর্থঃ। পূজাবতো বা প্রজ্ঞাবতো বা। সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানোঽপি তথা জ্ঞানাদেব আকাশকল্পত্বাৎ ন ক্রমন্তে কচিদপি অর্থান্তর ইত্যর্থঃ। যদাদৌ উপন্যস্তং "জ্ঞানেন আকাশকল্পেন" ইত্যাদি, তদিদমাকাশকল্পস্য তায়িনো বুদ্ধস্য তদনন্যত্বাৎ আকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থান্তরে। তথা ধর্ম্মা ইতি আকাশমিব অচলমবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যমদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গমদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অশনায়াদ্যতীতং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্ "ন হি দ্রষ্টু র্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতিশ্রুতেঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বমদ্বয়মেতৎ ন বুদ্ধেন ভাষিতম্। যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ২১৪॥ ৯৯

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু বুদ্ধ অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানীর জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না, পরন্তু সূর্য্যের প্রভার ন্যায় উহা আত্মাতেই অবস্থিত থাকে। তায়ী অর্থ—যাহার তায় (অবিচ্ছিন্ন ভাব) আছে, তাহার নাম তায়ী, অর্থাৎ যাহা অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) আকাশ-সদৃশ; অথবা পূজাবান্ (পূজনীয়) কিংবা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্; তাহার সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও জ্ঞানেরই ন্যায় আকাশসদৃশ বলিয়া জ্ঞান হইতে অপর কোনও পদার্থে সংক্রামিত হয় না। ইতঃপূর্ব্বে "জ্ঞানেনাকাশকল্পেন" বলিয়া যে জ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে, আকাশসদৃশ তায়ী বুদ্ধের জ্ঞানও তাহা হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে; এজন্য সেই জ্ঞানও আকাশকল্প; সুতরাং তাহা অপর কোন পদার্থেই সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না। ধর্ম্মসমূহও (আত্মসমূহও) সেইরূপ, অর্থাৎ আকাশেরই মত অচল, অবিক্রিয় (বিকার-হীন), নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, এবং ভোজনেচ্ছাদির অতীত ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—'দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের কখনই বিলোপ হয় না।'

যদিও বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব-খণ্ডন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন অদ্বয় বস্তুরই (বুদ্ধসম্মত বিজ্ঞানেরই) খুব সন্নিকৃষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ, তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ ভেদবর্জ্জিত এই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব বুদ্ধকর্ত্তৃক কথিত হয় নাই, [অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্]। পরন্তু, এই অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বটি বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ২১৪ ॥ ৯৯

দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্ ॥ ২১৫ ॥ ১০০

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতা মাণ্ডূক্যোপনিষৎকারিকাঃ সম্পূর্ণাঃ।

ওঁ তৎসৎ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ

[শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমাত্মস্তুতিমাহ]—দুর্দ্দর্শং (দুঃখেন দ্রষ্টুং শক্যম্), অতি-গম্ভীরং (দুরবগাহং), অজং, সাম্যং (একরূপং), বিশারদং (শুদ্ধং), অনানাত্বং (সর্ব্বভেদবর্জ্জিতং) পদং (পরমার্থতত্ত্বরূপং) বুদ্ধা (অবগম্য) যথাবলং (যথাশক্তি) নমস্কুর্ম্মঃ (নমামঃ) [বয়ম্ ইতি শেষঃ]।

দুর্দ্দর্শ, অতিগম্ভীর (দুর্জ্ঞেয়), অজ, সমস্বভাব, বিশুদ্ধ ও ভেদবর্জ্জিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যথাশক্তি তাঁহার নমস্কার করিতেছি ॥ ২১৫ ॥ ১০০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বস্তুত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে। দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্। অস্তিনাস্তীতি চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অতএব অতিগম্ভীরং দুষ্প্রবেশং মহাসমুদ্রবৎ অকৃতপ্রজ্ঞৈঃ। অজং সাম্যং বিশারদম্। ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জ্জিতং বুদ্ধা অবগম্য তদ্ভূতাঃ সন্তো নমস্কুর্ম্মঃ তস্মৈ পদায়। অব্যবহার্য্যমপি ব্যবহারগোচরতামাপাদ্য যথাবলং যথাশক্তীত্যর্থঃ ॥ ২১৫ ॥ ১০০

ভাষ্যানুবাদ

শাস্ত্রসমাপ্তি উপলক্ষে পরমার্থতত্ত্ব স্তুতির উদ্দেশে নমস্কার উক্ত হইতেছে—দুর্দ্দর্শ—[দুঃখে যাহার দর্শন হয়]; অর্থাৎ 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদিরূপ চতুর্ব্বিধ বিকল্পাতীত বলিয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়; অতএব অতি-গম্ভীর অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাসমুদ্রের ন্যায় দুষ্প্রবেশ [অতিকষ্টে এবিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ হয়], অজ [জন্মরহিত], সাম্য ও বিশারদ [বিশুদ্ধ]; ঈদৃশ পদকে (পরমার্থতত্ত্বকে) অনানাত্ব (নানাত্ব-বর্জ্জিত) রূপে জানিয়া—তন্ময় বা তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া যথা-বল অর্থাৎ নমস্কারাদি ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থেরও শক্তি অনুসারে ব্যবহার্য্যত্ব সম্পাদন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করি ॥ ২১৫ ॥ ১০০

[ভাষ্যকৃন্নমস্কারাঃ]

অজমপি জনিযোগাৎ প্রাপদৈশ্বর্য্যযোগা-
দগতি চ গতিমত্তাং প্রাপদেকং হ্যনেকম্।
বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুগ্ধেক্ষণানাং
প্রণতভয়বিহন্তৃ ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১

প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিতজলনিধের্ব্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্দধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি ॥ ২

যৎপ্রজ্ঞালোকভাসা প্রতিহতিমগমৎ স্বান্ত-মোহান্ধকারো
মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হ্যসকৃদুপজনোদন্বতি ত্রাসনে মে।
যৎপাদাবাশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যা হ্যমোঘা
তৎপাদৌ পাবনীয়ৌ ভবভয়বিনুদৌ সর্ব্বভাবৈর্নমস্যে ॥ ৩

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়কারিকা-বিবরণে অলাত-শান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-কারিকাভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যকারের নমস্কার—

যৎ ব্রহ্ম অজং (স্বরূপতঃ জন্মরহিতম্ অপি সৎ) ঐশ্বর্য্যযোগাৎ (কার্যো-শ্বরাদি-ভাবাবলম্বনাৎ) জনিযোগম্ (উৎপত্তিং) প্রাপৎ (প্রাপ্তবৎ)। [তথা] অগতি (নিষ্ক্রিয়ং) চ (অপি) গতিমত্তাং (গমনক্রিয়াং প্রাপ্তবৎ)। [তথা] একম্ [অপি] হি (নিশ্চয়ে) অনেকং (ভেদপ্রাপ্তমিব) মুগ্ধেক্ষণানাং (মুগ্ধানি মোহগ্রস্তানি ঈক্ষণানি জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ যেষাং, তেষাং বিষয়াসক্তচেতসাং) [সমীপে] বিবিধবিষয় ধর্ম্মগ্রাহি (বিবিধানাং বিষয়াণাং প্রকাশ্যানাং ধর্ম্মান্ গৃহ্ণাতি স্বীক-রোতীতি, অজ্ঞদৃষ্ট্যৈব নানাত্বং, ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়ঃ)। [তথা] প্রণত-ভয়বিহন্তৃ (প্রণতানাং তদেকশরণানাং ভয়ং সংসারদুঃখং বিহন্তুং শীলম্ অস্য ইত্যর্থঃ), তৎ (ব্রহ্ম) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহমিতিশেষঃ]॥ ১

যিনি জন্মরহিত হইয়াও ঐশ্বর্য্যশক্তিযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গতিহীন হইয়াও গতি স্বীকার করিয়াছেন, এবং যিনি এক হইয়াও অনেক মূঢ়দৃষ্টি লোকের নিকট নানাবিধ জাগতিক ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রতীত, এবং প্রণত ভক্তগণের ভয়বিনাশক; সেই ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করিতেছি॥ ১

যঃ (পরমগুরুঃ) অবিরতজনন-গ্রাহঘোরে (নিরন্তরং যৎ জননং জন্ম, তদেব গ্রাহঃ জলচরঃ হিংস্রজন্তুবিশেষঃ তেন ঘোরে ভয়ঙ্করে), সমুদ্রে (সংসার-সাগরে) ভূতানি (প্রাণিনঃ মনুষ্যান্) মগ্নানি আলোক্য (দৃষ্ট্বা) কারুণ্যাৎ (দয়য়া) বেদনাম্নঃ (বেদাখ্যাৎ) প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধক্ষুভিত-জলনিধেঃ (প্রজ্ঞা-পরিশুদ্ধা বুদ্ধিরেব বৈশাখঃ—মন্থানদণ্ডঃ তস্য বেধেন ক্ষেপণেন ক্ষুভিতঃ আলোড়িতঃ যঃ জলনিধিঃ জলনিধিরিব তস্মাৎ বেদাদিত্যর্থঃ) অমরৈঃ (দেবৈঃ) [অপি] দুর্লভম্ (লব্ধুমশক্যম্) ইদম্ (পরমার্থতত্ত্বরূপম্) অমৃতং (অমৃতমিব) ভূতহেতোঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং কল্যাণার্থং) উদধার (উদ্ধৃতবান্)। পূজ্যাভি-পূজ্যং (গুরোরপি বন্দনীয়ং) তং পরমগুরুং (গুরোর্গুরুং) পাদপাতৈঃ (তস্য পাদয়োঃ মম শিরসঃ পাতনৈরিত্যর্থঃ) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহম্ ইতি শেষঃ]॥ ২

যিনি ভূতগণকে নিরন্তর জন্মজন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তুতে ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া, তাহাদের কল্যাণার্থ করুণাপরবশ হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ মথনদণ্ডের নিক্ষেপে আলোড়িত বেদনামক জলধির অভ্যন্তরস্থ, দেবগণেরও দুর্লভ এই (জ্ঞানোপদেশময়) অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, পূজ্যগণেরও পূজনীয় সেই পরম গুরুকে (গুরুরও গুরুকে) চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছি॥ ২

স্বান্ত-মোহান্ধকারঃ (হৃদয়গতাজ্ঞানান্ধকারঃ) যৎপ্রভালোকভাসা (যস্য প্রভা এব আলোকঃ, তস্য ভাসা—দীপ্ত্যা) প্রতিহতিম (প্রতিঘাতং নিবৃত্তিম্) অগমৎ ; ঘোরে [অতএব] মে (মম) ত্রাসনে (ভয়োৎপাদকে) উপজনোদন্বতি (নানাযোনি-জন্মরূপে সমুদ্রে) [জগৎ] অসকৃৎ (বারংবারং) মজ্জোন্মজ্জৎ (মজ্জৎ কদাচিৎ অনতিব্যক্তম্, কদাচিৎ উন্মজ্জৎ অভিব্যক্তং চ) [ভবতি ইতি শেষঃ], যৎপাদৌ (যস্য চরণৌ) আশ্রিতানাম্ (শরণাগতানাম্) অমোঘা (অব্যর্থা—সফলা) অগ্র্যা (সর্ব্বোত্তমা) শ্রুতি-শম-নিয়ম-প্রাপ্তিঃ (শ্রুতিঃ শ্রুত্যর্থ-জ্ঞানং, শমঃ অনুদ্বিগ্নতা, বিনয়ঃ সৎশীলং, তেষাং প্রাপ্তিঃ অধিগমঃ) [ভবতি] ; পাবনীয়ৌ (জগৎপাবনৌ), ভবভয়বিদুদৌ (ভবভয়নিবারকৌ) তৎপাদৌ সর্ব্বভাবৈঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) নমস্তে (প্রণমামি) [অহমিতি শেষঃ] ॥ ৩

সেয়মন্ন-পদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

যাঁহার জ্ঞানালোকপ্রভায় হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার প্রতিহত হইয়াছে ; ভয়ঙ্কর, সুতরাং আমারও ত্রাসকর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণময় সাগরে মগ্ন ও উন্মগ্ন সংসারও বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং যাঁহার চরণাশ্রিত ব্যক্তিবর্গের উৎকৃষ্ট ও অমোঘ শ্রুতিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম ও বিনয় বা ঔদ্ধত্য-পরিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে ; পবিত্রতা-সম্পাদক এবং ভবভয়-নিবারক তাঁহার সেই চরণদ্বয় সর্ব্বতোভাবে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদে গৌড়পাদীয় কারিকার অনুবাদ সমাপ্ত ॥